



“আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন” সর্বাধিক পঠিত “ঐ সুন্নাতে ত্বরা কিতাব” যা পাঠ করে/ শুনে আজ পর্যন্ত লাখো নর-নারী সঠিক পথের দিশা লাভ করেছে। সারা দুনিয়ার চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রায় সারা বছরই (বিভিন্ন ভাষায়) এটির ছাপানোর কাজ অব্যাহত থাকে।

(BANGLA)

সংশোধিত

ফয়যানে সুন্নাত

FAIZANE SUNNAT

প্রথম খন্ড



শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্বাস মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী رحمۃ اللہ علیہ

এই কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় দা'ওয়াতে ইসলামীর বাহার সুবাস ছড়াচ্ছে



মাদানী চ্যানেল
দেখতে থাকুন

ফয়যানে সুন্নাহ

(প্রথম খন্ড)

এই খন্ডের মধ্যে এই ৪টি অধ্যায় রয়েছে



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাবের নাম: **ফয়যানে সুন্নাত** (১ম খন্ড)

লিখক: শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত,

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মওলানা

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ **আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী**

প্রকাশনায়: **মাকতাবাতুল মদীনা**

এই কিতাবটি শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ উর্দু ভাষায় লিখেছেন। دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই কিতাবটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।
(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com

bdtarajim@gmail.com, web : www.dawateislami.net

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাব ছাপানোর অনুমতি নেই।

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

কিতাব পাঠ করার দো‘আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দো‘আটি
যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দো‘আটি হল, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ**, পড়ে নিন

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে
দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে
চির মহান ও হে চির মহিমাযিত!

(আল মুত্তাভারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরদ শরীফ পাঠ করুন।

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুক্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: “কিয়ামতের দিন
ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান
অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ
ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার
থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না
(অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।”

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে
পরে হয়ে যায় তবে মাফতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

কিতাব পাঠকরার ২৩ নিয়ত

রাসুলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:

“نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” অর্থাৎ- মুসলমানের নিয়ত তার আমল থেকে উত্তম।” (আল মু'জামুল কাবির লিভ তাবারানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯৪২)

দুইটি মাদানী ফুল:

- (১) ভাল নিয়ত ছাড়া কোন ভাল কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়না।
- (২) ভাল নিয়ত যত বেশী, সাওয়াবও তত বেশী।

(১) প্রত্যেকবার হাম্দ তথা আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা (২) দরুদ শরীফ (৩) তা'উয তথা আউযুবিলাহ (৪) তাসমিয়া তথা বিসমিল্লাহ পড়ার মাধ্যমে শুরু করব। (এই পৃষ্ঠায় উপরে দোয়া আরবী লাইনটি পড়ার মাধ্যমে এই চারটি নিয়তের উপর আমল হয়ে যাবে।) (৫) আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করব। (৬) যথা সম্ভব এই কিতাব ওয়ু সহকারে (৭) ক্বিবলামুখী হয়ে পাঠ করব। (৮) কুরআন শরীফের আয়াত এবং (৯) হাদীস শরীফের ইবারতের যিয়ারত করব। (১০) যেখানে যেখানে “আল্লাহ্ তাআলা”র নামে পাক আসবে সেখানে عَزَّوَجَلَّ (১১) যেখানে যেখানে “হযর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ” এর মোবারক নাম আসবে সেখানে صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পাঠ করব। (১২) শরয়ী মাসয়ালা শিখব। (১৩) যদি কোন মাসয়ালা বুঝে না আসে তবে ওলামাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করব। (১৪) হযরত সুফিয়ান বিন ওয়াইনা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর এই উক্তি “عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تُزِيلُ الرَّحْمَةُ” অর্থাৎ- নেককার লোকদের আলোচনার সময় রহমত অবতীর্ণ হয়।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, নম্বর- ১০৭৫০) এর উপর আমল করে নেককারদের আলোচনার বরকত অর্জন করব। (১৫) নিজের ব্যক্তিগত কপিতে) প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ স্থানে আভারলাইন করব। (১৬) নিজের ব্যক্তিগত কপিতে) “স্বরণ রাখুন” লিখা বিশিষ্ট পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় টিকা, মাদানী ফুল নোট করব।

(১৭) কিতাবটি সম্পূর্ণ পড়ার জন্য ইলমে দ্বীন অর্জন করার নিয়তে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে ইলমে দ্বীন অর্জনের সাওয়াবের অংশীদার হবো। (১৮) অন্যদেরকে এ কিতাব পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করব (১৯) এ হাদীসে পাক **إِذَا دُرِّئَ أَحَدُكُمْ** অর্থাৎ “একে অপরকে হাদিয়া দাও, পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে।” (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, ২য় খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৩১) এর উপর আমল করে ১০ই মুহাররামুল হারাম এর বিবেচনায় কমপক্ষে দশটি কপি অথবা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী) এ কিতাব ক্রয় করে অন্যদেরকে তোহফা প্রদান করব (২০) যাকে দিব তাকে যথাসম্ভব এই হাদফ দিব যে, আপনি এতদিন (যেমন; ২৬দিন) এর মধ্যে সম্পূর্ণ পড়ে নিবেন। (২১) যে জানে না তাকে শিখাব। (২২) এই কিতাব পাঠ করার সাওয়াব সকল উম্মতের জন্য ইছাল করব। (২৩) কিতাব ইত্যাদিতে শরয়ী কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা লিখিতভাবে প্রকাশকদেরকে অবহিত করব।

(প্রকাশক, লিখক ইত্যাদির কিতাবের ভুলত্রুটি শুধু মৌখিক ভাবে জানালে বিশেষ উপকার হয় না)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

লেখকের অভিমত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আন্তার কাদেরী রযবী **وَأَمَّا بِرَبِّكَ أَنتَهُمُ الْعَالِيَهُ** এর পক্ষ থেকে- আল্লাহর মাহবুব, হযুর পুরনূর **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির আমার উম্মত পর্যন্ত কোন ইসলামী বিষয় পৌঁছাবে, যাতে এর মাধ্যমে আমার সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা এর দ্বারা বদ-মাযহাবী দূর করা যায়, তবে সে জান্নাতী।

(হিলায়াতুল আউলিয়া, ১০ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীম- ১৪৪৬৬)

তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ এটাও রয়েছে; প্রত্যেক ইসলামী ভাই প্রতিদিন দু'টি দরস (মসজিদ, ঘর ইত্যাদিতে) দিবে অথবা শুনবে।

এই দরস বিশিষ্ট মাদানী কাজটির জন্য ভালো ভালো নিয়তের সাথে ফয়যানে সুন্নাত (১ম খন্ড) উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এই প্রত্যাশীত কিতাব এর মাধ্যমে খুব বেশি করে দরস দিন অর্থাৎ পড়ে পড়ে মুসলমানদেরকে শুনান। যদি এতে কেউ প্রভাবিত হয়ে কুরআন ও সুন্নাতের পথে চলে আসে, তবে إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ আপনার তরী পার হয়ে যাবে। প্রিয় আক্বা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যদি আল্লাহ তাআলা তোমার মাধ্যমে কোন এক ব্যক্তিকেও সৎপথ দেখান তবে তা তোমার জন্য লাল উটগুলো থেকেও উত্তম।

(সহীহ মুসলিম, ১৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪০৬, দারু ইবনে হাযম, বৈরুত)

ফয়যানে সুন্নাত (১ম খন্ড) ৪টি অধ্যায় এবং প্রায় উর্দু ১৫৭২ (প্রায় বাংলা ১১২৬) পৃষ্ঠায় সুবিন্যস্ত। দা'ওয়াতে ইসলামী এমন একটি সুন্নাতে ভরা সংগঠন, যেখানে আলিম-ওলামা, জ্ঞানীগুণীদের সাথে সাথে সাধারণ জনগণের একটি বিরাট অংশ রয়েছে। সাধারণ জনগণের প্রতি গভীর দৃষ্টি রেখে যথাসাধ্য সহজ ভাষায় লিখার চেষ্টা করা হয়েছে। আর কিছু স্থানে ইচ্ছাকৃত ভাবে কঠিন শব্দাবলী লিখে পাশে বন্ধনীর মধ্যে এর অর্থাৎ লিখে দেয়া হয়েছে। যাতে কম লিখা পড়া জানা ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদেরও অন্যান্য ইসলামী কিতাব পড়ার ক্ষেত্রে সহায়তা লাভ হয়। এই কিতাবকে ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরও ভুল থেকে যেতে পারে। তাই যদি এতে কোন শরয়ী ভুল-ত্রুটি আপনার নজরে পড়ে, তাহলে আপনি মেহেরবানী করে দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুর মদীনাকে অবশ্যই লিখে জানান এবং এর দ্বারা নিজেকে সাওয়াবের ভাগিদার করুন। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ সগে মদীনা عَنْهُ কে অমান্যকারী হিসেবে নয় বরং কৃতজ্ঞতার সহিত মান্যকারী হিসেবে পাবেন।

সবশেষে সুন্নী আলিমদের নিয়ে গঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ “আল মদীনাতুল ইলমীয়া”র ওলামায়ে কিরামদের رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ প্রতি খুবই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি,

কেননা তারা একেকটি শব্দের চুলছেড়া বিশ্লেষণ করেছেন, উদ্ধৃতিগুলো খুঁজে বের করে এর সংশোধন করার সাথে সাথে স্থানে স্থানে তথ্যসূত্রের সংযোজন করে খুব সৃজনশীলভাবে ফয়যানে সুন্নাত (১ম খন্ড) কে দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাঞ্জিগ, মুবাঞ্জিগাদের নিকট পৌঁছে দেয়ার সাথে সাথে আলিম, ওয়ায়েজ, খতীব, বক্তা এবং কিতাব রচনাকারী ও লিখকদের জন্য খুবই উপকার সমৃদ্ধ করে দিয়েছে।

اٰمِيْنَ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ | اٰمِيْنَ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ | اٰمِيْنَ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ |

আত্তারের দোয়া

ইয়া রবে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ! যে কেউ ১৬৩ দিনের মধ্যেই ফয়যানে সুন্নাত (১ম খন্ড) পরিপূর্ণ পড়ে নেয়, তাকে ঈমানের উপর অটলতা, মৃত্যু শয্যায় শেষ মুহূর্তে প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত, কবর ও হাশরে প্রশান্তি এবং তোমার দয়ায় বিনা হিসেবে তাকে ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতুল ফিরদাউসে মাদানী হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান কর এবং সঙ্গে মদীনা عِنْدَهُ, সকল সহযোগীতাকারী, ভুল-ত্রুটি সংশোধনকারী, ওলামায়ে কিরাম, মাকতাবাতুল মদীনার যিম্মাদার ও রুকনবন্দ এবং মাকতাবাতুল মদীনার সকল কর্মচারীবৃন্দের হকের মধ্যেও এই দোয়া কবুল কর ও সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করে দাও।

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল
বাক্কা, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে
জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয়
আক্কা ﷺ এর প্রতিবেশী
হওয়ার প্রত্যাশা।



১১ রমযানুল মোবারক, ১৪২৭ হি:

আত্তারের উপহার

ইয়া রব্বের মুস্তফা **عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**! ফয়যানে সুন্নাত'কে (১ম খন্ড) তোমার আলীশান দরবারে কবুল কর এবং এর সাওয়াব আমার অপূর্ণ আমল অনুযায়ী নয় বরং তোমার পরিপূর্ণ রহমতের শান-মান অনুযায়ী আমাদের দান কর। **ইয়া আল্লাহ্!** এর সাওয়াব আমার পক্ষ থেকে তোমার মাদানী হাবীব **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** কে দান কর। **ইয়া আল্লাহ্!** এর সাওয়াব **হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর দয়ায় সকল নবী, রাসুল **رَحْمَتُهُمُ اللهُ السَّلَام**, সাহাবা, তাবেঈন **الرِّضْوَانِ عَلَيْهِمُ السَّلَام**, মুজতাহিদ ইমামগণ, উপযুক্ত আলিম, খিদমতকারী মাশায়েখগণ ও সকল বুয়ুর্গানে দ্বীন **رَحْمَتُهُمُ اللهُ السَّلَام** এর দরবারে পৌঁছিয়ে দাও। **ইয়া আল্লাহ্!** এর সাওয়াব চার মাযহাবের ইমাম, চার ছিলছিলার পেশওয়া বিশেষ করে সায়্যিদুনা ইমাম আযম **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ**, সায়্যিদুনা গউছে আযম **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ**, সায়্যিদুনা মুজাদ্দিদে আযম ইমাম আহমদ রযা খান **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ**, সায়্যিদী মুর্শিদী কুতুবে মদীনা মাওলানা যিয়াউদ্দীন মাদানী **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ**, আমর পরম মেহেরবান মা-বাবা **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ**, মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী আল হাজ্জ আল হাফিয মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী মাদানী **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ**, বুলবুলে রওয়ায়ে রাসুল হাজী মুশতাক আত্তারী **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এবং মৃত্যুবরণকারী দা'ওয়াতে ইসলামীর সকল ইসলামী ভাই-বোনদের এবং প্রত্যেক মুসলমান জ্বীন ও মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। **ইয়া আল্লাহ্!** বিশেষ করে এর সাওয়াব দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রত্যেক ঐ সকল মুবাল্লিগ, মুবাল্লিগাদের নিকট পৌঁছাও যারা কমপক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন ফয়যানে সুন্নাত হতে দু'টি দরস দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। **اٰمِيْن بِجَاةِ الرَّبِّیِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**

মদীনার জালবাসা, জান্নাতুল
বাক্বী, ঋমা ও বিনা হিসাবে
জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয়
আক্বা **ﷺ** এর প্রতিবেশী
হওয়ার প্রত্যাশী।



১১ রমযানুল মোবারক, ১৪২৭ হি:

সূচী পত্র

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| ফয়যানে ﷺ | ১ |
| অসম্পূর্ণ কাজ | ১ |
| ﷺ পড়তে থাকুন | ১ |
| জিনদের থেকে মালপত্র হিফাযতের পদ্ধতি | ২ |
| ﷺ শুদ্ধভাবে পড়ুন | ২ |
| হৈ চৈ পেড়ে গেল | ৩ |
| ﷺ র ﷻ এর ব্যাপকতা | ৩ |
| ইসমে আযম | ৪ |
| ইসমে আযম নিয়ে দোয়া করলে কবুল হয় | ৫ |
| বাঁকা নাক | ৫ |
| আ'লা হযরতের কারামত | ৭ |
| রহস্যে ভরা বৃদ্ধ ও কালো জ্বিন | ৯ |
| ভাল নিয়্যতে উদ্দেশ্য সফল | ১৩ |
| ৫টি মাদানী ফুল | ১৪ |
| যেমন দরজা তেমন ভিক্ষা | ১৫ |
| রহমতে পূর্ণ ঘটনা | ১৬ |
| বাগানে দোলনা | ১৭ |
| ১০০ জন লোককে হত্যাকারীর ক্ষমা হয়ে গেল | ১৮ |
| ঈর্ষাযোগ্য মৃত্যু | ২০ |
| ﷺ করণ বলা নিষেধ | ২১ |
| ﷺ বলা কখন কুফরী? | ২২ |
| ফিরিত্তারা সাওয়াব লিখতে থাকেন | ২২ |
| প্রতিটি কদমে একটি নেকী | ২২ |
| নৌকায় শুধু নেকীর আর নেকী | ২৩ |
| ড্রাইভারের উপর ইনফিরাদী কৌশি | ২৩ |
| বয়ানের ক্যাসেট উপহার দিন | ২৪ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| কেউ মানুষ না মানুষক নিজের সাওয়াব মিলবে | ২৫ |
| প্রাণনাশক বিষ প্রভাবহীন হয়ে গেল | ২৫ |
| ভয়ানক বিষ | ২৬ |
| আগুন ছিল না বাগান ছিল | ২৭ |
| আশ্চর্যজনক দুর্ঘটনা | ২৯ |
| ফযরের নামাযের জন্য জাগানো সুন্নাত | ৩০ |
| কে পা দিয়ে নাড়া দেবে? | ৩০ |
| মৃত্যুর সময় কলেমা পড়ার ফযীলত | ৩১ |
| মোটাজা শয়তান | ৩১ |
| ৯ জন শয়তানের নাম ও কাজ | ৩২ |
| পারিবারিক ঝগড়া বিবাদের প্রতিকার | ৩৩ |
| খাবারের পূর্বে অবশ্যই ﷺ পাঠ করুন | ৩৪ |
| খাবারকে শয়তান থেকে বাঁচান | ৩৪ |
| শয়তান খাবার বমি করে দিল | ৩৫ |
| হুযর ﷺ এর দৃষ্টি থেকে কোন কিছু গোপন নেই | ৩৫ |
| ছিদিকে আকবর ﷺ মাদানী অপারেশন করলেন | ৩৬ |
| প্রিয় নবী ﷺ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন | ৩৮ |
| প্রিয় আকু গলগন্ড রোগের চিকিৎসা করলেন | ৩৮ |
| হাঁপানী রোগীর আরোগ্য লাভ | ৩৯ |
| হুযর ﷺ কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা করলেন | ৪০ |
| হুযর ﷺ ফোসকা ভাল করে দিলেন | ৪০ |
| কুমন্ত্রণা | ৪১ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| কুমন্ত্রণার প্রতিকার | ৪১ |
| ৭৬ হাজার নেকী | ৪৩ |
| যবেহ করার সময় রাহমানুর রাহিম না পড়ার রহস্য | ৪৩ |
| ১৯টি অক্ষরের রহস্য | ৪৪ |
| কবর থেকে আযাব উঠে গেল | ৪৪ |
| বাচ্চার মাদানী প্রশিক্ষণের ঘটনা | ৪৫ |
| দা'ওয়াতে ইসলামীর তরবিয়্যাতী কোর্সের বাহার | ৪৮ |
| মাদানী কাফিলাতে বাধা প্রদানের ক্ষতি | ৪৯ |
| হিত্র জন্মদের ঘর | ৫০ |
| জুরের চিকিৎসা | ৫০ |
| ৫টি মাদানী চিকিৎসা | ৫১ |
| চক্ষুদ্বয় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল | ৫৩ |
| মাথা ব্যথার চিকিৎসা | ৫৪ |
| ﷺ মাধ্যমে চিকিৎসার পদ্ধতি | ৫৫ |
| অর্ধ মাথা ব্যথার ছয়টি মাদানী চিকিৎসা | ৫৬ |
| মাথা ব্যথার সাতটি মাদানী চিকিৎসা | ৫৬ |
| নাক ফেটে রক্ত বের হওয়ার চিকিৎসা | ৫৮ |
| ঔষধের ঘটনা | ৫৮ |
| ঔষধের উপর নয় আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন | ৫৯ |
| আত্মার সজীবতা | ৫৯ |
| সুন্দরভাবে পাঠ করার ফযীলত | ৫৯ |
| আল্লাহর নামের মধুরতা নাজাতের উপায় | ৫৯ |
| কিয়ামতের অনন্য দলীল | ৬০ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|------------------------------------|--------|
| তুমি আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছ | ৬১ |
| কাফনের উপর লিখার নিয়ম | ৬১ |
| যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম | ৬২ |
| নির্ভেজাল আমলের পরিচয় | ৬৩ |
| বিপদ আপদ দূর হওয়ার সহজ ওযীফা | ৬৩ |
| নতুন জীবন | ৬৫ |
| কুমন্ত্রণা | ৬৬ |
| কুমন্ত্রণার প্রতিকার | ৬৬ |
| ﷻ এর প্রতি ভালবাসা পোষণকারীনি | ৬৭ |
| ﷻ এ লিখার ফযীলত | ৬৮ |
| মাটির উপর লিখা | ৭০ |
| প্রত্যেক ভাষার অক্ষরের সম্মান করুন | ৭১ |
| মদীনা শরীফে হৃদয় বিদারক স্মৃতি | ৭২ |
| অতি চালাক লোকের যুক্তি | ৭৩ |
| আশিকের জবাব | ৭৩ |
| কুমন্ত্রণা | ৭৪ |
| কুমন্ত্রণার প্রতিকার | ৭৪ |
| মদ্যপায়ীর ক্ষমা হয়ে গেছে | ৭৫ |
| মাগফিরাতের পুরস্কার | ৭৬ |
| ভাল নিয়্যতের বরকত | ৭৭ |
| আল্লাহ তাআলার গোপন রহস্য | ৭৮ |
| লোমহর্ষক ঘটনা | ৭৮ |
| মদীনার মুসাফির | ৮১ |
| মদ্যপায়ী ওলী হয়ে গেল | ৮৩ |
| আদবকারী ভাগ্যবান, বেয়াদব দুর্ভাগা | ৮৪ |
| জানোয়ারেরাও ওলীর সম্মান করে | ৮৫ |
| ভালবাসা পোষণকারীদেরও ক্ষমা | ৮৬ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| বরকতময় কাগজ উঠানোর ফযীলত | ৮৭ |
| মুফতীয়ে আযম এর কাগজ ও হরফের প্রতি সম্মান | ৮৭ |
| মুফতীয়ে আযম হিন্দ এবং দুঃখীদের প্রতি সহানুভূতি | ৮৮ |
| পবিত্র কাগজের বরকত | ৮৯ |
| মাটির ভাঙ্গা পেয়ালা | ৯২ |
| সাদা কাগজেরও সম্মান | ৯৩ |
| পথ চলার সময় কাগজ পত্রে লাথি মারবেন না | ৯৩ |
| পেঙ্গিল বা কলমের (কর্তনকৃত) অংশ | ৯৪ |
| কালির ফোটার প্রতি সম্মান | ৯৫ |
| দেয়ালে পোস্টার লাগাবেন না | ৯৬ |
| পত্রিকা বিক্রি করবেন না | ৯৬ |
| আমার সম্মানিত পিতা একজন মানসিক রোগী | ৯৭ |
| মাদানী কাফেলার উপর হুযর ﷺ এর দয়া প্রদর্শন | ৯৯ |
| হুযর ﷺ খাবার খাওয়ালেন | ১০১ |
| প্রত্যেক ভাষার অক্ষরের সম্মান করুন | ১০২ |
| নম্বর সমূহের সম্পর্ক | ১০৩ |
| পবিত্র পাতা সমূহ সমুদ্রের পানিতে ডুবানোর নিয়ম | ১০৪ |
| পবিত্র পাতা সমূহ দাফন করার নিয়ম | ১০৫ |
| ২৯টি মাদানী ফুল | ১০৬ |
| ৭টি ঘটনা | ১১১ |
| কাঠুরিয়া কিভাবে ধনী হল? | ১১১ |
| ক্যাসেট ইজতিমাতে দীদারে মুস্তফা ﷺ | ১১৩ |
| মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করার শাস্তি | ১১৬ |
| চিন্তা ভাবনা ব্যতীত যারা কথা বলে তারা সাবধান | ১১৬ |
| আ'লা হযরত এর স্বপ্ন | ১১৭ |
| আজ কে স্বপ্ন দেখেছেন? | ১১৭ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|------------|
| সুসংবাদ অবশিষ্ট রয়েছে | ১১৮ |
| নিজের ব্যাপারে উত্তম স্বপ্ন দেখা ব্যক্তিকে পুরস্কার | ১১৮ |
| ইমাম বুখারীর আন্মাজানের স্বপ্ন | ১১৯ |
| এক ইহুদী ও তার স্ত্রীর চমৎকার ঘটনা | ১২০ |
| একজন খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণ | ১২২ |
| বীর বুয়ুর্গ | ১২৩ |
| কূপ থেকে থলে কিভাবে বের হল? | ১২৪ |
| ফিরআউনের মহল | ১২৫ |
| ঘরের হিফাযতের জন্য | ১২৫ |
| আপনি মানুষ না জ্বীন? | ১২৬ |
| বিষ মিশ্রিত খাবার | ১২৭ |
| কুমন্ত্রণা | ১২৮ |
| কুমন্ত্রণার প্রতিকার | ১২৮ |
| রাসূলে পাক ﷺ এর দরবারে মাহমুদ গযনবীর গ্রহণযোগ্যতা | ১৩০ |
| দশ হাজারী দরুদ শরীফ | ১৩১ |
| ৪০ রুহানী চিকিৎসা | ১৩২ |
| দরুদ শরীফের ফযীলত | ১৩২ |
| কাফনের জন্য অমূল্য উপহার | ১৩৯ |
| খাবারের আদব | ১৪৩ |
| মর্যাদাপূর্ণ ফিরিশতা | ১৪৩ |
| খাওয়াও ইবাদত | ১৪৪ |
| হালাল লোকমার ফযীলত | ১৪৫ |
| খাওয়ার নিয়্যত কিভাবে করবেন? | ১৪৫ |
| খাবার কতটুকু খাওয়া উচিত | ১৪৬ |
| নিয়্যতের গুরুত্ব | ১৪৬ |
| সুরমা কেন লাগাল? | ১৪৭ |
| খাওয়ার ৪৩টি নিয়্যত | ১৪৭ |
| একত্রে খাওয়ার নিয়্যত | ১৪৮ |
| খাওয়ার অযু অভাব দূর করে | ১৪৯ |
| খাওয়ার অযু ঘরে কল্যাণ বৃদ্ধি করে | ১৫০ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| খাওয়ার অযু করার সাওয়াব | ১৫০ |
| শয়তান থেকে হিফায়ত | ১৫০ |
| রোগব্যাদি থেকে রক্ষার উপায় | ১৫১ |
| ড্রাইভারের রহস্যজনক মৃত্যু | ১৫১ |
| বাজারে খাওয়া | ১৫২ |
| বাজারের রুটি | ১৫২ |
| বাজারের খাবারে বরকতশূন্যতা | ১৫৩ |
| হোট্টেলে খাওয়া কেমন? | ১৫৩ |
| বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব | ১৫৪ |
| কানে আস্বল দেয়া | ১৫৪ |
| বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ এলে তখন সরে যান | ১৫৫ |
| ঘরে দরসের বরকতময় ঘটনা | ১৫৫ |
| ঈমান রক্ষার মাধ্যম | ১৫৭ |
| কবরের আলো | ১৫৭ |
| কবর আলোকিত হবে | ১৫৮ |
| পরিবারের লোকদের সংশোধন করা জরুরী | ১৫৮ |
| মাকতাবাতুর মদীনার রিসালার বাহার | ১৫৯ |
| একসাথে খাওয়াতে বরকত রয়েছে | ১৬০ |
| পরিতৃপ্ত হওয়ার উপায় | ১৬০ |
| একত্রে খাওয়ার ফযীলত | ১৬০ |
| একত্রে খাওয়াতে পাকস্থলীর চিকিৎসা | ১৬১ |
| একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট | ১৬১ |
| অল্পে সন্তুষ্টির শিক্ষা | ১৬১ |
| বেতন কমিয়ে দিলেন! | ১৬২ |
| ওয়াকফের বস্তুর ব্যাপারে সতর্কতা | ১৬৩ |
| আহারকারীদের ক্ষমা লাভের একটি উপায় | ১৬৩ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া সুন্নাত নয় | ১৬৪ |
| সদরুশ শরীয়া বলেন | ১৬৪ |
| কি ধরণের দস্তুরখানা সুন্নাত? | ১৬৪ |
| প্রতিটি লোকমায় আল্লাহর যিকির | ১৬৫ |
| প্রতিটি লোকমায় পাঠ করার নিয়ম | ১৬৫ |
| দাতা সাহেবের পক্ষ থেকে মাদানী কাফেলার মেহমানদারী | ১৬৬ |
| সাহেবে মাযার সাহায্য করলেন | ১৬৭ |
| আল্লাহ ওলীগণ ওফাতের পরেও উপকার করেন | ১৬৯ |
| কি ধরণের খাবার রোগ! | ১৬৯ |
| শয়তানের জন্য খাবার হালাল | ১৭০ |
| খাবারকে শয়তান থেকে রক্ষা করো | ১৭০ |
| শয়তান থেকে নিরাপত্তা | ১৭০ |
| পারিবারিক ঝগড়ার প্রতিকার | ১৭১ |
| بِسْمِ اللّٰهِ পড়তে ভুলে গেলে কি করবেন? | ১৭১ |
| শয়তান খাবার বমি করে দিল | ১৭১ |
| রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দৃষ্টি থেকে কোন কিছু গোপন নেই | ১৭২ |
| মা চৌকি থেকে উঠে দাঁড়ালেন | ১৭৩ |
| দোয়া করার ১৭টি মাদানী ফুল | ১৭৫ |
| বসার একটি সুন্নাত | ১৭৯ |
| হাট্ট দাঁড় করিয়ে খাওয়ার উপকারীতা | ১৭৯ |
| খাবার ও পর্দার মধ্যে পর্দা | ১৭৯ |
| চেয়ার টেবিলে খাওয়া | ১৮০ |
| বিয়ে ঘর ধ্বংসের কারণ | ১৮১ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---------------------------------------|--------|
| আমি দা'ওয়াতে ইসলামীতে কভাবে আসলাম? | ১৮২ |
| সাদাসিধা পোষাকের ফযীলত | ১৮৪ |
| ফ্যাশন পূজারীরা! সাবধান!! | ১৮৪ |
| খ্যাতির পোষাক কাকে বলে? | ১৮৫ |
| টিপটাপকারীদের জন্য চিন্তার বিষয় | ১৮৬ |
| তালিযুক্ত পোষাকের ফযীলত | ১৮৬ |
| দাঁড়িয়ে খাওয়া কেমন | ১৮৬ |
| দাঁড়িয়ে খাওয়ার ডাক্তারী ক্ষতি সমূহ | ১৮৭ |
| ডান হাতে পানাহার করুন | ১৮৭ |
| শয়তানের রীতিনীতি | ১৮৭ |
| ডান হাতে আদান প্রদান করুন | ১৮৭ |
| প্রত্যেক কাজে বাম হাত কেন? | ১৮৮ |
| তোমার ডান হাত যেন কখনো না উঠে | ১৮৮ |
| তোমার চেহারা বিগড়ে যাক | ১৮৯ |
| ইয়া আল্লাহ! সাবাহীকে অন্ধ করে দাও | ১৯০ |
| সাহেবে মাযারের ইনফিরাদী কৌশল | ১৯১ |
| স্বপ্নযোগে মাদী ঘোড়া তুহফা | ১৯৩ |
| শুধুমাত্র নিজের পাশ থেকে খাবেন | ১৯৪ |
| মধ্যখানে থেকে খেয়ানা | ১৯৪ |
| আপনিতো মাঝখান থেকে খান না! | ১৯৫ |
| অন্যকে লজ্জা থেকে বাঁচান | ১৯৫ |
| মাঝখানে বরকতের অর্থ | ১৯৬ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| খাওয়ার পাঁচটি সূন্য | ১৯৬ |
| ভয়ংকর স্বপ্ন থেকে মুক্তিলাভ | ১৯৭ |
| নানা ধরণের খেজুরের খালা | ১৯৭ |
| পাঁচ আঙ্গুলে খাওয়া গ্রাম্য লোকদের রীতি | ১৯৮ |
| শয়তানের খাওয়ার পদ্ধতি | ১৯৮ |
| তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়ার নিয়ম | ১৯৮ |
| চামচ দিয়ে খাওয়ার ঘটনা | ১৯৯ |
| চামচ দিয়ে কখন খেতে পারেন? | ২০০ |
| চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে হাতে খাওয়ার উপকারীতা | ২০০ |
| APENDIX রোগের চিকিৎসা হয়ে গেল | ২০১ |
| বেহুশ না করে অপারেশন | ২০২ |
| ছেলের শাহাদাত | ২০৪ |
| হযরত উরওয়ার দানশীলতা | ২০৪ |
| হেলান দিয়ে খাওয়া সূন্যত নয় | ২০৫ |
| হেলান দিয়ে খেয়োনা | ২০৫ |
| হেলান দিয়ে খাওয়ার চারটি অবস্থা | ২০৫ |
| চিকিৎসা বিজ্ঞানে হেলান দিয়ে খাওয়ার ক্ষতি সমূহ | ২০৫ |
| রুটিকে সম্মান করো | ২০৬ |
| খাবারের অপচয় থেকে তাওবা করুন | ২০৬ |
| অপচয় কাকে বলে? | ২০৭ |
| হালকা গড়নের মানুষের ফযীলত | ২০৮ |
| এক অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ | ২০৯ |
| মানুষকে লজ্জা করে সূন্যত বর্জন করা হতো না | ২১০ |
| বেশি বেশি ইনফিরাদী কৌশিষ করুন | ২১১ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| ইনফিরাদী কৌশিষের এক মাদানী বাহার দেখুন | ২১২ |
| সন্তানকে কম বিকেববান হওয়া থেকে রক্ষা করার উপায় | ২১২ |
| দারিদ্রতার প্রতিকার | ২১৩ |
| লজ্জায় সূন্যত ত্যাগ করোনা | ২১৩ |
| দারিদ্রতার ৪৪টি কারণ | ২১৪ |
| পতিত রুটি খাওয়ার ফযীলত | ২১৬ |
| রুটির টুকরার ঘটনা | ২১৬ |
| মাদানী চিন্তাধারা | ২১৭ |
| দস্তুরখানা বাড়াও | ২১৭ |
| যখন আমি ভয়ানক উট নামক রিসালা পড়লাম... | ২১৭ |
| রিসালা বন্টন করুন | ২১৯ |
| আঙ্গুল চাটা সূন্যত | ২২০ |
| খাবারের কোন অংশ বরকত রয়েছে তা অজানা | ২২০ |
| খাবারের বরকত লাভের নিয়ম | ২২০ |
| আঙ্গুলগুলো চাটার নিয়ম | ২২১ |
| আঙ্গুলগুলো তিনবার চাটা সূন্যত | ২২১ |
| বরতন চাটা সূন্যত | ২২২ |
| শেষে বরকত অধিক হয়ে থাকে | ২২২ |
| খালা ক্ষমার দোয়া করে | ২২২ |
| খালা চাটার হিকমত | ২২৩ |
| ঈমান তাজাকারী বাণী | ২২৩ |
| সূন্যতের বরকত | ২২৩ |
| একজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব | ২২৪ |
| ধুয়ে পান করার নিয়ম | ২২৪ |
| ধুয়ে পান করার পর অবশিষ্ট ফোঁটা | ২২৪ |
| চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে পাত্র ধুয়ে পান করার উপকারীতা | ২২৫ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| কিডনীর পাথর কিভাবে বের হলো? | ২২৫ |
| গরম খাবারেরা নিষেধাজ্ঞা | ২২৬ |
| খাবার কতটুকু ঠান্ডা করা যাবে! | ২২৬ |
| গরম খাবারের ক্ষতি | ২২৬ |
| খাবারে মাছি | ২২৭ |
| বিজ্ঞানের স্বীকারোক্তি | ২২৭ |
| মাংস ছিঁড়ে খাও | ২২৮ |
| মুরগীর রানের কালো রেখাগুলো বের করে ফেলুন | ২২৮ |
| ১২ বছর আগে হারানো ভাই মিলে গেল | ২২৯ |
| দোয়া কবুল না হওয়ার মধ্যেও হিকমত | ২২৯ |
| খিলাল | ২৩০ |
| কিরামান কাতিবীন ও খিলাল বর্জনকারী | ২৩১ |
| পান আহারকারীরা মনোযোগ দিন! | ২৩১ |
| দাঁতে দুর্বলতা | ২৩২ |
| খিলাল কি রকম হবে? | ২৩৩ |
| খিলালের সাতটি নিয়্যত | ২৩৩ |
| কুলি করার নিয়ম | ২৩৪ |
| খিলাল করার চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত হিকমত | ২৩৪ |
| দাঁতের ক্যাপার | ২৩৫ |
| নকল খড়ের ধ্বংসলীলা | ২৩৫ |
| দাঁতে রক্ত আসার কারণ | ২৩৬ |
| দাঁতের নিরাপত্তার ৪টি মাদানী ফুল | ২৩৮ |
| মুখের দুর্গন্ধের চিকিৎসা | ২৩৮ |
| মুখের দুর্গন্ধের মাদানী চিকিৎসা | ২৩৯ |
| এক নিঃশ্বাসে পড়ার নিয়ম | ২৩৯ |
| পাঁচটি সুগন্ধময় মুখ | ২৪০ |
| মুঘলধারে বৃষ্টি | ২৪১ |
| হাতের তৈলাক্ততা | ২৪২ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---------------------------------------|--------|
| সাপের ভয় | ২৪২ |
| অন্যের খালা ব্যবহার করাটা কেমন? | ২৪৩ |
| খাওয়ার ২৫টি সুন্নাত | ২৪৩ |
| খাওয়ার নিয়্যত করে নিন | ২৪৬ |
| পর্দার মধ্যে পর্দা করার অভ্যাস করুন | ২৪৭ |
| খাওয়ার সময় আল্লাহ্ যিকির করতে থাকুন | ২৪৮ |
| তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস গড়ুন | ২৪৯ |
| রুটির কিনারা ছেঁড়া | ২৪৯ |
| দাঁতের কাজ ভুড়ি দিয়ে করাবেন না | ২৫০ |
| খাবারের দোষ দেবেন না | ২৫১ |
| ফলের দোষ দেয়া অধিক মন্দ কাজ | ২৫১ |
| খাওয়ার সময় ভাল ভাল কথা বলুন | ২৫১ |
| ভাল ভাল মাংসের টুকরাগুলো উৎসর্গ করুন | ২৫২ |
| পতিত খাবার খেয়ে নেয়ার ফযীলত | ২৫২ |
| খাবারে ফুক দেয়া নিষেধ | ২৫৩ |
| পানি চুষে পান করতে শিখুন | ২৫৩ |
| স্বাদ শুধুমাত্র জিহ্বার গোড়া পর্যন্ত | ২৫৪ |
| বাসন চেটে নিন | ২৫৪ |
| ধুয়ে পান করার নিয়ম | ২৫৫ |
| খাওয়ার পর মাসেহ করা সুন্নত | ২৫৬ |
| অতীতের গুনাহ মাফ | ২৫৬ |
| কতটুকু খাবেন? | ২৫৮ |
| কাইলুলা সুন্নাত | ২৫৮ |
| বরকত উঠে যাওয়ার কাজ সমূহ | ২৫৯ |
| কারো গাছের ফল খাওয়া কেমন? | ২৫৯ |
| জিজ্ঞাসা না করে খাওয়া কেমন? | ২৬০ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| মুরগীর হৃদপিণ্ড | ২৬০ |
| রান্নাকৃত রক্তের রগগুলো খাবেন না | ২৬১ |
| بِسْمِ اللّٰهِ করো বলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ | ২৬১ |
| পঁচে যাওয়া মাংস খাওয়া হারাম | ২৬১ |
| পুরো কাঁচা মরিচ | ২৬১ |
| অতিরিক্ত রুটিগুলো কি করবেন? | ২৬২ |
| কাঁকড়া ও চিৎড়ি মাছ খাওয়া কেমন? | ২৬২ |
| জ্বিনদের খাদ্যের বর্ণনা | ২৬৩ |
| দরুদ শরীফের ফযীলত | ২৬৩ |
| রাসুলে পাক ﷺ এর দরবারে জ্বিনদের প্রতিনিধি | ২৬৩ |
| জ্বিন মানুষ থেকে নয়গুণ বেশি | ২৬৪ |
| মুসলমানদের দস্তুরখানায় জ্বিন | ২৬৪ |
| ছরকার ﷺ এর সাথে সাপের কানাকানি | ২৬৪ |
| কালো মানুষ | ২৬৫ |
| জ্বিনেরা লেবুকে ভয় পায় | ২৬৬ |
| জ্বিনেরা সাদা মোরগকে ভয় পায় | ২৬৬ |
| জ্বিন ও তাদের জানোয়ারের খাদ্য | ২৬৭ |
| জ্বিনেরা অপহরণও করে থাকে | ২৬৭ |
| জ্বিন ও যাদু থেকে রক্ষার জন্য | ২৬৮ |
| জ্বিনেরা হত্যাও করে ফেলে | ২৬৯ |
| আমার হারাম মজ্জার ব্যথা শেষ হয়ে গেল | ২৭২ |
| আমি অন্ধ থাকতে চাই! | ২৭৩ |
| শিক্ষণীয় ৯৯টি ঘটনা | ২৭৫ |
| দরুদ শরীফের ফযীলত | ২৭৫ |
| তিনটি পাখি | ২৭৫ |
| পরবর্তী দিনের জন্য জমা রাখা | ২৭৬ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| মৃত ছাগল মাথা নেড়ে উঠে গেল! | ২৭৭ |
| মৃত মাদানী মুন্না (ছেলে) জীবিত হয়ে গেল! | ২৭৮ |
| সাতটি খেজুর | ২৮০ |
| আমি প্রতিদিন দুইটি ফিল্ম দেখতাম | ২৮২ |
| সামান্য খাবারে বরকত | ২৮৩ |
| জশনে বিলাদতের তাবাররুকের মধ্যে কবরকত | ২৮৫ |
| পিতার উপর থেকে আযাব উঠে গেল | ২৮৬ |
| ৩০০ মানুষ শুকর হয়ে গেল | ২৮৭ |
| শুয়ারের নাম নিলে কি অযু ভেঙ্গে যায়? | ২৯০ |
| তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেল? | ২৯১ |
| সম্পদের তিরস্কার বুয়ুর্গদের বাণী | ২৯৩ |
| মাদানী মাহবুব ﷺ এর বাবরী চুলের কয়েদী | ২৯৫ |
| হাতে ফোসকা পড়ে গেল | ২৯৬ |
| অস্তর নরম করার মাধ্যম | ২৯৮ |
| জুতা সেলাই করছিলেন | ২৯৮ |
| সুস্বাদু ফালুদা | ২৯৯ |
| নেয়ামত যেমন হিসাবও তেমন | ২৯৯ |
| নেয়ামতের প্রকারভেদ ও সেগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ | ৩০০ |
| মুবাহ কখন ইবাদতে পরিণত হয়? | ৩০১ |
| আনন্দের জন্য মুবাহের ব্যবহার | ৩০১ |
| পরকালে শতভাগ কমতি | ৩০২ |
| রং তামাশা আর নাচের আসর চলছিল | ৩০৩ |
| গুনাহের কারণে ভূমিকম্প আসে | ৩০৩ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| জীবিত মেয়ে শিশুকে প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করে ফেলল | ৩০৪ |
| কাটা মাথা | ৩০৪ |
| ইয়া রাসুল্লাহ্ লেখার বরকত | ৩০৫ |
| দুর্গম ঘাটি | ৩০৬ |
| অভিযোগ করা উচিত নয় | ৩০৬ |
| পেরেশানহস্তদের দোয়া | ৩০৭ |
| মারহাবা! হে দারিদ্রতা! | ৩০৭ |
| অহেতুক চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করুন | ৩০৮ |
| বিস্ময়কর রোগী | ৩০৯ |
| মুসিবতের কথা গোপন রাখার ফযীলত | ৩১০ |
| বিবি আয়েশার ইছালে সাওয়াবের ঘটনা | ৩১১ |
| সকালের জন্য ইছালে সাওয়াব করার উচিত | ৩১২ |
| বৃদ্ধা মহিলার ঈমান তাজাকারী স্বপ্ন | ৩১৩ |
| ইসলামী বোনদের মধ্যে মাদানী পরিবর্তন | ৩১৪ |
| মর্যাদা পূর্ণ রুমাল | ৩১৫ |
| আবু হুরাইরার খাদ্যের থলে | ৩১৬ |
| সদরুল আফযিলের কারামত | ৩১৮ |
| পঙ্গুদেরও অংশ মিলে | ৩১৯ |
| বিশ্বাস থাকলে নামও কাজ করে | ৩২০ |
| টিউব লাইটও আনুগত্য করল | ৩২১ |
| গম পোকা ধরা থেকে রক্ষা পায়, মাথা ব্যথা দূর হয় | ৩২১ |
| খামিরকৃত আটা দিয়ে দিলেন | ৩২২ |
| সদকা কমাতে সম্পদ কমে না | ৩২৩ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| কুপ থেকে পানি ভরলে, পানি বৃদ্ধি পায় | ৩২৩ |
| যাকাত না দেয়ার শাস্তি | ৩২৪ |
| এক কোরিয়া বাসীর ইসলাম গ্রহণ | ৩২৫ |
| নূরানী চেহারা দেখে মুসলমান হয়ে গেলেন | ৩২৬ |
| কাজী সাহেবের খামির | ৩২৭ |
| ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এর কারামত | ৩২৮ |
| স্বর্ণের জুতা | ৩২৯ |
| চারুকের প্রতিটি আঘাতে ক্ষমার ঘোষণা | ৩৩০ |
| চোর ধৈর্যধারণের শিক্ষা দিল | ৩৩২ |
| ওলীগণের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ণনা | ৩৩২ |
| মস্তিস্কের টিউমার অদৃশ্য হয়ে গেল | ৩৩৩ |
| মনের কথা জেনে গেল | ৩৩৪ |
| হুসাইন বিন মনছুর কী الله বলেছিলেন? | ৩৩৫ |
| আমি মদ্যপায়ী ও চোর ছিলাম | ৩৩৬ |
| কাফেলার দাওয়াত দিতে থাকুন | ৩৩৮ |
| এক টোক মদের শাস্তি | ৩৩৮ |
| চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে মদের ক্ষতি | ৩৩৯ |
| অন্ধ মদ্যপায়ী | ৩৪০ |
| কাপড় নিজে নিজে প্রস্তুত হতে লাগল | ৩৪০ |
| তরমুজ ওয়ালা | ৩৪১ |
| রুহানী শাসক | ৩৪২ |
| ৩৫ জন আউলিয়ায়ে কিরাম | ৩৪৩ |
| আবদাল | ৩৪৪ |
| ক্ষুধার্ত শিক্ষার্থীদের ফরিয়াদ | ৩৪৭ |
| নবী করীম ﷺ এর দরবারে প্রার্থনা শুনা হয় | ৩৪৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| হেপাটাইটিস থেকে মুক্তিলাভ | ৩৪৯ |
| অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন রুটিওয়ালা | ৩৪৯ |
| গোপন ওলী | ৩৫০ |
| তিনটি বস্ত্র, তিনটি বস্ত্রর মাঝে লুকায়িত | ৩৫১ |
| আমার দুশ্চিরিত্র ও বদ-অভ্যাস অভ্যাস কিভাবে দূর হল? | ৩৫২ |
| দা'ওয়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম মাদানী মারকায খতীবে পাকিস্তানের একটি ঘটনা | ৩৫৩ |
| রাসুলে পাক ﷺ এর সাহায্যের ঈমান তাজাকারী ঘটনা | ৩৫৬ |
| এক পক্ষের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয় | ৩৫৮ |
| দেগলখুর জান্নাতে যাবেনা | ৩৫৮ |
| সম্মান হানিকর বিষয় | ৩৫৮ |
| নেক বান্দার পরিচয় কি? | ৩৫৯ |
| মাযারে পাকে থেকে ওলী আল্লাহ সাহায্য করলেন | ৩৬০ |
| কে মৃত্যু দেন? | ৩৬২ |
| আউলিয়া জীবন | ৩৬২ |
| আ'লা হযরত ও শশা | ৩৬৪ |
| খেজুর ও শশা খাওয়া সুন্নাত | ৩৬৫ |
| ১৫ দিন পর্যন্ত খাবার খাবনা | ৩৬৬ |
| প্রথমে বুয়ূর্গ ব্যক্তি খাবার শুক করবেন | ৩৬৭ |
| বাম পায়ের জুতা প্রথমে পড়ার কাফফারা | ৩৬৭ |
| মদীনার সফরের সৌভাগ্য অর্জিত হল | ৩৬৮ |
| জব শরীফের শিরনী | ৩৬৯ |
| বকতশূন্যতার কারণ হলো অপ্রয়োজনীয় খরচাদি | ৩৭০ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়না | ৩৭১ |
| নিজ কৃতকর্মের কোন প্রতিকার নেই | ৩৭৩ |
| মেদবহুল হওয়ার একটি কারণ | ৩৭৩ |
| বিপদে নিষ্কেপকারী ১৫ বিষয়ের উদাহরণ | ৩৭৪ |
| আপনি কোথা হতে খান? | ৩৭৭ |
| ভুনা পাখি | ৩৭৭ |
| মেয়ে জন্মগ্রহণের সুসংবাদ | ৩৭৮ |
| দুইটি কারামত প্রমাণিত হল | ৩৭৯ |
| সিন্দীকে আকবর ﷺ এর ইলমে গায়ব ছিল | ৩৮০ |
| ছেলে জন্মগ্রহণ করা সম্পর্কে সুসংবাদ | ৩৮১ |
| মজাদার শরবত | ৩৮২ |
| ১২ মাসের ইবাদত থেকে উত্তম | ৩৮৩ |
| নবী করীম ﷺ এর ক্ষুধা শরীফ | ৩৮৪ |
| আশুরায় দান করার বরকত | ৩৮৫ |
| আশুরার মর্যাদা | ৩৮৬ |
| ৫টি হাদীস শরীফ | ৩৮৬ |
| সারা বছর রোগ ব্যধি থেকে নিরাপত্তা | ৩৮৭ |
| পাকিস্তানের ভয়ানক ভূমিকম্প | ৩৮৮ |
| ৬১৯ট্রাক মালামাল | ৩৮৯ |
| মৃত্যু মুখে দু'বার | ৩৮৯ |
| শুকনো রুটির টুকরো | ৩৯০ |
| প্রধানমন্ত্রীর দাওয়াত নামা | ৩৯১ |
| উভয় জগতে সফলতা | ৩৯২ |
| জাঘতবস্থায় ৭৫ বার প্রিয় আকা ﷺ এর দীদার লাভ | ৩৯২ |
| না'ত শরীফ | |
| পরিবেশনকারীর কেন ক্ষতি হল | ৩৯৩ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| শাহী দস্তুরখানার বিপদ | ৩৯৪ |
| দুই তৃতীয়াংশ দীন বা ধর্ম চলে যায় | ৩৯৫ |
| তোষামোদের নিন্দা | ৩৯৬ |
| রুটি দান করার সাওয়াবও পাওয়া গেল | ৩৯৬ |
| আঙ্গুরের দানা | ৩৯৭ |
| স্বপ্নে ফুক দেয়ার বরকত | ৩৯৮ |
| অসাধারণ শাহজাদী | ৩৯৯ |
| ইমাম বুখারীর শিক্ষক | ৪০০ |
| অল্পে সম্বলিত্তিতে সম্মান রয়েছে | ৪০১ |
| দুনিয়াকে ত্যাগ করো | ৪০১ |
| অন্যের সম্পদ থেকে বিমুখ হয়ে যাও | ৪০২ |
| কারো কিছু না নেয়াই উত্তম | ৪০২ |
| কারো মুখাপেক্ষী হয়ো না | ৪০৩ |
| পেটতো এক বিষত পরিমাণই | ৪০৩ |
| শুধুমাত্র কবরের মাটি দিয়েই পেট ভর্তি হবে | ৪০৩ |
| একশত রুটি | ৪০৪ |
| এলার্জি ঠিক হয়ে গেল | ৪০৫ |
| তরবিয়তী কোর্স কি? | ৪০৫ |
| বাচ্চাকে নাযারা কুরআন পড়ানোর ফযীলত | ৪০৬ |
| তরবিয়তী কোর্সে চরিত্রের প্রশিক্ষণ | ৪০৬ |
| একের বিনিময়ে দশ | ৪০৮ |
| উপকারের বিনিময় | ৪০৯ |
| ওলীর খিদমত দামী বানিয়ে দেয় | ৪১১ |
| এক লোকমার বিনিময় | ৪১২ |
| তিন ব্যক্তি জান্নাতী | |
| মাদানী কাফেলার অসাধারণ মুসাফির | ৪১৩ |
| বাগদাদের ব্যবসায়ী | ৪১৪ |
| খারাপ ধারণা অপবিত্র মন থেকে আসে | ৪১৬ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| খারাপ ধারণার শাস্তি | ৪১৬ |
| ফ্রন্দনকারীকে দেখে তুমিও কাঁদো | ৪১৮ |
| ৯ জন কাফিরের ইসলাম গ্রহণ | ৪১৮ |
| সার্বীদ ও সুব্বাদু মাংস | ৪১৯ |
| মাংস ও হালুয়া | ৪২০ |
| প্রতিবন্ধী ছেলে চলতে লাগল! | ৪২২ |
| মুসলমানদের খাবারের অবশিষ্টাংশ শিফা রয়েছে | ৪২৩ |
| প্যারালাইসিস রোগীর সাথে সাথে আরোগ্য লাভ | ৪২৪ |
| সায়িদ্ বংশীয়কে কর্মচারী হিসেবে রাখা কেমন? | ৪২৫ |
| রাখে আল্লাহ্ মারে কে? | ৪২৫ |
| রুজির মাধ্যম | ৪২৭ |
| না চাওয়ার পরও পেলে | ৪২৮ |
| উপহার নাকি ঘুষ | ৪২৯ |
| আপেলের বড় থালা | ৪২৯ |
| কে কার উপহার গ্রহণ করবে না | ৪৩০ |
| দাওয়াত দুই প্রকার | ৪৩৩ |
| উপহার ফিরিয়ে দেয়ার দুটি ঘটনা | ৪৩৮ |
| জীবন্ত কবরস্ত হয়ে গেলাম | ৪৩৯ |
| আনুগত্য না করার পরিণাম | ৪৪০ |
| জ্ঞানী বাদশাহ্ | ৪৪১ |
| কবরে ইবনে তুলুনের অবস্থা | ৪৪২ |
| অন্যের গুনাহ ক্ষমা প্রার্থনাকারীর নিজ গুনাহ ক্ষমা হয়ে গেল | ৪৪৩ |
| ৭০ দিনের পুরানো লাশ | ৪৪৪ |
| প্রশ্নোত্তর | ৪৪৬ |
| দরুদ শরীফের ফযীলত | ৪৪৬ |
| খাবার মেপে নিন | ৪৪৭ |
| ছয় লক্ষ কয়েদী | ৪৪৭ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| মান্না ও সালওয়া | ৪৪৮ |
| খাবার নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ | ৪৪৮ |
| ১২টি ঝর্ণা প্রবাহিত হল | ৪৪৯ |
| কর্মচারীর জন্য নফল নামায পড়া কেমন? | ৪৫০ |
| আপনি হলেন প্রতিটি দানার আমানতদার | ৪৫০ |
| খিয়ানতের ভয়ানক শাস্তি | ৪৫০ |
| মাদ্রাসায় খাবার অপচয় হওয়ার কারণ | ৪৫১ |
| ফ্রীজ খাবার নিয়ম | ৪৫২ |
| কাঁচা মাংস অনেকদিন পর্যন্ত নষ্ট হবে না | ৪৫২ |
| বিরিয়ানী নষ্ট হয়ে গেলে কি করতে হবে? | ৪৫৩ |
| দুর্গন্ধযুক্ত মাংস খাওয়া কেমন? | ৪৫৩ |
| ফেঁটে যাওয়া দুধের ব্যবহার | ৪৫৩ |
| ভেজিটেবল ঘি | ৪৫৪ |
| বৃদ্ধ বয়সে ভাল থাকার জন্য | ৪৫৪ |
| তেল ছাড়া রান্না করার নিয়ম | ৪৫৪ |
| নালা-নর্দমা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন | ৪৫৫ |
| কঙ্কর ও লাল পামরী পোকা | ৪৫৫ |
| সম্পূর্ণ হৃদপিণ্ড তরকারীতে দেবেন না | ৪৫৬ |
| শূণ্যের মাছ | ৪৫৭ |
| মাছ পরিমাণে কম খাওয়া উচিত | ৪৫৭ |
| জালিনুস কে ছিলেন? | ৪৫৮ |
| পশুর ২২টি হারাম অংশ | ৪৫৮ |
| রক্ত | ৪৫৯ |
| হারাম মজ্জা | ৪৫৯ |
| পাট্টা | ৪৬০ |
| শরীরের গাঁট | ৪৬০ |
| অন্ধকোষ | ৪৬০ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| নাড়িভূড়ি | ৪৬১ |
| হারাম বস্ত্র বিভাবে চেনা যায়? | ৪৬১ |
| বেনামাযীর হাতের রুটি খাওয়া কেমন? | ৪৬১ |
| দ্বিনি জ্ঞানার্জনকারী ছাত্রদের সেবা করা কেমন? | ৪৬২ |
| হে আল্লাহ্! শিক্ষার্থীদের সদকায় আমাকে ক্ষমা কর | ৪৬৩ |
| অভিযোগ করা নিয়ম | ৪৬৩ |
| রান্না করার সময় যদি খাবার পুড়ে যায় তবে এর দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে? | ৪৬৪ |
| নান রুটি ও খাওয়ার সোডা | ৪৬৫ |
| শক্ত মাংস গলানোর নিয়ম কিরূপ? | ৪৬৫ |
| উৎকৃষ্ট মাংসের পরিচয় | ৪৬৬ |
| পশুর প্রতি অত্যাচার | ৪৬৭ |
| উটকে তিন দিক দিয়ে জবেহ করার কেমন? | ৪৬৯ |
| উটের মাথায় লোহার লাঠি দ্বারা আঘাত করা! | ৪৬৯ |
| মাংস বিক্রোতার জন্য সাবধানতা | ৪৭০ |
| অনুমান করে ওজন করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা | ৪৭১ |
| কীমা দিয়ে তৈরী বাজারের চমুচা | ৪৭১ |
| মৃত মুরগী | ৪৭২ |
| মুর্মূর্ষ ছাগল জবাই করার বিধান | ৪৭২ |
| জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিতে ভুলে গেলে, তবে.... | ৪৭২ |
| হাড়ি খাওয়া যাবে কি না? | ৪৭৩ |
| হাড়ি দ্বারা চিকিৎসার মাদানী ফুল | ৪৭৪ |
| মুরগীর মাংসের উপকারীতা | ৪৭৫ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| মুরগীর হাড়ি খাওয়া কেমন? | ৪৭৫ |
| মাছের কাটা খাওয়া যায় কিনা? | ৪৭৫ |
| কাকড়া খাওয়া ও বিক্রয় করা | ৪৭৬ |
| যদি তরকারী পুড়ে যায় তাহলে কি করব? | ৪৭৬ |
| হজমশক্তি কিভাবে ঠিক হবে? | ৪৭৬ |
| বদ হজমের দুটি মাদানী চিকিৎসা | ৪৭৭ |
| কোষ্ট কাঠিন্যের কবিরাজি চিকিৎসা | ৪৭৮ |
| শিক্ষার্থীরা খাবার না ফেলার ব্যবস্থা কি? | ৪৭৮ |
| রুটি ছেড়ার নিয়ম | ৪৭৯ |
| অবশিষ্ট থাকা রুটি ব্যবহারের নিয়ম | ৪৮০ |
| দস্তুরখানায় পতিত দানা খাওয়ার নিয়ম কিভাবে করব? | ৪৮০ |
| চায়ের ব্যাপারে সাবধানতা | ৪৮১ |
| চা পাকানোর নিয়ম | ৪৮১ |
| চায়ে মধু দেয়া যায় কিনা? | ৪৮২ |
| দাঁত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার আমল | ৪৮২ |
| হলদে দাঁতের পরিচ্ছন্নতা | ৪৮৩ |
| আপনি যদি সুস্থ থাকতে চান তবে | ৪৮৪ |
| জামেয়ার খাবারের রুটিন | ৪৮৪ |
| আত্তারের চিঠি | ৪৮৫ |
| অস্তুর আনন্দে ভরে যায় | ৪৮৫ |
| খাবারের ব্যাপারে প্রত্যেকের জন্য পরামর্শ | ৪৮৭ |
| দিনে দুই বার খাবেন | ৪৮৯ |
| রক্ত পরীক্ষা করান | ৪৮৯ |
| কোলেস্ট্রোল রোগী এসব খাবার থেকে বাঁচুন | ৪৯০ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| ইউরিক এসিড | ৪৯১ |
| ইউরিক আক্রান্ত রোগীর জন্ম সতর্কতা | ৪৯১ |
| পানির মাধ্যমে ইউরিক এসিডের চিকিৎসা | ৪৯২ |
| হাজী মুশতাক আত্তারী | ৪৯৩ |
| দরুদ শরীফের ফযীলত | ৪৯৩ |
| মাদানী পরিবেশে হাজী মুশতাক আত্তারী | ৪৯৪ |
| হাজী মুশতাক নিগানে শুরু হয়ে গেলেন | ৪৯৫ |
| প্রিয় নবী ﷺ প্রিয় মুশতাককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন | ৪৯৫ |
| নবী করীম ﷺ এর দরবারে হাজী মুশতাকের জন্য অপেক্ষা | ৪৯৬ |
| হাজী মুশতাকের জানাযা | ৪৯৭ |
| ইছালে সাওয়াবের ভাভার | ৪৯৮ |
| হাজী মুশতাকের চরিত্রের বলক | ৪৯৮ |
| মুশতাক আত্তারীর মাযারে গেলে মনের আশা পূরণ হয় | ৪৯৯ |
| খারাপ প্রভাব দূর হয়ে গেল | ৫০০ |
| খাওয়ার ৪০টি নিয়ত | ৫০১ |
| মিলে-মিশে খাওয়ার আরও নিয়ত সমূহ | ৫০২ |
| পেটের কুফলে মদীনা (ক্ষুধার ফযীলত) | ৫০৩ |
| দরুদ শরীফের ফযীলত | ৫০৩ |
| পেটের কুফলে মদীনা কি? | ৫০৩ |
| ইচ্ছাকৃত ক্ষুধা | ৫০৪ |
| জান্নাতে প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশী | ৫০৪ |
| হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর ক্ষুধা শরীফ | ৫০৫ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| অনেক রাত উপবাস | ৫০৬ |
| আহলে বাইত এর খাবার | ৫০৬ |
| এক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির ঘটনা | ৫০৭ |
| পেটের উপর দুটি পাথর | ৫০৭ |
| সম্মানের সামগ্রী | ৫০৮ |
| প্রেমময় আবেগ | ৫০৮ |
| হযরত মুসা এর পবিত্র ক্ষুধা | ৫০৯ |
| হযরত দাউদ এর পবিত্র ক্ষুধা | ৫১০ |
| হযরত ঈসা এর পবিত্র ক্ষুধা | ৫১০ |
| হযরত ইয়াহইয়া এর পবিত্র ক্ষুধা | ৫১০ |
| নবী করীম ﷺ এর ক্ষুধার কথা স্মরণে বিবি আয়িশা এর কান্না | ৫১০ |
| আশিকগণ ভেবে দেখুন | ৫১১ |
| ইসলামী বোনের ঘটনা | ৫১২ |
| দু'দিনে একবার খাওয়াকে পছন্দ করার বহিঃপ্রকাশ | ৫১৩ |
| দিনে একবার খাওয়া | ৫১৪ |
| দিনে তিনবার খাওয়া কেমন? | ৫১৪ |
| কুমন্ত্রণা | ৫১৫ |
| কুমন্ত্রণার প্রতিকার | ৫১৫ |
| রোযার মধ্যে এক ওয়াজ্ত খাওয়া | ৫১৬ |
| রোযার মধ্যে একবার খাওয়া | ৫১৭ |
| খুব বেশি পরিমাণে রোযা রাখুন | ৫১৭ |
| জমিন পরিমাণ স্বর্ণ | ৫১৭ |
| স্বর্ণের দস্তুরখানা | ৫১৮ |
| প্রতিদিন তিনবার খাদ্য গ্রহণকারীর নিন্দা | ৫১৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| খেজুর ও পানি খেয়ে দিন কাটানো | ৫১৯ |
| সারা রাতের ইবাদত থেকে উত্তম | ৫২০ |
| ক্ষুধার ভাভার ও সেটোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ | ৫২০ |
| একটি হারাম লোকমার ধ্বংসলীলা | ৫২১ |
| চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না | ৫২২ |
| হারাম লোকদের শাস্তি | ৫২২ |
| নূর দ্বারা পরিপূর্ণ বক্ষ | ৫২৩ |
| চারটি উপদেশ | ৫২৩ |
| ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুর ভয় | ৫২৩ |
| দ্বীনের গিলাফ | ৫২৪ |
| ইবাদতের মিস্ততা | ৫২৪ |
| কিয়ামতে কে ক্ষুধার্ত হবে? | ৫২৫ |
| সবুজ চামড়াধারী বুয়ুর্গ | ৫২৬ |
| জানাযাতে চিনি ও বাদাম বিতরণ করা হয়েছে | ৫২৬ |
| জানাযাতে চিনি ও বাদাম বিতরণ করা হয়েছে | ৫২৬ |
| দুনিয়ার চাবি | ৫২৭ |
| কিয়ামতে কার পেট ভর্তি হবে? | ৫২৭ |
| কিয়ামতের কঠিন রোদ | ৫২৮ |
| নফস জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিল | ৫২৮ |
| ক্ষুধার দশটি উপকার | ৫২৯ |
| কিয়ামতের দিন যিয়াফত | ৫৩০ |
| জান্নাত ও দোযখের দরজা | ৫৩০ |
| শরীরের সুস্থতা | ৫৩১ |
| পেট ভরে খাওয়ার ছয়টি বিপদ | ৫৩১ |
| শুকনো রুটি ও লবণ | ৫৩১ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| খাবার বিবেককে শেষ করে দেয় | ৫৩১ |
| অন্তরের কঠোরতার কারণ | ৫৩২ |
| সাতটি গ্রাস | ৫৩২ |
| পেট পূর্ণ করার দূরাবস্থা | ৫৩২ |
| স্বপ্নদোষের একটি কারণ | ৫৩২ |
| শয়তান রক্তের মধ্যে ঘুরতে থাকে | ৫৩৩ |
| দুটি নহর | ৫৩৩ |
| চল্লিশ দিনের উপবাস | ৫৩৩ |
| ছয়টি মাদানী ফুল | ৫৩৪ |
| পেটুক ব্যক্তি অপদস্ত হয় | ৫৩৪ |
| ক্ষুধার্ত থাকার তাগিদ কেন? | ৫৩৫ |
| আল্লাহ তাআলার গোপন তদবীর থেকে ভয়হীন হওয়া কবীরা গুনাহ | ৫৩৫ |
| আল্লাহর পক্ষ থেকে অবকাশ | ৫৩৬ |
| গুনাহকে ভাল মনে করা কুফর | ৫৩৭ |
| নবী করিম ﷺ এর দোয়া | ৫৩৮ |
| চল্লিশ হাজারের মধ্যে চারটি | ৫৩৮ |
| সাতটি আঁত | ৫৩৮ |
| সাতটি আঁতের উদ্দেশ্য | ৫৩৯ |
| মুমিন ও মুনাফিকের খাবারের মধ্যে পার্থক্য | ৫৩৯ |
| আঁলা হয়রত এর খাবার | ৫৩৯ |
| সাতটি মাদানী ফুল | ৫৪০ |
| বার দিনে একবার অযু | ৫৪০ |
| মাদানী কাফেলার এক মুসাফির | ৫৪১ |
| তিন দিনের উপবাস | ৫৪১ |
| এক পেয়ালা দুধ ও সন্তরজন সাহাবা | ৫৪২ |
| মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী | ৫৪৫ |
| ইবাদতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত | ৫৪৬ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| ক্ষুধার কারণে বেহুঁশ | ৫৪৭ |
| অজানা ব্যথা | ৫৪৮ |
| যদি ক্ষুধা কিনতে পাওয়া যেত! | ৫৪৯ |
| চতুর্দিকে খাবার ক্রয় করা হচ্ছে | ৫৪৯ |
| খাও, পান করো, জান বানাও! | ৫৫০ |
| বেশি খাওয়া কাফিরদের বৈশিষ্ট্য | ৫৫১ |
| ক্ষুধার মধ্যে শক্তি | ৫৫১ |
| তাসাওউফ অর্জন | ৫৫১ |
| আমি সবচেয়ে মন্দ | ৫৫২ |
| ক্ষুধার কারণে পড়ে যেতেন | ৫৫২ |
| অনেক দিনের ক্ষুধার্ত | ৫৫৩ |
| সারা বছর উপবাস | ৫৫৩ |
| পানাহার করা ব্যতীত মানুষ কতদিন জীবিত থাকতে পারে? | ৫৫৪ |
| সাধারণ মানুষ কি পরিমাণ খাবে? | ৫৫৪ |
| অসুস্থ হৃদয়ের ঔষধ | ৫৫৫ |
| এক হাজার বছর যাবত জীবিত পাখি | ৫৫৫ |
| মশা উটকে হত্যা করে ফেলে | ৫৫৬ |
| মোটা মশা | ৫৫৬ |
| স্বাস্থ্যবান শরীরের বিপদ | ৫৫৭ |
| পেটুকের উপর গুনাহের আক্রমণ | ৫৫৭ |
| হালকা পাতলা শরীরের ফযীলত | ৫৫৮ |
| নারী পুরুষের ওজন কতটুকু হওয়া উচিত | ৫৫৮ |
| সালিয়্যাদুনা ইউসুফ এর ওজন | ৫৫৯ |
| মোটা হওয়ার কারণ সমূহ | ৫৫৯ |
| যৌবনের সংজ্ঞা | ৫৬১ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| PIZZA এর ক্ষতি সমূহ | ৫৬২ |
| এক PIZZA আহারকারীর ঘটনা | ৫৬৩ |
| মোটা স্বাস্থ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় | ৫৬৪ |
| প্রথমে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিন | ৫৬৫ |
| মেদ বিশিষ্ট শরীরের চিকিৎসা | ৫৬৫ |
| কোষ্ঠকাঠিন্যের ৪টি চিকিৎসা | ৫৬৭ |
| অসময়ে নিদ্রা আসার প্রতিকার | ৫৬৮ |
| মেদ বহুল শরীরের সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা | ৫৬৮ |
| বেশি খাওয়াতে যে সকল রোগের সৃষ্টি হয় | ৫৬৯ |
| সুস্থ থাকার উপায় | ৫৬৯ |
| ক্ষুধার পরিচয় | ৫৬৯ |
| ক্ষুধার চেয়ে বেশি খাওয়া | ৫৭০ |
| প্রত্যেকের খাদ্যের পরিমাণ এক রকম হয়না | ৫৭০ |
| অধিক আহারকারীর মনে কষ্ট দেয়া হারাম | ৫৭১ |
| পেট পূর্ণ করে পানি পান করা | ৫৭২ |
| পায়ে হাঁটুন | ৫৭২ |
| সাধ্যের চেয়ে বেশি বোঝা | ৫৭৩ |
| আমি খাবার খুব কম খাই | ৫৭৪ |
| কম আহার করার সতর্কতা | ৫৭৫ |
| কম খাওয়া উত্তম কিন্তু মিথ্যা বলা হারাম | ৫৭৬ |
| নফস কাকে বলে | ৫৭৭ |
| হৃদয়ের জন্য এক বৎসরের ইবাদত থেকে উত্তম | ৫৭৭ |
| শিয়ালের বাচ্চার আকৃতিতে নফস | ৫৭৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| খাওয়ার জন্য বাঁচা | ৫৭৮ |
| স্বয়ং রোগী ডাক্তার হলেন | ৫৭৯ |
| দাঁতের মাড়ির ক্যান্সার | ৫৮০ |
| নকল খয়ের এর ধ্বংসযজ্ঞ | ৫৮১ |
| খাবার স্বাদ শুধুমাত্র কঠিনালী পর্যন্ত অনুভব হয়ে থাকে | ৫৮১ |
| মজদার গ্রাসের অদ্ভুত বাস্তবতা | ৫৮২ |
| হৃদয় বিগলিত ঘটনা | ৫৮২ |
| নিজের অবস্থা সম্পর্কে স্মরণদানকারী চারুক | ৫৮২ |
| আপনি কি কম খাওয়ার অভ্যাস গড়তে চান? | ৫৮৪ |
| জাহান্নামীদের খাবার | ৫৮৪ |
| সাপের বিষের পেয়ালা | ৫৮৫ |
| বড় ধরণের নেয়ামতের হিসাবও বড় হবে | ৫৮৬ |
| প্রতিটি নেয়ামতের ব্যাপারে তিনটি প্রশ্ন | ৫৮৬ |
| জাহান্নামে ডুব দেয়া | ৫৮৭ |
| অল্প খাওয়ার অভ্যাস গড়ার নিয়ম | ৫৮৮ |
| খাবারের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নিন | ৫৮৯ |
| মিশিয়েও খাবার খেতে পারেন | ৫৯০ |
| অন্যের উপস্থিতিতে কম খাওয়ার উপায় | ৫৯১ |
| ইখলাস ইবাদত কবুল হওয়ার চাবিকাটি | ৫৯২ |
| কম আহারকারীদের পরীক্ষা | ৫৯৩ |
| একেবারে ৪০ দিন পর্যন্ত কম আহার করুন | ৫৯৪ |
| কম খাবারে অভ্যস্ত হওয়ার উপায় | ৫৯৪ |
| তিজ্ঞ উপদেশ | ৫৯৫ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| ৫২ টি ঘটনা | ৫৯৭ |
| ১. সায়ািদুনা জাবির رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ঘরে দা'ওয়াত : | ৫৯৭ |
| ২. মাদানী কাফিলা মসজিদ আবাদ করল | ৬০০ |
| ৩. ৮০ জন সাহাবা ও সামান্য পরিমাণ খাবার | ৬০১ |
| ৪. দীর্ঘাকৃতির মাছ | ৬০৫ |
| ৫. উম্মতের আমানতদার | ৬০৬ |
| ৬. হৃদ রোগী ভাল হয়ে গেল | ৬০৮ |
| ৭. ইয়াহইয়া عَلَيْهِ السَّلَام ও শয়তান | ৬০৯ |
| * ইবাদতে কখন স্বাদ অর্জিত হয় | ৬০৯ |
| ৮. দুধ বমি করে দিলেন | ৬১০ |
| ৯. ভুনা ছাগল | ৬১১ |
| * বলসানো রাস | ৬১২ |
| * কুফরের উপর মৃত্যু হওয়ার ভয় | ৬১৩ |
| ১০. ভাবাবেগপূর্ণ খুৎবা | ৬১৪ |
| ১১. আল্লাহর রাস্তায় সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপকারী | ৬১৬ |
| ১২. হাতের আঁচিল | ৬১৭ |
| ১৩. শীতকালীন রাতে ৪০ বার গোসল | ৬১৮ |
| ১৪. মাটি থেকে খুঁজে খুঁজে পতিত টুকরা খাওয়া | ৬১৯ |
| ১৫. কঠোরতার পর সহজতা | ৬২২ |
| ১৬. প্রতিদিনের খাবার ১০টি মাত্র মুনাফা (বড় কিসমিস) | ৬২৩ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| * মুনাফার (বড় কিসমিস) আশ্চর্যজনক উপকার | ৬২৩ |
| * কিসমিসের পানি পান করা সুনাহ | ৬২৪ |
| * কাশির চিকিৎসা | ৬২৫ |
| * লাল মুনাফার উপকারিতা | ৬২৫ |
| ১৭. বেগুনের আকাজখা | ৬২৫ |
| ১৮. খুব খাও আর পান করো! | ৬২৬ |
| ১৯. খাওয়া খাওয়ার উদ্দেশ্য | ৬২৭ |
| ২০. খাওয়া থেকে বাঁচার জন্য লুকিয়ে গেলেন | ৬২৮ |
| ২১. ওলীর সংস্পর্শের ফয়েয | ৬২৯ |
| ২২. উত্তম সংস্পর্শ উত্তম মৃত্যু | ৬৩১ |
| ২৩. মন্দ সহচর্যে মন্দ মৃত্যু | ৬৩২ |
| ২৪. ক্ষুধার্ত বাঘ | ৬৩৩ |
| * মুরগীর তাওয়াক্কুল | ৬৩৪ |
| ২৫. তাওয়াক্কুলকারী যুবক | ৬৩৫ |
| ২৬. রিয়ক নিজেই আহারকারীকে খুঁজছিল | ৬৩৬ |
| ২৭. উৎসাহী মুবািল্লিগ | ৬৩৮ |
| ২৮. ডিম রুটি | ৬৩৯ |
| ২৯. সাদা পেয়ালা | ৬৪০ |
| * কুমন্ত্রণা | ৬৪০ |
| * কুমন্ত্রণার প্রতিকার মূলক জওয়াব | ৬৪১ |
| * মর্যাদা অনুযায়ী পরীক্ষা | ৬৪১ |
| ৩০. সর্বদা জ্বর | ৬৪২ |
| * জ্বরের ফযীলত | ৬৪৩ |
| ৩১. মসুরের ডালের চরম ফিস | ৬৪৩ |
| ৩২. মাছের কাঁটা | ৬৪৫ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| * কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার ফযীলত | ৬৪৬ |
| * বিপদের রহস্য | ৬৪৬ |
| ৩৩. গাজর আর মধু | ৬৪৬ |
| ৩৪. আঞ্জির ফল বের করে ফেললেন | ৬৪৭ |
| ৩৫. হালুয়া বিক্রেতা হালুয়ার লোকমা খাওয়ালেন | ৬৪৭ |
| ৩৬. মাংসের অকেজো হাড্ডি | ৬৪৮ |
| ৩৭. খাবার খাওয়ার তাকওয়া | ৬৪৯ |
| * খাবার খেয়ে কান্না করা উচিত | ৬৪৯ |
| ৩৮. শুকনো রুটির টুকরা | ৬৫০ |
| ৩৯. আঙ্গুরের রং অস্থির হয়ে উঠত | ৬৫১ |
| ৪০. আবিদ ও আনার গাছ | ৬৫১ |
| ৪১. সুলতান মাহমুদ ও আয়ায আর তিজ শশার টুকরা | ৬৫২ |
| ৪২. খ্রীষ্টান পাদীর ইসলাম গ্রহণ | ৬৫৪ |
| ৪৩. মাছ - ভাত | ৬৫৫ |
| ৪৪. অন্তরের জন্য লাভজনক | ৬৫৬ |
| ৪৫. জান্নাতের ওলীমা | ৬৫৬ |
| ৪৬. রৌদ্রে শুকানো আটা | ৬৫৭ |
| ৪৭. ৪০ বছর যাবত দুধ পান করেননি | ৬৫৭ |
| ৪৮. মাংস-রুটি | ৬৫৮ |
| ৪৯. ভয়াবহ ধুলাবাড় | ৬৫৯ |
| ৫০. সবুজ পেয়লা | ৬৬০ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| ঈমানের সাথে মৃত্যুর আমল | ৬৬১ |
| ৫১. নফসের সাথে কথোপকথন | ৬৬২ |
| ৫২. সবজী খাব না | ৬৬২ |
| ফয়যানে রমযান | ৬৬৫ |
| দরুদ শরীফের ফযীলত | ৬৬৫ |
| ইবাদতের দরজা | ৬৬৬ |
| কোরআন অবতরণ | ৬৬৬ |
| রমযানের সংজ্ঞা | ৬৬৭ |
| মাসগুলোর নামকরণের কারণ | ৬৬৮ |
| স্বর্গের দরজা বিশিষ্ট মহল | ৬৬৮ |
| আমি একজন চিত্রশিল্পী ছিলাম | ৬৭০ |
| পাঁচটি বিশেষ দয়া | ৬৭২ |
| সগীরা গুনাহের কাফফারা | ৬৭৩ |
| তওবার পদ্ধতি | ৬৭৩ |
| তওবা করার পদ্ধতি হচ্ছে | ৬৭৩ |
| রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জান্নাতরূপী বর্ণনা | ৬৭৪ |
| রমযান মোবারকের চারটি নাম | ৬৭৬ |
| রমযানুল মুবারকের ১৩টি মাদানী ফুল | ৬৭৬ |
| জান্নাতকে সাজানো হয় | ৬৭৯ |
| জান্নাতে প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার সুসংবাদ | ৬৮০ |
| প্রতিটি রাতে ষাট হাজার গুনাহগারের মুক্তিলাভ | ৬৮১ |
| প্রতিদিন দশলক্ষ গুনাহগারকে দোযখ থেকে মুক্তিদান | ৬৮২ |
| জুমার দিনের প্রতিটি মুহুর্তে দশলক্ষ জাহান্নামীর মাগফিরাত | ৬৮৩ |
| কল্যাণই কল্যাণ | ৬৮৪ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| ব্যয়কে বাড়িয়ে দাও | ৬৮৪ |
| বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরেরা | ৬৮৪ |
| দুটি অন্ধকার দূরীভূত হয় | ৬৮৫ |
| রোযা ও কুরআন সুপারিশ করবে | ৬৮৬ |
| ক্ষমা করার অজুহাত | ৬৮৬ |
| লক্ষ রমযানের সাওয়াব | ৬৮৭ |
| আহ! যদি ঈদ মদিনায় হত! | ৬৮৭ |
| বিশ্বনবী ﷺ ইবাদতের জন্য তৎপর ও প্রস্তুত হতেন | ৬৮৮ |
| প্রিয় নবী ﷺ রমযানের বেশি পরিমাণে দোয়া করতেন | ৬৮৯ |
| প্রিয় নবী ﷺ রমযানের বেশি পরিমাণে দান করতেন | ৬৮৯ |
| সবচেয়ে বেশি দানশীল | ৬৮৯ |
| হাজার গুণ সাওয়াব | ৬৯০ |
| রমযানে যিকিরের ফযীলত | ৬৯০ |
| সূন্নাতে ভরপুর ইজতিমা ও আল্লাহর যিকির | ৬৯০ |
| ছয়টি কন্যা সন্তানের পর পুত্র সন্তান | ৬৯১ |
| রমযানের পাগল | ৬৯৪ |
| আল্লাহ অমুখাপেক্ষী | ৬৯৪ |
| তিনটি জিনিসের মধ্যে তিনটি গোপন জিনিস | ৬৯৫ |
| কুকুরকে পানি পানকারীণীকে ক্ষমা করা হয়েছে | ৬৯৬ |
| আযাব থেকে মুক্তি লাভের কারণ | ৬৯৭ |
| চোগলখুরীর ভয়ঙ্কর শাস্তি! | ৬৯৯ |
| গুনাহের অপবাদের ভয়ঙ্কর শাস্তি! | ৬৯৯ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| কোন নেকীই ছেড়ে দেয়া উচিত নয় | ৭০০ |
| ৪টি ঘটনা (১) কবরে আগুন জ্বলে উঠল | ৭০১ |
| (২) ওজনের সময় অসতর্ক হওয়ার কারণে শাস্তি | ৭০১ |
| (৩) কবর থেকে চিৎকারের শব্দ | ৭০২ |
| হারাম উপার্জন কোথায় যায়? | ৭০২ |
| আগুনের দুটি পাহাড় | ৭০৩ |
| (৪) খড়কুটার বোঝা | ৭০৩ |
| পাপ শুধু পাপই | ৭০৪ |
| বিনা কারণে কর্জ পরিশোধে দেবী করা গুনাহ | ৭০৪ |
| তিন পয়সার শাস্তি | ৭০৫ |
| কিয়ামতে সহায়-সম্বলহীন কে? | ৭০৬ |
| রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করার ফযীলত | ৭০৭ |
| তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সুসংবাদ | ৭০৮ |
| কিয়ামত পর্যন্ত রোযার সাওয়াব | ৭০৮ |
| জান্নাতের দরজাগুলো খুলে যায় | ৭০৯ |
| শয়তানকে শিকলে বন্দী করা হয় | ৭০৯ |
| শয়তান বন্দী হওয়া সত্ত্বেও গুনাহ কিভাবে সংগঠিত হয়? | ৭১০ |
| গুনাহতো হ্রাস পেতেই থাকে | ৭১০ |
| যখনই শয়তান মুক্তি পায় | ৭১০ |
| অগ্নিপূজারীর উপর দয়া | ৭১১ |
| রমযান মাসে প্রকাশ্যে পানাহারের দুনিয়ার শাস্তি | ৭১২ |
| আপনি কি মরবেন না? | ৭১২ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| সুন্নাতে ভরা বয়ানের বরকত | ৭১৩ |
| সারা বছরের নেকী সমূহ বরবাদ | ৭১৬ |
| দোষীদের রক্ত ও পুঁজ | ৭১৮ |
| রমযানে পাপাচারী | ৭১৮ |
| ওহে (যারা গুরুত্ব দিচ্ছে না) তোমরা সাবধান! | ৭১৯ |
| কলবের উপর কালো দাগ পড়ে যায় | ৭১৯ |
| কলবের কালো দাগের চিকিৎসা | ৭২০ |
| কবরের ভয়ানক দৃশ্য | ৭২১ |
| মৃতদের সাথে কথোপকথন | ৭২২ |
| রমযানের রাতগুলোতে খেলাধুলা | ৭২৩ |
| রমযান মাসে সময় অতিবাহিত করার জন্য... | ৭২৪ |
| উত্তম ইবাদত কোনটি? | ৭২৫ |
| রোযা পালনকালে বেশি ঘুমানো | ৭২৬ |
| প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার পুরস্কার | ৭২৭ |
| ফিকরে মদীনা কি? | ৭২৭ |
| রোযার আহকাম হানাকী | ৭২৯ |
| রোযা কার উপর ফরয? | ৭৩১ |
| রোযা ফরয হবার কারণ | ৭৩১ |
| সম্মানিত নবীদের রোযা | ৭৩২ |
| রোযাদারের ঈমান কতই পাকাপোক্ত | ৭৩২ |
| রোযা রাখলে কি মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে? | ৭৩৩ |
| রোযা রাখলে সুস্বাস্থ্য পাওয়া যায় | ৭৩৪ |
| পাকস্থলীর ফুলা | ৭৩৪ |
| চাঞ্চল্যকর রহস্য উদঘাটন | ৭৩৫ |
| চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান টিম | ৭৩৫ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| খুব বেশি আহার করলে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয় | ৭৩৫ |
| বিনা অপারেশনে জন্ম হয়ে গেল | ৭৩৬ |
| পূর্ববর্তী গুনাহের কাফফারা | ৭৩৮ |
| রোযার প্রতিদান | ৭৩৮ |
| রোযার বিশেষ পুরস্কার | ৭৩৯ |
| সং কাজের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত | ৭৪০ |
| সাহাবা ব্যতীত অন্য <small>رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ</small> কারো জন্য বলা কেমন? | ৭৪০ |
| আমার মুজার মালিকই দরকার | ৭৪১ |
| আর জান্নাত হচ্ছে রসূলুল্লাহ <small>ﷺ</small> এর | ৭৪২ |
| যা চাওয়ার, চেয়ে নাও | ৭৪৩ |
| জান্নাতী দরজা | ৭৪৪ |
| একটা রোযার ফযীলত | ৭৪৪ |
| কাকের বয়স | ৭৪৪ |
| লাল পদ্মরাগ মণির প্রাসাদ | ৭৪৫ |
| শরীরের যাকাত | ৭৪৫ |
| ঘুমানোও ইবাদত | ৭৪৫ |
| অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তসবীহ পড়ে | ৭৪৬ |
| জান্নাতী ফল | ৭৪৬ |
| স্বর্ণের দস্তুরখানা | ৭৪৭ |
| সাত প্রকারের আমল | ৭৪৭ |
| অসংখ্য প্রতিদান | ৭৪৮ |
| জর্ডিস ভাল হয়ে গেল | ৭৪৯ |
| জাহান্নাম থেকে দূরে | ৭৫০ |
| একটা রোযা না রাখার ক্ষতি | ৭৫০ |
| উপুড় করে লটকানো মানুষ | ৭৫১ |
| তিনজন হতভাগা | ৭৫২ |
| নাক মাটিতে মিশে যাক | ৭৫২ |
| রোযার তিনটা স্তর | ৭৫৩ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| ১. সাধারণ লোকদের রোযা | ৭৫৩ |
| ২. বিশেষ লোকদের রোযা | ৭৫৩ |
| ৩. বিশেষতম লোকদের রোযা | ৭৫৩ |
| হযরত দাতা এর বাণী | ৭৫৪ |
| রোযা রেখেও গুনাহ! তওবা!! তওবা!!! | ৭৫৪ |
| আল্লাহ তাআলার কিছুর প্রয়োজন নেই | ৭৫৫ |
| আমি রোযাদার | ৭৫৫ |
| রোযার ইফতার তোকে দিয়েই করবো! | ৭৫৬ |
| অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রোযার সংজ্ঞা | ৭৫৬ |
| চোখের রোযা | ৭৫৭ |
| কানের রোযা | ৭৫৯ |
| জিহ্বার রোযা | ৭৫৯ |
| জিহ্বাকে হিফাজত না করার ক্ষতি | ৭৬০ |
| হৃদয় মুস্তফা এর ইলমে গায়েব | ৭৬২ |
| দু' হাতের রোযা | ৭৬২ |
| পায়ের রোযা | ৭৬৩ |
| K.E.S.C তে চাকুরী হয়ে গেল | ৭৬৫ |
| রোযার নিয়ত | ৭৬৬ |
| শরীয়ত সম্মত অর্ধ দিবস সম্পর্কে জানার পদ্ধতি | ৭৬৭ |
| রোযার নিয়তের বিশটি মাদানী ফুল | ৭৬৮ |
| দাড়াওয়ালী কন্যা! | ৭৭২ |
| দুধপানকারী শিশুদের জন্য ১৬টি মাদানী ফুল | ৭৭৩ |
| গর্ভবতী মা ও বাচ্চার হিফাযতের রুহানী ব্যবস্থাপনা | ৭৭৫ |
| সাহারী খাওয়া সূনাত | ৭৭৫ |
| হাজার বছরের ইবাদত অপেক্ষাও উত্তম | ৭৭৬ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| ঘুমানোর পর সাহারীর অনুমতি ছিল না | ৭৭৭ |
| সাহারীর অনুমতির ঘটনা | ৭৭৭ |
| সাহারীর ফযীলত সম্পর্কে ৯টি বরকতময় হাদীস | ৭৭৮ |
| রোযার জন্য কি সাহারী পূর্বশর্ত? | ৭৭৯ |
| খেজুর ও পানি দ্বারা সাহারী খাওয়া সূনাত | ৭৮০ |
| খেজুর হচ্ছে সর্বোত্তম সাহারী | ৭৮০ |
| সাহারীর সময় কখন হয়? | ৭৮১ |
| সাহারী দেরীতে খাওয়া উত্তম | ৭৮১ |
| 'সাহারীতে দেরী' বলতে কোন সময়কে বুঝায়? | ৭৮১ |
| ফযরের আযান নামাযের জন্যই, সেহরী খাওয়া বন্ধ করার জন্য নয় | ৭৮২ |
| পানাহার বন্ধ করে দিন | ৭৮৩ |
| মাদানী কাফিলার নিয়ত করার সাথে সাথেই সমস্যার সমাধান | ৭৮৩ |
| ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার আমল | ৭৮৪ |
| ঋণ পরিশোধের অযীফা | ৭৮৫ |
| সকাল ও সন্ধ্যার পরিচয় | ৭৮৬ |
| ইফতারের বর্ণনা | ৭৮৬ |
| ইফতারের দোয়া | ৭৮৬ |
| ইফতারের জন্য আযান শর্ত নয় | ৭৮৭ |
| ইফতারের ১১টি ফযীলত | ৭৮৭ |
| ইফতার করানোর মহা ফযীলত | ৭৮৯ |
| জিব্রাইল কর্তৃক মুসাফাহার নমুনা | ৭৮৯ |
| রোযাদারকে পানি পান করানোর ফযীলত | ৭৯০ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| খেজুরের ২৫টি মাদানী ফুল | ৭৯১ |
| ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয় | ৭৯৫ |
| আমরা পানাহারে লিপ্ত থেকে যাই | ৭৯৫ |
| ইফতারের সতর্কতা সমূহ | ৭৯৬ |
| ইফতারের দোয়া | ৭৯৮ |
| দোয়ার তিনটি উপকারীতা | ৭৯৯ |
| দোয়ার মধ্যে পাঁচটা সৌভাগ্য | ৭৯৯ |
| পাঁচটি মাদানী ফুল | ৭৯৯ |
| জানিনা কোন্ গুনাহ হয়ে গেলো | ৮০০ |
| নামায না পড়া যেনো কোন ভুলই নয় | ৮০১ |
| যেই বন্ধুর কথা আমরা মানি না, তিনি কি আমাদের কথা শুনবেন? | ৮০১ |
| যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি পেতে চায় তার দোয়া কবুল হয় না | ৮০৩ |
| অফিসারদের নিকট তো বারংবার গিয়ে ধাক্কা খাও, কিন্তু... | ৮০৪ |
| দোয়া কবুলে বিলম্ব হওয়া তো দয়াই | ৮০৭ |
| ইরক্বিন্সা নামক পায়ের ব্যথা সেরে গেল | ৮০৮ |
| ইরক্বিন্সার দুটি রুহানী চিকিৎসা | ৮০৯ |
| রোযা ভঙ্গকারী ১৪টি কারণ | ৮০৯ |
| রোযাবস্থায় বমি হলে! | ৮১১ |
| বমি সম্পর্কে ৭টি নিয়মাবলী | ৮১২ |
| মুখভর্তি বমির সংজ্ঞা | ৮১২ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| অযুবস্থায় বমির পাঁচটি শরয়ী বিধান | ৮১২ |
| প্রয়োজনীয় নির্দেশনা | ৮১৩ |
| ভুলবশতঃ পানাহার করলে রোযা ভাঙ্গে না | ৮১৩ |
| রোযা ভঙ্গ হয় না এমন জিনিসের ব্যাপারে ২১টি নিয়মাবলী | ৮১৪ |
| রোযার মাকরুহ সমূহ | ৮১৭ |
| রোযার মাকরুহ সমূহের ১২টি নিয়মাবলী | ৮১৮ |
| স্বাদ গ্রহণ কাকে বলে? | ৮১৮ |
| আসমান থেকে কাগজের টুকরা পড়ল | ৮২০ |
| আল্লাহর দরবারে চাওয়ার পর উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়া ও পুরস্কার! | ৮২১ |
| কন্যা সন্তানের ফযীলত | ৮২২ |
| রোযা না রাখার ওয়র সমূহ | ৮২৫ |
| সফরের সংজ্ঞা | ৮২৫ |
| সামান্য অসুস্থতা কোন অপারগতা নয় | ৮২৭ |
| সফরে ইচ্ছা হলে, রোযা রাখ, নতুবা ছেড়ে দাও | ৮২৭ |
| রোযা না রাখার অনুমতি সম্বলিত ৩৩টি বিধান | ৮২৮ |
| কাযা সম্পর্কে ১২টি নিয়মাবলী | ৮৩৪ |
| কাফফারার বিধানাবলী | ৮৩৬ |
| রোযার কাফফারার পদ্ধতি | ৮৩৬ |
| কাফফারার সম্পর্কে ১১টি নিয়মাবলী | ৮৩৭ |
| রোযা নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাও | ৮৩৯ |
| العنبره العنبره আমি পরিবর্তন হয়ে গেলাম | ৮৪১ |
| বে নামাযীর সাথে বসা কেমন? | ৮৪২ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| ফয়যানে তারাবীহ | ৮৪৪ |
| দরুদ শরীফের ফযীলত | ৮৪৪ |
| সুন্নাতের ফযীলত | ৮৪৪ |
| রমযানে ৬১ বার খতমে কুরআন | ৮৪৫ |
| কুরআন তিলাওয়াত ও আহলুল্লাহ | ৮৪৫ |
| হরফ চিবুনো | ৮৪৬ |
| তারাবীহ পারিশ্রমিক ছাড়া পড়াবেন | ৮৪৮ |
| তিলাওয়াত, যিকির ও নাত এর পারিশ্রমিক হারাম | ৮৪৮ |
| তারাবীহের পারিশ্রমিক নেয়ার শরীয়ত সম্মত হীলা | ৮৪৯ |
| খতমে কোরআন ও হুদয়ের নম্রতা | ৮৫১ |
| তারাবীহের জামাআত বিদআতে হাসানা | ৮৫২ |
| ১২ বিদআতে হাসানা | ৮৫৩ |
| সকল বিদআত পথদ্রষ্টতা নয় | ৮৫৪ |
| বিদআতে হাসানা ব্যতীত মানুষ চলতে পারেনা | ৮৫৬ |
| সবুজ গম্বুজের ইতিহাস | ৮৫৭ |
| দিদারে মুস্তফা ﷺ | ৮৫৮ |
| লোককারদের ভালবাসার ফযীলত | ৮৫৯ |
| তারাবীহের ৩৫টি মাদানী ফুল | ৮৬১ |
| ক্যাসার রোগ ভাল হয়ে গেল | ৮৬৬ |
| ফয়যানে লাইলাতুল কুদর | ৮৬৮ |
| দরুদ শরীফের ফযীলত | ৮৬৮ |
| ৮৩ বছর ৪ মাস ইবাদতের চেয়ে বেশি সাওয়াব | ৮৬৯ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| হযরত ﷺ দুর্গখিত হলেন | ৮৭০ |
| ঈমান তাজাকারী ঘটনা | ৮৭১ |
| আমাদের বয়সতো খুবই কম | ৮৭৩ |
| আহ! আমাদের নিকট গুরুত্ব কিসের? | ৮৭৩ |
| মাদানী ইনআমাত রিসালার বরকত | ৮৭৪ |
| মাদানী ইনআমাত রিসালা পূরণকারীদের জন্য বড় সুসংবাদ | ৮৭৫ |
| সমস্ত কল্যাণ থেকে কে বঞ্চিত? | ৮৭৬ |
| হাজার শহরের বাদশাহী | ৮৭৭ |
| পতাকা উড়ানো হয় | ৮৭৭ |
| সবুজ পতাকা | ৮৭৮ |
| হতভাগা লোক | ৮৭৯ |
| তওবা করে নাও! | ৮৭৯ |
| বগড়ার কুফল | ৮৭৯ |
| আমরাতো ভদ্রের সাথে ভদ্র আর..... | ৮৮০ |
| মুসলমান, মুমিন, মুজাহিদ ও মুহাজিরের সংজ্ঞা | ৮৮১ |
| অসহনীয় চুলকানী | ৮৮২ |
| কষ্ট দূর করার সাওয়াব | ৮৮২ |
| যুদ্ধ করতে হলে, নফসের সাথে করো | ৮৮২ |
| মাদানী ইনআমাত রিসালা দেখে প্রিয় আক্বা ﷺ মুচকি হাসি দিলেন | ৮৮৩ |
| যাদুকরও ব্যর্থ | ৮৮৪ |
| শবে কুদরের নিদর্শন | ৮৮৫ |
| সমুদ্রের পানি মিষ্ট হয়ে যায় | ৮৮৫ |
| ঘটনা | ৮৮৬ |
| আমরা নিদর্শন কেন দেখিনা? | ৮৮৭ |
| বিজোড় রাতগুলোতে তালাশ করো | ৮৮৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|------------|
| শেষ রাতে তালাশ করো | ৮৮৮ |
| শবে কুদর গোপন কেন? | ৮৮৮ |
| হিকমত সমূহের মাদানী ফুল | ৮৮৯ |
| বছরের যে কোন রাত শবে কুদর হতে পারে | ৮৯২ |
| ইমাম আজম <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> এর দুটি অভিমত | ৮৯৪ |
| শবে কুদর পরিবর্তন হয় | ৮৯৫ |
| আবুল হাসান ইরাকী এবং শবে কুদর | ৮৯৫ |
| ২৭শে রাত শবে কুদর | ৮৯৬ |
| প্রতিরাত ইবাদতে অতিবাহিত করার সহজ ব্যবস্থাপনা | ৮৯৭ |
| ২৭ তম রাতের প্রতি গুরুত্ব দিন | ৮৯৮ |
| শবে কুদরে পড়ুন | ৮৯৮ |
| শবে কুদরের দোয়া | ৮৯৯ |
| শবে কুদরের নফল সমূহ | ৮৯৯ |
| জাম্বত অবস্থায় দিদার নসীব হলকার? | ৯০১ |
| অর্ধেক রোদে বসবেন না | ৯০২ |
| ফয়যানে ইতিকাফ | ৯০৪ |
| ইতিকাফ পুরাতন ইবাদত | ৯০৫ |
| মসজিদকে পরিষ্কার রাখার হুকুম | ৯০৫ |
| দশ দিনের ইতিকাফ | ৯০৬ |
| আশিকদের দারুণ আত্মহ | ৯০৬ |
| উট নিয়ে ঘোরাফেরার রহস্য | ৯০৭ |
| এক বার ইতিকাফ করেই নিন | ৯০৭ |
| এক দিনের ইতিকাফের ফযীলত | ৯০৮ |
| পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ | ৯০৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| প্রিয় নবীর <small>ﷺ</small> ইতিকাফের স্থান | ৯০৯ |
| সারা মাস ইতিকাফ | ৯০৯ |
| তুর্কী তাবুর মধ্যেই ইতিকাফ | ৯১০ |
| ইতিকাফের মহান উদ্দেশ্য | ৯১১ |
| কোন অন্তরাল ছাড়া মাটির উপর সাজদা করা মুস্তাহাব | ৯১১ |
| দুই হজ্ব ও দুই ওমরার সাওয়াব | ৯১২ |
| গুনাহ থেকে বেঁচে যাওয়া | ৯১২ |
| নেকী না করেও সাওয়াব | ৯১২ |
| প্রতিদিন হজ্জের সাওয়াব | ৯১৩ |
| ইতিকাফের সংজ্ঞা | ৯১৩ |
| ইতিকাফের শাব্দিক অর্থ | ৯১৩ |
| এখনতো ধনীর দরজায় বিছানা পেতে দিয়েছে | ৯১৪ |
| ইতিকাফের প্রকারভেদ | ৯১৪ |
| ওয়াজিব ইতিকাফ | ৯১৪ |
| সুন্নাত ইতিকাফ | ৯১৪ |
| ইতিকাফের নিয়ত এভাবে করুন | ৯১৫ |
| নফল ইতিকাফ | ৯১৫ |
| মসজিদে পানাহার করা | ৯১৭ |
| ইজতিমায়ী ইতিকাফের ৪১টি নিয়ত | ৯১৮ |
| ইতিকাফ কোন মসজিদে করবে? | ৯২১ |
| ইতিকাফকারী ও মসজিদের প্রতি সম্মান | ৯২১ |
| আল্লাহর সাথে তাদের কোন কাজ নেই | ৯২২ |
| আল্লাহ তোমার হারানো বস্তু মিলিয়ে না দিক | ৯২২ |
| মসজিদে জুতো তালাশ করে বেড়ানো | ৯২২ |
| তাহলে তোমাদেরকে শাস্তি দিতেন | ৯২৩ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| মুবাহ কথা নেকী গুলোকে খেয়ে ফেলে | ৯২৩ |
| কবরে অন্ধকার | ৯২৪ |
| দা'ওয়াতে ইসলামীর মুফতীর ইতিকাফ | ৯২৪ |
| মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী ইতিকালের পরও মাদানী কাফিলার দাওয়াত দিয়েছেন | ৯২৫ |
| মসজিদ সম্পর্কে ১৯টি মাদানী ফুল | ৯২৬ |
| মসজিদকে সুগন্ধময় রাখুন | ৯৩০ |
| এয়ার ফ্রেশনার থেকে ক্যাসার হতে পারে | ৯৩১ |
| মুখে দুর্গন্ধ হলে মসজিদে যাওয়া হারাম | ৯৩১ |
| মুখে দুর্গন্ধ হলে নামায মাকরুহ হয় | ৯৩২ |
| দুর্গন্ধ যুক্ত মলম লাগিয়ে মসজিদে আসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা | ৯৩৩ |
| কাঁচা পিয়াজ খাওয়াতেও মুখ দুর্গন্ধময় হয়ে যায় | ৯৩৩ |
| কাঁচা পিয়াজ বিশিষ্ট আচার ও দধির তৈরী আচার থেকে বিরত থাকুন | ৯৩৪ |
| দুর্গন্ধমুক্ত মুখ নিয়ে মুসলমানের সমাবেশে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা | ৯৩৪ |
| নামাযের সময় কাঁচা পিয়াজ খাওয়া কেমন? | ৯৩৪ |
| মুখের দুর্গন্ধের মাদানী চিকিৎসা | ৯৩৭ |
| ইস্তিনজা খানা মসজিদ থেকে কতটুকু দূরে হওয়া উচিত | ৯৩৭ |
| নিজ পোষাক পরিচ্ছদের উপর গভীর দৃষ্টি রাখার অভ্যাস গড়ুন | ৯৩৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| মসজিদের বাচ্চাদের নোয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা | ৯৪০ |
| মাছ-মাংস বিক্রেতার | ৯৪০ |
| কিছু খাদ্যের কারণে ঘামে দুর্গন্ধ | ৯৪১ |
| মুখ পরিস্কার করার পদ্ধতি | ৯৪১ |
| দাঁড়িকে দুর্গন্ধ থেকে বাঁচান | ৯৪১ |
| সুগন্ধিময় তেল তৈরীর সহজ উপায় | ৯৪১ |
| যদি সম্ভব হয় তবে প্রতিদিন গোসল করুন | ৯৪২ |
| ইমামা ইত্যাদিকে দুর্গন্ধ থেকে রক্ষার উপায় | ৯৪২ |
| পাগড়ী কিরূপ হওয়া উচিত | ৯৪৩ |
| সুগন্ধি লাগানোর ৪৭টি নিয়ম | ৯৪৩ |
| ফিনায়ে মসজিদ ও ইতিকাফকারী | ৯৪৫ |
| ইতিকাফকারীও ফিনায়ে মসজিদে যেতে পারে | ৯৪৬ |
| আ'লা হযরতের ফতোয়া | ৯৪৬ |
| মসজিদের ছাদে উঠা কেমন? | ৯৪৭ |
| ইতিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হওয়ার অবস্থা | ৯৪৭ |
| (১) শরয়ী প্রয়োজন | ৯৪৭ |
| শরয়ী প্রয়োজন সম্পর্কিত ৩টি নিয়মাবলী | ৯৪৮ |
| স্বভাবগত প্রয়োজন সম্পর্কিত ৬টি নিয়মাবলী | ৯৪৮ |
| যেসব কাজ করলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায় | ৯৪৯ |
| ইতিকাফ ভঙ্গের ১৬টি বিধান | ৯৫০ |
| আমার কোমরের ব্যথা চলে গেল | ৯৫৩ |
| নিশুপ থাকার রোযা | ৯৫৪ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| ইতিকাফকারী দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হওয়া | ৯৫৪ |
| ইতিকাফ ভঙ্গ করার ৭টি জায়েয অবস্থা | ৯৫৫ |
| প্রয়োজন মেটানোও এক দিন ইতিকাফের ফযীলত | ৯৫৬ |
| ইতিকাফে বৈধ কাজের বিবরণ সম্বলিত ৮টি মাদানী ফুল | ৯৫৮ |
| ইতিকাফকারী মসজিদ থেকে মাথা বের করতে পারবে | ৯৬০ |
| বের হলে চলন্ত অবস্থায় রোগীর অবস্থা জানতে পারে | ৯৬০ |
| ইসলামী বোনদের ইতিকাফ | ৯৬১ |
| ইসলামী বোনেরাও ইতিকাফ করবেন | ৯৬১ |
| ইসলামী বোনদের ১২টি মাদানী ফুল | ৯৬২ |
| ইতিকাফ কাযা করার পদ্ধতি | ৯৬৪ |
| ইতিকাফের ফিদিয়া | ৯৬৫ |
| ইতিকাফ ভঙ্গ করার তাওবা | ৯৬৫ |
| প্রসিদ্ধ ব্যান্ড পাটির মালিকের তাওবা | ৯৬৬ |
| ইতিকাফকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র | ৯৬৭ |
| মাদানী পরামর্শ | ৯৬৭ |
| ইতিকাফের ৫০টি মাদানী ফুল | ৯৬৭ |
| আশিকানে রসুলদের সঙ্গ আমাকে কি থেকে কি বানিয়ে দিল! | ৯৭৫ |
| নিজের জিনিসপত্র সামলানোর পদ্ধতি | ৯৭৭ |
| ইতিকাফ অবস্থায় অসুস্থ হওয়ার কারণ | ৯৭৭ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| খাবারে সতর্কতার উপকারীতা | ৯৭৮ |
| আমি মুসলমানদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি | ৯৭৮ |
| অত্যাচারীর জন্য আয়ু বৃদ্ধির দোয়া করা কেমন? | ৯৭৯ |
| মুসলমানদের মঙ্গল কামনা করা উত্তম কাজ | ৯৮০ |
| কাবাব ও চমুচা ভক্ষণকারীরা দৃষ্টিপাত করো! | ৯৮০ |
| ডাক্তারের দৃষ্টিতে কাবাব চমুচা | ৯৮১ |
| তৈলাক্ত কাবাবে সৃষ্ট ১৯টি রোগের পরিচয় | ৯৮২ |
| ক্ষতিকর বিষের প্রতিষেধক | ৯৮২ |
| তেলে ভাজা জিনিস দ্বারা ক্ষতি কম হওয়ার পদ্ধতি | ৯৮৩ |
| বেঁচে যাওয়া তেল ২য় বার ব্যবহারের পদ্ধতি | ৯৮৩ |
| ডাক্তারী শাস্ত নির্ভুল নয় | ৯৮৩ |
| মডেলিং যুবক সুন্নাতের মুবাশ্বিগ হয়ে গেল | ৯৮৩ |
| মসজিদকে ভালবাসার ফযীলত | ৯৮৪ |
| মসজিদের যিয়ারতের ফযীলত | ৯৮৫ |
| মসজিদে হাসাহাসির শাস্তি | ৯৮৫ |
| জাহান্নামের দরজায় নাম | ৯৮৬ |
| জান্নাত থেকে বঞ্চিত | ৯৮৬ |
| তওবার ফযীলত | ৯৮৬ |
| মিসওয়াকের ফযীলত | ৯৮৭ |
| চারজন মিথ্যা দাবীদার | ৯৮৭ |
| ছয়জন ব্যক্তির জন্য কল্যাণের দরজা বন্ধ | ৯৮৮ |
| ফয়যানে ঈদুল ফিতর | ৯৮৯ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| দুরূদ শরীফের ফযীলত | ৯৮৯ |
| আমরা ঈদ কেন উদযাপন করবো না? | ৯৯০ |
| সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা | ৯৯০ |
| পুরস্কার পাবার রাত | ৯৯১ |
| অন্তর জীবিত থাকবে | ৯৯২ |
| জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় | ৯৯২ |
| কোন ভিখারী নিরাশ হয়ে ফিরে না | ৯৯৩ |
| শয়তান অস্থির হয়ে যায় | ৯৯৩ |
| শয়তান কি সফলকাম? | ৯৯৪ |
| মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য | ৯৯৫ |
| জীবনের উদ্দেশ্য কি? | ৯৯৬ |
| জন্ম হয়ে গেল | ৯৯৬ |
| গর্ভ হিফাজতের ২টি রহানী চিকিৎসা | ৯৯৭ |
| ঈদ, নাকি শান্তি? | ৯৯৭ |
| আউলিয়ায়ে কেহরামও তো ঈদ উদযাপন করেন | ৯৯৮ |
| ঈদের আশ্চর্য খাবার | ৯৯৮ |
| নবী করীম ﷺ খাওয়ান, নবী করীম পান করান | ৯৯৯ |
| আত্মাকেও সাজান | ১০০০ |
| অপবিত্র বস্তুর উপর রূপার পাত | ১০০০ |
| ঈদ কার জন্ম? | ১০০১ |
| সায়্যিদুনা উমর ফারুক <small>رضي الله تعالى عنه</small> এর ঈদ | ১০০১ |
| আমাদের সঠিক উপলব্ধি | ১০০২ |
| শাহজাদার ঈদ | ১০০৩ |
| শাহজাদীদের ঈদ | ১০০৩ |
| ঈদ শুধু চমৎকার পোষাক পরার নাম নয় | ১০০৪ |
| মরহুম পিতার উপর দয়া | ১০০৫ |
| স্বপ্ন থেকে কি অকাট্য জ্ঞান অর্জন হয়? | ১০০৬ |
| স্বপ্নে শরাব পানের নির্দেশ দিলে বা নিষেধ করলে | ১০০৭ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| হযুর গাউসে আযম <small>رضي الله تعالى عنه</small> এর ঈদ | ১০০৭ |
| কারামতের এক শাখা | ১০০৯ |
| একজন দানশীলের ঈদ | ১০১০ |
| সালাম তারই উপর, যিনি অসহায়দের সহায়তা করেছেন | ১০১১ |
| শ্রবণশক্তি পুনরায় ফিরে পেল | ১০১২ |
| সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব | ১০১২ |
| সদকায়ে ফিতর বাজে কথাবার্তাগুলোর কাফফারা | ১০১৩ |
| রোযা বুলন্ত থাকে | ১০১৩ |
| ফিতরার ১৬টি মাদানী ফুল | ১০১৩ |
| সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ সহজ ভাষায় | ১০১৬ |
| কবরে এক হাজার নূর প্রবেশ করবে | ১০১৬ |
| ঈদের নামাযের পূর্বেকার সুন্নাত | ১০১৬ |
| ঈদের নামাযের পদ্ধতি (হানাফী) | ১০১৭ |
| ঈদের জামাআত কিছু অংশ পাওয়া না গেলে তবে....? | ১০১৮ |
| ঈদের জামাআত পাওয়া না গেলে তখন.....? | ১০১৯ |
| ঈদের খুতবার আহকাম | ১০১৯ |
| ঈদের ২১টি মুস্তাহাব | ১০২০ |
| আমি ঈদের নামাযও পড়তাম না | ১০২১ |
| আমি গুনাহগারের উপরও দয়ার ছিটাফোটা পড়েছে | ১০২৩ |
| অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যায় | ১০২৪ |
| নফল রোযার বর্ণনা | ১০২৫ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| দুরূদ শরীফের ফযীলত | ১০২৫ |
| নফল রোযার ইহকালীন ও পরকালীন উপকারীতা | ১০২৫ |
| রোযাদারদের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ | ১০২৬ |
| রোযার ১৮টি ফযীলত | ১০২৭ |
| জান্নাতের আশ্চর্য গাছ | ১০২৭ |
| দোষখ থেকে ৪০ বছরের দূরত্বে রাখবেন | ১০২৭ |
| জাহান্নাম থেকে ৫০ বছরের দূরত্বে রাখবেন | ১০২৭ |
| পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণের চেয়েও বেশি সাওয়াব | ১০২৮ |
| জাহান্নাম থেকে অনেক অনেক দূরে | ১০২৮ |
| একটি রোযা রাখার ফযীলত | ১০২৮ |
| উত্তম আমল | ১০২৯ |
| সফর করো, সম্পদশালী হয়ে যাবে | ১০৩০ |
| হাশরের ময়দানে রোযাদারদের আনন্দ | ১০৩০ |
| স্বর্ণের দস্তুরখানা | ১০৩০ |
| কিয়ামতের দিন রোযাদারেরা খাবার খাবে | ১০৩১ |
| রোযা রাখলে জান্নাতী | ১০৩১ |
| প্রচন্ড গরমে রোযার ফযীলত | ১০৩১ |
| অপরকে খাওয়া অবস্থায় দেখে ধৈর্যশীল রোযাদারের সাওয়াব | ১০৩২ |
| রোযাদার অবস্থায় মৃত্যুবরণের ফযীলত | ১০৩৩ |
| সৎকাজের সময় মৃত্যুর সৌভাগ্য | ১০৩৩ |
| কালু চাচার ঈমান আলোকিত মৃত্যু | ১০৩৪ |
| আশুরার ২৫টি বৈশিষ্ট্য | ১০৩৬ |
| মুহাররমুল হরাম ও আশুরার রোযার ৬টি ফযীলত | ১০৩৭ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| মুসা <small>عَلَيْهِ السَّلَامُ</small> এর দিবস | ১০৩৭ |
| ঈদে মিলাদুল্লাহ <small>ﷺ</small> ও দা'ওয়াতে ইসলামী | ১০৩৯ |
| আশুরার রোযা | ১০৪০ |
| ইহুদীদের বিরোধীতা করো | ১০৪০ |
| সারা বছর চোখে যন্ত্রণা ও রোগ থেকে মুক্তি | ১০৪০ |
| রজবুল মুরাজ্জবের রোযা | ১০৪১ |
| ঈমান আলোকিতকারী ঘটনা | ১০৪২ |
| দুই বছরের (ইবাদতের) সাওয়াব | ১০৪৩ |
| রজবের বাহার সমূহ | ১০৪৪ |
| রজব শব্দের ৩টি হরফ | ১০৪৫ |
| বীজ বপনের মাস | ১০৪৫ |
| যা সারাজীবনে শিখতে পারেনি তা ১০ দিনে শিখে নিয়েছে | ১০৪৫ |
| পাঁচটি বরকতময় রাত | ১০৪৬ |
| প্রথম রোযা ৩ বছরের গুনাহের কাফফারা | ১০৪৭ |
| একটি জ্ঞানাতী নহরের নাম রজব | ১০৪৭ |
| নূরানী পাহাড় | ১০৪৮ |
| একটি রোযার ফযীলত | ১০৪৯ |
| হযরত নূহ <small>ﷺ</small> এর কিশতিতে রজবের রোযার বাহার | ১০৪৯ |
| জ্ঞানাতী মহল | ১০৫০ |
| পেরেশানী দূর করার ফযীলত | ১০৫০ |
| একশত (১০০) বছরের রোযার ফযীলত | ১০৫০ |
| একটি নেকী শত বছরের নেকীর সমান | ১০৫১ |
| ২৭ তারিখের রোযা ১০ বছরের গুনাহের কাফফারা | ১০৫১ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| ৬০ মাসের রোযার সাওয়াব | ১০৫২ |
| শত বছরের রোযার সাওয়াব | ১০৫২ |
| দা'ওয়াতে ইসলামী ও জশনে মিরাজ্জুল্লাহ <small>ﷺ</small> | ১০৫২ |
| কাফন ফেরত | ১০৫৩ |
| অতি আদর আমাকে অব্যাহ্য বানিয়ে দিয়েছিল | ১০৫৪ |
| সঙ্গ সম্পর্কিত ৩টি বর্ণনা | ১০৫৫ |
| মন্দ সঙ্গের নিষেধাজ্ঞা | ১০৫৬ |
| শাবানুল মুআযযম রোযা | ১০৫৭ |
| আক্বা <small>ﷺ</small> এর মাস | ১০৫৭ |
| শাবানের তাজাল্লী ও বরকত | ১০৫৮ |
| সাহাবায়ে কিরামের আগ্রহ | ১০৫৮ |
| বর্তমান মুসলমানদের জযবা | ১০৫৯ |
| রমযানের সম্মানার্থে শাবানের রোযা | ১০৫৯ |
| শাবানের অধিকাংশ রোযা রাখা সুন্নাত | ১০৫৯ |
| মৃত্যুবরণকারীদের তালিকা তৈরী করা হয় | ১০৬০ |
| পছন্দনীয় মাস | ১০৬০ |
| মানুষ শাবানের গুরুত্বের ব্যাপারে উদাসীন | ১০৬০ |
| সামর্থ অনুযায়ী আমল করণ | ১০৬১ |
| আমি ঘুড়ি উড়ানোতে অভ্যস্ত ছিলাম | ১০৬২ |
| রমযানের পর কোন মাস উত্তম | ১০৬৩ |
| ১৫ তম রাতে তাজাল্লী | ১০৬৩ |
| শত্রুতা পোষণকারীর দুর্ভাগ্য | ১০৬৩ |
| ইমামে আহলে সুন্নাত <small>رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ</small> এর পয়গাম | ১০৬৪ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| শবে বরাতে বধিত লোকেরা | ১০৬৫ |
| সবার জন্য ক্ষমা, তারা ব্যতীত | ১০৬৬ |
| শবে বরাতে যা খুশি চেয়ে নাও | ১০৬৬ |
| হযরত দাউদ এর দোয়া | ১০৬৬ |
| শবে বরাতে সম্মান | ১০৬৭ |
| কল্যাণময় রাত সমূহ | ১০৬৭ |
| বরের নাম মৃত ব্যক্তিদের তালিকায় | ১০৬৮ |
| ঘর প্রস্তুতকারীর নাম মৃত ব্যক্তিদের তালিকায় | ১০৬৮ |
| সারা বছরের কার্যক্রম বন্টন | ১০৬৮ |
| নাজুক ফয়সালা | ১০৬৯ |
| উপকারী কথা | ১০৭০ |
| মাগরিবের পর ছয় রাকাআত নফল নামায | ১০৭০ |
| অর্ধ শাবানের দোয়া | ১০৭১ |
| সাগে মদীনার মাদানী আকাংখা | ১০৭২ |
| সারা বছর জাদুর প্রভাব থেকে নিরাপত্তা | ১০৭৩ |
| শবে বরাতে ও কবর যিয়ারত | ১০৭৩ |
| কবরের উপর মোমবাতি জ্বালানো | ১০৭৪ |
| সবুজ কাগজের টুকরা | ১০৭৪ |
| আতশবাজির আবিষ্কারক কে? | ১০৭৫ |
| আতশবাজি হারাম | ১০৭৫ |
| হযরত <small>ﷺ</small> সবুজ পাগড়ী মুবারকের মুকুট সাজিয়ে রাখলেন | ১০৭৬ |
| ঈদের ছয়টি রোযার ৩টি ফযীলত | ১০৭৮ |
| নবজাত শিশুর মত পাপমুক্ত | ১০৭৮ |
| যেন সারা জীবন রোযা রাখল | ১০৭৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| সারা বছর রোযা রাখুন | ১০৭৯ |
| একটি নেকীর ১০টি সাওয়াব | ১০৭৯ |
| ঈদের ছয় রোযা কখন রাখা হবে | ১০৭৯ |
| জিলহজ্জের প্রথম ১০ দিনের ফযীলত | ১০৮০ |
| জিলহজ্জের ১০ দিনের ব্যাপারে ৪টি বর্ণনা | ১০৮০ |
| শবে কদরের সমান ফযীলত | ১০৮১ |
| আরাফা দিবসের রোযা | ১০৮১ |
| এক রোযা হাজার রোযার সমান | ১০৮১ |
| আইয়ামে বীয এর রোযা | ১০৮২ |
| আইয়ামে বীয এর রোযা সম্পর্কিত ৮টি বর্ণনা | ১০৮২ |
| তিন রোযার দিন | ১০৮২ |
| জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল | ১০৮৩ |
| | |
| আমার মৃত্যুর জন্য দোয়া করতেন | ১০৮৩ |
| সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা সম্পর্কিত ৫টি হাদীস | ১০৮৫ |
| সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা | ১০৮৬ |
| বুধবার ও বৃহস্পতিবার এর রোযার ৩টি ফযীলত | ১০৮৭ |
| বৃহস্পতিবার ও জুমাবারের রোযার ৩টি ফযীলত | ১০৮৮ |
| জুমার রোযা সম্পর্কিত ৫টি হাদীস | ১০৮৯ |
| রোযার নিষেধাজ্ঞার ৩টি বর্ণনা | ১০৯০ |
| শনি ও রবিবারের রোযা | ১০৯১ |
| নফর রোযার ১২টি মাদানী ফুল | ১০৯২ |
| জীবিকার একটি কারণ | ১০৯৪ |
| রোযাদারদের ১২টি ঘটনা | ১০৯৫ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| ১. জীন্মের রোযা | ১০৯৫ |
| ২. শয়তানের অনুশোচনা | ১০৯৬ |
| ৩. অনন্য কাফফারা | ১০৯৭ |
| ৪. আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর দান | ১০৯৯ |
| আশিকানে রাসূলগণের সাক্ষাতের বরকত | ১১০১ |
| ৫. ঠান্ডা পানি | ১১০২ |
| ৬. ছয়র মুস্তফা ﷺ এর পুরস্কার | ১১০৩ |
| ৭. রোযার খুবু | ১১০৬ |
| ৮. রমযান ও ঈদের ছয় রোযার বরকত | ১১০৭ |
| ৯. রমযানের চাঁদ | ১১০৮ |
| কলিজার ক্যান্সার ভাল হয়ে গেল | ১১০৮ |
| ১০. আহলে বায়তের তিনটি রোযা | ১১০৯ |
| ১১. লাগাতার চল্লিশ বছর রোযা | ১১১২ |
| হযরত দাউদ তাঈ এর নফসকে দমন করার ঘটনাবলী | ১১১২ |
| আপন নেকীগুলোর ঘোষণা | ১১১৩ |
| হেফয করার খুশী উদ্‌যাপন | ১১১৪ |
| আমি ইখলাস অনেক খুঁজেছি | ১১১৪ |
| ভালভাবে চিন্তা করুন | ১১১৫ |
| হেফজ করা সহজ কিন্তু হাফিজ থাকা কঠিন | ১১১৫ |
| হেফজ ভুলে যাওয়ার শাস্তি | ১১১৬ |
| তিনটি ফরমানে মুস্তফা | ১১১৬ |
| আ'লা হযরত এর বাণী | ১১১৭ |
| নেকী প্রকাশ করার কখন অনুমতি রয়েছে? | ১১১৭ |
| ১২. রোযাদারদের এলাকা | ১১১৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| মাংসের খুবু দিয়েই জীবনধারণ | ১১১৯ |
| অবুবা শিশুর পক্ষ থেকে নেকীর দা'ওয়াত | ১১২০ |
| আমি জুমার নামায পড়া থেকে বঞ্চিত ছিলাম | ১১২২ |
| ইতিকাকফারীদের ৪১টি মাদানী বাহার | ১১২৫ |
| দুরুদ শরীফের ফযীলত | ১১২৬ |
| ১. শিকারী নিজেই শিকার হয়ে গেল | ১১২৬ |
| ২. আমি কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম | ১১২৮ |
| ৩. আমি ঈদের নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়তাম না | ১১২৯ |
| ৪. ইতিকাকফের বরকত সম্পূর্ণ বংশ মুসলমান হয়ে গেল | ১১৩০ |
| ৫. আমি একজন পাক্কা দুনিয়াদার ছিলাম | ১১৩১ |
| ৬. আমাকেও আপনার মত গড়ে তুলুন | ১১৩২ |
| ৭. আমার চোখে পানি এসে গেল | ১১৩৪ |
| ৮. আশিকানে রসূলের ভালবাসা ও দয়ায় আমার মান রক্ষা হল | ১১৩৪ |
| ৯. কমিউনিস্টদের তওবা | ১১৩৫ |
| ১০. এখন গর্দান কাটবে কিন্তু | ১১৩৬ |
| ১১. মুগী রোগী ভাল হয়ে গেল | ১১৩৭ |
| ১২. আমি ক্রিন শেভকারী ছিলাম | ১১৩৮ |
| ১৩. আমার গুনগুনিয়ে সিনেমার গান করার অভ্যাস ছিল | ১১৩৮ |
| ১৪. মডার্ন যুবক উন্নতি করতে করতে..... | ১১৩৯ |

মুনাজাত

দরদে দিল কর মুঝে আতা ইয়া রব!

দে মেরে দরদ কি দাওয়া ইয়া রব!

লাজ রাখলে গুনাহগারো কি

নাম রহমান হে তেরা ইয়া রব!

আইব মেরে না খুল মাহশর মে

নাম সত্তার হে তেরা ইয়া রব!

বে-সবব বখশ দে না পুছ আমল

নাম গাফফার হে তেরা ইয়া রব!

খাক কর আপনে আ-সতানে কি

ইউ হামে খাক মে মিলা ইয়া রব!

سَبَقْتُ رَحْمَتِي عَلَىٰ غَضَبِي

তুনে জবছে সুনা দিয়া ইয়া রব!

আ-ছারা হাম গুনাহগারো কা

আওর মজবুত হো গেয়া ইয়া রব!

هَٰذَا أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

মেরে হার দরদ কি দাওয়া ইয়া রব!

তুনে মেরে যলীল হাতো মে

দামানে মুস্তফা দিয়া ইয়া রব!

যন নেহী বরকে হে ইয়াকীন মুঝে

ওহ্‌তি তেরা দিয়া ছয়া ইয়া রব!

হোগা দুনিয়া মে কবর ও মাহশর মে

মুঝ ছে আচ্ছা মুআমালা ইয়া রব!

ইস নিকম্মে ছে কাম লে এই ছে

ইয়ে নিকম্মা হো কাম কা ইয়া রব!

হার ভালে কি ভালায়ি কা সদকা

ইস বুর্ কো ভী কর ভালা ইয়া রব!

বাওনে ওয়ালে জো বাওয়ে উহ কাটে

ইয়ে ছয়া তু ম্যাই মার মিঠা ইয়া রব!

তু হাছান কো উঠা হাছান করকে

হো মাআল খায়র খাতিমা ইয়া রব!

না'তে রাসুল

শাওরে মাহে নাও ছুনকর তুঝ তক ম্যাই দাওয়া আ-য়া
সাকী মে তেরে সদকে মায়দে রমযা' আ-য়া ॥

জান্নাত কো হারাম ছমজা আ-তে তো ইহা আ-য়া
আব তক কে হার ইক কা মু কেহতা হো কাহা আ-য়া ॥

তায়বা কে ছিওয়া ছব বাগ পা-মালে ফানা হো গে
দেখো গে চমন ওয়ালো! যব আহদে খাজা আ-য়া ॥

সর আওর ছঙ্গে দর আ'-খ আওর উহ বজমে নূর
জালিম কো ওয়াতান কা ধ্যান আ-য়া তো কাহা আ-য়া ॥

কুছ না'ত কে তবকে কা আলম হী নিরালা হে
সাকতা মে পড়ি হে আকল চক্কর মে গুমা আ-য়া ॥

জ্বলতি থি জমীন কেইছি থি ধূপ কড়ি কেইছি
লো উহ কদে বে ছায়া আব ছায়া কিনা আ-য়া ॥

তায়বা ছে হাম আ-তে হে কেহিয়ে তো জিনা ওয়ালো
কিয়া দেখকে জীতা হে জোওয়া' ছে ইহা আ-য়া ॥

নামে ছে রযা কে আব মিঠ যাও বুরে কামো
দেখো মেরে পল্লে পর উহ আছে^২ মিয়া আ-য়া ॥

^২ কুতুবুল আরেফীন শামসুদ্দীন আবুল ফযল হযরত সায়্যিদুনা শাহ্ আলে আহমদ আছে মিয়া কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ هُيُورِے আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দাদা পীর ছিলেন। আপন বুযুর্গদের প্রতি কেমন সুধারণা ও অটল বিশ্বাস আমার আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর! মারহাবা!!

بِسْمِ اللّٰهِ ফয়যানে

এই অধ্যায়ে রয়েছে

স্ক্রিন থেকে জিনিমপত্র সুরক্ষিত রাখার পদ্ধতি

রহস্যে ভরা বৃহৎ ও কালো স্ক্রিন

পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদের প্রতিকরণ

মাদানী মুত্তযা এর দৃষ্টি থেকে কোন কিছু গোপন নেই

স্ক্রিনের ৫টি মাদানী চিকিৎসা

অর্ধে মাথা ব্যথার ৬ টি মাদানী চিকিৎসা

মাথা ব্যথার চিকিৎসা

বিপদ আপদ দূর হওয়ার মহত্ব ওযীফা

লোমহর্ষক ঘটনা

আনোয়ারেরাও ওলীর সম্মান করে

মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করার শাস্তি

চল্লিশটি রহস্যী চিকিৎসা

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

بِسْمِ اللّٰهِ

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হুযুর
صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم ইরশাদ করেছেন: “যে আমার উপর একবার দরুদ
শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশবার রহমত নাযিল
করবেন।” (মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৮)

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

অসম্পূর্ণ কাজ

নবীকুল সুলতান, সরদারে দোঁজাহান, মাহবুবে রহমান, হুযুর
পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর মাধ্যমে আরম্ভ করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ থেকে
যায়।” (আদ দুররুল মানসুর, ১ম খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)

پڑতে থাকুন بِسْمِ اللّٰهِ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাওয়ার সময়, খাওয়ানোর সময়, পান
করার সময়, পান করানোর সময়, কোন কিছু রাখার সময়, উঠানোর সময়,
ধৌত করার সময়, রান্না করার সময়, পড়ার সময়, পড়ানোর সময়, হাঁটার
সময়, (গাড়ী ইত্যাদি) চালানোর সময়, উঠার সময়, উঠানোর সময়, বসার
সময়, বসানোর সময়, বাতি জ্বালানোর সময়, পাখা চালানোর সময়,
দস্তরখানা বিছানোর সময়, উঠিয়ে নেয়ার সময়, বিছানা বিছানোর সময়,
উঠিয়ে নেয়ার সময়, দোকান খোলার সময়, বন্ধ করার সময়, তালা বন্ধ
করার সময়, খোলার সময়, তেল দেয়ার সময়, আতর লাগানোর সময়,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

বয়ান করার সময়, নাত শরীফ শুনানোর সময়, জুতা পরিধানের সময়, ইমামা (পাগড়ী) পরিধানের সময়, দরজা বন্ধ করার সময়, দরজা খোলার সময়, মোট কথা প্রত্যেক বৈধ কাজের শুরুতে (যখন শরীয়াতের কোনো বাধা না থাকে) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলে এর বরকত অর্জন করা মহান সৌভাগ্যের ব্যাপার।

জ্বিন থেকে জিনিসপত্র সুরক্ষিত রাখার পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা সাফওয়ান বিন সুলাইম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “মানুষের জিনিসপত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি জ্বিনেরা ব্যবহার করে। অতএব তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কাপড় পরিধানের জন্য নেয় বা খুলে রাখো তখন যেন بِسْمِ اللّٰهِ শরীফ পড়ে নেয়, জ্বীনদের জন্য আল্লাহ তাআলার নাম মোহর স্বরূপ।” অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰهِ পড়ার কারণে জ্বিনেরা ঐ কাপড়গুলো ব্যবহার করতে পারবে না।”

(লুকতুল মারজান ফি আহ্‌কামিল জান লিস্ সুযতী, ৯৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এভাবে প্রত্যেক বস্তু রাখার সময়, উঠানোর সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পড়ে নেয়ার অভ্যাস করে নেয়া উচিত, إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ, দুষ্টি জ্বিনদের হাত থেকে আপনাদের জিনিসপত্র নিরাপদ থাকবে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

শুদ্ধ ভাবে পাঠ করুন بِسْمِ اللّٰهِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করার সময় সঠিক মাখারিজ (হরফ সমূহের সঠিক উচ্চারণস্থল) হতে আদায় করা আবশ্যিক এবং কমপক্ষে এতটুকু আওয়াজ করাও আবশ্যিক যে, কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকা অবস্থায় নিজ কানে শুনতে পায়। তাড়াহুড়ার মধ্যে অনেক লোক হরফ সমূহ চিবিয়ে ফেলে। জেনে বুঝে এরূপ করা নিষেধ এবং অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেলে গুনাহ হবে,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

অতএব তাড়াতাড়ি পড়ার অভ্যাসের কারণে যেসব লোক ভুল পড়ে থাকেন, তারা যেন নিজেকে সংশোধন করে নেন। এছাড়া যেখানে সম্পূর্ণ পড়ার কোন বিশেষ কারণ না থাকে সেখানে শুধুমাত্র بِسْمِ اللّٰهِ বলে নিন, তখনো সঠিক হবে।

হেঁ চৈ পড়ে গেছে

হযরত সাযিয়দুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: যখন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ অবতীর্ণ হল তখন মেঘ পূর্বদিকে ছুটে চলল, বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেল, সমুদ্র উত্তেজনায় এসে পড়ল, চতুষ্পদ জন্তু সমূহ মনোযোগ সহকারে শূনার জন্য নিজেদের কান লাগিয়ে দিল ও শয়তানদেরকে আসমান থেকে পাথর নিক্ষেপ করা হল এবং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন: “আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! যে বস্তুর উপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করা হয় আমি তাতে বরকত দান করব।” (আদ দুরক্কল মানসুর, ১ম খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা) ১৯ পারার সূরা নামলের ৩০ নং আয়াতের অংশ এবং কুরআন মজীদের ১টি পূর্ণ আয়াত যা দু’টি সূরার মধ্যে পার্থক্যকারী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে।

(হাল্বী কবীর, ৩০৭ পৃষ্ঠা)

“بِ” এর ব্যাপকতা

আল্লাহ তাআলা অনেক নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام এর উপর সহীফা সমূহ ও কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করেছেন। যেগুলোর সংখ্যা ১০৪ খানা। এগুলোর মধ্যে ৫০ খানা সহীফা হযরত সাযিয়দুনা শীষ عَلِيٌّ نَبِيُّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام এর উপর, ৩০ খানা সহীফা হযরত সাযিয়দুনা ইদরীস عَلِيٌّ نَبِيُّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام ১০ খানা সহীফা হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর, ১০ খানা সহীফা যেগুলো হযরত সাযিয়দুনা মূসা কলীমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর তাওরাত শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া ৪ খানা বড় কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দা'রাইন)

- (১) তাওরাত শরীফ: হযরত মূসা কলীমুল্লাহ ﷺ এর উপর।
- (২) যাবুর শরীফ: হযরত সাযিয়দুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর।
- (৩) ইনজীলে মুকাদ্দাস: হযরত সাযিয়দুনা ঈসা রহুল্লাহ ﷺ এর উপর।
- (৪) কুরআনে মুবীন: রাহমাতুল্লিল আলামীন, শ্রিয় নবী, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর।

(আল ইহসান বিতরতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ১ম খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা। হিলিয়াতুল আওলিয়া, ১ম খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা)

এ সমস্ত কিতাব ও সকল সহীফার বিষয়বস্তুগুলো কুরআনে মজীদে, আর সম্পূর্ণ কুরআন মজীদের বিষয়বস্তু সূরা ফাতিহা এর মধ্যে, আর সূরা- ফাতিহার পরিপূর্ণ বিষয়বস্তু بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর মধ্যে এবং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু সেটার হরফ “ب” এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। আর এর অর্থ এটা যে, **بِیْ كَان مَّكَانٍ وَبِیْ یَكُونُ مَا یَكُونُ** অর্থাৎ- যা কিছু রয়েছে তা আমারই (আল্লাহর) পক্ষ থেকে এবং যা কিছু হবে আমারই (আল্লাহর) পক্ষ থেকে হবে। (আল মাজলিসুস সানিয়্যাহ, ৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

ইস্মে আযম

হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দুনা ওসমান ইবনে আফফান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আল্লাহর শ্রিয় হাবীব, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর ফযীলত) এর ব্যাপারে জানতে চাইলেন, তখন নবীকুল সুলতান, মাহরুবে রহমান, ছয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “এটা আল্লাহ তাআলার নাম সমূহের মধ্যে একটি নাম। আর আল্লাহ তাআলার ইস্মে আযম এবং এর (بِسْمِ اللّٰهِ) মধ্যে এমন নিকটবর্তী সম্পর্ক যেমন চোখের কালো অংশ (চোখের মনি) ও সাদা অংশের মধ্যকার সম্পর্ক।” (আল মুসতাদরাক লিল হাকীম, ১ম খন্ড, ৭৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৭১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

ইস্মে আযম সহকারে দোয়া করলে, দোয়া কবুল হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! “ইস্মে আযম” এর অনেক বরকত রয়েছে। ইস্মে আযম সহকারে যে দোয়া করা হয় তা কবুল হয়ে যায়।

“আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা রইসুল মুতাকাল্লিমিন হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “অনেক আলিম بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ কে ইস্মে আযম বলেছেন। শাহান শাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, بِسْمِ اللّٰهِ বাক্যটি আরিফের মুখে (আরিফ অর্থাৎ আল্লাহর পরিচয় লাভকারী) এমন, যেন সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে كُنْ (অর্থাৎ হয়ে যাও) বলার মত। (আহসানুল বিআ, ৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের ভাল ও বৈধ কাজ সমূহে বরকত লাভের জন্য অবশ্যই আমাদেরকে প্রথমে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পড়ে নেয়া উচিত। যদি আপনি কথায় কথায় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পড়তে অভ্যস্ত হতে চান, তাহলে দা’ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের “মাদানী কাফেলাতে” ‘আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন। দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলাতে দোয়াকারীদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার অনেক ঘটনা শুনা যায়। যেমন-

বাঁকা নাক

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা নিজস্ব ভঙ্গিতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। আমার নাকের হাঁড় বাঁকা ছিল চোখ ও মাথা ব্যথা পিছু ছাড়ছিলনা। আমি মদীনাতুল আওলিয়া মুলতান শরীফে অবস্থিত “নিশতার মেডিক্যাল হাসপাতালে” অপারেশন করার ইচ্ছা করছিলাম। এর পূর্বে আশিকানে রাসূলদের সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলার সাথে পাক পাতান শরীফে সুন্নাতে ভরা সফরের সৌভাগ্য অর্জিত হল। আগে থেকেই শুনে আসছিলাম, মাদানী কাফেলার মধ্যে দোয়া কবুল হয়।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

তাই আমি আল্লাহ তাআলার দরবারে এ দোয়া করলাম: “হে আল্লাহ! দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলার বরকতে আমার নাকের হাঁড় ঠিক করে দাও।” মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পর যখন নাকের হাঁড়কে গভীরভাবে লক্ষ্য করলাম তখন আমার খুশির সীমা রইল না, কেননা ‘আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শে থেকে মাদানী কাফেলার সদকায় দোয়া কবুল হওয়ার প্রমাণ স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি আর তা এরূপ, আমার নাকের বাঁকা হাঁড় একেবারে ঠিক হয়ে গেল।

শিখনে সুল্লাতে কাফিলে মে চলো, লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো।
লে-নেকো বারাকাতে কাফিলে মে চলো, পা-ওগে রাহাতে কাফিলে মে চলো।
টেডি হো হাড্ডিয়া হো-গি সিধে মিয়া, দরদ সা-রে মিটে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ণঃসন্দেহে মুসাফিরদের দোয়া কবুল হয়। আর যদি আল্লাহর রাস্তার মুসাফির হন আবার তাও যদি আশিকানে রসূলদের সংস্পর্শে থেকে দোয়া করা হয় তবে তা কেন কবুল হবে না? আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর পিতা প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “আহসানুল বিআ” কিতাবের ৫৭ পৃষ্ঠায় দোয়া কবুল হওয়ার আদব সমূহ হতে ২৩ নং আদব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “আওলিয়া ও ওলামার মজলিশ সমূহ” (যে কোন ওলী ও সুলনী আলিমের মাহফিলে বা তাঁদের সংস্পর্শে থেকে দোয়া করলে তা কবুল হবে)। “এই আদব” এর পার্শ্ব টিকায় আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ওলামাদের ব্যাপারে বলেন: মহান প্রতিপালক সহীহ হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেন: هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ

অর্থাৎ- “এরা এমন লোক তাঁদের নিকট যারা বসবে তারা দূর্ভাগা থাকবে না।” (মাকতাবাতুল মদীনা করাচী হতে মুদ্রিত)

এক যামানা ছোহবতে বা আউলিয়া, বেহতর আয্ ছদ ছালে তা’আত বেরিয়া।

অর্থাৎ- আওলিয়ায় কিরামের এক মূহর্ত সংস্পর্শ

শত বছরের একনিষ্ট ইবাদত থেকে উত্তম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

ওলী চাই জীবদ্দশায় থাকুক বা মাযার শরীফে আরাম করুক, তাঁর সংস্পর্শ দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম। কোটি কোটি শাফেয়ীদের ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতাম তখন দু’রাকাত নামায আদায় করে ইমাম আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নুরানী মাযারে গিয়ে দোয়া করতাম আল্লাহ তাআলা আমার সমস্যা সমাধান করে দিতেন।

(আল খায়রাতুল হিসান, ২৩০ পৃষ্ঠা, মদীনা পাবলিশিং, করাচী)

আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কারামত

জানা গেল আওলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মাযার সমূহেও দোয়া কবুল হয়, আবেদন মঞ্জুর হয় এবং উদ্দেশ্য পূরণ হয়। এ প্রসঙ্গে আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যখন ২১ বছরের যুবক ছিলেন ঐ সময়কার ঘটনা তিনি নিজ ভাষায় বর্ণনা করেন; “১২৯৩ হিজরীর গৌরবময় মাস রবিউল আখির এর ১৭ তারিখে (আমার) বয়স ২১ বছর ছিল। আমি ও আমার পিতা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কাদির সাহিব বাদায়ূনী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ একই সাথে সফরে আল্লাহ তাআলার মহান ওলী নিযামুল হক ওয়াদ্দীন সুলতানুল আওলিয়া رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হই। মাজার শরীফের চতুর্পাশ্বে শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ চলছিল। শোর-চিৎকারের আওয়াজে কথা বুঝা যাচ্ছিল না। উভয় বুজর্গ প্রশান্ত মনে চেহারা মুবারকের সামনা সামনি উপস্থিত হয়ে ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। এ ফকীরের অন্তরে মানুষের শোর-চিৎকারের কারণে খুবই পেরেশানী সৃষ্টি হল। পবিত্র দরজায় দাঁড়িয়ে হযরত মাহবুবে ইলাহী নিযামুদ্দীন আওলিয়া رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিকট আরয করলাম, ওহে আক্বা! গোলাম যে উপস্থিত হয়েছে এ আওয়াজ তাতে বিঘ্ন ঘটচ্ছে। (মনের আরজু জ্ঞাপনকারী শব্দ এগুলোই ছিল বা এর কাছাকাছি, যা হোক প্রার্থনার বিষয় বস্তু এটাই ছিল।) এটা আরয করে بِسْمِ اللّٰهِ বলে ডান পা পবিত্র হুজরার দরজায় রাখলাম। আল্লাহ তাআলার দয়ায় ঐ সব আওয়াজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আমার ধারণা হল, হযরত এসব লোক চূপ হয়ে গেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

পিছনে ফিরে দেখলাম পূর্বের অবস্থা বহাল ছিল। যে মাত্র পা বাইরে সরিয়ে নিলাম পুনরায় আওয়াজকে আগের মত শোরগোল অবস্থায় পেলাম। অতঃপর পুনরায় যখন ডান পা ভিতরে রাখলাম দেখলাম আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও অনুগ্রহে আগের মত কানে আওয়াজ আসছেন। এখন বুঝতে পারলাম যে এটা আল্লাহর দয়া ও হযরত সুলতানুল আওলিয়া رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কারামত এবং এই নগণ্য বান্দার উপর দয়া ও সাহায্য, তখন শোকের আদায় করলাম এবং মহান বুয়ুর্গের চেহরার সামনা সামনি হয়ে ধ্যানে মগ্ন হলাম এতে কোন আওয়াজ শূন্য গেল না। যখন সবশেষে বাইরে আসলাম তখন পরিবেশ এমন ছিল যে পবিত্র খানকা শরীফের বাইরে লোকালয় পর্যন্ত আসা খুবই কষ্টকর হল। ফকির (আ'লা হযরত) নিজের উপর সংগঠিত বিষয়ের বর্ণনা এজন্য করলাম, প্রথমত এটা আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ নেয়ামত ছিল এবং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝۱۱

অনুবাদ: অতঃপর আপন প্রতিপালক এর নেয়ামতগুলো মানুষের নিকট বেশী করে বর্ণনা কর। (পারা- ৩০, সূরা- দোহা, আয়াত- ১১)

এছাড়া এর মধ্যে আওলিয়ায়ে কিরামের رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى গোলামানে জন্য সুসংবাদ এবং বিরুদ্ধবাদীদের জন্য মুসিবত ও দুঃখ রয়েছে।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়া-আখিরাতে, কবর ও হাশরে আপন প্রিয়ভাজন (বান্দাদের) رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى বরকতে অফুরন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী করণ। (আহসানুল বিআ লি আদাবিদ দোয়া, ৬০-৬১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনাটি “খাজার চৌকাট দিল্লী শরীফের। এতে দিল্লীর বাদশাহ হযরত সাযিদুনা খাজা মাহবুবে ইলাহী নিযামুদ্দীন আওলিয়া رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর প্রকাশ্য কারামত দৃশ্যমান।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

এমন কি আমার আকা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ও এটা কারামত যে, মাযার শরীফের ভিতরের অংশে যখন পা রাখতেন তখন তিনি বাদ্য বাজনার আওয়াজ শুনতেন না, এ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল, যদি আওলিয়ায়ে কিরামের মাযার শরীফ সমূহে মূর্খ ব্যক্তির শরীয়াত বিরোধী কর্মকাণ্ড করে এবং তাদের বাধা দেয়ার শক্তি না থাকে তবুও নিজেকে নিজে যেন আল্লাহ ওয়ালাদের মহান দরবার সমূহের উপস্থিত হতে বঞ্চিত না করেন। হ্যাঁ! কিন্তু এটা ওয়াজিব যে, অশ্লীল কাজ সমূহকে অন্তরে মন্দ জানবেন এবং এগুলোতে অংশ গ্রহণ করা থেকে নিজে বেঁচে থাকবেন, এমন কি ঐ গুলোর দিকে দেখা থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

রহস্যে ডরা বৃদ্ধ ও কালো জ্বিন

মসজিদে নববী শরীফের عَلَى صَاحِبِهَا السَّلَامَةِ وَالسَّلَامِ শোভামণ্ডিত যমিনে একবার আমীরুল মুমিনীন হযরত সায্যিদুনা ফারুককে আযম ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ মধ্যে কুরআনে পাকের ফযীলতের উপর পারস্পরিক আলোচনা হচ্ছিল। এরই মধ্যে হযরত সায্যিদুনা আমর বিন মাদী কারব رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ আরয করলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনারা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ শরীফের রহস্যাবলীকে কেন ভুলে যাচ্ছেন? আল্লাহর শপথ! بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর রহস্য খুবই আশ্চর্যজনক। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ সোজা হয়ে বসে পড়লেন আর বলতে লাগলেন: হে আবু সাওর! (এটা হযরত আমর বিন মাদী কারব এর উপনাম ছিল) আপনি আমাদেরকে কোন বিস্ময়কর ঘটনা শুনান। অতএব হযরত আমর বিন মাদী কারব رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: অন্ধকার যুগে দূর্ভিক্ষের সময় রুযীর তালাশে আমি এক জঙ্গল দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। দূর থেকে আমার দৃষ্টি একটি তাবুর উপর পড়ল তার নিকটেই একটি ঘোড়া ও কিছু গবাদী পশু দেখলাম, যখন কাছে গেলাম তখন সেখানে একজন সুন্দরী ও রূপবতী মহিলা উপস্থিত ছিল এবং তাবুর সামনে একজন বৃদ্ধ লোক হেলান দিয়ে বসা ছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

আমি তাকে ধমক দিয়ে বললাম: “যা কিছু তোমার কাছে আছে আমাকে দিয়ে দাও” সে বলল: “হে মানব! যদি তুমি মেহমান হতে চাও তাহলে আস, আর যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করব” আমি বললাম, “কথা বাড়াইওনা তোমার কাছে যা কিছু আছে আমাকে দিয়ে দাও” তখন ঐ বৃদ্ধ দুর্বলদের ন্যায় কোনমতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পড়ে আমার নিকট আসলো আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার উপর বাঁপিয়ে পড়ল। আমাকে আছাড় দিয়ে ফেলে আমার বুকের উপর বসে পড়ল। আর বলতে লাগল, “এখন বল, আমি তোমাকে জবাই করে দেব না ছেড়ে দেব? আমি ভয় পেয়ে বললাম “ছেড়ে দাও” সে আমার বুক থেকে সরে গেল। আমি অন্তরে অন্তরে নিজেকে নিজে তিরস্কার করলাম। আর বললাম: ওহে আমর! তুই আরবের প্রসিদ্ধ নিপুন অশ্বারোহী। এ দুর্বল বৃদ্ধের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়া কাপুরুষতা। এ অপমানের চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। তাই আমি পুনরায় তাকে বললাম, “তোমার কাছে যা কিছু আছে আমাকে দিয়ে দাও” এটা শুনতেই بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করে সে রহস্যে ভরা বৃদ্ধ পুনরায় আমার উপর আক্রমণ করে বসল। চোখের পলকেই আমাকে ফেলে দিয়ে আমার বুকের উপর বসে পড়ল। আর বলতে লাগল: বল তোমাকে জবাই করব না ছেড়ে দেব? আমি বললাম: “আমাকে ক্ষমা করে দাও,” সে ছেড়ে দিল কিন্তু পুনরায় আমি সম্পূর্ণ মাল চেয়ে বসলাম। সে بِসْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করে পুনরায় আঁছাড় মেরে আমাকে কাবু করে নিল। আমি বললাম, “আমাকে ছেড়ে দাও।” সে বলল: “এখন তৃতীয়বারে আমি এমনিতেই তোমাকে ছাড়বনা।” এ কথা বলে সে ডাক দিয়ে বলল: ওহে আমার দাসী! ধারালো তলোয়ার নিয়ে আস! সে নিয়ে আসল, অতঃপর বৃদ্ধ আমার মাথার সামনের অংশের চুল কেটে ফেলল এবং আমাকে ছেড়ে দিল। আমাদের আরবদের মধ্যে প্রচলিত রীতি রয়েছে, যখন কারো মাথার সামনের অংশের চুল কেটে দেয়া হয় তখন সেগুলো পুনরায় না গজানো পর্যন্ত নিজের পরিবারের লোকদের সামনে চেহারা দেখাতে সে লজ্জাবোধ করে --

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়াদেদ)

(কেননা মাথার সামনের অংশের চুল কেটে যাওয়া পরাজিত ব্যক্তির চিহ্ন।) তাই আমি এক বৎসর পর্যন্ত ঐ রহস্যে ভরা বৃদ্ধের সেবা করতে বাধ্য হয়ে গেলাম। বছর পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর সে আমাকে একটি উপত্যকায় নিয়ে গেল, সেখানে সে উচ্চ আওয়াজে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পড়ল তখন সকল পাখি নিজেদের বাসা থেকে বের হয়ে উড়ে চলে গেল। অতঃপর দ্বিতীয়বার এভাবে পাঠ করাতে সকল হিংস্র জন্তু নিজ নিজ আবাসস্থল হতে বের হয়ে চলে গেল অতঃপর তৃতীয় বার উচ্চস্বরে পাঠ করাতে পশমী পোষাক পরিহিত অবস্থায় খেজুর গাছের ডালের ন্যায় লম্বা এক ভয়ানক কালো জ্বিন প্রকাশ পেল। সেটাকে দেখে আমার শরীরে কম্পন সৃষ্টি হল। রহস্যে ভরা বৃদ্ধ বলল: ওহে আমর! সাহস রাখ, যদি সে আমার উপর জয়ী হয় তাহলে বলিও এবার আমার সাথী بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর বরকতে বিজয়ী হবে। অতঃপর ঐ রহস্যে ভরা বৃদ্ধ ও কালো জ্বিন উভয়ে উভয়ের দিকে তেড়ে আসল। এ কথা বলতে না বলতেই রহস্যে ভরা বৃদ্ধ হেরে গেল এবং কালো জ্বিন তার উপর জয় লাভ করল। তাতে আমি বললাম: এবার আমার সাথী লাভ উজ্জা (অর্থাৎ কাফিরদের এই দু’টি মূর্তি) এর কারণে জয় লাভ করবে। একথা শুনে রহস্যে ভরা বৃদ্ধ আমাকে এমন জোরে চড় মারল, দিন দুপুরে যেন আমি তারা দেখলাম আর এমন অনুভব হল যে আমার মাথা শরীর থেকে পৃথক হয়ে আলাদা হয়ে যাবে। আমি ক্ষমা চাইলাম আর বললাম, পুনরায় এরূপ আচরণ আর করব না। অতএব উভয়ের মধ্যে পুনরায় লড়াই হল, রহস্যে ভরা বৃদ্ধ ঐ কালো জ্বিনকে পাকড়াও করতে সফল হয়ে গেল। তখন আমি বললাম “আমার সাথী بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর বরকতে জয় লাভ করল।” এটা বলার দেরী রহস্যে ভরা বৃদ্ধটি খুবই দ্রুত তাকে লাকড়ির মত মাটিতে গেড়ে দিল এবং পেট চিড়ে তার মধ্য থেকে বাতির ন্যায় কোন বস্তু বের করল আর বলল: “ওহে আমর! এটা তার ধোকা ও কুফর।” আমি ঐ রহস্যে ভরা বৃদ্ধের কাছে এর ব্যাখ্যা চেয়ে বললাম: আপনার ও এই কালো জ্বিনের মধ্যকার কাহিনীটা কি? বলতে লাগল: এক খ্রীষ্টান জ্বিন আমার বন্ধু ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিভাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

তার গোত্রীয় একটি জ্বিন প্রতি বছর আমার সাথে লড়াই করে আর আল্লাহ তাআলা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর বরকতে আমাকে বিজয় দান করেন। অতঃপর আমরা সামনে অগ্রসর হলাম। এক স্থানে ঐ রহস্যে ভরা বৃদ্ধ যখন ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল তখন সুযোগ পেয়ে আমি তার তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে খুবই দ্রুত তার পায়ের গোছায় সর্বশক্তি দিয়ে খুব জোরে আঘাত করলাম, ফলে তার পা দু’টি কেটে শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেল। সে চিৎকার করে বলতে লাগল: “ওহে বিশ্বাসঘাতক! তুই আমাকে অনেক ধোকা দিয়েছিস” কিন্তু আমি তাকে সামলিয়ে উঠার সুযোগই দিলাম না। একের পর এক আঘাত করে তাকে টুকর টুকর করে ফেললাম। অতঃপর যখন আমি তাবুর মধ্যে ফিরে আসলাম তখন ঐ দাসী বলল: ওহে আমর! জ্বিনের সাথে লড়াইয়ের ফলাফল কি হল? আমি বললাম: জ্বিন বৃদ্ধকে হত্যা করেছে। সে বলল: তুই মিথ্যা বলছিস। ওহে অকৃতজ্ঞ! তার হত্যাকারী জ্বিন নয় বরং তুই নিজেই। এটা বলে সে অস্থির ও অশ্রুসিক্ত হয়ে আরবীতে পাঁচটি ছন্দ পাঠ করল, যার অনুবাদ এরূপ -

১। ওহে আমার চক্ষু! তুই ঐ বাহাদুর নিপূণ অশ্বারোহীর জন্য খুবই কান্না কর, আর একাধারে অশ্রু বর্ষণ কর।

২। ওহে আমর! তোর জীবনের উপর আফসোস, মূলত তোর বন্ধুকে তুই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলি।

৩। ওহে আমর! নিজের বন্ধুকে নিজ হাতে হত্যা করার পর তুই (নিজ গোত্র) বনী যুবায়দা ও কাফিরদের (অর্থাৎ অকৃতজ্ঞদের) সামনে কিভাবে গর্ব করে চলতে পারবি।

৪। আমার বয়সের শপথ! (ওহে আমর!) যদি তুই লড়াই করার মধ্যে বাস্তবে সত্যের উপর থাকতি (অর্থাৎ ধোকা দেয়া ব্যতীত বীর পুরুষের ন্যায় তার সাথে লড়াই করতি) তাহলে তার পক্ষ থেকে ধারালো তলোয়ার অবশ্যই তোর নিকট পৌঁছে যেত আর তোকে হত্যা করে ফেলত।

৫। ওহে বৃদ্ধের হত্যাকারী আল্লাহ তাআলা তোকে এর মন্দ ও অপমানজনক প্রতিদান দান করুক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পাড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

তোর অপরাধের বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেভাবে অসম্মান ও অপমানের জিন্দেগী লাভ হোক। যেভাবে তুই আপন বন্ধুর সাথে অসম্মান ও অপমানজনক আচরণ করেছিস। আমি রাগান্বিত অবস্থায় তাকে হত্যা করার জন্য তার প্রতি চড়াও হলাম কিন্তু সে আশ্চর্যজনকভাবে আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল যেন জমিন তাকে গিলে ফেলেছে!

(লুকতুল মারজান ফি আহকামিল জান লিসসুযুতী হতে সংগৃহিত, ১৪১-১৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْيَتِيْمَ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর কিরূপ আশ্চর্যজনক বরকত রয়েছে এসব বরকত অর্জনের অভ্যাস গড়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলাতে আশিকানে রাসূলদের সাথে সফরের সৌভাগ্য অর্জন করুন। إِنَّ شَرَّهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ আপনাদের সমস্যাগুলো অদ্ভুতভাবে সমাধান হবে এবং আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে অদৃশ্য হতে সাহায্য আসবে।

ভাল নিয়তে উদ্দেশ্য সফল

আশিকানে রাসূলদের একটি মাদানী কাফেলা “কাপাড় ওয়াঞ্জ” (গুজরাট, ভারত) পৌঁছিল। “এলাকায় দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াত দেয়ার সময় এক মদ্যপায়ীর সম্মুখীন হলেন, আশিকানে রাসূলরগণ তার উপর ইন্ফিরাদী কৌশিশ করলেন। যখন সে সবুজ পাগড়িধারীদের মায়া-মমতা ও ভালবাসা দেখল তখন হাতো হাত তাদের সাথে রওয়ানা হয়ে গেল। (আশিকানে রাসূলদের সাহচর্যের বরকতে গুনাহ থেকে তাওবা করল, দাঁড়ি মোবারক রেখে, সবুজ আমামার তাজও মাথায় সাজাল, মাদানী পোষাক পরিধানেরও মন-মানসিকতার সৃষ্টি হল। ৬ দিন পর্যন্ত মাদানী কাফেলাতে সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করল। আরো ৯২ দিনের জন্য মাদানী কাফেলাতে সফরের নিয়ত করল কিন্তু কাফেলাতে সফরের খরচাদি ছিলনা। একদিন এক আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাৎ হল, তিনি যখন সমাজের দুর্নাম ও মদ্যপায়ীকে দাঁড়ি, সবুজ পাগড়ি ও মাদানী পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখলেন তখন অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

অবশেষে যখন তাকে জানানো হল, এসব মাদানী কাফেলাতে সফর করার বরকত এবং إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ খরচাদির ব্যবস্থা হয়ে গেলে আরো ৯২ দিনের সফরের দৃঢ় সংকল্প রয়েছে। তখন ঐ আত্মীয় বললেন: টাকা-পয়সার চিন্তা করনা ৯২ দিনের খরচাদি আমার পক্ষ থেকে নিয়ে নাও এবং সাথে ৯২ দিন পর্যন্ত তোমার ঘরের যাবতীয় খরচের দায়িত্বও আমি নিচ্ছি। এভাবে ঐ “দিওয়ানা” ৯২ দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেল।

গায়েরী ইমদাদ হো ঘরভী আ-বাদ হো, চলকে খুদ দেখলে কাফিলে মে চলো।
রিয়ক কে দর খুলে বারাকাতে ভী মিলে, লুতফে হক দেখলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

৩টি মাদানী ফুল

হযরত সাযিয়্যুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ এর সৌভাগ্য মণ্ডিত বাণী হচ্ছে: পাঁচটি অভ্যাস এমন রয়েছে, কেউ যদি এগুলোকে গ্রহণ করে তাহলে দুনিয়া আখিরাতে সৌভাগ্যশালী হয়ে যাবে।

- (১) সময়ে সময়ে صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বলতে থাকুন।
- (২) যখন কোন বিপদে পড়বে (যেমন- রোগ হলে বা ক্ষতি হয়ে গেলে বা বিপদের সংবাদ শুনবে) তখন إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ এবং পাঠ করুন لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ।
- (৩) যখনই কোন নেয়ামত লাভ হয় তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলুন।
- (৪) যখন কোন (বৈধ) কাজ শুরু করেন তখন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পড়ুন এবং
- (৫) যখন গুনাহ করে ফেলেন তখন এভাবে বলুন: اَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ الْعَظِيمَ وَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ الْعَظِيمَ (অর্থাৎ- আমি মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায় তার কাছে তাওবা করছি। (আল মুনাবিহাতুল জিল আসকালানী, ৫৮ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

যেমন দরজা তেমন ভিক্ষা

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ তাআলা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এ নিজের সত্ত্বাগত নামের সাথে রহমতের দু’টি গুণের বর্ণনা করেছেন। কেননা আল্লাহ তাআলার মোবারক নামে ভয় মিশ্রিত ছিল আর رَحْمٰن ও رَحِیْم-এ রহমত ছিল। আল্লাহ তাআলার নাম শুনে নেককার বান্দাদেরও কিছু বলার সাহস হত না কিন্তু رَحْمٰن ও رَحِیْم শুনে প্রত্যেক অপরাধী এবং গুনাহগারেরও প্রার্থনা করার সাহস হল, আর বাস্তবতাও এটাই। তাঁর মহত্বের সামনে কে মুখ খুলতে পারে? আর সৌন্দর্য বিকাশের সময় যে কেউ গৌরববোধ করতে পারে। তাফসীরে কবীর শরীফে এ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এক আশ্চর্য জনক ঘটনা লিখেছেন: এক ভিক্ষুক একজন বড় সম্পদশালী ব্যক্তির বিশাল দরজায় এল এবং কিছু চাইল। ঘর থেকে সামান্যতম কিছু দিল আর ফকীর তা নিয়ে চলে গেল। দ্বিতীয় দিন একটি শক্ত কোদাল নিয়ে এল আর দরজা খুঁড়তে লাগল। ঘরের মালিক জিজ্ঞাসা করল: এটা কি করছ? ফকীর বলল: “হয়ত দানকে দরজার উপযুক্ত কর নতুবা দরজাকে দানের উপযুক্ত কর।” অর্থাৎ যখন দরজা এত বড় বানিয়েছ তখন উচিত ছিল, বড় দরজা হতে বড় ধরনের ভিক্ষা দেয়া। কেননা দান দরজা ও নামের উপযুক্ত হওয়া উচিত। আমরা সকল ফকীর গুনাহগার বান্দা আরয় করছি: ওহে মাওলা! আমাদেরকেও আমাদের উপযুক্ততা অনুযায়ী দিওনা বরং তোমার দয়া ও দানশীলতার উপযুক্ততা অনুযায়ী দান কর। নিশ্চয় আমরা গুনাহগার, কিন্তু তোমার ক্ষমাশীলতা আমাদের গুনাহের চেয়ে অনেক বড়। (তাফসীরে নঈমী, ১ম পারা, ৪০ পৃষ্ঠা)

গুনাহে গদা কা হিসাব কিয়া উও আগরছে লাখ ছে হি ছেওয়া,
মগর আয় আফবু তেরে আফবু কা না হিসাব হে না শুমার হে!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলা নিঃসন্দেহে رَحْمَتُكَ وَ رَحِيمُكَ। যে তার রহমতের উপর দৃষ্টি রাখে ও তার প্রতি নিজের ভাল ধারণাকে পোষণ করে, তাহলে উভয় জগতে তার তরী পার হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার রহমত হতে সে কখনো বঞ্চিত হতে পারে না। যেমন- তাফসীরে নঈমী ১ম পারার ৩৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

রহমত ডরা ঘটনা

দুই ভাই ছিল একজন নেককার অপর জন গুনাহগার। যখন গুনাহগার ভাই মৃত্যুর সম্মুখীন হল তখন নেককার ভাই বলল: “দেখ আমি তোমাকে অনেক বুঝিয়েছি কিন্তু তুমি নিজের গুনাহ থেকে বিরত হওনি, এখন বল তোমার কি অবস্থা হবে?” সে জবাব দিল: যদি কিয়ামতের দিন আমার রব তাআলা আমার বিচার আমার মায়ের নিকট অর্পন করে তাহলে বলো আমার মা আমাকে কোথায় পাঠাবে জান্নাতে না জাহান্নামে?

নেককার ভাই বলল: মা তো অবশ্যই জান্নাতেই পাঠাবে। গুনাহগার ভাই জবাব দিল: “আমার রব তাআলা আমার মায়ের চেয়েও অধিক দয়ালু।” এটা বলে সে ইন্তিকাল করল। বড় ভাই স্বপ্নে তাকে খুবই আনন্দময় অবস্থায় দেখল, ক্ষমা লাভের কারণ জিজ্ঞাসা করল। বলল: মৃত্যুর সময়ের ঐ কথা আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়ে দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক ও তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হাম গুনেহগারো পে তেরি মেহেরবানী চাহিয়ে,
সব গুনাহ ধুল যায়গে রহমত কা পানি চাহিয়ে।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবে আল্লাহ তাআলার রহমত অনেক বড়। মুখ হতে বের হওয়া “একটি শব্দ ক্ষমা লাভের কারণও হতে পারে, ধ্বংসের কারণও হতে পারে। যেমনিভাবে এখন আপনারা ঘটনার মধ্যে শুনেছেন, একটি বাক্য ঐ গুনাহগারের মুক্তির কারণ হয়ে গেছে। অনুরূপ ভাবে ধ্বংসের উদাহরণ এই যে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

যদি কেউ মুখ থেকে স্পষ্ট কুফরী বাক্য বলে ফেলে এবং তাওবা করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে তাহলে সব সময়ের জন্য তার স্থায়ী ঠিকানা জাহান্নাম হবে। এরূপ ধ্বংস থেকে নিজেকে বাঁচানো এবং ক্ষমা লাভের একটি উত্তম পন্থা হচ্ছে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলাতে আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা। যদি সফরের জন্য সত্য অন্তরে নিয়ত করে নেয়া হয় আর কোন কারণে সফর করা সম্ভব না হয় তবুও ﷻ ﷺ মুক্তির ঠিকানা মিলে যাবে। মাদানী কাফেলাতে সফরের নিয়তকারী এক সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাইয়ের ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন এবং আন্দোলিত হোন। যেমন-

বাগানের দোলনা

বাবুল ইসলাম সিন্ধু হায়দারাবাদের এক মহল্লায় এলাকায়ী দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতের আলাকায়ী দাওরার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এক মর্ডান যুবক মসজিদে চলে আসে। বয়ানে মাদানী কাফেলাতে সফরের উৎসাহ দেয়া হল তখন সে মাদানী কাফেলাতে সফর করার জন্য নাম লিখিয়ে দিল। এখনো মাদানী কাফেলাতে যাওয়ার কিছু দিন বাকী ছিল, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তার ইন্তিকাল হয়ে গেল। পরিবারের কোন সদস্য মরহুম ইসলামী ভাইকে স্বপ্নে এ অবস্থায় দেখল যে, সে একটি সবুজ শ্যামল বাগানে অত্যন্ত আনন্দ ও সন্তুষ্ট চিত্তে দোলনায় দুলছে। জিজ্ঞাসা করা হল: আপনি কিভাবে এখানে এসেছেন? উত্তরে বললেন: “দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলার সাথে এসেছি, আল্লাহ তাআলার বড় দয়া হয়েছে, আমার মাকে বলে দিবেন, তিনি যেন আমার জন্য কোন চিন্তা না করে, আমি এখানে খুব শান্তিতে আছি।”

খুলদ মে হোগা হামারা দাখেলা ইছ শান ছে,
ইয়া রাসূলুল্লাহ কা না'রা লাগাতে যায়গে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

নবী ব্যতীত অন্য কারো স্বপ্ন ইসলামী শরীয়াতে দলীল হতে পারে না, কিন্তু আমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার রহমতের উপর ভরসা করা উচিত এবং এর সাথে সাথে তাঁর গোপন রহস্যের ব্যাপারে ভয় করা চাই। এসব কিছু আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তিনি যদি চান তাহলে একটি গুনাহের জন্যও পাকড়াও করে নেন আবার চাইলে একটি নেকীর বিনিময়ে অনুগ্রহ প্রদান করেন। অথবা আপন দয়া ও অনুগ্রহে এমনিতেই ক্ষমা করে দেন। যেমন- আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

আপনি বলুন, ওহে আমার ওইসব বান্দাগণ! যারা নিজেদের জানের উপর অবিচার করেছ, আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(পারা-২৪, সূরা- যুমার, আয়াত- ৫৩)

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا
عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ
رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ
الدُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ
الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

বুখারী শরীফের হাদীসের মধ্যে এ বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে:

১০০ জন লোককে হত্যাকারীর ক্ষমা হয়ে গেল

বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছিল। এক পাদ্রীর (অর্থাৎ খ্রীষ্টান ইবাদতকারী, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত) নিকট গেল, আর জিজ্ঞাসা করল, আমার মত অপরাধীর তাওবার কোন সুযোগ রয়েছে কি? খ্রীষ্টান পাদ্রী তাকে নিরাশ করে দিল। তখন সে খ্রীষ্টান পাদ্রীকেও হত্যা করে ফেলল। কিন্তু পুনরায় অনুতপ্ত হয়ে লোকদের নিকট তাওবার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। অবশেষে কেউ পরামর্শ দিল, অমুক গ্রামে চলে যাও। (সেখানে আল্লাহ্ তাআলার এক ওলী আছেন, তিনি তোমাকে এ ব্যাপারে পথ দেখিয়ে দিবেন।) অতএব সে সেদিকে রওয়ানা হল কিন্তু মাঝ পথে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

যখন মূমূর্ষ হল তখন সে নিজের বক্ষকে ঐ আল্লাহর অলীর গ্রামের দিকে করে দিল এবং মৃত্যু বরণ করল। এখন তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রহমত ও আযাবের ফিরিশতাগণের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। আল্লাহ তাআলা মৃতের ও গ্রামের মধ্যবর্তী যমিনের অংশকে সংকুচিত হয়ে মৃতের কাছাকাছি হয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন এবং যেদিক থেকে সে এসেছিল ও যেখানে পৌঁছে মৃত্যুবরণ করেছিল সেটার মধ্যবর্তী দূরত্বকে আরো দূরবর্তী হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর স্থান দুইটি পরিমাপ করার নির্দেশ দিলেন তখন সে যেই গ্রামের দিকে যাচ্ছিল, তার দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী পাওয়া গেল আর আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। (সহীহ বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৪৭০)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, আওলিয়ায়ে কিরামের রَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দরবারে উপস্থিতি ও তাদের গ্রামের সম্মান করে সেটাকে নিজের হৃদয়ের কিবলা বানিয়ে নেয়া খুবই পছন্দনীয় কাজ। সুতরাং, আল্লাহ তাআলার রহমতের উপর আন্দোলিত হোন, প্রতিপালক ১০০ জন মানুষ হত্যাকারীকে শুধুমাত্র নিজ রহমত দ্বারা ক্ষমা করে দিলেন। তিনি যদি সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলাতে সফরের নিয়তকারী কোন ভাগ্যবান যুবকের উপর দয়াপরবশ হয়ে যান তাহলে রহমতই রহমত। আর আল্লাহ তাআলার প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতা রাখেন। আমার মাদানী পরামর্শ, দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ উভয় জাহানে সফলতা লাভ করবেন। দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকত সম্পর্কে কি বলব। নিঃসন্দেহে আশিকানে রাসুলদের সংস্পর্শ জীবনকে রাঙিয়ে তোলে। জীবন আপন অবস্থানে রয়েছে কিন্তু কিছু মৃত্যু ঈর্ষান্বিত হয়ে থাকে। এমনি এক ঈর্ষা যোগ্য মৃত্যুর আলোচনা শুনুন ও ঈর্ষান্বিত হোন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

ঈর্ষা যোগ্য মৃত্যু

বাবুল মদীনা নর্থ করাচী নিবাসী মুহাম্মদ ওয়াসীম আত্তারী “সগে মদীনা” (عُثْمَانُ) এর কাছে সবসময় আসত, বেচারার হাতে ক্যান্সার ধরা পড়ল এবং ডাক্তারেরা তার হাত কেটে ফেলল। তার এলাকার এক ইসলামী ভাই জানালেন, ওয়াসীম ভাই ব্যথার কারণে খুব কষ্টে রয়েছে। আমি হাসপাতালে তাকে দেখার জন্য গেলাম এবং সাত্বনা দিয়ে বললাম: বাম হাত কেটে গেছে এজন্য চিন্তা করনা। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ডান হাত তো সুরক্ষিত আছে। সবচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ঈমানও সুরক্ষিত আছে। আমি তাকে খুবই ধৈর্যশীল পেলাম। সে ঐ সময় শুধু মুচকি হাসতে থাকে, এমনকি বিছানা থেকে উঠে আমাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য বাহির পর্যন্ত আসল। আন্তে আন্তে হাতের ব্যথা কমে গেল। কিন্তু বেচারার দ্বিতীয় পরীক্ষা শুরু হল আর সেটা হচ্ছে, বুকে পানি জমে গেল। ব্যথা বেদনায় দিন কাটতে লাগল। অবশেষে একদিন কষ্ট অনেক বেড়ে গেল। সে আল্লাহ তাআলার যিকির শুরু করে দিল। সারাদিন আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির এর আওয়াজ কামরায় প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। স্বাস্থ্যের অবস্থা আরো বেশী খারাপ হয়ে গেলে, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হল কিন্তু সে যেতে অস্বীকার করল। দাদীজান স্নেহভরে কোলে নিয়ে নিল। মুখে কলেমায়ে তায়্যিবা لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ জারী হয়ে গেল এবং ২২ বছর বয়সী মুহাম্মদ ওয়াসীম আত্তারীর রুহ দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গেল।

هَيَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ হচ্ছিল তখন হঠাৎ চেহারা থেকে চাদর সরে গেল। মরহুমের চেহারা গোলাপ ফুলের মত প্রস্ফুটিত ছিল। গোসলের পর চেহারায় আরো সৌন্দর্যের উজ্জলতা বৃদ্ধি পেল। দাফনের পর আশিকানে রাসুলরগণ নাত পড়ছিলেন কবর হতে সুগন্ধ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল, চারিদিক সুবাসিত হয়ে গেল। একবার যে ঘ্রাণ পেল সে ঘ্রাণ নিতেই থাকল। ঘরের কোন সদস্য স্বপ্নে মরহুম ওয়াসীম আত্তারীর ইস্তিকালের পর ফুলে সজ্জিত কক্ষে দেখতে পেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

জিজ্ঞাসা করল: “কোথায় আছো?” হাতে একটি কক্ষের দিকে ইশারা করে বলল: “এটা আমার ঘর এখানে আমি খুব আনন্দে আছি।” অতঃপর এক সজ্জিত বিছানায় শুয়ে গেল। মরহুমের পিতা স্বপ্নে নিজেকে নিজে ওয়াসীম আত্তারীর কবরের নিকট দেখতে পেল। হঠাৎ কবর খুলে গেল আর মরহুম মাথায় সবুজ ইমামা (পাগড়ি) সজ্জিত সাদা কাফনে আচ্ছাদিত অবস্থায় বের হয়ে আসল। কিছু কথা-বার্তা বলল ও পুনরায় কবরে প্রবেশ করল এবং কবর পুনরায় বন্ধ হয়ে গেল।

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হে আল্লাহ! আমাকে মরহুমকে এবং প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উম্মতদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের সকলকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে স্থায়িত্ব প্রদান কর এবং মৃত্যুর সময় যিকির ও দরুদ এবং কলেমায়ে তায়িয়া নসীব কর।

اٰمِيْنَ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

আ-ছি হো, মাগফিরাত কি দোয়ায়ি হাজার দো,
নাতে নবী ছুনা-কে লাহাদ মে উতার দো।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

بِسْمِ اللّٰهِ করণ, বলা নিষেধ

কিছু লোক এভাবে বলে থাকেন, بِسْمِ اللّٰهِ করণ। “আসুন জনাব بِسْمِ اللّٰهِ “আমি بِسْمِ اللّٰهِ করে নিয়েছি” ব্যবসায়ী ভাইয়েরা দিনের শুরুরতে যে মাল বিক্রি করে প্রায়ই তাকে ‘বাওনী’ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু কিছু লোক এটাকেও بِسْمِ اللّٰهِ বলে থাকে। যেমন- “আমার তো আজ এখনো পর্যন্ত “বিসমিল্লাহই” হয়নি।” যে বাক্য গুলো উদাহরণস্বরূপ পেশ করা হল এইসব ভুল পদ্ধতি। এভাবে যখন খাবার খাওয়ার সময় কেউ এসে যায় তখন অধিকাংশ খাবারে রত ব্যক্তির তাকে বলে, আসুন আপনিও খেয়ে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সা‘য়াদাতুদ দা‘রাইন)

সাধারণ ভাবে উত্তর মিলে, بِسْمِ اللّٰهِ অথবা এভাবে বলে যে, بِسْمِ اللّٰهِ করুন।” বাহরে শরীয়াতের ১৬তম খন্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে; “এ অবস্থায় এভাবে بِسْمِ اللّٰهِ বলাকে ওলামায়ে কিরামগণ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।” তবে এটা বলতে পারেন بِسْمِ اللّٰهِ পড়ে খেয়ে নিন। বরং এ অবস্থায় দোয়া সূচক শব্দ বলা উত্তম। যেমন- **بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ** অর্থাৎ- আল্লাহ তাআলা আমাদের ও আপনাদের বরকত দান করুক। অথবা নিজ মাতৃভাষায় বলে দিন: আল্লাহ তাআলা বরকত দান করুক।

بِسْمِ اللّٰهِ বলা কখন কুফরী

হারাম ও অবৈধ কাজের পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ কোন অবস্থাতেই পড়া উচিত নয়। “ফতোওয়ায়ে আলমগীরী”তে বর্ণিত আছে; “মদ পান করার সময়, ব্যভিচার করার সময় বা জুয়া খেলার সময় بِসْمِ اللّٰهِ বলা কুফরী। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ২য় খন্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা)

ফিরিশতাগণ সাওয়ার লিখতে থাকেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “ওহে আবু হুরাইরা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ “যখন ওয়ূ কর তখন **اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ** বলে নিও, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ওয়ূ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার ফিরিশতাগণ (অর্থাৎ কিরামান কাতিবীন) তোমার জন্য নেকীসমূহ লিখতে থাকবেন।” (ভাবরানী, ছাগীর, ১ম খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৬)

প্রতিটি কদমে একটি করে নেকী

যে ব্যক্তি কোন জন্তুর উপর আরোহণ করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ এবং **الْحَمْدُ لِلَّهِ** পড়ে নিবে তবে ঐ জন্তুর প্রতিটি কদমের (বিনিময়ে) ঐ আরোহীর (আমলনামায়) ১টি করে নেকী লিখা হবে।

(তাফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “এ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

নৌকায় শুধু নেকী আর নেকী

যে ব্যক্তি নৌকায় আরোহণের সময় اللهُ بِسْمِ اللهُ এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পাঠ করে নিবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাতে সাওয়ার থাকবে তার জন্য শুধু নেকী আর নেকী লিখা হবে। (তাক্বীয়ে নব্বী, ১ম খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর ফযীলত সমূহ এত অধিক, পড়ে বা শুনে মন চায় যে, সর্বদা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পড়তে থাকি। কিন্তু এ সৌভাগ্য শুধু আল্লাহ তাআলার দয়ায় পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে থেকে একে অন্যের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করার মাধ্যমে যদি আল্লাহর দয়া হয়ে যায়, তবে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পড়তে থাকার অভ্যাস তৈরী হতে পারে। নিঃসন্দেহে দ্বীনের প্রচার প্রসারে ইনফিরাদী কৌশিশের খুব প্রভাব রয়েছে। এমনকি আমাদের প্রিয় আকা, মক্কী-মাদানী মুস্তফা عَلَيْهِ السَّلَام নেকীর দাওয়াতের কাজে ইনফিরাদী কৌশিশ করেছেন। دَا'وَيَاتِهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লীগ গণও ইনফিরাদী কৌশিশ করার সুন্নাতের উপর আমল করে মানুষের অন্তরে ইশকে রসূলের বাতি জ্বালানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছে। তাদের ইনফিরাদী কৌশিশের বরকত ভরা লিখনী কখনো কখনো আমার দৃষ্টি গোচর হয়ে যায়। যেমন:

ড্রাইভারের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ

একজন আশিকে রাসূল আমাকে লিখেছেন: যার সারাংশ আমি নিজের ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করছি: “দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকয ফয়যানে মদীনা (বাবুল মদীনা, করাচী)- তে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বিশেষ বাস গুলো ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় যেখানে অবস্থান করে সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম, একটি খালি বাসে গান বাজছিল। আর ড্রাইভার বসে বসে ‘চারস’ অর্থাৎ এক প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

আমি গিয়ে ড্রাইভারের সাথে মুহাব্বতপূর্ণ ভঙ্গিতে সাক্ষাত করলাম। الْحَسَنُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ সাক্ষাতের বরকত তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পেল। আর সে নিজেই গান বন্ধ করে দিল এবং চারসযুক্ত সিগারেটও নিবিয়ে দিল। আমি মুচকি হেসে সূন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট “কবরের প্রথম রাত” তাকে দিলাম সে তখনই টেপ রেকর্ডারে লাগিয়ে দিল আমিও সাথে বসে শুনতে লাগলাম। অন্যদেরকে বয়ান শুনানোর ফলদায়ক পদ্ধতি এটাই, নিজেও যেন তার সাথে শুনে। الْحَسَنُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ সে খুবই প্রভাবিত হল। ভীত হয়ে গুনাহ থেকে তাওবা করল এবং বাস থেকে বের হয়ে আমার সাথে ইজতিমায় এসে বসে গেল।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّدٍ

বয়ানের ক্যাসেট উপহার দিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ইনফিরাদী কৌশিশের কত উপকারিতা রয়েছে, অতএব প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করা আর তাদেরকে নামাযের দাওয়াত দেয়া উচিত। যদি ইজতিমা ইত্যাদির জন্য বাসে বা মিনিবাসে করে আসেন তবে ড্রাইভার ও কন্ডাক্টরকেও ইজতিমাতে অংশ গ্রহণের আবেদন করা উচিত। যদি কেউ আসার জন্য রাজী না হয় তাহলে শুন্যর জন্য আবেদন করে তাকে বয়ানের ক্যাসেট পেশ করে দিন। আর সেটা শুনে নিলে ফেরত নিয়ে আরেকটি দিয়ে দিন। আর যতটুকু সম্ভব হয় বয়ানের ক্যাসেট দিয়ে বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে গানের ক্যাসেট নিয়ে সেটাতে বয়ান রেকর্ড করিয়ে অন্যকে দিয়ে দিন। এভাবে কিছু না কিছু গুনাহে ভরা ক্যাসেট ان شاء الله عَزَّوَجَلَّ নিঃশেষ হয়ে যাবে। ইনফিরাদী কৌশিশ করা ও অন্যকে বুঝানোর অভ্যাস ত্যাগ না করা উচিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

এবং বুঝাও। যেহেতু বুঝানো

মুসলমানদের উপকার দেয়।

(পারা-২৭, সূরা-যারিয়াত, আয়াত-৫৫)

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى

تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

কেউ মানুষ বা না মানুষ এর সাওয়াব মিলবে

যদি আমাদের কথা কেউ না মানে তবুও إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ নেকীর দাওয়াত দেয়ার সাওয়াব আমরা পেয়ে যাব। যেমন হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “মুকাশাফাতুল কুলূব”-এ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা মূসা কালিমুল্লাহ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ আরয করলেন: হে আল্লাহ! যে আপন ভাইকে ডাকে, তাকে নেকীর আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বাঁধা দেয় তার জন্য কী প্রতিদান রয়েছে? ইরশাদ করলেন: “আমি তার প্রতিটি কথার বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দিই এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জাবোধ হয়।” (মুকাশাফাতুল কুলূব, ৪৮ পৃষ্ঠা)

পৃথিবীর রাজত্ব অপেক্ষা উত্তম

যদি আপনার ইনফিরাদী কৌশিশে কেউ নামায ও সুন্নাতের পথে চলে আসে তাহলে আপনার মুক্তির উপায় হয়ে যাবে। যেমন- রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসুলে আলম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান বাণী হচ্ছে: “আল্লাহ তাআলা (যদি) একজন ব্যক্তিকে তোমার মাধ্যমে হিদায়াত দান করেন, তাহলে তা তোমার জন্য সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব লাভের চেয়ে উত্তম। (জামিউ’স সাগীর, ৪৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭২১৯)

প্রাণনাশক বিষ প্রভাবহীন হয়ে গেল

একবার হযরত সাযিয়দুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ এর কাছে কিছু অগ্নিপূজারী আরয করল: আপনি আমাদেরকে এমন কোন নিদর্শন বলুন, যার মাধ্যমে আমাদের নিকট ইসলামের সত্যতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। অতএব তিনি رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ প্রাণনাশক বিষ আনালেন আর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করে তা পান করে নিলেন। بِسْمِ اللّٰهِ এর বরকতে ঐ প্রাণনাশক বিষ তাঁর رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ এর উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারলনা। এই দৃশ্য দেখে অগ্নিপূজারী হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠল, “দ্বীন ইসলাম সত্য”। (ভাফসীরে কবীর, ১ম খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, পানাহারের পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে নেয়াতে যেখানে আখিরাতের মহান সাওয়াব রয়েছে সেখানে দুনিয়াতেও এটার উপকার রয়েছে, যদি পানাহারের বস্তু মध्ये কোন ক্ষতিকর বস্তুও মিশ্রিত থাকে তবে তা إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ কোন প্রকারের ক্ষতি করবেনা। হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর উপর বিষ প্রভাব ফেলতে না পারার এঘটনা অন্যান্য কিতাবে কিছু শব্দের পরিবর্তন সহকারে পাওয়া যায়। অথবা এটাও হতেও পারে, এই কারামত হয়ত একাধিকবার প্রকাশ পেয়েছিল। যেমন -

ডয়ংকর বিষ

হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ “হীরা” নামক স্থানে যখন আপন সৈন্যবাহিনীর সাথে তাঁর গাড়লেন, তখন লোকেরা আরয করল: ইয়া সায়্যিদী! আমাদের আশংকা হচ্ছে; কখনো যেন এ অনারবী লোকেরা আপনাকে বিষ পান করিয়ে না দেয়, সুতরাং সতর্ক থাকবেন। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: “নিয়ে আস আমি দেখে নিই, অনারবী লোকদের বিষ কেমন হয়ে থাকে।” লোকেরা তাঁকে তা এনে দিল। তিনি “بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ” পাঠ করে পান করে নিলেন। তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর চুল বরাবরও ক্ষতি সাধিত হলনা এবং “কালবী”র বর্ণনায় এটা রয়েছে: আবদুল মাসীহ নামের এক খ্রীষ্টান পাদ্রী ছিল। সে এমন এক প্রকার বিষ নিয়ে আসল, যা পান করার এক ঘন্টার মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যু হয়ে যায়। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তার কাছ থেকে বিষ নিয়ে তারই সামনে

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ
পাঠ করলেন আর বিষ পান করে নিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

এ দৃশ্য দেখে আব্দুল মসীহ নিজ গোত্রকে বলল: “হে আমার জাতি! সীমাহীন আশ্চর্যের বিষয়। ইনি এত বিপদজনক বিষ খেয়েও জীবিত রয়েছেন। এখন উত্তম হচ্ছে; তার সাথে সমঝোতা করে নেয়া। নতুবা তাঁর বিজয় অবধারিত।” এ ঘটনা আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর খিলাফতের সময়ে সংগঠিত হয়েছিল।

(হজ্জাতুল্লাহিল আলাল আলামীন, ২য় খন্ড, ৬১৭ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহিত)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সাযিয়দুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর উপর আল্লাহ তাআলার কত বড় অনুগ্রহ ছিল আর আল্লাহ তাআলার দানক্রমে এটা তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কারামত ছিল। কারামতের অনেক প্রকারভেদ রয়েছে। যার মধ্যে এক প্রকার “মুহলিকাত” (ধ্বংসাত্মক বস্তু সমূহের) প্রভাব না পড়াও রয়েছে।” আল্লাহর ওলীদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى উপর বিষ ইত্যাদি প্রভাব ফেলতে না পারার অনেক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। যেমন-

আগুন ছিল না বাগান

এক বদ আকীদা বাদশাহ্ একজন আল্লাহ ওয়ালী বুয়ুর্গকে رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সঙ্গী সাখীসহ খেঁস্তার করে নিল আর বলল: কারামত দেখাও নতুবা তোমাকে সাখীসহ শহীদ করে দেয়া হবে। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ উটের পায়খানা দিকে ইশারা করে বললেন: এগুলোকে উঠিয়ে নাও আর দেখ ওগুলো কি? যখন লোকেরা সেগুলো উঠিয়ে দেখল, তা খাঁটি স্বর্ণের টুকরা ছিল। অতঃপর তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ একটি খালি পেয়ালা উঠিয়ে ঘুরালেন এবং উপুড় করে বাদশাহকে দিলেন তখন তা পানিতে ভর্তি ছিল আর উপুড় হয়ে থাকার পরও সেটার মধ্য থেকে এক ফোঁটা পানিও পড়ল না। এ দু’টি কারামত দেখে বদ আকীদা বাদশাহ্ বলতে লাগল: এসব কিছু নয় বন্দী ও যাদু। অতঃপর বাদশাহ্ আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

যখন আগুনের স্কুলিঙ্গ উপরের দিকে উঠতে লাগল তখন ঐ বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ও তাঁর সাথীরা আগুনে বাঁপিয়ে পড়ল। সাথে বাদশাহের ছোট্ট শাহ্যাদাকেও নিয়ে গেলেন। বাদশা নিজের ছেলেকে আগুনে পুড়তে দেখে তার বিরহে অস্থির হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ছোট্ট শাহ্যাদাকে এই অবস্থায় বাদশাহর কোলে দেয়া হল যে তার এক হাতে আপেল ও অন্য হাতে আনার ছিল, বাদশাহ জিজ্ঞাসা করল: বৎস! তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে? তখন সে বলল: আমি একটি বাগানে ছিলাম! এসব দেখে অত্যাচারী বদ আকীদা বাদশাহের দরবারের লোকেরা বলতে লাগল: এ কাজের কোন বাস্তবতা নেই (এসব যাদু) বাদশাহ বলল: যদি তুমি এ বিষের পেয়ালা পান করে নাও তাহলে আমি তোমাকে সত্য বলে মেনে নিব। ঐ বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বার বার বিষের পেয়ালা পান করলেন। প্রত্যেকবার বিষের প্রভাবে ঐ বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর শুধুমাত্র কাপড় ছিঁড়তে থাকে কিন্তু তাঁর পবিত্র সত্ত্বায় বিষের কোন প্রভাব পড়লনা।

(হুজ্জাতুল্লাহি আ'লাল 'আলামীন, ২য় খন্ড, ৬১১ পৃষ্ঠা, হতে সংগৃহিত)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

ফানুস বনকে জিছকি হিফায়ত “হাওয়া” করে,
উও শময়ে কিয়া বুখে জিসে রৌশন খোদা করে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওলীদের رَحْمَتُهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى অনেক উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। আর তাদের কারামতের কথাও কী বলব! আওলিয়ায়ে কিরামের رَحْمَتُهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى গোলামী করা তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের উপরও আল্লাহ তাআলার এমন এমন দয়া হয়ে থাকে, তা দেখে বিবেক আশ্চর্য হয়ে যায়। যেমন-

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

আশ্চর্যজনক দুর্ঘটনা

১৪২০ হিজরীর ২৬ রাবিউন নূর শরীফ মোতাবেক ১১/৭/১৯৯৯ইং রবিবার দুপুরের সময় পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ শহর লালা মূসার এক ব্যস্ত সড়কের উপর ট্রেইলার (বড় মালবাহী গাড়ী) দা'ওয়াতে ইসলামীর এক যিম্মাদার, মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামী মুহাম্মদ মুনীর হুসাইন আত্তারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কে মর্মান্তিক ভাবে পিষ্ট করে দেয়। এমন কি তাঁর পেট মধ্যখান থেকে উপরের ও নিচের অংশ দু'ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল; তারপরও সে জীবিত ছিল এবং হুশ এতটুকু বহাল ছিল, সে উচ্চ আওয়াজে اللّٰهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ও الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ পড়ে যাচ্ছিল। লালা মূসা হাসপাতালে ডাক্তাররা অপারগতা প্রকাশ করায় তাকে গুজরাট শহরের আযীয বট্টী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তাকে যে ইসলামী ভাই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল তার শপথমূলক বর্ণনা, الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মুহাম্মদ মুনীর হুসাইন আত্তারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর মুখে সারা রাত্তায় উচ্চ আওয়াজে দরুদ ও সালাম এবং কলেমায়ে তায়্যিবার যিকির জারী ছিল। এ মাদানী দৃশ্য দেখে ডাক্তাররা ও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, ইনি কিভাবে জীবিত রয়েছেন! আর হুশও এরূপ বহাল যে উচ্চ আওয়াজে দরুদ, সালাম ও কলেমায়ে তায়্যিবা পড়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন: আমি আমার জীবনে এমন উৎসাহী ও সৌভাগ্যের অধিকারী পুরুষ প্রথমবারের মত দেখলাম। কিছুক্ষণ পর ঐ সৌভাগ্যবান আশিকে রাসূল মুহাম্মদ মুনীর হুসাইন আত্তারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ আল্লাহর হাবীব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর মহান দরবারে শত ব্যাকুলতার সাথে এভাবে সাহায্য চাইলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ تَعَالٰی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ! তাড়াতাড়ি তাশরীফ নিয়ে আসুন! ইয়া রাসূলাল্লাহ تَعَالٰی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ! আমাকে সাহায্য করুন! ইয়া রাসূলাল্লাহ تَعَالٰی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ! আমাকে ক্ষমা করে দিন! এরপর উচ্চ আওয়াজে اللّٰهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ পড়তে পড়তে শাহাদাতের পবিত্র সুধা পান করে নিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

জ্বি হ্যাঁ যে মুসলমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ।

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

ওয়াছেতা পেয়ারে কা এইছা হো কে জো সুন্নি মরে,
ইউ নাহ ফরমায়ি তেরে শাহেদ কে উও ফাজের গেয়া।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ফযরের নামাযের জন্য জাগানো সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা ঐ সময় বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল। শহীদে দা'ওয়াতে ইসলামী মুহাম্মদ মুনির হুসাইন আত্তারী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ ছিলেন এবং দুর্ঘটনার মাত্র একদিন পূর্বেই 'আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলাতে সফর করে ফিরে এসেছিলেন। মরহুম প্রতিদিন সাদায়ে মদীনা দিতেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানোকে “সাদায়ে মদীনা” বলা হয়। رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ অসংখ্য সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই এ সুন্নাত আদায় করেন। জ্বি হ্যাঁ ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানো সুন্নাত। যেমন হযরত সাযিয়দুনা আবু বাকরা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (যিনি সাকীফ গোত্রের একজন সাহাবী) বলেন: আমি প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে ফজরের নামাযের জন্য বের হলাম। তখন তিনি صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যেই ঘুমন্ত ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন তাকে নামাযের জন্য আওয়াজ দিতেন। অথবা আপন মুবারাক পা দিয়ে নড়া দিতেন। (আবু দাউদ শরীফ, ২য় খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১২৬৪)

কে পা দিয়ে নড়া দেবে?

যে সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই “সাদায়ে মদীনা” দেন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তিনি সুন্নাত আদায়ের সাওয়াব পেয়ে থাকেন। মনে রাখবেন! পা দিয়ে নড়া দেয়ার অনুমতি সকলের জন্য নেই। শুধুমাত্র ঐ সম্মানিত ব্যক্তি পা দিয়ে নড়া দিতে পারবেন যার দ্বারা ঘুমন্ত ব্যক্তি মনে কষ্ট পায় না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

তবে যদি কোন শরীয়াতের নিষেধাজ্ঞা না থাকে তাহলে নিজের হাতে পা টিপে জাগানোতে অসুবিধা নেই। নিশ্চয়ই আমাদের তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যদি নিজের কোন গোলামকে নিজের পবিত্র পা দ্বারা নড়া দেন, তাহলে বাস্তবে তার ঘুমন্ত তাকদীরকে জাগিয়ে দিলেন, আর কোন সৌভাগ্যবানের মাথা, চোখ বা বুকের উপর তাঁর পবিত্র কদম শরীফ রেখে দেন তাহলে আল্লাহর কসম! তাকে উভয় জাহানের শান্তি দান করে দিলেন।

এক ঠোঁকর মে উছদ কা যালযালা যাতা রাহা,
রাখ্তি হে কিত্না ওয়াকার আল্লাহ আকবর অ্যাইডিয়া।
ইয়ে দিল ইয়ে জিগর হে ইয়ে আখি ইয়ে হর হে,
জিধর চাহো রাখখো কদম জানে আলম ﷺ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মৃত্যুর সময় কলেমা পড়ার ফযীলত

عَمَلٌ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ এমন লাগছে মুহাম্মদ মুনীর হুসাইন আন্তারীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দা'ওয়াতে ইসলামীর খিদমতই সৌভাগ্য এনে দিয়েছে ও শেষ সময়ে তার কলেমা নসীব হয়ে গেল। আর মৃত্যুর সময় যার কলেমা নসীব হয়ে যায় তার আখিরাতের তরী পার হয়ে যায়। যেমন- রহমতে আলম, নুরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যার শেষ বাক্য اللَّهُ أَكْبَرُ হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

(আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩১১৬)

ফযলো করম জিহ্ব পর ভী হুয়া উছনে মরতে দম কলেমা
পড়লিয়া আওর জান্নাত মে গেয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মোটা তাজা শয়তান

একবার দুই শয়তানের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাত হল। এক শয়তান খুব মোটা তাজা ছিল অপরদিকে অন্যজন হালকা পাতলা ছিল। মোটা শয়তান পাতলা শয়তানকে বলল: ভাই বলো তুমি এত দুর্বল কেন?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

সে বলল: আমি এমন একজন নেক বান্দার সাথে আছি যে ঘরে প্রবেশ করার সময় ও পানাহারের সময় بِسْمِ اللّٰهِ শরীফ পাঠ করে নেয় আমাকে তার নিকট থেকে দূরে পালাতে হয়। বন্ধু এ কথাতে বল! তুমি তো খুব স্বাস্থ্য বানিয়েছো। এর রহস্য কি? মোটা শয়তান বলল: “আমি এক এমন অলস ব্যক্তির উপর চড়ে বসেছি যে ঘরে بِسْمِ اللّٰهِ পড়া ব্যতীত প্রবেশ করে এবং পানাহারের সময়ও بِسْمِ اللّٰهِ পড়ে না, অতএব আমি তার ঐ সকল প্রকার কাজের মধ্যে অংশীদার হয়ে যাই। আর তার উপর জানোয়ারের ন্যায় সাওয়ার হয়ে থাকি। (আমার স্বাস্থ্যবান হওয়ার এটাই রহস্য)।”

(আসরারুল ফাতিহা, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

৯ জন শয়তানের নাম ও কাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে এটা জানা গেল। যদি আমরা নিজেদের কাজ সমূহে শয়তানের অংশগ্রহণ থেকে নিরাপদ রেখে কল্যাণ ও বরকতের আগ্রহী হই তাহলে আসুন প্রতিটি ভাল কাজের শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ পড়ে নেই। অন্যথায় প্রত্যেক কাজে অভিশপ্ত শয়তান শরীক হয়ে যাবে। শয়তানের অনেক বংশধর রয়েছে। আর তাদের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন, হযরত আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; হযরত আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: শয়তানের নয় জন সন্তান যেমন- (১) যালীতুন (২) ওয়াসীন (৩) লাকুস (৪) আ'ওয়ান (৫) হাফফাফ (৬) মুররাহ্ (৭) মুসাব্বিত (৮) দাসীম ও (৯) ওয়ালহান। যালীতুন: বাজারগুলোতে নিয়োজিত আর সেখানে নিজের পতাকা গুঁড়ে থাকে।

ওয়াসীন: মানুষদের আকস্মিক বিপদে ফেলার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

লাকুস: আগ্নি পূজারীদের সাথে থাকে।

আ'ওয়ান: শাসকদের সাথে থাকে।

হাফফাফ: মদ্যপায়ীদের সাথে থাকে।

মুররাহ্: গান-বাজনাকারীদের সাথে থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

মুসাব্বিত: বাজে কথা-বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার কাজে নিয়োজিত। সে মানুষের মুখে বাজে কথা-বার্তা চালু করে দেয় আর মূল বাস্তবতা থেকে লোকেরা উদাসীন হয়ে থাকে।

দাসিম: ঘর সমূহে নিয়োজিত রয়েছে। যদি ঘরের বাসিন্দারা ঘরে প্রবেশ করার সময় সালাম না করে ও بِسْمِ اللّٰهِ না পড়ে পা ভিতরে রাখে, তাহলে সে এসব ঘরের বাসিন্দাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়। এমনকি তালাক বা খোলা, (স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া) বা মারা-মারির পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়।

ওয়ালহান: অযু, নামায ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্য নিয়োজিত রয়েছে। (আল মুনাঝ্বাহতি লিল আসকালানী, ৯১ পৃষ্ঠা)

পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদের প্রতিকার

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: ঘরে প্রবেশের সময় بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করে প্রথমে ডান পা দরজায় প্রবেশ করানো উচিত। অতঃপর ঘরের বাসিন্দাদের সালাম করে ঘরের ভিতরে আসুন। যদি ঘরে কেউ না থাকে তাহলে বলুন:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

অনেক বুয়ুর্গদের দেখা গেছে, দিনের শুরুতে ঘরে প্রবেশ করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ও সূরা ইখলাছ শরীফ পাঠ করে নিতেন। এতে ঘরে একতা থাকে (অর্থাৎ- ঘরে ঝগড়া হয় না), রুযীতে বরকতও হয়। (মিরাআতুল মানাজ্জী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা)

ইয়া ইলাহী হার ঘড়ি শয়তান ছে মাহফুয রাখ,
দে জাগা ফিরদৌস মে নী-রান ছে মাহফুয রাখ।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

খাওয়ার পূর্বে অবশ্যই بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করুন

পানাহারের পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করা সুন্নাত। হযরত সাযিয়দুনা হুযাইফা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন; প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযর পূরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে খাবারের শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করা হয় না, ঐ খাবার শয়তানের জন্য হালাল হয়ে যায়। (অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰهِ না পড়া অবস্থায় শয়তান ঐ খাবারের মধ্যে অংশগ্রহণ করে।)”

(সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং - ২০১৭)

খাবারকে শয়তান থেকে বাঁচান

খাওয়ার পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ না পড়াতে খাবারের মধ্যে বরকত শূণ্যতা দেখা দেয়। হযরত সাযিয়দুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমরা খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খিদমতে হাযির হলাম। খাবার আনা হল। শুরুতে এমন বরকত আমরা কোন খাবারের মধ্যে দেখিনি কিন্তু শেষের দিকে খুব বরকত শূণ্যতা দেখলাম। আমরা আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! এরূপ কেন হল? ইরশাদ করলেন: আমরা সকলে খাবার খাওয়ার শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করেছিলাম। অতঃপর একব্যক্তি “بِسْمِ اللّٰهِ” পাঠ করা ব্যতীত খাওয়ার জন্য বসে গেল আর তার সাথে শয়তান খাবার খেয়ে নিল। (শারহুস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৮১৮)

بِسْمِ اللّٰهِ أَوْلَهُ وَأَخِرُهُ

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন, প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যখন কেউ খাবার খায় তখন (যেন) আল্লাহ তাআলার নাম নেয়। অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করে। আর যদি শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ পড়াতে ভুলে যায় তাহলে যেন এভাবে বলে: بِسْمِ اللّٰهِ أَوْلَهُ وَأَخِرُهُ।

(আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭৬৭)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

শয়তান খাবার বমি করে দিল!

হযরত সাযিয়দুনা উমাইয়া বিন মাখশী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ উপস্থিত ছিলেন। এক ব্যক্তি بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করা ব্যতীত খাবার খাচ্ছিল যখন খাবার শেষ করতে একটি লোকমা বাকী ছিল তখন সে লোকমা উঠাল আর বলল: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মুচকি হেসে ইরশাদ করলেন: “শয়তান তার সাথে খাবার খাচ্ছিল, যখন সে আল্লাহু তাআলার নাম নিল তখন যা কিছু তার (শয়তানের) পেটে ছিল তা বমি করে দিল।” (আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭৬৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মাদানী মুস্তফা ﷺ এর দৃষ্টি থেকে কোন কিছু গোপন নেই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই খাবার খাবেন স্মরণ করে بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করে নিবেন। যে পাঠ করেনা তার সাথে “কারীন” নামক শয়তানও শরীক হয়ে যায়। সাযিয়দুনা উমাইয়া বিন মাখশী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কর্তৃক বর্ণনা হতে স্পষ্ট বুঝা গেল, মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র দৃষ্টি সব কিছু দেখেন। তাইতো শয়তানকে বমি করতে দেখে নিয়েছিলেন এবং শয়তানের পেরেশানী দেখে মুচকি হেসেছিলেন। যেমন- মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র দৃষ্টি বাস্তবে গোপন সৃষ্টিকেও দেখেন। আর হাদীসে মুবারাক একেবারে প্রকাশ্য অর্থে বিদ্যমান, এর কোন প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। যেমন- আমাদের পেট যে খাবারে মাছি আছে তা গ্রহণ করেনা। এরূপ শয়তানের পেটও بِسْمِ اللّٰهِ পাঠকৃত খাবার হজম করতে পারেনা। যদিও তার বমিকৃত খাবার আমাদের কাজে আসেনা। কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান অসুস্থ হয়ে যায় এবং ক্ষুধার্তও থেকে যায়, আর আমাদের খাবারের হারিয়ে যাওয়া বরকত ফিরে আসে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

মোট কথা এর মধ্যে আমাদের উপকার রয়েছে। আর শয়তানের দু’টি ক্ষতি রয়েছে। সম্ভবত ঐ অভিশপ্ত আগামীতে আমাদের সাথে بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করা ব্যতীত খাবারও এ ভয়ে খাবেনা, হয়ত এ ব্যক্তি মাঝখানে بِسْمِ اللّٰهِ পড়ে নেবে আর আমাকে বমি করতে হবে। হাদীসে পাকে যে ব্যক্তির আলোচনা রয়েছে সম্ভবত তিনি একা খাচ্ছিলেন। যদি হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে খেতেন তাহলে بِسْمِ اللّٰهِ বলা ভুলতেন না। কেননা, সেখানে উপস্থিত ব্যক্তির উঁচু আওয়াজে بِسْمِ اللّٰهِ বলতেন এবং পাশের জনকেও بِস্মِ اللّٰهِ বলার নির্দেশ দিতেন। (মিরআত শরহে মিশকাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা)

دَا’وَيَاতে ইসলামীর মাদানী কাফেলাতে এবং খাওয়ার শুরুতে ও শেষে অধিকাংশ সময় উঁচু আওয়াজে بِسْمِ اللّٰهِ সহকারে দোয়া সমূহ পড়ানো হয়। মাদানী কাফেলার মুসাফিররা বিভিন্ন প্রকারের দোয়া ও সুন্নাত শিখার সৌভাগ্য অর্জন করে। আপনিও দَا’وَيَاতে ইসলামীর মাদানী কাফেলাতে সফর করা নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন। আশিকানে রাসূলদের মাদানী কাফেলার ব্যাপারে কী বলব। তবু ও মাদানী কাফেলার ব্যাপারে দু’একটি বাহার পড়ুন, আর আন্দোলিত হোন।

সিন্দীকে আকবর ﷺ মাদানী অপারেশন করলেন

একজন আশিকে রাসূলের বর্ণনা নিজের ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। আমাদের মাদানী কাফেলা “নাকা কারডী” বেলুচিস্থানে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য গিয়েছিল। মাদানী কাফেলার একজন মুসাফিরের মাথায় চারটি ছোট ছোট ফোঁড়া ছিল। যার কারণে অর্ধ মাথা ব্যথা করত। যখন ব্যথা উঠত তখন ব্যথিত স্থানের দিকের চেহারার অংশ কালো হয়ে যেত আর তিনি ব্যথার কারণে এমনভাবে ছটপট করতেন, সে করণ দৃশ্যটি দেখার মত নয়। এক রাতে তিনি ব্যথার কারণে এভাবে অস্থির হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন আমরা তাঁকে ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়ে শুইয়ে দিলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

সকালে যখন উঠলেন তখন তিনি খুব উৎফুল্ল অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার উপর দয়া হয়েছে, স্বপ্নে রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ চার সাথী সহ তাশরীফ এনেছেন। আল্লাহর হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমার দিকে ইশারা করে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: “তার ব্যথাকে দূর করে দাও। অতএব গুহার ও মাজারের সাথী সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এভাবে মাদানী অপারেশন করলেন, আমার মাথা খুলে ফেললেন ও আমার মস্তিষ্ক হতে চারটি কালো দানা বের করলেন এবং বললেন: “বেটা! এখন থেকে তোমার কিছু হবে না।” সত্যিই ঐ ইসলামী ভাই একেবারে সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন, সফর থেকে ফিরে এসে তিনি পুনরায় (চেকআপ) করালেন। ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে বললেন: ভাই অবাক কাভ! তোমার মাথার চারটি দানা অদৃশ্য হয়ে গেছে! এতে তিনি কেঁদে কেঁদে মাদানী কাফেলাতে সফরের বরকত ও স্বপ্নের আলোচনা করলেন। ডাক্তার খুবই প্রভাবিত হয়ে গেলেন। ঐ হাসপাতালের ডাক্তারগণ সহ সেখানে উপস্থিত বার জন ব্যক্তি বারদিনের মাদানী কাফেলাতে সফরের নিয়ত করে নাম লিখালেন এবং কিছু ডাক্তার সাথে সাথেই নিজেদের চেহারায় তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয়যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মুহাব্বতের পরিচয় অর্থাৎ দাঁড়ি মোবারক সাজিয়ে নেয়ার নিয়ত করলেন।

হে নবী কি নজর কাফেলে ওয়ালো পর,

আ-ও সা-রে চলে কাফেলে মে চলো।

ছিখনে সূনাতে কাফেলে মে চলো,

লুটনে রহমতে কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্বপ্নের মধ্যে চিকিৎসার এ ঘটনা নতুন নয়। রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আল্লাহ তাআলার দানক্রমে রোগীদের আরোগ্য দান করেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

যেমন- হযরত সাযিয়দুনা ইউসূফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বিখ্যাত কিতাব “হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন ফী মুজিয়াতি সাযিয়াদিল মুরসালীন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দ্বিতীয় খন্ডে বর্ণিত, স্বপ্নের মাধ্যমে আরোগ্য লাভের ৫টি ঘটনা শুনুন, আর নিজের ঈমান তাজা করুন-

(১) প্রিয় নবী ﷺ দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিলেন

হযরত সাযিয়দুনা মুহাম্মদ ইবনে মুবারাক হারবী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বর্ণনা, আলী আবুল কবীর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ অন্ধ ছিলেন। স্বপ্নে খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দীদারের ফয়যের প্রভাবে ফয়য প্রাপ্ত হলেন, তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁর চক্ষুদ্বয়ের উপর নিজের আরোগ্য দানকারী পবিত্র হাত বুলিয়ে দিলেন, সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন তার চোখ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়।

(হুজ্জাতুল্লাহিল আলামীন, ২য় খন্ড, ৫২৬ পৃষ্ঠা, হতে সংগৃহীত)

আ-খ আতা কিজিয়ে উছ মে যিয়া দিজিয়ে

জলওয়া করীব আ-গেয়া তুম পে করডো দরুদ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

(২) প্রিয় আক্কা ﷺ গলগন্ড রোগের চিকিৎসা করলেন

হযরত সাযিয়দুনা তকিউদ্দিন আবু মুহাম্মদ আবদুস সালাম বলেন: “আমার ভাই ইবরাহীমের গলগন্ড রোগ হয়েছিল। তীব্র ব্যথার কারণে অস্থির ছিলেন। স্বপ্নে নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দয়া করলেন, আরয করল: ইয়া রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! রোগের কারণে খুব কষ্টে আছি। ইরশাদ করলেন: তোমার আবেদন মঞ্জুর করা হল। প্রিয় নবী, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতে আমার ভাইয়ের আরোগ্য লাভ হয়। (প্রাণ্ড, ৫২৬ পৃষ্ঠা)

ছরে বা-লী উনহে রহমত কি আদা লা-ঈ হে,

হাল বিগড়া হে তু বীমার কি বন আ-ঈ হে।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

(৩) হযুর ﷺ এর দয়ায় হাঁপানী রোগীর আরোগ্য লাভ

এক বুয়ুর্গ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম আর এই কারণে ঘরের নিচ তলায় বিছানায় শায়িত ছিলাম। আমার সম্মানিত বৃদ্ধ পিতার হাঁপানী রোগের তীব্রতার কারণে উপরের তলায় বিছানায় শায়িত ছিলেন। আমি উপরে যেতে পারতাম না, তিনি নিচে নামতে পারতেন না।

سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ সৌভাগ্যক্রমে এক রাতে ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভে ধন্য হলাম। আমি প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে বালিশ পেশ করলাম। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হেলান দিয়ে তাশরীফ রাখলেন। আমি নিজের ও আমার সম্মানিত বৃদ্ধ পিতার রোগের ব্যাপারে আবেদন জানালাম। আমার আবেদন শুনে নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ উপরের তলায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। যখন ফয়রের নামাযের সময় হল তখন আমার কানে আহ! আহ!! আওয়াজ আসল, আসলে আমার সম্মানিত পিতা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছিলেন। আমার কাছে এসে বলতে লাগলেন: বেটা! আমার উপর বড় দয়ার উপর দয়া হয়ে গেছে। আজ রাতে নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমার উপর দয়া করেছেন। আমি আরয় করলাম: আব্বাজান! হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ আমি গুনাহগারের কাছে এসেই আপনাকে পুরস্কৃত করার জন্য উপরের তলায় গিয়েছেন।

سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ এরপর প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতে আমরা উভয়ে আরোগ্য লাভ করলাম।

(প্রাণ্ডক, ৫২৭ পৃষ্ঠা)

মারীযানে জাহা কো তুম শেফা দে-তে হো দম ভর মে

খোদারা দরদ কা হো মেরে দরমা ইয়া রাসূলাল্লাহ। (কাবালয়ে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

(৪) প্রিয় নবী ﷺ কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা করলেন

হযরত সায্যিদুনা শেখ আবু ইসহাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন - আমার কাঁধের উপর কুষ্ঠ রোগের দাগের সৃষ্টি হল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ স্বপ্নে মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, ছয়ুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর দীদার লাভ করলাম। তখন আমি নিজের রোগের ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলাম। তখন ছয়ুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ তাঁর পবিত্র আরোগ্যদায়ক হাত বুলিয়ে দিলেন, সকালে যখন উঠলাম اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তখন কুষ্ঠ রোগের চিহ্নও অবশিষ্ট ছিলনা। (প্রাগুক্ত, ৫০১ পৃষ্ঠা)

মরযে ইছুইয়া কি তরক্বী ছে ছয়া হো জা বলব,
মুঝ কো আছা কীজিয়ে হালত মেরি আছি নেহি!

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৫) প্রিয় নবী ﷺ ফোন্সকা ভাল করে দিলেন

এক বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; হযরত হাম্মাদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর হাতে ফোন্সকা পড়ে ফেটে গিয়েছিল। ডাক্তাররা একমত হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিল, হাত কেটে ফেলতে হবে। হযরত সায্যিদুনা হাম্মাদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: ঐ রাতে আমি অস্থির ও বিচলিত অবস্থায় ছাদের উপর গেলাম আর বিনীতভাবে আল্লাহ তাআলার দরবারে আরোগ্য কামনা করে দোয়া করলাম। যখন শুয়ে পড়লাম আমার বাহ্যিক চোখ বন্ধ হয়ে গেল আর অন্তরের চোখ খুলে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ স্বপ্নে আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর বিয়ারত নসীব হল। আমি আরয করলাম: ইয়া রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ আমার হাতে দয়ার দৃষ্টি প্রদান করুন। ইরশাদ করলেন: “হাত প্রসারিত কর। আমি হাত প্রসারিত করে দিলাম তখন প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ তাঁর নিজের হাত মোবারক আমার হাতের ক্ষতস্থানের উপর বুলিয়ে দিলেন আর ইরশাদ করলেন: “দাঁড়িয়ে যাও। যখন দাঁড়িয়ে গেলাম তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, ছয়ুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর বরকতে আমার হাতের রোগ সেরে গিয়ে ছিল। (প্রাগুক্ত, ৫২৮ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

ইয়ে মরীয মর রাহা হে তেরে হাত মে শিফা হে
আই তবীব জলদ আ-না মাদানী মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

কুমন্ত্রণা

শুধুমাত্র আল্লাহই শিফা (আরোগ্য) দানকারী কিন্তু এ সকল ঘটনা শুনে মনে কুমন্ত্রণা আসে, আল্লাহ তাআলা ছাড়াও কেউ আরোগ্য দান করতে পারে?

কুমন্ত্রণার প্রতিকার

নিঃসন্দেহে সভ্ৰাগতভাবে শুধুমাত্রই আল্লাহ তাআলা আরোগ্য দানকারী। কিন্তু আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তাঁর বান্দাগণও আরোগ্য দিতে পারেন। তবে যদি কেউ এ দাবী করে, আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত শক্তি ব্যতীত অমুক ব্যক্তি অন্যদেরকে আরোগ্য দিতে পারেন। তাহলে নিঃসন্দেহে সে কাফির। কেননা আরোগ্যতা হোক বা ঔষধ সামান্য পরিমাণও কেউ কাউকে আল্লাহ তাআলার মর্জি ছাড়া দিতে পারে না। প্রত্যেক মুসলমানের বিশ্বাস হল এটাই, নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ও ওলীগণ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى যা কিছুই দেন তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দেন। আল্লাহর পানাহ! যদি কেউ এ বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ তাআলা কোন নবী বা ওলীকে রোগ হতে আরোগ্য দেয়া কিংবা কোন কিছু দান করার কোন ক্ষমতাই দেননি। তাহলে এরূপ ব্যক্তি কুরআনের নির্দেশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ৩য় পারার সূরা আলে ইমরানের ৪৯ নং আয়াত ও এর অনুবাদ পড়ে নিন, কুমন্ত্রণা সমূলে দূর হয়ে যাবে এবং শয়তান অকৃতকার্য হবে আর তার উদ্দেশ্য দূর হয়ে যাবে। যেমন হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَامُ এরমোবারক বাণীর বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

এবং আমি নিরাময় করি
জন্মান্ত ও কুষ্ঠ রোগীকে আর
আমি মৃতকে জীবিত করি
আল্লাহ তাআলার নির্দেশে।

(পারা- ৩, সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ৪৯)

وَأَبْرِي الْأَكْمَنَةَ
وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي
الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ

আপনারা দেখলেন তো! হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيَّهِ السَّلَامُ পরিষ্কার ভাষায় বলছেন: তিনি আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দৃষ্টি শক্তি আর কুষ্ঠ রোগীদের আরোগ্য দান করেন। এমন কি মৃতদেরকেও জীবিত করেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ কে বিভিন্ন প্রকারের ক্ষমতা সমূহ প্রদান করেছেন এবং ফয়যানে আশ্বিয়ার মাধ্যমে ওলীদেরও দান করা হয়। অতএব তাঁরাও আরোগ্য দিতে পারেন। আর অনেক কিছু দানও করতে পারেন। যদি হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيَّهِ السَّلَامُ এর শান এরূপ হয়, তাহলে আকায়ে ঈসা, আল্লাহর হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান শানের কিরূপ অবস্থা হবে! স্মরণ রাখবেন! তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত সমগ্র সৃষ্টি, সকল আশ্বিয়া ও রাসূলগণ এর শ্রেষ্ঠত্বের মূল এবং যে যাই কিছু পেয়েছেন, রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সদকায় পেয়েছেন। তাহলে বুঝা গেল, যখন ঈসা عَلَيَّهِ السَّلَامُ রোগীদের আরোগ্য, অন্ধদের দৃষ্টি শক্তি এবং মৃতদের জীবন দিতে পারেন। তাহলে রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এসব কিছু আরও ভালভাবে প্রদান করতে পারেন।

হুসনে ইউসুফ দমে ঈসা পে নেহী কুছ মওকুফ
জিহনে জু পা-য়া হে, পা-য়া হে বদৌলতে উন কি! (যওকে না'ত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

৭৬ হাজার নেকী

হযরত সায্যিদুনা ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তাজদারে মদীনা প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে তার আমলনামায় ৪ হাজার নেকী লিপিবদ্ধ করে দিবেন, ৪ হাজার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং ৪ হাজার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। (ফিরদাওসুল আখবার, খন্ড ৪র্থ, ২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৫৭৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খুশিতে মেতে উঠুন। আপন প্রিয় প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার রহমতের উপর কুরবান হয়ে যান! একটু হিসাব করে দেখুন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এ ১৯টি অক্ষর রয়েছে এভাবে একবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করাতে ৭৬ হাজার নেকী অর্জিত হবে। ৭৬ হাজার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে এবং ৭৬ হাজার পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ (অর্থাৎ আর আল্লাহ তাআলা দয়াবান ও মর্যাদাশীল।)

যবেহ করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ না পড়ার রহস্য

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ دয়ালু আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত দয়ার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: চিন্তা করে দেখুন সূরা তাওবাতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ লিখা হয়নি। অনুরূপভাবে যবেহ করার সময় সম্পূর্ণ بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করা হয়না বরং এভাবে বলা হয়ে থাকে بِسْمِ اللّٰهِ اللهُ أَكْبَرُ এতে কি রহস্য রয়েছে? রহস্য হল, সূরা তাওবা তে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জিহাদ ও যুদ্ধের আলোচনা রয়েছে এবং এটা কাফিরদের উপর শাস্তি স্বরূপ। অনুরূপভাবে যবেহের মাধ্যমে প্রাণীর প্রাণ হরণ করা হয়। এটাও প্রাণীর উপর জবরদস্তী ও বল প্রয়োগের সময়, এ অবস্থায় রহমতের আলোচনা করিওনা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

আই খোদায়ে মুস্তফা মে, তেরি রহমতো পে কুরবা,
হো করম ছে মেরি বখশিশ, বাতুফাইলে শাহে জীলা!

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

!!! سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ !! سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ! سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) আমাদের প্রত্যেকের উচিত, নিজেদের সন্তানদের “টা টা বাই বাই” শিখানোর পরিবর্তে শুরু থেকে আল্লাহ তাআলার নাম নেয়া শিক্ষা দিবেন। আর এটা নয় যে, শুধুমাত্র মৃত মাতা পিতারই এটার বরকত লাভ হয় বরং শিক্ষা অর্জনকারী নিজে এবং শিক্ষাদানকারীরও বরকত অর্জিত হয়। অতএব নিজেদের মাদানী মুন্না (ছেলে) ও মাদানী মুন্নীর (মেয়ে) সাথে খেলা করার সময় শিখানোর নিয়তে তাদের সামনে বার বার আল্লাহ! আল্লাহ!! বলতে থাকুন। তাহলে সেও মুখ খুলতেই إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ সর্বপ্রথম “আল্লাহ” শব্দ বলবে।

বাচ্চার মাদানী প্রশিক্ষনের ঘটনা

হযরত সাযিয়দুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ তুসতারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমার বয়স তখন তিন বছর ছিল। ঐ সময় রাত্রি বেলা উঠে আমার মামা হযরত সাযিয়দুনা মুহাম্মদ বিন সাওয়ার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে নামায পড়তে দেখতাম, একদিন তিনি আমাকে বললেন: “তুমি কি ঐ আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করনা যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “আমি তাঁকে কিভাবে স্মরণ করব?” বললেন: “যখন রাতে শোয়ার জন্য যাও তখন মুখ নড়া চড়া করা ব্যতীত মনে মনে শুধুমাত্র এ বাক্যগুলো ৩ বার বলবে: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَبِيَّ مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَبِيَّ مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلَّمَ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমার সাথে রয়েছে, আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

আল্লাহ তাআলা আমার স্বাক্ষী^২ তিনি বললেন: আমি কয়েক রাত এ বাক্যগুলো পড়েছি, এরপর তাকে বললাম; তিনি বললেন: এখন থেকে প্রতিরাতে ৭ বার করে পড়। আমি এ-রকমই করলাম অতঃপর তাঁকে তা জানালাম, তিনি বললেন: প্রতিরাতে ১১ বার করে এই বাক্যগুলি পড়। আমি এভাবে যখন পড়লাম তখন আমার অন্তরে এটার স্বাদ অনুভব করলাম। যখন এক বছর অতিবাহিত হল, তখন আমার মামাজান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: আমি যা কিছু তোমাকে শিখিয়েছি সেগুলোকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত সর্বদা পড়তে থাকো। اِنَّ شَرَّ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এটা তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে উপকার দিবে। সায়্যিদুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ তুসতরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি অনেক বছর পর্যন্ত এ আমল করেছি, ফলে আমি নিজের ভিতর এর অপরিসীম স্বাদ অনুভব করেছি। আমি একাকী অবস্থায় এ যিকির করতে থাকি অতঃপর একদিন আমার মামাজান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: “ওহে সাহল আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তির সাথে থাকে, তাকে দেখে এবং তার স্বাক্ষী হয়, সে (ব্যক্তি) কি তাঁর (আল্লাহর) নাফরমানী করতে পারে? কখনো না। অতএব তুমি নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাও।” এরপর মামাজান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আমাকে মঞ্জবে পাঠালেন। আমি চিন্তা করলাম কখনো আবার যেন আমার যিকিরের মধ্যে বাধা না ঘটে। অতএব উস্তাদ সাহিবের সাথে এ শর্ত নির্ধারণ করে নিলাম, আমি তাঁর নিকট গিয়ে এক ঘন্টা পড়ব এবং পুনরায় ফিরে আসব। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি মঞ্জবে ৬ কিংবা ৭ বছর বয়সে কুরআন পাক হিফজ করে নিয়েছি এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি প্রতিদিন রোযাও রাখতাম। ১২ বছর বয়স পর্যন্ত আমি যবের রুটি খেতে থাকি। ১৩ বছর বয়সে আমি ১টি মাসআলার সম্মুখীন হলাম, আর এটির সমাধানের জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে অনুমতি নিয়ে বসরা আসলাম এবং সেখানকার ওলামা হতে এই মাসআলা জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই আমাকে যথাযথ উত্তর দিতে পারলেন না।

^২ সম্ভব হলে এ বাক্যগুলো লিখে ঘর ও দোকান ইত্যাদিতে এমন স্থানে ঝুলিয়ে দিন, যেখানে সর্বদা দৃষ্টি পড়ে থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

অতঃপর আমি আব্বাদানের দিকে রওয়ানা হলাম সেখানকার প্রসিদ্ধ আলিমে দ্বীন হযরত সাযিয়দুনা আবু হাবীব হামযা বিন আবু আব্দুল্লাহ আব্বাদানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হতে আমি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি মনঃপূত জবাব দিলেন। আমি কিছুকাল পর্যন্ত তাঁর সংস্পর্শে থাকলাম। তাঁর বাণী হতে ফয়েয হাসিল করতাম তার থেকে শিষ্টাচার শিখতাম এরপর আমি তুসতারে ফিরে আসি। আমি জীবন যাপনের ব্যবস্থা এরূপ করলাম, আমার জন্য এক দিরহামের যব শরীফ ক্রয় করে নিতাম এবং সেগুলোকে পিষে রুটি তৈরি করতাম। আমি প্রতি রাতে সেহেরীর সময় এক আওকিয়া (প্রায় ৭০ গ্রাম) যবের রুটি খেতাম। যাতে না লবণ থাকত, না তরকারী থাকত। আর এই এক দিরহাম আমার এক বছরের জন্য যথেষ্ট ছিল। তারপর আমি ইচ্ছা করলাম, তিনদিন ধারাবাহিক উপবাস থাকব এরপর খাবার খাব। অতঃপর ৫ দিন, তারপর ৭ দিন এবং এরপর ২৫ দিন ধারাবাহিক উপবাস থাকি। (অর্থাৎ ২৫ দিন পর পর খাবার খেতাম)। বিশ বছর পর্যন্ত এ নিয়মেই চলল। এরপর আমি কয়েক বছর পর্যন্ত একাধারে সফর করতে থাকি। পুনরায় তুসতারে ফিরে আসি, তখন যত দিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন জেগে ইবাদত করেছি। হযরত সাযিয়দুনা সাহল বিন আহমদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি মৃত্যু পর্যন্ত সাযিয়দুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ তুসতরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে কখনো লবণ ব্যবহার করতে দেখিনি। (ইহইয়াউল উলূম, ৩য় খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَي الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَي مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সৌভাগ্যবান মাতা পিতা নিজের সন্তানদের জন্য দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতের ব্যাপারে অধিক চিন্তা করেন। যেমন- একজন এমনই বুদ্ধিমতি মা নিজের সন্তানের উপর ইনফিরাদী কৌশিষ করলেন যার ফলে তার সংশোধনের মাধ্যম হল। এ ঈমান তাজাকারী ঘটনা পড়ুন এবং খুশীতে মেতে উঠুন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

দা'ওয়াতে ইসলামীর তরবিয়্যাতি কোর্সের বাহ্যর

জং পাঞ্জাবের একজন আশিকে রাসূলের বর্ণনার সারমর্ম আমার নিজের ভাষায় উপস্থাপন করছি। আম্মাজান দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। তাঁর একান্ত আগ্রহ ছিল, আমি যে কোন ভাবে গুনাহের ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসি এবং আমার সংশোধন হয়ে যাই। আম্মাজান দা'ওয়াতে ইসলামীকে খুবই মুহাব্বত করতেন তিনি খরচাদি দিয়ে আমাকে তাগিদ দিয়ে বাবুল মদীনা, করাচী পাঠালেন এবং গুরুত্ব দিয়ে বললেন: আশিকানে রাসূলদের আন্তর্জাতিক মাদানী মারকয ফয়যানে মদীনাতে অব্বোর রহমতের বৃষ্টিধারার মধ্যে তরবিয়্যাতি কোর্স করবে এবং আমার আরোগ্যের জন্যও দোয়া করবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি বাবুল মদীনা, করাচী এসে “তরবিয়্যাতি কোর্স” করার সৌভাগ্য অর্জন করি। মাদানী কাফেলাতে সফরের সৌভাগ্য অর্জন করি। আম্মাজানের জন্য খুবই দোয়া করি, যখন সবকিছু সমাপ্ত করার পর বাড়ি ফিরে আসি তখন আমার খুশির সীমা রইলনা। কেননা তরবিয়্যাতি কোর্স করার সময় ফয়যানে মদীনাতে কৃত দোয়া সমূহের বরকতে আমার আম্মাজান সুস্থ হয়ে গেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তরবিয়্যাতি কোর্সের বরকতে আমি নামাযী হয়ে গেলাম এবং মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। সুল্লাত সমূহের খিদমত ও মাদানী কাফেলাতে সফরের উৎসাহ পেলাম। আমার আকাংখা হল, আমাদের ঘরের প্রত্যেকেই যেন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং আমাদের সকল পেরেশানী দূর হয়ে যায়।

ফয়যানে মদীনা মে আল্লাহ কি রহমত হে,
উম্মী কো মুয়াচ্ছর আব ছিহ্যাত কি সাআদাত হে।
ফয়যানে মদীনা মে আ-নে হি কি বারাকাত হে,
খু-ব আওর বড়ী মুঝ কো সুল্লাত ছে মুহাব্বত হে।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

যে সকল মানুষ নিজেদের সন্তানদের শুধুমাত্র দুনিয়া অর্জনের জন্য নিয়োজিত রাখেন এবং তাকে ভাল সঙ্গ থেকে বাধা প্রদান করেন তারা নিজেদের আখিরাতকে মারাত্মক বিপদের দিকে ঠেলে দেন। আর অনেক সময় দুনিয়াতেও তাদের অনুশোচনা করতে হয়। যেমন-

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

মাদানী কাফেলা থেকে বাধা প্রদানের ক্ষতি

মদীনাতুল আওলিয়া আহমদাবাদ শরীফ (ভারত) এর এক আশিকে রাসূল এক যুবকের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে মাদানী কাফেলাতে সফরের জন্য রাজী করলেন। কিন্তু তার পিতা পার্থিব শিক্ষা লাভে বিঘ্নতা সৃষ্টি হওয়ার ভয়ে পরকালীন শিক্ষা লাভের সফরে যেতে বাধা দিলেন। বেচারা আশিকানে রাসুলের সঙ্গ পেয়েও বঞ্চিত হয়ে গেল। ফলে খারাপ বন্ধুদের ফাঁদে আটকে পড়লে এবং মদ্যপায়ী হয়ে গেল। অতঃপর তার সম্মানীত পিতা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি ঐ আশিকে রাসুলের কাছে অনুরোধ করলেন, “একে কাফেলাতে নিয়ে যাও যেন তার মদপানের অভ্যাস দূর হয়ে যায়” ঐ যুবকের উপর পুণরায় ইনফিরাদী কৌশিশ করা হল কিন্তু যেহেতু সে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ বেচারা খুবই বিপথগামী হয়ে পড়েছিল তাই কোন অবস্থাতেই মাদানী কাফেলাতে সফরে যেতে রাজী হলনা। পিতা মাতার উচিত, নিজের সন্তানদের শুরূ থেকেই ভাল ও মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করানো। অন্যথায় সন্তান খারাপ সঙ্গের কারণে বিপথগামী হয়ে গেলে নিজের আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। সগে মদীনা (লিখক) رضى الله عنه কে তাঁর বড় বোন বলেছেন: এক ইসলামী বোন কেঁদে কেঁদে দোয়ার জন্য বলেছেন, আমার ছেলের সংশোধনের জন্য দোয়া করুন। আহ! আমি নিজেই তাকে নষ্ট করে দিয়েছি। তাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদরাসাতুল মদীনাতে হিফয বিভাগে ভর্তি করে দিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু বেচারা যে সব সুন্নাত শিখে আসত তা ঘরে বয়ান করত তখন সেগুলো নিয়ে আমরা হাসি তামাশা করতাম। অবশেষে তার মন ভেঙ্গে গেল এবং সে মাদরাসাতুল মদীনাতে যাওয়া ছেড়ে দিল। এখন খারাপ বন্ধুদের সংস্পর্শে এসে বেপরোয়া হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ পেয়ে গেলাম। এখন আমি খুবই অনুশোচনা করছি। হায়! এখন আমার কি হবে।

ছুহবতে ছালেহ তুরা ছালেহ কুনন্দ, ছুহবতে তালেহ তুরা তালেহ কুনন্দ।

অর্থাৎ-সৎসঙ্গ তোমাকে সৎ বানিয়ে দিবে আর

অসৎ সঙ্গ তোমাকে অসৎ বানিয়ে দিবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

হিংস্র জন্তুদের ঘর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সাযিয়্যুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ তুসতরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সিদ্দীক (তথা প্রথম স্তরের আওলিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ লবণ এ জন্য ব্যবহার করতেন না যে, লবণের কারণে খাবার সুস্বাদু হয়ে যায়। আর তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মজাদার খাবার থেকে দূরে থাকতেন। আসলেই কোরমা, পোলাও, বিরিয়ানী ইত্যাদিতে যত ধরনেরই মসলা দেয়া হোক না কেন, যদি লবণ দেয়া না হয় খাবারের সকল স্বাদই বিনষ্ট হয়ে যাবে। এটাও মনে রাখবেন! নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ মানুষের শরীরের জন্য আবশ্যিক। আর এটা তাঁর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কারামাত ছিল, তিনি লবণ ব্যবহার ব্যতীত জীবিত ছিলেন। তুসতার শরীফে অবস্থিত তাঁর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মর্যাদাপূর্ণ ঘরকে লোকেরা “বায়তুস সিব্বা” অর্থাৎ হিংস্র জীব জন্তুর ঘর বলতেন। কেননা তাঁর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হুজরায় অনেক হিংস্র জীব জন্তু (বাঘ, চিতা) ইত্যাদি উপস্থিত থাকত এবং তিনি মাংস দিয়ে তাদের মেহমানদারী করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ শেষ বয়সে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু যখন নামাযের সময় হত হাত পায়ে শক্তি এসে যেত আর নামায শেষ করার পর পূর্বের ন্যায় পঙ্গু হয়ে যেতেন। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ৩৮৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

জ্বরের চিকিৎসা

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি জ্বরে আক্রান্ত হল, তার ওস্তাদ শায়খ ফকীহ ওলী ওমর বিন সাঈদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাকে দেখতে গেলেন ফেব্রার সময় একটি তাবীয দিয়ে বললেন: এটাকে খুলে দেখবেনা। তিনি যাওয়ার পর সে তাবীয বেঁধে নিল। তৎক্ষণাৎ জ্বর চলে গেল। সে ধৈর্য ধরে থাকতে পারলনা। যখনই খুলে দেখল তখন দেখতে পেল তাতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ লিখা ছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

অন্তরে কুমন্ত্রণা আসল। এটা তো যে কেউ লিখতে পারে! বিশ্বাসের মধ্যে ঘাটতি আসতেই তৎক্ষণাৎ পুনরায় জ্বর আসল। ভয় পেয়ে হযরতর কাছে উপস্থিত হয়ে ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলো তৎক্ষণাৎ জ্বর চলে গেল। এবার দেখতে নিষেধ করলনা কিন্তু ভয়ে খুলে দেখে নাই। অবশেষে সে এক বছর পরে যখন তা খুলে দেখল তখনও তাতে ঐরূপ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ লিখা ছিল।

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর বড়ই বরকত রয়েছে। আর এতে রোগের চিকিৎসাও রয়েছে। এ ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ হল, বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى যদি কোন বৈধ কথা (বা কাজের) ব্যাপারেও নিষেধ করেন তাহলে বুঝে না আসা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকা উচিত। এটাও জানা গেল, তাবিজকে খুলে দেখা উচিত নয়। এতে বিশ্বাসে ফাটল ধরার আশংকা থাকে। এছাড়া এটা ভাঁজ করার বিশেষ পদ্ধতি সহ মোড়ানোর ক্ষেত্রে অনেক সময় কিছু পড়াও হয়ে থাকে। অতএব খুলে দেখার দ্বারা এর উপকারীতা কম হয়ে যেতে পারে।

জ্বরের ৩টি মাদানী চিকিৎসা

۱। لَا يَزُوْنُ فِيْهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيْرًا ﴿۱۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “তাতে না রৌদ্র দেখবে, না শীত”

(পারা-২৯, সুরা- আদ দাহর, আয়াত- ১৩) এ আয়াতে কারীমা ৭ বার (আগে পরে ১ বার করে দরুদে পাক) পড়ে ফুঁক দিয়ে দিন إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ জ্বরের তীব্রতা কমতে থাকবে এবং রোগী প্রশান্তি অনুভব করবে।

(অনুবাদ পড়ার প্রয়োজন নেই।)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

- ২। হযরত সাযিয়দুনা জাফর সাদিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন সূরা ফাতিহা ৪০ বার (আগে পরে ১ বার করে দরুদে পাক) পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির মুখে ছিটিয়ে দিন إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ জ্বর চলে যাবে।
- ৩। নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর একবার জ্বর আসল। তখন হযরত সাযিয়দুনা জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام এই দোয়াটি পাঠ করে ফুঁক দেন:

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ دَآئِيٍّ يُّوْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْعَيْنِ

حَاسِدٍ ط اللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ

অনুবাদ: আল্লাহ তাআলার নামে আপনার উপর ফুঁক দিচ্ছি প্রত্যেক ঐ অসুখের জন্য যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং অন্যদের ক্ষতি এবং হিংসা কারীর কুদৃষ্টি থেকে। আল্লাহ তাআলা আপনাকে আরোগ্য দান করুক। আমি আপনার উপর আল্লাহ তাআলার নামে ফুঁক দিচ্ছি। (মুসলিম শরীফ, ১২০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৮৬) জ্বরাক্রান্ত রোগীকে শুধুমাত্র আরবীতে দোয়াটি (শুরু ও শেষে একবার দরুদ শরীফ) পড়ে ফুঁক দিয়ে দিন।

- ৪। জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি বেশি পরিমাণে بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ পাঠ করতে থাকুন।
- ৫। হাদীসে পাকে রয়েছে, যখন তোমাদের মধ্যে কারো জ্বর আসে তখন তার উপর ৩ দিন পর্যন্ত সকালে ঠান্ডা পানির ছিটা মারবে।

(আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, ৪র্থ খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৩৮)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের প্রিয় মুস্তফা, হযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর গোলামীতে আনুগত্যের গৌরব রয়েছে। রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলা গুলোতে আশিকানে রাসূলদের সাথে সফর করে দোয়া করার বিনিময়ে অনেক সময় ডাক্তারদের পক্ষে চিকিৎসা করা অসম্ভব রোগীর আনন্দও صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পুনরায় ফিরে আসে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

চক্ষুদ্বয় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল

লিয়াকত কলোনী, হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম সিন্ধু) এর দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবািল্লিগ এক যুবককে মাদানী কাফেলার দাওয়াত পেশ করলেন। এতে সে অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল: আপনারা লোকদের পেরেশানীর দিকেও লক্ষ্য রাখবেন। আমার মায়ের চোখের অপারেশন (OPERATION) এ ডাক্তারেরা ভুল করেছেন যার কারণে তাঁর দৃষ্টি শক্তি চলে গেছে। আমাদের ঘরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে আর আপনি বলছেন মাদানী কাফেলাতে সফর করতে? মুবািল্লিগ ইনফিরাদী কৌশিগ করা অবস্থায় সহানুভূতির ভঙ্গিতে দোয়া দিয়ে বললেন: “আল্লাহ তাআলা আপনার মাকে আরোগ্য দান করুক। ডাক্তার কি বলেছেন?” তিনি বললেন: “ডাক্তার বলেছেন, এখন আমেরিকা নিয়ে গেলেও এর চিকিৎসা সম্ভব নয়।” এটা বলার সময় তার কণ্ঠস্বর ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। মুবািল্লিগ খুবই মুহাব্বতের সাথে মৃদুভাবে তার পিঠ তাপড়িয়ে শান্তনার সুরে বললেন: “ভাই! ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিলেন, তাতে নিরাশ কেন হচ্ছেন।” আল্লাহ তাআলা আরোগ্যদানকারী, মুসাফিরের দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করেন, আপনি আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলাতে সফর করুন এবং এ সফরে মায়ের জন্য দোয়া করুন। ঐ মুবািল্লিগের চমৎকার ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে ঐ চিন্তাগ্রস্থ যুবক সুনাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলাতে সফর করলেন। সফরকালীন সময়ে মায়ের জন্য খুব দোয়া করলেন। যখন ঘরে ফিরে এসে মাকে দেখল তার খুশির সীমা রইলনা, মাদানী কাফেলার বরকতে তার মায়ের চোখের দৃষ্টি শক্তি পুনরায় ফিরে এসেছে।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো,
ছিখনে সুনাতি কাফিলে মে চলো।
চশমে বীনা মিলে সুখ ছে জীনা মিলে,
পা-ওগে রাহাতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “তিন প্রকারের দোয়া কবুল হয়। যেগুলো কবুল হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। ১। মায়লুমের (যার উপর জুলুম করা হয়েছে) দোয়া। ২। মুসাফিরের দোয়া। ৩। আপন সন্তানের জন্য পিতার দোয়া।” (জামে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৪৫৯) সফর তো সফর, তাও যদি মাদানী কাফেলাতে আশিকানে রাসূলদের সাথে হয় সে সম্পর্কে কি আর বলব। তাতে দোয়া কেন কবুল হবেনা। এ ঘটনা থেকে এ শিক্ষাই পাওয়া গেল, ইনফিরাদী কৌশিশের মধ্যে অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতা থাকা জরুরী। সম্মুখস্থ ব্যক্তি যদি বকা বকি করে বরং মারেও তবুও নিরাশ না হয়ে ইনফিরাদী কৌশিশ জারী রাখুন। যদি আপনি রাগান্বিত হয়ে যান অথবা ছেলে মানুষের মত করেন, তাহলে দ্বীনের অনেক ক্ষতি করবেন। কখনো বুঝানো ত্যাগ করবেন না। কেননা বুঝানোর মাধ্যমে অবশ্যই সফলতা আসে আর কেনই বা সফলতা আসবেনা ২৭ পারার সুরা যারিয়াতের ৫৫ নং আয়াতে আমাদের প্রিয় আল্লাহ্ তাআলার ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

আর বুঝাও যেহেতু বুঝানো
মুসলমানদের উপকার দেয়।

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى

تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

মাথা ব্যথার চিকিৎসা

কায়সারে রুম (রুম দেশের বাদশাহ) আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে চিঠি লিখলেন: আমার দীর্ঘ দিনের মাথা ব্যথা, যদি আপনার কাছে এর কোন ঔষুধ থাকে তাহলে পাঠিয়ে দিন! হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তার জন্য একটি টুপি পাঠিয়ে দিলেন। রুম দেশের বাদশাহ্ যখনই ঐ টুপি পরিধান করতেন, তখনই তাঁর মাথা ব্যথা দূর হয়ে যেত এবং যখন মাথা থেকে টুপি নামিয়ে রাখতেন, তখন মাথা ব্যথা পুনরায় শুরু হয়ে যেত। এতে তিনি খুবই আশ্চর্য হলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

অবশেষে তিনি যখন ঐ টুপি খুলে দেখলেন, তখন তা থেকে একটি কাগজ বেরিয়ে আসলো যাতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ লিখা ছিল।

(আসরারুল ফাতিহা, ১৬৩ পৃষ্ঠা। তাম্বীয়ে কবীর, ১ম খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

بِسْمِ اللّٰهِ এর মাধ্যমে চিকিৎসার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল, যার মাথা ব্যথা হয় তিনি একটি কাগজে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ লিখে অথবা কারো মাধ্যমে লিখিয়ে সেটার তাবীয মাথায় বেঁধে নিন। লিখার নিয়ম হল, মুছে না যায় এমন কালি যেমন বলপেন দ্বারা লিখুন এবং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর তিনটা م এর খালি বৃত্তকে সুস্পষ্টভাবে খোলা রাখুন। তাবীয লিখার নিয়ম হচ্ছে: আয়াত বা ইবারত লিখতে প্রত্যেক বৃত্তকার অক্ষরের বৃত্ত খোলা থাকা অর্থাৎ এভাবে যেমন- ط. ظ. ه. ه. ص. ض. ইত্যাদি। হরকত লাগানোর প্রয়োজন নেই। লিখে মোমযুক্ত (অর্থাৎ মোমে ভিজানো কাপড়ের টুকরা ভাজ করে নিন) বা প্লাস্টিক দ্বারা মুড়ে নিন অতঃপর কাপড়, রেস্ট্রীন অথবা চামড়ার দ্বারা তাবীয তৈরী করে মাথায় বেঁধে নিন। যার মাথায় ইমামা শরীফের মুকুট সাজানোর সৌভাগ্য হয়েছে সে চাইলে ইমামা শরীফের টুপির মধ্যে সেলাই করে নিতে পারেন। এভাবে ইসলামী বোনোরাও ওড়না অথবা বোরকার ঐ অংশে সেলাই করে নিন যা মাথার উপর থাকে। যদি পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকে তাহলে اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে। সোনা, রূপা অথবা যে কোন প্রকার ধাতুর খোলে তাবীয পরিধান করা পুরুষের জন্য জায়য নেই। অনুরূপভাবে যে কোন ধরণের ধাতু নির্মিত চেইন তাতে তাবীয থাকুক বা না থাকুক পুরুষদের পরিধান করা নাজায়য ও গুনাহের কাজ। এভাবে সোনা, রূপা এবং স্টীল ইত্যাদি যে কোন প্রকার ধাতুর পাত অথবা শিকল যার উপর কিছু লিখা থাকুক বা না থাকুক এমন কি আল্লাহ তাআলার মোবারক নাম বা কলেমায়ে তায়্যিবা ইত্যাদি খোদাই করা থাকে তা পরিধান করা পুরুষের জন্য নাজায়য। মহিলারা সোনা রূপার খোলে তাবীয পরিধান করতে পারবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

অর্ধ মাথা ব্যথার ৬ টি মাদানী চিকিৎসা

- ১। যদি কারো অর্ধ মাথা ব্যথা হয়, তাহলে ১বার সূরাহ ইখলাস (আগে ও পরে ১বার দরুদ শরীফ) পড়ে ফুঁক দিন। প্রয়োজনে ৩ বার, ৭ বার অথবা ১১ বার এভাবে ফুঁক দিন। ১১ বার পড়া শেষ হওয়ার পূর্বেই إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ অর্ধ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে।
- ২। যখন ব্যথা হয় তখন শুকনো আদা (যা পাশারী অর্থাৎ বনাজী ঔষধালয় গুলোতে পাওয়া যায়) কে অল্প পানিতে ঘষে শুকনো আদার ঘর্ষিত অংশ কপালে মালিশ করলে إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ অর্ধ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে।
- ৩। শুকনো ধনিয়ার কিছু দানা এবং অল্প কিসমিস ১টি মাটির কলসির ঠাণ্ডা বা সাধারণ পানিতে কয়েক ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে পান করলে إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে।
- ৪। গরম দুধে দেশী খাঁটি ঘি মিশিয়ে পান করলেও উপকার হয়।
- ৫। ডাবের পানি পান করলেও অর্ধ মাথা ব্যথা এবং পূর্ণ মাথা ব্যথা কমে আসে।
- ৬। হালকা গরম পানি বড় থালাতে রেখে তাতে লবণ দিয়ে উভয় পা কে ঐ পানিতে ১২ মিনিট রাখুন إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ব্যথা সেরে যাবে। (প্রয়োজনে মেয়াদ কম বেশী করতে পারেন)

মাথা ব্যথার ৭টি মাদানী চিকিৎসা

(১) **لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ** إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “না তাদের মাথা ব্যথা হবে, না জ্ঞানে পরিবর্তন আসবে।” (পারা- ২৭, আয়াত- ১৯, সূরা- ওয়াক্বিয়া) এ আয়াতে কারীমা ৩ বার (পূর্বে ও পরে ১ বার দরুদ শরীফ) পড়ে মাথা ব্যথা গ্রন্থ ব্যক্তিকে ফুঁক দিন। إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে। (অনুবাদ পড়ার প্রয়োজন নেই)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

- ২। সূরা নাস ৭ বার (পূর্বে ও পরে ১বার দরুদ শরীফ) পড়ে মাথায় ফুঁক দিন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করুন যদি এখনো মাথা ব্যথা অবশিষ্ট আছে বলে তাহলে পুনরায় এভাবে ফুঁক দিন। তারপরও যদি ব্যথা অনুভূত হয়। তাহলে ৩য় বার এভাবে ফুঁক দিন। পূর্ণ মাথা ব্যথা হোক বা অর্ধ মাথা ব্যথা হোক, যেসকল কঠিন মাথা ব্যথা হোক ৩য় বারে দূর হয়ে যাবেই إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ।
- ৩। যদি পূর্ণ মাথা বা অর্ধ মাথা ব্যথা হয়। তাহলে আসরের নামাযের পর সূরা তাকাসুর ১ বার (আগে ও পরে ১বার দরুদ শরীফ) পড়ে ফুঁক দিন إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ। মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে।
- ৪। জিহ্বায় এক চিমটি লবণ রেখে ১২ মিনিট পর এক গ্লাস পানি পান করে নিন। মাথায় যেমন ব্যথাই হোক না কেন দূর হয়ে যাবে। **(HIGH BLOOD PRESSURE)** অর্থাৎ উচ্চ রক্তচাপ সম্পন্ন রোগীর জন্য লবণ ব্যবহার করা ক্ষতিকর।
- ৫। এক কাপ পানিতে হলুদ মিশিয়ে সিদ্ধ করে পান করলে অথবা বাষ্প গ্রহণ করলে إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ। মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে তরকারী ইত্যাদিতে হলুদ অবশ্যই ব্যবহার করবেন।
- প্রত্যেকদিন ১ গ্রাম (অর্থাৎ পূর্ণ ১ চিমটি) হলুদ গ্রহণকারী إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ক্যান্সার রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে।
- ৬। দেশী ঘিতে ভাজা গরম গরম জিলাপী সূর্য উঠার পূর্বে খেলে إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথাতে উপশম হবে।
- ৭। হঠাৎ কখনো মাথা ব্যথা হলে। খাওয়ার পরে ২টি ডিসপ্রিন **(DISPIRIN)** পানিতে মিশিয়ে পান করে নিন, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ সুস্থ হয়ে যাবেন। (যে কোন প্রকার ব্যথার **TABLET** খাবার খাওয়ার পরই সেবন করুন। নতুবা ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

মাদানী পরামর্শ: যদি ঔষধ দ্বারা মাথা ব্যথা দূর না হয়। তাহলে চোখ পরীক্ষা করিয়ে নিন। যদি দৃষ্টি শক্তি কম হয়ে যায়, তাহলে চশমা ব্যবহার করলে إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ। মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে। এরপরও যদি সুস্থতা না আসে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

তাহলে **BRAIN SPECIALIST** (মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ) এর পরামর্শ নিন। এতে অলসতা করলে অনেক সময় বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

নাক ফেটে রক্ত বের হওয়া রোগের চিকিৎসা

যদি কারো নাক ফেটে রক্ত প্রবাহিত হয়। তাহলে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কপালের উপর থেকে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ লিখা শুরু করে নাকের নিচের দিকে শেষ করুন। إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ রক্ত বের হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

ঔষধের ঘটনা

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: যে রোগী بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পড়ে ঔষধ সেবন করবে, إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ঔষধ কার্যকরী হবে। একদা হযরত সায়্যিদুনা মূসা কালীমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এর মোবারক পেটে তীব্র ব্যথা শুরু হলে তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করলেন। ইরশাদ হল: জঙ্গলের অমুক গাছের শিকড় খাও। অতঃপর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তা খাওয়ার সাথে সাথেই সুস্থ হয়ে গেলেন। কিছুদি পর পুনরায় ঐ রোগে আক্রান্ত হলেন। হযরত সায়্যিদুনা মূসা কালীমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام পুনরায় ঐ গাছের শিকড় সেবন করলেন। কিন্তু ব্যথা আরো বেড়ে গেল। আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করলেন: “হে আল্লাহ! এর রহস্য কি? ঔষধ এক কিন্তু এর প্রভাব দু'রকম। প্রথম বার এটা আরোগ্য দান করেছে আর এবার রোগ বৃদ্ধি করে দিল।” আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন: “হে মূসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام তখন তুমি আমার পক্ষ হতে শিকড়ের কাছে গিয়েছিলে আর এবার গেলে নিজের পক্ষ থেকে। হে মূসা! আরোগ্য লাভ তো আমার নামের মধ্যেই রয়েছে। আমার নাম ব্যতীত দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তু প্রাণনাশক বিষ আর আমার নামেই এর চিকিৎসা বিদ্যমান রয়েছে।” (তফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলা এর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

ঔষধের উপর নয় আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রাখুন

জানা গেল, ভরসা ঔষধের উপর নয় বরং আল্লাহ তাআলার উপর রাখা উচিত। যদি আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন তাহলেই আরোগ্য পাবেন। অন্যথায় হতে পারে একই ঔষধ রোগ বৃদ্ধি হওয়ার কারণ হয়ে যাবে এবং সাধারণত দেখা যায়, একই ঔষধ দ্বারা এক রোগী আরোগ্য লাভ করছে পক্ষান্তরে ঐ ঔষধ যখন অন্য রোগী সেবন করে তখন তার বিরূপ প্রভাব (REACTION) পড়ে এবং আরো কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে যায় অথবা পঙ্গু হয়ে যায় নতুবা মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যখনই ঔষধ সেবন করবেন তখনই بِسْمِ اللّٰهِ شَافِي بِسْمِ اللّٰهِ كَافِي পড়ে নিন অথবা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে নিন অথবা বলুন।

আত্মার সজীবতা

আল্লাহ তাআলা হযরত সাযিয়্যদুনা মূসা কালীমুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام এর প্রতি ওহী নাযিল করলেন, দুনিয়া থেকে প্রত্যেক রুহই পিপাসার্ত হয়ে ফিরে যায়, ঐ রুহ ব্যতীত, যে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়েছে।
(আসরারুল ফাতিহা, ১৬২ পৃষ্ঠা)

সুন্দরভাবে পাঠ করার ফযীলত

শেরে খোদা হযরত আলী কَرِيْمُ اللّٰهِ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيْمُ থেকে বর্ণিত, “এক ব্যক্তি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কে খুব সুন্দরভাবে পাঠ করল, আর তার (গুনাহ) ক্ষমা হয়ে গেল।” (শুয়ারুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৫৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৬৬৭)

আল্লাহর নামের মধুরতা নাজাতের উপায়

এক পাপী ব্যক্তির মৃত্যুর পর কেউ স্বপ্নে তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ? অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন: একবার আমি একটি মাদ্রাসার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন একজন পাঠক بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করল,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

এটা শুনে আমার অন্তরে আল্লাহ তাআলার মধুর নামের প্রভাব পড়ল এমন সময় আমি অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনলাম আমি দুটি বস্তুকে একত্রিত করবনা (১) আল্লাহ তাআলার নামের স্বাদ, (২) মৃত্যুর যন্ত্রণা।

(আনীসুল ওয়াযেযীন, ৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক ও তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে জানা গেল, আল্লাহ তাআলার সম্মানিত নামের স্বাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি রহমতের ছায়ায় দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেয় এবং মৃত্যু তাঁর জন্য মুক্তি ও ক্ষমার সুসংবাদ নিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলার রহমত অনেক বড়, তিনি সুক্ষ্ম বিষয়েও দয়া প্রদর্শনকারী। দেখতে সামান্য মনে হলেও এমন আমলের সদকায় বড় বড় গুনাহগারকেও ক্ষমা করে দেয়া হয়।

রহমতে হক ‘বাহ’ না মি জু-য়াদ, রহমতে হক ‘বাহানা’ মি জু-য়াদ!
(আল্লাহ তাআলার রহমত “বাহ”(অর্থাৎ মূল্য) চাইনা বরং
আল্লাহ তাআলার রহমত বাহানা তালাশ করে)

কিয়ামতের অনন্য দলীল

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “তাকসীরে আযীযী” এর মধ্যে بِسْمِ اللّٰهِ এর উপকারের বর্ণনায় লিখেছেন: একজন আল্লাহর ওলী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাঁর মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করেছিলেন,

আমার কাফনে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ লিখে দিবে। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন: কিয়ামতের দিন এটা আমার জন্য লিখিত দলীল হবে। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার রহমত লাভের আবেদন করব। (তাকসীরে নঈমী, ১ম পারা, ৪২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

মিলেগা দোনো আলম কা খায়ানা পড়ল بِسْمِ اللّٰهِ
খোদা চাহে তো হো জান্নাত ঠিকানা পড়ল بِسْمِ اللّٰهِ

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
تُؤَبُّوْا إِلَى اللهِ! أَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

তুমি আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছ

হানাফী মাযহাবের ফিকহের কিতাব সমূহের মধ্যে সু-প্রসিদ্ধ কিতাব “দুররে মুখতারে” রয়েছে: এক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে এ ওসিয়ত করল, ইত্তিকালের পর আমার বুক ও কপালে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ লিখে দেবে সুতরাং তাই করা হল। অতঃপর কেউ স্বপ্নে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইল। সে বলল: যখন আমাকে কবরে রাখা হল, তখন আযাবের ফিরিশতাগণ আসল, অতঃপর আমার কপালে যখন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ লিখা দেখল তখন বলল: তুমি আযাব থেকে বেঁচে গিয়েছ। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

কাফনের উপর লিখার নিয়ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই কোন মুসলমানের মৃত্যু হয়, তখন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ অবশ্যই লিখে দিন। আপনার সামান্যতম মনোযোগ বোচারার ক্ষমা লাভের মাধ্যম হয়ে যেতে পারে এবং ঐ ব্যক্তির সাথে সহানুভূতির কারণে আপনারও মুক্তির উপায় হতে পারে। হযরত আল্লামা শামী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: এমনও করা যেতে পারে, মৃত ব্যক্তির কপালে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ লিখে দিন এবং বুকের উপর لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ লিখে দিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

কিন্তু এগুলো গোসলের পর ও কাফন পরিধান করানোর পূর্বে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা লিখুন, কালি দ্বারা লিখবেন না। (রদুল মুখতার ৩য় খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা) জের/জবর/পেশ ইত্যাদি লাগানোর প্রয়োজন নেই। শাজারা অথবা আহাদ নামা কবরে রাখা জায়িয় এবং উত্তম হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির সামনে কিবলার দিকে মাটিতে তাক বানিয়ে তাতে রেখে দেয়া বরং “দুররে মুখতার” এর মধ্যে কাফনে আহাদ নামা লিখা জায়িয় বলেছেন এবং তিনি আরও বলেন, এর মাধ্যমে ক্ষমার আশা করা যায়। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা)

যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম

কিয়ামতের দিন আযাবের ফিরিশতা এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করবেন। নির্দেশ দেয়া হবে, তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোন নেকী আছে কিনা খুঁজে দেখ? অতএব ফিরিশতা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তল্লাশী করে কোন নেকীর সন্ধান পাবে না। অতঃপর ফিরিশতা তাকে বলবেন “এখন একটু জিহ্বাকে বের কর দেখি সেখানে কোন নেকী আছে কি না। যখন জিহ্বাকে বের করবে তখন তাতে সাদা অক্ষরে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ লিখা দেখতে পাবেন। এমন সময় নির্দেশ দেয়া হবে “যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।” (নুযহাতুল মাজালিস, ১ম খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

গুনাহ গারো না ঘাবরাও না ঘাবরাও না ঘাবরাও
নযর রহমত পে রাখখো জান্নাতুল ফিরদাউস মে যা-ও!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার করুণা তো এরূপ, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেয়। নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পড়েছিল যা কাজে এসে গেছে। নিষ্ঠার সাথে যে কাজ করা হয় তা ছোট হলেও অনেক মর্যাদাশীল হয়। যেমন- নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ وَاٰلِهِمْ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

“الْحَلِصُ دِينُكَ يَرْفُكَ الْعَمَلُ الْقَائِلُ” অর্থাৎ- আপন দ্বীনের উপর নিষ্ঠাবান হয়ে যাও। তাহলে সামান্য আমলই যথেষ্ট হবে।” (আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, ৫ম খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৭৯১৪) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এক বুয়ুর্গ থেকে বর্ণনা করেন “এক মুহুর্তের ইখলাস বা নিষ্ঠা চির দিনের মুক্তির উপায় কিন্তু নিষ্ঠা খুব কম পাওয়া যায়।”

(ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা)

নির্ভেজাল আমলের পরিচয়

হযরত সাযিয়দুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর সঙ্গীগণ তাঁর عَلَيْهِ السَّلَام নিকট আরয করলেন: “কার আমল বিশুদ্ধ?” তিনি বললেন: ঐ ব্যক্তির আমল বিশুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হবে, যে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য আমল করে এবং এটা অপছন্দ করে, মানুষ তার আমলের প্রশংসা করুক। (প্রাগুক্ত, ৪০৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

হে আল্লাহ! তোমার একান্ত মুখলিস নবী সাযিয়দুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর ওসিলায় আমাদেরকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। আমীন। হায়! নাফস ও শয়তানের হাতে হাত রেখে দ্রুতগতিতে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছি। আহ! আহ! উৎসাহ প্রদানের নামে যতক্ষণ না আমাদের আমল ও দ্বীনী কাজ সমূহের প্রশংসা এবং বাহ্ বাহ্ দেয়া না হয়, ততক্ষণ আমাদের অন্তরে শান্তিই আসেনা।

মেরা হার আমল বহ তেরে ওয়াসিতে হো
কর ইখলাছ এইছা আতা ইয়া ইলাহী।

বিপদ আপদ দূর হওয়ার সহজ ওয়ীফা

মাওলায়ে কায়েনাত শেরে খোদা হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيم থেকে বর্ণিত;

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

নবীকুল সুলতান, সরদারে দোঁজাহান, মাহবুবে রহমান, হুয়র
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন, “ওহে আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আমি কি তোমাকে এমন বাক্য বলে দেবো না যা তুমি মুসীবতের সময় পড়বে” আরয করলেন: “অবশ্যই ইরশাদ করুন।” আপনার জন্য আমার জান কুরবান! সর্ব প্রকারের ভাল বিষয়গুলো আমি আপনার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কাছ থেকেই শিখেছি। ইরশাদ করলেন: “যখন তুমি কোন মুসীবতের সম্মুখীন হও, তখন এভাবে পাঠ কর:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

অতএব এর বরকতে আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত বিপদ আপদকে ইচ্ছা করেন, দূর করে দিবেন। (আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলা লি ইবনি সুন্নী, ১২০ পৃষ্ঠা)

সমস্যা সমাধান হবে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই অসুস্থতা, ঋণগ্রস্ততা, মামলা মুকাদ্দমা ও শত্রুর পক্ষ থেকে কষ্ট প্রদান, রোজগারহীনতা অথবা যে কোন ধরনের বিপদ হঠাৎ এসে পড়ে, কোন বস্তু হারিয়ে যায়, হোঁচট লাগলে, গাড়ি নষ্ট হলে, ট্রাফিক জ্যামে, ব্যবসায় ক্ষতি হলে, কোন কিছু চুরি হয়ে গেলে, মোটকথা ছোট বা বড় যে কোন ধরনের পেরেশানী আসলে তখন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

পড়ার অভ্যাস গড়ে নিন। নিয়ত পরিস্কার হলে উদ্দেশ্য সফল হবে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ। সমস্যার সহজ সমাধানের জন্য একটি আমল এটাও রয়েছে, জুমার নামাযের পূর্বে গোসল করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে একাকী অবস্থায় “يُؤْتِي اللهُ” ২০০ বার (পূর্বে ও পরে ৩ বার দরুদ শরীফ) পড়ে নিন। যে কোন প্রকারের বিপদই হোক না কেন إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ দূর হয়ে যাবে অথবা যে কোন জায়গা উদ্দেশ্য পূরণ হবে। দাঁওয়াতে ইসলামীর সুনাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলাতে অসংখ্য ইসলামী ভাইয়ের সমস্যা সমাধানের ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

নতুন জীবন

একজন শ্রমিকের কিডনী (KIDNEY) বিকল হয়ে গেল। আত্মীয় স্বজনেরা হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। তার এক অসৎ প্রকৃতির ভাগিনা তার সেবার জন্য আসল। মামাজান জীবনের শেষ প্রহর গুনছিলেন তা দেখে তার অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে গেল এবং চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সে শুনেছিল, দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলাতে সফররত অবস্থায় দোয়া কবুল হয়। সুতরাং সে মাদানী কাফেলার সাথে সফরে রওয়ানা হল এবং খুবই ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কান্না করে মামাজানের সুস্থতার জন্য দোয়া করল। যখন সফর থেকে ফিরে আসলোতখন মামাজান সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে এসেছিলেন এবং নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে হেঁটে হেঁটে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। এ রহমতপূর্ণ দৃশ্য দেখে ঐ যুবক গুনাহ ভারা জীবন থেকে তাওবা করল এবং নিজেকে মাদানী রঙ্গে রাঙ্গিয়ে নিল।

মরণে গম্ভীর হো, গরছে দিলগীর হো, হো গী হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো,
গমকে বাদল ছটে আওর খুশিয়া মিলে, দিলকি গলিয়া খিলে কাফিলে মে চলো!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

تَوْبُوْا اِلَى اللهِ! اَسْتَغْفِرُ اللهُ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

أَلْحَدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ মনের গভীরতা থেকে যে দোয়া করা হয় তা কখনো বিফলে যায় না। আল্লাহ তাআলার দরবারে যে দোয়াই চাওয়া হোক তা অবশ্যই কবুল হয়ে যায় আর কেনই বা হবে না! আমাদের প্রাণ প্রিয় মহান আল্লাহর সত্য বাণী হচ্ছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তোমাদের প্রতিপালক ইরশাদ করেছেন আমার নিকট দোয়া কর, আমি তা কবুল করব। (সূরা- মুমিন, আয়াত- ৬০, পারা- ২৪)

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي
أَسْتَجِبْ لَكُمْ ط

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

কুমন্ত্রণা

আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে যখন নিজেই ইরশাদ করছিলেন: “আমার কাছে দোয়া কর আমি কবুল করব।” কিন্তু অনেক সময় দোয়া কবুল হয়েছে তা প্রকাশ পায়না। যেমন দোয়া করা হল, অমুক জায়গায় চাকুরী পাওয়ার জন্য কিন্তু পাওয়া গেল না।

কুমন্ত্রণার প্রতিকার

কবুল হওয়ার অর্থ বুঝে না আসার কারণে শয়তান কুমন্ত্রণা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে দোয়া কবুল হয়েই থাকে। দোয়া কবুল হওয়ার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। দোয়া কবুল হওয়ার ৩টি অবস্থা লক্ষ্য করুন:

(১) দোয়াকারী যা চেয়েছে তা তাকে দেয়া হয়নি। কেননা তার জন্য তা উপযুক্ত ছিলনা আর তিনি সবচেয়ে বেশি দয়ালু নিজ বান্দার জন্য যা উত্তম তাই চান।

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং সম্ভবতঃ তোমাদের নিকট কোন বিষয় অপছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর হয়; এবং সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।

(সূরা-বাকারা, পারা- ২, আয়াত-২১৬)

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ
أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ
لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ

أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

(২) ঐ দোয়া প্রার্থীর উপর কোন কঠিন বিপদ আসার ছিল। যা তার পালনকর্তা কবুল না হওয়া দোয়ার পরিবর্তে দূর করে দিলেন। যেমন উদাহরণ স্বরূপ রবিবার মাগরিবের নামাযের পর মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় তাঁর পা ভাঙ্গার কথা ছিল এবং আসরের নামাযে সে দোয়া করল ইয়া আল্লাহ্ অমুকের কাছে আমি ১০০০ টাকা পাব আজ মাগরিবের আগে যেন পেয়ে যাই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরদে পাক পাড়, কেননা তোমাদের দরদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

মাগরিবের নামায আদায় করে, সুস্থ ও নিরাপদে পাওনাদারের নিকট পৌঁছে গেলেন কর্জ পরিশোধ করলনা এ দোয়াকারী মনে করল, আমার দোয়া কবুল হয়নি কিন্তু ঐ মূর্খের কি জানা ছিল, পাওনাদারের নিকট পৌঁছার পূর্বেই দূর্ঘটনায় তার পা ভেঙ্গে যাবার ছিল। কিন্তু ঐ দোয়ার বরকতে তা আর ভাঙ্গেনি। সুস্থ শরীরে ঐ কর্জ গ্রহীতার কাছে গেল।

- (৩) এই যে, যা চেয়েছে তা দেয়া হয়নি বরং ঐ দোয়ার বিনিময়ে আখিরাতে সাওয়াবের ভান্ডার দান করা হবে। যেমন- হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে, “যখন বান্দা আখিরাতে নিজের দোয়া সমূহের সাওয়াব দেখবে যা দুনিয়াতে পায়নি, তখন সে আকাজ্ঞা করবে, যদি এমন হত দুনিয়াতে আমার কোন দোয়াই কবুল না হত এবং সবগুলো এখানকার (অর্থাৎ আখিরাতের) জন্য জমা হয়ে যেত।

(আহসানুল বিআ, ২৭ পৃষ্ঠা, ব্যাখ্য সম্বলিত পাদটীকা)

একটি হাদীসে পাকে রয়েছে: “যাকে দোয়া করার সামর্থ দেয়া হয়, বেহেশতের দরজা তাঁর জন্য খুলে দেয়া হয়।” (প্রাঞ্জল, ১৪১ পৃষ্ঠা)

بِسْمِ اللّٰهِ এর প্রতি ভালবাসা পোষণকারীনি

একজন মুবাঞ্জিগ ইজতিমার মধ্যে بِسْمِ اللّٰهِ শরীফের ফযীলত বর্ণনা করছিলেন। একজন ইহুদী মেয়ে بِسْمِ اللّٰهِ এর ফযীলত শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হল এবং ইসলাম গ্রহণ করল। তাঁর মুখে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর ওযীফা জারী হয়ে গেল। উঠতে বসতে, শয়নে জাগরনে, চলা ফেরায়, بِسْمِ اللّٰهِ সর্বদা পাঠ করতে লাগল। এ কারণে মেয়েটির কাফির পিতা মাতা তাঁর উপর খুবই অসন্তুষ্ট হল এবং বিভিন্ন ভাবে তাকে কষ্ট দিতে লাগল। এমনকি ইসলামের প্রতি শত্রুতার কারণে আপন মেয়ের উপর যে কোন অভিযোগ আরোপ করে আল্লাহর পানাহ! তাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে লাগল। অতএব একদিন তার পিতা (ঐ সময়কার বাদশাহের উযীর ছিল) রাষ্ট্রীয় মোহর অঙ্কিত একটি আংটি মেয়েকে রাখতে দিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

সে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ বলে তা নিল এবং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পড়ে পকেটে রেখে দিল। রাতে যখন সে ঘুমাল। তখন তার পিতা পকেট থেকে তা নিয়ে নদীতে ফেলে দিল। সাথে সাথে একটি মাছ তা গিলে ফেলল। সকালে একজন জেলে ঐ নদীতে জাল নিক্ষেপ করলে ঘটনাক্রমে ঐ মাছটিই জালে ধরা পড়ল। সে মাছটি নিয়ে উযীরকে উপহার দিল। উযীর তা নিয়ে মেয়েকে রান্না করার জন্য দিল। সে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ বলে মাছটি নিল। যখন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ বলে মাছটির পেট কাটলো। তখন তা থেকে এ আংটি-টি বের হয়ে আসল। সে بِসْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ বলে পকেটে রেখে দিল আর মাছটি রান্না করে পিতার সামনে পেশ করল। খাওয়ার পর যখন দরবারে অর্থাৎ রাজ সভায় যাওয়ার সময় হল, তখন পিতা মেয়ের নিকট আংটি-টি চাইল। সে بِসْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰনِ الرَّحِیْمِ পড়ে পকেট থেকে তা বের করে দিল। পিতা এটা দেখে আশ্চর্য ও হতভম্ব হয়ে গেল আর এভাবে بِسْمِ اللّٰهِ শরীফের ভালবাসা পোষণকারীনীকে আল্লাহ তাআলা হত্যা থেকে রক্ষা করলেন। (লামআলে সুফিয়া)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

بِسْمِ اللّٰهِ লিখার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় হাবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সম্মানার্থে উত্তম অক্ষরে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ লিখল, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।” (আদ দুররুল মানসূর, ১ম খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা হুজুর হযরত সায়্যিদুনা শাহ নকী আলী খান কাদেরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ১২৯৭ হিজরী যিলক্বদ মাসে বৃহস্পতিবার যোহরের সময় ইস্তিকাল করেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

তাঁর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ জীবনের শেষ লিখা ছিল। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ তাঁর (পিতার) ইত্তিকালের আবেগপূর্ণ দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “ইত্তিকালের দিন ফযরের নামায আদায় করে নিয়েছিলেন। অতঃপর তখনও যোহরের সময় বাকী ছিল, যখন তিনি ইত্তিকাল করেন। মৃত্যু শয্যা উপস্থিত লোকেরা দেখলেন, তিনি চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে একের পর এক সালাম দিয়ে যাচ্ছিলেন। (অবস্থা দেখে এরূপ মনে হচ্ছিল, আওলিয়ায়ে কিরামের رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی পবিত্র রুহ সমূহ অভ্যর্থনার জন্য একত্রিত হচ্ছিল) যখন কিছু নিঃশ্বাস অবশিষ্ট রইলো তখন হাতদ্বয়কে ওয়ুর অঙ্গ সমূহে এমনভাবে বুলাচ্ছিলেন, দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওয়ু করছেন। এমন কি নাকও পরিস্কার করলেন। سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তিনি নিজ থেকেই অচেতন অবস্থায় যোহরের নামায আদায় করলেন। যে সময় কামিয়াব রুহ দেহ থেকে পৃথক হল, তখন আমি ফকীর শিয়রে উপস্থিত ছিলাম। মহান আল্লাহর শপথ! একটি সুন্দরতম আলো প্রকাশ্য দৃষ্টি গোচর হল (অর্থাৎ যে সকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন সবাই দেখল), বুক হতে আলো উঠে উজ্জল বিজলীর ন্যায় চেহারার উপর এরূপ চমকালো যেভাবে সূর্যের আলো আয়নায় প্রতিফলন ঘটে। এমতাবস্থায় তা অদৃশ্য হয়ে গেল। এর সাথে সাথে শরীর থেকে রুহও বের হয়ে গেল। তাঁর পবিত্র মুখের সর্বশেষ শব্দটি ছিল আল্লাহু আর তাঁর সর্বশেষ পবিত্র হাতের লিখাটি ছিল: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ যা ইত্তিকালের দু'দিন পূর্বে তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ একটি কাগজে লিখেছিলেন। পরে আমি ফকীর (আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ) পীর ও মুর্শিদে বরহক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি সম্মানীত আব্বাজানের মাযারে তাশরীফ আনলেন। আমি গোলাম আরয করলাম: হযুর এখানে কেন? বললেন: “আজ থেকে বা এখন থেকে এখানেই থাকব।”

(হায়াতে আ'লা হযরত, ১ম খণ্ড, ৫০, ৫১ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী)

আল্লাহু তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

আরশ পর ধুমে মাচে উহ মু'মিনে ছালেহ মিলা,
ফরশে ছে মাতম উঠে উও তায়িব ও তাহির গেয়া!

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَي الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَي مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখার মহান সাওয়ার পাওয়ার জন্য সম্ভব হলে কখনো কখনো ওয়ু অবস্থায় সুন্দর অক্ষরে কাগজ ইত্যাদিতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখুন। কিন্তু বেআদবী পূর্ণ স্থানে কখনও লিখবেন না। দেওয়ালেও পবিত্র আয়াতগুলো বা বাক্যসমূহ লিখবেন না। কেননা লিখার অংশ ধীরে ধীরে বরে মাটিতে পড়বে। অতএব মসজিদেও এই আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। আর যমিনের উপর লিখার ব্যাপারে তো আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করে দিয়েছেন।

মাটির উপর লিখা

প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ একদিন এক জায়গা দিয়ে তাম্বীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। মাটির উপর কিছু লিখা ছিল। মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুয়ুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পাশে বসা যুবকের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন: “এখানে কি লিখা হয়েছে?” সে আরয করল: “بِسْمِ اللّٰهِ!” ইরশাদ করলেন: “এরূপ যে করে তার উপর লা'নত হোক! “بِسْمِ اللّٰهِ” কে তার উপযুক্ত জায়গাতে রাখো।” (আদদুরুল মানসুর, ১ম খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা)

আয খোদা খাওয়া-হীম তওফীকে আদব,
বে-আদব মাহরুমে গশ্ত আয ফযলে রব!

আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট আদব অর্জনের তাওফিক লাভের প্রত্যাশী কেননা বেয়াদব আল্লাহ তাআলার দয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে এদিক সেদিক অপমাণিত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

প্রত্যেক ভাষার অক্ষরের সম্মান করণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যমিনের উপর কোনো শব্দ লিখা উচিত নয়, তা যে কোন ভাষায় হোকনা কেন। অনেকেই মনে করেন ইংরেজি ভাষার আদব করার প্রয়োজন নেই। এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। চিন্তা করে দেখুন! যদি ইংরেজিতে ALLAH লিখা থাকে তাহলে কি আপনি এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন না? করবেন, অবশ্যই করবেন। আল্লাহর পানাহ! যদি অসম্মানের নিয়তে এর উপর পা রাখে বা পদদলিত করে তাহলে কাফির হয়ে যাবে। বস্তুত ইংরেজি সহ পৃথিবীর সকল ভাষার অক্ষরকে সম্মান করা উচিত। তাফসীরে কবীর শরীফের, ১ম খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ভাষাই আল্লাহ প্রদত্ত। প্রকাশ থাকে, যমিনের উপর যে কোন ভাষাতে লিখা নিশ্চয়ই অসম্মানজনক। আজকাল তো ট্রাফিক-পুলিশের পক্ষ থেকে পথ প্রদর্শনের জন্য সড়কের উপর অনেক লিখা দেখা যায়। এটা ভুল পদ্ধতি। আহ! যদি এমন হত, এর পরিবর্তে বিভিন্ন রঙের মাধ্যমে (সবুজ রং ব্যতীত) বিভিন্ন চিহ্ন দ্বারা এই কাজটি করা হত! দরজায় এমন পাপুষ রাখবেন না যাতে WELCOME ইত্যাদি লিখা থাকে। আফসোস! আজকাল অক্ষর সমূহের আদব করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সাধারণত বিছানার চাদরে, ফোমের গদির কভারের উপর কোম্পানীর নাম লিখা থাকে। (W.C) কামোন্টের উপর, সেভেল বা জুতার ভিতরের অংশে বরং তলায় এবং কাপড়ের কিনারায় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ইত্যাদি লিখা থাকে। অনেক সময় সেলাই করা পায়জামার মধ্যে, বসার স্থানে লিখা পাওয়া যায়। যা অনবরত বেয়াদবীর কাজ। বরং সবচেয়ে বেয়াদবী মূলক কাজ হল লাল ইট ও ফ্লোর টাইলস এর নিম্নাংশে লিখা। ইট ও ফ্লোর টাইলসের লিখা গ্রান্ডার মেশিন দ্বারা ঘষে মুছে দেয়া যেতে পারে এবং অধিক পরিমাণে ত্রয়কারী কারখানার মালিকের নিকট থেকে লিখাবিহীন তৈরী করাতে পারেন। কিন্তু এত কষ্ট সহ্য করার মত আদব করার মাদানী যেহেন (মন মানসিকতা) কিভাবে সৃষ্টি হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ছাইলে সব কিছু সম্ভব।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

একদা (বাবুল মদীনা) করাচীতে মাটির উপর রাখা একটি ইটের উপর লিখা দেখে সগে মদীনা (লিখক) عُنَى عَنْهُ এর অন্তর অস্থির হয়ে গেল। তাতে “উমর” লিখা ছিল। ইট গোসলখানা, টয়লেট সহ প্রত্যেক জায়গার দেওয়াল ও মেঝেতে ব্যবহৃত হয়। এ কথা লিখতে গিয়ে অতীতের এমন একটি হৃদয় বিদায়ক স্মৃতি মনে পড়ে গেল, যা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

মদীনা শরীফের হৃদয় বিদায়ক স্মৃতি

মসজিদে নববী শরীফ عَلِ صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام এর পূর্বদিকে বাবে জিব্রাইলের সামনে একটি পুরোনো গলি যা জান্নাতুল বাকীর দিকে ছিল। ঐ পবিত্র গলিকে আশিকগণ বেহেশতি গলি বলতেন। তাতে অনেক স্মৃতিচিহ্ন যেমন পবিত্র আহলে বাইত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর পবিত্র ঘর ইত্যাদি ছিল। বর্তমানে ঐ প্রাণপ্রিয় বাস্তবিক মাদানী গলীকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। ১৪০০ হিজরীর এক আনন্দ ঘন বিকালে (সগে মদীনা عُنَى عَنْهُ) ঐ বেহেশতি গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। নর্দমার উপর একটি ঢাকনাতে আরবীতে লিখার উপর আমার দৃষ্টি পড়ল। গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম। সেটার উপর লোহার ঢালাইকৃত “মাজারিল মদীনা” লিখা ছিল। আমি ভালবাসার অগ্রহ নিয়ে ঐ লিখাটিতে চুমু খেললাম। আর যে সকল বদনসীব আমার প্রিয় প্রিয় মদীনা عَلِ صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام এর পবিত্র নামকে নর্দমার ঢাকনার উপর লিখিয়েছে তাদের জন্য আমার অন্তরে এরূপ ঘৃনার সৃষ্টি হল তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। চুমু খেতে দেখে একজন ইয়ামেনী বৃদ্ধ আমাকে বকা দিল, আমি মাথা নিচু করে দ্রুত সামনে অগ্রসর হয়ে গেলাম। এরপর কিছু দূর যেতে না যেতেই পিছন থেকে কারো সালামের শব্দ শুনে ফিরে দেখলাম, এক পাকিস্তানী লোক খুবই আবেগভরা ভঙ্গিতে এসে সাক্ষাৎ করলেন এবং আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আমার কাছে তিনি ক্ষমা চেয়ে বলতে লাগলেন: “ঐ ইয়ামেনী বৃদ্ধের আচরণে মনে কষ্ট নিবেন না।” তিনি আরো বললেন: “মসজিদে নববী শরীফ عَلِ صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام আপনার উপস্থিতির ধরণ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি এবং আমি তখন থেকেই আপনার পিছু নিয়েছি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

আপনার সকল কার্যকলাপকে তখন থেকেই পর্যবেক্ষণ করছি। আপনি দয়া করে আমার ঘরে অবস্থান করুন।” আমি বললাম, الْحَسْبُ لِي وَعَزْوَجَلْ আমার কাছে থাকার সুব্যবস্থা আছে।” বললেন: “কিছু খেয়ে যান।” বললাম: “খাওয়ার এখন চাহিদা নেই।” বললেন: “আমার পক্ষ থেকে কিছু হাদিয়া গ্রহণ করুন।” আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললাম: “আমি অভাবগ্রস্ত নই, الْحَسْبُ لِي وَعَزْوَجَلْ আমার কাছে খরচাদি রয়েছে। বস্তুত, তিনি একজন ভাল ধারণা পোষণকারী লোক ছিলেন এবং তিনি আমার প্রতি খুবই ভালবাসা প্রদর্শন করলেন। যেহেতু আমার কাছে তিনি অপরিচিত ছিলেন কাজেই এরপর তাঁর সাথে আর কখনও আমার সাক্ষাৎ হয়নি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দান করুক আর প্রত্যেক মুসলমানকে বেয়াদবী হতে ও বেয়াদবের থেকে রক্ষা করুক।

মাহফুজ খোদা রাখনা ছাদা বে-আদবু ছে,
আওর মুঝছে ভী হরজদ না কভী বে-আদবী হো!

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

অতি চালাক লোকের যুক্তি

আরবী ভাষায় “মদীনা” শব্দের অর্থ হচ্ছে শহর। এ কারণে নর্দমার ঢাকনাতে “মদীনা” লিখাতে ক্ষতি নেই।

আশিকের জবাব

আরবীতে শহর বুঝাতে “বালাদ” শব্দটিও প্রসিদ্ধ। মদীনায়ে মুনাওয়ারা শহরের কর্তৃপক্ষকে ও বালাদিয়্যাহ বলা হয়। পরিশেষে এমন প্রিয় নাম “মদীনা” কে رَادَكَ اللهُ شَرِيحًا وَتَعْنِيَةً (অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর সম্মানকে বৃদ্ধি করুক) নর্দমার ঢাকনাতেই লিখার কথা কিভাবে বিবেকে আসল? আরবী ভাষা ছাড়া উর্দুসহ পৃথিবীর যে কোন ভাষাতে যখন “মদীনা” বলা হবে তখন সকলেই এর দ্বারা “মদীনা তুন নবী عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام” কেই বুঝবে। বরং বড় বড় ওলামায়ে কিরাম গণও মদীনায়ে মুনাওয়ারার عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام অনেক গুলো নাম রচনা করেছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

তন্মধ্যে এককভাবে “মদীনা” শব্দকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন আর এটাকে “মদীনা তুল মুনাওয়ারা عَلَى صَاحِبِهَا السَّلَامُ وَالسَّلَامُ এর ইতিহাস সম্বলিত কিতাব সমূহেও দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন- আল্লামা নূরুদ্দীন আলী বিন আহমদ আস্ সামহুদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর লিখিত “ওয়াফাউল ওয়াফা”, ১ম খন্ড, ২২ পৃষ্ঠাতে মদীনা শরীফের অনেকগুলো নাম লিখেছেন। তন্মধ্যে একটি নাম “মদীনা”ও লিখেছেন। বস্তুত কোনো ভাবে নর্দমার ঢাকনার উপর “মদীনা” বরং আল মদীনা লিখা আশিকদের অন্তর সমর্থন করতে পারেনা। “আল মদীনা” যে কি, তা আশিকদের অন্তরই জানে। আশিকদের ইমাম, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, পারওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, আশিকে মাহে নবুয়ত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিকট মদীনা عَلَى صَاحِبِهَا السَّلَامُ وَالسَّلَام শরীফের গুরুত্ব পর্যবেক্ষণ করুন। যেমন- তিনি বলেন:

নামে মদীনা লে দিয়া চলনে লাগি নসীমে খুলদ,
ছু-যশে গম কো হামনে ভী কেইছী হাওয়া বাতায়ী কিউ!

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ভাইজান হযরত মাওলানা হাসান রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এভাবেই আকাজ্খা প্রকাশ করেন:

রাহে উনকে জলওয়ে বছে উনকে জলওয়ে
মেরা দিল বনে ইয়াদগারে মদীনা। (যগকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

কুমন্ত্রণা

নর্দমাতো নর্দমাই। এটার ঢাকনাতে চুমু দেয়া খুবই দোষনীয়।

কুমন্ত্রণার প্রতিকার

নর্দমার ঢাকনা উপরে থাকে, আবর্জনা থাকে ভিতরে। শুকনো ঢাকনাতে (যার উপর প্রকাশ্য কোন অপবিত্র বস্তুর চিহ্ন না থাকে) নাপাক বলার কোন কারণ হতে পারে না।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

অতএব মদীনাতুল মুনাওয়ারায় عَلِيٍّ صَلَاتُهَا الطَّلُوعُ وَالسَّلَامُ আল মদীনা লিখিত শুকনো ঢাকনাতে প্রেমে বিভোর হয়ে চুমু দেয়াকে পৃথিবীর ইসলামী জগতের কোন মুফতি নাজায়েয বলবেন না। আল্লাহর হাবীব, হাবীবে লবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র ভূমির ঢাকনার উপর লিখা আল মদীনাকে চুমু দেয়া এবং প্রেমে বিভোর হয়ে শরীরকে আন্দোলিত করা শুধু আশিকানে মদীনাগনের কাজ। প্রিয় প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আশিকগণ, মদীনা পাকের প্রেমিকগণ আর শময়ে বয়মে রিসালাতে জান উৎসর্গকারীগণ আনন্দে বলে উঠুন-

আল্ মদীনা ছে হামে তো পেয়ার হে

إِنْ شَاءَ اللهُ আপনা বেড়া পার হে।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

মদ্যপায়ীর ক্ষমা হয়ে গেছে

একজন পূণ্যবান ব্যক্তি নেশা করার কারণে নিজের ভাইকে কাছে ডেকে নিয়ে শাস্তি দিলেন, ফিরে আসার সময় সে পানিতে ডুবে মারা গেল। তাকে দাফন করা হলে সেই রাতে ঐ পূণ্যবান ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলেন তাঁর মরহুম ভাই জান্নাতে বিচরণ করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি তো মদ্যপায়ী ছিলে এবং নেশাবস্থায়ই তোমার মৃত্যু হয়েছে, তবে কি ভাবে তোমার জান্নাত নসীব হল?” সে বলতে লাগল: “আপনার মার খাওয়ার পর যখন আমি ফিরে আসছিলাম তখন রাস্তায় একটি কাগজ দেখলাম, যাতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ লিখা ছিল। আমি ঐ কাগজটি উঠালাম এবং গিলে ফেললাম। তারপর পানিতে পড়ে যায়, আর মৃত্যুবরণ করি। যখন কবরে পৌঁছলাম, তখন মুনকার নকীরের প্রশ্নের জবাবে আরয করলাম আপনারা আমাকে প্রশ্ন করছেন অথচ আমার পরওয়ারদিগার এর পবিত্র নাম আমার পেটে বিদ্যমান রয়েছে। এরই মধ্যে অদৃশ্য হতে আওয়াজ আসল: صَدَقَ عَبْدِي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ! অর্থাৎ আমার বান্দা সত্য বলেছে, নিঃসন্দেহে আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।” (নুহহাভুল মাজালিস, ১ম খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক ও তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
تُؤْتُوا إِلَى اللَّهِ! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

হায়! যদি এমন হত প্রতিটি মুসলমান তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদানকারী আশিকানে রাসূলদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। প্রতিটি দরস ও প্রতিটি সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করত এবং এজন্য সত্যিকার ভাবে সত্য অন্তরে যথাসাধ্য চেষ্টা করত। যেমন-

মাগফিরাতে পুরস্কার

একজন ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা “এটা ঐ সময়ের কথা যখন বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তিন দিনব্যাপী সুন্নাতে ভরা ইজতিমার প্রস্তুতি জোরে শোরে চলছিল। মাদানী কাফেলা গুলোকে আনার জন্য বিভিন্ন শহর থেকে বাবুল মদীনা করাচীতে আসার জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা ছিল। ঐ সময় আমার এক আত্মীয় মারা গেল। কিছুদিন পর পরিবারের কেউ মরহুমকে স্বপ্নে দেখে যখন তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তখন বলতে লাগলেন: আমি করাচীতে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণের নিয়তে বিশেষ ট্রেনের সীট বুক করেছিলাম। আর আল্লাহ তাআলা আমার সঠিক নিয়তে ফলে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

রহমতে হক 'বাহ' না মি জুয়াদ, রহমতে হক 'বাহানা' মি জুয়াদ!

(আল্লাহ তাআলার রহমত মূল্য চায়না বরণ

আল্লাহ তাআলার রহমত “বাহানা তালাশ করে)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

ভাল নিয়্যতের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ভাল নিয়্যতের কিরূপ উচ্চ মর্যাদা রয়েছে, আমল করার সুযোগ না হওয়া সত্ত্বেও ইজতিমাতে অংশ গ্রহণের নিয়্যতকারী সৌভাগ্যবান ব্যক্তির ক্ষমা হয়ে গেছে। হযরত সায্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “মানুষ কিছুদিনের আমলের কারণে নয় বরং ভাল নিয়্যতের কারণে জান্নাত লাভ করবে। (ক্বীমিয়ায়ে সাদাত, ২য় খন্ড, ৮৬১ পৃষ্ঠা) মনে রাখবেন! অন্তরের ইচ্ছাকেই নিয়্যত বলে। অন্তরে ইচ্ছা না থাকা অবস্থায় শুধু হ্যাঁ বলাতে নিয়্যতের সাওয়াব পাওয়া যাবে না। যেমন কাউকে বলা হল, “কালকে আসবেন?” তিনি ‘হ্যাঁ’ বলে দিল। কিন্তু অন্তরে এই ইচ্ছা ছিল, “যাব না।” তাহলে এটা মিথ্যা ওয়াদা হল আর মিথ্যা ওয়াদা করা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। যখন তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাব্বকের যুদ্ধের জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তখন ইরশাদ করলেন: মদীনা শরীফে এমন কিছু লোক রয়েছে, আমরা যে উপত্যকা অতিক্রম করছি অথবা এমন জায়গা যা পদদলিত করার কারণে কাফিরদের রাগ আসে এছাড়া যখন আমরা কোন মাল খরচ করি বা আমরা ক্ষুধার্ত থাকি তখন তারা ঐ সকল বিষয়ে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করে, অথচ তারা মদীনা শরীফ রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন: “ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ তা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কিভাবে?” তারাতো আমাদের সাথে নেই। তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “তাদেরকে উয়র অর্থাৎ অপরাগতা বাধা প্রদান করে রেখেছে।” (তারা এই জন্য সাওয়াবের অধিকারী সাব্যস্ত হয়েছে, অংশগ্রহণের সত্যিকার নিয়্যত থাকা সত্ত্বেও অপরাগতার কারণে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি।) (সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৯ম খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা) যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে, সে কিয়ামতের দিন এরূপ অবস্থায় উঠবে,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

তার সুগন্ধি কস্তুরীর চেয়েও অধিক সুগন্ধময় হবে এবং যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করবে, সে কিয়ামতের দিন এভাবে উঠবে, তার গন্ধ মৃত লাশের চেয়েও অধিক দুর্গন্ধময় হবে। (মুহাম্মিফে আব্দুর রাজ্জাক, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১৯, হাদীস নং-৭৯৩২। ইহইয়াউ উলুম, ৪র্থ খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা) হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কীমিয়ায়ে সা'আদাতে এ হাদীসে পাক বর্ণনা করেন; হরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি এ নিয়্যতে ঋণ নেয় যে, ফিরিয়ে দিবেনা তাহলে সে চোর”।

(আত্‌তারগীব ওয়াত্‌ তারহীব, ২য় খন্ড, ৬০২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার গোপন রহস্য

দয়ালু আল্লাহ তাআলার রহমতের উপর কুরবান। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। কোন বান্দার সাথে তার কি গোপন রহস্য রয়েছে এটা কেউ জানেনা। যখন আল্লাহ তাআলা দান করা শুরু করেন তখন প্রকাশ্য খুবই ছোট আমলের বিনিময়ে জান্নাতের সর্বোচ্চ নেয়ামত দ্বারা পুরস্কৃত করে থাকেন এবং যখন কাউকে পাকড়াও করতে ইচ্ছে হয় তখন যে কোন একটি ছোট গুনাহের কারণে ধরে ফেলে। অতএব বান্দার উচিত, যে কোন ভাল কাজ পরিত্যাগ না করা, গুনাহ খেতে সর্বদা নিজেকে রক্ষা করা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার অমুখাপেক্ষীতাকে ভয় করা। হযরত আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে জাওয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন:

লোমহর্ষক ঘটনা

হযরত সাযিয়দুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজ সাথীদের সাথে বসেছিলেন। এমন সময় লোকেরা একজন নিহত ব্যক্তিকে টেনে হেঁচড়ে তাঁদের পাশ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সাযিয়দুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যখন মৃত ব্যক্তির চেহারা দেখলেন তখন বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। যখন হুশ আসল, কেউ বেহুশ হওয়ার কারন জানতে চাইলে তখন তিনি বললেন: এই নিহত ব্যক্তি কোন এক সময় খুব বড় ইবাদতকারী এবং দুনিয়া বিমুখ ছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

উপস্থিত সকলের কৌতুহল বৃদ্ধি পেল: আর আরয করল: “ইয়া সাযিদি! আমাদেরকে বিস্তারিত ঘটনা বলুন।” বললেন: এই আবিদ একদিন নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হল। তখন রাস্তায় এক খ্রীষ্টান যুবতীর দিকে তার দৃষ্টি পড়ল আর হঠাৎ তার অন্তরে প্রেমের আগুন জ্বলে উঠল এবং ঐ যুবতীর ফিতনায় পড়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি শর্ত দিল, “খ্রীষ্টান হয়ে যাও”। কিছুদিন ঐ আবিদ নিজেকে সামলিয়ে রাখলো। কিন্তু অবশেষে যৌন তাড়নায় পাগল হয়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান হয়ে গেল। যখন সে এসে ঐ যুবতীকে এই সংবাদ দিল তখন সে আগের প্রস্তাব ফিরিয়ে নিল এবং ধিক্কার দিয়ে বলল: “ওহে হতভাগা! তোর ভিতর কোন কল্যাণ নেই। তুই যখন নিজের ধর্মের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস, তখন অন্য কারো সাথে বিশ্বাস রক্ষা করবি কি ভাবে? ওহে হতভাগা! তুই যৌন তাড়নায় পাগল হয়ে সারা জীবনের ইবাদত ও রিয়াযত বরং নিজের ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করে দিয়েছিস। শুনে রাখ! তুই ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়েছিস। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি খ্রীষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গেছি।” এটা বলে, সে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করল। কেউ শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, “এটা কিভাবে তোমার মুখস্থ হল?” বলল: “আসলোকথা হল, স্বপ্নের মধ্যে আমি জাহান্নামে প্রবেশ করছিলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ একজন সম্মানিত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলেন এবং আমাকে সাত্ত্বনা দিয়ে বললেন: “ভয় করনা! তোমার জায়গায় ঐ ব্যক্তিকে বিনিময় স্বরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে এই ব্যর্থ প্রেমিক আমার স্থানে জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এসে গেল। অতঃপর ঐ সম্মানিত ব্যক্তি আমাকে জান্নাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি এই লিখা দেখলাম—

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

আল্লাহ যা চান নিশ্চিহ্ন করেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং মূল লিখা তাঁরই নিকট রয়েছে।

(পারা- ১৩, সূরা- আররা'দ, আয়াত- ৩৯)

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۗ

وَعِنْدَهُ اَمْرُ الْكِتٰبِ ﴿٣٩﴾

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

এরপর তিনি আমাকে সূরা ইখলাস মুখস্থ করিয়ে দিলেন। যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন এটা আমার মুখস্থ ছিল। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: ঐ ভাগ্যবতী মহিলা তো মুসলামান হয়ে গেল। কিন্তু এই দূর্ভাগা আবিদ যৌন তাড়নায় পরাজিত হয়ে মুরতাদ অর্থাৎ ধর্মত্যাগী হওয়ার পর আজ তাকে হত্যা করা হয়েছে। نَسَأَ اللّٰهُ الْعَاقِبَةَ অর্থাৎ (আল্লাহ তাআলার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি)।

(বাহরুদ্দয়ুম, ১৬তম অধ্যায়, ৭৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার অমুখাপেক্ষীতা ও তাঁর (গোপন) রহস্য সম্পর্কে সর্বদা ভয় করা উচিত। আমাদের মধ্যে কেউ জানিনা, আমাদের ঈমান সহকারে মৃত্যু হবে কি হবেনা? আহ! আহ! আল্লাহুর শপথ! আমরা দুনিয়াতে জন্ম নিয়ে খুবই কঠিন পরীক্ষাতে পড়ে গেছি। এ ব্যাপারে তো জানোয়ার ও কীট পতঙ্গই ভাল আছে। কেননা এদের ঈমান হারাবার কোনো ভয় নেই, মৃত্যু যন্ত্রণা, কবর ও হাশরের ভয়াবহতার আশংকা নেই, জাহান্নামের আযাবের কোনো ভয় নেই।

কাশ কে ম্যায় দুনিয়া মে পায়দা না ছয়া হোতা,
কবর ও হাশর কা সব গম খতম হো গেয়া হোতা।
আহ! ছলবে ঈমান কা খওফ খায়ে যা-তা হে,
কাশ! মেরী মা নে হী মুবকো না জনা হোতা।
আহ! কসরতে ইছইয়া হায়ে খওফে দোযখ কা,
কাশ! ইছ জাহা কা ম্যায় না বশর বানা হোতা।

আল্লাহ তাআলা কারো মুখাপেক্ষী নন। আমাদেরকে তাঁর প্রতি সর্বদা ভয় রাখা উচিত। ঈমান হিফায়তের ব্যাপারে কখনো অলসতা করা উচিত নয়। অসৎ সঙ্গের মধ্যে ধ্বংসই ধ্বংস আর সৎ সঙ্গ ও নেককার লোকদের সাথে ভালবাসা ও সম্পর্ক রাখতে সবদিক থেকে নিরাপত্তা রয়েছে। তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে যে সারা জীবন সম্পৃক্ত থাকে তার উপর ঐ রহমত বর্ষিত হয় যা শ্রবণকারীরা শুনে অবাক হয়ে যায়। যেমন-

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

মদীনার মুসাফির

বাবুল মদীনা (করাচীর) নয়াদাদের একজন দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের বয়ান তার নিজের ভাষায় উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন: “আমার সম্মানিত পিতা হাজী আবদুর রহীম আত্তারী যার বয়স কম বেশী সত্তর বছর ছিল। জীবনের প্রথম দিকে দুনিয়ার রং তামাশায় মত্ত ছিলেন। এরপর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে তাঁর জীবনে মাদানী পরিবর্তন এসে গেল। ১৯৯৫ সালে যখন ২য় বার হজ্জের সৌভাগ্য হল তখন তাঁর খুশী দেখার মত ছিল। যতই যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হচ্ছিল ততই খুশী বাড়তে লাগল। অবশেষে তাঁর খুশীর মেরাজের সময় নিকটবর্তী হল। রাত ৪ টায় এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় নির্ধারিত ছিল। সারারাত আনন্দ ও খুশীতে প্রস্তুতির মধ্যে মগ্ন ছিলেন। মেহমানে ঘর পরিপূর্ণ ছিল। প্রায় ৩ টার সময় ইহরামের কাপড় পাশে রেখে নিজের ঘরে শুয়ে গেলেন। আমিও শুয়ে গেলাম। ১৫ মিনিটের মত হয়েছে হয়তো। আমার কামরার দরজায় করাঘাত করা হল। হঠাৎ করে উঠে দরজা খুললাম। তখন সামনে আমার মা পেরেশান অবস্থায় দাঁড়িয়ে বললেন: তোমার বাবার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি দ্রুত গতিতে পৌঁছলাম। তখন আব্বাজান অস্থির হয়ে ছটফট করছিলেন। তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তার বললেন: হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। ঘরে আহাজারী শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর মদীনা শরীফের জন্য বের হওয়ার কথা আর এখন আব্বাজানের এ কি অবস্থা হল? আফসোস! উডোজাহাজ আব্বাজানকে নেয়া ছাড়াই মদীনা শরীফের দিকে উড়ে গেল। আব্বাজান ৫ দিন পর্যন্ত হাসপাতালে রইলেন। এরই মধ্যে আরো ৪ বার **HEART ATTACK** হল। কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর বরকতে জ্ঞান থাকা অবস্থায় তাঁর এক ওয়াক্তের নামাযও কাযা হয়নি, যখন নামাযের সময় হত, তখন কানে কানে বলে দেয়া হত নামায পড়ে নিন। তৎক্ষণাৎ চোখ খুলতেন। তায়াম্মুম করিয়ে দেয়া হত আর তিনি দূর্বলতার কারণে ইশারায় নামায আদায় করতেন। শেষ বারের **ATTACK** এ পুনরায় বেহুশ হয়ে গেলেন।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

ইশার আযান হল চক্ষুদ্বয় মিট মিট করতে লাগল। তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে আরয করলাম: “আব্বাজান নামাযের জন্য তায়াম্মুম করিয়ে দিবো? ইশারায় বললেন: “হ্যাঁ।” اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি তায়াম্মুম করিয়ে দিলাম। আর আব্বাজান আল্লাহ্ আকবার বলে হাত বেঁধে নিলেন। কিন্তু পুনরায় বেহুঁশ হয়ে গেলেন। আমরা ভয় পেয়ে দৌড়ে ডাক্তারকে ডেকে পাঠালাম। তাকে দ্রুত I.C.U তে নিয়ে যাওয়া হল। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এসে বললেন: আপনার আব্বাজান খুবই সৌভাগ্যবান, কেননা তিনি উচ্চ আওয়াজে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পাঠ করতে করতে ইন্তিকাল করেছেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ (সূরা বাকারা, পারা ২য়, আয়াত ১৫৬) একজন সায়িদজাদা মরহুম আব্বাজানকে গোসল দিলেন। যেহেতু আব্বাজানের অভ্যাস ছিল আঙ্গুলের মধ্যে গণনা করে যিকর করা। অতএব তাঁর আঙ্গুল ঐ অবস্থায় ছিল যেন তিনি কিছু পাঠ করছেন। বার বার আঙ্গুলগুলো সোজা করে দেয়া হল। কিন্তু পুনরায় ঐ অবস্থা হয়ে যাচ্ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অনেক ইসলামী ভাই জানাযায় অংশগ্রহণ করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার বড় ভাইয়েরও আব্বাজানের সাথে হজ্জে যাওয়ার কথা ছিল। বড় ভাই হজ্জের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হলেন। তিনি বললেন: আমি মদীনায়ে মুনাওয়ারাতে প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতময় দরবারে কেঁদে কেঁদে আরয করলাম, আমার মরহুম আব্বাজানের অবস্থা আমার নিকট প্রকাশিত হোক। যখন রাতে শুয়ে পড়লাম তখন স্বপ্নে দেখলাম, আব্বাজান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ইহরাম পড়া অবস্থায় তাশরীফ আনলেন এবং বলতে লাগলেন: আমি ওমরার নিয়ত করার জন্য (মদীনা শরীফ) এসেছি। তুমি স্মরণ করেছ তাই এসে গেছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি খুব ভাল আছি। পরের বছর আমার ভাতিজা মসজিদুল হারাম শরীফের ভিতর কাবাতুল্লা শরীফের সামনে দাদাজানকে অর্থাৎ আমার আব্বাজান মরহুম হাজী আবদুর রহীম আত্তারীকে জাখ্রত অবস্থায় পাশে নামায আদায় করতে দেখল। নামায শেষ করে অনেক খোঁজাখুঁজি করল। কিন্তু পেলো না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

মদীনে কা মুসাফির সিন্দ ছে পাছঁচা মদীনে মে,
কদম রাখনে কি নওবত ভী না আঈ থি ছফীনে মে।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

আল্লাহ তাআলা নিজের পবিত্র নামের সম্মান কারীদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হন এবং পুরস্কার ও করুণার বৃষ্টি বর্ষন করে থাকেন। এটাও তাঁর গোপন রহস্য, কঠিন গুনাহগার মদ্যপায়ীকে প্রকাশ্য ছোট নেক আমালের কারণে সন্তুষ্ট হয়ে তাওবার সামর্থ্য দান পূর্বক ওলীয়ে কামিল বানিয়ে দেন। যেমন-

মদ্যপায়ী ওলী হয়ে গেল

হযরত সাযিয়দুনা বিশর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه তাওবা করার পূর্বে অনেক বড় মদ্যপায়ী ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه একবার মদের নেশায় বিভোর হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, রাস্তায় এক টুকরা কাগজের উপর তার দৃষ্টি পড়ল, যাতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখা ছিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه সম্মান পূর্বক কাগজটি উঠিয়ে নিলেন এবং আতর কিনে সেটাকে সুগন্ধময় করে একটি উচু জায়গায় আদব সহকারে রেখে দিলেন। ঐ রাতে এক বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه স্বপ্নে শুনলেন কেউ যেন তাকে বলছেন: “যাও বিশরকে বলে দাও, তুমি আমার নামকে সুবাসিত করেছ, সেটাকে সম্মানের উদ্দেশ্যে উচু জায়গায় রেখেছো। এজন্য আমিও তোমাকে পবিত্র করে দিবো।” ঐ বুয়ুর্গ মনে মনে চিন্তা করলেন, বিশর তো মদ্যপায়ী, হযরত স্বপ্নে আমি ভুল দেখেছি। সুতরাং তিনি ওয়ু করে নফল নামায পড়লেন এবং পূনরায় শুয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারও একই স্বপ্ন দেখলেন, আর এটাও শুনলেন, আমার এই পয়গাম বিশর এর প্রতি। যাও তাঁকে আমার পয়গাম পৌঁছিয়ে দাও! তাই ঐ বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه হযরত বিশর বিশর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه কে খুঁজতে বের হলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

তিনি জানতে পারলেন বিশর মদের আড্ডায় রয়েছেন। তিনি সেখানে পৌঁছে বিশরকে ডাক দিলেন। লোকেরা বলল: বিকরত নেশায় বিভোর রয়েছেন। তিনি বললেন: তাঁকে গিয়ে যে কোন ভাবে বলো, এক ব্যক্তি আপনার কাছে কোন এক পয়গাম নিয়ে এসেছেন এবং তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ ভিতরে গিয়ে তাঁকে খবর দিল। হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: তাঁকে জিজ্ঞাসা কর তিনি কার পয়গাম নিয়ে এসেছেন। ঐ বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করাতে বললেন: আল্লাহ তাআলার পয়গাম নিয়ে এসেছি। যখন বিশর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে এ কথা বলা হল তখন তিনি আন্দোলিত হয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ খালি পায়ে বাইরে চলে আসলেন। আল্লাহ তাআলার পয়গাম শুনে সত্যিকার অন্তরে তাওবা করলেন এবং এরূপ উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে গেলেন, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের সাধনার আধিক্যের কারণে খালি পায়ে থাকতে লাগলেন। এজন্য তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হাফী (অর্থাৎ খালি পা সম্পন্ন) উপাধীতে ভূষিত হয়ে গেলেন। (তযক্কিরাতুল আওলিয়া, ৬৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

আদবওয়াল ভাগ্যবান, বেয়াদব দুর্ভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেহেতু আল্লাহ তাআলার নাম লিখিত কাগজের টুকরার সম্মান করাতে একজন কঠিন গুনাহগার ও মদ্যপায়ী আল্লাহর ওলী (বন্ধু) হয়ে গেলেন। তাহলে যাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার নাম খোদাইকৃত এবং যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে পরিপূর্ণ ঐ সকল পবিত্র আত্মা সমূহের প্রতি আদবের কারণে আমরা গুনাহগার বান্দারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়াতে কেন সৌভাগ্যশালী হবো না? এছাড়া সকল ওলী, নবীদেরও আক্বা ও সরদার অর্থাৎ প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার কিরুপ পছন্দনীয় হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

নিঃসন্দেহে কোন সম্মানিত নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সাওয়াব ও প্রতিফল পাওয়ার উপযোগী। হযরত সাযিয়দুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আন্বাহ তাআলার নামকে সম্মান করেছেন তাই মর্যাদা পেয়েছেন, তাহলে আজকে আমরা যদি তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্বত صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র নামের সম্মান করি, যেখানে শুনতে পাই চুমু খেয়ে চোখে লাগাই, তাহলে কেনইবা সম্মান পাবো না? হযরত সাযিয়দুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ও যখন আন্বাহর নাম দেখলেন সেটাকে আতর লাগালেন তখন তিনি পবিত্র হয়ে গেলেন। যেখানে আন্বাহর প্রিয় হাবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আলোচনা হয় সেখানে যদি আমরাও গোলাপ জল ছিটাই তাহলে কেন পবিত্র হব না?

কিয়া মেহেকতে হে মেহেকনে ওয়ালে, বুপে চলতে হে ভটকনে ওয়ালে।
আ-ছিয়ো! থাএল দামন উনকা, উও নেহী হাত ঝটকনে ওয়ালে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

জানোয়ারেরাও ওলীর সম্মান করে

হযরত সাযিয়দুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সর্বদা খালি পায়ে থাকতেন এবং যতদিন পর্যন্ত বাগদাদ শরীফে তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত কোন চতুষ্পদ জন্তু তাঁর চলার পথে মলমূত্র ত্যাগ করত না। আর তা শুধুমাত্র সম্মান ও আদবের কারণেই। কেননা হযরত সাযিয়দুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সেখানে খালি পায়ে চলাফেরা করতেন। একদিন একটি চতুষ্পদ জন্তু রাস্তায় মল মূত্র ত্যাগ করল। তখন সেটার মালিক তা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন, হয়তো আজকে হযরত সাযিয়দুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ইস্তিকাল হয়ে গেছে, নতুবা এই জন্তুটি রাস্তায় মলমূত্র ত্যাগ করত না। সত্যিই কিছুক্ষণ পর তিনি শুনলেন, হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ইস্তিকাল হয়ে গেছে।

(আহসানুল ভিআ হতে সংকলিত, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

আন্বাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

জো কে ইছ দরকা হোয়া খলকে খোদা উছ কি হোয়ী
জো কে ইছ দর ছে ফিরা আল্লাহ্ উছ সে ফির গেয়া
ঠোকরে খাতে ফিরোগে ইন কে দরপর পড় রাহো
কাফিলে তো আয় রযা আউয়াল গেয়া আখির গেয়া।

ভালবাসা পোষণকারীদেরও ক্ষমা

হযরত সাযিয়্যুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ইস্তিকালের পর কাসিম বিন মুনাবিহ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ؟
অর্থাৎ- আল্লাহ্ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন: আল্লাহ্ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন, “শুধু তোমাকে নয় বরং তোমার জানাযায় যে সকল লোক অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকেও আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।” তখন আমি আরয করলাম: “হে আল্লাহ! আমাকে যারা ভালবাসবে তাদেরকেও ক্ষমা করে দাও।” তখন আল্লাহ্ তাআলার রহমতের সমুদ্রের ঢেউ উঠল এবং ইরশাদ করলেন: “কিয়ামত পর্যন্ত যারা তোমাকে ভালবাসবে, তাদের সকলকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।” (শরহুস সুদুর, ২৮৯ পৃষ্ঠা)

আমাল না দেখে ইয়ে দেখা, হে মেরে ওলী কে দরকা গদা।

খালিক নে মুঝে ইউ বখ্শ দিয়া, سُبْحَانَ اللّٰهِ! سُبْحَانَ اللّٰهِ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ কে সম্মান করার বরকতে সাযিয়্যুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মর্যাদা এমন বৃদ্ধি পেল, তাঁর বরকতে আমরাও এই সৌভাগ্য লাভ করছি। জ্বী হ্যাঁ! আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আবেদন করে তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের ক্ষমা লাভের সুসংবাদও প্রদান করলেন। إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ এতে আমাদের তাকদীরও পাল্টে যাবে। কেননা আমরা সকল ওলী আল্লাহকে ভালবাসি এবং ওলীয়ে কামিল হযরত সাযিয়্যুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কেও ভালবাসি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

বিশরে হাফী ছে হামে তো পিয়ার হে,

إِنْ شَاءَ اللّٰهُ আপনা বেড়া পার হে।

হাম কো ছারে আউলিয়া ছে পিয়ার হে,

إِنْ شَاءَ اللّٰهُ আপনা বেড়া পার হে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

এখন যমীন থেকে পবিত্র কাগজ উঠানোর ফযীলত শুনুন এবং আনন্দে মেতে উঠুন।

বরকতময় কাগজ উঠানোর ফযীলত

আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত শেরে খোদা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيم হতে বর্ণিত; রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, ছয়র পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে কেউ যমীন থেকে এমন কাগজ উঠিয়ে নেবে যাতে আল্লাহ তাআলার নাম সমূহ হতে কোন নাম (লিখা) থাকবে, তাহলে আল্লাহ তাআলা ঐ উত্তোলনকারী ব্যক্তির নামকে (রুহ সমূহের সবচেয়ে উচ্চ স্থান) ইল্লিয়তীন এ উচ্চ স্থান দিবেন এবং তার পিতা-মাতার আযাব কমিয়ে হালকা করে দিবে যদিও তার পিতা কাফির হোক।” (মাজমাউয যাওয়াদ, ৪র্থ খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা)

মুফতিয়ে আযম এর কাগজ ও হরফের প্রতি সম্মান

তাজদারে আহ্লে সুন্নাত, শাহযাদায়ে আ'লা হযরত, হযরত সায়্যিদুনা মাওলানা আলহাজ্জ মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ যিনি “ছয়র মুফতিয়ে আযম হিন্দ” নামে প্রসিদ্ধ, তিনি সাদা কাগজ ও একক হরফেরও সম্মান করতেন। কেননা এগুলো কুরআন, হাদীস ও শরীয়াতের বিষয়াবলী লিখার কাজে আসে। ১৩৯১ হিজরী সনে ভারতের বান্দা শহরের দারুল উলুম রব্বানিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক সভায় দস্তরবন্দী অনুষ্ঠানে ছয়র মুফতিয়ে আযমে হিন্দ رَحْمَةُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ তাশরীফ আনেন। গাড়ি থেকে নেমে দু'এক কদম চলার পর তাঁর দৃষ্টি উর্দু ভাষায় লিখিত কিছু পুরানো ফাটা কাগজের উপর পড়ল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সাথে সাথে তা মাটি থেকে তুলে নিলেন এবং বললেন: কাগজ সমূহ লিখিত ও আরবী হরফের সম্মান করা উচিত। এটা এ জন্য যে, এগুলো দ্বারা কুরআনে পাক, হাদীসে পাক এবং তাফসীর ইত্যাদি লিখা হয়।” (মুফতিয়ে আযম কি ইসতিকামাত ও কারামাত, ১২৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তার ওসিলায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ এবং দুঃখীদের প্রতি সহানুভূতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হুযুর মুফতিয়ে আযমে হিন্দ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর আদবের জযবা আর যে ব্যক্তি শুধু বর্ণমালা (ALPHABETS) নয় এমনকি সাদা কাগজেরও সম্মান করবেন তাহলে তিনি মুসলমানের সম্মানের প্রতি কতইনা খেয়াল রাখতেন! যেমন- হুযুর মুফতিয়ে আযম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মুসলমানের দুঃখ দূর্দশা দূর করার ক্ষেত্রে ও মুসলমানের মন খুশি করার ক্ষেত্রে তিনি অনন্য ছিলেন। মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া থেকে তিনি সর্বদা বেঁচে থাকতেন। তাদের উপকার করতে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। আর কেনইবা আগ্রহী হবেন না, যার নিকট খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অসীম প্রেম আর ভালবাসা ছিল। রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ অর্থাৎ- “সেই উত্তম মানুষ যে মানুষদের অধিক উপকার সাধন করেন।”

(আল্লামা সুয়ুতী কৃত জামে সগীর, ২৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৪৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ্, বৈরুত)

এই হাদীসে পাকের উপর আমল করার একটি মাদানী বাহার পেশ করার মধ্য দিয়ে একটি আশ্চর্য ধরনের অমূল্য ঘটনা শুনুন। “হুযুর মুফতিয়ে আযম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ভারতের বারকান্ট, জমশেদপুর ধুকতি টিকা, মাদরাসায়ে ফয়জুল উলুমের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মেহমান হন। ফেরার সময় হলে রেলওয়ে স্টেশনে যাওয়ার জন্যে হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ রিক্সায় উঠে বসলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এমন সময় এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করল: হুয়র! অমুক ব্যক্তি খুবই কষ্টে আছি, দয়া করে একটি তাবীয দিয়ে দিন। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ কলম সম্রাট হযরত আল্লামা আরশাদুল কাদেরী সাহেব ঐ ব্যক্তিকে বললেন: গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে গেছে আর তুমি এই মুহূর্তে তাবীজের কথা বলছ? হুয়র মুফতিয়ে আযম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْه আল্লামা সাহেবকে ঐ ব্যক্তিকে বাধা দিতে নিষেধ করলেন। আল্লামা সাহেব আরয করলেন: হুয়র! গাড়ি হাত ছাড়া হয়ে যাবে। এই কথায় হুয়র মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْه আল্লাহ তাআলার ভয়ে কম্পিত হয়ে এবং দুঃখী উম্মতের অন্তর খুশি করার জন্য অস্থির হয়ে যে জবাব দিলেন তা সোনালী অক্ষরে লিখে রাখার মত। তিনি বললেন: “গাড়িকে চলে যেতে দিন, অন্য ট্রেনে যাবো। কাল কিয়ামতের দিন যদি আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করেন: তুমি আমার অমুক বান্দার পেরেশানীতে কেন সাহায্য করনি? তখন আমি কি জবাব দিব?” এই বলে তিনি রিক্বা থেকে সমস্ত মালামাল নামিয়ে ফেললেন। (মুফতিয়ে আযমে হিন্দ কি ইসতিকামাত ও কারামত, ১২০, ১২১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

খায়ালে খাতিরে আহবাব চাহিয়ে হার দম
আনিস ঠেস না লাগ যাবে আ-ব্গীনে কো

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

تَوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ! اَسْتَغْفِرُ اللّٰه

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

পবিত্র কাগজের বরকত

হযরত সাযিদ্দুনা মানসূর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْه এর তাওবার কারণ এটাই ছিল, একদা তিনি রাস্তায় একটি কাগজের টুকর পেলে। যাতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখা ছিল। তিনি তা সম্মানের সাথে কোথাও রাখার উপযুক্ত জায়গা না পেয়ে তা গিলে ফেললেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

রাতে স্বপ্নে দেখলেন, “কেউ বলছেন: “এ পবিত্র কাগজের প্রতি সম্মান দেখানোর কারণে আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরজা খুলে দিয়েছেন।” (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়াহ, ৪৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো!

লিখা কাগজকে তুলে নিয়ে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারীকে আল্লাহ তাআলা তাওবা করার সামর্থ্য দান করে বিলায়াত (আল্লাহ তাআলার নৈকট্য) এর মর্যাদা দান করে আওতাদে এর মহান সম্মানে ভূষিত করলেন।

যেমন- বাহজাতুল আসরার শরীফে বর্ণিত রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু বকর বিন হাওয়ার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: ইরাকের আওতাদ ৭ জন (১) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মারুফ কারখী (২) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (৩) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ বিশর হাফী (৪) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মানসূর বিন আম্মার (৫) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ জুনাইদ (৬) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ সাহল বিন আবদুল্লাহ তুসতরী এবং (৭) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ। আমাদের গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তখনও জন্ম গ্রহণ করেননি। কাজেই এ গায়বের খবর শুনে আরয় করা হল, “আবদুল কাদির জিলানী কে?” হযরত সায়্যিদুনা শায়খ হাওয়ার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর উত্তরে বলেন: এক আযমী (অনারবী) শরীফ হবেন। (আরব বাসীরা সায়্যিদজাদাগণকে “শরীফ” আর “হাবীব” বলে থাকেন এবং জনাবের স্থলে “সায়্যিদ” শব্দ ব্যবহার করা হয়।) উদ্দেশ্য এই, একজন অনারবী সায়্যিদ সাহিব যিনি বাগদাদ শরীফে বসতি স্থাপন করবেন। তাঁর প্রকাশ ৫০০ হিজরী সনে হবে এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সিদ্দীকীনদের (অর্থাৎ আওলিয়ায়ে কিরামের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু স্তরের) মধ্যে হবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

“আওতাদ” ঐ মহান ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি দুনিয়ার সরদার ও জমীনের কুতুব হবেন। (বাহাজাতুল আসরার অনুদিত ৩৮৫)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

যমিনের কোন অংশের অর্থাৎ শহর ইত্যাদির পরিচালনার দায়িত্ব যে ওলী আল্লাহর উপর অর্পিত হয় তাঁকে কুতুব বলা হয়।

চারটি দোয়ার ঘটনা

بِسْمِ اللّٰهِ শরীফ লিখিত কাগজের প্রতি সম্মানের বরকতে হযরত সাযিয়দুনা মানসুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নাম বড় বড় আউলিয়াগণের মধ্যে গণনা শুরু হল। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নেকীর দাওয়াতের চারিদিকে সাড়া জাগিয়েছিলেন। অসংখ্য মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বয়ান শুনতে আসতেন। একবার তাঁর ইজতিমাতে কোন হকদার ব্যক্তি ৪টি দিরহামের জন্য আবেদন করলেন। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ঘোষণা দিলেন: “এ ব্যক্তিকে যে ৪ টি দিরহাম প্রদান করবে, তার জন্য আমি চারটি দোয়া করব।” সে সময় ঐদিক দিয়ে একজন গোলাম যাচ্ছিল। তখন কামিল ওলীর দয়াপূর্ণ আওয়াজ শুনে তার পা স্থির হয়ে গেল। তার কাছে যে ৪টি দিরহাম ছিল তা সে ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দিল। হযরত সাযিয়দুনা মানসুর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: বলো কোন ৪টি দোয়া করতে চাও? সে আরয করল: (১) আমি যাতে গোলামী থেকে মুক্তি পেয়ে যাই। (২) আমি যাতে ঐ দিরহাএগুলোর বিনিময় পেয়ে যাই। (৩) আমার এবং আমার মুনিবের যাতে তাওবা নসীব হয়। (৪) আমার, আমার মুনীবের, আপনার এবং এখানে উপস্থিত সকলের যেন গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। হযরত সাযিয়দুনা মানসুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হাত তুলে দোয়া করে দিলেন, গোলাম নিজের মুনীবের কাছে দেরীতে পৌঁছল। মুনীব দেরী করার কারণ জানতে চাইলে সে পুরো ঘটনা বর্ণনা করল, মুনীব জিজ্ঞাসা করল, “প্রথম দোয়া কি ছিল?” গোলাম বলল: আমি আরয করেছিলাম, দোয়া করণ যাতে আমি গোলামী থেকে মুক্তি পেয়ে যাই।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

এটা শুনে মুনীবের মুখ থেকে তখনই বেরিয়ে গেল “যাও তুমি গোলামী থেকে মুক্ত”। মুনীব বলল: দ্বিতীয় দোয়া কি করেছিলে? বলল: “যে ৪টি দিরহাম দিয়েছিলাম তার বিনিময় যেন পায়।” মুনীব বলে উঠল: “আমি তোমাকে ৪টি দিরহামের পরিবর্তে ৪ হাজার দিরহাম দিলাম।” পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন: “তৃতীয় দোয়া কী ছিল?” বলল: “আমার ও আমার মুনীবের যেন গুনাহ হতে তাওবা করার সামর্থ্য লাভ হয়।” এটা শুনতেই মুনীবের মুখে ইস্তিগফার জারী হয়ে গেল আর বলতে লাগল: “আমি আল্লাহ তাআলার দরবারে সকল গুনাহ থেকে তাওবা করছি।” আর ৪র্থ দোয়াটিও বলে দাও। বলল: “আমি আবেদন করেছি, আমার, আমার মুনীবের, আপনার এবং ইজতিমাতে উপস্থিত সকল ব্যক্তির গুনাহ সমূহ যেন ক্ষমা হয়ে যায়।” এটা শুনে মুনীব বলল: তিনটি কথা যা আমার আয়ত্বে ছিল। তা আমি করে দিয়েছি। ৪র্থ অর্থাৎ সকলের গুনাহ ক্ষমার বিষয়টি আমার আয়ত্বের বাহিরে। ঐ রাতেই মুনীব স্বপ্নের মধ্যে কাউকে বলতে শুনলেন, “যা তোমার ইখতিয়ারে ছিল তা তুমি করে দিয়েছ আর আমি “الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ” তোমাকে, তোমার গোলামকে, মানসুরকে এবং সকল উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।” (রাওয়র রিয়াহীন, ২২২, ২২৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের ওসিলায় আমাদের ক্ষমা হোক।

দোয়ায়ে ওলী মে উও তা-সিরো দেখী
বদলতি হাজারো কি তাকদীর দেখী

মাটির ভাঙ্গা পেয়ালা

সিলসিলায়ে আলীয়া, নক্শবন্দীয়ার মহান পেশাওয়া হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দীদে আলাফে সানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ একদিন পাবলিক টয়লেট পরিষ্কারের জন্য মেথরের রাখা ময়লা মিশ্রিত কোণা ভাঙ্গা মাটির একটি বড় পেয়ালা দেখলেন। মনোযোগ সহকারে যখন দেখলেন, তখন অস্থির হয়ে উঠলেন, কেননা ঐ পেয়ালার উপর “আল্লাহ” শব্দটি খোদাইকৃত ছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

লাফ দিয়ে পেয়ালাটা তুলে নিলেন এবং খাদিমকে দিয়ে পানির ঢাকনায়ুক্ত দস্তা লাগানো বদনা আনিয়ে নিজের পবিত্র হাতে খুব মেজে ঘষে ভালভাবে পরিস্কার করে সেটাকে পবিত্র করে নিলেন। এরপর একটি সাদা কাপড়ে জড়িয়ে আদব সহকারে উঁচু স্থানে রেখে দিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ঐ পেয়ালা দিয়ে পানি পান করতেন। একদিন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ উপর ইলহাম করা হল। “যেভাবে তুমি আমার নামের সম্মান করেছ, আমিও দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার নামকে উঁচু করব।” তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বললেন: “আল্লাহ তাআলার পবিত্র নামের আদব করাতে আমার ঐ স্থান অর্জিত হয়েছে যা ১০০ বছরের ইবাদত ও রিয়াযতে অর্জিত হত না।”

(হাযরাতুল কুদুস হতে সংকলিত, দফতর ২য়, পৃষ্ঠা ১১৩, মুকাশাফা নম্বর ৩৫)

সাদা কাগজেরও সম্মান

সিলসিলায়ে আলীয়া, নকশবন্দীয়ার মহান পেশাওয়া হযরত সাযিয়দুনা শায়খ আহমদ সারহিন্দী (যিনি মুজাদ্দীদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ নামে প্রসিদ্ধ) সাদা কাগজের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ একদিন নিজের বিছানার উপর বসা ছিলেন। হঠাৎ অস্থির হয়ে নীচে নেমে গেলেন এবং বলতে লাগলেন: “মনে হচ্ছে এ বিছানার নীচে কোনো কাগজ আছে।” (যুবদাতুল মাকামাত, ১৯২ পৃষ্ঠা)

পথ চলার সময় কাগজ পত্রকে লাথি মারবেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝা গেল, সাদা কাগজেরও সম্মান রয়েছে। আর কেনইবা থাকবেনা, এতে কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী কথা-বার্তা লিখা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বর্ণনাকৃত ঘটনাতে হযরত সাযিয়দুনা মুজাদ্দীদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর এটি প্রকাশ্য কারামাত ছিল, বিছানার নীচের কাগজ নিজ চোখে প্রকাশ্যভাবে না দেখা সত্ত্বেও তাঁর জানা হয়ে গেল এবং তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ নীচে নেমে গেলেন যাতে গোলামদেরও কাগজ পত্রের সম্মানের শিক্ষা লাভ হয়। বাহারে শরীয়াতে বর্ণিত আছে; কাগজ দ্বারা ইস্তিন্জা করা নিষিদ্ধ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

যদিও তাতে কিছু লিখা না থাকে কিংবা আবু জাহেলের মত কাফিরের নামও লিখা থাকুক। (২য় খন্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা, মদীনাতুল মুরশিদ বেরেলী শরীফ হতে মুদ্রিত) যেহেতু আবু জাহেল শব্দের সকল বর্ণমালা ا. ب. و. ج. د. ه. কুরআনের। এ জন্য লিখিত শব্দ “আবু জাহেল” এর (ব্যক্তি আবু জাহেলের) নয় বরং বর্ণসমূহের মর্যাদা রয়েছে। সে কারণে তা অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত জায়গায় ফেলা ও তাতে জুতা রাখা ইত্যাদির অনুমতি নেই। এ থেকে ঐসব লোক শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা খবরের কাগজ কে প্যাকেট হিসাবে ব্যবহার করেন এবং এরপর مَعَادَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ঐ খবরের কাগজ অবমাননাকর বিভিন্ন জায়গায় যেমন مَعَادَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ঘরের ময়লা ফেলার পাত্রে, গলিতে, পায়ের নীচে পদদলিত হয়ে আবর্জনার স্তুপে গিয়ে পৌঁছে। এছাড়া অনেকের এমন বাজে অভ্যাস রয়েছে, পথ চলার সময় রাস্তায় পড়ে থাকা লিখাযুক্ত খালী প্যাকেট, খবরের কাগজ ইত্যাদিকে مَعَادَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ লাথি মেরে থাকে। লিখাযুক্ত কাগজপত্র ইত্যাদি তুলে নিয়ে পবিত্র স্থানে রেখে দেয়া অথবা পানিতে ফেলে দেয়াতে সাওয়াব রয়েছে। যাহোক লাথি মারা এদিক সেদিক নিক্ষেপ করা, খবরের কাগজ বা লিখাযুক্ত কাগজপত্র দিয়ে মেঝে বা বাসন ইত্যাদি পরিস্কার করা, হাত মোছা, এগুলোর উপর পা রাখা, এছাড়া খবরের কাগজ ইত্যাদি বিছিয়ে সেগুলোর উপর বসা হতে বেঁচে থাকা খুবই জরুরী।

পেন্সিল বা কলমের (কর্তনকৃত) অংশ

বাহারে শরীয়াতে বর্ণিত আছে, নতুন কলমের ছাঁচা অংশ (অর্থাৎ গাছ, বাঁশ দ্বারা যে কলম তৈরী করা হয়, তা ছেঁচে বানানোর সময় যে ছাঁচা অংশ বের হয়) এদিক সেদিক ফেলা যেতে পারে কিন্তু ব্যবহৃত কলমের ঐ ছাঁচা অংশ, যা ঐ কলম দিয়ে লিখা অবস্থায় মাঝে মাঝে ছাঁচা হয়, এমন জায়গায় ফেলবেন না যাতে এর সম্মান বিনষ্ট হয়। (যখন ছাঁচাকৃত অংশের সম্মান রয়েছে তাহলে স্বয়ং ব্যবহৃত ঐ কলমের কতটুকু মর্যাদা হবে এটা প্রত্যেক বিবেকবান মাত্রই বুঝতে পারছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

এছাড়া যে কাগজে আল্লাহ তাআলার পবিত্র নাম লিখা থাকে তাতে কোন বস্তু রাখা মাকরুহ আর যে থলিতে আল্লাহ তাআলার পবিত্র নাম সমূহ লিখা থাকে, তাতে টাকা পয়সা রাখা মাকরুহ নয়। খাওয়ার পর হাত বা আঙ্গুল কাগজ দিয়ে পরিস্কার করা মাকরুহ। (বাহারে শরীয়াত, ১৬ খণ্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা, মদীনাভুল মুরশিদ বেরেলী হতে মুদ্রিত, আলমগীরী) টিস্যু পেপার দিয়ে হাত পরিস্কার করা, যেখানে বিনামূল্যে ঢিলা ইত্যাদি পাওয়া যায় না সেখানে টয়লেট পেপার দ্বারা লজ্জাস্থান পরিস্কার করার অনুমতি উলামায়ে কিরাম প্রদান করেছেন। কেননা এটা এ কাজের জন্যই প্রযোজ্য, এতে কিছু লিখা হয়না। পক্ষান্তরে কাগজ লিখার জন্যই তৈরী করা হয়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

কালির ফোঁটার প্রতি সম্মান

হযরত সাযিয়দুনা মুহাম্মদ হাশিম কাশমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি সিলসিলায়ে আলিয়া নকশবন্দীয়ার মহান পেশাওয়া হযরত সাযিয়দুনা মুজাদ্দীদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ লিখার কাজ করছিলেন। লিখার মাঝখানে টয়লেটে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে পানির বদনা আনিয়া বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর পবিত্র নখ ধুয়ে নিলেন। অতঃপর পূনরায় টয়লেটে গেলেন। পরে যখন ফিরে আসলেন, তখন বললেন: “টয়লেটে যখনই বসলাম তখন আমার দৃষ্টি বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখের উপর পড়ল যাতে কলম চেক করা (অর্থাৎ তা ঠিক আছে কি না) দেখার সময় অর্থাৎ কলম লিখার কাজের উপযুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার সময় এর কালির ফোঁটা নখে লেগেছিল। যেহেতু কালি এ কলমেরই ছিল। যা দিয়ে কুরআনের হরফ সমূহ (আরবী ভাষার সবগুলো হরফ এবং ফার্সী ও উর্দুর অধিকাংশ হরফ) লিখা হয়, এজন্য বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে লেগে থাকা এ ফোঁটাসহ সেখানে বসা আদাবের পরিপন্থি ছিল। অথচ প্রস্রাবের ভীষণ বেগ ছিল কিন্তু ঐ কষ্টের মোকাবিলায় এই বেয়াদবীর কষ্ট খুব বেশি অনুভূত হল। অতএব তৎক্ষণাৎ বাইরে এসে কালির ফোঁটা ধুয়ে পূনরায় গেলাম।

(যুবদাভুল মাকামাত, ১৮০ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

দেয়ালে পোষ্টার লাগাবেন না

আল্লাহ! আল্লাহ! সিলসিলায়ে আলীয়া নক্শবন্দীর মহান পেশওয়া হযরত সায়্যিদুনা মুজাদ্দীদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কলমের কালির ফোটারও এরূপ সম্মান করতেন আর অপরদিকে আজকাল আমাদের অবস্থা এমন, লিখার সময় লেগে যাওয়া কালির চিহ্ন সমূহ প্রায় ধুয়ে নর্দমায় প্রবাহিত করা হয় এবং ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যাওয়ার পর কলম ও এর বিভিন্ন অংশগুলো প্রথমে ময়লার পাত্রে ফেলা হয় এরপর আবর্জনার স্তুপে নিক্ষেপ করা হয়। ব্ল্যাক বোর্ডে চক দিয়ে সাধারণ লিখাতো দূরের কথা, অনেক সময় পবিত্র হাদীস সমূহ লিখাও নিঃসঙ্কোচে ডাষ্টার দিয়ে মোছা চকের গুঁড়োর আদবের প্রতি আমরা মোটেই খেয়াল করি না। বান্দার হকের ব্যাপারে পরওয়া না করে দেওয়ালে “চিকা” মারা হয় এবং দ্বীনী ও দুনিয়াবী লিখা বিশিষ্ট পোষ্টার, হ্যান্ডবিল, ব্যানার ও অন্যান্য সাইন বোর্ডও মানুষের ঘরে বা দোকান ইত্যাদির দেয়ালে মালিকের অনুমতি ব্যতীত লাগিয়ে দেয়া হয়। এই কাজটি মালিকের অপছন্দনীয় হলে তা হবে হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। আর সকলেই জানে, দেয়ালে লাগানো দ্বীনী পোষ্টারের শেষ পরিণতি হচ্ছে টুকর টুকর হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে, এতে বেয়াদবী সংগঠিত হয়। একথা ভাবতেই অন্তর কেঁপে উঠে। আহ! যদি এমন হত! পোষ্টার আঠা দিয়ে লাগানোর পরিবর্তে মোটা কাগজে লাগিয়ে বা আর্ট পেপারে ছাপিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে টাঙ্গিয়ে দেয়ার প্রচলন হয়ে যেত এবং প্রয়োজন শেষে তা খুলে নেয়া হত। অনুরূপভাবে প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাওয়ার পর ব্যাজ ও ব্যানারসমূহ নামিয়ে নেয়া উচিত। অন্যথায় ছিড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে।

পত্রিকা বিক্রি করবেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল প্রায় পত্রিকাতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ আয়াতে কারীমা, হাদীসে পাক ও ইসলামী বিষয় বস্তু লিখা থাকে আর লোকেরা সামান্য পয়সার জন্য এগুলো পাঠ শেষে অকেজো হিসেবে বিক্রি করে দেয়।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

আফসোস! শত কোটি আফসোস! এ ধরনের পত্রিকাগুলো অপবিত্র নালা নর্দমায় দেখা যায়। আহ! যদি এমন হত! পূতপবিত্র পাতাগুলোর সম্মান করা আমাদের নসীব হত। আমার জাগ্রত হৃদয়ের ইসলামী ভাইয়েরা! দয়া করে দুনিয়ার অতি সামান্য নিকৃষ্ট টাকা লাভের জন্য অকেজো হিসেবে পত্রিকাগুলো বিক্রি করার পরিবর্তে সমুদ্রে কিংবা নদীতে ডুবিয়ে দিন। إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ। উভয় জাহানের সফলতা অর্জিত হবে। আমার ব্যবসায়ী ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারাও আল্লাহ তাআলা ও নবী করীম ﷺ এর ভালবাসা ও সম্মানার্থে পত্রিকাসমূহ দিয়ে জিনিসপত্র বাঁধার কাজে ব্যবহার করা হতে বিরত থাকুন। অনেকে দ্বীনী বিষয়াবলী আলাদা করে অবশিষ্ট পত্রিকা প্যাকেট ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহার করে মনকে এভাবে সান্ত্বনা দেন, আমি কোন বেয়াদবী করিনি। এমন লোকদের সমীপে আবেদন, জমাকৃত পত্রিকাগুলো সমুদ্রে বা নদীতে ডুবিয়ে দিন কেননা খবর হোক কিংবা ছায়াছবির পাতা হোক সবগুলোর বিভিন্ন জায়গায় ইসলামী নাম থাকে আর এগুলোতে প্রায়ই “আল্লাহ ও মুহাম্মদ” নামও উল্লেখ থাকে। যেমন- আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান, গোলাম মুহাম্মদ ইত্যাদি। বাংলা হোক বা উর্দু, ইংরেজী হোক বা হিন্দী প্রত্যেক ভাষায় মুদ্রিত প্রতিটি পত্রিকাতে পবিত্র নাম সমূহ লিখা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বরং পৃথিবীর সকল ভাষায় বর্ণমালা ALPHABETS এর সম্মান করা উচিত। কেননা তাফসীরে সাবী শরীফের প্রণেতার বর্ণনা অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ভাষাই আল্লাহ প্রদত্ত। (তাফসীরে সাবী শরীফ, ১ম খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা) অতএব এগুলোকে পানিতে রেখে দেয়ার মধ্যেই নিরাপত্তা রয়েছে। আল্লাহ তাআলার এরূপ সম্মান করার বিনিময় অবশ্যই দান করবেন।

আমার সম্মানিত পিতা একজন মানসিক রোগী

একদা সগে মদীনা (লিখক) এর নিকট একটি যুবক আসলেন আর বলতে লাগলেন, আমি আমার পিতার জন্য দোয়া করাতে চাই যাতে তাঁর মস্তিষ্ক BRAIN ঠিক হয়ে যায়। তিনি মানসিক রোগী। তাঁর মাথায় একটি খেয়ালই চেপে বসেছে আর তা হচ্ছে তিনি পত্রিকা,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

লিখিত কাগজ-পত্র রাস্তা হতে কুঁড়িয়ে নেন এবং তা জমা করে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়ে আসেন। আমার টাকা পয়সাও ব্যবহার করেন না। আমি বিষয়টা বুঝে গেলাম। আমি ঐ যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি সরকারী কর্মচারী, তিনি বললেন: “জ্বী।” তখন আমি তাকে বললাম, আপনার সম্মানিত পিতাকে আমার সালাম আরয় করবেন এবং আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করাবেন। আপনিও তাঁর খিদমত করবেন। তিনি পত্রিকা ইত্যাদি এজন্য কুঁড়িয়ে নেন, ওগুলোতে পবিত্র লিখা সমূহ থাকে আর আপনার টাকা পয়সা এজন্য ব্যবহার করেন না যে, আপনি সরকারী কর্মচারী, আর অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী পরিপূর্ণ কাজ না করে নাজায়যভাবে বেতন নিয়ে থাকেন। একথা শুনে তিনি স্বীকার করলেন, সত্যিই আমি কাজের মধ্যে অবহেলা করে থাকি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ! যদি এ যুবকের সম্মানিত পিতা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এমন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করুক) এর ন্যায় প্রত্যেক মুসলমান মানসিক মাদানী রোগী হয়ে যেত, তাহলে নিশ্চয়ই চতুর্দিকে নুরের বৃষ্টি বর্ষণ ও বরকত বৃদ্ধি পেত এবং আমাদের পুরো সমাজ “মাদানী সমাজ ব্যবস্থায়” রূপ নিত।

আই হামনশী আযিয়্যাতে ফরযা-নগী না পুছ,
জিহমে যারাছি আকল থী দিওয়ানা হো গেয়া।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! “মাদানী চিন্তাধারা” সৃষ্টি করার জন্য আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলাতে সফর করতে থাকুন। দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলাতে অংশগ্রহণকারীদের উপর রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসূলে আমীন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মেহেরবানী ও দয়ার ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন আর আনন্দে মেতে উঠুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

মাদানী কাফেলার উপর হৃয়ুর ﷺ এর দয়া প্রদর্শন

একজন আশিকে রসূলের বর্ণনা নিজের আঙ্গিকে উপস্থাপন করছি। আমাদের মাদানী কাফেলা সুনাত প্রশিক্ষণের জন্য হায়দ্রাবাদ বাবুল ইসলাম, সিন্দ্র হতে সারহাদ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পৌঁছল। একটি মসজিদে তিন দিন অতিবাহিত করে অন্য এলাকায় যাওয়ার সময় আমরা রাস্তা ভুলে জঙ্গলের দিকে চলে গেলাম। রাতের ঘন অন্ধকার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। দূর দূরান্ত জুড়ে জনবসতির কোন চিহ্ন ছিলনা। ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তা বাড়ছিল। এরই মধ্যে আশার আলো ফুটে উঠল এবং অনেক দূরে একটি বাতি মিটমিট করে জ্বলতে দেখা গেল। আনন্দে আমরা সেদিকে চলতে শুরু করলাম। কিন্তু হায়! কিছুক্ষনের মধ্যেই ঐ আলো অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমাদের ভয়-ভীতি আরো বেড়ে গেল। কি করব, কোন দিকে যাবো কিছুই বুঝে আসছিল না। হায়! হায়!

ছো-না জঙ্গল রাত আন্ধীর ছায়ি বদলি কালি হে,
 ছো-নে ওয়ালো! জাগতে রহিয়ো চোরো কি রাখওয়ালি হে।
 জুগনু চমকে পান্তা খড়কে মুঝ তানহা কা দিল ধটকে,
 ঢর সামবায়ে কোয়ি পাওয়ান হে ইয়া আ-গেয়া বাইতালি হে।
 বাদল গরজে বিজলী তড়পে ধকছে কলিজা হো য়ায়ে,
 বানমে ঘাটা কি ভয়ানক ছুরত কেইছি কালি কালি হে।
 পা-উ উঠা আওর ঠুকর খায়ি কুছ ছামভালা পির উন্ধে মুহ,
 মীনা নে পিছলন করদি হে আওর ধুর তক খায়ি নালি হে।
 ছাখী ছাখী কেহকে পুকারো ছাখী হো তো জাওয়াব আ-য়ে,
 ফের বুনবুলা কর হরদে পাটকো চল রে মাওলা ওয়ালী হে।
 পির পির কর হার জানিব দেখ কুই আ-ছ না পাছ কহী,
 হা এক টুটি আ-ছ নে হারে জী ছে রাফাকাত পা-লি হে।
 তুম তো চান্দ আরব কে হো পেয়ারে তুম তো আযম-কে সুরজ হো
 দেখো মুঝ বে-কস পর শবনে কেইছি আ-ফত ঢালি হে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

এ পেরেশানীতে জানিনা কতক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। হঠাৎ ঐ দিকেই পূনরায় আলো দেখলাম। আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে সাহস করলাম এবং আর একবার পূনরায় জনবসতীর আশা করে আলোর দিকে দ্রুত গতিতে চলতে লাগলাম। যখন নিকটবর্তী হলাম, দেখলাম এক ব্যক্তি বাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি খুবই প্রফুল্লমনে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমাদেরকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। আশিকানে রাসূলদের মাদানী কাফেলার ১২ জন মুসাফির এর সংখ্যা অনুযায়ী ১২ টি কাপ রাখা ছিল আর চা তৈরী ছিল। তিনি গরম গরম চা দিয়ে আমাদের মেহমানদারী করলেন। আমরা এ গায়েবী সাহায্য ও পূর্ণ ১২ কাপ চা পূর্ব থেকে তৈরী সম্পর্কে আশ্চর্যান্বিত হলাম। জিজ্ঞাসা করাতে আমাদের অপরিচিত আপ্যায়নকারী প্রকাশ করল, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় ভাগ্য জেগে উঠল। আমার স্বপ্নে আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব, রাসুলুল্লাহ ﷺ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাশরীফ আনলেন আর কিছুটা এরূপ ইরশাদ করলেন: “দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলার মুসাফিরেরা রাস্তা ভুলে গেছে, তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য তুমি বাতি নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে যাও” আমার চোখ খুলে গেল আর বাতি নিয়ে বাইরে বের হলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম কিন্তু কিছু দেখলাম না। মনে কুমন্ত্রণা জাগলো যে, সম্ভবত ভুল বুঝেছি। চোখে নিদ্রার ভাব ছিল। ঘরে ঢুকে পূনরায় শুয়ে গেলাম। কপালের দুটি চোখ বন্ধ হতেই অন্তরের চোখ পূনরায় খুলে গেল পূনরায় আর একবার মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আলোকময় চেহারা মোবারক দেখলাম। মোবারক ঠোঁটদ্বয় নড়ে উঠল আর রহমতের ফুল বরতে লাগল। কথাগুলো কিছুটা এরূপ ছিল, দিওয়ানা! মাদানী কাফেলার ১২ জন মুসাফির রয়েছে, তাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করে এখনই বাতি নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে যাও। আমি সাথে সাথে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করলাম এবং বাতি নিয়ে বাইরে আসলাম। এরই মধ্যে আশিকানে রাসূলদের মাদানী কাফেলাও এসে গেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

আ-তা হে ফকীরো পে উনহী পেয়ার কুছ এইছা,
খুদ ভীক্দেরে আওর খুদ কহে মাঙ্গতা কা ভালা হো।
তুমকো তো গোলামু ছে হে কুছ এইছি মুহাব্বত
হে তরকে আদব ওরনা কহে হামপে ফিদা হো।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

হযুর ﷺ খাবার খাওয়ালেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে যেমন- নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ইলমে গায়ব সম্পর্কে জানা গেল তেমনিভাবে দা'ওয়াতে ইসলামীর সত্যতাও প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারেও জানা গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিজ গোলামদেরকে সর্বদা নিজের দৃষ্টির মধ্যে রাখেন। বিপদে পড়লে সাহায্য করেন এবং ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ান। যেমন- হযরত ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, হযরত শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ বিন নাফীস তুনিসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি একবার মদীনায়ে মুনাওয়ারাতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরানী রওজায় উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: “ইয়া রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমি ক্ষুধার্ত।” হঠাৎ চোখে ঘুম এসে গেল। ইতিমধ্যে কেউ ঘুম থেকে জাগিয়ে তার সাথে আমাকে যাওয়ার জন্য বললেন: তাই আমি তার সাথে তার ঘরে গেলাম। তিনি খেজুর, ঘি ও গমের রুটি সামনে পরিবেশন করে বললেন: পেট ভরে খেয়ে নিন। কেননা আমাকে আমার নানা জান, প্রিয় মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপনার মেহমানদারী করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ভবিষ্যতেও যখনই ক্ষুধা অনুভব করবেন, তখন আমার নিকট চলে আসবেন। (হুজ্জাতুল্লাহি আল্লাল আলামীন, ২য় খন্ড, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

পী-তে হে তেরে দরকা খা-তে হে তেরে দরকা
পানি হে তেরা পানি দানা হে তেরা দানা। (সামানে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَي الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَي مُحَمَّدٍ

প্রত্যেক ভাষার অক্ষরের সম্মান করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ও অন্যান্য পবিত্র নামসমূহ এমন জায়গায় কখনো লিখবেন না, যেখানে এগুলোর সম্মান বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। বরং কোনো ভাষাতেই যমিনের উপর কিছু লিখবেন না। প্রত্যেক ভাষার বর্ণমালা (অর্থাৎ (ALPHABETS) এর সম্মান করা উচিত। লিখিত যে কোনো পাপোষ (DOOR MATE) দরজার নিকট রাখবেন না, যেগুলোতে (WELL COME) ইত্যাদি লিখা থাকে। জুতা ইত্যাদিতে যদিও বা ইংরেজী ভাষার কোম্পানীর নাম লিখা থাকে, ব্যবহারের পূর্বে সেটা মুছে দেয়া উচিত। অধিকাংশ জায়নামায়ে ষ্টিকার (কাগজের, কাপড়ের টুকর) সংযুক্ত থাকে, যাতে আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী ভাষায় ষ্টিকারে কারখানার নাম লিখা থাকে আর তা প্রায়ই পা রাখার জায়গায় থাকে। এছাড়া প্লাষ্টিকের মাদুরা, লেপ ও তোয়ালে ইত্যাদিতেও প্রায়ই লিখিত ষ্টিকার সংযুক্ত থাকে। অতএব এরূপ ষ্টিকার আলাদা করে সমুদ্রে বা নদীতে ডুবিয়ে দেয়া উচিত। কাঠের মধ্যে বিছানো ফোমের গদীর ভেতরের অংশে প্রায়ই অমুক MOLTY FOAM ইত্যাদি লিখা থাকে। হায়! এমন যদি হত! কোম্পানীরা আমাদেরকে পরীক্ষায় না ফেলতো। ফিকহার মাসআলাটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। যেমন- বাহারে শরীয়াতের ১৬তম খন্ডের ২৩৭ পৃষ্ঠায় রদ্দুল মুখতারের বরাতে লিখেছেন: “বিছানা অথবা জায়নামাযের উপর যদি কোন কিছু লিখা থাকে তাহলে সেটা ব্যবহার করা না-জায়িয। এ ইবারাত (লিখা) সেগুলোর বুননের মধ্যে হোক বা নকশা অংকন করা হোক কিংবা কালি দিয়ে লিখা হোক যদিও একক হরফ (ALPHABETS) লিখা থাকে। কেননা একক হরফ (অর্থাৎ আলাদা আলাদা লিখিত অক্ষর) এরও সম্মান রয়েছে।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

“বাহারে শরীয়াত”র প্রণেতা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আরো বলেন: “অধিকাংশ দস্তুরখানাতে ইবারত লিখা থাকে অর্থাৎ (কোম্পানীর নাম, কবিতা বা ছন্দ লিখা থাকে) এমন দস্তুরখানা ব্যবহার করা ও এগুলোর উপর খাবার খাওয়া উচিত নয়। অনেকের বালিশের উপর কবিতা বা ছন্দ লিখা থাকে। এগুলোর ব্যবহার করবেন না।” যাহোক জায়নামায হোক কিংবা বিছানার চাদর, কাপেট হোক বা ডেকোরেশনের মালামাল, বালিশ হোক কিংবা গদী যে বস্তুর উপরই বসা বা পা রাখার প্রয়োজন হয় সেগুলোতে কোনো ভাষায়ই কোনো কিছু লিখা উচিত নয়। মুদ্রিত বা কাগজের টুকর সেলাই করে দিবেন না। সুন্দর পরিপূর্ণ কাপেট (ONE PIECE CARPET) এর পিছনে সাধারণত কোম্পানীর নাম ও ঠিকানা সম্বলিত স্টিকার লাগানো থাকে। ঐ স্টিকারে উপর পানি লাগিয়ে দিন এবং কিছুক্ষণ পর তুলে নিন। আরবী লিখা সমূহের বিশেষভাবে সম্মান করা উচিত। কেননা ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র ভাষা আরবী, কুরআনে পাকের ভাষা আরবী, আর জান্নাতে জান্নাতবাসীদের ভাষাও আরবী হবে। আরবী লিখা সমূহ খাবারের প্যাকেটেই হোকনা কেন তা ফেলে দেয়া অথবা আল্লাহর পানাহ! ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা বড়ই বেয়াদবী ও হতভাগ্যেরও কাজ।

নম্বর সমূহের সম্পর্ক

অনেক সময় স্যান্ডেলের উপর যদি কিছু লিখা নাও থাকে। তবুও নাম্বার সমূহ অবশ্যই অংকিত থাকে। সেগুলোর উপর পা রাখতেও আহলে মুহাব্বতের অন্তর সাড়া দেয়না। কেননা প্রত্যেকটি নাম্বারে কোনো না কোনো সম্পর্ক নিহিত থাকে। যেমন- বেজোড় সংখ্যার ব্যাপারে “আহসানুল বিআ” কিতাবের ২২ পৃষ্ঠায় দোয়ার তাকরার বা পূনরুজ্জি সম্পর্কে রয়েছে: আল্লাহ তাআলা এক এবং এ সংখ্যাটি বেজোড়। আর বেজোড় (অর্থাৎ এক, তিন, পাঁচ, সাত ইত্যাদি) কে আল্লাহ তাআলা ভালবাসেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

তন্মধ্যে “পাঁচ” উত্তম এবং “সাত”সংখ্যাটি আল্লাহর খুবই প্রিয় আর কমপক্ষে “তিন”। (উদ্দেশ্য এই, যখনই দোয়া করবেন, তখন সেটাকে সাত বার পুনরাবৃত্তি করুন অথবা পাঁচবার নতুবা কমপক্ষে তিনবারই পুনরাবৃত্তি করে নিন।) অনুরূপ জোড় সংখ্যা গুলোতেও সম্পর্ক বিদ্যমান। দুই এর সম্পর্ক যেমন ২রা মুহাররামুল হারামে হযরত সাযিয়দুনা মারুফ কারখী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এবং ২রা জীলক্বদ সাদরুশ শরীয়া (বাহারে শরীয়াতের লিখক) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ-এর ওরশের দিন। চার এর সম্পর্ক বা চার খলীফার عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ সাথে। যার অন্তরে তাঁদের প্রতি ভালবাসা রয়েছে, إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ তিনি উভয় জগতে সফলতা লাভ করবেন। “ছয়” এর সম্পর্ক ৬ই রাজবুল মুরাজ্জাবে গরীবে নেওয়াজ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ওরশ শরীফের সাথে। আট এর সম্পর্ক ৮টি জান্নাত এর সাথে রয়েছে এবং ৮ মুহাররামুল হারামে শেরে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা হাশমাত আলী খান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ওরশের দিন। “১০” এর সম্পর্ক আশূরা অর্থাৎ ইমামে আলী মকাম সাযিয়দুশ শূহাদা, সুলতানে কারবালা, ইমামে হোসাইন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর শাহাদাতের দিন, কোরবানীর ঈদ আর ১১, ১২ এর সম্পর্কের ব্যাপারেতো আশিকগণের মধ্যে চারিদিকে খুশী ও আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়।

কিয়া গণ্ডর জব গেয়ারবী বারবী মে,
মুআম্মা ইয়ে হাম পর খুলা গাউছে আযম।
তুমহি ওয়াছল বে-ফছল হে শাহে দ্বী-ছে,
দিয়া হক্নে ইয়ে মরতবা গাউছে আযম।

পবিত্র পাতা সমূহ সমুদ্রের পানিতে ডুবানোর নিয়ম

যে সৌভাগ্যবান মুসলমান পবিত্র লিখা সমূহের সম্মান পূর্বক পত্রিকা ও পবিত্র কাগজপত্র এবং মোটা আর্ট পেপার ইত্যাদি মাটিতে দেখে উঠিয়ে নেন এবং সেগুলোকে সমুদ্রের মাঝখানে কিংবা গভীর নদীতে ডুবিয়ে দেন তিনি বাস্তবে ঈর্ষার পাত্র। অগভীর সমুদ্রে বা নদীতে পবিত্র পাতা সমূহ ডুবাবেন না, কেননা প্রায়ই ভেসে তা কিনারায় এসে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

সমুদ্রের বা নদীর পানিতে ডুবানোর পদ্ধতি হল; পবিত্র পাতা সমূহ কোন খালী থলে বা চটের ছোট খালী বস্তার মধ্যে কয়েক স্থানে অবশ্যই ছিদ্র করে দিবেন যেন দ্রুত তাতে পানি ভর্তি হয়ে যায় এবং তা তলায় চলে যায়। যদি এরূপ ছিদ্র করে না দেন তাহলে ভারী ওজনের কোন পাথর ঢুকিয়ে দিবেন কেননা ভিতরে পানি না গেলে তা ভাসতে ভাসতে কিনারায় এসে পৌঁছলে আবার অনেক সময় টোকাই কিংবা বিধর্মী লোকেরা বস্তা সংগ্রহের লোভে পবিত্র পাতা সমূহ কিনারাতেই ছিড়ে স্তুপ বানিয়ে দেয় আর এতে এমন ভীষণ বেয়াদবী হয় যে শুনতেই আশিকদের কলিজা কেঁপে উঠবে! পবিত্র পাতা সমূহ ভর্তি বস্তা গভীর সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য নৌকা ইত্যাদির জন্য মুসলমান মাঝির সাহায্য নিতে পারেন। তবে বস্তায় ছিদ্র সর্বাবস্থায় করতে হবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

পবিত্র পাতা সমূহ দাফন করার নিয়ম

পবিত্র পাতা সমূহ দাফনও করতে পারেন। এটার নিয়মাবলীও জেনে নিন। বাহারে শরীয়াতের ১৬ খন্ডের ১২১ পৃষ্ঠায় ফতোওয়ায়ে আলমগীরীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন: যদি কুরআন শরীফ পুরাতন হয়ে যায় আর তিলাওয়াত করার উপযোগী না থাকে এবং আশংকা থাকে, এর পাতাগুলো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাহলে কোন পবিত্র কাপড়ে জড়িয়ে নিরাপদ জায়গায় দাফন করে দেয়া উচিত এবং দাফন করার জন্য (গর্ত কিবলার দিকের অংশকে এতটুকু খনন করুন যেন সম্পূর্ণ পবিত্র পাতা সমূহ সংকুলান হয়ে যায়) এমনভাবে কবর তৈরী করা উচিত যেন কুরআনের উপর মাটি না পড়ে বা গর্তে রেখে তার উপর কাঠের ছাউনি দিয়ে মাটি ঢেলে দিন যাতে কুরআনের উপর মাটি না পড়ে। মনে রাখবেন! কুরআন শরীফ পুরাতন হয়ে গেলে তা জ্বালানো যাবে না”।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

২৯টি মাদানী ফুল

(প্রথম ১০টি মাদানী ফুল তাফসীরে নঈমী ১ম পারা, ৪৪ নং পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে)

- (১) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ কুরআনে পাকের সম্পূর্ণ আয়াত কিন্তু কোন সূরার অংশ নয় বরং সূরা সমূহের মধ্যে পৃথকের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। এজন্য নামাযে এটা নিম্ন স্বরেই পাঠ করা হয়। তবে যে হাফিয তারাবীতে সম্পূর্ণ কুরআনে পাক খতম করেন, তিনি অবশ্যই যে কোন সূরার সাথে একবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ উচ্চস্বরে পাঠ করবেন।
- (২) সূরা তাওবা ব্যতীত অন্যান্য প্রতিটি সূরা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ দ্বারা আরম্ভ করবেন। যদি সূরা তাওবা হতেই তিলাওয়াত আরম্ভ করেন তাহলে তিলাওয়াতের জন্য بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করে নিন।
- (৩) ফতোওয়ায়ে শামীতে রয়েছে, হুক্কা পান করার সময়, দুর্গন্ধযুক্ত বস্ত্রসমূহ (কাঁচা পিয়াজ ও রসুন ইত্যাদি) খাওয়ার সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ না পড়া উত্তম।
- (৪) টয়লেটে গিয়ে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰনِ الرَّحِیْمِ পাঠ করা নিষেধ।
- (৫) নামাযী যখন নামাযে কোন সূরা পাঠ করেন তখন প্রথমে নিম্নস্বরে بِস্মি পাঠ করা মুস্তাহাব।
- (৬) যে মর্যাদাপূর্ণ কাজ بِস্মি الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ব্যতীত শুরু করা হয় তার মধ্যে বরকত হয় না।
- (৭) যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানো হয়। তখন যিনি নামাবেন তিনি এটা পাঠ করবেন: بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)
- (৮) জুমা, উভয় ঈদ, বিবাহ ইত্যাদির খুতবা بِস্মি الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ দ্বারা শুরু করবেন অর্থাৎ (শুরুতে) بِস্মি الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ নিম্নস্বরে পাঠ করবেন। অতঃপর যখন কুরআন পাকের আয়াত আসবে তখন খতীব উচ্চস্বরে بِস্মি الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

- (৯) পশু-পাখী যবেহ করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করা (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নাম নেয়া) ওয়াজিব। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করা হয় (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নাম নেয়া না হয়) তাহলে পশু মৃত সাব্যস্ত হবে। যদি ভুলে না নেয়া হয়, তবে পশু হালাল হিসেবে গণ্য হবে।
- (১০) যবেহে ইযতিরারী যেমন শিকারী তীর বা বর্শা ইত্যাদি ধারালো বস্তু দিয়ে যদি শিকার করে আর এসব বস্তু নিষ্ক্ষেপ করার সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করে নেয় তাহলে পশু (পাখী) যদি তার নিকট পৌঁছতে পৌঁছতে মরেও যায় তবুও তা হালাল হবে। অনুরূপভাবে যদি পালিত পশু আয়তু থেকে চলে যায় যেমন গরু কুপের মধ্যে পড়ে গেল অথবা উট পালিয়ে গেল। তখন যদি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পড়ে তীর বা বর্শা অথবা তলোয়ার মেরে দেয়া হয় তাহলে সেগুলো হালাল হবে। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করে লাঠি বা পাথর মারলে কিংবা বন্দুক দিয়ে গুলি করলে বা ছোট পাথর খন্ড ছুড়ে মারলে এবং তাতে বন্য পশু বা পাখী মারা গেলে তাহলে তা (খাওয়া) হারাম কেননা এটা রক্ত প্রবাহিত হওয়ার কারণে নয় বরং আঘাত পাওয়াতে মরে গেছে। তবে যদি আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় হাতে এসে যায় তাহলে শরীয়াত অনুযায়ী যবেহ করলে হালাল হয়ে যাবে। যে বন্য পশু বা পাখী আয়ত্বের মধ্যে রয়েছে সেটা হালাল হওয়ার জন্য যবেহ করা আবশ্যিক অর্থাৎ আল্লাহর নাম নিয়ে সেটাকে নিয়মানুযায়ী যবেহ করতে হবে।
- (১১) হযরত সায়িদুনা শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ বিন আলী বুনী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে ৭ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ৭৮৬ বার (শুরু ও শেষে ১বার করে দরুদে পাক) পাঠ করবে اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ তার প্রত্যেক উদ্দেশ্য পূরণ হবে। এখন উদ্দেশ্য কোন মঙ্গল লাভের জন্য হোক বা কোন অমঙ্গল দূর হওয়ার জন্য কিংবা ব্যবসা ঠিকভাবে চলার জন্য হোক।

(শামসুল মাআরিফ, অনুদিত, ৭৩ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

- (১২) যে কোন ব্যক্তি শোয়ার সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ২১ বার (শুরু ও শেষে একবার দরুদ শরীফ) পাঠ করে নেয়। اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ঐ রাতে শয়তানের অনিষ্ট, চুরি, হঠাৎ মৃত্যু ও প্রত্যেক প্রকারের বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (প্রাগুক্ত, ৭৩ পৃষ্ঠা)
- (১৩) যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারির সম্মুখে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ৫০ বার (পূর্বে ও পরে ১ বার দরুদ শরীফ) পাঠ করবে, ঐ জালিমের অন্তরে পাঠকারীর প্রভাব সৃষ্টি হবে এবং জালিমের অনিষ্ট থেকে সে রক্ষা পাবে। (প্রাগুক্ত, ৭৩ পৃষ্ঠা)
- (১৪) যে ব্যক্তি সূর্য উঠার সময় সূর্যের দিকে মুখ করে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ৩০০ বার ও দরুদ শরীফ ৩০০ বার পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করবেন, যেটা তার কল্পনাতেও আসবে না এবং (প্রতিদিন পাঠ করতে) اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ এক বৎসরের মধ্যে আমীর ও ধর্নাঢ্য হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত, ৭৩ পৃষ্ঠা)
- (১৫) স্মরণ শক্তিহীন ব্যক্তি যদি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ৭৮৬ বার (শুরু ও শেষে ১ বার দরুদ শরীফ সহ) পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে এ পানি পান করে নেয়, তাহলে اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ তার স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং যা শুনবে তা স্মরণে থাকবে। (প্রাগুক্ত, ৭৩ পৃষ্ঠা)
- (১৬) যদি অনাবৃষ্টি হয়, তখন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ৬১ বার (শুরু ও শেষে ১ বার দরুদ শরীফ সহ) পাঠ করে অতঃপর দোয়া করলে اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ বৃষ্টি হবে। (প্রাগুক্ত, ৭৩ পৃষ্ঠা)
- (১৭) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ কাগজে ৩৫ বার লিখে (পূর্বে ও পরে ১ বার দরুদ শরীফ) ঘরে টাঙ্গিয়ে দিলে اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ শয়তান ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং খুব বরকত হবে। যদি দোকানে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। তাহলে اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ব্যবসায় খুব উন্নতি হবে। (প্রাগুক্ত, ৭৩, ৭৪ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

- (১৮) ১ লা মুহাররামুল হারামে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ১৩০ বার লিখে বা লিখিয়ে যে কেউ নিজের কাছে রাখবেন অথবা প্লাষ্টিকে মুড়িয়ে, মোটা প্লাষ্টিক বা চামড়া দিয়ে সেলাই করে হাতে, গলায় পরিধান করবেন (কোন প্রকার ধাতব পদার্থের খেলের ভিতর কোন ধরনের তাবীয পড়বেন না। এটার মাসআলা সমূহ পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে) إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ সারাজীবন ঐ ব্যক্তির বা তার ঘরে কারো কোন প্রকারের ক্ষতি সাধিত হবে না। (প্রাগুক্ত, ৭৪ পৃষ্ঠা)
- (১৯) যে মহিলার বাচ্চা বাঁচে না, তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ৬১ বার লিখে বা লিখিয়ে নিজের নিকট রাখবেন (ইচ্ছা করলে তাতে বাতাস না ঢোকান জন্য প্লাষ্টিকে মুড়ে কাপড়, মোটা প্লাষ্টিক বা চামড়া দিয়ে সেলাই করে গলায় কিংবা হাঁতে বেঁধে নিতে পারেন) إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ বাচ্চা জীবিত থাকবে। (প্রাগুক্ত, ৭৪ পৃষ্ঠা)
- (২০) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ৭০ বার লিখে মৃতের কাফনে দিয়ে দিন। إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ মুনকার নকীর এর প্রশ্নের জবাব সহজ হবে। (উত্তম হল, মৃতের চেহারার সামনে কিবলার দিকের দেয়ালে মিহরাবের ন্যায় তাক বানিয়ে তাতে রাখুন। এর সাথে আহাদনামাও মৃতের পীরের শাজারা ইত্যাদিও রেখে দিন) (প্রাগুক্ত, ৭৪ পৃষ্ঠা)
- (২১) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ কোনো ক্বারী বা আলিম সাহিবকে পাঠ করে শুনাবেন। যদি হরফ সঠিকভাবে উচ্চারণস্থল হতে আদায় না হয় তাহলে শিখে নিন অন্যথায় লাভের পরিবর্তে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি রয়েছে।
- (২২) লিখার সময় যবর, যের, পেশ ইত্যাদি লাগানোর প্রয়োজন নেই। যখনই পরিধান করা, পানি পান করা বা টাঙ্গানোর জন্য তাবীয হিসেবে কোন আয়াত কিংবা ইবারত লিখবেন, তখন বৃত্তাকার হরফ সমূহের বৃত্ত খালি রাখতে হবে। যেমন- اللّٰهُ এর মধ্যে ح এর এবং رَحْمٰنِ ও رَحِیْمِ এর দুটোতে م এর বৃত্ত খালি রাখবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

- (২৩) কাপড় খোলার সময় بِسْمِ اللّٰهِ পড়ে নিলে জ্বীনেরা সতর দেখতে পারবেনা। (আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলা, কৃত ইবনে সুন্নী, ৮ পৃষ্ঠা) কামরার দরজা, জানালা, আলমারীর দরজা, যতবার খোলবে বা লাগাবে ততবার এমনকি পোষাক-পরিচ্ছদ বাসনপত্র ইত্যাদি বস্তু সমূহ রাখা ও নামানোর সময় প্রত্যেকবার الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নিন। اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ। দুষ্ট প্রকৃতির জ্বীন আপনার ঘরে প্রবেশ করা, চুরি করা ও আপনার জিনিসপত্র ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে।
- (২৪) যানবাহন (গাড়ি ইত্যাদি) পিছনে গেলে কিংবা তাতে ধাক্কা লাগলে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ শরীফ পাঠ করুন।
- (২৫) মাথায় তেল দেয়ার পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পড়ে নিন। অন্যথায় ৭০ জন শয়তান মাথায় তেল দেয়াতে অংশগ্রহণ করে নেয়।
- (২৬) ঘরের দরজা বন্ধ করার সময় স্মরণ করে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করে নিন। اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ। শয়তান ও দুষ্ট জ্বীন ঘরে প্রবেশ করতে পারবেনা। (সহীহ বুখারী, ৬ খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা)
- (২৭) রাতে পানাহারের পাত্র بِسْمِ اللّٰهِ শরীফ পাঠ করে ঢেকে দিন। যদি ঢাকার জন্য কোন বস্তু না থাকে। তাহলে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ বলে সেগুলোর মুখে শলা ইত্যাদি রেখে দিন। (প্রাগুক্ত) মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে, বছরে একটি রাত এমনও আসে, যে রাতে ওয়াবা (রোগ বালা ও মহামারী) অবতীর্ণ হয়। যে সব তৈজসপত্র ও পানির পাত্র ইত্যাদির মুখ বন্ধ থাকে না, যদি ঐ দিক দিয়ে এটি অতিক্রম করে তখন তা এতে নেমে পড়ে। (মুসলিম শরীফ, ১১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২১১৪)
- (২৮) শোয়ার পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করে ৩ বার বিছানা ঝেড়ে নিন। اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ। কষ্টদায়ক বস্তু, জীব-জন্তু হতে নিরাপত্তা লাভ হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

(২৯) ব্যবসা বাণিজ্যে বৈধ লেন-দেনের সময় অর্থাৎ যখন কারো কাছ থেকে নেন তখন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করুন এবং যখন কাউকে দেন। তখনও بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পড়ুন إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ খুব বরকত হবে।

ইয়া রবে মুস্তফা ﷺ! آمِنَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللّٰهِ آمِنَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমাদেরকে بِسْمِ اللّٰهِ এর বরকত সমূহ দ্বারা সৌভাগ্যশালী করুন এবং প্রত্যেক নেক ও বৈধ কাজের শুরুতে পাঠ করার তাওফীক দান করুন।

امین یحیٰ الی نبی الامین صَلَّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

৭টি ঘটনা

(১) কাঠুরিয়া কিভাবে ধনী হল?

একজন কাঠুরিয়া প্রতিদিন নদী পার হয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনত এবং তা বিক্রি করে নিজের সন্তান-সন্ততির ভরণ পোষণ করত। যেহেতু নদীর উপর পুল তার ঘর থেকে অনেক দূরে ছিল। তাই তার আসা যাওয়ায় বেশী সময় ব্যয় হয়ে যেত। এভাবে সে টাকা পয়সার দিক থেকে ধনী হতে পারছিল না। একদিন সে মসজিদের ভিতর এক মুবাল্লিগের বয়ানে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর মহান ফযীলত সমূহ শুনলো। মুবাল্লিগের এ বয়ান তার মাথায় বসে গেল, بِسْمِ اللّٰهِ শরীফের বরকতে বড় বড় সমস্যা সমাধান হতে পারে। সুতরাং যখন জঙ্গলে যাওয়ার সময় হল তখন পুলের নিকট যাওয়ার পরিবর্তে সে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করে নদীতে নেমে গেল আর চলতে চলতে সহজেই নদীর ওপারে জঙ্গলে পৌঁছে গেল। কাঠ কাটার পর সে পূনরায় এভাবে আমল করল। بِস্মِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর বরকত সমূহ প্রকাশ পেতে লাগল আর কিছুদিনের মধ্যেই সে ধনী হয়ে গেল। (শামসুল ওয়াইয়ীন হতে সংকলিত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

হায় পাক রুতবা ফিকিরছে উছ বে নিয়ায কা,
কুছ দখল আকল কা হে না কাম ইমতিয়ায কা। (যওকে নাভ)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এসব কিছু পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ফল। যদি বিশ্বাসে কমতি হয়, তাহলে আশানুরূপ ফলাফল অর্জন হয় না। “পরিপূর্ণ বিশ্বাস” সম্পর্কে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সূরা ইউসুফ এর তাফসীরে অত্যন্ত শিক্ষণীয় একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেন। তাহল- একবার বাগদাদ শরীফে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে লোকদের নিকট ১টি দিরহামের আবেদন করল। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা ইবনে সাম্মাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: তোমার কোন্ সূরাটি ভাল ভাবে মুখস্থ আছে? সে বলল: “সূরা ফাতিহা।” তিনি বললেন: “একবার পাঠ করে সেটার সাওয়াব আমার নিকট বিক্রি করে দাও। আমি এর পরিবর্তে আমার সমস্ত সম্পদ তোমাকে দিয়ে দেব! আবেদনকারী বলতে লাগল: হযরত! আমি দারিদ্রতার কারণে ১টি দিরহাম আবেদন করতে এসেছি। কুরআন বিক্রি করতে আসিনি। এটা বলে সেই আবেদনকারী কবরস্থানের দিকে চলে গেল। এদিকে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। এমনকি শিলাবৃষ্টি হতে লাগল। সে তৎক্ষণাৎ একটি ছাদের নীচে আশ্রয় নেয়ার জন্য আসল। সেখানে সবুজ পোষাক পরিহিত একজন আরোহী পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন: “তুমি সূরা ফাতিহা বিক্রি করতে অস্বীকার করেছিলে?” সে বলল: “জ্বী হ্যাঁ।” তখন ঐ আরোহী তাকে দশ হাজার দিরহামের একটি থলে দিয়ে বলল: “এগুলো খরচ কর। শেষ হয়ে গেলে إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ এই পরিমাণ আরো দেবো।” আবেদনকারী জিঙাসা করল: আপনি কে? আরোহী বললেন: আমি তোমার বিশ্বাস। এটা বলে আরোহী চলে গেলেন।” (ইমাম গাযালী কৃত সূরা ইউসুফের তাফসীর হতে সংকলিত, ১৭, ১৮ পৃষ্ঠা) এ থেকে ঐ সকল মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যারা ভিক্ষা করার জন্য তিলাওয়াত করে, টাকা-পয়সা ও পানাহারের লোভে খতমে কুরআনের মাহফিল সমূহে এবং যিকির ও না'ত এর ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

আর টাকা পাওয়ার আশ্রমে তারা বীতে খতমে কুরআনে পাক শুনিয়ে থাকেন। আল্লাহ আমাদেরকে ইখলাস ও বিশ্বাস এর অমূল্য সম্পদ দিয়ে সৌভাগ্যশালী করুক। اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

মেরা হার আমল বহু তেরে ওয়াসেতে হো,
কর ইখলাছ এইছা আতা ইয়া ইলাহী।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই ইখলাস অনেক বড় সম্পদ। যে অর্জন করতে পেরেছে, সে উভয় জাহানে সফলকাম। আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। ان شاء الله عزوجل আমলের মধ্যে ইখলাস সৃষ্টি করার “মাদানী চিন্তা ধারা” তৈরী হবে আর যখন আমলে ইখলাস সৃষ্টি হয়ে যাবে। তখন কাঙ্ক্ষিত বস্তু নিজেই এসে আবেদনকারীর নিকট ধরা দিবে। ان شاء الله عزوجل

জলওয়ে খুদ আ-য়ি তালিবে দীদার কি তরফ

“ক্যাসেট ইজতিমাতে” দীদারে মুস্তফা ﷺ

সাহরায়ে মদীনা, মদীনা তুল আওলিয়া, মূলতানে দা'ওয়াতে ইসলামীর তিনদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা শেষে আশিকানে রাসূলদের অসংখ্য মাদানী কাফেলা সুন্নাতের প্রশিক্ষণ লাভের জন্য শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে রওয়ানা হয়ে থাকে। যেমন- একজন আশিকে রাসূলের বর্ণনার সারমর্ম এখানে নিজস্ব ভাষায় উপস্থাপন করছি। ১৪২৩ হিজরীর তিনদিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা ইজতিমা শেষে আশিকানে রাসূলদের একটি মাদানী কাফেলা ১২ দিনের জন্য জিলালায়া পাঞ্জাব পৌঁছে। মাদানী কাফেলার রুটিন অনুযায়ী যখন ক্যাসেট ইজতিমা হল তখন ক্যাসেটের সুন্নাতে ভরা বায়ান শূনে একজন আশিকে রাসূলের মধ্যে ভাবাবেগের সৃষ্টি হয় এবং তিনি ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন এমনকি বেহুশ হয়ে গেলেন। যখন হুশ এল তখন খুবই আনন্দিত অবস্থায় ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

তিনি বললেন: اَسْئَلُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ আমি গুনাহগারের উপর বড় দয়া হয়েছে এবং নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দীদারের সৌভাগ্য নসীব হয়েগেল। দ্বিতীয় দিন পূনরায় ক্যাসেট ইজতিমা হল, তার মধ্যে একই ধরণের অবস্থা সৃষ্টি হল। এবার স্বপ্নে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত এমনভাবে নসীব হল, যে মাদানী কাফেলার সকল মুসাফিরও সেখানে উপস্থিত ছিল।

আঁ-খে জু বন্ধ হো তু মুকাদ্দর খুলে হাসন,
জলওয়ে খুদ আ-য়ি তালিবে দীদার কি তরফ।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

কুমন্ত্রণা: অনেকে স্বপ্ন শুনিয়ে মানুষদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে নেয়। অতএব যে কেউ স্বপ্নে যিয়ারতের দাবী করলে, তাতে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা উচিত নয়। কমপক্ষে তার কাছ থেকে শপথ নেয়া উচিত।

কুমন্ত্রণার প্রতিকার: সহীহ বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদীস:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالدِّيَّاتِ

অর্থাৎ “আমলের কর্মফল নিয়্যত সমূহের উপর নির্ভরশীল।” তাই যদি কেউ দুনিয়াবী উচ্চপদ ও মর্যাদার আসক্তিতে লোকদেরকে নিজের স্বপ্ন শুনিয়ে বেড়ায়, নিজের প্রসিদ্ধি ও বাহু বাহু চায় তাহলে সত্যিই সে অপরাধী। আর যদি ভাল নিয়্যতে শুনায়, যেমন- দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলাতে সৌভাগ্যক্রমে যদি কেউ ভাল স্বপ্ন দেখে আর তা এজন্য শুনায়, এ যুগের লোকেরা তা থেকে আল্লাহর রাস্তায় সফর করার উৎসাহ পাবে এবং তারা যেন নিশ্চিত হতে পারে, দা'ওয়াতে ইসলামী আহলে হক (সত্যপন্থী) ও আশিকানে রাসূলদের সুন্নাতে ভরা সংগঠন। আর এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তারা যেন নিজের ঈমান হিফায়তের সম্বল সংগ্রহ করতে পারে। তাহলে এ নিয়্যত প্রশংসনীয় এবং এ নিয়্যতে স্বপ্ন বর্ণনাকারীর সাওয়াব মিলবে।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

এছাড়া নেয়ামতের বর্ণনা স্বরূপ অর্থাৎ নেয়ামতের চর্চা করার নিয়্যতে যদি বর্ণনা করে তবুও জায়িয়। তবে যদি রিয়ার ভয় থাকে তাহলে নিজের নাম প্রকাশ করা উচিত নয় আর এতেই অধিকতর নিরাপত্তা রয়েছে। যা হোক অন্তরে নিয়্যতের অবস্থা আল্লাহ্ তাআলা ভাল জানেন। মুসলমানের ব্যাপারে বিনা কারণে কু-ধারণা পোষণ করা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। কু-ধারণা পোষণ করার ব্যাপারে কুরআনে পাক ও হাদীস শরীফে তিরস্কার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই কোনো কোনো অনুমানে গুনাহ হয়ে যায়। (পারা- ২৬, সূরা- হুজুরাত, আয়াত- ১২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ
الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে: “কু-ধারণা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা কুধারণা চরম মিথ্যা কথা” (সহীহ বুখারী শরীফ, খন্ড ৬ষ্ঠ, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫১৪৩) আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে উদ্ধৃত করেন, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রহুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখে বললেন: “তুমি কি চুরি করনি?” সে বলল: “আল্লাহর শপথ! আমি চুরি করিনি।” এটা শুনে তিনি عَلِ بْنِ أَبِي نَضْرَةَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ বললেন: “সত্যিই তুমি চুরি করনি। আমার চোখ ধোঁকা খেয়েছে।”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে মুসলমানের সম্মান সম্পর্কে খুব ভালভাবে অনুমান করা যেতে পারে, শরীয়াতের সীমার মধ্যে থেকে মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করা উচিত। এমন যেন না হয়, বিনা কারণে অন্যের উপর কু-ধারণার দরজাকে খুলে দিয়ে, তাকে মিথ্যাবাদী ও চাঁপাবাজ ইত্যাদি সাব্যস্ত করে, নিজের আখিরাতকে বিনষ্ট করে, নিজেকে আল্লাহর পানাহ! জাহান্নামের হকদার বানিয়ে নেয়।

تَوْبُوا إِلَى اللّٰهِ! اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করার শাস্তি

মনে করুন! যদি কেউ মিথ্যা স্বপ্ন বানিয়েও বলে, তবে সেটার দায়িত্ব তার নিজের উপরই বর্তাবে। আর সে কঠিন গুনাহগার ও জাহান্নামের আগুনের হকদার হবে। তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, তাকে কিয়ামতের দিন যবের দুটি দানার মধ্যে গিঁট লাগানোর শাস্তি দেয়া হবে এবং সে কখনো গিঁট লাগাতে পারবেনা।”

(সহীহ বুখারী, ৮ম খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭০৪২)

চিন্তা ভাবনা করা ব্যতীত যারা কথা বলে তারা সাবধান!

অন্য একটি হাদীসে পাকে রয়েছে, “এক ব্যক্তি এমন কথা বলে, যার মধ্যে সে চিন্তা ভাবনা করেনা (অথচ এরূপ কথা বার্তা, গীবত, দোষ অন্বেষণ অথবা মনগড়া স্বপ্ন ইত্যাদি হারামের উপর প্রতিষ্ঠিত) তাহলে সে এরূপ কথার কারণে জাহান্নামে এতটুকু পরিমাণ থেকেও অধিক (নীচে) পতিত হবে যতটুকু পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব রয়েছে।” (সহীহ বুখারী শরীফ, ৭ম খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৪৭৭) স্বপ্ন বর্ণনাকারীকে শপথ করতে বাধ্য করা শরয়ী ওয়াজিব নয়। আর যে আল্লাহর পানাহ! মিথ্যুক হবে, সে হতে পারে, মিথ্যা শপথও করে নিবে।

কুমন্ত্রণা: এটা সঠিক মনে হচ্ছে, মানুষের নিকট বর্ণনা করার পরিবর্তে স্বপ্ন গোপন করে রাখা উচিত।

কুমন্ত্রণার প্রতিকার: কোনটা সঠিক আর কোনটি সঠিক নয়, এটা বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى আমাদের চেয়ে অধিক ভাল জানতেন। ভাল স্বপ্ন বর্ণনা করার ব্যাপারে শরীয়াত নিষেধ করেনি। তাহলে আমরা বাধা প্রদান করার কে? কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও বুয়ুর্গানে দ্বীনের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى কিতাব সমূহে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বপ্ন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ রিসালায়ে কুশাইরিয়্যাতে” রু'য়াল কাওম' নামক অধ্যায়ের ৩৬৮ হতে ৩৭৭ পৃ: পর্যন্ত আওলিয়ায়ে কিরামের ৬৬ টি স্বপ্ন উদ্ধৃত করেছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ইহইয়াউল উলুমের ৪র্থ খন্ডের ৫৪০ হতে ৫৪৩ পর্যন্ত মানা-মা-তুল মাশায়িখ নামক অধ্যায়ে ৪৯ টি স্বপ্ন উদ্ধৃত করেছেন। এছাড়াও হায়াতে আ'লা হযরত (মাকতুবাতে নববীয়াহ্ গাঞ্জ বখশ রোড লাহোর হতে মুদ্রিত) এর ৪২৪ হতে ৪৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনে মিল্লাত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, হযরত আল্লামা মাওলানা আল হাফিয, আল ক্বারী আশ শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ১৪ টি স্বপ্ন তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। এর মধ্য থেকে ১টি স্বপ্ন প্রসঙ্গক্রমে উপস্থাপন করছি।

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর স্বপ্ন

সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দু'হাতে মুসাফাহা (করমর্দন) এর বৈধতা সম্পর্কে ৪০ পৃষ্ঠার ১টি বই “صَفَاةُ الدِّجَّيْنِ فِي كَوْنِ تَصَاغُرِ بَكْفِي الْبَيْدَيْنِ” এ নামে লিখেছেন। সেটার ৩য় পৃষ্ঠায় নিজের ঐ স্বপ্ন বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে তাঁর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সাথে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম কাযী খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সাক্ষাৎ হয়েছে। এছাড়া মুসলমানদেরকে কুমন্ত্রনা সমূহ হতে বাঁচানোর জন্য এবং আরো অধিকহারে জানানোর জন্য এ রিসালা মোবারাকাতে মানুষের সামনে স্বপ্ন বর্ণনা করার দলীল সমূহ প্রদান করেছেন। যেমন- উল্লেখিত রিসালাতে লিখেছেন:

আজ কে স্বপ্ন দেখেছেন?

সহীহ হাদীস হতে প্রমাণিত, খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ স্বপ্নকে মহান নির্দেশ হিসেবে জানতেন এবং এটাকে (স্বপ্নকে) শূনা, জিজ্ঞাসা করা ও বর্ণনা করাতে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। সহীহ বুখারী ইত্যাদিতেও বর্ণিত আছে: হযরত সামুরাহ বিন জুন্দাব رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ হতে বর্ণিত, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ফয়রের নামায আদায়ের পর উপস্থিত লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করতেন: আজ রাতে কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে?

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

কেউ দেখে থাকলে আরয করতেন: আর নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর (তাবীর) ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৩৮৬) সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আরো বলেন: আহমদ, বুখারী ও তিরমিযী হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হতে বর্ণনা করেন; তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রক্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যা তার নিকট ভাল মনে হয়, তাহলে সেটা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে। তার উচিত এ জন্য আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা এবং মানুষের সামনে (তা) বর্ণনা করা।”

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড ২য়, পৃষ্ঠা ৫০২, হাদীস নং-৬২২৩)

সুসংবাদ অবশিষ্ট রয়েছে

সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ উল্লেখিত রিসালাতে বর্ণনা করেন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “নবুওয়াত সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন আমার পর আর নবুওয়াত পাবেনা কিন্তু সুসংবাদ পাবে।” (আরয করাহল:) সেটা কি? (ইরশাদ করলেন:) “ভাল স্বপ্ন, মানুষ নিজে দেখবে কিংবা তার জন্য অন্য কেউ দেখবে।”

(তাবারানী, আল মু'জামুল কবীর, ৩য় খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩০৫১)

নিজের ব্যাপারে ভাল স্বপ্ন দেখা ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদান

সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আরো বলেন: এটাও সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত, যে এমন স্বপ্ন দেখেছে যাতে তার কথার সমর্থন পাওয়া যায়, এর জন্য সে খুশী হয়ে, যে স্বপ্ন দেখেছে তার সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিত, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে: আবু জামরাহ যাবঈ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তামাত্ত্ব হজ্জ্ব স্বপ্ন দেখেন যা দ্বারা (ফিকহের মাসআলাতে) ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর পক্ষে সমর্থন লাভ হল। ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (ঐমোবারক স্বপ্ন শুনে নিজের সম্পদ হতে) তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন এবং ঐ দিন থেকে তাঁকে নিজের সাথে আসনে বসাতে আরম্ভ করেন।

(সহীহ বুখরী হতে সংকলিত, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১৫৬৭)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

ইমাম বুখারীর আন্মাজানের স্বপ্ন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা অন্যদেরকে স্বপ্ন শুনানোর ব্যাপারে দুটি সহীহ বুখারী শরীফের হাদীস লক্ষ্য করেছেন। সহীহ বুখারী শরীফের প্রণেতা হযরত সাযিয়দুনা শায়খ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ অত্যন্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে হাদীস শরীফ সংকলন করেছেন। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজেই বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি সহীহ বুখারীতে প্রায় ৬০০০ (ছয় হাজার) হাদীস শরীফ আলোচনা করেছি। প্রতিটি হাদীস শরীফ লিখার পূর্বে গোসল করে দুই রাকাত নামায আদায় করে নিতাম।” তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত সাযিয়দুনা শায়খ ইসমাঈল رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ অত্যন্ত নেককার লোক ছিলেন এবং তাঁর সম্মানিতা আন্মাজানও رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নেককার মহিলা ও মুসতাজাবুদ দোয়া (অর্থাৎ যাঁর দোয়া কবুল হয় এমন মহিলা) ছিলেন। ছোট বেলায় হযরত সাযিয়দুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দৃষ্টি শক্তি চলে যায়। তাঁর আন্মাজান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এ দুঃখে কান্না করতেন এবং বিনীতভাবে দোয়া করতে থাকতেন। এক রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর ভাগ্যের তারা চমকে উঠল, অন্তরের চক্ষু খুলে গেল। স্বপ্নে দেখলেন, হযরত সাযিয়দুনা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ আসলেন আর বলতে লাগলেন: “আপনি আপনার সন্তানের চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য দোয়া করে যাচ্ছেন। আপনাকে মোবারকবাদ, আপনার দোয়া কবুল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আপনার ছেলের দৃষ্টি শক্তি পূর্বের মত করে দিয়েছেন।” যখন ভোর হল তখন দেখা গেল হযরত সাযিয়দুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর চক্ষুদয় দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন হয়ে গেছে।

(তাফহীমুল বুখারী হতে সংকলিত, ১ম খন্ড, ৪ পৃষ্ঠা, কৃত: শাইখুল হাদীস আল্লামা গোলাম রাসূল রযবী)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(২) এক ইহুদী ও তার স্বীর চমৎকার ঘটনা

এক ইহুদী পুরুষ একজন ইহুদী নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে তার প্রেমে একরূপ পাগলের মত হয়ে গেল, পানাহারের প্রতি খেয়াল থাকতো না। পরিশেষে হযরত সায্যিদুনা আতাউল আকবর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বরকতপূর্ণ খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের অবস্থার কথা বর্ণনা করল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ একটি কাগজে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ লিখে দিলেন আর বললেন: “এটা গিলে ফেলো এই আশাতে, যাতে আল্লাহ তাআলা তোমাকে এ ব্যাপারে শান্তি দান করেন অথবা তোমাকে এর মাধ্যমে মেহেরবানী করেন।” যখন উক্ত ইহুদী এটা গিলে ফেললো (ব্যস! গিলতেই তার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে গেল। অতঃপর) সে আরম্ভ করল: “ওহে আঁতা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ! আমি ঈমানের মিষ্টতা পেয়েছি আর আমার অন্তরে নূর প্রকাশ পেয়ে গেছে। আমি ঐ নারীর (প্রেম) ভুলে গেছি। আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। হযরত সায্যিদুনা আঁতা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তার প্রতি ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন আর সে بِسْمِ اللّٰهِ এর বরকতে মুসলমান হয়ে গেল। অপরদিকে ঐ ইহুদী নারী যখন তার ইসলাম গ্রহণের খবর শুনল, তখন হযরত সায্যিদুনা আঁতাউল আকবর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করল: “ওহে মুসলমানদের ইমাম! আমিই সে নারী যার কথা ইসলাম গ্রহণকারী ইহুদী আপনাকে বলেছিল। আমি গত রাতে স্বপ্ন দেখেছি, এক আগন্তুক আমার নিকট এসে বলতে লাগল: “যদি তুমি জান্নাতে নিজের ঠিকানা দেখতে চাও, তাহলে সায্যিদুনা আঁতাউল আকবর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সমীপে উপস্থিত হও। তিনি তোমার ঠিকানা বলে দিবেন।” তাই আমি আপনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দরবারে উপস্থিত হয়েছি। বলুন; “জান্নাত কোথায়?” তিনি বললেন: “যদি জান্নাত লাভের ইচ্ছা থাকে তাহলে তোমাকে প্রথমে তার দরজা খুলতে হবে, এরপরই তুমি (আপন ঠিকানার) দিকে যেতে পারবে।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

মেয়েটি আরয করল: “আমি এর দরজা কিভাবে খুলতে পারব?” তিনি বললেন: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ কর।” সে بِسْمِ اللّٰهِ শরীফ পাঠ করল। “ব্যস! পাঠ করতেই তার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সৃষ্টি হল সুতরাং) সে বলতে লাগল: ওহে আ'তা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ আমি আমার অন্তরে নূর পেয়ে গেছি এবং আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি জগৎ কে দেখে নিয়েছি। আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন।” তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ তার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। তখন بِسْمِ اللّٰهِ শরীফের বরকতে সেও মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর নিজের ঘরে ফিরে ঐ রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়ল। তখন স্বপ্নে জান্নাতে প্রবেশ করল আর সে জান্নাতের মহল ও গম্বুজ দেখল এবং এর মধ্য থেকে একটি গম্বুজের উপর লিখা ছিল:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

সে এটা যখন পাঠ করল তখন একজন আহবানকারী বলছিল, “ওহে পাঠকারীনি! যা তুমি পাঠ করেছে, আল্লাহ তাআলা সব কিছু তোমাকে দান করে দিয়েছেন।” মেয়েটি জেগে উঠল এবং আরয করল: হে আল্লাহ! আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছিলাম। তুমি পুনরায় আমাকে তা থেকে বের করে দিয়েছো। ওহে আল্লাহ! আমাকে আপন পরিপূর্ণ কুদরতের ওসীলায় দুনিয়ার চিন্তা থেকে মুক্তি দান কর।” যখন সে দোয়া শেষ করল তখন ঘরের ছাদ ভেঙ্গে তার উপর পড়ল আর সে শহীদ হয়ে গেল। আর আল্লাহ তাআলা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর বরকতে তাঁর উপর দয়া প্রদর্শন করলেন। (কালইউবী, ঘটনা ২৬, ২২, ২৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلٰی اللّٰهِ! اَسْتَغْفِرُ اللّٰه

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

بِسْمِ اللّٰهِ কি বরকত হয়,
কিতনি আছি কিসমত হয়,
হামনে পা-য়ি জান্নাত হয়,
ইয়ে ছব রব কি রহমত হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার রহমত অনেক অনেক বড়। তিনি নিজ দয়া ও অনুগ্রহে মানুষকে তাঁর ওলীর আস্তানায় পাঠিয়ে অনেক বড় হতভাগা ব্যক্তির তাকদীর পরিবর্তন করে দেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ। তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর ছোট বড় প্রত্যেকে আল্লাহর ওলীদের رَحْمَتُهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی গোলামীর জন্য গর্বিত। আউলিয়ায়ে কিরামদের মাদানী কাফেলা সমূহে সফর করে নেকীর দাওয়াত দেন তখন অনেক সময় কাফির পর্যন্ত ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়। যেমন- মাদানী কাফেলার একটি বাহার লক্ষ্য করুন।

একজন খ্রীষ্টানের ইসলাম গ্রহণ

খানপুর পাঞ্জাবের একজন দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের বর্ণনা “বাবুল মদীনা করাচীতে সুন্নাতে প্রশিক্ষণের জন্য আগমনকারী মাদানী কাফেলার সাথে আমারও এলাকায়ী দাওরা করার সৌভাগ্য অর্জন হল। একটি দর্জির দোকানের বাইরে লোকজনকে একত্রিত করে আমরা নেকীর দাওয়াত দিচ্ছিলাম। যখন নেকীর দাওয়াত শেষ হল তখন ঐ দোকানেরই একজন কর্মচারী যুবক বলল: “আমি খ্রীষ্টান। তবে আপনাদের নেকীর দাওয়াত আমার হৃদয়ে গভীর ভাবে প্রভাব ফেলেছে। অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে ইসলামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ। সে মুসলমান হয়ে গেল।

মকবুল জাহা ভরমে হো “দা'ওয়াতে ইসলামী”
সদকে তুজে আয় রব্ব গাফ্ফার মদীনে কা।

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

(৩) বীর বুয়ুর্গ

এক কাফির ডাকাত কোন এক অভিজাত মহলে প্রবেশ করল। সেখানে একজন বৃদ্ধ বুয়ুর্গ ও তাঁর যুবতী মেয়ে ছাড়া কেউ ছিলনা। সে ইচ্ছা করল, ঐ বৃদ্ধ বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কে শহীদ করে দিয়ে তার মেয়েকে ধন-দৌলত সহ আয়ত্ব করে নিবে। সুতরাং সে আক্রমণ করে বসলো। কিন্তু ঐ বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বীর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ ডাকাত যুবককে একেবারে চিৎ করে ফেলে দিলেন। কিন্তু ডাকাত কোন রকমে মুক্ত হয়ে পুনরায় আক্রমণ করে বসলো। বৃদ্ধ বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ পুনরায় তাকে কাবু করে ফেললেন! এভাবে কুস্তি চলতে লাগল প্রতিবার ঐ বয়োবৃদ্ধ বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ সফলতা অর্জন করছিলেন। ডাকাত অনুভব করল, ঐ বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ আন্তে আন্তে কিছু পড়ছে, সে জিজ্ঞাসা করল, “কি পড়ছেন?” তিনি নিজের বীরত্বের রহস্য ফাঁস করতে গিয়ে মুচকি হেসে বললেন: আমি খুবই দুর্বল লোক। যখন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করি তখন আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমার উপর জয়ী করে দেন। যখন ঐ কাফির ডাকাত এটা শুনলো; তখন তার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন চলে আসলো এবং বলতে লাগল: যে ধর্মে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর এমন মর্যাদা তাহলে জানিনা ঐ ধর্মের কিরূপ শান-শওকত হবে। অতএব সে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ শুন্য বরকতে মুসলমান হয়ে গেল। তাদের পরস্পরের সাথে গভীর সম্পর্ক হল এবং ঐ বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর ইস্তিকালের পর তাঁর অভিজাত মহল ও সমস্ত ধন সম্পদ এ নওমুসলিম পেয়ে গেলেন এবং ঐ বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর মেয়ের সাথেও তার বিয়ে হয়ে গেল। (আসরাফুল ফাতিহা, ১৬৫ পৃষ্ঠা হতে সংকলিত)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হামদ হায় উছ জাত কো জিহনে মুসলমা করদিয়া,

ইশ্কে সুলতানে জাহা ছীনে মে পিনহা করদিয়া। (কাবালায়ে বখশিশ)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঐ বুয়ুর্গ নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওলী ছিলেন এবং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর বরকতে তিনি ঐ কাফিরের উপর জয়ী হলেন যা তাঁর কারামত ছিল, আর পরিশেষে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ এর বরকতে কাফির ডাকাতির অন্তরে ইসলামের মহান নেয়ামত লাভ হয়েছিল। এখন একজন بِسْمِ اللّٰهِ শরীফের দিওয়ানীর ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন আর আন্দোলিত হোন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّدٍ

(৪) কূপ থেকে থলে কিভাবে বের হল?

একজন নেককার মহিলা ছিলেন। যিনি কথায় কথায় بِসْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করতেন। তাঁর স্বামী যে মুনাফিক ছিল। সে তাঁর এ অভ্যাসের কারণে খুবই জ্বলতো। পরিশেষে সে এ সিদ্ধান্ত নিল, আমি আমার স্ত্রীকে এমন অপদস্ত করব যেন সে চিরদিন তা মনে রাখে। তাই স্বামী তার স্ত্রীকে ১টি থলে দিয়ে বলল: “ভালভাবে রাখিও।” স্ত্রী সে থলেটি হিফায়ত করে রাখলো। স্বামী সুযোগ বুঝে থলেটি সরিয়ে নিয়ে নিজের বাড়ির কূপে ফেলে দিল যাতে পাওয়ার সুযোগই না থাকে। এরপর সে তাঁর কাছ থেকে থলেটি চাইল। ঐ নেককার মহিলা থলে রাখার জায়গায় আসলো এবং যে মাত্র بِসْمِ اللّٰهِ বলল: তখন আল্লাহ তাআলা জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে নির্দেশ দিলেন, দ্রুতগতিতে যাও এবং থলেটি ঐ জায়গায় রেখে দাও। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام মুহূর্তের মধ্যে কূপ থেকে থলেটি বের করে যথাস্থানে রেখে দিলেন। যখন মহিলাটি তা নেয়ার জন্য হাত বাড়ালেন তখন থলেটি যে অবস্থায় রেখেছিলেন ঐ অবস্থায়ই পেলেন। স্বামী থলেটি পেয়ে খুবই অবাক হল এবং আল্লাহ তাআলার নিকট সে সত্যিকার অন্তরে তাওবা করল।

(কালইউবী, ঘটনা-১১, ১১, ১২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এসব কিছুই بِسْمِ اللّٰهِ এর বাহার। যে ব্যক্তি উঠা বসা সহ প্রত্যেক, ছোট বড় যে কোন জায়গায় ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করতে থাকে, বিপদের সময় তাঁকে অদৃশ্য থেকে সাহায্য করা হয়।

মুহাব্বত মে এইছা গুমা ইয়া ইলাহী,
না পাও পের আপনা পাতা ইয়া ইলাহী।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(৫) ফিরআউনের মহল

ফিরআউন নিজেকে খোদা দাবী করার পূর্বে একটি মহল তৈরী করেছিল এবং তার বাইরে দরজার উপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ লিখিয়েছিল। যখন সে নিজেকে খোদা দাবী করল তখন হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালীমুল্লাহ عَلَيَّ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ তাকে আল্লাহর উপর ঈমান আনার দাওয়াত দিলেন, তখন সে অবাধ্যতা প্রদর্শন করল। হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালীমুল্লাহ عَلَيَّ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয় করলেন: ইয়া আল্লাহ! আমি বারবার তাকে তোমার দিকে আহ্বান করছি, কিন্তু সে অবাধ্যতা থেকে বিরত হচ্ছে না। আমি তো তার মধ্যে মঙ্গলের কোন লক্ষণ দেখছি না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন: “ওহে মুসা عَلَيَّ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ তুমি তাকে ধ্বংস করে দিতে চাও। তুমি তার কুফরকে দেখছো আর আমি আমার নিজের নামকে দেখছি, যা সে নিজের মহলের দরজার উপর লিখে রেখেছে! (তাফসীরে কবীর, ১ম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)

ঘরের হিফায়তের জন্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত যেন আমরাও আমাদের ঘরের দরজার উপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ লিখে নিই। إِنَّ شَأْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ। প্রত্যেক প্রকারের দুনিয়াবী বিপদ আপদ থেকে নিরাপত্তা লাভ হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “যে ব্যক্তি নিজের ঘরের বাইরের দরজার (MAIN GATE) উপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ লিখে নিয়েছে, সে (দুনিয়ায়) ধ্বংস হতে নির্ভয় হয়ে গেছে, যদিও বা সে কাফির হোক না কেন। তাহলে ঐ মুসলমানের কি অবস্থা হবে যে সারাজীবন আপন হৃদয়ের আয়নায় এটা লিখে রাখে।”

(তাকসীরে কবীর, ১ম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

(৬) আপনি মানুষ না জ্বীন?

কিতাবুন নাসায়িহের মধ্যে বর্ণিত আছে: প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সাযিয়দুনা আবু দারদা رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ এর দাসী একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল: ছয়ুর! আপনি সত্যি করে বলুন, আপনি কি মানুষ না জ্বীন? তিনি জবাবে বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি মানুষ। দাসী বলতে লাগল: “আপনাকে তো মানুষ মনে হচ্ছে না।” কেননা আমি অনবরত ৪০ দিন পর্যন্ত আপনাকে বিষপান করাছি। কিন্তু আপনার চুল পর্যন্ত বাঁকা হয়নি। তিনি বললেন: “তুমি কি জানো না, যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার যিকির করে কোন বস্তু তার ক্ষতি সাধন করতে পারে না। আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইসমে আযমের সহিত আল্লাহ্ তাআলার যিকির করি।” জিজ্ঞাসা করল: সে ইসমে আযম কোনটি? তিনি বললেন: আমি প্রত্যেকবার পানাহারের পূর্বে এ দোয়া পাঠ করে নিই:

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ

السَّبِيْعُ الْعَلِيْمُ অনুবাদ: “আল্লাহ্ তাআলার নামে আরম্ভ করছি, যাঁর নামের বরকতে যমীন ও আসমানের কোন জিনিসই ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি সর্ব শ্রোতাও মহাজ্ঞানী।” এরপর তিনি رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি আমাকে কেন বিষ পান করাচ্ছে? সে আরয করল: “আপনার প্রতি আমার বিদেষ ছিল। এ জবাব শুনতেই তিনি رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: তুমি আজ থেকে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে মুক্ত। আর তুমি আমার সাথে যা কিছু করেছ তাও ক্ষমা করে দিলাম।

(হায়াতুল হাইওয়ানুল কুবরা, ১ম খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

মা-নিন্দে শাময়ে তেরি তরফ লাও লগী রহে,
দে লুতফে মেরী জান কো ছুজ ও গুদাজ কা।

সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ মহা মর্যাদার কথা কি বলব! এ সকল সম্মানীত ব্যক্তির কুরআনের নির্দেশ:-

اِدْفَعْ بِاَلَّتِي هِيَ اَحْسَنُ

(কানযুল ইমান থেকে অনুবাদ: হে শ্রোতা! মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর!) (পারা-২৪, সুরা-হামীম সাজদাহ, আয়াত-৩৪) এর বাস্তব নমুনা ছিলেন। বার বার বিষদানকারী দাসীকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দিলেন। এই ঘটনার সাথে সম্পর্ক রাখে এরকম আরো একটি ঘটনা লক্ষ্য করুন।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

(৭) বিষ মিশ্রিত খাবার

হযরত সাযিয়্যুনা আবু মুসলিম খাওলানী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর এক দাসী তাঁর প্রতি হিংসাবশত বিষ দিতে থাকে কিন্তু এর কোন প্রভাব তাঁর উপর পড়েনি। দীর্ঘদিন যাবত বিষ প্রয়োগ করার পর দাসী তাকে বলতে লাগল, “দীর্ঘদিন ধরে আমি আপনাকে বিষ দিয়ে আসছি। কিন্তু আপনার উপর এর কোনো প্রভাব পড়ছে না! তিনি বললেন: “এরূপ কেন করেছে?” সে বলল: “এজন্য যে, আপনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ খুবই বৃদ্ধ হয়ে গেছেন।” তিনি ইরশাদ করলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি পানাহারের পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করে নিই।” (এর বরকতে বিষ হতে নিরাপত্তা লাভ করে থাকি) তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাকে আযাদ (মুক্ত) করে দিলেন।

(কালইউবী, ঘটনা-৬৪, ৫২ পৃষ্ঠা)

বে-নাওয়া মুফলিছ ও মুহতাজ গদা কোন্? কে মাই,

হাহিবে জুদো করম ওয়াছফ হে কিছ কা? তেরা। (যওকে নাত)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

কুমন্ত্রণা: বর্ণনা ও ঘটনা সমূহ থেকে এটাই প্রকাশ পাচ্ছে, بِسْمِ اللّٰهِ শরীফ পাঠ করে বিষয় যদি খেয়ে নেয়া হয় তাহলে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু আমরা এত বড় বাঁকি কিভাবে গ্রহণ করব? কেননা আমাদের বাস্তব ধারণা এই, যদিও বা بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করেও কোন সুস্বাদু খাবার খেয়ে নেয়া হয়, তবুও পেট খারাপ হয়ে যায়।

কুমন্ত্রণার প্রতিকার: “গুলি” দ্বারা বাঘকেও মারা যায় যদি উন্নত মানের বন্দুক দিয়ে ভালভাবে ফায়ার (FIRE) করা হয়। অনুরূপভাবে বুঝে নিন, ওযীফা ও দোয়া সমূহ গুলির ন্যায় আর পাঠকারীর মুখ বন্দুকের ন্যায়। দোয়াতো ঐগুলোই কিন্তু আমাদের মুখ সাহাবা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ ও আউলিয়া رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى এর মত নয়। যে মুখে প্রতিদিন মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরী, গালি-গালাজ, অন্যের মনে কষ্ট দেয়া ও দূর্ব্যবহার জারী আছে, তাতে ঐ প্রভাব কোথেকে আসবে? আমরা দোয়াতো করি। কিন্তু যখন সমস্যা আসে তখন বুয়ুর্গানে দ্বীনের নিকট গিয়েই দোয়ার আবেদন করে থাকি, কেন? এ জন্য যে, প্রত্যেকের মনের মধ্যে এ ধারণা গেঁথে আছে, পবিত্র মুখ থেকে বের হওয়া দোয়া অধিক ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করে খালিদ বিন ওয়ালীদ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ নিঃসংকোচে বিষ পান করে নেন। الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ তাঁদের জবান পবিত্র, তাঁদের অন্তর পবিত্র, তাঁদের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব গুনাহ থেকে পবিত্র। অতএব আল্লাহ তাআলার পবিত্র নাম এর বরকতে বিষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। অনুরূপভাবে হযরত সাযিয়দুনা আবু দারদা ও সাযিয়দুনা আবু মুসলিম খুলানী رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا আপন পবিত্র মুখে আল্লাহ তাআলার পবিত্র নাম নিতেন। তাই বিষ প্রভাবমুক্ত হয়ে যেত। অন্যথায় বিষ বিষই। তা মানুষকে কোন ভাবেই ছেড়ে দেয় না। এটা এ ভীতিকর ঘটনা থেকে বুঝার চেষ্টা করুন। “কিতাবুল আযকিয়া”তে বর্ণিত আছে: একটি হজ্জের কাফেলা সফররত অবস্থায় একটি ঝর্ণার নিকট পৌঁছল। জানা গেল, এ জায়গায় এক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ডাক্তারের ঘর রয়েছে। তাদের নিকট যাওয়ার জন্য তারা এ বাহানা বের করল,

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

জঙ্গলের একটি লাকড়ী দিয়ে নিজেদের একজন সঙ্গীর পায়ের গোড়ালীতে আঁচড় লাগিয়ে দিল, এতে রক্ত রঞ্জিত হয়ে গেল। অতঃপর তাকে নিয়ে ঐ ঘরের দরজায় পৌঁছ (এভাবে) আহ্বান করল: “এখানে কি সাপে কাটার চিকিৎসা করানো সম্ভব?” আওয়াজ শুনে একটি ছোট মেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসল। সে পায়ের গোড়ালীর ক্ষত স্থান গভীরভাবে দেখে বলল: “একে সাপে কাটেনি বরং যে বস্তুর আঁচড় তার লেগেছে সেটার উপর হয়তো কোনো নর সাপ প্রস্রাব করে গেছে। এখন এ ব্যক্তি আর বাঁচবে না। যখন সূর্যোদয় হবে তখন তার ইন্তিকাল হয়ে যাবে।” সুতরাং তাই হল, সূর্য উঠতেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

(হায়াতুল হাইওয়ানুল কুবরা, ১ম খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা হতে সংকলিত)

হার শায় ছে ঈয়া মেরে ছানে কি ছানাআতি,
আলমে ছব আ-ঈনো মে হে আ-ঈনা ছায় কা। (যওকে নাত)

ইয়া রব্বের মুস্তফা! عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমাদেরকে বার বার পাঠ করার সৌভাগ্য নসীব কর, গুনাহ সমূহ থেকে মুক্তি দান করে আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মদীনা শরীফে সবুজ গম্বুজের ছায়ায় প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জালওয়াতে শাহাদত ও জান্নাতুল বাকীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাওসে তোমার মাদানী হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান কর। তোমার প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সকল উম্মতকে ক্ষমা করে দাও। اٰمِيْنَ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

تَوَبُّوْا اِلَى اللّٰهِ! اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ط

রাসুলে পাক ﷺ এর দরবারে মাহমুদ গজনবীর গ্রহণযোগ্যতা

হযরত সুলতান মাহমুদ গযনবী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সমীপে একব্যক্তি উপস্থিত হল আর আরয করল: দীর্ঘদিন ধরে রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দীদারের প্রত্যাশী ছিলাম। ভাগ্যক্রমে গত রাতে আল্লাহর রাসুল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে আনন্দিত অবস্থায় দেখে আরয করলাম: ইয়া রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমি এক হাজার দিরহামের ঋণ গ্রস্থ। যা আদায়ে অক্ষম। আর ভয় পাচ্ছি, যদি এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করি তাহলে ঋণের বোঝা আমার মাথায় থেকে যাবে। আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: মাহমুদ সুবুজ্জীনের নিকট যাও। সে তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবে।” আমি আরয করলাম। তিনি আমাকে কিভাবে বিশ্বাস করবেন? যদি এর জন্য কোন প্রমাণাদি প্রদান করেন, তাহলে দয়ার উপর দয়া হবে। তিনি ইরশাদ করলেন: তার নিকট গিয়ে বলবে, “ওহে মাহমুদ তুমি রাতের প্রথম ভাগে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) বার আর পুনরায় ঘুম থেকে উঠে রাতের শেষভাগে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) বার দরুদ পাঠ কর।” এ কথাটি বললে إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ সে তোমার কর্জ পরিশোধ করে দিবে।” সুলতান মাহমুদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যখন মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রহমতে ভরা পয়গাম শুনলেন।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “এ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

তখন কাঁদতে লাগলেন আর এ কথার সত্যতা স্বীকার করে তার কর্জ পরিশোধ করে দিলেন এবং ১০০০ (এক হাজার) দিরহাম অতিরিক্ত প্রদান করলেন। উষিরগণ ও অন্যান্যরা আশ্চর্য হয়ে আরম্ভ করলেন: আলীজাহ! এ ব্যক্তি একটি অসম্ভব কথা বলল আর আপনিও এটার সত্যায়ন করলেন অথচ আমরা আপনার সাথেই থাকি। আপনিতো কখনো এত পরিমাণ দরুদ শরীফ পাঠই করেননা আর না কোন মানুষ সম্পূর্ণ রাতে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) বার দরুদ শরীফ পাঠ করতে পারে। সুলতান মাহমুদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: তোমরা ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমি ওলামায়ে কিরাম থেকে শুনেছি, “যে ব্যক্তি ১০ হাজারী দরুদ শরীফ একবার পাঠ করে নেয়, মূলত সে ১০ হাজার বার দরুদ শরীফ পাঠ করল।” আমি ৩ বার রাতের প্রথম ভাগে এবং ৩ বার রাতের শেষ ভাগে ১০ হাজারী দরুদ শরীফ পাঠ করে নিই। এ জন্য আমার ধারণা ছিল, আমি প্রতিরাতে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) বার দরুদ শরীফ পাঠ করি। যখন এ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি শ্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রহমত ভরা সংবাদ দিল, আমার এ ১০ হাজারী দরুদ শরীফের সত্যায়ন হয়ে গেল আর কান্না করা এ খুশীতে ছিল, ওলামায়ে কিরাম এর বর্ণনা সঠিক সাব্যস্ত হল, নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এটার উপর স্বাক্ষী দিলেন।” (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতে ওসমানিয়াহ, কোয়েটা হতে মুদ্রিত)

আল্লাহর রহমাত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

দশ হাজারী দরুদ শরীফ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا اخْتَلَفَ الْمَلَكُوتُ وَتَعَاقَبَ الْعَصْرَانِ
وَكَرَّ الْجَدِيدَانِ وَاسْتَقَلَّ الْفَرْقَدَانِ وَبَلَغَ رُوحَهُ وَأَرْوَاحَ أَهْلِ بَيْتِهِ
مِنَّا التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَثِيرًا

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জ্বলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

অনুবাদ: হে আল্লাহ! শ্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর দরুদ প্রেরণ কর। যতদিন পর্যন্ত দিন আবর্তন করতে থাকে আর পর্যায়ক্রমে সকাল ও সন্ধ্যা আসতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে রাত-দিন আসতে থাকে আর যতক্ষণ পর্যন্ত দু’টি তারকা সম্মুখত থাকে এবং আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ও আহলে বাইত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর পবিত্র রুহসমূহে সালাম পৌঁছিয়ে দাও আর বরকত দান কর এবং তাঁদের উপর খুব বেশি সালাম প্রেরণ কর।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

(২) চল্লিশটি রুহানী চিকিৎসা

দরুদ শরীফের ফযীলত

হযরত শায়খ আহমদ ইবনে মানসূর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর যখন ওফাত হল, তখন সিরায় শহরের কোন এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, তিনি সীরাযের জামে মসজিদের মেহরাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন তাঁর শরীরে উন্নতমানের জান্নাতী পোষাক শোভা পাচ্ছিলো। আর তাঁর মাথায় মুকুট সজ্জিত ছিল। স্বপ্ন দ্রষ্টা লোকটি তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন: তখন তিনি বললেন: ‘আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমাকে দয়া করেছেন এবং আমাকে তাজ পরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।’ জিজ্ঞাসা করল: ‘কি কারণে?’ তিনি বললেন: ‘আমি নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করতাম। আর এ আমল কাজে এসে গেল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সমস্ত বিশ্ববাসীর প্রতিপালক।

(আল কওলুল বদী, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

প্রতিটি ওয়াজিফার শুরু ও শেষে একবার করে দরুদ শরীফ পাঠ করে নিন। ফলাফল প্রকাশ না হওয়া অবস্থায় অভিযোগের পরিবর্তে নিজের অসতর্কতার কারণে দুর্ভাগ্য মনে করুন এবং আল্লাহ তাআলার হিকমতের প্রতি দৃষ্টি রাখুন।

- (১) “ **هُوَ اللّٰهُ الرَّحِيْمُ** ”: যে প্রত্যেহ নামায়ের পর ৭ বার পাঠ করবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ শয়তানের ক্ষতি হতে বেঁচে থাকবে এবং তার ঈমানের সাথে মৃত্যু নছীব হবে।
- (২) “ **يَا مَلِكُ** ”: যে গরীব ব্যক্তি প্রত্যেহ ৯০ বার পাঠ করবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ দরিদ্র অবস্থা হতে মুক্তি লাভ করবে।
- (৩) “ **يَا قُدُّوسُ** ”: যে কেউ সফর অবস্থায় এ ওয়াজিফা পড়তে থাকবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ক্লান্তি বা অবসাদ হতে নিরাপদ থাকবে।
- (৪) “ **يَا سَلَامُ** ”: ১১১ বার পাঠ করে অসুস্থ ব্যক্তির উপর ফুঁক দেয়াতে إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ আরোগ্য লাভ হবে।
- (৫) “ **يَا مُهَيِّبُ** ”: যে কোন চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তি প্রত্যেহ ২৯ বার পাঠ করে নিবে, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ তার দুশ্চিন্তা দূর হবে।
- (৬) “ **يَا مُهَيِّبُ** ”: প্রত্যেহ ২৯ বার পাঠকারী إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ প্রত্যেক বিপদ-আপদ হতে নিরাপদ থাকবে।
- (৭) “ **يَا عَزِيْزُ** ”: ৪১ বার, বিচারক বা অফিসার ইত্যাদির নিকট (জায়িয উদ্দেশ্য পূরনের জন্য) যাওয়ার পূর্বে পাঠ করে নিন, إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ঐ বিচারক বা অফিসার দয়ালা হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

- (৮) “**يَا مُتَكَبِّرُ**”: প্রতিদিন ২১ বার পাঠ করে নিন, ভয়-ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখে থাকলে **إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** এটার বরকতে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখবে না। (চিকিৎসার সময় হতে আরোগ্য লাভ হওয়া পর্যন্ত)
- (৯) “**يَا مُتَكَبِّرُ**”: ১০ বার স্ত্রীর সাথে “মিলন” করার পূর্বে পাঠকারী **إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** নেককার সন্তানের পিতা হবে।
- (১০) “**يَا بَارِعِي**”: ১০ বার, যে কেউ প্রত্যেক জুমা (শুক্রবারে) পড়ে নিবে, **إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** তার পুত্র সন্তান হবে।
- (১১) “**يَا قَهَّارُ**”: ১০০ বার, যদি কোন বিপদ আসে তবে পাঠ করুন। **إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** বিপদ দূর হয়ে যাবে।
- (১২) “**يَا وَهَّابُ**”: ৭ বার, যে প্রত্যেক পাঠ করবে, **إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** সে মুস্তাযাবুদ দাওয়াত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ তার প্রত্যেক দোয়া কবুল হবে)
- (১৩) “**يَا فَتَّاحُ**”: ৭০ বার, প্রত্যেক যে ফজর নামাযের পর দু’হাত সিনা অর্থাৎ বুকের উপর রেখে পাঠ করবে, **إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** তার অন্তরের মরিচা ও ময়লা দূর হবে।
- (১৪) “**يَا فَتَّاحُ**”: ৭ বার, যে প্রতিদিন (দিনের যে কোন সময়) পাঠ করবে, **إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** তার অন্তর আলোকিত হবে।
- (১৫) “**يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ**”: ৩০ বার, যে প্রতিদিন পাঠ করবে, সে **إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

(১৬) “يَا رَافِعُ”: ২০ বার, যে প্রতিদিন পাঠ করবে, إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

(১৭) “يَا بَصِيرُ”: ৭ বার, যে কেউ প্রত্যহ আসরের সময় (অর্থাৎ আসর শুরু করার সময় হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত যে কোন সময়) পাঠ করে নিবে, إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ আকস্মিক মৃত্যু বরণ করা হতে নিরাপদ থাকবে।

(১৮) “يَا سَبِيْعُ”: ১০০ বার, যে প্রত্যেহ পাঠ করবে ও পাঠকালে কথা-বার্তা বলবেনা এবং পাঠ করে দোয়া করবে, إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ যা প্রার্থনা করবে তা পাবে।

(১৯) “يَا حَكِيْمُ”: ৮০ বার, যে প্রত্যেহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পাঠ করবে, إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ কারো মুখাপেক্ষী হবে না।

(২০) “يَا جَلِيْلُ”: ১০ বার পাঠ করে যে নিজের কোন সম্পদ ও মালপত্র এবং টাকা-পয়সা বা মূল্যবান বস্তুর ইত্যাদির উপর ফুঁক দেয়, إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ এটি চুরি হওয়া হতে নিরাপদ থাকবে।

(২১) “يَا شَهِيدُ”: ২১ বার, যে সকালে (সূর্য উঠার আগে আগে) অবাধ্য ছেলে-মেয়ের কপালে হাত রেখে আসমানের দিকে মুখ করে পাঠ করবে, إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ তার ছেলে-মেয়ে নেককার ও বাধ্যগত হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

- (২২) “**يَا وَكَيْلُ**”: ৭ বার, যে প্রতিদিন আসরের সময় পাঠ করে নিবে, **إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** বিপদ-আপদ, দুর্ঘটনা হতে নিরাপত্তা লাভ করবে।
- (২৩) “**يَا حَيْدُ**”: ৯০ বার, যার মন্দ কথা বলার অভ্যাস যায় না, সে পাঠ করে কোন খালি পেয়ালা বা গ্লাসে ফুঁক দিয়ে দেয়। প্রয়োজন অনুযায়ী সেটা দিয়ে পানি পান করুন, **إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** অশ্লীল কথা বলার অভ্যাস দূর হয়ে যাবে। (একবার ফুঁক দেয়া গ্লাস বছরের পর বছর ব্যবহার করা যাবে)
- (২৪) “**يَا مُحْصِي**”: ১০০০ বার, যে কেউ প্রত্যেক জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাতে) পাঠ করে নিবে, **إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** কবর ও কিয়ামতের শাস্তি হতে নিরাপদ থাকবে।
- (২৫) “**يَا مُحْيِي**”: ৭ বার পাঠ করে পেট ফাঁপা, পেট বা যে কোন স্থানে ব্যথা হোক অথবা শরীরের কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, নিজের উপর ফুঁক দিয়ে দিন, **إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** উপকার হবে। (চিকিৎসার সময় হতে আরোগ্য লাভ পর্যন্ত কমপক্ষে ১ বার)
- (২৬) “**يَا مُحْيِي-يَا مُبِيْتُ**”: ৭ বার, যে প্রতিদিন পাঠ করে নিজের (শরীরের) উপর ফুঁক দেয়, **إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** (তাকে) যাদু ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।
- (২৭) “**يَا وَاجِدُ**”: যে কেউ খাবার খাওয়ার সময় প্রত্যেক গ্রাসের (পূর্বে) পাঠ করতে থাকবে, **إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** ঐ খাবার তার পেটে নূর হবে এবং রোগ দূর হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

- (২৮) “**يَا مَاجِدُ**”: ১০ বার, পাঠ করে শরবতের উপর ফুঁক দিয়ে যে পান করে নিবে, **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** সে (কঠিন) রোগে আক্রান্ত হবে না।
- (২৯) “**يَا وَاحِدُ**”: ১০০১ বার, যার একাকী অবস্থায় ভয় লাগে, তবে একাকী অবস্থায় পাঠ করে নিন, **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** তার অন্তর হতে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে।
- (৩০) “**يَا قَادِرُ**”: যে অযুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় পাঠ করার অভ্যাস করে নেয়, **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** শত্রু তাকে কু-পথে পরিচালিত করতে পারবে না।
- (৩১) “**يَا قَادِرُ**”: ৪১ বার বিপদ এসে গেলে পাঠ করে নিন, **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** বিপদ দূর হয়ে যাবে।
- (৩২) “**يَا مُقْتَدِرُ**”: ২০ বার, যে প্রতিদিন পাঠ করে নিবে, **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** সে রহমতের ছায়ায় থাকবে।
- (৩৩) “**يَا مُقْتَدِرُ**”: ২০ বার, যে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পাঠ করে নিবে, তার সকল কাজে আল্লাহ তাআলার সাহায্য সাথে থাকবে।
- (৩৪) “**يَا أَوَّلُ**”: ১০০ বার, যে প্রতিদিন পাঠ করে নিবে, **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** তার স্ত্রী তাকে ভালবাসবে।
- (৩৫) “**يَا مَانِعُ يَا مُعْطِي**”: ২০ বার, স্ত্রী অসন্তুষ্ট হলে স্বামী, আর স্বামী অসন্তুষ্ট হলে স্ত্রী, শোয়ার পূর্বে বিছানায় বসে পাঠ করলে, **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** আপোষ হয়ে যাবে। (সময়সীমা: উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

- (৩৬) “يَا ظَاهِرُ”: ঘরের দেয়ালে লিখে দিন, إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ দেয়াল নিরাপদ থাকবে।
- (৩৭) “يَا رَعُوفُ”: ১০ বার, যে কোন জালিম হতে মযলুম অথবা মযলুম ব্যক্তিকে জালিম থেকে বাঁচাতে চায় এবং তার পাওনা উসূল করে দিতে চায়, সে যেন (এ ওয়াযীফা) পাঠ করার পর ঐ জালিমের সাথে কথা বলে, إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ জালিম ব্যক্তি তার সুপারিশ গ্রহণ করে নিবে।
- (৩৮) “يَا غَنِيُّ”: মেরুদন্ড, হাঁটু, শরীরের বিভিন্ন স্থানের জোড়া ইত্যাদি ও শরীরের যে কোন স্থানে ব্যথা হোক, চলা-ফেরা, উঠা-বসার সময় পাঠ করতে থাকুন, إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ব্যথা দূরিভূত হয়ে যাবে।
- (৩৯) “يَا مُغْنِيُّ”: ১ বার পাঠ করে হাতে ফুক দিয়ে ব্যথার স্থানের উপর মালিশ করাতে إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ শান্তি লাভ হবে।
- (৪০) “يَا نَافِعُ”: ২০ বার, যে কেউ কোন কাজ শুরু করার পূর্বে পড়ে নিবে, إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ঐ কাজ তার ইচ্ছা অনুযায়ী পূরণ হবে।

জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে

হযরত সাযিয়দুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, নূরের পায়কর, সকল নবীদের সরওয়ার, উভয় জগতের তাজওয়ার, সুলতানে বাহরো বর, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে।” (কানযুল উন্মাল, কিতাবুন নিকাহ, আল বাবুস সানী ফি বিররিল ওয়ালিদাইন, ১৬তম খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫৪৩১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ط

কাফনের জন্য তিনটি অমূল্য উপহার

(১) যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরয ও সুন্নাত ইত্যাদি) নামাযের পর আহাদ নামা পাঠ করে, ফিরিস্তারা তা লিখে মোহর রাগিয়ে কিয়ামত দিবসের জন্য উঠিয়ে রাখেন। যখন আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দাকে কবর থেকে উঠাবেন, ফিরিস্তারা তার সেই দলীল সাথে নিয়ে আসবে আর আস্থান করা হবে: চুক্তিওয়ালা (পাঠক) কোথায়? অতঃপর তাকে ঐ চুক্তিনামা দেওয়া হবে। ইমাম হাকীম তিরমিযী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তা বর্ণনা করে বলেছেন: ইমাম তাউছের رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ অছিয়ত অনুযায়ী এই আহাদ নামা তাঁর কাফনে লিখে দেওয়া হয়। (দুররুল মনছুর, ৫ম খন্ড, ৫৪২ পৃষ্ঠা) ইমাম ফকিহ ইবনে আজিল رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই আহাদনামার ব্যাপারে বলেন: যখন এই আহাদনামা লিখে কবরে দেওয়া হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে মুনকার-নকীরের প্রশ্ন এবং কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেয়। আহাদনামাটি হল:-

اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اِنِّىْ
اَعْتَدُ اِيْكَ فِيْ هَذِهِ الْحَيٰةِ الدُّنْيَا بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
وَحَدِّكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَنْتَ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ فَلَا تُكَلِّنِىْ اِلَى نَفْسِىْ
فَاِنَّكَ اِنْ تُكَلِّنِىْ اِلَى نَفْسِىْ تُقَرِّبِنِىْ مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدُنِىْ مِنَ الْخَيْرِ وَاِنِّىْ لَا
اَتَّقِ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ لِىْ عَهْدًا عِنْدَكَ تُؤَدِّىْهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
اِنَّكَ لَا تُخَلِّفُ الْبَيْعَادِ

(দুররুল মনছুর, ৫ম খন্ড, ৫৪২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

(২) এই দোয়া যে মৃত ব্যক্তির কাফনের কাপড়ে লিখে দেওয়া হয়, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত তার কবরের আযাব তুলে নিবেন ঐ দোয়াটি নিম্নরূপ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا عَالِمَ السِّرِّ يَا عَظِيمَ الْخَطْرِ يَا خَاتِقَ الْبَشَرِ يَا مُوقِعَ
الظَّفْرِ يَا مَعْرُوفَ الْأَثْرِ يَا ذَا الطَّوْلِ وَالْبِنِّ يَا كَاشِفَ الصِّرِّ وَالْبِحْنَ يَا إِلَهَ
الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَرِّجْ عَنِّي هُبُومِي وَأَكْشِفْ عَنِّي غُمُومِي وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيَّ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ফতোওয়ায়ে কুবরা থেকে সংকলিত, ৯ম খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা)

(৩) যে ব্যক্তি এই দোয়া কোন কাগজের উপর লিখে কাফনের নীচে বুকের উপর রেখে দেয় তার কবরের আযাব হবে না, সে মুনকার-নকীর ও দেখবেনা, দোয়াটি নিম্নরূপ:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ
الْبُدْكُ وَكَهُ الْحُدُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ফতোওয়ায়ে কুবরা থেকে সংকলিত, ৯ম খন্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা)

মাদানী ফুল: উত্তম হল, এই (আহাদ নামা বা শাজরা) কাগজ মৃত ব্যক্তির মুখের সামনে কিবলার দিকে (কবরের ভিতরের দেওয়ালে) তাক বানিয়ে রাখুন। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

মাদানী পরামর্শ: আহাদ নামা লিখা সম্বলিত কিছু কাগজ নিজের কাছে রাখুন ও কোন মুসলমান মৃত্যু বরণ করলে তা থেকে একটি প্রদান করে সাওয়াব অর্জন করুন। এছাড়া কাফন পরিধান, মৃত ব্যক্তি কাফন দাফন কারী সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহকেও দান করুন তারা যেন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কাফনের সাথে একখানা আহাদ নামা পেশ করতে পারে।

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা এবং এর সকল শাখা থেকে হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

মজলিশ সমাপ্তির দোয়ার ফরযালত

হযরত সাযিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কোন মজলিশে (বৈঠকে) বসল, অতঃপর অনেক কথাবার্তা বলল, তবে সে যেন মজলিশ থেকে অবসরের পূর্বে এটি বলে:

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ۝

তবে ঐ মজলিশে (বৈঠক) যা কিছু (ভুলত্রুটি) হয়েছে, তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” (জামেউত তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৬৫৫ পৃষ্ঠা)

কল্যাণের মোহর এবং গুনাহ মাফ

হযরত সাযিদুনা আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: যে এই দোয়াটি কোন মজলিশ (বৈঠক) থেকে উঠার সময়ে তিনবার পড়ে, তবে তার গুনাহ সমূহ মুছে দেওয়া হয়। আর যে উত্তম বৈঠক ও যিকিরের মজলিশে পড়ে, তবে তার জন্য কল্যাণের মোহর লাগিয়ে দেওয়া হবে। দোয়াটি হল:

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا
إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ۝

(আবু দাউদ শরীফ, তিকাবুল আদব, ২য় খন্ড, ৬৬৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

অনুবাদ: তোমার স্বভা পবিত্র আর হে আল্লাহ! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই। তোমার থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দরবারে তাওবা করছি।

আত্রয়ের দোয়া: ইয়া রবেব মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যে কেউ ইজতিমা, দরস, মাদানী কাফেলার হালকায়, দ্বীনি ও দুনিয়াবী বৈঠকের শেষে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই দোয়া পড়ে এবং সুযোগপেয়ে অন্যদেরকে পড়ানোর অভ্যাস গড়ে তোলে, তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশীত্ব প্রদান কর এবং আমি পাপী গুনাহগারদের সরদারের পক্ষেও এই দোয়া কবুল কর।

اٰمِيْنَ بِجَاۗءِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা এবং এর সকল শাখা থেকে হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করুন।

ইসলামের প্রকৃতি

ইসলামে ‘লজ্জা’কে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন- হাদীস শরীফে রয়েছে: “নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ধর্মের একটি প্রকৃতি, স্বভাব (তথা উত্তম বৈশিষ্ট) রয়েছে, আর ইসলামের প্রকৃতি হচ্ছে ‘লজ্জা’।” (সুন্নে ইবনে মাযাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১৮১, দরুল মা'রিফাত, বৈরুত) অর্থাৎ- প্রত্যেক উম্মতের কোন না কোন বিশেষ স্বভাব (বৈশিষ্ট) থাকে। যা অন্যান্য বৈশিষ্টের উপর প্রাধান্য পায়। আর ইসলামের ঐ স্বভাবটি হচ্ছে ‘লজ্জা’।



খাবারের আদব

এই অধ্যায়ে রয়েছে

হালাল লোকটার ফযীলত

রোগব্যাদি থেকে রক্ষার উপায়

মাহিবে মাখার সাহায্য করলেন

চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে হাতে খাওয়ার উপকারিতা

বেহেশ না করে অপারেশন

হেলান দিয়ে খাওয়ার চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্রাট রুতিনমুহ

সন্তানকে কম বিবেক বুদ্ধি হওয়া থেকে রক্ষা করার উপায়

পরম খাবারের রুতি

স্বিনেরা লেবুকে জম পায়

৯৯টি ঘটনা

দা'ওয়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম মাদানী মারকফ

প্রপ্তোত্তর

আজারের চিঠি

হাজী মুশতাক আজারী

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিষী ও কানযুল উম্মাল)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

থাবারে আদব

শয়তান লক্ষ বাধা প্রদান করুক, আপনি এ অধ্যায় পরিপূর্ণ পাঠ করে নিন। আশা করি আপনার মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি হবে যে, আজ পর্যন্ত আমি “থাবারই খেতে জানতাম না!”

মর্যাদাপূর্ণ ফিরিশতা

প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা এক ফিরিশতা আমার রওজায় নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শুনার শক্তি প্রদান করেছেন। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দুরূদে পাক পাঠ করবে, তিনি আমাকে তার ও তার পিতার নাম পেশ করেন। তিনি বলেন: “অমুকের ছেলে অমুক আপনার ﷺ উপর দুরূদে পাক পাঠ করেছে।” (মাজমাউয যাওয়ামিদ, ১০ম খন্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭২৯১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

دَرُودُ الشَّرِيفِ پَاঠকারী ব্যক্তি কিরূপ সৌভাগ্যবান যে, তার পিতার নামসহ তার নাম প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট পেশ করা হয়। এখানে এই সূক্ষ্ম বিষয়টিও খুবই ঈমান উজ্জীবিতকারী যে, ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার ﷺ এর রওজা পাকে উপস্থিত ফিরিশতাকে এরূপ অত্যধিক শ্রবণ শক্তি দান করা হয়েছে যে, তিনি দুনিয়ার কোণায় কোণায় একই সময়ে দরুদ শরীফ পাঠকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের অতি মৃদু আওয়াজও শুনতে পান।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

আর তাঁকে ইলমে গায়েব (তথা অদৃশ্যের জ্ঞান)ও প্রদান করা হয়েছে যে, তিনি দুর্কুদে পাক পাঠকারীদের নাম এমনকি তাদের পিতার নামও জানেন। যদি রাসুলে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারের খাদিমের শ্রবণ শক্তি ও ইলমে গায়েবের এ অবস্থা হয়, তবে নবীকুল সুলতান, সরদারে দোঁজাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর স্বকীয়তা, স্বাধীনতা ও ইলমে গায়েব এর কিরূপ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা হবে! তিনি কেন নিজের গোলামদেরকে চিনবেন না, আর কেনইবা তাদের ফরিয়াদ (সাহায্যের আবেদন) শুনে আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে সাহায্য করবেন না!

মে কতাওবাঁ ইস আদায়ে দস্তগীরী পর মেরে আকা
মদদ কো আগেয়ে জব ভী পোকারা ইয়া রাসুলুল্লাহ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

খাওয়াও ইবাদত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাবার আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া খুবই প্রিয় নেয়ামত। এতে আমাদের জন্য নানা ধরণের স্বাদ রাখা হয়েছে। ভাল ভাল নিয়ত সহকারে শরীয়াত সম্মতভাবে সুন্নাত অনুসারে খাবার খাওয়া সাওয়াবের কাজ। প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “মুমিনের জন্য খাবার খাওয়াও ইবাদত। তিনি আরো বলেন: “দেখুন বিবাহ করা নবীদের عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَامُ ও হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহুইয়া عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ও হযরত সায়্যিদুনা ইসা عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ বিয়ে করেন নি। কিন্তু খাবার খাওয়াটা এমন এক সুন্নাত যে, হযরত সায়্যিদুনা আদম সাফিয়ুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ থেকে শুরু করে হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পর্যন্ত সকল নবীই খাবার খেয়েছেন। যে ব্যক্তি অনশন, ধর্মঘট করে উপবাস থেকে জীবন দিয়ে দিয়ে, সে হারাম উপায়ে মৃত্যুবরণ করবে। (তফসীরে নঈমী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “খাবার খেয়ে শোকর আদায়কারী,
 ধৈর্যধারণকারী রোযাদারের মত।” (তিরমিযী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪৯৪)

হালাল লোকমার ফর্যালত

যদি আমরা খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল
 আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাত অনুযায়ী খাবার খাই, তাহলে এতে
 আমাদের জন্য অসংখ্য বরকত রয়েছে। হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ
 গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ইহুইয়াউল্ উলূম এর দ্বিতীয় খন্ডে একজন বুয়ুর্গ
 رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বাণী উদ্ধৃত করেন যে, “মুসলমান যখন খাবারের প্রথম
 লোকমা আহার করে, তখন তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর
 যে ব্যক্তি হালাল উপার্জনের জন্য অপমানজনক স্থানে যায়, তার গুনাহ
 গাছের পাতার মত ঝরতে থাকে। (ইহুইয়াউল্ উলুমুদীন, ২য় খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা)

খাওয়ার নিয়ত কিভাবে করবেন ?

খাওয়ার সময় ক্ষুধা লাগা সুন্নাত। খাওয়ার সময় এ নিয়ত করে
 নিন যে, ইবাদত করার শক্তি অর্জনের জন্য খাচ্ছি। খাওয়ার উদ্দেশ্য
 শুধুমাত্র স্বাদ গ্রহণ যেন না হয়। হযরত সাযিয়দুনা ইব্রাহীম বিন শাইবান
 رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “আমি আশি বৎসর পর্যন্ত শুধুমাত্র নফসের স্বাদ
 লাভের উদ্দেশ্যে কোন কিছু খাইনি।” (ইহুইয়াউল্ উলূম, ২য় খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা) কম
 খাওয়ার নিয়তও করুন, তবেই ইবাদতের জন্য শক্তি অর্জনের নিয়ত
 সঠিক হবে। কেননা পেট ভরে খাওয়াতে ইবাদতের মধ্যে উল্টো বাধার
 সৃষ্টি হয়! কম খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এ ধরনের মানুষের খুব
 কমই ডাক্তারের প্রয়োজন হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

খাবার কতটুকু খাওয়া উচিত

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “মানুষ নিজের পেটের চেয়ে অধিক মন্দ খালা ভর্তি করে না, মানুষের জন্য কয়েকটি লোকমাই যথেষ্ট, যা তার পিটকে সোজা রাখে। যদি এরকম করতে না পারে, তবে এক তৃতীয়াংশ (১/৩) খাবারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য, আর এক তৃতীয়াংশ (বাতাস) নিঃশ্বাসের জন্য (যেন) হয়।”

(সুনানে ইবনে মাজাহ্, ৪র্থ খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩৪৯)

নিয়ত এর গুরুত্ব

বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদীসে পাক হচ্ছে:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থাৎ- নিশ্চয় কর্মফল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১ম) যে আমল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তাতে সাওয়াব লাভ হয়। যদি রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে ঐ আমল গুনাহের কারণ হয়। আর যদি কোন কিছুরই নিয়ত না থাকে, তাহলে সাওয়াবও হবে না, গুনাহও হবে না। যদি সৃষ্টিগত ভাবে মৌলিকভাবে ঐ আমল মুবাহ্ (অর্থাৎ- জায়য) হয়, উদাহরণ স্বরূপ কেউ কোন হালাল বস্তু যেমন- আইসক্রীম বা মিষ্টি অথবা রুটি খেল আর তাতে কোন ধরণের নিয়ত করল না, তখন সাওয়াবও লাভ হবে না, গুনাহও হবে না। তবে কিয়ামাতের দিন হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। যেমন- তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:

حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عَذَابٌ

অর্থাৎ- তার হালাল বস্তুগুলোর ক্ষেত্রে হিসাব হবে, আর হারাম বস্তুগুলোর ক্ষেত্রে আযাব হবে।

(ফিরদাউস বিমাসুরুল খিতাব, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৩, হাদীস নং-৮১৯২)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

সুরমা কেন লাগাল?

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুয়নবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন মানুষ থেকে তার প্রতিটি কাজ এমনকি চোখের সুরমার ব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” (হিলয়াতুল আওলিয়া, ১০ম খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪৪০৪) তাই এতে নিরাপত্তা রয়েছে যে, প্রতিটি জায়গি কাজে ভাল ভাল নিয়্যত রাখা। যেমন- এক বুযুর্গ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি প্রতিটি কাজে নিয়্যত করতে পছন্দ করি। এমনকি পানাহার, ঘুমানো ও শৌচাগারে যাওয়ার জন্যও। (ইহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা) হরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।” (তবারানী মুআ'জ্জাম কাবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৯৪২) নিয়্যত অন্তরের ইচ্ছাকে বলা হয়। মুখে বলা শর্ত নয় বরং কেউ মুখে নিয়্যতের শব্দগুলো উচ্চারণ করল কিন্তু অন্তরে ইচ্ছা বিদ্যমান নেই তাহলে সেটাকে নিয়্যতই বলা হবে না এবং এতে সাওয়াবও লাভ হবে না। নিম্নে খাবার খাওয়ার ৪৩ টি নিয়্যত উপস্থাপন করছি, এগুলো থেকে যতটুকু সুবিধা হয় এবং সম্ভবপর হয়, খাওয়ার পূর্বে তা করে নেয়া উচিত। এটাও আরয় করছি যে, শুধুমাত্র এই নিয়্যতগুলোতেই নিয়্যতের শেষ নয় বরং নিয়্যতের ব্যাপারে যার অধিক জ্ঞান আছে, এর মাধ্যমে তিনি আরো অনেক নিয়্যত বের করে নিতে পারেন। নিয়্যত যত বেশী হবে সাওয়াবও তত বেশী অর্জন হবে। إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

খাওয়ার ৪৩ টি নিয়্যত

(১,২) খাওয়ার পূর্বে ও পরে ওয়ু করব। (অর্থাৎ- হাত ও মুখের অগ্রভাগ ধুয়ে নেব ও কুলি করে নেব) (৩) খাবার খেয়ে ইবাদত (৪) তিলাওয়াত (৫) মাতা-পিতার সেবা (৬) ইলমে দ্বীন অর্জন (৭) সুনাতের প্রশিক্ষণ লাভের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর (৮) নেকীর দা'ওয়াতের এলাকায়ী দাওরাতে অংশগ্রহণ (৯) আখিরাতের কাজ ও

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

(১০) প্রয়োজন মত হালাল উপার্জনের উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা করার শক্তি অর্জন করব (এ নিয়্যতগুলো ঐ অবস্থায় ফলপ্রসূ হবে যখন ক্ষুধা থেকে কম খাওয়া হবে। খুব পেট ভর্তি করে খাওয়াতে উল্টো ইবাদতে অলসতার সৃষ্টি হয়, গুনাহের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায় ও পেটের মধ্যে বিভিন্ন গন্ডগোলের জন্ম নেয়। (১১) জমিনের উপর (১২) সুন্নাতের অনুসরণে দস্তুরখানায় (১৩) (চাদর কিংবা জামার আঁচল দ্বারা) পর্দার মধ্যে পর্দা করে (১৪) সুন্নাত অনুযায়ী বসে (১৫) খাওয়ার পূর্বে بِسْمِ اللَّهِ ও (১৬) অন্যান্য দোয়া পাঠ করে (১৭) তিন আঙ্গুলে (১৮) ছোট ছোট লোকমা বানিয়ে (১৯) ভালভাবে চিবিয়ে খাব (২০) প্রত্যেক লুকমায় بِرَّوَاكِدٍ পাঠ করব (অথবা প্রতিটি লোকমার শেষে اللَّهُمَّ ও প্রতিটি লোকমার শুরুতে بِرَّوَاكِدٍ এবং بِسْمِ اللَّهِ পাঠ করব। (২১) যেসব খাবার ইত্যাদি পড়ে যায় তা ভুলে খেয়ে নেব, (২২) প্রত্যেকটি রুটির অংশ তরকারীর পাত্রে উপর ছিঁড়ব (যাতে রুটির ক্ষুদ্র অংশগুলো ঐ পাত্রেই পড়ে) (২৩) হাড়ি ও গরম মসলা ইত্যাদি উত্তমরূপে পরিস্কার করে ও চেটে খাওয়ার পরই বাইরে ফেলব (২৪) ক্ষুধা থেকে কম খাব (২৫) পরিশেষে সুন্নাত আদায়ের নিয়্যতে থালা (পেয়ালা ইত্যাদি) ও (২৬) তিনবার আঙ্গুলগুলো চেটে নেব (২৭) খাবারের থালা ধুয়ে পানি পান করে একজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব অর্জন করব (২৮) যতক্ষণ দস্তুরখানা তুলে নেয়া না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিনা প্রয়োজনে উঠে যাব না (কেননা এটাও সুন্নাত) (২৯) খাওয়ার পর আগে পরে দরুদ শরীফসহ সুন্নাত (মসনুন) দোয়াগুলো পাঠ করব (৩০) খিলাল করব।

একশ্রে খাওয়ার নিয়্যত

(৩১) দস্তুরখানার সামনে যদি কোন আলিম কিংবা বয়স্কলোক উপস্থিত থাকেন তাহলে তার পূর্বে খাওয়া শুরু করব না (৩২) মুসলমানদের সাক্ষাতের বরকত অর্জন করব (৩৩) তাদেরকে মাংসের টুকরা, কদু শরীফ,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

হাঁড়ের নীচে জমাট বাঁধা খাবার ও পানি ইত্যাদি খাদদ্রব্য প্রদান করে তাঁদের মন-খুশী করব। (কারো প্লেটে নিজের হাতে কিছু তুলে দেয়া আদবের পরিপন্থী, কারণ যেটা আমরা তুলে দিলাম সম্ভবত তখন তার সেটা খাওয়ার প্রতি আগ্রহ নাও থাকতে পারে) (৩৪) তাদের সামনে মুচকি হেসে সদকা করার সাওয়াব অর্জন করব (৩৫) কাউকে মুচকি হাসতে দেখে সে সময়ে পড়া হয় এমন সুন্নাত দোয়াটি পাঠ করব (কাউকে মুচকি হাসতে দেখে পাঠ করার দোয়া: **اٰطْحٰكَ اللهُ سِنَّكَ** অর্থাৎ- আল্লাহ তাআলা আপনাকে সদা হাস্যোজ্জল রাখুন। (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩২৯৪) (৩৬) খাবার খাওয়ার নিয়্যতসমূহ ও (৩৭) সুন্নাত সমূহ বলব (৩৮) সুযোগ পেলে খাওয়ার পূর্বের ও (৩৯) পরের দোয়াগুলো পড়াব (৪০) খাবারের উত্তম অংশ যেমন মাংসের টুকরা ইত্যাদি নিজে খাওয়ার লোভ-লালসা থেকে নিজেকে রক্ষা করে তা অন্যকে দেব (আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর দয়াময় বাণী হচ্ছে, “যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু অন্যকে দিয়ে দেয়, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন।” (ইত্তেহাফুস সাদাভুল মুত্তাকীন, ৯ম খন্ড, ৭৭৯ পৃষ্ঠা) (৪১) উপস্থিত সকলকে খিলাল ও (৪২) তিন আঙ্গুলে খাওয়ার অনুশীলন করানোর জন্য রাবার ব্যান্ড উপহার হিসাবে দিব। (৪৩) খাবারের প্রতি-লোকময় যদি সম্ভব হয় তাহলে উচ্চস্বরে এ নিয়্যতে **يَا اٰجِدُ** পাঠ করব যেন অন্যান্যদেরও স্মরণে এসে যায়।

খাবারের ওয়ু অভাব দূর করে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** থেকে বর্ণিত; মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর রহমতপূর্ণ বাণী হচ্ছে, খাওয়ার আগে ও পরে ওয়ু করাটা অভাবকে দূর করে দেয়। আর এটা নবী-রাসুল **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** গণের সুন্নাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। (আল মুজামুল আওসাত, ৫ম খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭১৬৬)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

খাওয়ার ওয়ু ঘরে কল্যাণ বৃদ্ধি করে

হযরত সাযিয়্যুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: যে এটা পছন্দ করে যে, আল্লাহ তাআলা তার ঘরে কল্যাণ বাড়িয়ে দিক, তবে যখন খাবার দেয়া হয়, তখন যেন সে ওয়ু করে নেয় এবং যখন খাবার তুলে নেয়া হয় তখনও যেন ওয়ু করে নেয়।”

(ইবনে মাযাহ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৯ম পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩২৬০)

খাওয়ার ওয়ু করার সাওয়াব

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত যে, প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “খাওয়ার আগে ওয়ু করলে একটি সাওয়াব, আর খাওয়ার পর ওয়ু করলে দু’টি সাওয়াব।”

(জামে সাগীর, ৫৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯৬৮২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাওয়ার আগে ও পরে হাত ইত্যাদি ধোয়ার ক্ষেত্রে অবহেলা করা উচিত নয়। আল্লাহর শপথ “একটি নেকীর” সারা কিয়ামতের দিনই জানা যাবে। যে সময় কারো শুধুমাত্র একটি নেকীই কম হবে আর সে নিজের প্রিয়জনদের কাছে শুধুমাত্র একটি নেকী চাইবে অথচ দেয়ার জন্য কেউ রাজী হবে না।

শয়তান থেকে হিফাযত

নবীকুল সুলতান, সরদারে দোঁজাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “খাবারের আগে ও পরে ওয়ু (অর্থাৎ-হাত-মুখ ধোয়া) রিযিকে প্রশস্ততা আনে আর শয়তানকে দূর করে দেয়।” (কানযুল উম্মাল, ১০ম খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৭৫৫)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

রোগব্যাদি থেকে রক্ষার উপায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাওয়ার ওয়ু দ্বারা নামাযের ওয়ু উদ্দেশ্য নয় বরং এতে উভয় হাত কজ্জি পর্যন্ত ও মুখে ঠোঁটের বাহিরের অংশ ধোয়া আর কুলি করা উদ্দেশ্য। বিখ্যাত মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “তাওয়ারত শরীফে দু'বার হাত ধোয়া ও কুলি করার নির্দেশ ছিল, খাওয়ার পূর্বে ও খাওয়ার পরে। কিন্তু ইহুদীরা শুধুমাত্র শেষের আমলটা বাকী রেখেছে, আর খাওয়ার পূর্বের আমলটির আলোচনাটা মুছে ফেলেছে। খাওয়ার আগে হাত ধোয়া, কুলি করার জন্য অনুপ্রাণিত এজন্য করা হয়েছে যে, প্রায়ই কাজ-কর্মের কারণে হাত ময়লাযুক্ত, দাঁত ময়লাযুক্ত হয়ে যায় আর খাওয়ার কারণে হাত-মুখ চর্বিযুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং উভয় সময়ে তা পরিস্কার করা উচিত। খাবার খেয়ে কুলিকারী ব্যক্তি ابْنُ شَيْبَةَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ দাঁতের বিষাক্ত রোগ পায়রিয়া (PHYORRHEA) হতে নিরাপদ থাকবে। ওয়ুর সময় মিসওয়াকে অভ্যস্ত ব্যক্তি দাঁত ও পাকস্থলীর রোগসমূহ থেকে রক্ষা পাবে। খাওয়ার সাথে সাথে প্রস্রাব করার অভ্যাস গড়ন, তাতেও মুত্রথলীর রোগ-ব্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এটা খুবই পরীক্ষিত।

(মিরআত শরহে মিশকাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)

ড্রাইভারের রহস্যজনক মৃত্যু

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় সুন্নাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। যেভাবে সুন্নাতের উপর আমল করলে সাওয়াব রয়েছে অনুরূপভাবে সেটার পার্শ্ব উপকারও হয়ে থাকে। খাওয়ার আগে উভয় হাত কজ্জি পর্যন্ত ধুয়ে নেয়া সুন্নাত। মুখের (ঠোঁটের) বাইরের অংশ ধুয়ে নেয়া ও কুলি করে নেয়া উচিত। যেহেতু হাত দ্বারা নানা ধরণের কাজ করা হয় আর তা বিভিন্ন বস্তুর সাথে লেগে থাকে। তাই কাদা-ময়লা ও বিভিন্ন ধরণের জীবাণু লেগে যায়। খাওয়ার আগে হাত ধুয়ে নেয়াতে এগুলো পরিস্কার হয়ে যায়, আর এ সুন্নাতের বরকতের কারণে আমাদের অনেক রোগ-ব্যাদি থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়। খাওয়ার আগে ধোয়া হাত মুছে ফেলবেন না, কারণ তোয়ালে ইত্যাদিতে থাকা জীবাণু হাতে লেগে যেতে পারে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

কথিত আছে; একজন ট্রাক-ড্রাইভার হোটেলে খাবার খেল আর খাওয়ার সাথে সাথে ছটফট করতে করতে মারা গেল। অন্যান্য অনেক মানুষও এ হোটেলে খাবার খেয়েছে কিন্তু তাদের কিছুই হলো না। তদন্ত শুরু হলো। কেউ বলল যে, ড্রাইভার খাওয়ার আগে হোটেলের ধারে টায়ার চেক করেছিল। এরপর হাত না ধুয়েই সে খাবার খেয়েছিল। সুতরাং ট্রাকের টায়ারগুলো চেক করা হল। দেখা গেল যে, চাকার নীচে একটি বিষাক্ত সাপ পিষ্ট হয়ে সেটার বিষ টায়ারে ছড়িয়ে ছিড়িয়ে আছে আর তা ড্রাইভারের হাতে লেগেছিল। হাত না ধোয়ার কারণে খাবারের সাথে ঐ বিষ পেটে চলে যায়, যা ড্রাইভারের হঠাৎ মৃত্যুর কারণ হয়।

আল্লাহ্ কি রহমত ছে সন্নাত মে শারায়ত হে,
সরকার কি সন্নাত মে হাম সব কি হিফায়ত হে।

বাজারে খাওয়া

হযরত সাযিয়্যুনা আবু উমামা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “বাজারে খাবার খাওয়া মন্দ (কাজ)।” (জামি সাগীর, ১৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩০৭৩) আল্লামা মওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “রাস্তায় ও বাজারে খাওয়া মাকরুহ। (বাহারে শারীয়াত, ১৬তম খন্ড, ১৯ পৃষ্ঠা)

বাজারের রুটি

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম বুরহানুদ্দীন ইব্রাহীম যারনূজী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: মহান ইমাম হযরত সাযিয়্যুনা মুহাম্মদ বিন ফায়ল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ শিক্ষা অর্জনের সময় কখনো বাজার থেকে খাবার খাননি। তাঁর সম্মানিত পিতা প্রতি জুমাবারে নিজ গ্রাম থেকে তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসতেন। একবার যখন তিনি খাবার দিতে আসেন তখন ছেলের রুমে বাজারের রুটি দেখে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং নিজের ছেলের সাথে কথা পর্যন্ত বললেন না। সাহিবজাদা (ছেলে) ক্ষমা চেয়ে আরয করলেন: আব্বাজান! এ রুটি বাজার থেকে আমি আনিনি, আমার বন্ধু মানা করা সত্ত্বেও কিনে এনেছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

সম্মানিত পিতা এ কথা শুনে ধমক দিয়ে বললেন: “যদি তোমার মধ্যে তাকওয়া থাকত তবে তোমার বন্ধুর কখনো এরূপ করার সাহস হতো না।” (তালীমুল মুতাআল্লিম তারীকুত তাআল্হুম, ৬৭ পৃষ্ঠা, বাবুল মদীনা, করাচী)

বাজারের খাবারে বরকতশূন্যতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى তাকওয়ার প্রতি কিরূপ খেয়াল রাখতেন। আর নিজের সন্তানকে কিরূপ উত্তম প্রশিক্ষণ দিতেন যে, হোটেল ও বাজারের খাবার তাদেরকে খেতে দিতেন না। হযরত ইমাম যারনূজী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “যদি সম্ভব হয় তবে অমঙ্গলজনক খাবার ও বাজারের খাবার থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কারণ বাজারের খাবার মানুষকে খিয়ানত ও অপবিত্রতার নিকটবর্তী ও আল্লাহর যিকির থেকে দূর করে দেয়। এর কারণ এ যে, বাজারের খাবারের উপর গরীব ও ফকীরদের দৃষ্টি পড়ে, আর তারা নিজেদের অসচ্ছলতা ও দারিদ্রতার কারণে যখন ঐ খাবার কিনতে পারে না, তখন তাদের অন্তর ব্যথিত হয় আর সে কারণে ঐ খাবার থেকে বরকত উঠে যায়।” (শাওকত, ৮৮ পৃষ্ঠা)

হোটলে খাওয়া কেমন?

বাজারে, ঠেলাগাড়ী ও ট্রলী ইত্যাদি থেকে নানা ধরণের মজাদার খাবারের স্বাদগ্রহণকারীরা এ ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করুন। যখন বাজারে খাওয়াটা এরূপ মন্দ তখন ফ্লিমের গানে মগ্ন হয়ে হোটেলের ভেতর সময়ে-অসময়ে খাওয়া, চায়ে চুমুক দেয়া ও ঠাণ্ডা পানীয় পান করা কি রকম দোষণীয় হবে? যদি গান নাও বাজে তবুও হোটেল গুলোর পরিবেশ প্রায়ই ছন্নছাড়া ধরণের হয়ে থাকে। সেসব স্থানগুলোতে গিয়ে বসা অভিজাত ও ধার্মিক ব্যক্তিবর্গের মর্যাদার উপযুক্ত নয়। অতএব প্রয়োজন হলে খাবার কিনে কোন নিরাপদ স্থানে বসে খাওয়াতে মঙ্গল রয়েছে। যে অসহায় সে অপারগ। কিন্তু যখন হোটলে ফ্লিম, ড্রামা বা গান-বাজনা চলে তখন সেখানে যাবেন না। কারণ জেনে-শুনে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শূন্য গুনাহ। যেমন -

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব

হযরত সাযিয়দুনা আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “(হেলে দুলে শরীর বাঁকিয়ে) নাচা, হাসি-তামাসা করা, তালি বাজানো, সেতারা বাজানো, বারবাত (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র), সারেঙ্গী বা সারিন্দা, রাবার (বেহালা বিশেষ), বাঁশী, কানুন, নুপুর, শিঙ্গা বাজানো, মাকরুহে তাহরীমী (অর্থাৎ হারামের নিকটবর্তী)। কারণ এগুলো কাফিরদের নিদর্শন। এছাড়া বাঁশী ও (বাদ্যযন্ত্রের) অন্যান্য সরঞ্জামের আওয়াজ শূনাও হারাম। যদি কেউ হঠাৎ করে (অসতর্কবস্থায়) শুনে ফেলে তবে সে অপারগ, কিন্তু তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে, না শুনার পূর্ণ চেষ্টা করা।” (রদুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৬৬ পৃষ্ঠা)

কানে আঙ্গুল দেয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঐ সকল মুসলমানরা সৌভাগ্যবান, যারা প্রিয় আকা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নাতে পাক ও সুনাতে ভরা বয়ান শুনে এবং ছায়াছবির গান ও বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ কানে আসলে খোদা তাআলার ভয়ের কারণে তা না শুনার পূর্ণ চেষ্টা করে কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি দূরে সরে যান। যেমন-হযরত সাযিয়দুনা নাফি' رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি ছোট বেলায় হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। তখন রাস্তায় বাজনা বাজানোর আওয়াজ আসতে লাগল, ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ নিজের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং রাস্তা থেকে অন্যত্র সরে গেলেন, আর দূরে যাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলেন: নাফি'! আওয়াজ আসছে? আমি আরয় করলাম: এখন আসছে না। তখন কান থেকে আঙ্গুল বের করলেন এবং বললেন: “একবার আমি ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম, তাজেদারে মদীনা, প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এরূপ করলেন, যেরূপ আমি করলাম।”

(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৯২৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ এলে তখন সরে যান

জানা গেল যে, যেই মাত্র বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আসবে তৎক্ষণাৎ কানে আঙ্গুল দিয়ে সেখান থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত। কারণ যদি আঙ্গুলতো কানে দিলেন কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে বা বসে রইলেন বা সামান্য ওপাশে সরে গেলেন তবে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ থেকে বাঁচতে পারবেন না। শুধু আঙ্গুল কানে দিলে হবে না বরং যেকোন ভাবে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ থেকে বাঁচার যথাসাধ্য চেষ্টা করা ওয়াজিব। হায়! হায়! হায়! এখনতো যানবাহন, উড়োজাহাজ, ঘর, দোকান, গলি ও বাজারসমূহে যেকোনোই যান না কেন, বাদ্যযন্ত্রের মগ্নতা ও গানের আওয়াজ শূন্য যায়। আর যে ‘আশিকে রাসুল কানে আঙ্গুল দিয়ে দূরে সরে যায় তাকে নিয়ে উপহাস করা হয়।

উহ দাওর আয়া কেহ দিওয়ানায়ে নবী কেলিয়ে
হর এক হাত মে পান্তর দেখায়ী দেতা হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততায় জীবনে ঐ ধরণের আশ্চর্যজনক পরিবর্তন ঘটে যে, অনেকবার ইসলামী ভাইদেরকে বলতে শূন্য গেছে যে, হায়! যদি এমন হত। অনেক আগেই আমরা দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ পেতাম। দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে পরিপূর্ণ এক মাদানী বাহার দেখুন। যেমন-

যরে দরসের বরকতময় ঘটনা

আগ্লাহ, মহারাষ্ট্র, ভারতের এক ইসলামী ভাই অনেকটা এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, বদ্-মাযহাব লোকদের সাথে সম্পর্কের কারণে আমাদের পরিবার বদ আমলের সাথে সাথে বদ্-আকীদার প্রতিও ধাবিত হচ্ছিল। একদিন আমাদের পরিবারের সবাই মিলে টিভি দেখায় ব্যস্ত ছিল। তখন আমার ১৭ বছর বয়সী ছোট ভাই যে দা’ওয়াতে ইসলামীর সুল্লাতে ভরা ইজতিমাতে আসা-যাওয়া করতে শুরু করেছে,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

সে টিভির দিকে পিঠ দিয়ে উল্টো দিকে হেঁটে রুমে প্রবেশ করলো আর নিজের কোন জিনিস আলমারী থেকে বের করে ঐ ভঙ্গিতে ফিরে গেল। তার এ ধরনের অভিনব অবস্থা দেখে আমি রাগে চিৎকার করে বলে উঠলাম, “তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! যে কারণে আজ তুমি এ ধরনের অভিনব শিশুর মত আচরণ করছো!” সে প্রতিউত্তর দেয়া ব্যতীত অন্য রুমে চলে গেল। আমার আন্মা, বিষয়টা পরিস্কার করলেন যে, “সে আমাকে বলেছে যে, আমি কসম খেয়েছি, ভবিষ্যতে টিভির দিকে দেখবইনা!” আমি রাগে ছোট ভাইয়ের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলাম। সে ঘরে সবাইকে একত্রিত করে প্রতিনিয়ত ফয়যানে সুন্নাতের দরস শুরু করে দিলো। আমি তাতে বসতাম না। একদিন আমি কাছাকাছি হয়ে এই ভেবে বসে গেলাম যে, শুনেনতো দেখি দরসে কি বলে! শূনে খুব ভাল লাগল। সুতরাং আমি প্রতিদিন ঘরের দরসে অংশগ্রহণ করতে লাগলাম। ধীরে ধীরে আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হতে লাগল। অবশেষে দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যেতে লাগলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ জ্ঞান সঠিক পথে এলো, বদমাযহাবের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত হলাম ও চেহরায় দাড়ি সাজিয়ে নিলাম। এছাড়া বদ্-আকীদা সম্পন্ন বক্তার পথদ্রষ্টকারী ক্যাসেট, যেগুলো আগ্রহ ভরে শুনতাম, সে সবের জায়গায় এখন মাক্তাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনতে লাগলাম। আমাদের চারটি রুমে টিভি ছিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পারস্পরিক পরামর্শে চারটি রুম থেকেই:V. বের করে দিলাম।

বুরী সুহবতু ছে কানারা কুশী কর,
আওর আচ্ছো কে পা-স আ-কে পা মাদানী মাহল।
তুম্হে লুত্ফ আ-যায়েগা জিন্দেগী কা,
করীব আ-কে দেখো জারা মাদানী মাহল।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

ঈমান রক্ষার মাধ্যম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ঘরের দরসে পরিবার-পরিজনের ঈমানের নিরাপত্তা ও আমল সংশোধনের উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে। অনুরূপভাবে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের চারিত্রিক প্রশিক্ষণের জন্য “ফিকরে মদীনার” মাধ্যমে প্রতিদিন মাদানী ইন’আমাত এর রিসালা পূরণ করারও ব্যবস্থা রয়েছে এবং এ রিসালায় লিপিবদ্ধ একাদশ মাদানী ইন’আম অনুযায়ী প্রত্যেককে প্রতিদিন ফয়যানে সুন্নাত থেকে দুইটি দরস দেয়া বা শুনার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এ দুইটি দরসে একটি “ঘর দরস”ও রয়েছে। আপনাদের সকলের নিকট ঘরে দরস চালু করার জন্য বিনীতভাবে মাদানী অনুরোধ করছি।

আমল কা হো জযবা আতা ইয়া ইলাহী,
গুনাহো ছে মুঝকো বাঁচা ইয়া ইলাহী।
সাআদাতে মিলে দরসে ফয়যানে সুন্নাত,
কি রওজানা দো মরতবা ইয়া ইলাহী।

اٰمِيْنَ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

কবরের আলো

দরস ও বয়ানের সাওয়াবের কথা কী বলব! হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “শারহুস্‌সুদূর”-এ উদ্ধৃত করেন, আল্লাহ তা’আলা হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালীমুল্লাহ عَلَيَّ تَيْبَاتُ وَعَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি অহী প্রেরণ করলেন, “কল্যাণময় কথা নিজেও শিখুন এবং অন্যকেও শিক্ষা দিন। আমি কল্যাণময় কথা শিক্ষাকারী ও শিক্ষাপ্রদানকারীদের কবরকে আলোকিত করবো, যাতে তাদের কোন ধরণের ভয়-ভীতি না হয়।” (হিলায়তুল আওলিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৬২২)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারানী)

কবর আলোকিত হবে

এ বর্ণনা থেকে নেকীর বিষয় শিখা ও শিক্ষা প্রদানের সাওয়াব ও প্রতিফল সম্পর্কে জানা গেল। সুন্নাতে ভরা বয়ানকারী, দরস দাতা ও শ্রবণকারীদেরতো খুবই উপকার হবে। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ। তাঁদের কবর আলোকিত হবে ও তাঁদের কোনরকম ভয়-ভীতি অনুভব হবে না। ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী, মাদানী কাফেলায় সফর ও ফিকরে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা প্রতিদিন পূরণ করার উৎসাহ প্রদানকারী ও সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত পেশকারী, এছাড়া মুবাঞ্জিগদের নেকীর দাওয়াত শ্রবণকারীদের কবরও নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরের সদকায় আলোকিত হবে।

কবর মে লেহরায়গে তা হাশর চশ্মে নূরকে,
জলওয়া ফরমা হোগী জব তালাআত রাসুলুল্লাহ কি। (হাদায়িকে বখশিশ)

পরিবারের লোকদের সংশোধন করা জরুরী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের পরিবারের লোকদের সংশোধন আমাদের উপর আবশ্যিক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে
ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ
আগুন থেকে বাঁচাও যার
জ্বালানী হচ্ছে মানুষ ও পাথর।
(পারা- ২৮, সূরা- আত তাহরীম, আয়াত- ৬)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

أَلْحَسَنُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ “ঘরের দরস”-এর মাধ্যমেও এ আয়াতে কারীমায় দেয়া নির্দেশের উপর আমল করা সম্ভব হবে। এছাড়া এ বিষয়ে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা রিসালা পাঠ করা, পাঠ করানো ও সুন্নাতে ভরা বয়ান ও মাদানী মুযাকারার ক্যাসেট ঘরে চালানোও উপকারী হবে। أَلْحَسَنُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতে ভরা রিসালা ও ক্যাসেটের মাধ্যমেও অনেক মানুষের সংশোধনের অনেক ঘটনা রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

মাক্তাবাতুল মাদীনার রিসালার বাহার

বাহাওয়ালপুর জেলা পাঞ্জাব, এর একজন ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হচ্ছে, আমি স্কুলে খারাপ পরিবেশের কারণে ফিল্ম উন্মাদনার সৌখিন পর্যায়ে পৌঁছে গেলাম। শুধু ফিল্ম দেখার জন্য অন্য শহর যেমন-লাহোর, উকাড়া ইত্যাদি এমনকি করাচী পর্যন্ত চলে যেতাম। ফিল্মের রং বেরং (SEX APPEAL) দৃশ্যের অমঙ্গলের কারণে আল্লাহর পানাহ, বেপর্দা যুবতীদের পেছনে কলেজ পর্যন্ত যাওয়া ও প্রতিদিন দাড়ি কামানো আমার নিত্যদিনের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। অমঙ্গলের উপর অমঙ্গল এয়ে, আমার মনে থিয়েটারে, সার্কাস ও মৃত্যু কুপের ভেতর কাজ করার প্রবল ইচ্ছা হল। পরিবারের লোকেরা অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। একদিন আমার সম্মানিত পিতা দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারদের সাথে কথা বলে আমাকে এলাকার “আশিকানে রাসুলদের” সাথে মাদানী কাফেলায় সফরে পাঠিয়ে দিলেন। শেষ দিন আমীরে কাফেলা আমাকে কালো বিচ্ছু (মাক্তাবাতুল মাদীনা কর্তৃক মুদ্রিত) নামক রিসালা পাঠ করতে দিলেন। আমি পড়ে কেঁপে উঠলাম। তৎক্ষণাৎ গুনাহ থেকে তাওবা করলাম ও চেহরায় এক মুঠি দাড়ি সাজানোর নিয়ত করলাম। ফেরার পথে দা'ওয়াতে ইসলামীর সূন্নাতে ভরা সাপ্তাহিক ইজতিমাতে তাওবা করলাম ও চেহরায় এক মুঠি দাড়ি সাজানোর নিয়ত করলাম এবং মাক্তাবাতুল মাদীনার পক্ষ থেকে প্রকাশিত (উর্দু) বায়ানের ক্যাসেট যেটার নাম ছিল, “চল জায়েগী ইয়ে জাওয়ানী” কিনে নিলাম। যখন ঘরে এসে বয়ান শুনলাম তখন তা আমার অন্তরের দুনিয়া পরিবর্তন করে দিল! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি নিয়মিতভাবে নামায পড়তে লাগলাম এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ শুরু করে দিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমানে (এ বর্ণনা দেয়ার সময়) আমি আমার নিজ শহরে মাদানী কাফেলার যিম্মাদার হিসাবে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ করছি।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করা, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

একসাথে খাওয়াতে বরকত রয়েছে

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা, আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দুনা উমর ফারুককে আজম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “একত্রে মিলে খাও, একা একা খেওনা, কেননা বরকত জামাআতের (একতাবদ্ধতার) সাথে হয়ে থাকে।”

(ইবনে মাজাহ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৮৭)

পরিতৃপ্ত হওয়ার উদায়

হযরত সাযিয়দুনা ওয়াহসী বিন হারব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ তাঁর দাদাজান **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমরা খাবারতো খাই কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না?” রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “তোমরা কি আলাদাভাবে খাও?” আরয করলেন: “জ্বী হ্যাঁ,” ইরশাদ করলেন: একত্রিত হয়ে বসে খাবার খেয়ো ও بِسْمِ اللهِ পড়ে নিও, তোমাদের জন্য খাবারে বরকত দেয়া হবে।

(আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খন্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭৬৪)

একত্রে খাওয়ার ফরযালত

একই দস্তুরখানায় একত্রে আহারকারীদেরকে মোবারকবাদ। কেননা হযরত সাযিয়দুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, **আল্লাহু তাআলার নিকট এ বিষয়টি সবচেয়ে অধিক পছন্দনীয়**, যখন তিনি মুমিন বান্দাকে স্ত্রী, সন্তানের সাথে দস্তুরখানায় একত্রে বসে খেতে দেখেন। কারণ যখন সবাই দস্তুরখানায় একত্রিত হয় তখন আল্লাহু তাদেরকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন এবং আলাদা হওয়ার আগেই তাদের ক্ষমা করে দেন। (তাম্বীহুল গাফিলীন, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

একত্রে খাওয়াতে পাকস্থলীর চিকিৎসা

প্যাথলজী বিশেষজ্ঞ এক অধ্যাপক ব্যাখ্যা করেছেন যে, যখন একত্রে খাবার খাওয়া হয় তখন আহারকারী-সকলের জীবাণু খাবারে মিশে যায় আর তা অন্যান্য রোগের জীবাণুকে মেরে ফেলে। এছাড়া অনেক সময় খাবারে শিফা বা আরোগ্যের জীবাণু অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যা পাকস্থলীর রোগের জন্য ফলদায়ক হয়ে থাকে।

একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট

হযরত সাযিয়দুনা জাবির رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্বত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ইরশাদ করতে শুনেছি, “একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট ও দু'জনের খাবার চারজনের ও চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট হয়।” (সহীহ মুসলিম, ১১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৫৯) রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: দুইজনের খাবার তিনজনের ও তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। (বুখারী শরীফ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৩৯২)

অল্পে সন্তুষ্টির শিক্ষা

বিখ্যাত মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এ মোবারক হাদীস প্রসঙ্গে বলেন: “যদি খাবার সামান্য হয় এবং আহারকারী বেশী হয় তবে তাদের উচিত যে, দুইজনের খাবারে তিনজন ও তিনজনের খাবারে চারজন চালিয়ে নেয়া। যদিও পেট না ভরে কিন্তু এতটুকু খেয়ে নেয়াতে দূর্বলতাও আসবে না, ইবাদত সঠিকভাবে আদায় করা যাবে। এ মহান বাণীতে “অল্পে তুষ্টি ও মানবতার মহান শিক্ষা রয়েছে।” (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

বেতন কমিয়ে দিলেন!

খলীফায়ে রাসুল হযরত সাযিয়্যুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর খিলাফত আমলের ঘটনা। একবার হযরত সাযিয়্যুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর সম্মানিতা স্ত্রীর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا হালুয়া খাওয়ার ইচ্ছা হল। তখন সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: আমার নিকট এত টাকা নেই যে, আমি হালুয়া কিনতে পারি। স্ত্রী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا আরজ করলেন, আমি আমার পারিবারিক খরচাদি থেকে কিছু দিন অল্প অল্প পয়সা বাঁচিয়ে কিছু টাকা জমা করব এবং এ দ্বারা হালুয়া কিনে নেব। খলীফা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: ঠিক আছে এভাবেই করে নিন। তাই তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا কিছু টাকা জমা করা শুরু করলেন। অল্প সময়ে কিছু টাকা জমা হয়ে গেল। যখন তিনি সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে বললেন যে, আপনি হালুয়া কিনে নিয়ে আসেন। তখন তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ টাকা নিলেন এবং বায়তুল মালে ফিরিয়ে দিলেন, এবং স্ত্রী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا কে বললেন এগুলো আমার প্রয়োজনীয় খরচ থেকে অতিরিক্তি। এর পর তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ভবিষ্যতের জন্য বায়তুল মাল থেকে প্রাপ্ত বেতনের তত পরিমাণ টাকা কমিয়ে দিলেন। (আল কামিল ফিতহাতরীখ, ২য় খন্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা শুনে শুধুমাত্র প্রশংসার শ্লোগান দ্বারা অন্তরকে খুশী করার পরিবর্তে আমাদেরও তাকওয়া ও অল্পে সন্তুষ্টির শিক্ষা অর্জন করা উচিত। বিশেষতঃ ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ ও সরকারী অফিসারবৃন্দ এছাড়া মসজিদের ইমামগণ, মাদ্রাসার শিক্ষকমন্ডলী ও বিভিন্ন ইসলামী বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাইদের জন্য এ ঘটনাতে অল্পে তুষ্টি ও লোভ-লালসা থেকে নিজেকে রক্ষা করা ও নিজের আখিরাতেকে উৎকৃষ্ট করার জন্য অনেক শিক্ষার বিষয় রয়েছে। হায়! এমন যদি হতো! আমরা সবাই শুধু নফসের প্ররোচনায় বেতনের কম বেশি অর্থাৎ “অমুকের বেতন এতো বেশী আর আমার কম” বলে বলে এ ধরণের ব্যাপারগুলোতে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে সামান্য আয়ে তুষ্টি হয়ে নেকীর মধ্যে অধিক নেকী অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর পরহেযগারী ও দুনিয়ার ধন সম্পদ থেকে অনাসক্তির ব্যাপারে আরো একটি ঘটনা শুনুন। যেমন-

ওয়াকফের বস্তুর ব্যাপারে সতর্কতা

ইমামে আলী মকাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: খলীফায়ে রাসুল হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ নিজের ওফাতের সময় উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا কে বললেন: দেখো! এ উট যেটার দুধ আমরা পান করি ও এ বড় পেয়ালা যাতে আমরা পানাহার করি ও এ চাদর যেটা আমি পরিধান করে আছি এসব কিছু বাইতুল মাল থেকে নেয়া হয়েছে। আমরা এগুলো থেকে ঐ সময় পর্যন্ত উপকার গ্রহণ করতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মুসলমানদের খিলাফতের দায়িত্ব পালন করি। যখন আমি ওফাত লাভ করব তখন এসব কিছু হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে দিয়ে দেবে। যখন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ইত্তিকাল হলো তখন উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এসব বস্তু অসিয়ত অনুযায়ী ফিরিয়ে দিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বস্তুগুলো (ফিরে পেয়ে) বললেন যে, আল্লাহ তাঁর উপর দয়া করুন, তিনিতো তাঁর পরবর্তীদের অবাধ করে দিয়েছেন। (তারীখুল খুলাফা, ৬০ পৃষ্ঠা)

আহারকারীদের ক্ষমা লাভের একটি উপায়

মর্যাদাপূর্ণ যে কোন কাজই শুরু করা হলে তার আগে بِسْمِ اللّٰهِ শরীফ অবশ্যই পাঠ করা উচিত। কেননা এটা সুন্নাত। অনুরূপভাবে পানাহারের পূর্বেও بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করা সুন্নাত, আর এর খুবই বরকত রয়েছে”। যেমন-হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

“মানুষের সামনে খাবার রাখা হয় আর উঠিয়ে নেয়ার পূর্বেই তাঁর ক্ষমা হয়ে যাওয়ার উপায় হচ্ছে যখন খাবার রাখা হয় তখন যেন بِسْمِ اللّٰهِ বলে এবং যখন উঠিয়ে নেয়া হয় তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে।

(আল জামিউস্ সগীর, পৃষ্ঠা ১২২, হাদীস নং-১৯৭৪)

চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া সুন্নাত নয়

সহীহ বুখারীতে হযরত সাযিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, ছয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কখনও টেবিলে খাবার খাননি এবং তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ জন্য পাতলা চাপাটি রুটি পাকানো হয়নি। হযরত সাযিদুনা কাতাদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁরা किसের উপর খেতেন? বললেন: দস্তুরখানার উপর। (সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৪১৫)

সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চেয়ার টেবিলে বসে খাওয়া যদিও গুনাহ নয় তবে সুন্নাতও নয়। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা আল্লামা মওলানা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বাহারে শরীয়াতের ১৬ তম খন্ডে বলেন: “খাওয়ান” অর্থাৎ- ছোট টেবিল বা টেবিলের মত উঁচু ধরণের বস্তু, যেটার উপর ধনীদেব ঘরে খাবার পরিবেশন করা হয়। যাতে খাওয়ার সময় ঝুঁকতে হয় না। তার উপর খাবার খাওয়া অহংকারীদের নিয়ম ছিল, যেভাবে অনেক মানুষ বর্তমান সময়ে টেবিলে খাবার খায়। ছোট ছোট পাত্রে খাওয়া ধনীদেব নিয়ম। তাঁদের ঘরে নানা রকমের খাবার ছোট ছোট পাত্রে রাখা হয়। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা)

কি ধরণের দস্তুরখানা সুন্নাত?

বিখ্যাত মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “সুন্নাত হচ্ছে খাবারের প্রতি সামান্য ঝুঁকি বসা। দস্তুরখানা কাপড়, চামড়া ও খেজুরের পাতার হতো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

এ তিন ধরণের দস্তুরখানায় প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ খাবার খেতেন। দস্তুরখানাও জমীনের উপর বিছানো হতো এবং স্বয়ং নবীকুল সুলতান, সরদারে দোঁজাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ও জমীনের উপর বসতেন।” (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চেয়ার-টেবিলে খাওয়া যদিও গুনাহ নয় তবে জমীনে দস্তুরখানা বিছিয়ে খাবার খাওয়া সুন্নাত আর সুন্নাতের মধ্যেই মর্যাদা রয়েছে। আফসোস! আজকাল এ সুন্নাত মুসলমানেরা অনেকাংশে বর্জন করছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারেও চেয়ার-টেবিলে বরং এখনতো চেয়ার ও সরিয়ে নেয়া হয়েছে, লোকেরা টেবিলের চতুর্পাশ্বে (দাঁড়িয়ে) খাবার খায়। আহ! সুন্নাতে পরিপূর্ণ যুগ পুনরায় কবে ফিরে আসবে!

সুন্নাতে আ-ম করে দীন কা হাম কাম করে,
নে-ক হো যায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

প্রতিটি লোকমায় আল্লাহর যিকির

হযরত সায্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, “আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যখন খাবার খায় তখন আল্লাহর প্রশংসা করে এবং পান করলে তখন তাঁর হাম্দ (প্রশংসা) করে।

(সহীহ মুসলিম, ১৪৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৭৩৪)

প্রতিটি লোকমায় পাঠ করার নিয়ম

سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কিরূপ সহজ ব্যবস্থাপত্র। আল্লাহর কসম! আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বড় কোন সৌভাগ্য নেই। যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তাকেই তাঁর দিদার দান করবেন, তাকেই জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশ করাবেন। প্রতিটি লোকমা খেতে ও প্রতি ঢোক পান করতে আল্লাহ এর নাম নেয়া এবং খাবার খেয়ে নেয়ার পর ও (পানীয়) পান করে নেয়ার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বলার অভ্যাস গড়ার চেষ্টা করুন। যাতে পানাহারের সময়টা উদাসীনতায় না কাটে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

সম্ভব হলে প্রতি দুই লোকমার মাঝখানে يَا وَاجِدُ وَ بِسْمِ اللَّهِ الْخَيْرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ বলার অভ্যাস করুন যেন এভাবে প্রতি লোকমার শুরু يَا وَاجِدُ وَ بِسْمِ اللَّهِ এর যিকির দ্বারা এবং প্রতি লোকমার সমাপ্তি আল্লাহু তাআলার প্রশংসার মধ্যে হয় إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ। নেকীর ভান্ডার ও সাওয়াবের আলোই আলো হবে। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত পকেট সাইজের রিসালা “৪০ রহানী ইলাজের” ১১নং পৃষ্ঠায় রয়েছে, যে ব্যক্তি খাবার খাওয়ার সময় প্রতি লোকমায় يَا وَاجِدُ পাঠ করবে إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ঐ খাবার তার পেটে নূর হবে এবং রোগ দূর হবে।

কর উল্ফত মে আপনি ফানা ইয়া ইলাহী,
আতা করদে আপনি রেয়া ইয়া ইলাহী।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সূনাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসুলের সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর করতে থাকুন إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ। আমলগতভাবে খাওয়ার সূনাতের প্রশিক্ষণ হতে থাকবে এবং إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ কখনোতো এমন খাবার লাভ হবে যে, আপনাদের অনেক উপকার হয়ে যাবে। যেমন-ইসলামী ভাইদের মাঝে সংগঠিত মাদানী ঘটনা, যা এখানে নিজস্ব ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি।

দাতা সাহেব رَحْمَةُ اللَّهِ تَحَالٍ عَلَيْهِ এর পক্ষ থেকে

মাদানী কাফেলার মেহমানদারী

আমাদের মাদানী কাফেলা মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে দাতা দরবার رَحْمَةُ اللَّهِ تَحَالٍ عَلَيْهِ এর মসজিদে তিনদিনের জন্য অবস্থান করছিল। আমরা মাদানী কাফেলার জাদওয়াল (রুটিন) অনুযায়ী সূনাতের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিলাম। মাদানী হালকা চলাকালীন সময় এক ব্যক্তি আসলেন। তিনি আশিকানে রাসুলের সাথে খুব আন্তরিকভাবে সাক্ষাৎ করলেন। অতঃপর বলতে লাগলেন, أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আজ রাতে আমার ভাগ্যের নক্ষত্র চমকে উঠল আর

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

হযূর দাতা গাঞ্জ বাখশ আলী হাজভীরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আমি গুনাহ্গারের স্বপ্নে তাশরীফ আনলেন এবং অনেকটা এরকম ইরশাদ করলেন: “দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলার আশিকানে রাসুল তিনদিনের জন্য আমার মসজিদে অবস্থান করছেন। অতএব তুমি তাদের খাবারের ব্যবস্থা করো।” তাই আমি মাদানী কাফেলার মেহমানদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছি, আপনারা (এগুলো) গ্রহণ করুন।

কিয়া গরয দর দর ফিরো মাই ভীক লে-নে কেলিয়ে
হায় সালামত আস্তানা আ-পকা দা-তা পিয়া।
ঝোলিয়া ভর ভরকে লে-যাতে হে মাংতে রাত-দিন,
হো মেরি উম্মীদ কা গুলশান হারা দা-তা পিয়া।
صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

সাহেবে মাযার সাহায্য করলেন

سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى মাযারে থেকেও নিজের মেহমানদের মেহমানদারী করেন। যেমন-হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ অনেকটা এরূপ উদ্ধৃত করেন, মাক্কায় মুকাররমার এক শাফেয়ী মতাবলম্বীর বর্ণনা, মিসরে এক গরীব ব্যক্তির ঘরে সন্তানের জন্ম হলো। সে একজন সামাজিক সংস্থার সদস্য এর সাথে যোগাযোগ করলো। তিনি নবভূমিষ্টের পিতাকে নিয়ে অনেক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলেন কিন্তু কেউ আর্থিক সাহায্য করলো না। অবশেষে এক মাযারে হাজির হলেন। ঐ সামাজিক সংস্থার সদস্য অনেকটা এরকম ফরিয়াদ করলেন, “ইয়া সায়্যিদী! আল্লাহ্ আপনার উপর দয়া করুন, আপনি আপনার পার্শ্ববর্তী জীবনে অনেক কিছু দান করতেন। আজকে অনেক মানুষ থেকে নব ভূমিষ্টের জন্য চেয়েছি কিন্তু কেউ কিছু দিলো না।” এ কথা বলে ঐ সামাজিক সংস্থার সদস্য নিজেই অর্ধ দীনার নবভূমিষ্টের পিতাকে কর্জ হিসাবে দিয়ে বললেন “কখনো যখন আপনার নিকট টাকা-পয়সার ব্যবস্থা হবে তখন আমাকে ফিরিয়ে দেবেন।” উভয়ে উভয়ের পথে চলে গেলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

রাতে সামাজিক সংস্থার সদস্যের স্বপ্নে সাহিবে মাযারের (মাযারে পাকে শায়িত আল্লাহর ওলীর) দিদার হলো। তিনি বললেন: আপনি আমাকে যা বলেছেন, তা আমি শুনছিলাম কিন্তু ঐ সময় জবাব দেয়ার অনুমতি ছিল না। আমার পরিবারের নিকট গিয়ে বলুন যে, তারা যেন আবর্জনা রাখার নীচের জায়গা খুঁড়ে দেখে। সেখানে একটি মটকা (চামড়ার ছোট থলে) পাওয়া যাবে, তাতে ৫০০ দীনার আছে, ঐ সবগুলো ঐ নবভূমিষ্টের পিতাকে দিয়ে দেবেন। তাই তিনি সাহিবে মাযারের পরিবারের নিকট গিয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা শুনালেন। তাঁরা সনাক্তকৃত জায়গা খুঁড়লেন এবং ৫০০ দীনার বের করে দিলেন। সামাজিক সংস্থার সদস্য বললেন: এসব দীনার আপনাদেরই, আমার স্বপ্নের নিশ্চয়তা কি! তাঁরা বললেন: যখন আমাদের বুয়ুর্গ দুনিয়া থেকে পর্দা করার পরও দান করছেন তখন আমরা কেন পিছনে থাকব! সুতরাং তাঁরা অনুরোধ পূর্বক ঐ দীনার সামাজিক সংস্থার সদস্যকে দিলেন আর তিনি গিয়ে ঐ নবজাতকের পিতাকে তা প্রদান করলেন এবং সম্পূর্ণ ঘটনা শুনালেন। ঐ গরীব ব্যক্তি অর্ধ দীনার দিয়ে কর্জ পরিশোধ করলেন আর অর্ধ দীনার নিজের কাছে রেখে বললেন: “আমার জন্য এটাই যথেষ্ট”। অবশিষ্ট দীনার ঐ সামাজিক সংস্থার সদস্যকে দিয়ে বললেন: এসব দীনার গরীব ও নিঃস্ব লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিন। বর্ণনাকারীর বক্তব্য হচ্ছে, আমি বুঝতে পারলাম না যে, এদের মধ্যে কে বেশি দানশীল! (ইহইয়াউল উন্মুদীন, ৩য় খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

খালি কভী ফেরাহী নেহি আপনে গাদা কো
আয় সা-ইলো মাংগো তো জারা হাম হাত বাড়া কর।
খুদ আপনে ভীকারী কি ভরা করতে হে বুলি
খুদ কেহতে হে ইয়া রব! মেরে মাঙ্গতা কা ভালা কর।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

আল্লাহর ওলীগণ ওফাতের পরও উপকার করেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পূর্ব যুগের লোকেরা বুয়ুর্গদের ব্যাপারে কিরূপ উত্তম আকীদা বা বিশ্বাস পোষণ করতেন এবং প্রয়োজনের সময় তাঁদের কাছে নিজেদের অভাব পূরনের আশা রাখতেন! তাদের এ মন মানসিকতা ছিল যে, আল্লাহ ওয়ালাগণ আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সাহায্য করে থাকেন। যা হোক আল্লাহর ওলীরা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى আপন রবের মেহেরবানিতে মাযারে পাকে জীবিত আছেন। আসা-যাওয়াকারীদের কথা শুনেন, হিদায়াত ও সাহায্য করেন এবং নিজেদের ঘরের ব্যাপারেও খবর রাখেন। তাইতো সাহিবে মাযার বুয়ুর্গ স্বপ্নে এসে ঐ সামাজিক সংস্থার সদস্যকে দিক নির্দেশনা দিলেন এবং ঐ নবজাতকের গরীব পিতাকে সহায়তা করলেন ও আর্থিকভাবে সাহায্য করলেন। হযরত আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন: “ওলী আল্লাহরা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى মহান রবের দরবারে পৃথক পৃথক পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং যিয়ারাতকারীদের নিজের জ্ঞান ও ভেদ অনুযায়ী উপকার করেন।

(রদ্দুল মুখতার, ১ম খন্ড, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

হামকো সা-রে আউলিয়া ছে পেয়ার হায়,
ان شاء الله আপনা বেড়া পার হায়।

কি ধরণের খাবার রোগ!

হযরত সায়্যিদুনা উকবা বিন আমীর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে খাবারে আল্লাহ তাআলার নাম নেয়া হয়নি, তা রোগ, তা বরকত শূন্য এবং সেটার কাফফারা হচ্ছে এই, যদি এখনও দস্তুরখানা উঠানো না হয় তবে بِسْمِ اللهِ পাঠ করে কিছু খেয়ে নাও আর দস্তুরখানা উঠিয়ে নেয়া হলে তবে بِسْمِ اللهِ পাঠ করে আঙ্গুলগুলো চেটে নাও।” (আল জামিউস সাগীর, ৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৩২৭)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

শয়তানের জন্য খাবার হালাল

হযরত সাযিয়দুনা হুযাইফা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন; প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে খাবারে بِسْمِ اللهِ পাঠ করা হয় না, ঐ খাবার শয়তানের জন্য হালাল হয়ে যায়।” (অর্থাৎ بِسْمِ اللهِ পাঠ না করার কারণে শয়তান ঐ খাবারে অংশগ্রহণ করে)। (সহীহ মুসলিম, ১১১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০১৭)

খাবারকে শয়তান থেকে রক্ষা করো

খাওয়ার পূর্বে بِسْمِ اللهِ পাঠ না করাতে খাবার বরকতশূণ্য হয়। হযরত সাযিয়দুনা আবু আইয়ূব আনসারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমরা ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাণ্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকত পূর্ণ খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। (তখন) খাবার পরিবেশন করা হল। আমরা শুরুতে এত বরকত কোন খাবারে পাইনি কিন্তু শেষে খুবই বরকত শূন্যতা দেখলাম। আমরা আরম্ভ করলাম: “ইয়া রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! এরূপ কেন হলো?” ইরশাদ করলেন: আমরা সবাই খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়েছিলাম। অতঃপর এক ব্যক্তি بِسْمِ اللهِ পাঠ করা ছাড়া খেতে বসে গেল। তার সাথে শয়তান খাবার খেয়ে নিল।” (শরহুস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮১৮)

শয়তান থেকে নিরাপত্তা

হযরত সাযিয়দুনা সালমান ফারসী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যার এ কথা পছন্দ হয় যে, শয়তান যেন তার নিকট খাবার না পায় কাইলুলাহ (দুপুরের বিশাম) করতে না পারে, আর রাত কাটাতে না পারে, তবে তার উচিত, যখন ঘরে প্রবেশ করে তখন যেন সালাম করে নেয় এবং খাওয়ার সময় بِسْمِ اللهِ পাঠ করে নেয়।”

(মাজমাউয যাওয়ালেদ, ৮ম খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১২৭৭০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

পারিবারিক ঝগড়ার প্রতিকার

মুফাসসিরে শাহীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খান বলেন: “ঘরে প্রবেশ করার সময় “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” পাঠ করে প্রথমে ডান পা দরজায় প্রবেশ করানো উচিত। অতঃপর ঘরের বাসিন্দাদের সালাম করে ঘরের ভেতরে যাবেন। যদি ঘরে কেউ না থাকে তবে بَلِّغُوا السَّلَامَ عَلَيْكُمْ يَا سَيِّدِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ বলে। অনেক বুয়ুর্গদের দেখা গেছে যে, দিনের শুরুতে ঘরে প্রবেশ করার সময় “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” ও সূরা ইখলাস পড়ে নিতেন, এ দ্বারা ঘরে একতাও থাকে (অর্থাৎ-ঝগড়া বিবাদ হয় না) এবং রিযিক (রোজগারে) বরকতও হয়।”

(মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা)

পড়তে ভুলে গেলে কি করবেন?

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যখন কেউ খাবার খায় তখন (যেন) আল্লাহর নাম নেয়, অর্থাৎ بِسْمِ اللَّهِ পড়ে নেয় আর যদি শুরুতে بِسْمِ اللَّهِ পড়তে ভুলে যায় তবে (যেন) এরূপ বলে: “بِسْمِ اللَّهِ أَوْلَهُ وَأَخْرَهُ”।

(আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খন্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭৬৭)

শয়তান খাবার বমি করে দিল

হযরত সাযিয়দুনা উমাইয়া বিন মাখশী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: এক ব্যক্তি বিসমিল্লাহ পড়া ব্যতীত খাবার খাচ্ছিল। যখন খাওয়া হয়ে গেল শুধুমাত্র একটি লোকমা অবশিষ্ট রইল, (তখন) সে লোকমা উঠাল আর বলল: “بِسْمِ اللَّهِ أَوْلَهُ وَأَخْرَهُ” খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মুচকি হাসতে লাগলেন এবং এটা ইরশাদ করলেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরদর শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরদর শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

“শয়তান তার সাথে খাবার খাচ্ছিল, যখন সে আল্লাহ তাআলার নামের যিকির করল তখন যা কিছু তার (শয়তানের) পেটে ছিল বমি করে দিল।”

(আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭৬৮)

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দৃষ্টি থেকে কোন কিছু গোপন নেই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই খাবার খাবেন মনে করে

“بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” পাঠ করা উচিত। যে পাঠ করে না, তার খাবারে “কারীন” নামক শয়তানও অংশগ্রহণ করে। সায়্যিদুনা উমাইয়া বিন মাখশী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর বর্ণনা থেকে পরিস্কারভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, আমাদের প্রিয় আকা মাদীনে ওয়ালে মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দৃষ্টি সবকিছু দেখে নিতেন, তাইতো শয়তানকে ব্যাকুল অবস্থায় বমি করতে দেখে মুচকি হাসলেন। যেমন- বিখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “রহমতে আলম, আল্লাহর প্রিয় রাসুল صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র দৃষ্টি সত্যিকারভাবে লুকায়িত সৃষ্টিকেও পর্যবেক্ষণ করেন আর হাদীসে মোবারক এখানে একেবারে নিজের প্রকাশ্য অর্থের উপর রয়েছে, কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। যেভাবে আমাদের পেট মাছিয়ুক্ত খাবার (যখন মাছি তাতে বিদ্যমান থাকে) গ্রহণ করে না। ঠিক তেমনি শয়তানের পাকস্থলী بِسْمِ اللَّهِ পঠিত খাবার হজম করতে পারে না। যদিও তার বমিকৃত খাবার আমাদের কোন কাজে আসে না, কিন্তু বিতাড়িত (শয়তান) অসুস্থ হয়ে পড়ে ও ক্ষুধার্তও থাকে এবং আমাদের খাবারের হারানো বরকত ফিরে আসে। মোটকথা এষে, এতে আমাদের জন্য উপকার রয়েছে আর শয়তানের জন্য দু’টি ক্ষতি রয়েছে এবং যথাসম্ভব ঐ মরদূদ ভবিষ্যতে আমাদের সাথে بِسْمِ اللَّهِ ছাড়া খাবারও এ ভয়ে খাবে না যে, হয়তো এ ব্যক্তি মাঝখানে بِسْمِ اللَّهِ পাঠ করে নেবে আর আমাকে বমি করতে হবে। হাদীসে পাকে যে ব্যক্তির আলোচনা রয়েছে সম্ভবত সে একা খাচ্ছিল যদি হুযুরে আকরাম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে খেত তবে بِسْمِ اللَّهِ পড়া ভুলতনা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

কারণ সেখানেতো উপস্থিত লোকেরা بِسْمِ اللَّهِ উচ্চস্বরে বলতেন এবং পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে بِسْمِ اللَّهِ বলার নির্দেশ দিতেন।

(মিরআত, শরহে মিশকাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَعَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে ও বিশেষতঃ মাদানী কাফেলায় খুব বেশি করে দোয়া পড়া ও শেখার সুযোগ লাভ হয়। দা'ওয়াতে ইসলামীর সুসংবাদের কথা কী বলব! বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা আমার নিজের ভাষায় উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

মা চৌকি থেকে উঠে দাঁড়ালেন

আমার আম্মাজান কঠিন রোগের কারণে খাট থেকে উঠতেই পারছিলেন না। তাকে কয়েকজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম কিন্তু কোন কাজ হল না। ডাক্তারগণ এর কোন চিকিৎসা নেই বলে দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে একবার আমি শুনে ছিলাম যে, দা'ওয়াতে ইসলামীর সুনাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলদের সাথে সফর করে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় এবং বিভিন্ন রোগ হতে আরোগ্য লাভ হয়। তাই আমীর অসুস্থ মায়ের কষ্টের কথা চিন্তা করে মন স্থির করলাম এবং নিয়ত করলাম যে, মাদানী কাফেলায় সফর করে মায়ের জন্য দোয়াকরব। এ উদ্দেশ্য নিয়ে সুনাত সমূহের নূর বর্ষনকারী দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার “মাদানী তরবিয়ত গাহে” উপস্থিত হয়ে তিনদিনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। ইসলামী ভাইয়েরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাকে হাতোহাত (সাথে সাথে) তাদের কাফেলায় গ্রহণ করে নিলেন। আশিকানে রাসুলদের অর্থাৎ আমাদের মাদানী কাফেলার সফর শুরু হয়ে গেল। আমরা বাবুল ইসলাম সিদ্ধু এর “সাহরায়ে মদীনা”র নিকটস্থ এক এলাকায় পৌঁছে গেলাম। সফরের মধ্যে আশিকানে রাসুলদের খিদমতে আমি আমার আম্মাজানের মর্মান্তিক অবস্থার কথা বর্ণনা করে দোয়ার জন্য অনুরোধ করলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

তারা আমার আন্মাজানের জন্য পূর্ণ ইখলাছের সাথে দোয়া করলেন। এরপর আমাকে মায়ের আরোগ্যের ব্যাপারে যথেষ্ট আশ্বস্ত করলেন। তাদের এ রকম আন্তরিকতা দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমীরে কাফেলা খুবই নম্রতার সাথে ইনফিরাদী কৌশিাশ করে আমাকে আরো ৩০ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য উৎসাহ যোগালেন, আমীর নিয়ত করে নিলাম। কাফেলার সমষ্টিগত দোয়া ছাড়া আমি নিজে নিজেও আন্মাজানের সুস্থতার জন্য বিনয় সহকারে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করতে লাগলাম। তিনদিনের এ মাদানী কাফেলার তৃতীয় রাতে আমার এক উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট বুয়ুর্গের যিয়ারত নসীব হলো। তিনি বললেন: “বেটা! আন্মাজানের জন্য চিন্তা করো না, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন।” তিনদিনের মাদানী কাফেলা থেকে বিদায় নিয়ে আমি ঘরে চলে গেলাম। ঘরে পৌঁছে দরজাতে কড়া নাড়লাম। দরজা খুললে আমি আন্মাজানকে দরজার পাশে দাঁড়ানো দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সেখানে নির্বাক হয়ে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, কেননা আমার ঐ অসুস্থ আন্মাজান যিনি বিছানা থেকে উঠতেই পারছিলেন না, তিনি আল্লাহর মেহেরবানীতে আপন পায়ে হেঁটে এসে দরজা খুলে দিলেন! আমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে মায়ের পায়ে চুমুর পর চুমু খেতে লাগলাম এবং ওনাকে মাদানী কাফেলায় দেখা স্বপ্নের কথা শুনালাম। এরপর আন্মাজান থেকে অনুমতি নিয়ে আরো ৩০ দিনের জন্য আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

মা জু বীমার হো করজ কা বার হো
রব কে দরপর বুঁকে ইল্‌তিজায়ে করে,
দিলকি কালিক ধুলে মরযে ঈছইয়া ঠলে

রঞ্জো গম মত্ করে কাফিলে মে চলো
বাবে রহমত খুলে কাফিলে মে চলো
আ-ও সব চল পড়ে কাফিলে মে চলো

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী কাফেলায় সফর করে দোয়া করার বরকতে ইসলামী ভাইয়ের চিকিৎসা থেকে নিরাশ হওয়া মায়ের আরোগ্য লাভ হলো! দোয়াতো দোয়াই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

আমীরুল মুমিনীন হযরত মওলায়ে কাযিনাত, আলী মুরতাজা শেরে খোদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:

الدُّعَاءُ سِلَاحٌ سَلَامٌ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّينِ، وَتُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

অর্থাৎ- দোয়া মুমিনের হাতিয়ার, দ্বীনের স্তম্ভ এবং জমিন ও আসমানের নূর।” (মুসনাদে আবী ইয়াল, ১ম খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৩৫)

দোয়া করার ১৭টি মাদানী ফুল

(প্রায় সব মাদানী ফুল “আহ্‌সানুল বিআ লি আ-দাবিদ দোয়া মাআ’ শারহি যাইলুল মুদ্দা’আ লি আহ্‌সানুল উই’আ” নামক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী থেকে প্রকাশিত)

(১) প্রতিদিন কমপক্ষে ২০ বার দোয়া করা ওয়াজিব। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ নামাযীদের এ ওয়াজিব, নামাযে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আদায় হয়ে যায়। কারণ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো) ও দোয়া এবং

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর) বলাও দোয়া। (১২৩, ১২৪ পৃষ্ঠা)

(২) দোয়াতে সীমা অতিক্রম করবেন না। যেমন আশিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পদমর্যাদা চাওয়া বা আসমানে আরোহনের আকাঙ্ক্ষা করা। এছাড়া উভয় জগতের সমস্ত কল্যাণ ও সর্বপ্রকার গুনাবলী চাওয়াও নিষেধ। কারণ এসব গুণাবলীর মধ্যে আশিয়া দেব পদমর্যাদাটাও রয়েছে, যা অর্জন করা যাবে না। (৮০, ৮১ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

- (৩) যেটা অসম্ভব বা অসম্ভবের কাছাকাছি, সেটার দোয়া করবেন না। সুতরাং সব সময়ের জন্য সুস্থতা, নিরাপত্তা চাওয়া যে, মানুষ সারাজীবন কখনো কোন প্রকার কষ্টে পতিত হবে না, এটা হল অসম্ভব অভ্যাসের দোয়া চাওয়া। অনুরূপভাবে লম্বাকৃতির মানুষের ক্ষুদ্র আকৃতির হওয়ার জন্য কিংবা ছোট চক্ষু বিশিষ্টের বড় চোখ লাভের দোয়া করা নিষেধ। কারণ এটা এমন কাজের দোয়া, যেটার উপর কলম জারী হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।
(৮১ পৃষ্ঠা)
- (৪) গুনাহের দোয়া করবেন না, যেমন, অন্যের ধন যেন আপনার মিলে যায়। কারণ গুনাহের আশা করাও গুনাহ। (৮২ পৃষ্ঠা)
- (৫) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার দোয়া করবেন না। (যেমন-অমুক আত্মীয়দের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগে যাক)। (৮২ পৃষ্ঠা)
- (৬) আল্লাহর নিকট শুধুমাত্র নিকৃষ্ট বস্তু চাইবেন না, কেননা পরওয়ারদিগার খুবই ঐশ্বর্যশালী। তাই নিজের মনোযোগ সর্বদা তাঁরই প্রতি রাখুন এবং প্রতিটি বস্তু তাঁরই কাছে চান। (৮৪ পৃষ্ঠা)
- (৭) দুঃখ ও বিপদে ভীত হয়ে নিজের মৃত্যুর দোয়া করবেন না। মনে রাখবেন যে, পার্থিব ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যু কামনা করা না জায়য ও দ্বীন-ধর্মের ক্ষতির ভয়ে (মৃত্যু কামনা করা) জায়য। (অর্থাৎ - যেমন এই দোয়া করা যে, ইয়া আল্লাহ আমার দ্বারা দ্বীন-ধর্মের, সুন্নীয়তের ক্ষতি সাধন হওয়ার পূর্বেই আমার মৃত্যু নসীব কর)। (৮৫, ৮৭ পৃষ্ঠা)
- (৮) শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত কারো মৃত্যু ও অনিষ্ট (ধ্বংস) এর দোয়া করবেন না। তবে যদি কোন কাফিরের ঈমান গ্রহণ না করার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রবল ধারণা হয় ও (তার) বেঁচে থাকাতে দ্বীনের ক্ষতি হয় অথবা কোন অত্যাচারির তাওবা করার ও অত্যাচার ত্যাগ করার আশা না থাকে এবং তার মৃত্যু, ধ্বংস সৃষ্টিকুলের জন্য উপকার হয় তবে এ ধরনের মানুষের জন্য বদ-দোয়া করা শুদ্ধ হবে।
(৮৬, ৮৯ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

- (৯) কোন মুসলমানকে এ বদ্-দোয়া দেবেন না যে, “তুই কাফির হয়ে যা।” কারণ অনেক আলিমের মতে (এধরণের দোয়া করা) কুফরী আর বাস্তব সত্য এটাই যে, যদি কুফরকে ভাল ও ইসলামকে মন্দ জেনে এ রূপ বলে, তবে নিঃসন্দেহে কুফরী। অন্যথায় বড় গুনাহ কেননা মুসলমানের (মন্দ কামনা করা) হারাম। বিশেষতঃ অমঙ্গল চাওয়া (যে অমুকের ঈমান নষ্ট হয়ে যাক) সব ধরণের অমঙ্গল থেকে নিকৃষ্ট। (পৃষ্ঠা ৯০)
- (১০) কোন মুসলমানের উপর লানত (অভিশাপ) দেবেন না ও তাকে মরদুদ (বিতাড়িত) ও মলউন (অভিশপ্ত) বলবেন না এবং যে কাফিরের কুফরের উপর মৃত্যু নিশ্চিত নয় তার উপরও নাম নিয়ে লানত করবেন না। এমনিভাবে মাছি, বাতাস ও প্রাণহীন বস্তুসমূহ (যেমন-পাথর, লোহা ইত্যাদি) ও প্রাণীজগতের উপর অভিশাপ দেয়া নিষিদ্ধ। তবে বিচ্ছু ইত্যাদির ব্যাপারে হাদীসে পাকে অভিশাপ এসেছে। (৯০ পৃষ্ঠা)
- (১১) কোন মুসলমানকে এ বদ দোয়া দেবেন না যে, “তোর উপর খোদার গজব নাজিল (অবতীর্ণ) হোক ও তুই দোষখে যা,” কারণ হাদীস শরীফে এটার প্রতি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (১০০ পৃষ্ঠা)
- (১২) যে কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তার জন্য ক্ষমার দোয়া করা হারাম ও কুফরী। (পৃষ্ঠা ১০১)
- (১৩) এ দোয়া করা, “হে খোদা! সকল মুসলমানের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিন।” জায়য নেই। কারণ এতে ঐসব হাদীসে মুবারকের তাকযীব (অর্থাৎ-মিথ্যা প্রতিপন্ন করা) হয়ে থাকে, যেগুলোতে অনেক মুসলমানের দোষখে যাওয়া সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। (১০৬ পৃষ্ঠা) তবে এভাবে দোয়া করা, “সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মাগফিরাত (অর্থাৎ-ক্ষমা) হোক বা সমস্ত মুসলমানের ক্ষমা হোক” জায়য। (১০২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

(১৪) নিজের জন্য নিজের বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ ও আওলাদের জন্য বদ্-দোয়া করবেন না। জানা নেই যে, যদি সেই মুহূর্তটা দোয়াকবুল হওয়ার সময় হয়ে থাকে আর বদ্-দোয়ার প্রভাব প্রকাশ হওয়াতে পরে আবার যেন অনুশোচনা করতে না হয়।

(১০৭ পৃষ্ঠা)

(১৫) যে বস্তু অর্জিত রয়েছে, (অর্থাৎ-নিজের কাছে বিদ্যমান রয়েছে) সেটার দোয়া করবেন না। যেমন-পুরুষেরা বলবেন না যে, “ইয়া আল্লাহ! আমাকে পুরুষ করে দাও।” কারণ এটা ইস্তিহাযা (তামাসা) করা। তবে এরূপ দোয়া যাতে শরীয়াতের নির্দেশ পালন বা বিনয় ও বন্দেগীর বহিঃপ্রকাশ অথবা পরওয়ারদিগার ও মদীনার তাজদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতি ভালবাসা অথবা ধর্ম বা ধার্মিকদের প্রতি অনুরাগ, বা কুফর ও কাফিরদের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদির ফায়দাসমূহ অর্জিত হয় তাহলে তা জায়য। যদিও এ বিষয় গুলো অর্জিত হওয়া নিশ্চিত। যেমন-দরুদ শরীফ পাঠ করা, উসীলা, সিরাতে মুস্তাকীম (সঠিক পথ) এর, আল্লাহ ও রাসুলের শত্রুদের উপর শাস্তি ও অভিসম্পাতের দোয়া করা। (১০৮, ১০৯ পৃষ্ঠা)

(১৬) দোয়াতে সংকীর্ণতা করবেন না। যেমন-এভাবে চাইবেন না যে, ইয়া আল্লাহ শুধু আমার উপর দয়া করুন বা শুধুমাত্র আমাকে ও আমার অমুক অমুক বন্ধুকে নেয়ামত দান করুন। (১০৯ পৃষ্ঠা) উত্তম হল, সকল মুসলমানকে দোয়াতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া। এর একটা উপকার এটাও হবে যে, যদি নিজে ঐ নেক বিষয়ের হকদার নাও হয় তবে নেক্কার মুসলমানদের ওসীলায় (তা) পেয়ে যাবে।

(১৭) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায়যালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দোয়া করবেন এবং কবুল হওয়ার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখবেন। (ইহুইয়াউল উ'লূম, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৭০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিষী ও কানযুল উম্মাল)

বসার একটি সুন্নাত

খাবার খাওয়ার জন্য বসার একটি সুন্নাত এয়ে, ডান হাঁটু দাঁড় করিয়ে ও বাম পা বিছিয়ে সেটার উপর বসে পড়বেন। তবে বসার আরো একটি সুন্নাত রয়েছে। যেমন-হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে শুকনো (এক প্রকার) খেজুর খেতে দেখেছি আর হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তখন জমিনের সাথে লেগে এভাবে বসেছেন যে, উভয় হাঁটু দাঁড় করানো অবস্থায় ছিল। (সহীহ মুসলিম, ১১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৪৪)

হাঁটু দাঁড় করিয়ে খাওয়ার উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উভয় হাঁটু দাঁড় করিয়ে জমিনের সাথে পাছা লাগিয়ে খাওয়াতে প্রয়োজন পরিমাণ খাবারই পাকস্থলীতে যায়, যে কারণে রোগ-ব্যাদি থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়। এক পা দাঁড় করিয়ে ও অন্যটা বিছিয়ে খাওয়ার বরকতে প্লীহার রোগসমূহ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ও রানের পাঁতাগুলো মজবুত হয়। বলা হয়ে থাকে, চার জানু হয়ে বসে খাওয়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তির মেদ বাড়ে ও পেট বের হয়ে যায়। এছাড়া চার জানু হয়ে বসে খাওয়াতে শূল বেদনা (বড় অন্ত্র বা ভূড়ির ব্যথা) হওয়ারও আশংকা থাকে। এক ব্যক্তি বলেন: আমি এক ইংরেজকে দেখলাম যে, উভয় হাঁটু দাঁড় করিয়ে জমিনের উপর পাছা লাগিয়ে বসে খাচ্ছিল। আমি অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তৎক্ষণাৎ তার বাইরে বেরিয়ে যাওয়া পেটের উপর হাত মেরে বলতে লাগল, “এটাকে ভেতরে নেয়ার জন্য।”

খাবার ও পর্দার মধ্যে পর্দা

খাবার সময় সুন্নাত অনুযায়ী বসা ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের উচিত যে, হাঁটু থেকে নিয়ে পায়ের পাতা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ভালভাবে বিস্তৃত করে পর্দার মধ্যে পর্দা করে নেয়া। যদি জামার আঁচল বড় থাকে তবে সেটাকেই ভালভাবে বিস্তৃত করে দিন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

পর্দার মধ্যে পর্দা না করাতে সামনে বসা লোকদের জন্য অনেক সময় চোখের হিফায়ত করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। একাকী অবস্থায়ও পর্দার মধ্যে পর্দা করা উচিত। কেননা লজ্জা করার ক্ষেত্রে বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহরই সবচেয়ে বেশি হক রয়েছে। আল্লাহরই কাছ থেকে লজ্জা করছি এ নিয়্যত করে নিলে তবে رَضِيَ اللهُ عَنْكَ এজন্য প্রচুর সাওয়াব পাবেন আর অন্যদের উপস্থিতিতে পর্দার মধ্যে পর্দা করার সময় এ নিয়্যতও করা যায় যে, মুসলমানদের জন্য কুদৃষ্টির মাধ্যম দূর করছি। প্রতিটি কাজে যতটুকু সম্ভব ভাল ভাল নিয়্যত করে নেয়া উচিত। ভাল নিয়্যত যত বেশী হবে সাওয়াবও তত বেশী লাভ হবে। নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।”

(ভাবারানী মু'জম কাবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৯৪২)

চেয়ার টেবিলে খাওয়া

আলা হযরত মওলানা শাহ ইমাম আহমাদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “জুতা পরিধান করে খাবার খাওয়া যদি এই অপরাগতার কারণে হয় যে, জমিনের উপর বসেছে অথচ বিছানা (অর্থাৎ মোটা কার্পেট ইত্যাদি) নেই তবে তো একটি সুন্নাতে মুস্তাহাব্বার পরিত্যাগ করা হল। এজন্য উত্তম এটাই ছিল যে, জুতা খুলে নেয়া। আর টেবিলে খাবার (রাখা হয়েছে) এবং এ ব্যক্তি চেয়ারে জুতা পরিহিত অবস্থায় বসে, তাহলে (এটা) খ্রীষ্টানের বিশেষ প্রচলন, এ থেকে দূরে থাকুন। নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে মিল রাখে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৩১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

“বিয়ে ঘর” ধ্বংসের কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজকাল আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ে ইহুদী ও খৃষ্টানদের অনুসরণ করা হচ্ছে। বিয়ে নিঃসন্দেহে প্রিয় প্রিয় সুন্নাত, কিন্তু আফসোস হচ্ছে, এ মহান সুন্নাত আদায়ে অন্যান্য পবিত্র সুন্নাত বরং বিভিন্ন ফরয পর্যন্ত হত্যা করা হচ্ছে! গান-বাজনা, ফিল্ম, নাটক, ভেরাইটি অনুষ্ঠান ও জানিনা আরো কত কি কি অশ্লীল কার্যকলাপ হয়ে থাকে, এমনকি ঘরের মহিলারা ঢোল বাজায়, আল্লাহর পানাহ্ মহিলারা নেচে নেচে গানও পরিবেশন করে। মোটকথা; এমন কোন হারাম কাজ অবশিষ্ট নেই যা আজকাল আমাদের এখানে বিয়েতে করা হয় না? আল্লাহ পানাহ! বর বিয়ের পূর্বেই নিজের হবু স্ত্রীকে নিজের হাতে আংটি পরিধান করায়, সাথে নিয়ে ভ্রমণে যায়, আনন্দ করে, বিয়েতে নির্লজ্জ ভাবে পূর্ণ অবৈধ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। মহিলাদের মাঝে ঢুকে অপরিচিত পুরুষ ভিডিও মুভি তৈরী করে। খাবার-দাবার তাও আবার চেয়ার টেবিলে। বরং এখনতো আরো অনেক “উন্নত” হতে চলেছে যে, চেয়ারও সরিয়ে নেয়া হয়েছে, শুধু টেবিলের উপর নানা প্রকারের খাবার রাখা হয় আর লোকেরা চলা-ফেরা করে টেবিলের চতুর্পাশে ঘোরাঘুরি করে পানাহার করে থাকে। অথচ এরূপ করা আদৌ সুন্নাত নয়। আপনি ভেবেতো দেখুন যে, আজকাল “বিয়ে করে কার ঘর সুখ শান্তিতে আবাদ হচ্ছে? বিয়ের পর প্রায় প্রত্যেকেই “ঘর ধ্বংসের” শিকারে পরিণত হচ্ছে! কোথাও আবার এমন তো নয় যে, বিয়ের মত পবিত্র ও আল্লাহর রাসুলের খুবই প্রিয় সুন্নাত পালনের অনুষ্ঠানে শরীয়াত বহির্ভূত নিয়মকানুন, কার্যকলাপ আদায়ের কারণে দুনিয়াতেই এর শান্তি দেয়া হচ্ছে! যদি এ কারণে আল্লাহ রাগান্বিত হন তাহলে আখিরাতের শান্তি কিরূপ ভয়ানক হবে! আল্লাহ আমাদেরকে পশ্চিমা সভ্যতা ও ফ্যাশন থেকে মুক্তি দান করে সুন্নাতের নমুনা বানিয়ে দিন।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাতে ভরা সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বরকত ও সৌভাগ্যই সৌভাগ্য অর্জন করবেন। এক দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাঞ্জিগ, দা'ওয়াতে ইসলামীতে নিজের অন্তর্ভুক্তির যে কারণগুলো বর্ণনা করেছেন তা আসলেই শূনার মত। তাই তার স্পৃহা নিজের ভাষায় বর্ণনা করার চেষ্টা করছি।

আমি দা'ওয়াতে ইসলামীতে কিভাবে আসলাম?

মাভান গড়, জেলা রত্নাগরী, মহারাষ্ট্র ভারত এর এক ইসলামী ভাই এর বর্ণনা, ২০০২ সালের কথা, আমি খারাপ বন্ধুদের সংস্পর্শের কারণে সন্ত্রাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলাম। মানুষদের মার-ধর ও গালিগালাজ করা আমার বদঅভ্যাস ছিল। জেনে শুনে ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেলতাম। যে নতুন ফ্যাশন আসত তা সর্বপ্রথম আমি গ্রহণ করতাম। দিনে কয়েকবার কাপড় পরিবর্তন করতাম। জিন্স এর প্যান্ট ছাড়া অন্য প্যান্ট পরতাম না। লম্পট বন্ধুদের সাথে ঘোরাঘুরি করে অনেক রাতে ঘরে ফিরতাম আর দিনে অনেকক্ষণ পর্যন্ত শুয়ে থাকতাম। এরই মধ্যে বাবার ইত্তিকাল হয়ে যায়। বিধবা মা বুঝলে তখন আল্লাহরই পানাহ মুখে মুখে তর্ক করতাম। একবার দা'ওয়াতে ইসলামীর কোন এক সবুজ পাগড়ী পরিহিত ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি “জ্বীনদের বাদশাহ্” (মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মুদ্রিত) নামক রিসালা তুহফা দিলেন। পাঠ করে খুব ভাল লাগল। রমযানুল মুবারকে একদিন কোন এক মসজিদে যাওয়ার সৌভাগ্য হল, তখন ঘটনাক্রমে সবুজ ইমামা ও সাদা পোষাক পরিহিত গম্ভীর প্রকৃতির এক যুবকের প্রতি দৃষ্টি পড়ল। জানা গেল যে, তিনি এখানে ই'তিকাফে আছেন। তিনি ফয়যানে সুন্নাতের দরস দিলে আমি বসে পড়লাম। দরসের পর তিনি আমার উপর ইনফিরাদী কৌশিষ করে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকত সমূহ সম্পর্কে বললেন। ঐ ইসলামী ভাইয়ের পোষাক এতই সাধারণ ছিল যে, কয়েক জায়গায় তালি লাগানো ছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

যখন তাঁর জন্য ঘর থেকে খাবার আসল তাও একেবারে সাধারণ ছিল! তাঁর সাদাসিধা জীবন যাপনের প্রতি আমি খুবই প্রভাবিত হলাম। তাঁর সাথে আমার ভালবাসা সৃষ্টি হল। তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য আসা-যাওয়া শুরু করলাম। ঘটনাক্রমে ঈদুল ফিতরের পর ঐ ইসলামী ভাইয়ের বিয়ে ছিল। এ বেচারী গরীব ও নিঃস্ব ছিল কিন্তু অবাধ হওয়ার কথা এ ছিল যে, তিনি এ বিষয়ে আমাকে সামান্যও বুঝাতে দিলেন না, আর না কোন প্রকার আর্থিক সহায়তা চাইলেন। আমি আরো বেশী প্রভাবিত হলাম যে, **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ** কিরূপ সৌন্দর্যমন্ডিত ও এটার সাথে সম্পৃক্তরা কিরূপ সাদাসিধা ও আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন। **দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতি ভালবাসা**, মুহাব্বত আমার হৃদয়ে বাসা বাঁধতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত আমি আশিকানে রাসুলদের সাথে ৮ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করলাম। আমার মনের দুনিয়া উলট-পালট হয়ে গেল। অন্তরে মাদানী পরিবর্তন এসে গেল, আর আমি গুনাহ্ সমূহ থেকে সত্যিকারের তাওবা করে নিজেকে **দা'ওয়াতে ইসলামীতে** সোপর্দ করলাম। **আমার উপর মাদানী রং** এমনভাবে ছড়ালো যে, এখন আমি আলাকায়ী মুশাওয়ারাত এর খাদিম (নিগরান) হিসাবে আমার এলাকায় **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাজসমূহের প্রসার করছি।

সা-দাগী চাহিয়ে আজেষী চাহিয়ে।

আ-প কো ঘর চলে কাফিলে মে চলো।

খুব খুদ দা-রিয়্যা আওর খুশ আখলাকিয়া,

আ-য়ে শিখলে কাফিলে মে চলো।

আ-শিকানে রসুল লায়ে সুন্নাত কে ফুল,

আ-ও লে-নে চলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দারইন)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দ্বীন প্রচারের জন্য ইঞ্জি করা, চমকদার পোষাক ও মাড় দেয়া কাপড়, সুন্দর ইমামা (পাগড়ী শরীফ) জরুরী নয়, তালিযুক্ত পোষাক, সাধারণ ইমামা শরীফ দিয়েও চলে ----- চলে নয়, বরং দৌড়ায় ----- শুধু দৌড়ায় না এমনকি তাতেতো মাদানী ডানা লেগে যায়, আর মদীনায়ে মুনাওয়ারার দিকে উড়া শুরু করে! সাধারণ পোষাকের কথা কি বলব!

সাদাসিধা পোষাকের ফযীলত

কাফিরদের অনুকরণে ফ্যাশনকারী, সর্বদা সাজ-সজ্জাকারী, নিত্য নতুন ডিজাইন ও নানা ধরণের সাজগোজের পোষাক পরিধানকারীরা যদি সাদাসিধা জীবনযাপন গ্রহণ করে নেন তবে উভয় জগতে সফলকাম হয়ে যাবেন। এবার সাদাসিধা পোষাক পরিধানের ফযীলত শুনুন এবং খুশীতে আত্মহারা হোন। প্রিয় আক্কা, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও উন্নত পোষাক পরিধান করাকে বিনয়ের কারণে ত্যাগ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কারামাতের হুলাহ্ (অর্থাৎ- জান্নাতী পোষাক) পরিধান করাবেন। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৭৭৮)

ফ্যাশন পূজারীরা! সাবধান!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আনন্দে দোলে উঠুন! ধন সম্পদ আছে, উৎকৃষ্ট পোষাক পরিধানের সামর্থ্য আছে, তবুও আল্লাহ তায়ালা এর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করে সাদাসিধা পোষাক পরিধানকারী ব্যক্তি জান্নাতী পোষাক লাভ করবে আর এটা দিবা লোকের ন্যায্য স্পষ্ট যে, যে জান্নাতের পোষাক পাবে সে নিশ্চিতভাবে জান্নাতেও যাবে। মানুষের উপর প্রভাব ফেলার জন্য, আমীর সুলভ জাঁকজমকভাব দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রতিপালনকারী ও শুধুমাত্র নিজের নফসের খুশিতে মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য, (অন্যদের চেয়ে ভিন্ন) আকর্ষণীয় ও আড়ম্বর পোষাক পরিধানকারীরা পড়ুন আর ব্যথিত হোন: হযরত সাযিয়্যুদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত;

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

তাজদারে মদীনা, প্রিয় মুস্তফা ﷺ ইরশাদ করেছেন: “দুনিয়াতে যে খ্যাতির পোষাক পরিধান করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে অপমানের পোষাক পরিধান করাবেন।”

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩, হাদীস নং-৩৬০৬)

খ্যাতির পোষাক কাকে বলেন?

বিখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এ হাদীসে পাক প্রসঙ্গে বলেন: “অর্থাৎ এমন পোষাক পরিধান করা যে, লোকেরা আমীর (অর্থাৎ-ধনী) মনে করে বা এমন পোষাক পরিধান করা যে, যাতে লোকেরা নেককার পরহেযগার মনে করে। এ উভয় প্রকারের পোষাক, খ্যাতির পোষাক। মোটকথা যে পোষাকে এ নিয়ত থাকে যে, লোকেরা তাকে সম্মান করুক এটা খ্যাতির পোষাক। মিরকাত প্রণেতা বলেছেন, “তামাসায়ুক্ত পোষাক পরিধান করা যাতে লোকেরা হাসে, এটাও খ্যাতির পোষাক।”

(মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠ, থেকে সংকলিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই এটা খুবই কঠিন পরীক্ষা। পোষাক পরিধানে খুবই চিন্তা ভাবনা করা ও লোক দেখানো থেকে বাঁচা অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া যে ব্যক্তি মানুষদেরকে নিজের সাদাসিধা জীবনযাপনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সাদাসিধা পোষাক ও ইমামা এবং চাদর ইত্যাদি পরিধান করে, সে রিয়াকারী ও জাহান্নামের ভাগীদার। আমরা আল্লাহ থেকে ইখলাসের (শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে কোন কাজ করার) ভিক্ষা প্রার্থনা করছি।

মেরা হার আমল বাছ তেরে ওয়াসেতে হো,

কর ইখলাছ এইছা আতা ইয়া ইলাহী।

রিয়াকারীয়ু ছে ছিয়াকারীয়ু ছে,

বাঁচা ইয়া ইলাহী, বাঁচা ইয়া ইলাহী।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

টিপটাপকারীদের জন্য চিত্তার বিষয়!

ফ্যাশনের প্রেক্ষিতে প্রতিদিন নতুন নতুন পোষাক পরিধানকারীরা, সামান্য ফ্যাশন পরিবর্তন হলে বা কাপড় সামান্য পুরাতন হলে কিংবা কোথাও সামান্যটুকু ফেটে গেলে জোড়া লাগিয়ে তা পরিধান করাকে তুচ্ছ জ্ঞান মনে কারীরা এ বর্ণনা বার বার পড়ুন: আবু উমামা ইয়াস বিন সালাবা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা কি শুন না? তোমরা কি শুন না? কাপড় পুরাতন হওয়া ঈমানের অংশ, নিশ্চয় কাপড় পুরাতন হওয়া ঈমানের অংশ।” (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪১৬১) এ বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত সায়্যিদুনা শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “সৌন্দর্য পরিত্যগ করা ঈমানদারদের অন্যতম বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।” (আশি'আতুল লুমআত, ৩য় খন্ড, ৫৮৫ পৃষ্ঠা)

তালিযুক্ত পোষাকের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন কাইস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর বরকতময় খিদমতে আরজ করা হল: আপনি আপনার কাপড়ে তালি কেন লাগান? বললেন: এতে অন্তর নরম থাকে আর ঈমানদার ব্যক্তি এর অনুসরণ করে (অর্থাৎ ঈমানদারের অন্তর নরমই হওয়া উচিত)। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৫৪)

দাঁড়িয়ে থাওয়া কেমন

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: নবী করীম, রউফুর রহীম, ছয়র পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দাঁড়িয়ে পান করতে ও দাঁড়িয়ে খেতে নিষেধ করেছেন।”

(মাজমাউ'য যাওয়ানিদ, ৫ম খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৯২১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

দাঁড়িয়ে খাওয়ার ডাক্তারী ক্ষতি সমূহ

ইতালীর এক খাদ্যবিশেষজ্ঞ ডাক্তারের বর্ণনা, “দাঁড়িয়ে খাবার খাওয়ার কারণে প্লীহা ও হৃদরোগ ছাড়াও মানসিক রোগসমূহ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এমনকি অনেক সময় মানুষ এমনভাবে পাগল হয়ে যায় যে, নিজের পরিচয় পর্যন্ত ভুলে যায়।”

ডান হাতে পানাহার করুন

ডান হাতে পানাহার করা সুন্নাত। হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله تعالى عنهما বলেন: তাজেদারে রিসালত, মুস্তফা জানে রহমত صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেছেন: “যখন কেউ খাবার খাবে তখন ডান হাতে খাবে আর যখন পানি পান করবে তখন ডান হাতে পান করবে।”

(সহীহ মুসলিম, ১১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৭৪)

শয়তানের রীতিনীতি

হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله تعالى عنهما বলেন: খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেছেন: “তোমরা কেউ বাম হাতে খাবার খাবে না, পান করবে না। কারণ বাম হাতে পানাহার করা শয়তানের রীতিনীতি (পদ্ধতি)। (প্রাণ্ড)

ডান হাতে আদান প্রদান করুন

হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رضي الله تعالى عنه থেকে বর্ণিত, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেছেন: “তোমাদের প্রত্যেকে ডান হাতে খাবে ও ডান হাতে পান করবে এবং ডান হাতে নেবে ও ডান হাতে দেবে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায় ও বাম হাতে পান করে এবং বাম হাতে দেয় ও বাম হাতে নেয়।” (ইবনে মাজাহ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৬৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

প্রত্যেক কাজে বাম হাত কেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! আজকাল আমরা দুনিয়ার ধোঁকায় এমনভাবে নিকৃষ্টতর হয়ে গেছি যে, তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয়্যত ﷺ এর সুন্নাত সমূহের দিকে আমাদের মনোযোগ থাকে না। মনে রাখবেন! হাদীসে মুবারকে রয়েছে যে, মানুষের শিরা সমূহের মধ্যে রক্তের সাথে শয়তান সাঁতার কাঁটে। (সেহীহ মুসলিম, ১১৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২১৭৪) এটা স্পষ্ট যে, সে (শয়তান) আমাদেরকে সুন্নাতের দিকে কিভাবে যেতে দেবে? আমরা এমন হয়ে গেছি যে, যদিও আমরা ডান হাতেই খাবার খাই কিন্তু তবুও বাম হাতে কিছু দানা মুখে পুরেই নেয়া হয়। খাওয়ার সময় যেহেতু ডান হাতে খাদ্য লেগে থাকে তাই পানি বাম হাতেই পান করে নেই। চা পান করার সময় কাপ ডান হাতে আর পিরিচ বাম হাতে নিয়ে চা পান করে নেই। কাউকে পানি পান করানোর সময় জগ ডান হাতে থাকে ও গ্লাস বাম হাতে, আর বাম হাতে গ্লাস অন্যদেরকে দেই। “হায়াতে মুহাদ্দিসে আযমে পাকিস্তান” হযরত মওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ কাদেরী চিশতী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: নেয়া ও দেয়াতে ডান হাত ব্যবহার করো, (যেন) এ অভ্যাস এমন পাঁকাপোক্ত হয়ে যায় যে, কাল কিয়ামতের দিনে আমল নামা পেশ করা হলে তখন এ অভ্যাস অনুযায়ী ডান হাত যেন সামনে অগ্রসর হয়ে যায়, তাহলে তো সফলকাম হয়ে যাবে।”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনোযোগ দিন, আর দেখুন প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল ﷺ এর নিকট বাম হাতে পানাহার কিরূপ অপছন্দনীয়। যেমন-

তোমার ডান হাত যেন কখনো না উঠে!

হযরত সায়্যিদুনা সালামা বিন আকওয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসূলে আমীন, হযরত ﷺ এর সামনে বাম হাতে খাবার খেলো,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

তখন রাসুল ﷺ ইরশাদ করলেন: “ডান হাতে খাও”, সে বলল: আমি ডান হাতে খেতে পারি না। (গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত প্রিয় আকা প্রিয় প্রিয় মুস্তফা ﷺ বুঝে গেলেন যে, সে অহংকারবশতঃ একথা বলছে সুতরাং) রাসুল ﷺ বললেন: **أَسْتَطْعَتَ** অর্থাৎ- তোমার ক্ষমতা না হোক।” (উদ্দেশ্য এয়ে, তোমার ডান হাত কখনো না উঠুক) ঐ (বদনসীব) অহংকারবশতঃ ডান হাতে খাবার খেতে অস্বীকার করেছিলো, তাই এরপর তার ডান হাত কখনো মুখের দিকে উঠাতে পারে নি। (অর্থাৎ- তার ডান হাত অকেজো হয়ে গেল)

(সহীহ মুসলিম, ১১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০২১)

উও জবা জিছকো ছব কুনকি কুঞ্জি কহে

উছ কি না-ফিয হুকুমত পে লাখো সালাম। (হাদায়িকে বখশিশ)

তোমার চেহারা বিগড়ে যাক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সত্যের চির স্বাক্ষর যবানে পাকের এ শান রয়েছে যে, যা কিছু বলতেন তা হয়ে যেত। হযুর ﷺ মর্যাদাতো অনেক মহান, এবার একটু তাঁর গোলামদের ঘটনা শুনুন। যেমন- এক মহিলা প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সাযিদ্দুনা সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে উঁকি মেরে দেখত। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ অনেকবার তাকে নিষেধ করলেন, কিন্তু সে বিরত হলো না। একদিন যখন সে অভ্যাস অনুসারে উঁকি মেরে দেখল তখন তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কারামাত পূর্ণ মুখ থেকে এ কথা বের হলো, **شَاءَ وَجْهُهُ** অর্থাৎ- “তোমার চেহারা বিকৃত হয়ে যাক” সুতরাং তখনই তার চেহারা মাথার পেছনের দিকে ফিরে গেল।

(জামে কারামাতে আওলিয়া, ১ম খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা)

মাহফুয শাহা রাখনা ছাদা বে-আদাবু ছে,

আওর মুবছে ভী ছরজদ না কভী বে-আদাবী হো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর এই মকবুল যবানের এ প্রভাব মূলতঃ প্রিয় আকা প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দোয়ারই ফল ছিল। যেমন:- জামি তিরমিযী ইত্যাদি হাদীসের কিতাবে রয়েছে, প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করলেন:

اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ سَعْدًا إِذَا دَعَاكَ

অর্থাৎ- “ইয়া আল্লাহ! যখনই সা'দ তোমার নিকট দোয়া করে, তুমি কবুল করে নিও।” (তিরমিযী শরীফ, ৫ম খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭৭২)

মুহাদ্দিসিনে কিরাম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ বলেন: “সায়্যিদুনা সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ যখনই দোয়া করতেন, (তা) কবুল হয়ে যেত।”

(জামে' কারামাতে আওলিয়া, ১ম খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা)

ইজাবত কা সোহরা ইনায়াত কা জোড়া
দুলহান বনকে নিকলী দুআয়ে মুহাম্মদ
ইজাবত নে বুক কর গলে ছে লাগায়া
বড়ী না-য ছে জব দোয়ায়ে মুহাম্মদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ দেরতো মহান শান রয়েছে, সাহাবাদের গোলামদের অর্থাৎ- আওলিয়ায়ে কিরাম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ রাও মহান মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। যেমন-

ইয়া আল্লাহ! সাবাহিকে অন্ধ করে দাও

প্রসিদ্ধ আলিম ও মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এক লক্ষ হাদীসের হাফিয ছিলেন। মিসরের শাসক উ'ব্বাদ বিন মুহাম্মদ তাঁকে কাযী বানাতে চাইলে তখন তিনি কাযীর পদ থেকে বাঁচার জন্য কোথাও লুকিয়ে গেলেন। এক হিংসুক “ছাবাহি” মিথ্যা চোগলখুরী করে শাসককে বলল: “আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব নিজেই আমার নিকট কাযী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল কিন্তু এখন ইচ্ছাকৃতভাবে আপনার অবাধ্য হয়ে লুকিয়ে আছে।” এতে শাসক রাগান্বিত হয়ে তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ মহান মর্যাদাপূর্ণ ঘরটি ধ্বংস করে দিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তেজদূষ্ট অবস্থায় আল্লাহর দরবারে আরয করলেন: “ইয়া ইলাহী! “ছাবাহিকে অন্ধ করে দাও।” সুতরাং ৮ম দিনে ঐ “ছাবাহি” অন্ধ হয়ে গেল। হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মধ্যে সর্বদা আল্লাহ তাআলার ভয় ভীতির ভাব বিরাজ করত। একবার কিয়ামতের আলোচনা শুনে তাঁর মধ্যে ভীতির সঞ্চরণ হলো আর তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। হুশ ফিরে আসার পর শুধুমাত্র কয়েকদিন বেঁচে ছিলেন আর এ সময়ের মধ্যে কোন কথা-বার্তা বলেননি। ১৯৭ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

(তায়কিরাতুল হুফফায, ১ম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

আউলিয়া কা জো কুয়ি হো বে-আদব
নাযিল উছপে হো-তা হায় কহরো গযব।

ইয়া রব্বের মুস্তফা! عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, আমাদেরকে তোমার প্রিয় হাবীব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সাহাবায়ে কিরাম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ও আওলিয়ায়ে ইয়াম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ দের সত্যিকারের সম্মান করার তাওফিক দান করো। তাঁদের সাথে বে আদবী ও তাদের সাথে বেআদবীকারীদের অনিষ্ট থেকে সর্বদা আমাদেরকে হিফাযত কর এবং তোমার প্রিয় হাবীবের সত্যিকারের

প্রেমিক বানিয়ে দাও। اٰمِيْنَ بِجَا ۙ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।

ইয়া রব মাই তেরে খওফ ছে রো-তা রহো হরদম
দিওয়ানা শাহানশাহে মদীনা কা বানা দে।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

সাহাবে মাযারের ইনফিরাদী কৌশিখ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে বুয়ুর্গানে কিরামদের অনেক সম্মান করা হয়, বরং বাস্তব সত্য এটাই যে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহক্রমে দা'ওয়াতে ইসলামী, ফয়যানে আউলিয়া তথা আউলিয়া কিরামদের দয়ার বদৌলতেই চলছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

যেমন- এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনানুযায়ী এক সাহিবে মাযার “ওলি আল্লাহ” কিভাবে মাদানী কাফেলার জন্য ইনফিরাদী কৌশিশ করেছেন তারই ঈমান তাজাকারী একটি ঘটনা এখানে নিজস্ব ভাষায় উপস্থাপন করছি; اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসুলদের একটি মাদানী কাফেলা চাকওয়াল পাঞ্জাব এর মুযাফফারাবাদ এবং তার আশে পাশের গ্রামসমূহে সুনাতের বাহার ছড়াতে ছড়াতে “আনওয়ার শরীফ” নামক স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে সাথে সাথে চার ইসলামী ভাই তিনদিনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করার উদ্দেশ্যে আশিকানে রাসুলদের সাথে শরীক হয়ে গেলেন। এ চারজনের মধ্যে “আনওয়ার শরীফের “সাহিবে মাযার” বুয়ুর্গ এর বংশধরের এক ছেলেও শামিল ছিলেন। মাদানী কাফেলা জাঁকজমকের সাথে নেকীর দাওয়াত দিতে দিতে “ঘড়ি দো পাট্টা” পৌঁছলেন। যখন “আনওয়ার শরীফবাসীদের তিনদিন পূর্ণ হল তখন সাহিবে মাযারের বংশধর ছেলেটি বললেন: “আমি তো ভাই বাড়ী ফিরে যাব না। কেননা আজ রাতে আমি আপন “হযরত” رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখলাম। উনি বলছিলেন, “বেটা! ঘরে ফিরে যেওনা, মাদানী কাফেলার ইসলামী ভাইদের সাথে আরো সফর করতে থাকো। সাহিবে মাযার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ইনফিরাদী কৌশিশের এ ঘটনা শুনে মাদানী কাফেলায় আনন্দের ঢেউ খেলে গেল; সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনাতে মদীনার ১২ চাঁদের চমক লেগে গেল এবং আনওয়ার শরীফ থেকে আগত চার ইসলামী ভাই পুনরায় মাদানী কাফেলায় আবারো সফর শুরু করে দিলেন।

দে-তে হে ফয়যে আ-ম আউলিয়ায়ে কিরাম।

লুটনে ছব চলে কাফিলে মে চলো।

আউলিয়া কা করম, তুমপে হো লা জারাম।

মিলকে ছব চল পড়ে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

স্বপ্নযোগে মাদী ঘোড়া তুহফা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন আল্লাহর ওলীর ইত্তিকালের পর স্বপ্নে পথ নির্দেশনা দেয়া কোন অদ্ভুত বিষয় নয়। আল্লাহর দয়াতে তারা অনেক কিছু করতে পারেন। যেমন-খাজা আমীর খরুদ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ লিখেন যে, সুলতানুল মাশায়িখ হযরত সাযিদ্দুনা মাহবুবে ইলাহী নিযামুদ্দীন আওলিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: গিয়াসপুরে থাকার পূর্বে আমি এক কোশ (অর্থাৎ-প্রায় তিন কিলোমিটার দূরত্বে) কিলোঘরীর মসজিদে জুমার নামায পড়তে যেতাম। একবার এভাবে জুমার নামাযের জন্য পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, তখন গরম হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছিল আর আমি রোযাবস্থায় ছিলাম। আমার মাথা ঘুরতে লাগল, তাই আমি এক দোকানে বসে পড়লাম। আমার মনে হলো, যদি আমার কাছে কোন বাহন থাকত তবে সুবিধা হতো। এরপর শায়খ সাদীর এ শের (কবিতা) আমার মুখে এলো:

مَا قَدَّمَ أَرْسَرَ كُنَيْمٌ دَرَّ طَلَبِ دَوْسْتَانِ

رَاةَ بَجَاءِ بُرْدَهْرٍ كَهَ بَأَقْدَامِ رَفْتِ

অর্থাৎ- আমরা বন্ধুদের প্রত্যাশায় মাথাকে পা বানিয়ে চলি,

কারণ যে এ রাস্তায় পা দিয়ে চলে, সে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে না।

আমি অন্তরে আসা “বাহনের” খেয়াল থেকে তাওবা করলাম। এ ঘটনা ঘটার তিনদিন অতিবাহিত হয়েছিল, “খলীফা মালিক ইয়ার পারা” আমার জন্য একটি মাদী ঘোড়া নিয়ে আসলেন আর বলতে লাগলেন, আমি ধারাবাহিকভাবে তিন রাত স্বপ্নে দেখছি যে, আমার শায়খ (পীর) আমাকে বলছেন, “অমুককে ঘোড়া দিয়ে আস।” তাই ঘোড়া নিয়ে এসেছি আপনি তা গ্রহণ করুন। আমি বললাম: নিশ্চয় আপনার শায়খ আপনাকে বলেছেন, কিন্তু যতক্ষণ আমার শায়খ আমাকে বলবেন না ততক্ষণ আমি এ ঘোড়া গ্রহণ করব না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

ঐ রাতেই আমি মশপে দেখলাম যে, আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত সাযিয়দুনা শায়খ ফরিদ উদ্দীন গঞ্জে শকর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আমাকে বলছেন যে, মালিক ইয়ার পারা'র সন্তুষ্টির জন্য ঐ ঘোড়া গ্রহণ করো। পরের দিন তিনি এ ঘোড়া নিয়ে আসলে তখন আমি সেটাকে মালিকের দান মনে করে গ্রহণ করলাম। (সিহযারুল আওলিয়া, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

শুধুমাত্র নিজের পাশ থেকে খাবেন

এক বাসনে যখন একই ধরণের খাবার থাকবে তখন নিজের পাশ থেকে খাওয়া সুল্লাত। যেমন- হযরত সাযিয়দুনা ওমর বিন আবু সালামা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি ছোট্ট ছিলাম এবং মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, ছ্যুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিপালনে ছিলাম। (তিনি উম্মুল মুমিনীন সাযিয়দাতুনা উম্মে সালামা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বের স্বামীর ঘরের সন্তান ছিল।) (আমি) খাওয়ার সময় বাসনের চতুর্দিকে হাত দিতাম। প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “پَدُوْا بِسْمِ اللهِ এবং ডান হাতে খাও আর বাসনের ঐদিক থেকে খাও, যেটা তোমার নিকটবর্তী রয়েছে।”

(সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৫২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৩৭৬)

মধ্যখান থেকে খেয়োনা

হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “নিশ্চয় বরকত খাবারের মধ্যভাগে অবতীর্ণ হয়, সুতরাং তোমরা এক পাশ থেকে খাবার খাও এবং মধ্যখান থেকে খেয়ো না।” (তিরমিযী শরীফ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১৬, হাদীস নং-১৮১২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

আপনিগে মাঝখান থেকে খান না!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভেবে দেখুন যে, এ সূনাতের উপর আপনি আমল করেন কি না? আমার অনেকবার দৃষ্টি পড়েছে যে, আমলদার দৃষ্টিগোচর হয় এমন লোকদের অনেকেই এ সূনাতের উপর আমল করা থেকে বঞ্চিত! যাকে ভালভাবে লক্ষ্য করবেন, দেখবেন সেও খাবারের বড় থালা বা তরকারীর পেয়ালা ইত্যাদির মাঝখান থেকেই শুরু করে। জানিনা এরকম হয় কেন? এমনতো নয় যে, বরকত থেকে বঞ্চিত করার জন্য শয়তান তাদের হাত ধরে খাবারের মাঝখানে চেলে দেয়! বাস্তবতা এয়ে, শয়তান এ বিষয়ে চেষ্টায় লেগে থাকে যে, মুসলমান যাতে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে। প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “খাবারের বাসনের মাঝখানে আল্লাহ তাআলার রহমত অবতীর্ণ হয়। মাঝখান থেকে খাওয়া লোভীদের আলামত, লোভী রহমতে ইলাহী থেকে বঞ্চিত।” এ হাদীসে পাক থেকে জানা গেল, মুসলমানদের খাওয়ার সময়ও রহমতের বৃষ্টি অবতীর্ণ হয়ে থাকে। বিশেষতঃ যখন সূনাতের নিয়তে খাওয়া হয়।

(মিরআত, শরহে মিশকাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৩, ৩৪ পৃষ্ঠা)

অন্যকে লজ্জা থেকে বাঁচান

হযরত সাযিদ্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতপূর্ণ বাণী হচ্ছে, “যখন দস্তুরখানা বিছানো হয়, তখন প্রত্যেকে যেন নিজের পাশ থেকে খান আর নিজের সাথে আহারকারীর সামনে থেকে না খায় এবং থালার মাঝখান থেকেও খেও না, (কারণ বরকত ঐদিক থেকেই আসে) আর কেউই দস্তুরখানা উঠানোর পূর্বে উঠবে না আর নিজের হাতও থামাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সকলে নিজের হাত থামিয়ে না নেয় যদিও পরিতৃপ্ত হয়ে যাও এবং মানুষের সাথে লেগে থাকো (অর্থাৎ খেতে থাকো) কারণ তার হাত থেমে যাওয়াটা অন্যদের জন্য লজ্জার কারণ হবে এবং তারা নিজেদের হাত থামিয়ে নেবে,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

অথচ হয়তো তাদের এখনো আরো খাওয়ার প্রয়োজন আছে।

(শুউবুল ইমান, ৫ম খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৬৪)

মাঝখানে বরকতের অর্থ

বিখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: পাত্রে কিনারা থেকে নিজের সামনের দিক থেকে খান। মাঝখান থেকে খাবেন না, কারণ পাত্রে মাঝখানে বরকত অবতীর্ণ হয়ে থাকে (আর তা) সেখান থেকে কিনারা পর্যন্ত পৌঁছে। যদি আপনি মাঝখান থেকে খাওয়া শুরু করে দেন তাহলে আবার এমন যেন না হয় যে, সেখানে বরকত আসাই বন্ধ হয়ে যায়। মোটকথা এষে, বরকত অবতীর্ণ হওয়ার জায়গা একটি আর বরকত নেয়ার জায়গা অন্যটি।

(মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)

খাওয়ার পাঁচটি সূনাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত হাদীসে মোবারকে খাওয়ার পাঁচটি সূনাত বর্ণনা করা হয়েছে: (১) নিজের সামনে থেকে খাবেন (২) কেউ সাথে খেলে, তার সামনে থেকে খাবেন না (৩) থালার মাঝখান থেকে খাবেন না (৪) প্রথমে দস্তুরখানা উঠানো হলে এরপর আহারকারীরা উঠবেন (আফসোস! আজকাল প্রায়ই বিপরীত নিয়ম দেখা যায় অর্থাৎ- প্রথমে আহারকারীরা উঠেন এরপর দস্তুরখানা উঠানো হয়) (৫) অন্যরাও যদি খাবারে অংশ নেন তবে ততক্ষণ পর্যন্ত হাত থামাবেন না, যতক্ষণ সবাই শেষ না করেন। আফসোস! খাবারের বর্ণনাকৃত এসব সূনাতের উপর আমলকারী এখন দেখা যায় না। সূনাত শেখা ও সর্বসাধারণের উপস্থিতিতে সূনাতের উপর আমল করার সংকোচবোধ দূর করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর সূনাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করুন এবং সেখানে সেসব সূনাতের অনুশীলন করুন। إِنَّ شَرَّهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে সূনাতের উপর আমল করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

ভয়ংকর স্বপ্ন থেকে মুক্তিলাভ

মাদানী কাফেলার বরকত সম্পর্কে কী বলব! এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হচ্ছে, আমি অনেক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখতাম। আমি আশিকানে রাসুলদের সাথে দাওয়াতে ইসলামীর সুনাত প্রশিক্ষণের ৩০ দিনের মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জন করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَنَا مাদানী কাফেলার বরকতে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়ে গেল। এখন স্বপ্নে কখনো কখনো নিজেকে নামাযে ব্যস্ত দেখি, কখনো তিলাওয়াতে স্বপ্নে আমার প্রিয় মদিনা শরীফের যিয়ারত নসীব হলো।

খোয়াব মে চর লাগে, বুঝ দিল পর লাগে, খুব জলওয়ে মিলে, কাফিলে মে চলো।
হোগী হাল মুশকিলে, কাফিলে মে চলো, পা-ওগে রাহাতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ২১ يٰۤاٰمِنٰتِكُمْ বার। শুরু ও শেষে একবার করে দরুদ শরীফ, শোয়ার সময় পড়ে নিলে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ভয়ংকর স্বপ্ন দেখবে না। যদি নানা প্রকারের খাবার যেমন-জর্দা, পোলাও ও আচার ইত্যাদি একই খালায় থাকে তবে এ অবস্থায় চতুর্দিক থেকে নেয়ারও অনুমতি রয়েছে। যেমন-

নানা ধরণের খেজুরের থালা

হযরত সায়্যিদুনা ইকরাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে একখানা থালা পেশ করা হলো, যাতে অনেক শরীদ (ঝোল মিশ্রিত রুটির টুকরা) ছিল। আমরা তা থেকে খাচ্ছিলাম। আমি নিজের হাত থালার পাশ গুলোর এদিক-সেদিক দিচ্ছিলাম, তখন হ্রকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “হে ইকরাস! একই জায়গা থেকে খাও, কেননা এটা একই (ধরণের) খাবার।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদর শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

অতঃপর আমাদের নিকট রেকাবী আনা হলো, যাতে বিভিন্ন ধরণের তাজা খেজুর ছিল। হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর হাত মোবারক খালার (রেকাবীর) চতুর্দিকে যাচ্ছিল আর ইরশাদ করলেন: “হে ইকরাস! যেখান থেকে ইচ্ছে হয় খাও কেননা এটা (খেজুরগুলো) বিভিন্ন ধরণের।”

(ইবনে মাজাহ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৭৪)

পাঁচ আঙ্গুলে খাওয়া গ্রাম্য লোকদের রীতি

হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বৃদ্ধাঙ্গুল ও শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে ইশারা করে বললেন: “এ দোয়াঙ্গুল দিয়ে খেয়ো না (বরং এগুলোর পার্শ্ববর্তী মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে) তিন আঙ্গুল দিয়ে খাও কারণ এটা সূনাত এবং পাঁচ (আঙ্গুল) দিয়ে খেয়োনা, কেননা এটা গ্রাম্য লোকদের রীতি।” (কানযুল উ'ম্মাল, ৫ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৮৭২)

শয়তানের খাওয়ার পদ্ধতি

হযরত সাযিয়্যুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ভাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “এক আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া শয়তানের ও দোয়াঙ্গুল দিয়ে খাওয়া অহংকারীদের এবং তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া আশ্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَامُ এর নিয়ম। (জামে সগীর, ১৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩০৭৪) খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অনেক সময় মোবারক চার আঙ্গুল দিয়েও খাবার খেতেন।

(জামে সগীর, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৯৪২ থেকে সংকলিত)

তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়ার নিয়ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তিন আঙ্গুল দিয়ে খেলে লোকমা ছোটভাবে তৈরী হবে। ছোট লোকমা চিবানো সহজ হবে। যতটুকু ভালভাবে চিবানো হবে ততটুকু মুখ থেকে বের হওয়া হজমকারী লালা তাতে মিশবে আর এভাবে খাবার তাড়াতাড়ি হজম হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

হযরত সাযিয়্যুনা মোল্লা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “পাঁচ আঙ্গুলে খাওয়া লোভীদের আলামত।” (মিরকাত, ৮ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা) রুটি তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া অধিক কষ্টও নয়, শুধুমাত্র সামান্য মনোযোগের প্রয়োজন রয়েছে। তবে ভাত তিন আঙ্গুল দিয়ে খেতে সামান্য অসুবিধা হয়ে থাকে কিন্তু মাদানী চিন্তাধারার অধিকারী সুনাতের প্রেমিকদের জন্য এটাও কোন কঠিন বিষয় নয়। নিশ্চয় সুনাতের মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। বড় লোকমার লালসায় পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে খাওয়ার পরিবর্তে প্রশিক্ষণের জন্য ডান হাতের অনামিকা (কনিষ্ঠা আঙ্গুলের পার্শ্ববর্তী আঙ্গুল) কে বাঁকা করে তাতে রবার বেস্ত পড়ে নিন অথবা রুটির একটি টুকরো কনিষ্ঠ ও অনামিকা আঙ্গুলে রেখে হাতের তালুর দিকে চেপে ধরুন। যদি সত্যিকারের আন্তরিকতা থাকে তবে إِنَّ شَرَّهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে। যখন তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে তখন আর রবার বেস্ত ও রুটির টুকরো হাতের তালুর দিকে চেপে ধরার প্রয়োজন হবে না। যদি ভাতের দানা আলাদা আলাদা থাকে ও তিন আঙ্গুলে সেগুলোর লোকমা তৈরীই না হয় তবে তখন চার বা পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে খেয়ে নিন। কিন্তু এ সতর্কতা জরুরী যে, হাতের তালুতে যেন না লাগে, এমনকি আঙ্গুলগুলোর মূল (গোড়া) পর্যন্তও যেন না লাগে।

চামচ দিয়ে খাওয়ার ঘটনা

ছুরি, কাঁটা চামচ ও চামচ দিয়ে খাওয়া সুনাত পরিপন্থি। আমাদের পূর্ববর্তী বুয়ুর্গরা চামচ দিয়ে খাওয়া থেকে বেঁচে থাকতেন। কারণ রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ থেকে তিন আঙ্গুলে খাওয়ার প্রমাণ রয়েছে। হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম ইব্রাহীম বাজুরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “একবার আব্বাসী খলিফা মামুনুর রশীদের সামনে চামচ সহকারে খাবার পেশ করা হলো। ঐ সময়ের প্রধান কাযী হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আবু ইউসূফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: “আল্লাহু তাআলা ইরশাদ করেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসার্বাত)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

আর নিঃসন্দেহে আমি আদম
সন্তানদেরকে সম্মান দিয়েছি।

(সূরা-বনী ইসরাইল, আয়াত-৭০, পারা-১৫)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

হে খলিফা! এ আয়াতে কারীমার তাফসীরে আপনার দাদাজান হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বলেন: “আমি তাদের জন্য আঙ্গুল সৃষ্টি করেছি, যা দিয়ে তারা খাবার খায়।” তখন তিনি চামচ পরিত্যাগ করে আঙ্গুল দিয়ে খাবার খেলেন।

(বাজুরী কৃত, আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ, ১১৪ পৃষ্ঠা)

চামচ দিয়ে কখন খেতে পারেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি খাদ্যই এরকম হয়, যেমন-ফিরনী অথবা পাতলা দই ইত্যাদি যা আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া সম্ভবপর নয় এবং পানও করা যায় না কিংবা হাতে আঘাত বা হাত ময়লাযুক্ত ও ধোয়ার জন্য পানি সহজলভ্য না হয় তখন প্রয়োজনবশতঃ চামচ ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভাবে মাংসের রান্নাকৃত বড় টুকরো বা রান ইত্যাদিকে ছুরি দিয়ে কেটে খাওয়ারও অনুমতি রয়েছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে হাতে খাওয়ার উপকারিতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ডাক্তারেরা স্বীকার করেছেন যে, যেসব মানুষ হাত দ্বারা খান তাদের আঙ্গুলগুলো থেকে এক বিশেষ ধরণের “হজমকারী আর্দ্রতা” বের হয়ে খাবারের মধ্যে মিশে যায়, যা শরীরে ইনসুলিন (INSULIN) কম হতে দেয় না আর তা দ্বারা ডায়বেটিস রোগীদের উপকার হয়ে থাকে। এছাড়া খাওয়ার পর আঙ্গুলগুলো চেটে খাওয়াতে আরো হজমকারী আর্দ্রতা পেটে প্রবেশ করে, যা চোখ, মস্তিষ্ক ও পাকস্থলীর জন্য অত্যন্ত উপকারী, আর এটা হৃদপিণ্ড, পাকস্থলী ও মস্তিস্কের রোগ ব্যাধির জন্য কার্যকরী প্রতিষেধক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

APENDIX রোগের চিকিৎসা হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাওয়ার সুনাতগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করাকে অভ্যাসে পরিণত করুন। সমাজের অনেক বিপথগামী মানুষ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ সঠিক পথে এসে গেছেন। এ প্রসঙ্গে মাত্রা, ভারত এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ, আমি একজন মডার্ন যুবক ছিলাম। ফিল্ম, নাটক দেখাতে আমি ব্যস্ত থাকতাম। কোন উপায়ে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত বয়ানের ক্যাসেট “টিভির ধ্বংসলীলা” শুনান সৌভাগ্য অর্জন হল, যেটা আমার জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। এরই মধ্যে আমার APENDIX এর রোগ ধরা পড়ল আর ডাক্তার অপারেশনের পরামর্শ দিলেন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এ সময় দা'ওয়াতে ইসলামীর একজন মুবািল্লিগের ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে জীবনে প্রথমবার আশিকানে রাসুলদের সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুনাতের ভরা প্রশিক্ষণের তিন দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলার বরকতে অপারেশন ছাড়া আমার রোগ দূর হতে লাগল। الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আমার উৎসাহ উদ্দীপনায় মদীনার ১২ চাঁদ লেগে গেল। এখন প্রতি মাসে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকি। প্রতিমাসে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে তা জমা দিয়ে থাকি এবং মুসলমানদেরকে ফযরের নামাযের উদ্দেশ্যে জাগানোর জন্য অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে সাদায়ে মদীনা দিয়ে থাকি।

বে-আমল বা-আমল বনতে হে ছর বছর,
তু ভী আয় ভা-ই কর কাফিলে মে সফর।
আচ্ছি সুহবত ছে ঠান্ডা হো তেরা জিগর,
কা-শ! করলে আগর কাফিলে মে সফর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাবাদাতুদ দারুন)।

বেহশ না করে অপারেশন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী কাফেলায় সফরের কিরূপ বরকত রয়েছে। এটা মনে রাখবেন! রোগ ব্যাধি ও মুসিবত মুসলমানদের জন্য সাধারণত রহমত লাভের কারণ হয়ে থাকে। এই মাত্র আপনারা শুনলেন, ইসলামী ভাইয়ের এপেন্ডিক্স-এর ব্যথা হয়েছে, অতঃপর মাদানী কাফেলায় সফর করে সুস্থ হলো। এভাবে তিনি মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান। আর মাদানী পরিবেশের সাথে তিনি পাকাপোক্তভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়াটা নিশ্চয় রহমতের অধিকারী হওয়ার মাধ্যম। কোন কাজে বা রোগে কষ্ট হলেও ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে প্রচুর পরিমাণে সাওয়াব ও প্রতিফল অর্জন করা উচিত। আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى গণের ধৈর্যধারণের ধরণ ও সেটার মাধ্যমে সাওয়াব ও প্রতিফল লাভের আশ্রয়ও কী চমৎকার ছিল। যেমন- বুখারি শরীফের ব্যাখ্যাকার হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ “নুযহাতুল কারী” এর ২য় খন্ডের ২১৩ থেকে ২১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেন, হযরত সায়্যিদুনা উরওয়াহ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ যাঁর সম্মানিত পিতা ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ও সম্মানিত মাতা ছিলেন হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনেত আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا এর ভাগিনা ও হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর আপন ভাই এবং মদীনা শরীফের প্রসিদ্ধ “ফুকাহায়ে সাবআহ” (অর্থাৎ- সাতজন বিখ্যাত ওলামায়ে কিরাম) এর একজন ছিলেন। আবিদ, দুনিয়াত্যাগী ও রাত জেগে ইবাদতকারী বুয়ুর্গ ছিলেন। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে এক চতুর্থাংশ কুরআনে পাক দেখে দেখে তিলাওয়াত করতেন ও এক চতুর্থাংশ কুরআন শরীফ রাত্রে তাহাজ্জুদে তিলাওয়াত করতেন। খলীফা ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিক বলতেন, যার জান্নাতী লোক দেখার ইচ্ছা তিনি যেন হযরত সায়্যিদুনা উরওয়াহ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ কে দেখেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

একবার তিনি সফর করে ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিকের নিকট গেলেন। তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ মোবারক পায়ে আকিলা হয়ে গিয়েছিল। এটা ঐ রোগ যা শরীরের অঙ্গে পঁচন ধরায়। সুতরাং ওয়ালিদ পরামর্শ দিলেন, অপারেশন করিয়ে নিন। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ রাজী হলেন না। কিন্তু রোগ বৃদ্ধি পেয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেল। ওয়ালীদ আরয করলেন: ‘আলীজা! এখনতো পা কেটে ফেলা জরুরী অন্যথায় এ রোগ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়বে। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ রাজী হয়ে গেলেন। সুতরাং ডাক্তার আসল। তিনি বললেন: মদপান করে নিন যাতে কাটার সময় কষ্ট অনুভব না হয়। বললেন: আল্লাহ এর হারাম কৃত বস্তুর মাধ্যমে আমি সুস্থতা চাইনা। আরয করলেন: “অনুমতি হলে কোন ঘুমের ঔষধ দিয়ে দিই।” বললেন: আমি চাই না যে, কোন অঙ্গ কাঁটা হবে আর আমার কষ্ট অনুভব হবে না এবং কষ্ট ও ধৈর্যের মাধ্যমে অর্জিত সাওয়াব থেকে আমি বঞ্চিত থেকে যাব। আরয করা হলো, ঠিক আছে। কিছু লোককে অনুমতি দিন যেন আপনাকে ধরে রাখে। বললেন: তারও প্রয়োজন নেই। অবশেষে প্রথমে পায়ের মাংস ছুরি দিয়ে ও এরপর হাঁড় করাত দিয়ে কাটা হলো। কিন্তু তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতি শত মারহাবা! মুখে আহ! শব্দ পর্যন্ত করলেন না। একাধারে আল্লাহ এর যিকরে মগ্ন ছিলেন। এমনকি লোহার চামচ দিয়ে যায়তুন শরীফের ফুটন্ত তেল দিয়ে তখন ক্ষতস্থানকে দাগ দেয়া হলো তখন প্রচণ্ড ব্যাথার কারণে বেহুশ হয়ে গেলেন। যখন হুশে এলেন তখন চেহারা মোবারক থেকে ঘাম মুছতে লাগলেন আর কর্তনকৃত পা মোবারক হাতে নিয়ে উলট পালট করতে করতে বললেন: ঐ সত্ত্বার শপথ! যিনি আমাকে তোর উপর আরোহন করিয়েছেন। আমি তোর মাধ্যমে কখনো কোন গুনাহের দিকে যাইনি। অপারেশনের সকল কার্যক্রম এভাবে সম্পাদন হলো যে, ওয়ালীদ কথাবর্তায় ব্যস্ত ছিলেন তার খবরও হলো না। যখন দাগ দেয়ার সময় গন্ধ ছড়াল তখন বুঝতে পারলেন।

(নূহহাতুল কারী, ২য় খন্ড, ২১৩-২১৫ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

ছেলের শাহাদাত

এ সফরে হযরত সাযিয়দুনা উরওয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর দ্বিতীয় পরীক্ষা এটা হলো যে, তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ছেলে হযরত সাযিয়দুনা মুহাম্মদ বিন উরওয়াহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ওয়ালীদের ঘোড়াশালায় গেলে তখন কোন চতুষ্পদ জন্তু তাঁকে মেরে শহীদ করে দিল, যখন তিনি মদীনা শরীফে رَأَى كَمَا اللَّهُ سَفَرًا وَتَعْظِيمًا ফিরে এলেন তখন এ অংশ তিলাওয়াত করলেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয়
আমরা আমাদের এ সফরে বড়
কষ্টের সম্মুখীন হলাম।

لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا

(পারা-১৫, সূরা-কাহাফ, আয়াত-৬২)

هَذَا نَصَبًا

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

হযরত উরওয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর দানশীলতা

হযরত সাযিয়দুনা উরওয়াহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর দানশীলতা ও উদারতার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেত যে, যখন বাগানে ফল পৌঁকে যেত তখন বাউভারী খুলে দিতেন। এতে লোকেরা এসে ফল খেতেন ও (সাথে) বেঁধে নিয়েও যেতেন। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ যখন নিজের বাগানে আসতেন তখন সূরাতুল কাহাফের আয়াতের এ অংশটুকু মুখে পাঠ করতেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: (৩৯)
এবং কেন এমন হলো না যে, যখন
তুমি আপন বাগানে প্রবেশ করেছো
তখন বলতে, ‘আল্লাহ যা চান,
আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমাদের কোন
শক্তি নেই। (পারা-১৫, সূরা- কাহাফ, আয়াত-৩৯)

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ
جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ
اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

হেলান দিয়ে খাওয়া সুন্নাত নয়

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয়্যত
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমি হেলান দিয়ে খাইনা।”
 (কানযুল উম্মাল, খন্ড-১৫তম, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৭০৪)

হেলান দিয়ে খেয়োনো

হযরত সাযিয়দুনা আবু দারদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে,
 রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, ছয়র পুরনূর
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা হেলান দিয়ে খাবার খেয়ো
 না।” (মাজমাউম্ব যাওয়াইদ, ৫ম খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৯১৮)

হেলান দিয়ে খাওয়ার চারটি অবস্থা

খাওয়ার সময় হেলান দেয়ার চারটি অবস্থা রয়েছে: (১) একটি
 বাহু জমিনের দিকে করে (অর্থাৎ- ডানে বা বামে বুকে) বসা (২) চার যানু
 (অর্থাৎ- দুই পা দুদিকে ফেলে) বসা (৩) এক হাত জমিনের উপর রেখে
 (সেটার উপর) ভর দিয়ে বসা (৪) দেয়াল (কিংবা চেয়ারের পেছনে)
 ইত্যাদিতে হেলান দিয়ে বসা। এ চারটি অবস্থা ঠিক নয়। দুই যানু অথবা
 দুই হাঁটু দাঁড় করিয়ে বসে খাওয়া উত্তম, চিকিৎসা বিজ্ঞান মতেও
 উপকারী। দাঁড়িয়ে খাবার খাওয়া ঠিক নয়। (মিরআত শরহে মিশকাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা)

হেলান দিয়ে খাওয়ার চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত ক্ষতি সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হেলান দিয়ে খাওয়া সুন্নাত নয়। এ
 সুন্নাতের উপর আমল না করার তিনটি চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত ক্ষতিও
 রয়েছে। (১) খাবার ভালভাবে চিবানো যায় না আর এতে যতটুকু পরিমাণ
 লাল মিশ্রিত হওয়া প্রয়োজন ততটুকু মিশ্রিত হয় না, যা পাকস্থলীতে গিয়ে
 জমাট বাঁধা খাদ্যগুলোকে হজম করতে পারে আর এভাবে হজম
 ব্যবস্থাপনায় প্রভাব পড়বে। (২) হেলান দিয়ে বসাতে পাকস্থলী প্রসারিত
 হয়ে পড়ে, সুতরাং এভাবে অপ্রয়োজনীয় খাবার পাকস্থলীতে চলে যাবে
 আর হজম শক্তি নষ্ট হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

(৩) হেলান দিয়ে খাওয়াতে নাড়িভূড়ি ও কলিজার ক্ষতিসাধন হয়। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “হেলান দিয়ে পানি পান করাও পাকস্থলীর জন্য ক্ষতিকর।” (ইহইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা)

রুটিকে সম্মান করো

খাবারের সময় রুটির টুকরা পড়ে গেলে উঠিয়ে খেয়ে নেয়া সুন্নাত। যেমন-উম্মুল মুমিনীন সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বরকতময় ঘরে তাশরীফ আনলেন, রুটির টুকরো পতিত অবস্থায় দেখে সেটা তুলে নিয়ে মুছলেন অতঃপর খেয়ে নিলেন এবং বললেন: “আয়েশা! رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ভাল জিনিসের সম্মান করো। কারণ এ বস্তু (অর্থাৎ-রুটি) যখন কোন সম্প্রদায় থেকে চলে গেছে, তখন (আর) ফিরে আসেনি।” (ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩৫৩)

খাবারের অপচয় থেকে তাওবা করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল প্রত্যেকে বরকতহীনতা ও দারিদ্র্যতার কারণে হায় হতাশ করছে। হতে পারে যে, খাবারের সম্মান না করার কারণে এ শাস্তি। আজকাল কোন মুসলমান এমন নেই, যে খাবার নষ্ট করে না। চারিদিকে খাবারের অসম্মানের বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। বিয়ের অনুষ্ঠান হোক কিংবা বুয়ুর্গানে দ্বীনের رَحْمَتُهُمُ اللهُ تَعَالَى নিয়ায (ফাতিহা, ওরশ) এর তাবাররুফক। আফসোস! শত কোটি আফসোস! দস্তুরখানা ও কার্পেটের উপর নির্দয়ভাবে খাবার ফেলা হয়। খাওয়ার সময় হাড়ি থেকে মাংস ও মসল্লা ভালভাবে পরিস্কার করে খাওয়া হয় না। গরম মসল্লার সাথেও খাবারের প্রচুর অংশ নষ্ট করা হয়। থালায় অবশিষ্ট থাকা খাবার ও পেয়ালা, ডেক্সীতে (পাত্রে) অবশিষ্ট থাকা বোল পুনরায় ব্যবহার করার মানসিকতা অধিকাংশ মানুষের মধ্যে নেই। এভাবে প্রচুর পরিমাণে খাবার প্রায়ই ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়া হয়। এ পর্যন্ত যতটুকুই অপচয় করেছেন, দয়া করে তা থেকে তাওবা করে নিন!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

ভবিষ্যতে খাবারের একটি দানাও এবং বোলের এক ফোঁটাও যেন অপচয় না হয় এর জন্য দৃঢ় সংকল্প করে নিন। কিয়ামত এর অণু পরিমানেরও হিসাব হবে। নিশ্চয় কেউই কিয়ামতের দিন হিসাব দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। তাওবা, আন্তরিকভাবে তাওবা করে নিন। দুরূদে পাক পড়ে আরয করুন, ইয়া আল্লাহ্! আজ পর্যন্ত আমি যতটুকু অপচয়ই করেছি তা থেকে ও সকল ছোট বড় গুনাহ্ থেকে তাওবা করছি, আর তোমার দেয়া তওফিকে ভবিষ্যতে গুনাহ্ সমূহ থেকে বাঁচার পূর্ণভাবে চেষ্টা করব। ইয়া রবে মুস্তফা ﷺ আমার তাওবা কবুল করে নাও ও আমাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِيْنَ بِجَا۟رِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

সদকা পেয়ারে কি হায়া কা কে না লে মুঝছে হিসাব,

বখশ্ বে-পুছে লাজয়ে কো লাজানা কিয়া হায়। (হাদায়িখে বখশিশ)

৮ম পারা সূরা আ'রাফ আয়াত নম্বর ৩১-এ আল্লাহ্ তাআলার মহান বাণী:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং
আহার করো ও পান করো এবং
সীমাতিক্রম করো না। নিঃসন্দেহে,
সীমাতিক্রমকারীদেরকে তিনি পছন্দ
করেন না। (পারা: ৮, সূরা: আ'রাফ, আয়াত : ৩১)

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

অপচয় কাকে বলে?

বিখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তফসীরে নঈমীর ৮ম খন্ডের ৩৯০ পৃষ্ঠায় বলেন: অপচয়ের অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। (১) হালাল বস্তু সমূহকে হারাম জানা (২) হারাম বস্তুসমূহ ব্যবহার করা (৩) প্রয়োজনের চেয়ে অধিক পানাহার বা পরিধান করা (৪) যা মন চায় তা পানাহার বা পরিধান করা (৫) রাত দিন বারংবার পানাহার করতে থাকা, যাতে পাকস্থলী খারাপ হয়ে যায়, এবং অসুস্থ হয়ে পড়া (৬) বিষাক্ত ও ক্ষতিকারক বস্তুসমূহ পানাহার করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

(৭) সর্বদা খাওয়া দাওয়া, পরিধানের খেয়ালে থাকা যে, এখন কি খাব, পরে কি খাব (ক্লহল বয়ান, ৩য় খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা) (৮) অলসতার জন্য খাওয়া (৯) গুনাহ করার জন্য খাওয়া (১০) ভাল পানাহার, উত্তম (পোষাক) পরিধানে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া যে কখনো সামান্য মূল্যের সাধারণ জিনিসের পানাহার করতে না পারা, (১১) ভাল খাবারকে নিজের মর্যাদার ফল মনে করা। মোটকথা হচ্ছে, এ একটি শব্দের মধ্যে অনেক নির্দেশাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হযরত সাযিয়্যুনা ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “সর্বদা ভরা পেটে থাকা থেকে বেঁচে থাক। কারণ এটা শরীরকে অসুস্থ, পাকস্থলীকে খারাপ ও নামায়ে অলসতা প্রদান করে। পানাহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, কেননা এটা শত রোগের চিকিৎসা। আল্লাহ তাআলা মোটা ব্যক্তিকে পছন্দ করে না।”

(কাশফুল খিফা, ১ম খন্ড, ২২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৬০)

যে ব্যক্তি শাহওয়াত (অর্থাৎ- প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা) কে নিজের দ্বীনের (ধর্মের) উপর প্রাধান্য দেবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

(ক্লহল মাআনী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, মুলতান তাফসীরে নঈমী, ৮ম খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা, মারকাযুল আওলিয়া, লাহোর)

হালকা গড়নের মানুষের ফরযালত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কম খাওয়ার সাথে সাথে বিশেষতঃ ময়দা, মিষ্টি ও চর্বিজাতীয় এবং এসবের তৈরী খাবার ব্যবহার (ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী) কম করাতে শরীরের ওজন কমে যায়। বেড়ে যাওয়া পেট পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে ও ঐ ব্যক্তি স্মার্ট (SMART) হয়ে যায়। মোটা হওয়ার কারণে কোন মুসলমানকে নিয়ে হাসা, উত্যক্ত করে মনে কষ্ট দেয়া গুনাহ। কম আহারকারী^২, হালকা গড়নের শরীরধারী মুসলমানকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। যেমন- হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত রয়েছে;

^২ মোটা হওয়ার কারণে কোন মুসলমানের উপর হাসি ঠাট্টা করে মনে কষ্ট দেয়া গুনাহ।

^৩ শরীরের ওজন কম করার পদ্ধতি জানার জন্য ফয়জানে সুন্নাতের অধ্যায় পেটের কুফলে মদীনীর ৭৬-৭৯ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আল্লাহর (নিকট) তোমাদের মধ্যে ঐ বান্দা সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়, যে কম আহারকারী ও হালকা গড়নের।

(আল জামি উস সাগীর, ২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২২১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমলের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য মাদানী পরিবেশের প্রয়োজন। অন্যথায় অস্থায়ীভাবে উৎসাহের সৃষ্টি হলেও পরে ভাল সংস্পর্শের অভাবে স্থায়ীত্ব লাভ হয় না। তাই আশিকানে রাসূল এর সংস্পর্শ লাভের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দাওয়াতে ইসলামীর বরকতে চারিদিকে সুন্নাতের সাড়া জেগেছে। আসুন, দাওয়াতে ইসলামীর একটি ঈমান তাজাকারী “ঘটনা” শুনুন নিজের হৃদয়কে প্রস্ফুটিত করুন। যেমন-

এক অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ

তেহসীল চান্ডা, জেলা আমবিটকর নগর ইউপি, ভারতের এক ইসলামী ভাইয়ের অনেকটা এরকম বর্ণনা হচ্ছে, আমি কুফরের অন্ধকার জগতে ঘুরছিলাম। একদিন কেউ মাকতাবাতুল মদীনার একটি রিসালা “ইহতিরামে মুসলিম” আমাকে উপহার দিলেন। আমি পড়ে অবাক হলাম, যেসব মুসলমানকে আমি সর্বদা ঘৃণার চোখে দেখতাম। তাদের মাযহাব “ইসলাম” পরস্পরের মধ্যে এ ধরনের শান্তির সংবাদ দিচ্ছে। রিসালাটির লিখকের প্রভাব তীর হয়ে আমার অন্তরে প্রভাব ফেলল আর আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালবাসার ঝর্ণা চেউ তুলতে লাগল। একদিন আমি বাসে সফর করছিলাম, কিছু দাড়ি ও ইমামা (পাগড়ী) ধারী ইসলামী ভাইয়ের কাফেলাও বাসে আরোহন করল। আমি দেখতেই বুঝে গেলাম এরা মুসলমান। আমার অন্তরে যেহেতু আগে থেকেই ইসলামের ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছিল তাই আমি সম্মানের দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখতে লাগলাম। এরই মধ্যে তাদের মধ্য থেকে একজন ইসলামী ভাই প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শানে না'ত শরীফ পড়া শুরু করলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিভাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

আমার কাছে তার ধরণ সীমাহীন ভালো লাগল। আমার আগ্রহ দেখে তাদের মধ্য থেকে একজন আমার সাথে কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। তিনি বুঝে গেলেন যে, আমি মুসলমান নই। তিনি মুচকি হেসে খুবই হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে আমাকে বললেন: আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছি। ‘ইহতিরামে মুসলিম’ রিসালা পড়ে যেহেতু আমি পূর্বেই আন্তরিকভাবে ইসলাম প্রেমিক হয়ে গিয়েছিলাম, তার বিষয়সূলভ আচরণ আমার অন্তরে আরো প্রভাব ফেলল। আমি না করতে পারলাম না। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি সত্য অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এ বর্ণনা দেয়ার সময় আমি মুসলমান হয়েছি চার মাস গত হয়েছে। আমি নিয়মিতভাবে নামায পড়ছি, দাড়ি সাজানোর নিয়ত করে নিয়েছি, দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মাদানী কাফেলা সমূহে সফরের সৌভাগ্যও অর্জন করছি।

কাফেরো কো চলে মুশরিকো কো চলে,
দা’ওয়াতে দ্বীন দে কাফিলে মে চলো।
দ্বীন পে-লা-য়ে ছব চলে আ-য়ে,
মিলকে সা-রে চলে কাফিলে মে চলো।

মানুষকে লজ্জা করে সুন্নাত বর্জন করা হতো না!

আমাদের সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বয়ত, মাহবুবে রক্বুল ইযযত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ভালবাসায় সর্বদা বিভোর থাকতেন। দুনিয়ার কোন আকর্ষণ ও অকৃতজ্ঞ সমাজ ব্যবস্থার মিথ্যা বাহাদুরী, সম্মান তাঁদের কাছ থেকে সুন্নাতের আমল ছাড়াতে পারত না। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা মা’কিল বিন ইয়াসার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (যিনি সেখানকার মুসলমানদের সর্দার ছিলেন) খাবার খাচ্ছিলেন, (তখন) তাঁর হাত থেকে লোকমা পড়ে গেল। তিনি (তা) তুলে নিলেন ও পরিষ্কার করে খেয়ে নিলেন। এটা দেখে গঁয়ো লোকেরা চোখ দিয়ে একে অপরকে ইশারা করল, (কি আশ্চর্য কথা যে, পতিত লোকমা তিনি খেয়ে নিলেন)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

কেউ তাঁকে رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: আল্লাহ্ আমীরের মঙ্গল করুন। হে আমাদের সর্দার! এসব গেলো লোক বাঁকা দৃষ্টিতে ইশারা করছে যে, আমীর সাহিব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ পতিত লোকমা খেয়ে নিলেন, অথচ তাঁর সামনে খাবার বিদ্যমান রয়েছে।” তিনি বলল: “এ অনারবীদের কারণে আমি ঐ বস্তুকে ত্যাগ করতে পারি না, যেটা আমি রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ থেকে শুনেছি। আমরা একে অপরকে নির্দেশ দিতাম যে, লোকমা পড়ে গেলে তখন সেটাকে পরিস্কার করে খেয়ে নেয়া উচিত, শয়তানের জন্য রেখে দেয়া উচিত নয়।”

(ইবনে মাজা শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৭৮)

রুহে ঈম্মা মগজে কুরআঁ জান দী, হাসুতে হুবে রহমাতুল্লিল আলামীন।

বেশি বেশি ইনফিরাদী কৌশিখ করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো? বিখ্যাত সাহাবী ও মুসলমানদের সর্দার সাযিয়ুনা মা'কিল বিন ইয়াসার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সুন্নাতকে কিরূপ ভালবাসতেন। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ অনারবীদের ইশারা করাকে সামান্য পরিমাণ পরওয়া করলেন না এবং স্বাভাবিকভাবে সুন্নাতের উপর আমল চালু রাখলেন। আর আজ অনেক মূর্খ মুসলমান এমনই রয়েছে যে, “আধুনিক পরিবেশে” দাড়ি মুবারাক এর ন্যায় মহান সুন্নাত পরিত্যাগকে আল্লাহ্‌রই পানাহ! “দূরদর্শিতা” মনে করে। সত্যিকারের দূরদর্শিতা এটাই যে, হাজারো খারাপ পরিবেশ হোক, বিরোধী ব্যক্তিদের জোর হোক, বদ্-মাযহাবের শোর হোক, যা কিছুই হোক না কেন আপনি দাড়ি শরীফ, ইমামায়ে পাক (পাগড়ী) ও সুন্নাতে ভরা সাদা পোষাকে থাকুন। মানুষের সংশোধনের জন্য ইনফিরাদী কৌশিখ করতে থাকুন।

سُنَّاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ সুন্নাতের আলো একটি একটি করে জ্বলতে থাকবে, সত্যের উন্নতি হবে, শয়তান অপদস্ত হবে, চারিদিকে সুন্নাতের আলো চমকাবে। প্রত্যেকে আশিক, প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রেমিক হয়ে যাবে।

سُنَّاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরের আলোতে আলোকিত হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

খাক সুরুজ ছে আক্বীহিরো কা ইজালা হোগা,
আ-প আয়ে তো মেরে ঘর মে উজালা হোগা।
হোগা সায়রাব ছরে কাউছার ও তাসনীম উহী,
জিছকে হাতো মে মদীনে কা পিয়ালা হোগা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইনফিরাদী কৌশিশের এক মাদানী বাখার দেখুন কাফেরের ইসলাম গ্রহণ

দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মাদীনা (বাবুল মাদীনা করাচী) থেকে আশিকানে রাসুলের ৯২ দিনের এক মাদানী কাফেলা কলস্বোতে সফররত ছিল। যেদিন “এরো” জেলায় ৩০ দিনের জন্য মাদানী কাফেলা সফরে রওয়ানা হবে, এমন সময় এক ইসলামী ভাই এক অমুসলিম যুবককে আমীরে কাফেলার নিকট আনলেন। আমীরে কাফেলা নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান চরিত্র, ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে বেশ কিছু সুগন্ধিময় মাদানী ফুল পেশ করে তাকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। এতে তিনি কিছু প্রশ্ন করলেন যেগুলোর জবাব দেয়া হলো। কম বেশি এক ঘন্টার ইনফিরাদী কৌশিশের পর ঐ অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন।

কাফির আ-যায়েন গে রাহে হক পা-য়েন গে, ইনশাআল্লাহ চলে কাফিলে মে চলো।
কুফর কা ছর বুকে দ্বী-কা ঢংকা বাজে, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ চলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

সন্তানকে কম বিবেক বুদ্ধি হওয়া থেকে রক্ষা করার উপায়

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হুয়র صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি দস্তুরখানা থেকে খাবারের পতিত টুকরো (অংশ) তুলে নিয়ে খাবে সে প্রাচুর্যময় জীবন যাপন করে এবং তার সন্তান ও সন্তানের সন্তানেরা কম বিবেকবান (অল্প মেধা সম্পন্ন) হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে।” (কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪০৮১৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

দারিদ্র্যতার প্রতিকার

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা হুদবা বিন খালিদকে رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বাগদাদের খলীফা মামুনুর রশীদ নিজের ঘরে দাওয়াত করলেন। খাওয়া শেষে খাবারের যেসব দানা ইত্যাদি পড়ে গিয়েছিল, সম্মানিত মুহাদ্দিস বেছে বেছে তা খেতে লাগলেন। মামুন আশ্চর্য হয়ে বললেন: “হে শায়খ! এখনো আপনার পেট ভরেনি? বললেন: কেন ভরবে না! আসল কথা হচ্ছে, আমার কাছে হযরত সায়্যিদুনা হাম্মাদ বিন সালামা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, “যে ব্যক্তি দস্তুরখানায় পতিত টুকরোগুলো বেছে বেছে খাবে সে দারিদ্র্যতার ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে যাবে।” আমি এ হাদীসে মুবারাকার উপর আমল করছি। এ কথা শুনে খলীফা মামুন সীমাহীন প্রভাবিত হলেন ও নিজের এক খাদিমকে ইশারা করলে সে এক হাজার দীনার রুমালে বেঁধে নিয়ে আসল। মামুন তা হযরত সায়্যিদুনা হুদবা বিন খালিদ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সামনে উপহার স্বরূপ পেশ করলেন। হযরত সায়্যিদুনা হুদবা বিন খালিদ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ হাদীসে মুবারাকার উপর আমলের বরকত হাতোহাত (সাথে সাথে) প্রকাশ পেয়ে গেল। (সামরাতুল আওরাক, ১ম খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা)

লজ্জায় সুন্নাত ত্যাগ করো না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى সুন্নাতের উপর আমল করার ব্যাপারে দুনিয়ার বড় থেকে বড় সর্দার এমনকি বাদশাদের পর্যন্ত পরওয়া করতেন না। এ ঘটনা থেকে আমাদের ঐ সকল ইসলামী ভাইদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা মানুষের লজ্জার কারণে পানাহারের সুন্নাতগুলো বর্জন করে দেন। এছাড়া দাড়ি শরীফ ও ইমামা মুবারকের সম্মানের তাজকে মাথায় সাজানো থেকে পাশ বঞ্চিত থাকেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

নিশ্চয় সুন্নাতের উপর আমল করা উভয় জগতে সৌভাগ্যের মাধ্যম। অনেক সময় দুনিয়াতে সরাসরি এর বরকত প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন- হযরত সায়িয়্যুনা হুদবা বিন খালিদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ শাহী দরবারে সুন্নাতের উপর আমল করার বরকতে এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পেয়ে গেলেন ও তিনি সম্পদশালী হয়ে গেলেন।

জু আপনে দিলকে গুলদাস্তে মে সুন্নাত কো সাজাতে হে,
উও বে-শক রহমতে দো-নো জাহা মে হক ছে পাতে হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে রুজির মধ্যে বরকতের অনেক কারণ রয়েছে, অনুরূপভাবে রুজিতে সংকীর্ণতারও বহু কারণ রয়েছে। যদি এগুলো হতে বাঁচা যায় তবে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ বরকতই বরকত দেখতে পাবেন। আপনাদের অবগতির জন্য দারিদ্র্যতার ৪৪টি কারণ পেশ করছি।

দারিদ্র্যতার ৪৪টি কারণ

(১) হাত না ধুয়ে খাবার খাওয়া (২) খালি মাথায় খাওয়া (৩) অন্ধকারে খাওয়া (৪) দরজায় বসে পানাহার করা (৫) মৃত ব্যক্তির কাছে বসে খাওয়া (৬) জানাবাত অবস্থায় (অর্থাৎ- সহবাস বা স্বপ্ন দোষের পর গোসলের পূর্বে) খাবার খাওয়া (৭) পাত্র থেকে) খাওয়ার জন্য বের করা খাবার খেতে দেরী করা (৮) পাটিতে দস্তুর খানা বিছানো ব্যতীত খাওয়া। (৯) খাটে নিজে মাথার দিকে বসা ও খাবার বিছানায় পা রাখার দিকে রাখা (১০) দাঁত দিয়ে রুটি ছেড়া (বারগার ইত্যাদি আহারকারীও সতর্কতা অবলম্বন করুন) (১১) কাঁচের বা মাটির ভাঙ্গা পাত্র ব্যবহার করা যদিও তা দিয়ে পানি পান করা হয়। (বাসন বা কাপের ভাঙ্গা অংশের দিক দিয়ে পানি, চা ইত্যাদি পান করা মাকরুহ। মাটির ফাটল ধরা বা এমন বাসন যেসবের ভেতরের অংশ থেকে সামান্য পরিমাণ মাটি উঠে গেছে তা দিয়ে খাবার খাবেন না, কারণ কাদা ময়লা ও জীবাণু পেটে গিয়ে রোগ সৃষ্টির কারণ হতে পারে) (১২) খাওয়ার বাসন পরিষ্কার না করা। (১৩) যে বাসনে খাওয়া হয়েছে তাতেই হাত ধোয়া

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিষী ও কানযুল উম্মাল)

(১৪) খিলাল করার সময় খাদ্যের যেসব অংশ বের হয় তা পুনরায় মুখে রেখে দেয়া (১৫) পানাহারের পাত্র খোলাবস্থায় রেখে দেয়া। পানাহারের পাত্র بِسْمِ اللَّهِ বলে ঢেকে রাখা উচিত। কারণ বালা-মুসিবত (সেগুলোর উপর) অবতীর্ণ হয় ও তা নষ্ট করে দেয়। অতঃপর ঐ খাদ্য ও পানীয় রোগব্যাদি বয়ে আনে (১৬) রুটিকে যেখানে সেখানে রাখা, যাতে বেয়াদবী হয় ও পায়ের লাগে। (সুল্লা বেহেস্তী যেওয়ার, ৫৯৫-৬০১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত) হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম বুরহানুদ্দিন যারনূজী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দারিদ্রতার যেসব কারণ বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে এগুলোও রয়েছে (১৭) অধিক ঘুমানোর অভ্যাস (এতে মূর্খতারও সৃষ্টি হয়) (১৮) উলঙ্গ হয়ে শোয়া (১৯) নির্লজ্জভাবে পেশাব করা (মানুষের সামনে সাধারণ রাস্তাঘাটে সংকোচহীনভাবে পেশাবকারীরা মনোযোগ দিন!) (২০) দস্তুরখানায় পতিত দানা ও খাবারের অংশ ইত্যাদি উঠিয়ে নেয়াতে অবহেলা করা (২১) পিঁয়াজ ও রসুনের ছিলকা (চামড়া) জ্বালানো (২২) ঘর কাপড় দিয়ে ঝাড়ু দেয়া (২৩) রাতে ঝাড়ু দেয়া (২৪) আবর্জনা ঘরেই রেখে দেয়া (২৫) মাশায়িখের (বুয়ুর্গদের) আগে আগে পথ চলা (২৬) মাতা-পিতাকে নাম ধরে ডাকা (২৭) হাত কাঁদা বা মাটি দিয়ে ধৌত করা (২৮) দরজার এক অংশের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো (২৯) টয়লেটে অযু করা (৩০) শরীরের উপরেই কাপড় ইত্যাদি সেলাই করা (৩১) পোষাক দিয়ে মুখ শুকানো (অর্থাৎ শরীরে পরিহিত কাপড় দিয়ে মুখ মোছা) (৩২) ঘরে মাকড়শার জাল লাগাবস্থায় থাকতে দেয়া (৩৩) নামাযে অবহেলা করা। (৩৪) ফজরের নামাযের পর মসজিদ থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়া (৩৫) ভোরে বাজারে যাওয়া (৩৬) বাজার থেকে দেরী করে আসা (৩৭) নিজের সন্তানকে বদ দোয়া করা (প্রায় মহিলারা কথায় কথায় নিজের বাচ্চাদের বদ দোয়াকরে থাকেন আর পরে দারিদ্রতার কারণে কান্নাও করেন!) (৩৮) গুনাহ করা বিশেষতঃ মিথ্যা বলা (৩৯) চেরাগ ফুঁক দিয়ে নিভানো (৪০) ভাঙ্গা চিরুনী ব্যবহার করা (৪১) মাতা-পিতার জন্য কল্যাণের দোয়ানা করা (৪২) ইমামা (পাগড়ী) বসে বাঁধা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আজ তারগীব ওয়াহ তাহব)

(৪৩) পায়জামা বা সেলোয়ার (প্যান্ট) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিধান করা

(৪৪) নেক আমলে দেরী করা বা ছলচাতুরী করা।

(তা'লীমুল মুতাআল্লিমি তারীকুত তাআলুম, ৭৩, ৭৬ পৃষ্ঠা, বাবুল মদীনা করাচী)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

পতিত রুটি খাওয়ার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার রহমত অনেক বড়। অনেক সময় দেখতে আমল অনেক ছোট হয় কিন্তু সেটার ফযীলত অনেক বেশি হয়ে থাকে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন উম্মে হারাম رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহরুবে রহমান صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “রুটির সম্মান করো, কারণ তা আসমান ও জমিনের বরকতের অংশ। যে ব্যক্তি দস্তুরখানা থেকে পতিত রুটি খেয়ে নেবে তার ক্ষমা হয়ে যাবে।”

(আল জামিউস সাগীর, ৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪২৬)

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হায়! এমন যদি হত আমরা সামান্য সঙ্কেচবোধ দূর করে দিয়ে দস্তুরখানায় পতিত রুটি ও ভাতের দানা ইত্যাদি তুলে নিয়ে খেয়ে নিতাম এবং ক্ষমা লাভের অধিকারী হয়ে যেতাম।

তালিবে মাগফিরাত হো ইয়া আল্লাহ,
বখশ দে বেহরে মুস্তফা ইয়া রব!

রুটির টুকরোর খাটনা

একদা সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন ওমর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا জমিনে রুটির টুকরো পড়া অবস্থায় দেখলেন তখন গোলামকে বললেন: এটা পরিস্কার করে রেখে দাও। যখন গোলামের কাছে সন্ধ্যায় ইফতারের সময় ঐ টুকরো চাইলেন, সে আরয় করল, তাতো আমি খেয়ে ফেলেছি। বললেন: যা তুই আযাদ (মুক্ত)। কারণ আমি প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ থেকে শূনেছি;

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

“যে রুটির পতিত টুকরো তুলে নিয়ে খেয়ে নেয়, তখন (সেটা) তার পেটে পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন।” এখন যে ক্ষমার অধিকারী হয়ে গেল আমি তাকে কিভাবে গোলাম বানিয়ে রাখি?

(তামীছল গাফিলীন, ৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫১৪)

মাদানী চিন্তাধারা

عَزَّوَجَلَّ اللهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! আমাদের বুয়ুর্গদের কিরূপ মাদানী চিন্তাধারা ছিল যে, পতিত রুটি খেয়ে গোলাম ক্ষমার অধিকারী হয়ে যাওয়াতে মুনিবও নিজের গোলামী থেকে মুক্ত করে দিলেন। ইয়া রবে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বাতুফাইলে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাদেরকেও মাদানী চিন্তাধারা, সুন্নাতের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা দান করো ও আমাদেরকেও এ তাওফিক দাও, যখন জমিনে রুটির টুকরো পতিত অবস্থায় দেখি, তখন সম্মানের সাথে তুলে নিয়ে চুমু দিয়ে পরিস্কার করে খেয়ে নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি। ইয়া ইলাহী! সুন্নাতের উপর আমলের ব্যাপারে আমাদের সঙ্কেচবোধ যেন দূর হয়ে যায় এবং আমাদের ক্ষমা করো।

اٰمِيْنَ بِجَاٰزِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

সুন্নাতু ছে মুঝে মহব্বত দে, মেরে মুর্শিদ কা ওয়াসেতা ইয়া রব!

দস্তুরখানা বাড়াও!

আমাদের বুয়ুর্গদের অভ্যাস এবে, খাবার শেষ করার পর এরূপ কখনো বলেন না, “দস্তুরখানা উঠাও” বরং এটা বলেন: “দস্তুরখানা বাড়াও” বা “খাবার বাড়াও”। এরূপ বলাতে পরোক্ষভাবে দস্তুরখানা প্রসার, খাবার বৃদ্ধি বরকত, প্রাচুর্য ও বিস্তৃতিরই দোয়াহয়ে থাকে। (সুলী বেহেস্তী যেওয়ার, ৫৬৬ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

যখন আমি “ভয়ানক উট” নামক রিসালা পড়লাম...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উভয় জগতের বরকত লাভের জন্য কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

দা'ওয়াতে ইসলামীর বরকতের কথা কী বলব! কলিকাতা, ভারতের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ আরম্ভ করছি। তিনি বলেন: আমি সূন্নাতে ভরা জীবন থেকে অনেক দূরে একটি ফ্যাশন পাগল যুবক ছিলাম। এক রাতে ঘরে ফেরার সময় মাঝ পথে সবুজ পাগড়ীর (ইমামা) বাহার দৃষ্টিগোচর হলো। নিকটে গিয়ে জানতে পারলাম, বোম্বাই থেকে দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসুলের মাদানী কাফেলা এসেছে, তাই এখানে সূন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমার মনে হলো যে, এসব মানুষ দীর্ঘ পথ সফর করে আমাদের শহর কলিকাতায় এসেছেন, তাদের কথা শুনা উচিত। সুতরাং আমি ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করলাম। ইজতিমা শেষে তারা মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত রিসালা বন্টন শুরু করলেন। সৌভাগ্যক্রমে একটি রিসালা আমার হাতেও পৌঁছে গেল। সেটার উপর লেখা ছিল “ভয়ানক উট”। অবশেষে আমি ঘরে ফিরে আসলাম। আগামীকাল পড়ব এ মানসিকতায় রিসালাটি রেখে দিলাম ও শোয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ঘুমের পূর্বে এমনিতেই যখন রিসালার পাতা উল্টালাম তখন আমার দৃষ্টি এ লাইনের উপর পড়ল, শয়তান লক্ষ অলসতা প্রদান করবে, তবুও আপনি এ রিসালা অবশ্যই পড়ে নিন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ আপনার মধ্যে মাদানী পরিবর্তন দেখতে পাবেন। এ বাক্যটি আমার ভিতর খুব গভীরভাবে রেখাপাত করল। আমি ভাবলাম, সত্যিই শয়তান আমাকে এ রিসালা কিভাবে পড়তে দেবে, কালকে কে দেখবে! নেকীতে দেবী করা উচিত নয়, এটা এ মুহুর্তে পড়ে নেয়া উচিত। এ কথা ভেবে আমি পড়া শুরু করলাম। ঐ পাক পরওয়ারদিগারের শপথ, যাঁর মহান দরবারে হাযির হয়ে কিয়ামতের দিন হিসাব দিতে হবে! যখন আমি ভয়ানক উট রিসালাটি পড়লাম, তখন তাতে দুষ্ট কাফিরদের কাছ থেকে মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর চালানো অত্যাচার নিপীড়নের বেদনাদায়ক বর্ণনা পাঠ করে আমি অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলাম। আমার ঘুম দূর হয়ে গেল। দীর্ঘক্ষণ ধরে আমি কাঁদতে থাকি। রাতের মধ্যেই আমি সংকল্প করলাম যে, সকালে হাতোহাত মাদানী কাফেলায় সফর করব।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

যখন সকালে মা-বাবার নিকট আরয করলাম: তখন তারা খুশিমনে অনুমতি দিয়ে দিলেন আর আমি তিন দিনের জন্য আশিকানে রাসুলের সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। কাফেলা ওয়ালারা আমাকে বদলে দিয়ে কি থেকে কি বানিয়ে দিলেন! الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আমি নামাযী হয়ে ফিরলাম। সবুজ ইমামা (পাগড়ী) শরীফের তাজ দ্বারা সবুজ হয়ে গেলাম। শরীর মাদানী পোষাকে সজ্জিত হয়ে গেল। আমার মা যখন আমাকে পরিবর্তন হতে দেখলেন তখন সীমাহীন খুশি হলেন ও খুব দোয়া করলেন। আত্মীয়স্বজন সবাই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমানে আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি তেহসীল মুশাওয়ারাতের খাদিম (নিগরান) হিসাবে যথাসাধ্য সুন্নাত প্রসারের সৌভাগ্য অর্জন করছি।

আশিকানে রাসুল লায়ে জান্নাতকে ফুল, আ-ও লেনে চলে কাফিলে মে চলো।
ভগ্ন-তে হে কাহা আ-ভী যায়ে ইহা, পা-য়েন গে জান্নাতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

রিসালা বন্টন করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ একজন বেনামাযী মডার্ন যুবককে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে। এটাও জানা গেল যে, মাকতাবাতুল মদীনার পক্ষ থেকে মুদ্রিত সুন্নাতে ভরা রিসালা বন্টন করার অনেক ফায়দা রয়েছে। ঐ মডার্ন যুবক ‘ভয়ানক উট’ নামক রিসালাটি পড়ে ছটফট করে সাথে সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেল আর তার মাথা সবুজ শ্যামল হয়ে গেল। তাই নিজের আত্মীয় স্বজনের ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে, ওরশ ও সমাবেশ, বিবাহ ও শোকের অনুষ্ঠান, জানাযা ও বরযাত্রী এবং মীলাদের জুলুসে সুন্নাতে ভরা রিসালা সমূহ ও রং বেরংয়ের আলাদা আলাদা মাদানী ফুলের লিফলেট মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সুলভ মূল্যে ক্রয় করে প্রচুর পরিমাণে বন্টন করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

বিয়ের কার্ডের সাথেও একটি করে রিসালা অর্পন করুন। যদি আপনার প্রদানকৃত রিসালা বা লিফলেট পড়ে কারো হৃদয়ে পরিবর্তন এসে যায় আর সে নামাযী ও সুন্নাত পালনে অভ্যস্ত হয়ে যায় তবে إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ আপনারও উভয় জগতে সফলতা অর্জিত হবে।

হার মাহিনে জোকোয়ি বারা রিসালা বা-ট দে,
إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ দো-জাহা মে উছকা বে-ড়া পার হয়।

আঙ্গুল চাটা সুন্নাত

হযরত সাযিয়্যুনা আমীর বিন রবীয়া رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তিন আঙ্গুল দ্বারা খাবার খেতেন ও যখন (তা থেকে) অবসর হতেন তখন সেগুলো চেটে নিতেন। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৫ম খন্ড, ২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৯২৩)

খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে তা অজানা

হযরত সাযিয়্যুনা জাবির رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: প্রিয় আকা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আঙ্গুলগুলো ও থালা চাটার নির্দেশ দিয়েছেন ও বলেছেন, “তোমাদের জানা নেই যে, খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।” (সহীহ মুসলিম, ১১২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০২৩)

খাবারের বরকত লাভের নিয়ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস, শত কোটি আফসোস! আজকাল মুসলমানদের খাওয়ার ধরণ দেখে এরূপ মনে হয় যে, অনেক কম সংখ্যক সৌভাগ্যবানই এমন রয়েছেন, যারা সুন্নাত অনুসারে খাবার খান ও সেটার বরকত লাভ করেন। বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারকে বলা হয়েছে, “তোমাদের জানা নেই যে, খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।” সুতরাং আমাদের চেষ্টা করা উচিত, খাবারের এক বিন্দুও যেন নষ্ট না হয়। হাঁড় ইত্যাদি এতটুকু চেটে চুষে নেয়া উচিত, খাবারের এক বিন্দুও যেন নষ্ট না হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

হাঁড় ইত্যাদি এতটুকু চেটে চুষে নেয়া উচিত যে, তাতে যেন মাংসের কোন অংশ ও কোন ধরণের খাদ্যের চিহ্ন বাকী না থাকে। প্রয়োজনবশতঃ বাসনে হাঁড়কে ঝেড়ে নিন, যাতে কোন দানা ইত্যাদি আটকে থাকলে বেরিয়ে আসে ও খেয়ে নেয়া সম্ভব হয়। যদি সম্ভব হয় তবে খাবারের সাথে রান্নাকৃত গরম মসল্লা যথা-এলাচী, কালো মরিচ, লবঙ্গ, দারু চিনি ইত্যাদিও খেয়ে নিন। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** উপকারই হবে। যদি খাওয়া সম্ভব না হয় তবুও কোন গুনাহ নেই। বিরিয়ানী ইত্যাদি থেকে কাঁচা মরিচ বের করে ফেলে দেয়ার পরিবর্তে সম্ভব হলে খাওয়া শুরু করার পূর্বেই সেগুলো বেছে নিয়ে সংরক্ষণ করে রাখুন এবং পরে কোন খাবারে পিষে দিয়ে দিন। অনেকে মাছের চামড়াও ফেলে দেন এটাও খেয়ে নেয়া উচিত। মোটকথা, খাদ্যের সকল অংশের প্রতি লক্ষ্য রেখে সেটার প্রতিটি ক্ষতিমুক্ত বস্তু খেয়ে নেয়া উচিত। এছাড়া আঙ্গুলগুলো ও বাসন এমনভাবে চাটুন যেন তাতে খাবারের অংশ অবশিষ্ট না থাকে।

আঙ্গুলগুলো চাটার নিয়ম

হযরত সাযিয়্যুনা কাব বিন উ'জরা **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** বলেন: আমি হরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** কে বৃদ্ধাঙ্গুল, শাহাদাত আঙ্গুল ও মধ্যম আঙ্গুল একত্র করে তিন আঙ্গুলে খেতে দেখেছি। অতঃপর আমি দেখলাম যে, মদীনার তাজেদার **আল্লাহর** প্রিয় রাসুল **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** সেগুলো মুছে নেয়ার পূর্বে চেটে নিলেন, সর্বপ্রথম মধ্যম অতঃপর শাহাদাতের ও এরপর বৃদ্ধাঙ্গুল শরীফ চাটলেন। (মাজমাউয যাওয়ানিদ, ৫ম খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৯৪১)

আঙ্গুলগুলো তিনবার চাটা সূনাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আঙ্গুলগুলো তিনবার করে চাটা সূনাত। যদি তিনবারের পরও আঙ্গুলগুলোতে খাবার লেগে থাকতে দেখা যায় তবে আরো অধিকবার চেটে নিন। শেষ পর্যন্ত যাতে খাদ্যের কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর না হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

‘শামায়িল তিরমিযীতে’ রয়েছে; নবী করীম, রউফুর রহীম, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (খাওয়ার পরে) নিজ আঙ্গুল গুলো তিন তিন বার করে চাটতেন। (শামায়িলে তিরমিযী, ৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৩৮)

বরতন চাটা সুল্লাত

তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি রেকাবী (খালা) ও নিজ আঙ্গুলগুলোকে চেটে নেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে পরিতৃপ্ত রাখেন।” (তাবরানী কবীর, ১৮তম খন্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৫৩)

শেষে বরকত বেশী হয়ে থাকে

সরকারে নামদার, খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “থাবারের খালা ততক্ষণ না উঠানো চাই, যতক্ষণ আহারকারী সেটা চেটে না নেয় অথবা অন্য কারো দ্বারা চাটিয়ে না নেয়। কারণ “খাওয়ার শেষে বরকত (অধিক) হয়ে থাকে।” (কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা)

খালা ক্ষমার দোয়া করে

হযরত নুবাইশা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে খাওয়ার পর খালা চেটে নেবে, ঐ খালা তার জন্য ইসতিগফার (তথা ক্ষমা প্রার্থনা) করবে।” (ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৭১) এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, ঐ খালা বলে, “হে আল্লাহ! একে জাহান্নাম থেকে নিরাপদে রাখুন, যেভাবে সে আমাকে শয়তান থেকে নিরাপদে রেখেছে।” (কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৮২২) বিখ্যাত মুফাসসির হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ, মিশ্রিত খালা পরিস্কার করা ব্যতীত রেখে দিলে তা শয়তান চাটে।” (মিরআত-৩, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

খালা চাটার হিকমত

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “খালা চাটার মাঝে খাওয়ার আদব রয়েছে। এটাকে (খালাকে) বরবাদ হওয়া থেকে রক্ষা করা। খালা ঐ অবস্থায় রেখে দেয়াতে তার উপর মাছি বসে। খালাতে লেগে থাকা খাদ্য কণা আল্লাহরই পানাহ! নালা, আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়, এর ফলে সেটার প্রতি ভীষণ বেয়াদবী হয়ে থাকে। যদি এক ওয়াক্তে প্রত্যেকে কয়েকটি করে দানাও খালার মধ্যে রেখে দিয়ে নষ্ট করে তাহলে প্রতিদিন কত মণ খাবার নষ্ট হয়! মোটকথা, খালা চেটে নেয়ার মধ্যে অনেক হিকমত নিহিত রয়েছে।” (মিরআত-৩, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)

ঈমান তাজাকারী বাণী

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রক্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “পেয়ালা চেটে নেয়া আমার নিকট এর চেয়ে অধিক প্রিয় যে, পেয়ালা পরিমাণ খাবার সদকা (দান) করব।” (অর্থাৎ চাটার মধ্যে যেহেতু বিনয় রয়েছে সুতরাং সেটার সাওয়াব ঐ সদকার সাওয়াব থেকেও বেশি)। (কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪০৮২১)

সুন্নাতের বরকত

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হযরত পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে রেকাবী (খালা) ও নিজের আঙ্গুলগুলো চাটে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার পেট পূর্ণ করে।” (অর্থাৎ- দুনিয়াতে দরিদ্রতা থেকে রক্ষা পাবে, কিয়ামতের ক্ষুধা থেকে নিরাপদ থাকবে, দোযখ থেকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। কেননা দোযখে কারো পেট ভরবে না।) (তাবরানী কাবীর, ১৮তম খন্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৫৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

একজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “যে খাবারের খালা চেটে নেয় ও ধুয়ে সেটার পানি পান করে নেয়, সে একজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব লাভ করে।”

(ইহইয়াউল উলুমুদীন, ২য় খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা)

ধুয়ে পান করার নিয়ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুধুমাত্র খাবারের খালাকেই চাটা যথেষ্ট নয়। যখনই কোন পেয়ালা বা গ্লাস ইত্যাদিতে চা, দুধ, লাচ্ছি, ফলের রস (JUICE) ইত্যাদি পান করেন, সেগুলোকেও চেটে নিন ও ধুয়ে পান করে নিন। অনুরূপভাবে যখন তরকারী কিংবা অন্য কোন খাদ্যের সম্মিলিত পেয়ালা, কড়াই অথবা ডেস্ক্রি খালি হয় বা তাতে সামান্য পরিমাণই খাদ্য অবশিষ্ট থেকে যায় তবে সেটা ও (তরকারী) বের করার চামচকেও সম্ভব হলে পরিস্কার করে নিন। প্রায়ই ডেস্ক্রি ও বড় পাত্রের ভেতর কিছু না কিছু খাদ্য থেকে যায়, যা নষ্ট করে ফেলা হয়। এরূপ হওয়া উচিত নয়। যতটুকু সম্ভব সেটা থেকে সম্পূর্ণ খাবার বের করে নিন। একটি দানাও নষ্ট হতে দেবেন না। এমনও হতে পারে যে, সেটা ধুয়ে পানি জমা করে ফ্রিজে রেখে দিয়ে রান্নায় ব্যবহার করুন। তবে এসব কিছু আল্লাহ তাআলার তওফীকেই সম্ভব হবে। এটাও মনে রাখবেন যে, খালা বা গ্লাস ইত্যাদি চাটা বা ধোয়াতে এ সতর্কতা জরুরী যে, তাতে যেন সম্পূর্ণ খাবার শেষ হয়ে যায়। যদি খালার মধ্যে খাদ্য কণা লেগে থাকে তবে এটা ধোয়ে বলা হবে না। এটা অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, একবার ধোয়ে পান করাতে প্রায়ই খালা পরিস্কার হয় না। সুতরাং দুই বা তিনবার পানি ঢেলে ভালভাবে উপরের কিনারাসহ চতুর্দিকে আঙ্গুল ঘুরিয়ে ধুয়ে পান করাটা উত্তম।

ধুয়ে পান করার পর অবশিষ্ট ফোঁটা

ধুয়ে পান করার পরও খালা কিংবা পেয়ালা ইত্যাদিতে কয়েক ফোঁটা পানি থেকে যায় সুতরাং আঙ্গুল দিয়ে জমা করে পান করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

পানি বা পানীয় দ্রব্য পান করে গ্লাস বা বোতল বাহ্যিকভাবে খালি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কিছুক্ষণ পরে দেখা হলে তখন দেখা যাবে সেটার চতুর্দিক থেকে নেমে তলায় কয়েক ফোঁটা জমা হয়েছে, এগুলোও পান করে নিন। কারণ হাদীসে পাকে রয়েছে, “তোমরা জাননা যে, খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।” হায়! এমন যদি হত, এভাবে ধুয়ে পান করা নসীব হতো, খাবারের ঐ পাত্র, লাচ্ছির গ্লাস বা চায়ের পেয়লা (কাপ) ইত্যাদি এমন হয়ে যেত, যেন বুঝা না যায় যে, এটাতে এইমাত্র কিছু খাওয়া হয়েছে কিংবা শরবত ইত্যাদি পান করা হয়েছে!

চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে পাত্র ধুয়ে পান করার উদকারীতা

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ কোন সুনাত হিকমত থেকে খালি নয়। আধুনিক বিজ্ঞানও আজ স্বীকার করছে যে, ভিটামিন বিশেষত: “ভিটামিন বি কমপ্লেক্স” খাবারের উপরিভাগে কম ও পাত্রের তলায় বেশী হয়ে থাকে। এছাড়া খাদ্যে বিদ্যমান খনিজ লবণ শুধুমাত্র তলাতেই থাকে, যা পাত্র চাটাতে ও ধুয়ে পান করাতে অনেক রোগ প্রতিরোধের কারণ হয়ে থাকে।

কিডনীর পাথর কিভাবে বের হলো?

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর করার বরকতে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ও বিভিন্ন রোগ ব্যাধির প্রতিকার হয়। যেমন এক ইসলামী ভাইয়ের অনেকটা এরকম বর্ণনা হচ্ছে, আমাদের ১২ দিনের মাদানী কাফেলা বেলুচিস্তান থেকে ফেরার পথে কোন এক স্টেশনে নামল। কাফেলা ওয়ালারা ইনফিরাদী কৌশিশে মশগুল হলেন। এরই মধ্যে সেখানে এক ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি মাদানী কাফেলার বরকত অর্জনে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বলতে লাগলেন, আমি কিডনীর পাথরের দরুন ভীষণ কষ্টের মধ্যে ছিলাম। ডাক্তার অপারেশন করতে বলেছিলেন। পথিমধ্যে এক ইসলামী ভাই আমাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে শান্তনা দিলেন যে, “ভয় করবেন না, মাদানী কাফেলায় সফর করে নিন। সফরে দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

আল্লাহ আপনার সমস্যা সমাধান করে দেবেন।” তার ক্ষমতাপূর্ণ বাচন ভঙ্গি আমার অন্তর জয় করে নিল আর আমি তিন দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তিন দিনের মধ্যেই আমার পাথর বের হয়ে গেল। আমি যখন ডাক্তারকে বললাম: তখন তিনি অবাক হয়ে গেলেন, কেননা সম্ভবত আমার পাথর এ ধরনের ছিল যে, অপারেশন ছাড়া ডাক্তারদের নিকট এটার কোন চিকিৎসাই ছিল না।

গরমে বীমারিয়া তংগ করে পাথ্যরিয়া, পা-ওগে সিহাতে কাফিলে মে চলো।
ঘর মে না-চা-কিয়া হো ইয়া তঙ্গদাঙ্গিয়া, পা-য়েগি বরকতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

গরম খাবারের নিষেধাজ্ঞা

হযরত সাযিয়দুনা জাবির رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “গরম খাবার ঠান্ডা করে নাও, কারণ গরম খাবারে বরকত হয় না।”

(মুসতাদরাক লিল হাকিম, ৪র্থ খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭১২৫)

খাবার কতটুকু ঠান্ডা করা যাবে!

হযরত সাযিয়দাতুনা জুয়াইরিয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ খাবারের ভাপ নিঃশ্বেষ হওয়ার পূর্বে তা খাওয়া অপছন্দ করতেন।

(মাজমাউয যাওয়য়িদ, ৫ম খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৮৮৩)

গরম খাবারের ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাবার ঠান্ডা করে খাওয়া উচিত। তবে এটা জরুরী নয় যে, এতটুকু ঠান্ডা করে নেয়া যে, জমাট বেঁধে স্বাদহীন হয়ে যায়। বরং কিছুটা ঠান্ডা হতে দিন যেন ভাপ উঠা বন্ধ হয়ে যায়। প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “খাবার কিছুটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া ও ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা না করা বরকতের কারণ আর এভাবে খাওয়াতে কষ্টও হয় না।”

(মিরআত - ৩, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

প্রচন্ড গরম খাবার খাওয়াতে কিংবা ভীষণ গরম গরম চা অথবা কফি ইত্যাদি পান করাতে মুখ ও গলায় ফোস্কা, পাকস্থলীর ফোলা ইত্যাদি হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এছাড়া এরপর পরই ঠান্ডা পানি পান করাতে দাঁতের মাড়ি ও পাকস্থলীর ক্ষতি সাধন করে।

খাবারে মাছি

পানাহারের কোন বস্তুতে কোন মাছি পড়লে তখন ঐ খাবার ফেলে দেয়াটা অপচয় ও গুনাহ্। মাছিকে তাতে ডুবিয়ে বের করে ফেলে দিন ও ঐ খাবার বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করুন। যেমন মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যখন খাবারে মাছি পতিত হয়, তখন সেটাকে ডুবিয়ে দাও (ও ফেলে দাও) কারণ সেটার এক ডানায় শেফা ও অন্যটাতে রোগ রয়েছে। খাবারে পড়ার (বসার) সময় সে প্রথমে রোগওয়ালা ডানাটি রাখে। তাই সম্পূর্ণ (মাছি) টিকেই ডুবিয়ে দাও।” (আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খন্ড, ৫১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৪৪)

বিজ্ঞানের স্বীকারোক্তি

প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দৃষ্টির প্রতি জান কতাওবান! আমাদের প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যা পর্যবেক্ষণ করে নিয়েছিলেন এখন বিজ্ঞানও সেটা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। যেমন বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে, মাছির এক ডানায় বিপদজনক ভাইরাস (VIRUS) ও অন্যটায় ভাইরাস প্রতিরোধক (ANTIVIRUS) জীবাণু থাকে। মাছি যখন কোন খাদ্য অথবা পানীয় অর্থাৎ চা, দুধ বা পানি ইত্যাদিতে পড়ে তখন ভাইরাসযুক্ত ডানা প্রথমে ফেলে, যার দরুন খাদ্যে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে আর আহারকারী রোগ ব্যাধির শিকার হতে পারেন। এখন যদি মাছি ডুবিয়ে দেন তবে অন্য ডানার প্রতিরোধক ভাইরাস (জীবাণু) ঐ বিপদজনক জীবাণুকে ধ্বংস করে ফেলে আর খাবারের ভাইরাস ক্ষতিমুক্ত হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

মাংস ছিড়ে খাও

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিদ্দাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বর্ণনা করেন যে, ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “মাংস (খাওয়ার সময়) ছুরি দিয়ে কেটোনা, কারণ এটা অনারবীদের নিয়ম আর মাংস দাঁত দিয়ে ছিড়ে খাও, কারণ এটা (এরূপ করে খাওয়াটা) অধিক মজাদার ও সুস্বাদু।” (আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খন্ড, ৫১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৪৪) যদি মাংসের বড় টুকরা যথা ভূনাকৃত রান ইত্যাদি হয় তবে প্রয়োজনবশতঃ ছুরি দিয়ে কেটে নেয়াতে অসুবিধা নেই।

মুরগীর রানের কালো রেখাগুলো বের করে ফেলুন

সরকারে আলা হযরত رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বিশ্লেষণ (গবেষণা) অনুযায়ী জবাইকৃত পশুর ২২টি বস্তু এমন রয়েছে, যা খাওয়া হারাম অথবা মামনু (মাকরুহ)। সেসবের মধ্যে হারাম মগজ অন্তর্ভুক্ত, যা সাদা রেখার ন্যায় হয়ে থাকে। আর তা মগজ থেকে শুরু হয়ে গর্দান অতিক্রম করে সম্পূর্ণ মেরুদন্ডের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হয়ে থাকে। এছাড়া গর্দানের উভয় পার্শ্বে হলুদ রংয়ের দুটো মজবুত পাট্টা যা কাঁধ পর্যন্ত টানা থাকে। এটা খুবই শক্ত হয়ে থাকে, সহজে গলে না। এগুলো ও শরীরের গ্রন্থি বা রগ খাওয়াও হারাম। জবাইকৃত পশুর মাংসের ভেতর যে রক্ত থেকে যায় তা যদিও পবিত্র কিন্তু ঐ রক্ত খাওয়া হারাম। সুতরাং মাংসের ঐ অংশ যাতে প্রায়ই রক্ত থেকে যায় সেগুলো ভালভাবে দেখে নিন। যেমন মুরগীর রান্নাকৃত মাংসের মধ্যে ঘাড়, ডানা ও রান ইত্যাদির ভেতর থেকে কালো রেখাগুলো বের করে নিন। কারণ এগুলো রক্তের শিরা। রক্ত রান্না হওয়ার পর কালো হয়ে যায়। মুরগীর ঘাড়ের পাট্টা ও হারাম মগজও খাবেন না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

১২ বছর আগে হারানো ভাই মিলে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সূনাত প্রশিক্ষণের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলা সমূহে আশিকানে রাসুলের সাথে সফর করতে থাকুন। ইলমে দীন অর্জনের সাথে সাথে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ দুনিয়াবী সমস্যাবলীও সমাধান হতে থাকবে। যেমন- দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মাদানী কাফেলা সবুজপুর, হরীপুর, সারহদে সূনাতে ভরা সফররত অবস্থায় ছিল। এতে এক ইসলামী ভাই বলেছেন যে, আমার বড় ভাইজান রোজগারের উদ্দেশ্যে বিদেশ গিয়েছিলেন। আজ ১২ বৎসর হয়ে গেল তার কোন খোঁজখবর নেই। তার তিন সন্তান ও তাদের মায়ের ব্যয়ভার আমাদের ঘাড়ে ছিল আর দারিদ্র্য অবস্থা বিরাজ করছিল। আমি আশিকানে রাসুলের সাথে দোয়াকরার নিয়ত নিয়ে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়েছি। মাদানী কাফেলা শেষ হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পর এক মাদানী মাশওয়রাতে ঐ ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করলেন। তার অনুভূতি দেখার মত ছিল। কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে আমাদের প্রতি দয়া হয়ে গেছে। ১২ বৎসর যাবৎ হারানো ভাইজানের ফোন এসেছে এবং তিনি আমাদেরকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার রুপীও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জু কে মাফকূদ হো উও ভী মওজুদ হো, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ, চলে কাফিলে মে চলো।
দূরহো সা-রে গম হোগা রব কা করম, গমকে মারে সূনে কাফিলে মে চলে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

দোয়া কবুল না হওয়ার মধ্যেও হিকমত

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ এ ধরনের অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে কাফেলায় সফর করে দোয়াকারীদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। অনেক লোক এমনও পাবেন যাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। যদি কখনো আপনার দোয়া কবুল হওয়ার চিহ্ন দৃষ্টিগোচর নাও হয় তবুও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর রাজী থাকুন। কারণ অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে, আমরা যা কিছু চাচ্ছি তা না পাওয়ার মধ্যে আমাদের জন্য কল্যাণ হয়ে থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

যেমন- আমার আক্বা আ'লা হযরত এর সম্মানিত পিতা হযরত আল্লামা মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “আহসানুল বিআ” গ্রন্থে বলেন: “আল্লাহু তাআলার হিকমত হচ্ছে, কখনো তুমি মূর্খতার কারণে কোন বস্তু তাঁর নিকট চাও আর তিনি মেহেরবানী করে তোমার দোয়াকে এ কারণে কবুল করেন না, তোমার জন্য (তা) ক্ষতিকারক। যেমন তুমি সম্পদ প্রত্যাশী, (অথচ) তা পেয়ে গেলে তোমার ঈমানের জন্য ভয় রয়েছে অথবা তুমি সুস্থতা প্রার্থী আর তা আল্লাহর জ্ঞানে (তোমার জন্য) আখিরাতের ক্ষতির মাধ্যম তাই তিনি তোমার দোয়া কবুল করলেন না সুতরাং, এরূপ খন্ডন, কবুলের চেয়ে উত্তম। (অর্থাৎ- এরূপ দোয়া কবুল না হওয়াই তোমার জন্য উপকারী। তুমি এই আয়াতে মোবারক)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর হয়।”

(সূরা-বাকারা, আয়াত-২১৬, পারা-২)

عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

এর প্রতি দৃষ্টি দাও এবং এ খন্ডন (অর্থাৎ- দোয়া কবুল না হওয়ার) জন্য শোকর আদায় করো। কখনো দোয়ার বদলে আখিরাতের সাওয়ার মঞ্জুর হয়ে থাকে। তুমি দুনিয়ার নিকৃষ্ট সম্পদ প্রত্যাশা করছ আর পরওয়ারদিগার আল্লাহু আখিরাতের উৎকৃষ্ট নেয়ামতরাজি তোমার জন্য একত্রিত করেন। (তাই এখন তুমিই বল) এটা শোকরের ব্যাপার নাকি অভিযোগের বিষয়।

খিলাল

খাবার খাওয়ার পর কোন কাঠ (শলা) বা খড়খুটো দিয়ে খিলাল করা সুল্লাত। অনেক ইসলামী ভাই খিলালের জন্য ম্যাচের বারুদ উঠিয়ে ফেলে দেন, এরূপ করা উচিত নয়। কারণ এভাবে বারুদ নষ্ট হয়ে থাকে। অন্য কোন শলা দিয়ে খিলাল করে নেয়া চাই। খিলালের গুরুত্ব সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

যেমন-হযরত সাযিয়দুনা আবু নহ্ রَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি খাবার খায় (ও দাঁতের মধ্যে কিছু থেকে যায়) তা যদি খিলালের মাধ্যমে বের করে তবে (যেন) ফেলে দেয়। আর জিহ্বা দিয়ে বের করলে (যেন) গিলে ফেলে। যে এরকম করল ঠিক করলো আর না করলেও অসুবিধা নেই।”

(আবু দাউদ শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৬, হাদীস নং-৩৫)

কিরামান কাতিবীন ও খিলাল বর্জনকারী

হযরত সাযিয়দুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাদের নিকট আসলেন এবং ইরশাদ করলেন: “খিলালকারী কতই না উত্তম। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আরয করলেন: ইয়া রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! কোন বস্তুর খিলালকারী? বললেন: ওযুতে খিলালকারী এবং খাওয়ার পর খিলালকারী। ওযুর খিলাল কুলি করা, নাকে পানি দেয়া এবং আঙ্গুলগুলোর মাঝখানে (খিলাল করা) এবং খাবারের খিলাল খাবারের পর করা হয়। আর কিরামান কাতিবীন এর জন্য এর চেয়ে অধিক কোন বিষয় কঠিন নয় যে, তাঁরা যে ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছেন, তাকে এ অবস্থায় নামায পড়তে দেখেন যে, তার দাঁতগুলোর মাঝে কোন বস্তু থাকে।” (ভাবরানী কবীর, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৭, হাদীস নং- ৪০৬১)

পান আহারকারীর মনোযোগ দিন!

আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সূনাত, হযরত আল্লামা মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: বেশি পরিমাণে পান খাওয়াতে অভ্যস্ত ব্যক্তির বিশেষতঃ যখন দাঁতগুলোতে ফাঁক হয়, অভিজ্ঞতা অনুসারে জানা যায় যে, সুপারীর ক্ষুদ্র অংশ ও পানের প্রচুর ছোট ছোট টুকরা এভাবে মুখের চতুর্পাশে ও কিনারায় অবস্থান করে থাকে (অর্থাৎ- মুখের কোণগুলোতে ও দাঁতের ফাঁক গুলোতে ঢুকে যায়) তখন তিনবার নয় বরং দশবার কুলি করলেও এগুলো পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কারের জন্য যথেষ্ট হয় না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

খিলাল এগুলোকে বের করতে পারে না, মিসওয়াকও না। শুধুমাত্র কুলি ব্যতীত। কেননা পানি ফাঁকগুলোতে প্রবেশ করিয়ে ঝাঁকুনি (নাড়াচাড়া) দেয়াতে তা জমে থাকা ক্ষুদ্র অংশগুলোকে ক্রমান্বয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। এটারও কোন সীমা নির্ধারণ হতে পারে না এবং এরূপ পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার করার ব্যাপারেও ভীষণ তাগিদ রয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে ইরশাদ হয়েছে যে, যখন বান্দা নামাযের জন্য দশায়মান হয়, (তখন) ফিরিশতা তার মুখের উপর নিজের মুখ রাখেন, সে যা পড়ে (তা) তার মুখ থেকে বের হয়ে ফিরিশতার মুখে যায়, ঐ সময় যদি খাদ্যের কোন বস্তু তার দাঁতগুলোতে থাকে, (তখন) ফিরিশতার তা দ্বারা এরূপ কষ্ট হয়, যা অন্য কোন বস্তু দ্বারা হয় না।” খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: যখন তোমাদের কেউ রাতে নামাযের জন্য দাঁড়াও, তবে (তার) উচিত যে, মিসওয়াক করে নেয়া। কেননা যখন সে নিজের নামাযের মধ্যে কিরাত (আদায়) করে, তখন ফিরিশতা নিজের মুখ তার মুখের উপর রাখে এবং যে বস্তু তার মুখ থেকে বের হয়, তা ফিরিশতার মুখে প্রবেশ করে। (কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা) ‘তাবরানী কাবীরের’ মধ্যে হযরত সাযিয়্যুদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন, উভয় ফিরিশতার জন্য এর চেয়ে অধিক কোন বিষয় ভারী নয় যে, তারা নিজেদের সাথীকে নামায পড়তে দেখে অথচ তার দাঁতগুলোতে খাদ্যাংশ আটকে থাকে। (মুজামুল কাবীর, ৪র্থ খন্ড, ১৭০৭ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ৬২৪-৬২৫ পৃষ্ঠা, রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর)

দাঁতে দুর্বলতা

হযরত সাযিয়্যুদুনা ইবনে উমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “যে খাবার (মাংসের কণা ইত্যাদি) মাড়িতে থেকে যায়, তা মাড়িকে দুর্বল করে দেয়।” (মাজমাউয যাওয়ানিদ, ৫ম খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৯৫২)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

খিলাল কি রকম হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই কোন খাবার খান, এরপর খিলাল করার অভ্যাস করা উচিত। উত্তম হচ্ছে, খিলাল যেন নিম কাঠের হয়, কারণ এটার তিজতা দ্বারা মুখ পরিষ্কার হয় ও এটা মাড়ির জন্য উপকারী। বাজারে **TOOTH PICKS** প্রায়ই মোটা ও নরম হয়ে থাকে। নারিকেলের অব্যবহৃত শলাকা অথবা খেজুর গাছের ডাল দ্বারা (ব্লেন্ড দিয়ে সাইজ করে) অনেক শক্ত খিলাল তৈরী হতে পারে। অনেক সময় মুখের কোণার দাঁতে গর্ত হয়ে থাকে আর তাতে মাংস ইত্যাদির অংশ আটকে যায়, যা শলা ইত্যাদি দিয়ে বের হয় না। এ ধরণের খাদ্যকণা বের করার জন্য মেডিকেল স্টোরে বিশেষ ধরণের সুতা (**FLOSSERS**) পাওয়া যায়। এছাড়া অপারেশনের যন্ত্রপাতির দোকানে স্টিলের, দাঁতের খিলালও **CURVE SICKLE SCALER** পাওয়া যায়। কিন্তু এসব জিনিসের ব্যবহার পদ্ধতি জানা অত্যন্ত জরুরী অন্যথায় মাড়ি আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে।

খিলালের সাতটি নিয়ত

হাদীসে পাকে রয়েছে, তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “মুসলমানের নিয়ত তার আমল থেকে উত্তম।” (আবরানী মুজামুল কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৯৪২) খিলাল শুরু করার পূর্বে এবং খাওয়া শুরু করার পূর্বে এ নিয়তগুলো করে সাওয়াবের ভান্ডার অর্জন করুন। (১) খাওয়ার পর খিলালের স্নানাত আদায় করব (২) খিলাল শুরু করার পূর্বে بِسْمِ اللهِ পড়ব, (৩) মিসওয়াক করার জন্য সহায়তা অর্জন করব (কেননা দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্যকণা যখন পঁচে যায় তখন মাড়ি দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে ও তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করে। সুতরাং মিসওয়াক করা কঠিন হয়ে পড়ে) (৪) ওয়ুতে পরিপূর্ণভাবে কুলি করতে সহায়তা লাভ করব,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

(মুখের ভিতরের প্রতিটি অংশে ও দাঁতের মধ্যবর্তী ফাঁকগুলোতে যেন পানি প্রবাহিত হয় সেভাবে তিনবার কুলি করা অযুতে সুন্নাতে মুআক্কাদা আর উল্লেখিত নিয়মে গোসলে একবার কুলি করা ফরয এবং তিনবার করা সুন্নাতে) (৫) দাঁতগুলোকে রোগব্যাদি থেকে রক্ষার চেষ্টা করে ইবাদতে শক্তি অর্জন করব। (কারণ খিলাল করার দরুন খাদ্যকণা বের হয়ে যাবে আর এভাবে মাড়ির রোগ থেকে রক্ষা হবে আর সুস্থ শরীরে ইবাদত করতে শক্তি অর্জিত হবে), (৬) মুখকে দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা করে মসজিদে প্রবেশ করা বহাল রাখতে সাহায্য লাভ করবো (স্পষ্ট যে, খাদ্যকণা দাঁতে আটকে থাকলে তখন তা পঁচে দুর্গন্ধের কারণ হবে আর যখন মুখে দুর্গন্ধ হবে তখন মসজিদে প্রবেশ করা হারাম) (৭) ফিরিশতগণকে কষ্ট দেয়া থেকে বাঁচব (মুখে খাদ্য কণা থাকা অবস্থায় নামাযে কুরআনে পাক পাঠ করাতে ফিরিশতাদের কষ্ট হয়।)

কুলি করার নিয়ম

ওযুতে এভাবে কুলি করা জরুরী যে, মুখের প্রতিটি অংশ ও দাঁতের সমস্ত ফাঁক ইত্যাদিতে যেন পানি পৌঁছে যায়। অযুতে এভাবে তিনবার কুলি করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। আর গোসলে একবার ফরয ও তিনবার সুন্নাতে। যদি রোযা অবস্থায় না হয় তবে গড়গড়াও করে নিন। মাংসের অংশ ইত্যাদি বের করা জরুরী। তবে যদি কোন (খাদ্য) কণা কিংবা সুপারী ইত্যাদির কণা বেরই হচ্ছে না তবে এখন আর এমন শক্তি প্রয়োগ করবেন না যেন আবার মাড়ি আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কেননা যে অসহায় সে অপারগ।

খিলাল করার চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত হিকমত

আমাদের প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আজ থেকে ১৪০০ বছরেরও অধিক সময়ের পূর্বেই অনেক রোগ থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য খিলালের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখন শত শত বৎসর পর বিজ্ঞানীদের বুঝে এসেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

যেমন খিলালের হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে ডাক্তারেরা বলেন: “খাওয়ার পর খাদ্যকণা দাঁত ও মাড়ির মধ্যখানে আটকে যায়। যদি তা খিলাল করে বের করে ফেলা না হয় তবে তা পটে যায় আর তা থেকে এক বিশেষ ধরণের (PLASMA) ’র সৃষ্টি হয়ে মাড়িকে ফুলিয়ে দেয় আর এরপর দাঁত ও মাড়ির মধ্যের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে দাঁত পড়ে যায়। খিলাল না করাতে দাঁতে পাইরিয়া (PHYORRHEA) রোগও হয়ে থাকে। যার কারণে মাড়িতে পুঁজের সৃষ্টি হয়, যা খাদ্যের সাথে পেটে যায় এবং এরপর মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়।

দাঁতের ক্যান্সার

চা ও পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি খাবার কম খাওয়ার সাথে সাথে চা ও পানও কম খাওয়ার মানসিকতা তৈরী করুন। এমন যেন না হয় যে, আপনি খাবার কম খাবেন আর ধোঁকাবাজ নফস আপনাকে ক্ষুধা মিঠানোর আশা দিয়ে চা ও পানের মাত্রা বৃদ্ধি করার বিপদে যেন ফাঁসিয়ে না দেয়। চা গোদার জন্য ক্ষতিকারক। পান, গুটকা, মাইনপরী (পানে ব্যবহৃত নানা ধরণের মসলা বা বস্তু) ও সুগন্ধযুক্ত সুপারী ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করার মধ্যেই উপকার রয়েছে। যারা এগুলো বেশি পরিমাণে খায় তাদের মাড়ি, মুখ ও গলার ক্যান্সার হওয়ার আশংকা থাকে। অধিক পান আহারকারীদের মুখের ভিতরের অংশ লাল হয়ে যায়। যদি মাড়িতে রক্ত কিংবা পুঁজ হয়ে যায়, আর তা তাদের দৃষ্টি গোচর না হয় তবে তা পেটে যেতে থাকে। যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে পুঁজ বের হতে থাকে কিন্তু ব্যথা মোটেই হয় না। সম্ভবত তাদের তখনই জানা হবে যখন খোদা না করুন কোন কঠিন রোগ শিকড় গেড়ে বসবে।

নকল খয়ের এর ধ্বংসলীলা

সম্ভবত পাকিস্তানে খয়ের তৈরী হয় না। সম্পদলোভী ঐসব মানুষ, যাদের কারো দুনিয়া ও নিজের আখিরাত বরবাদ হওয়ার চিন্তা নেই তারা মাটির সাথে চামড়ার রং মিশিয়ে ঐ মাটিকে খয়ের বলে বিক্রি করে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসার্বাত)

আর এভাবে বোচারা পাকিস্তানি পানখোর ময়লা মাটি খেয়ে নানা ধরণের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং ভীষণ অসুস্থ হয়ে ধ্বংসের মুখে পড়ছে। জেনে শুনে নকল খয়ের কখনো ব্যবহার করবেন না। নকল খয়ের ব্যবসায়ী ও নকল খয়ের দিয়ে পান বিক্রয়কারী এ ধরণের কাজ থেকে সত্যিকার অর্থে তাওবা করুন। এছাড়া জেনে শুনে মাটি ভক্ষণকারীরা তা থেকে বিরত থাকুন। মাটি খাওয়ার ব্যাপারে শরয়ী মাসআলা হল, সামান্য পরিমাণ মাটি খাওয়াতে অসুবিধা নেই কিন্তু ক্ষতি হতে পারে এতটুকু পরিমাণে মাটি খাওয়া হারাম। (রদুল মুখতার, ১ম খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)

দাঁতে রক্ত আসার কারণ

অনেকের মিসওয়াক করার সময় রক্ত আসে, বরং ঐসব মানুষের রক্ত হয়তো খাবারের সাথে পেটেও পৌঁছে যায়। পেট খারাপ হওয়ার এটা একটা কারণ। এ ধরণের রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদির চিকিৎসা করানো উচিত। শরীরের ওজন বৃদ্ধি ও বাত-ব্যাদি সৃষ্টিকারী খাদ্যসমূহ থেকে বেঁচে থাকুন ও ক্ষুধা থেকে কম খাবেন। অসময়ে কোন কিছু খাবেন না। দ্বিতীয় কারণ এয়ে, দাঁত পরিস্কারের ব্যাপারে উদাসীনতার কারণে খাদ্য কণা দাঁতের ফাঁকে জমা হয়ে চুনের ন্যায় শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে **TATAR** (টাটার) বলা হয়। এজন্য দাঁতের ডাক্তারের নিকট যান। যদি ভাল ডাক্তার হন এবং অন্য কোন সমস্যা না থাকে তবে একই সাথে সবকটি দাঁত পরিস্কার (**SCALING**) করে দেবেন। অন্যথায় কয়েকবার ঘোরাঘুরি করিয়ে একটু আধটু কাজ করে বেশি টাকা খরচ করাবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

দাঁতের উত্তম চিকিৎসা হল মিসওয়াক

সঠিক পদ্ধতিতে মিসওয়াক করা হলে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ কখনো দাঁতের রোগ হবে না। আপনার মনে হয়তো এটা খেয়াল আসছে যে, আমি অনেকদিন থেকে মিসওয়াক ব্যবহার করে আসছি কিন্তু আমারতো দাঁত ও পেট উভয়ই খারাপ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

আমার সরল প্রাণ ইসলামী ভাইয়েরা! এতে মিসওয়াকের নয় আপনার নিজেরই ভুল রয়েছে। আমি সগে মদীনা رضي الله عنه (লিখক) এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, সম্ভবত আজকাল লক্ষজনের মধ্যে এক-আধজন ব্যক্তি এমন হবে, যারা সঠিক নিয়ম অনুসারে মিসওয়াক ব্যবহার করে থাকেন। আমরা প্রায় তাড়াহুড়া করে দাঁতের উপর মিসওয়াক ঘষে অযু করে চলে যাই। অর্থাৎ- এভাবে বলুন যে, আমরা মিসওয়াক নয় বরং “মিসওয়াকের প্রথা” আদায় করি।

মিসওয়াকের ১৪টি মাদানী ফুল

(১) মিসওয়াক মোটা হতে হবে কনিষ্ঠা আঙ্গুল পরিমাণ, (২) মিসওয়াক যেন এক বিঘাত অপেক্ষা লম্বা না হয়, লম্বা হলে এর উপর শয়তান বসে, (৩) মিসওয়াকের আঁশগুলো যেন নরম হয়, কারণ শক্ত আঁশ দাঁত ও মাড়ির মধ্যে ফাঁক সৃষ্টির কারণ হয়, (৪) মিসওয়াক তাজা হলে তো ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে নরম করে নিন, (৫) তার আঁশগুলো দৈনিক কাটতে থাকুন কারণ আঁশগুলো ততক্ষণ ফলদায়ক থাকে যতক্ষণ ওগুলোতে তিজতা বাকী থাকে, (৬) দাঁত সমূহের পাশা-পাশি (উপরে নিচে নয়) মিসওয়াক করুন, (৭) যখনই মিসওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করবেন, (৮) প্রত্যেকবার মিসওয়াক ধুয়ে ফেলবেন, (৯) মিসওয়াক ডান হাতে এইভাবে ধরবেন যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুল নিচে, মাঝখানের তিন আঙ্গুল উপরে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল মিসওয়াকের মাথায় থাকে, (১০) প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে, তারপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে অতঃপর ডান দিকের নিচের অংশে, তারপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহে মিসওয়াক করুন, (১১) চিৎ হয়ে শোয়াবস্থায় মিসওয়াক করলে প্লীহা বেড়ে যাওয়ার এবং (১২) মুষ্টিবদ্ধ করে মিসওয়াক করলে অর্শরোগ হওয়ার আশংকা থাকে, (১৩) মিসওয়াক ওয়ুর পূর্বেকার সুন্নাত, তবে মিসওয়াক করা তখনই সুন্নাতে মুআক্কাদা যখন মুখে দুর্গন্ধ থাকে, (ফতোওয়ানে রযবীয়াহ হতে সংগৃহীত, ১ম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা, রেযা ফাউন্ডেশন),

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দারইন্নি)

(১৪) ব্যবহৃত মিসওয়াকের আঁশগুলো, তাছাড়া যখন এটা (মিসওয়াক) ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায় তখন যেখানে সেখানে ফেলে দিবেন না, কারণ এটা সুনাত আদায় করার উপকরণ। কোন স্থানে সাবধানে রেখে দিন অথবা দাফন করে ফেলুন, না হয় সমুদ্রে ফেলে দিন।

(বিস্তারিত জানার জন্য বাহায়ে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১৭-১৮ পৃষ্ঠা দেখুন)

দাঁতের নিরাপত্তার জন্য ৪টি মাদানী ফুল

(১) যে কোন বস্তু খাওয়া, চা ইত্যাদি পান করার পর ৩ বার এভাবে কুলি করুন যে, প্রতিবার পানিকে মুখে এক আধ মিনিট পর্যন্ত ভালভাবে ঝাঁকুনি দেয়ার পর গিলে ফেলুন। (২) যখনই সুযোগ হয় মুখে কুলির পানি পুরে নিন এবং কয়েক মিনিট ঝাঁকুনি দিতে থাকুন এরপর ফেলে দিন। এ কাজটা প্রতিদিন বিভিন্ন সময়ে কয়েকবার করবেন। (৩) যদি আলোচ্য নিয়মে কুলি করার জন্য সাধারণ পানির পরিবর্তে লবণ মিশ্রিত কুসুম গরম পানি ব্যবহার করা যায়, তবে তা আরো ফলদায়ক হবে। যদি নিয়মিতভাবে করেন তাহলে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্য কণা ধুয়ে ধুয়ে বেরুতে থাকবে। তা মাড়িতে অবস্থান করে পঁচবেন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ এভাবে করাতে মাড়িতে রক্ত আসার অভিযোগও থাকবে না। (৪) যায়তুন শরীফের তেল দাঁতে ঘষলে মাড়ি এবং নড়াচড়া কৃতও মজবুত হয়ে যায়।

মুখের দুর্গন্ধের চিকিৎসা

যদি মুখে দুর্গন্ধ আসে তবে ধনিয়া চিবিয়ে খাবেন। এছাড়া টাটকা কিংবা শুকনো গোলাপ ফুল দিয়ে দাঁত মাজলেও إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হবে। তবে যদি পেট খারাপ হওয়ার কারণে দুর্গন্ধ আসে তাহলে “কম খাওয়ার” সৌভাগ্য অর্জন করে ক্ষুধার বরকতগুলো কুঁড়িয়ে নেয়াতে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ পা ও শরীরের বিভিন্ন অংশের ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বুকের জ্বালা পোড়া, মুখের ফোঁস্কা, বারংবার হওয়া সর্দি-কাশি ও গলার ব্যথা, মাড়িতে রক্ত আসাসহ ইত্যাদি অনেক ধরনের রোগের সাথে সাথে মুখের দুর্গন্ধ থেকেও মুক্তি পাবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

ক্ষুধা থেকে কম খাওয়াতে শতকরা আশি ভাগ রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। (বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে সুন্নাতে অধ্যায় পেটের কুফলে মদীনা পাঠ করুন) যদি নফস বা কুপ্রবৃত্তির লোভের চিকিৎসা হয়ে যায় তাহলে অনেক রোগ এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

রযা নফসে দুশমন হে দমমে না আনা,
কাহা তুমনে দে-খে হে চান্দরানে ওয়ালে। (হাদায়িখে বখশিশ)

মুখের দুর্গন্ধের মাদানী চিকিৎসা

এ দরুদ শরীফ সুযোগ পেলেই এক নিঃশ্বাসে ১১ বার পাঠ করুন:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ الطَّاهِرِ

মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে।

এক নিঃশ্বাসে পড়ার নিয়ম

একই নিঃশ্বাসে পাঠ করার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, মুখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেয়া শুরু করুন আর যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকু বাতাস ফুসফুসে ঢুকিয়ে নিন। এবার দরুদ শরীফ পড়া শুরু করুন। কয়েকবার এভাবে অনুশীলন করলে নিঃশ্বাস শেষ হওয়ার পূর্বে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পরিপূর্ণ ১১ বার দরুদ শরীফ পাঠ করার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আলোচ্য নিয়মানুসারে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে সাধ্য অনুসারে নিঃশ্বাসকে ভিতরে থামিয়ে রাখার পর মুখ দিয়ে তা বের করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। সারা দিনের মধ্যে যখনই সুযোগ হয়, বিশেষতঃ খোলা আকাশের নিচে প্রতিদিন কয়েকবার এরূপ করে নেয়া উচিত। আমাকে (সঙ্গে মদীনা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) কে একজন বয়স্ক হাকীম সাহেব বলেছেন: আমি নিঃশ্বাস নেয়ার পর (আধা ঘন্টা পর্যন্ত অথবা বলেছেন) দু ঘন্টা পর্যন্ত বাতাসকে শরীরের ভিতরে থামিয়ে রাখি আর এরই মধ্যে নিজের ওয়ীফা সমূহও পাঠ করতে থাকি। ঐ হাকীম সাহেবের কথায় নিঃশ্বাস থামিয়ে রাখতে সক্ষম এমন সব অভিজ্ঞ অনুশীলনকারী ব্যক্তিবর্গ পৃথিবীতে রয়েছেন, যারা সকালে নিঃশ্বাস নেন আর সন্ধ্যায় বের করেন!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

পাঁচটি সুগন্ধিময় মুখ

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর এক মহান মুজিয়া লক্ষ্য করণ, যার বরকতে পাঁচজন সৌভাগ্যবান মহিলা সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ এর মুখ সব সময়ের জন্য সুগন্ধিময় হয়ে গিয়েছিল। যেমন- হযরত সায়্যিদাতুনা উমাইরা বিনতে মাসউদ আনসারিয়্যা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: আমরা পাঁচ বোন তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয়্যত, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মর্যাদাপূর্ণ খিদমতে বাইআত হওয়ার জন্য উপস্থিত হলাম। রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তখন শুকনো মাংস আহার করছিলেন। আল্লাহর প্রিয় হাবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ শুকনো মাংসের এক টুকরা চিঁবিয়ে নরম করে আমাদেরকে প্রদান করলে আমাদের প্রত্যেকে সামান্য সামান্য করে খেয়ে নিলাম। (এটার বরকতে) সারা জীবন আমাদের মুখ থেকে সর্বদা খুশবু (সুগন্ধ) আসত। (আল খাসায়িসুল কুবরা, ১ম খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: মদীনা শরীফে زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ একজন নির্লজ্জ ও দুর্ব্যবহারকারী মহিলা ছিল। একদা সে মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তখন শুকনো মাংসের টুকরা আহার করছিলেন। সেও তা থেকে চাইল। প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাকে নিজের সামনের অংশ কিছুটা দিয়ে দিলেন। সে বলল: “না”। নিজের মুখ শরীফে যা আছে তা প্রদান করণ। হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ মুখ মোবারক থেকে বের করে (তাকে) প্রদান করলেন। তখন সে তা নিজের মুখে দিল আর খেয়ে নিল। ঐ ঘটনার পর থেকে ঐ মহিলা থেকে কখনো দুর্ব্যবহার বা মন্দ কথা-বার্তা শূনা যায় নি।

(আল খাসায়িসুল কুবরা, ১ম খন্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

মুশলখারে বৃষ্টি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করুন। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ হাতে আসবে বরং দুনিয়াবী পেরেশানীগুলোও দূরীভূত হবে। আশিকানে রাসুলদের নৈকটে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** দোয়াও কবুল হবে। আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কাযিনাত আলী মুরতাজা, শেরে খোদা **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** থেকে বর্ণিত, ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেছেন:

الِدُّعَاءُ سِلَاحُ الْبُؤْمِنِ وَعِبَادُ الدِّينِ، وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

অর্থাৎ- দোয়া মুমিনীনের হাতিয়ার ও দ্বীনের স্তম্ভ এবং জমিন ও আসমানের নূর। (মুসনাদে আবী ইয়লা, ১ম খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৩৫)

বিশেষতঃ সফরে দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। আর যদি আশিকানে রাসুলদের মাদানী কাফেলা হয় তবে কী বলব! যেমন দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসুলদের সুন্নাত প্রশিক্ষণের এক মাদানী কাফেলা নিকইয়াল কাশ্বীর, এ সফররত ছিল। স্থানীয় লোকেরা দোয়ার জন্য আবেদন জানিয়ে বললেন: নিকইয়ালের মুসলমানরা অনেক দিন যাবৎ বৃষ্টি হতে বঞ্চিত। সুতরাং মাদানী কাফেলা ওয়ালাগণ সমষ্টিগতভাবে দোয়ার ব্যবস্থা করলেন। নিকইয়ালের অনেক মুসলমান অংশগ্রহণ করল। দিনের বেলা ছিল। খাঁ খাঁ রোদ পড়ছিল। আশিকানে রাসুলদেরা কেঁদে কেঁদে ভাবাবেগপূর্ণ দোয়া শুরু করলেন। **اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ**! দেখতে দেখতেই রহমতের মেঘ ছেয়ে গেল। চারদিক অন্ধকার করে মেঘের গর্জন এবং মুশলখারে বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগল। আনন্দের শ্লোগান উঠতে লাগল। লোকেরা বৃষ্টিতে ভিজে গেলেন। উপস্থিত জনসাধারণের অন্তর দা'ওয়াতে ইসলামীর ভালবাসা ও মাদানী কাফেলা ওয়ালা আশিকানে রাসুলদের মহব্বতে ভরে গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের উপর আল্লাহর এ মহান অনুগ্রহ খোলা চোখে দেখার বদৌলতে অনেক ইসলামী ভাই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলেন আর নিকইয়ালে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ ধূম ধামের সাথে চলতে লাগল।

কাফিলে মে জারা, মাঙ্গো আ-কর দোয়া, হোগী খুব বা-রিশে কাফিলে মে চলো।
আশিকানে রাসুল লেলো জু কুছ ভি ফুল, তুমকো সুনাতকে দী কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

হাতের তৈলাক্ততা

হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, নবী করীম, রউফুর রহীম, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে এ অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে যে, তার হাতে (খাবারের) তৈলাক্ততার চিহ্ন থাকে আর তার (উপর) কোন মুসিবত আসে, তাহলে (এর জন্য) নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে যেন তিরস্কার না করে।” (মাজমাউয যাওয়ানিদ, ৫ম খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৯৫৪)

সাপের ভয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাওয়ার পর হাতগুলো সাবান ইত্যাদি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে তোয়ালে দ্বারা মুছে নেয়া উচিত, যাতে খাবারের অ্রাণ ও তৈলাক্ততা দূরীভূত হয়ে যায়। অন্যথায় আপনি অন্য কারো সাথে মুসাফাহ করলে গন্ধের কারণে তার ঘৃণা হতে পারে। প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরতে মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “এ হাদীসে পাকে মুসিবত থেকে উদ্দেশ্য সাপ কিংবা ইদুরের কামড়। এ দু'টো প্রাণী খাবারের খুশবুর প্রতি ধাবিত হয় অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য কুষ্ট রোগ। কেননা খাবার দ্বারা চর্বিযুক্ত হওয়া হাত শরীরের ঘামের সাথে লেগে যে জায়গায় স্পর্শ হয়ে যায়, সে জায়গায় কুষ্টের সাদা দাগ সৃষ্টি হওয়ার ভয় থাকে।” (মিরআত শরহে মিশকাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

খলীলে মিল্লাত, মুফতী মুহাম্মদ খলীল খান বরকাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “খাওয়া শেষ করে হাত ধোয়া ছাড়া শুয়ে পড়লে শয়তান হাত চাটে এবং আল্লাহর পানাহ! কুষ্ঠ রোগের কারণ হয়ে থাকে।” (সুনী বেহেশতী যেওর, ৬০৭ পৃষ্ঠা)

অন্যের থালা ব্যবহার করাটা কেমন?

কারো ঘর থেকে হাদিয়া স্বরূপ কোন খাবার আসলে থালা সাথে সাথে খালি করে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিন। যদি ঐ সময় দিতে না পারেন তবে আমানত স্বরূপ রেখে দিন এবং পরে ফিরিয়ে দিন। কিন্তু মনে রাখবেন! অন্যের ঐ থালা নিজে ব্যবহার করা জায়িয় নেই। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬৯) যদি জীবনে কখনো এ গুনাহ হয়ে থাকে তাহলে বাসনের মালিকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে তাওবা করে নিন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْ مُحَمَّدٍ

খাওয়ার ২০টি সূনাত

(১) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হেলান দিয়ে খেতেন না। (সুনানে আবী দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭৬৯ থেকে সংকলিত) (২) টেবিলের উপর রেখে খাবার খেতেন না। (সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৫৩৮৬ থেকে সংকলিত) (৩) যা কিছু পেতেন খেয়ে নিতেন। (সহীহ মুসলিম, ১১৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৫২ থেকে সংকলিত) (৪) পরিবারের লোকদের নিকট থেকে খাবার চেয়ে নিতেন না এবং তাদের নিকট প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করতেন না। যদি তারা উপস্থাপন করতেন তাহলে খেয়ে নিতেন এবং তারা যা কিছু সামনে রাখতেন তা গ্রহণ করতেন আর যা কিছু পান করাতেন তা পান করে নিতেন। (আত্‌তাহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, ৮ম খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত) (৫) অনেক সময় নিজে উঠে পানাহারের বস্তুগুলো নিয়ে নিতেন। (সুনানে আবী দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং -৩৮৫৬ থেকে সংকলিত) (৬) হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিজের সামনে থেকে শুরূ করতেন। (শুউবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৪৬ থেকে সংকলিত) (৭) এবং তিন আঙ্গুল দ্বারা আহার করতেন।

(মুসান্নিফে আবী শায়বাহ, ৫ম খন্ড, ৫৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩ থেকে সংকলিত)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরদর শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরদর শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

(৮) আর কোন সময় চার আঙ্গুল দিয়েও খেয়ে নিতেন। (আল জামিউস সগীর, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৯৪২ থেকে সংকলিত) কিন্তু দুই আঙ্গুল দ্বারা খাবার খেতেন না। তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এটা শয়তানের খাওয়ার পদ্ধতি।” (জামিউস সগীর সম্বলিত কদীর ৫ম খন্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৯৪০ থেকে সংকলিত) (৯) জবের (অমসূণ) ভূষি, আলাদা করা হয়নি এমন আটার রুটি আহার করতেন। (সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৪১০ থেকে সংকলিত) (১০) হুয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খাবার প্রায়ই খেজুর ও পানি দিয়ে হত। (সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৮৩ থেকে সংকলিত) (১১) হুয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দুধ ও খেজুর একত্রে ব্যবহার করতেন এবং সেটাকে উত্তম খাবার সাব্যস্ত করতেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫ম খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫৮৯৩ থেকে সংকলিত) (১২) হুয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পছন্দনীয় খাদ্য ছিল মাংস। (জামে' তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৮ থেকে সংকলিত) (১৩) হুয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করতেন: “মাংস কানের শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধি করে আর দুনিয়া ও আখিরাতের খাবারের সর্দার। যদি আমি আল্লাহর নিকট চাইতাম যে, আমাকে প্রতিদিন মাংস প্রদান করুন তবে প্রদান করতেন। (আততাহাফুস্ সাদাতুল মুত্তাকীন, ৮ম খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত) (১৪) হুয়র পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মাংস ও লাউ দিয়ে তরকারী তৈরী করে খেতেন (অর্থাৎ- মাংস ও কদু শরীফের তরকারীতে রুটির টুকরা ভালভাবে ভিজিয়ে আহার করতেন।) (আততাহাফুস্ সাদাতুল মুত্তাকীন, ৭ম খন্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত) (১৫) হুয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যখন মাংস খেতেন, তখন সেটার দিকে পবিত্র মাথাকে ঝুঁকাতেন না। (আততাহাফুস্ সাদাতুল মুত্তাকীন, ৭ম খন্ড, ২৩৯ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত) বরং সেটাকে নিজের মুখ মুবারকের দিকে উঠাতেন অতঃপর দাঁত মোবারক দিয়ে কাটতেন। (জামি' তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা হাদীস নং- ১৮৪২ থেকে সংকলিত) (১৬) হুয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট ছাগলের মাংসের মধ্যে রান ও ঘাড়ের মাংস পছন্দনীয় ছিল।

(জামি' তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৪২, ১৮৪৪ থেকে সংকলিত)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(১৭) **হযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ গুর্দা (খাওয়া) পছন্দ করতেন না, কারণ তা প্রশ্রাবের (খেলির) নিকটবর্তী হয়ে থাকে। (কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮২১২ থেকে সংকলিত) (১৮) **হযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট প্লীহা (তিনি খাওয়ার প্রতি) ঘৃণা ছিল কিন্তু সেটাকে হারাম সাব্যস্ত করেননি। (আততাহাফুস সা'দাতুল মুত্তাকীন, ৮ম খন্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত) (১৯) **হযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মোবারক আঙ্গুলগুলো দিয়ে থালা চেটে খেতেন এবং ইরশাদ করতেন: “খাবারের শেষাংশে বরকত বেশী থাকে। (শুউবুল ইমান, ৫ম খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৮৫৪) (২০) **হযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট তাজা ফলের মধ্যে তরমুজ ও আঙ্গুর বেশি পছন্দনীয় ছিল। (কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮২০০ থেকে সংকলিত) (২১) তরমুজ, রুটি ও চিনি দিয়ে আহার করতেন। (আততাহাফুস সা'দাতুল মুত্তাকীন, ৮ম খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত) (২২) অনেক সময় ভেজা খেজুরের সাথে (তরমুজ) খেতেন। (জামি তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৫০ থেকে সংকলিত) (২৩) উভয় হাতের দ্বারা সাহায্য নিতেন। একদা ভেজা খেজুর ডান হাতে খাচ্ছিলেন আর বাঁচি বাম হাতে রাখছিলেন। একটি ছাগল পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সেটাকে বাঁচি সহকারে ইশারা করলেন: সেটা **হযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাম হাত থেকে বাঁচিগুলো খেতে লাগল এবং তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ডান হাতে খাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত **হযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ অবসর হলেন। তখন সেটাও চলে গেল। (আততাহাফুস সা'দাতুল মুত্তাকীন, ৮ম খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত) (২৪) **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ কাঁচা রসুন, কাঁচা পিঁয়াজ ও গিনদানা (এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত সবজী) খেতেন না। (ভারীখে বাগদাদ, ২য় খন্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত) (২৫) **হযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কখনো কোন খাদ্যকে মন্দ বলেন নি। যদি ভাল লাগতো খেয়ে নিতেন আর পছন্দ না হলে তার মোবারক হাত খামিয়ে নিতেন। (সহীহ মুসলিম, ১১৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৬৪ থেকে সংকলিত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদর শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

খাওয়ার ৯২টি মাদানী ফুল খাওয়ার নিয়ত করে নিন

- (১) খাওয়ার উদ্দেশ্য যেন স্বাদ গ্রহণ ও খাহেশ (মনবাসনা, রসনা)পূর্ণ করা না হয় বরং খাওয়ার সময় এ নিয়ত করে নিন, “আমি আল্লাহুর ইবাদতের শক্তি অর্জনের জন্য খাচ্ছি।” মনে রাখবেন! খাবারে ইবাদতের শক্তি অর্জনের নিয়ত ঐ অবস্থায় সঠিক হবে যখন ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার ইচ্ছা থাকে। অন্যথায় শুরুতেই নিয়ত মিথ্যা সাব্যস্ত হবে। কারণ খুব পেটভর্তি করে খাওয়াতে ইবাদতের জন্য শক্তি লাভের পরিবর্তে আরো অলসতার সৃষ্টি হয়। খাওয়ার মহান সুন্নাত এ যে, ক্ষুধা লাগা। কারণ ক্ষুধা ছাড়া খাওয়াতে শক্তি অর্জন দূরের কথা, বরং স্বাস্থ্য খারাপ ও অন্তর কঠিন হয়ে যায়। হযরত সাযিয়্যুনা শায়খ আবু তালিব মক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: এক বর্ণনায় রয়েছে, “পরিতৃপ্ত থাকাবস্থায় খাওয়া শ্বেতরোগের সৃষ্টি করে।”

(কুতুল কুব্ব, ২য় খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা মারকাযে আহলে সুন্নাত, বরকতে রযা, হিন্দ)

- (২) এমন দস্তুরখানা বিছাবেন, যাতে কোন অক্ষর, শব্দ, ইবারত, কবিতা বা কোম্পানী ইত্যাদির নাম বাংলা, ইংরেজী বা যে কোন ভাষায় লেখা যেন না থাকে।

- (৩) খাওয়ার পূর্বে ও পরে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধোয়া সুন্নাত। কুলি করে মুখের সামনের ভাগও ধুয়ে নিন। তবে খাওয়ার পূর্বে ধোয়া হাত মুছবেন না। খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: খাওয়ার আগে ও পরে অযু করা (অর্থাৎ-হাত-মুখ ধোয়া) রিযিকে প্রশস্ততা (আনয়ন) করে ও শয়তানকে দূর করে।”

(কানযুল উম্মাল, ৫ম খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪০৭৫৫)

- (৪) যদি খাওয়ার জন্য কেউ মুখ ধৌত না করে তবে এটা বলা যাবে না যে, সে সুন্নাত বর্জন করেছে।

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা, মদীনাভুল মুর্শিদ বরলী শরীফ থেকে সংকলিত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

- (৫) খাওয়ার সময় বাম পা বিছিয়ে দিন আর ডান হাঁটু দাঁড় করিয়ে রাখুন, অথবা পাহার উপর বসে যান এবং উভয় হাঁটু দাঁড় করিয়ে রাখুন কিংবা দু'যানু হয়ে বসুন। তিন প্রকার থেকে যেভাবেই বসবেন সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

পর্দার মধ্যে পর্দা করার অভ্যাস করণ

- (৬) ইসলামী ভাই হোক বা ইসলামী বোন, সকলে চাদর কিংবা জামার আঁচল দিয়ে পর্দার মধ্যে পর্দা অবশ্যই করবেন। অন্যথায় যদি কাপড় আঁট সাঁট হয় কিংবা জামার আঁচল উঠানো থাকলে পরিবারের লোকেরা ও অন্যান্যরা কু-দৃষ্টির গুনাহে লিপ্ত হতে পারে। যদি “পর্দার মধ্যে পর্দা” করা সম্ভব না হয় তাহলে দুযানু হয়ে বসুন। তাহলে সুন্নাতও আদায় হয়ে যাবে এবং নিজে থেকেই পর্দাও হয়ে যাবে। খাওয়া ছাড়াও বসার সময় পর্দার মধ্যে পর্দা করার অভ্যাস গড়ুন।
- (৭) চারযানু হয়ে অর্থাৎ চেপ্টা হয়ে বসে খাওয়া সুন্নাত নয়। এতে পেট বের হয়ে যায়। (৮) প্রথম লোকমায় بِسْمِ اللّٰهِ দ্বিতীয় লোকমার পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ আর তৃতীয় লোকমার পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ পাঠ করণ।
(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৬পৃষ্ঠা)
- (৯) بِسْمِ اللّٰهِ উচ্চ আওয়াজে পড়ুন, যাতে অন্যদেরও স্মরণ হয়ে যায়।
- (১০) শুরু করার সময় এ দোয়া পড়া হলে যদি খাবারের মধ্যে বিষও থাকে, তবে إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ وَرَوْحًا প্রভাব ফেলতে পারবে না। দোয়াটি নিম্নরূপ:

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَلَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اَسْبِهْ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

অনুবাদ: আল্লাহ তাআলার নামে শুরু করছি যাঁর নামের বরকতে জমিন ও আসমানের কোন বস্তু ক্ষতিসাধন করতে পারে না। ওহে চিরজীবী ও চিরস্থায়ী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

- (১১) যদি শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ পড়তে ভুলে যান তবে খাবারের মাঝে স্মরণ হলে এরূপ বলে নিন :

بِسْمِ اللّٰهِ اَوْلَهُ وَاٰخِرَهُ

অর্থ: আল্লাহর নামে খাওয়ার শুরু ও শেষ।

খাওয়ার সময়ও আল্লাহর যিকির করতে থাকুন

- (১২) যে কেউ খাওয়ার সময় প্রতিটি লোকমায় يٰۤاٰجِدُ পাঠ করবে إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ঐ খাবার তার পেটে নূর হবে ও রোগ দূর হবে। অথবা
- (১৩) প্রতি লোকমার পূর্বে اللّٰهُ বা بِسْمِ اللّٰهِ বলতে থাকুন, যাতে খাওয়ার লোভ আল্লাহর যিকির থেকে উদাসীন করে না দেয়। প্রতি দুই লোকমার মাঝে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অথবা يٰۤاٰجِدُ এবং بِسْمِ اللّٰهِ বলতে থাকুন। এভাবে প্রতি লোকমার শুরু بِسْمِ اللّٰهِ দ্বারা, মধ্যবর্তী يٰۤاٰجِدُ আর গ্রাসের শেষে আল্লাহর প্রশংসার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।
- (১৪) মাটির বাসনে খাওয়া উত্তম। কেননা যে নিজের ঘরে মাটির বাসন তৈরী করায়, ফিরিশতা তার ঘরের ঘিয়ারত করতে আসেন।”
(রদুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৪৯৫ পৃষ্ঠা)
- (১৫) তরকারী বা চাটনীর পেয়ালার রুটির উপর রাখবেন না।
(প্রাগুক্ত, ৪৯০ পৃষ্ঠা)
- (১৬) হাত কিংবা ছুরি রুটি দিয়ে মুছবেন না। (প্রাগুক্ত)
- (১৭) জমিনে দস্তরখানা বিছিয়ে খাওয়া সুন্নাত। হেলান দিয়ে, খালি মাথায় অথবা হাতে জমিনের উপর ভর দিয়ে, জুতা পরিধান করে, শুয়ে বা চার যানু (অর্থাৎ- চেপ্টা হয়ে) বসে খাবেন না।
- (১৮) রুটি যদি দস্তরখানায় এসে যায় তাহলে তরকারীর অপেক্ষা না করে খাওয়া শুরু করে দিন। (রদুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা)
- (১৯) শুরু ও শেষে লবণ বা লবণ জাতীয় কিছু খাবেন। এতে ৭০টি রোগ দূরীভূত হয়। (প্রাগুক্ত, ৪৯১ পৃষ্ঠা)
- (২০) রুটি এক হাতে ছিড়বেন না, কারণ এটা অহংকারীদের পদ্ধতি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

- (২১) রুটি বাম হাতে নিয়ে ডান হাতে ছিঁড়বেন। কেননা এটা সুন্নাত। হাত বাড়িয়ে তরকারীর পাত্রের মাঝখানে বা উপরে রেখে রুটি ও পাউরুটি ইত্যাদি ছেঁড়ার অভ্যাস গড়ুন। এতে রুটির ক্ষুদ্র অংশ তরকারিতে পড়বে। অন্যথায় দস্তুরখানায় পড়ে নষ্ট হতে পারে।
- (২২) ডান হাতে খাবেন। বাম হাতে খাওয়া, পান করা, লেন-দেন করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য।

তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস গড়ুন

- (২৩) তিন আঙ্গুল অর্থাৎ মধ্যমা, শাহাদাত ও বৃদ্ধা আঙ্গুল দ্বারা খাবার খাবেন। কেননা এটা সুন্নাতে আশ্বিয়া عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام। অভ্যাস করার জন্য যদি চান তবে প্রাথমিক পর্যায়ে ডান হাতের অনামিকা আঙ্গুলকে বাঁকা করে তাতে রাবার ব্যান্ড পড়ে নিন অথবা রুটির টুকরা ঐ দুটো আঙ্গুলে দিয়ে হাতের তালুতে রেখে চেপে ধরুন কিংবা উভয় কাজ এক সাথে করুন। যখন অভ্যাস হয়ে যাবে তখন إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ রাবার ইত্যাদির আর প্রয়োজন পড়বে না। হযরত সায়্যিদুনা মোল্লা আলী কারীর رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “পাঁচ আঙ্গুলে খাওয়া লোভীদের আলামত।” (মিরকাত, ৮ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা) যদি ভাতের দানা পৃথক পৃথক হয় এবং তিন আঙ্গুল দিয়ে লোকমা বানানো সম্ভবপর না হয় তবে চার কিংবা পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে খেতে পারেন।

রুটির কিনারা ছেঁড়া

- (২৪) রুটির কিনারা ছিঁড়ে ফেলে দেয়া এবং মধ্যের ভাগ খেয়ে নেয়া মানে অপচয় করা। তবে যদি পার্শ্ব কাঁচা থেকে যায়, সেটা খাওয়াতে ক্ষতি হলে তবে ছিঁড়তে পারেন।
- অনুরূপভাবে এটা জানা আছে যে, রুটির কিনারা অন্যরা খেয়ে নেবে, নষ্ট হবে না তবে ছিঁড়াতে ক্ষতি নেই। এ বিধান সেটারও যে, রুটির যে অংশ ফোলা রয়েছে তা খেয়ে নেয় আর অবশিষ্ট অংশ বাদ দিয়ে দেয়। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ১৮-১৯ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

দাঁতের কাজ ভুড়ি দিয়ে করাবেন না

- (২৫) লোকমা ছোট করে নিন ও এরূপ সতর্কতার সাথে নিন যেন চপাত চপাত আওয়াজের সৃষ্টি না হয়। যদি ভালভাবে চাবানো ছাড়া গিলে ফেলেন তবে হজম করার জন্য পাকস্থলীকে ভীষণ কষ্ট করতে হবে। সুতরাং দাঁতের কাজ ভুড়ি দিয়ে করাবেন না।
- (২৬) যতক্ষণ পর্যন্ত কণ্ঠনালীর নীচে নেমে না যাবে ততক্ষণ দ্বিতীয় গ্রাসের দিকে হাত অগ্রসর করা বা গ্রাস উঠানো খাওয়ার প্রতি লোভের আলামত।
- (২৭) রুটিকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খাওয়া সীমাহীন দোষণীয় কাজ ও বরকত শূণ্যতার কারণ। তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে খাওয়া মানে খ্রীষ্টানদের অনুকরণ করা। (সুন্নী বেহেশতী যেওয়ার, ৫৬৫ পৃষ্ঠা)

খাবারের পূর্বে ফল খাওয়া উচিত

- (২৮) আমাদের দেশে ফলমূল খাওয়ার পরে খাবারের প্রচলন রয়েছে। অথচ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “যদি ফল থাকে তবে তা প্রথমে পেশ করা উচিত। কারণ ডাক্তারী মতে তা আগে খাওয়া অত্যধিক উপযোগী। এটা তাড়াতাড়ি হজম হয়। তাই এটাকে পাকস্থলীর নিঃশেষে থাকা উচিত আর কুরআনে পাক থেকেও ফল পূর্বে থাকার ব্যাপারে জানা যায়। যেমন- আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

এবং ফলমূল যা তারা পছন্দ করবে, এবং পক্ষীমাংস

(থাকবে), যা তারা চাইবে।

(পারা-২৭, সূরা-ওয়াকিয়া, আয়াত-২০, ২১)

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾

وَأَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾

আমার আকা আ'লা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন, “খাওয়ার আগে তরমুজ খাওয়াতে (তা) পেটকে ভালভাবে ধুয়ে দেয় আর রোগ মূল থেকে নিঃশেষ করে দেয়।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া নতুন সংস্করণ, ৫ম খন্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

খাবারের দোষ দেবেন না

(২৯) খাবারকে কোন প্রকার দোষ দেবেন না। যেমন- এরূপ বলবেন না যে, মজা নেই, কাঁচা থেকে গেছে, লবণ কম হয়েছে, তিতা বা পানসে পানসে ইত্যাদি ইত্যাদি। পছন্দ হলে খেয়ে নিন, নয়তো হাত সরিয়ে নিন। তবে রান্নাকারীকে মরিচ-মসল্লা কম-বেশি হওয়ার ব্যাপারে অবহিত করার উদ্দেশ্যে একাকীভাবে দিক নির্দেশনা দেয়াতে অসুবিধা নেই।

ফলের দোষ দেয়া অধিক মন্দ কাজ

- (৩০) ফলের দোষ দেয়া মানুষের রান্নাকৃত খাবারের তুলনায় অধিক মন্দ কাজ। কারণ খাবার রান্না করাতে মানুষের হাত রয়েছে অপরদিকে ফলের ব্যাপারে এমনটা নয়।
- (৩১) খাবার বা তরকারী মাঝখান থেকে নেবেন না, কারণ মাঝখানে বরকত অবতীর্ণ হয়।
- (৩২) নিজের পার্শ্ব থেকে খাবেন, চতুর্দিকে হাত দেবেন না।
- (৩৩) যদি একটি থালায় বিভিন্ন ধরণের খাবার থাকে তবে অপরদিক থেকেও নিতে পারেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

খাওয়ার সময় ভাল ভাল কথা বলুন

(৩৪) খাওয়ার সময় ভাল মনে করে চুপ থাকাটা অগ্নিপূজারীদের নিয়মনীতি। তবে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে অহেতুক কথা-বার্তা বলা সব সময়েই ঠিক নয়। সুতরাং খাওয়ার সময় ভাল ভাল কথা বলতে থাকুন। যেমন- যখনই ঘরে মিলেমিশে বা মেহমান ইত্যাদির সাথে খেতে বসেন, তখন পানাহারের সুন্নাতগুলো বলতে থাকুন। সৌভাগ্যের বিষয় হবে! যদি খাবারের এসব মাদানী ফুলগুলোর ফটোকপি ফ্রেমে বাইন্ডিং করে বা মোটা কাগজে লাগিয়ে খাওয়ার স্থানে লটকিয়ে দেয়া হয় এবং খাওয়ার সময় পড়ে শুনানো হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

(৩৫) খাওয়ার সময় এ ধরণের কথা-বার্তা বলবেন না, যা শুনে মানুষের ঘৃণার উদ্বেগ হয়। যেমন ডায়রিয়া, (আমাশয়), বমি ইত্যাদির আলোচনা করা।

(৩৬) কারো খাবারের লোকমার দিকে বাঁকা দৃষ্টি দেবেন না।

ভাল ভাল মাংসের টুকরাগুলো উৎসর্গ করণ

(৩৭) খাবার থেকে ভাল ভাল মাংসের টুকরাগুলো বেছে নেয়া বা একত্রে খাওয়ার সময় এজন্য বড় বড় লোকমা দিয়ে তাড়াতাড়ি গিলে ফেলা যে, আবার যেন আমি পিছে পড়ে না যাই, অথবা নিজের দিকে বেশি পরিমাণ খাবার গুটিয়ে নেয়া। মোটকথা যেন কোনভাবে অন্যকে বঞ্চিত করা, যা দেখে অপরজন খারাপ ধারণার স্বীকার হয়, এগুলো অশালীনতা ও লোভীদের নিদর্শন। ভাল বস্তুগুলো নিজের ইসলামী ভাই কিংবা পরিবারের লোকদের জন্য উৎসর্গ করার নিয়তে পরিত্যাগ করলে إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব পাবেন। যেমন- প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু অন্যকে দিয়ে দেয়, তাকে ক্ষমা করে দেবেন।” (আততাহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, ৯ম খন্ড, ৭৭৯ পৃষ্ঠা)

পতিত খাবার খেয়ে নেয়ার ফর্যীলত

(৩৮) খাওয়ার সময় যদি কোন খাবার বা সামান্য অংশ পড়ে যায় তবে তা তুলে নিয়ে মুছে খেয়ে নিন। কেননা তাতে মাগফিরাত (ক্ষমা) লাভের সুসংবাদ রয়েছে।

(৩৯) হাদীসে পাকে রয়েছে, যে খাবারের পতিত অংশ উঠিয়ে খেয়ে নেবে, সে প্রাচুর্যের জীবন কাটায় এবং তার সন্তান, বংশধর স্বল্প বিবেক সম্পন্ন (অল্প মেধাবী) হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

(কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪০৮১৫)

(৪০) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন; “রুটির টুকরা ও অংশগুলো উঠিয়ে নিন إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ প্রাচুর্যতা অর্জিত হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

বাচ্চা সুস্থ, নিরাপদ ও ক্রটিমুক্ত হবে এবং ঐ টুকরোগুলো জান্নাতের হুরের মোহরানা হবে।” (ইহইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা)

- (৪১) পতিত টুকরোকে উঠিয়ে চুমু দেয়া জায়িয।
 (৪২) দস্তুরখানায় যে দানা ইত্যাদি পড়ে গেছে সেগুলো মুরগী, পাখী, গরু, ছাগল ইত্যাদিকে খাওয়ানো জায়িয। অথবা এমন জায়গায় নিরাপদে রেখে দিন, যেন পিঁপড়া খেয়ে নেয়।

খাবারে ফুঁক দেয়া নিষেধ

- (৪৩) খাবার ও চা ইত্যাদিকে ঠান্ডা করার জন্য ফুঁক মারবেন না, কারণ এতে বরকত শূন্যতা হয়। অধিক গরম খাবার খাবেন না। খাওয়ার উপযোগী হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

(রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

- (৪৪) খাওয়ার মাঝখানেও ডান হাতে পানি পান করুন। এমন যেন না হয় যে, হাত খাদ্য মিশ্রিত হওয়ার কারণে বাম হাতে গণ্ডাস ধরে ডান হাতের আঙ্গুল লাগিয়ে মনকে মানিয়ে নেয়া যে, ডান হাতে পান করছি।

পানি চুষে পান করতে শিখুন

- (৪৫) পানি হোক কিংবা যে কোন ‘পানীয়’ সর্বদা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পাঠ করে ছোট ছোট ঢোকে পান করা উচিত। কিন্তু চুষে পান করার ক্ষেত্রে যেন আওয়াজের সৃষ্টি না হয়। পানি হোক কিংবা অন্য কোন পানীয়, বড় বড় ঢোকে পান করাতে কলিজায় রোগের সৃষ্টি হয়। শেষে اللهُ بِرَحْمَتِهِ বলুন। আফসোস! চুষে চুষে পান করার সুন্নাতের উপর এখন সম্ভবত খুব কম সংখ্যকই আমল করে। দয়া করে, এটার অনুশীলন করুন এবং এ সুন্নাতকে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন।
 (৪৬) যখন কিছুটা ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকে তখন খাওয়া থেকে হাতকে গুটিয়ে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

স্বাদ শুধুমাত্র জিহ্বার গোড়া পর্যন্ত

(৪৭) পেট ভরে খাওয়া সুল্লাত নয়। বেশি খেতে মন চাইলে তখন নিজেকে এভাবে বুঝান যে, শুধুমাত্র জিহ্বার আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত স্বাদ থাকে, কণ্ঠনালীতে পৌঁছতেই স্বাদ শেষ হয়ে যায়। তাই কিছু সময়ের মজার জন্য সুল্লাতের সাওয়াব ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এছাড়া বেশি খাওয়াতে শরীর ভারী হয়ে যায়, ইবাদতে অলসতা আসে, পাকস্থলী খারাপ হয় এবং অনেকের মেদ চলে আসে। কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস্ট্রিক, সুগার ও হৃদযন্ত্র ইত্যাদির রোগ হওয়ার আশংকা বেড়ে যায়।

(৪৮) খাবার শেষ করার পর প্রথমে মধ্যমা, এরপর শাহাদাত আঙ্গুল এবং শেষে বৃদ্ধাঙ্গুল তিনবার করে চাটুন। রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর ﷺ খাবার খাওয়ার পর মোবারক আঙ্গুলগুলোকে তিনবার চেটে নিতেন।

(শামায়িলে তিরমিযী, ৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৩৮)

বাসন চেটে নিন

(৪৯) বাসনও চেটে নিন। হাদীসে পাকে রয়েছে, “যে ব্যক্তি খাওয়ার পর বাসন চেটে নেয়, তখন ঐ বাসন তার জন্য দোয়া করে ও বলে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করুন, যেমনিভাবে তুমি আমাকে শয়তান থেকে মুক্ত করেছ।” (কানযুল উম্মাল, খন্ড-১৫তম, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪০৮২২) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, বাসন তার জন্য ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে।

(ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪, হাদীস নং-৩২৭১)

(৫০) যে বাসনে খেয়েছেন সেটা চেটে নেয়ার পর ধুয়ে পান করুন

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ একজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব অর্জিত হবে।

(ইহইয়াউল উলুম, ২য় খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

ধুয়ে পান করার নিয়ম

(৫১) চাটা ও ধোয়া ঐ সময় বলা হবে যখন খাদ্যের কোন অংশ ও ঝোলের কোন চিহ্ন ইত্যাদি অবশিষ্ট থাকবে না। তাই অল্প পানি নিয়ে বাসনের উপরের কিনারা থেকে নীচ পর্যন্ত চতুর্দিকে আঙ্গুল ইত্যাদি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে পান করা উচিত।

দুই বা তিনবার এরূপ ধুয়ে পান করুন, তাহলে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বাসন খুবই পরিস্কার হয়ে যাবে।

(৫২) পান করার পর বাসন বা থালার মধ্যে রয়ে যাওয়া সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট পানিও আঙ্গুল দিয়ে জমা করে পান করে নেয়া উচিত। এমন যেন না হয় যে, মসল্লার কোন ক্ষুদ্রাংশ কোথাও আটকে থাকে আর এতে বরকতও চলে যায়! কারণ হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে, “তোমরা জাননা যে, খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।”

(সহীহ মুসলিম, ১১১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০২৩)

(৫৩) তরকারীর ঝোল মিশ্রিত ছোট পেয়ালা, চামচ এছাড়া চা, লাচ্ছি, ফলের রস, (JUICES) শরবত ও অন্যান্য পানীয় মিশ্রিত পেয়ালা গ্লাস ও জগ ইত্যাদি ধুয়ে এভাবে পান করে নিন যে, খাদ্যের কোন অংশ বা চিহ্ন যেন অবশিষ্ট না থাকে এবং এভাবে প্রচুর বরকত কুড়িয়ে নিন।

(৫৪) গ্লাসে অবশিষ্ট মুসলমানের পরিস্কার পানিকে ব্যবহার উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও অহেতুক ফেলে দিয়ে নষ্ট করাটা অপচয় আর অপচয় করা হচ্ছে হারাম। (সুল্লা বেহেশতী যেওর, ৫৬৭ পৃষ্ঠা)

(৫৫) শেষে اللَّهُمَّ বলুন। শুরু ও শেষে কুরআন ও হাদীসের দোয়া সমূহ স্মরণ থাকলে পাঠ করুন।

(৫৬) সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধুয়ে নিন, যাতে গন্ধ ও তৈলাক্ততা দূর হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ تَعَالَى! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

খাওয়ার পর মাসেহ করা সুন্নাত

(৫৭) হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে, (খাবার শেষ করার পর) ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হাত ধৌত করলেন ও হাতের আর্দ্রতা দিয়ে মুখ ও হাতের কজি ও পবিত্র মাথা মাসেহ করে নিলেন এবং নিজের প্রিয় সাহাবীকে رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: “ইকরাশ! যে বস্তুকে আগুন স্পর্শ করেছে। (যা আগুন দ্বারা রান্না করা হয়েছে) সেটা খাওয়ার পর এটা হচ্ছে ওয়ু।” (তিরমিযী শরীফ, ৩য় খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৫৫)

(৫৮) খাবারের পর দাঁত খিলাল করা সুন্নাত।

অতীতের গুনাহ্ মাফ

(৫৯) নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি খাবার খেলো আর এ বাক্যগুলো বলল: তবে তার অতীতের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়। দোয়া বাক্যগুলো নিম্নরূপ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য যিনি আমাকে খাবার খাইয়েছেন এবং আমাকে কোন প্রকারের যোগ্যতা ও শক্তি ছাড়া এই রিযিক দান করেছেন। (তিরমিযী শরীফ, ৫ম খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা)

(৬০) খাওয়ার পর এ দোয়াটিও পড়ুন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

অনুবাদ: আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা, যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন ও মুসলমানের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। (আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খন্ড, ৫১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৮৫০)

(৬১) যদি কেউ মেহমানদারী করান তবে এ দোয়াটিও পাঠ করুন:

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي

অনুবাদ: হে আল্লাহ! তাকে খাওয়াও যে আমাকে খাইয়েছেন ও তাকে পান করাও যে আমাকে পান করিয়েছেন। (সেহীহ মুসলিম, ১৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৫৫)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

(৬২) খাওয়ার পর এ দোয়াটিও পড়ুন:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ খাবারে বরকত দান করো এবং এটা থেকে উত্তম খাবার আমাদেরকে খাওয়াও।

(আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খন্ড, ৪৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭৩০)

(৬৩) দুধ পান করার পর এ দোয়া পড়ুন:-

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বরকত দিন ও আমাদেরকে এ থেকে অধিক দান করুন। (প্রাগুক্ত)

(৬৪) তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট হালুয়া, মধু, সিরকা, (আখ বা আসুরের টক শরবত) খেজুর, তরমুজ, শশা (কাকড়ি) কদু শরীফ খুবই পছন্দনীয় ছিল।

(৬৫) মাংসের মধ্যে বাহু, ঘাড় ও কোমরের মাংস পছন্দনীয় ছিল।

(৬৬) খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কখনো কখনো খেজুর ও তরমুজ কিংবা খেজুর ও শশা (কাকড়ি) অথবা খেজুর ও রুটি একত্র করে খেতেন।

(৬৭) খুরচন (রান্নাকৃত ডেক্সীর নিচে যা জমে যায় তা) রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম, রাসুলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট পছন্দনীয় ছিল।

(৬৮) সারীদ অর্থাৎ- তরকারীর ঝোলের মধ্যে ভেজানো রুটির টুকরা তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট খুবই পছন্দনীয় ছিল।

(৬৯) এক আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া শয়তানের, দুই আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া অহংকারীর নিয়মনীতি। তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া আন্সিয়া عَلَيْهِ السَّلَام সুনাত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

কতটুকু খাবেন?

(৭০) ক্ষুধাকে তিন ভাগ করা উত্তম। এক ভাগ খাবার, এক ভাগ পানি ও এক ভাগ বাতাস (এর জন্য)। যেমন তিনটি রুটি খাওয়াতে পরিতৃপ্ত হয়ে গেলে তাহলে একটি রুটি খাবেন, একটি রুটির পরিমাণ পানি ও অবশিষ্টটুকু বাতাসের জন্য খালি রেখে দিন। যদি পেট ভরেও খেয়ে নেন তবে তা মুবাহ, কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু কম খাওয়ার দ্বীনি ও দুনিয়াবী বরকত রয়েছে। পরীক্ষা করে দেখুন, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ পেট এমনভাবে ঠিক হয়ে যাবে যে, আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে পেটের কুফলে মদীনা দান করুন।

কাইলুলা সুনাত

(৭১) দুপুরের খাবারের পর ‘কাইলুলা’ করুন। (দুপুরের সময় শোয়াকে কাইলুলা বলা হয়।) আর বিশেষ করে এটা রাতে ইবাদতকারীদের জন্য সুনাত। কেননা এতে রাতের ইবাদত করা সহজ হয়। সন্ধ্যায় খাবারের পর ২৫০ কদম চলুন। সন্ধ্যায় খাবারের পর ১৫০ কদম হাঁটুন। আর ডাক্তারদের অভিমত হচ্ছে সন্ধ্যায় খাওয়ার পর সাধারণত ১৫০ কদম হাঁটা উত্তম।

(৭২) খাওয়ার পর অবশ্যই بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বলুন।

(৭৩) দস্তরখানা উঠানোর পূর্বে উঠে যাবেন না।

(৭৪) খাওয়ার পর ভালভাবে হাত ধুয়ে মুছে নিন। সাবানও ব্যবহার করতে পারেন।

(৭৫) কাগজ দিয়ে হাত মোছা নিষেধ।

(৭৬) তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে পারেন, পরিহিত বস্ত্র দিয়ে হাত মুছবেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

বরকত উঠে যাওয়ার কাজ সমূহ

- (৭৭) মুফতী মুহাম্মদ খলীল খান বারকাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “যে বাসনে খাবার খেয়েছে, তাতে হাত ধোঁয়া অথবা হাত ধুয়ে জামা বা লুঙ্গির আঁচলে মুছে নেয়া (খাবার থেকে) বরকত উঠিয়ে দেয়।”
(সুন্নী বেহেশতী যেওয়ার, ৫৭৮ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)
- (৭৮) খাবার খাওয়ার সাথে সাথে প্রচন্ড ব্যায়াম করা বা অতিরিক্ত ভারী বস্তু উত্তোলন করা, টেনে নেয়া ইত্যাদি কঠোর পরিশ্রমের কাজ করাতে আঁত বের হওয়া, এ্যাপেন্ডিসাইট হওয়া বা পেট বেড়ে যাওয়া রোগের সৃষ্টি হতে পারে।
- (৭৯) খাওয়ার পর উটুঁ আওয়াজে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ঐ সময় বলবেন যখন সবাই খাবার শেষ করে নেয় অন্যথায় আস্তে বলুন। (রদুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা) খাওয়ার পর দোয়া সমূহ ঐ সময় পড়ানো উচিত যখন প্রত্যেকে খাওয়া শেষ করে নেয়, অন্যথায় যে আহাররত থাকবে সে লজ্জা পাবে।

কারো গাছের ফল খাওয়া কেমন?

- (৮০) কোন বাগানে গেছেন সেখানে ফল পড়ে আছে, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত বাগানের মালিকের অনুমতি পাওয়া যাবে না ততক্ষণ ফল খেতে পারবেন না আর অনুমতি দুই ধরণের হতে পারে। প্রকাশ্যভাবে অনুমতি যেমন-মালিক বলে দিলেন, পড়ে থাকা ফলগুলো খেতে পারবে অথবা পরোক্ষভাবে অনুমতি অর্থাৎ ঐ স্থানে এমন প্রচলিত রীতি রয়েছে, বাগানের মালিক পড়ে থাকা ফলগুলো খাওয়ার ব্যাপারে মানুষকে নিষেধ করে না। গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে খাওয়ার অনুমতি নেই তবে যখন প্রচুর ফল থাকে আর জানা থাকে যে, ছিঁড়ে খাওয়াতে মালিক কিছু মনে করবেন না তখন ছিঁড়েও খাওয়া যেতে পারে। তবে কোন অবস্থায় এটার অনুমতি নেই, সেখান থেকে ফল নিয়ে আসা। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

এসব অবস্থায় প্রচলন ও (মালিকের) অভ্যাসের খেয়াল রাখতে হবে আর যদি প্রচলন ও অভ্যাস না থাকে অথবা জানা থাকে যে, মালিক কিছু মনে করবে তাহলে পড়ে থাকা ফলও খাওয়া জায়েয নেই।

জিজ্ঞাসা না করে খাওয়া কেমন?

- (৮১) বন্ধুর ঘরে গিয়ে কোন কিছু রান্নাকৃত পেয়ে নিজে নিয়ে খেয়ে নিল অথবা তার বাগানে গিয়ে ফলছিড়ে খেয়ে নিল। যদি জানা থাকে যে, সে কিছু মনে করবে না তাহলে খাওয়া জায়য কিন্তু এখানে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। অনেক সময় এমনও হয় যে, সে মনে করল যে, বন্ধু কিছু মনে করবে না, অথচ কিছু মনে করে বসল। (আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)
- (৮২) জবাইকৃত (পশু-পাখির) হারাম “মজ্জা” খাওয়া ‘মমনূহ’ তথা নিষিদ্ধ। সুতরাং রান্না করার সময়, ঘাড়, সীনা কিংবা পাজরের হাড়যুক্ত মাংস ও মেরুদণ্ডের হাড়ের মাংসকে ভালভাবে ধুঁয়ে হারাম মজ্জা আলাদা করে নিন।
- (৮৩) মুরগীর হারাম মজ্জা হালকা হয়ে তাকে, তাই সেটা বের করতে অসুবিধা হয়। সুতরাং রান্না করার সময় তা থেকে গেলে অসুবিধা নেই। তবে খাবেন না। অনুরূপভাবে মুরগীর ঘাড়ের পাট্টা ও কালো রেখা বিশিষ্ট রক্তের রগও খাবেন না।
- (৮৪) জবাইকৃত বস্তুর “গ্রন্থি, ফোঁড়া, গিঁড়া, গোটা ইত্যাদি খাওয়া মাকরুহে তাহরিমী। সুতরাং রান্না করার পূর্বেই তা ফেলে দিন।

মুরগীর হৃৎপিণ্ড

- (৮৫) মুরগীর হৃৎপিণ্ড ফেলে দেয়া উচিত নয়। লম্বা লম্বীভাবে চার টুকরা করে অথবা যেভাবেই সম্ভব হয় সেভাবে কেটে তা থেকে রক্ত ভালভাবে পরিষ্কার করার পর রান্না করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

রান্নাকৃত রক্তের রগগুলো খাবেন না

(৮৬) জবাইকৃত বস্তুর মাংসের ভেতর যে রক্ত থেকে যায় তা পবিত্র কিন্তু ঐ রক্ত খাওয়া মমনু বা নিষিদ্ধ। সুতরাং মাংসের ঐসব অংশ যেগুলোতে প্রায়ই রক্ত থেকে যায় সেগুলোকে ভালভাবে দেখে নিন। যেমন- মুরগীর ঘাড়, ডানা ও পা ইত্যাদির ভিতর থেকে কালো রেখাগুলো বের করে নিন কারণ এগুলো রক্তের রগ। রক্ত রান্না হওয়ার পর কালো হয়ে যায়।

“বিসমিল্লাহ করো” বলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

(৮৭) একজন খাবার খাচ্ছে আর অন্যজন এলো, তখন প্রথমজন তাকে বলল: “এসো খাবার খাও” অপরজন বলল: “বিসমিল্লাহ করো!” এরকম বলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় দোয়া মূলক শব্দ বলা উচিত। যেমন বলুন, “আল্লাহ্ বরকত দিন।”

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

পঁচে যাওয়া মাংস খাওয়া হারাম

(৮৮) মাংস পঁচে গেলে তা খাওয়া হারাম। অনুরূপভাবে যেসব খাবার খারাপ হয়ে যায় তাও খাওয়া ঠিক নয়। খারাপ হওয়ার লক্ষণ হল এষে, তাতে গাদ (সাদা আবরণ), দুর্গন্ধ বা টক গন্ধ সৃষ্টি হওয়া, যদি ঝোল থাকে তবে তাতে ফেনা এসে যায়। ডাল, খিচুড়ী ও টক মিশ্রিত তরকারী তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

পুরো কাঁচা মরিচ

(৮৯) খাবারের সময় রান্নাকৃত কাঁচা বা লাল মরিচ ফেলুন ফেলে দেয়ার পরিবর্তে সম্ভব হলে পূর্বেই থেকেই বেছে নিয়ে আলাদা করে নিন এবং পিষে পুনরায় কাজে লাগান।

এভাবে রান্নাকৃত গরম মসলাও যদি ব্যবহার উপযোগী থাকে তবে নষ্ট করবেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরদর শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরদর শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

অতিরিক্ত রুটিগুলো কি করবেন?

(৯০) অতিরিক্ত রুটি ও ঝোল ইত্যাদি ফেলে দেয়া অপচয়। মুরগী, ছাগল বা গরু ইত্যাদিকে খাওয়াবেন। কয়েক দিনের থেকে যাওয়া রুটিগুলো টুকরো করে ঝোল দিয়ে রান্না করে নিন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ।
উৎকৃষ্ট খাবার প্রস্তুত হয়ে যাবে।

কাঁকড়া ও চিংড়ি মাছ খাওয়া কেমন?

(৯১) মাছ ছাড়া সমুদ্রের প্রতিটি প্রাণী খাওয়া হারাম। যে মাছ মারা ছাড়া নিজেই মরে পানিতে ভেসে উঠে তাও হারাম। কাঁকড়া খাওয়াও হারাম। চিংড়ি মাছের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। খাওয়া জায়য তবে না খাওয়া উত্তম।

(৯২) ফড়িং মরে গেলেও তা খাওয়া হালাল। ফড়িং ও মাছ দুটোই জবাই করা ছাড়াও হালাল। **ইয়া রবে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের এত অধিক বার “আদাবে তুআম” পাঠ করার তাওফীক দিন যেন খাওয়ার সুন্নাত ও আদবগুলো মুখস্ত হয়ে যায় এবং আমাদের এগুলোর উপর আমল করারও তাওফীক দান করুন।
أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

নিশ্চুপ থাকা বাদশাহী
ব্যতীত ভীতি
প্রদর্শনের অঙ্গ

মদীনার জলবাসা, জান্নাতুল
বাহ্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে
জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয়
আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী
হওয়ার প্রত্যাশী।



১৭ মুহা়রবমুল হারাম ১৪২৭ হিঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

জ্বিনদের খাদ্যের বর্ণনা

দরুদ শরীফের ফযীলত

খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন
ইরশাদ করেছেন: “যে আমার উপর জুমার দিনে ও
রাতে এক শতবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার একশত
অভাব পূরণ করবেন। সত্তরটি আখিরাতের ও ত্রিশটি দুনিয়ার।”

(কানযুল উম্মাল, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৬, হাদীস নং-২২৩৯)

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

রাসূলে পাক ﷺ এর দরবারে জ্বিনদের প্রতিনিধি

হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হতে
বর্ণিত, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী
আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান মর্যাদাপূর্ণ খিদমতে জ্বিনদের এক
প্রতিনিধি দল উপস্থিত হয়ে আরয করল, “আপনার উম্মত হাড্ডি, গোবর
ও কয়লা দ্বারা যেন ইসতিঞ্জা (প্রস্রাব, পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জন) না
করে কারণ আল্লাহ তাআলা এগুলোর মধ্যে আমাদের রিযিক নির্ধারণ করে
দিয়েছেন। তাই তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বয়ত, মাহবুবে রব্বুল
ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (উম্মতকে) তা থেকে বারণ করেছেন।”

(আবু দাউদ শরীফ, ১ম খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিভাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

জ্বিন মানুষ থেকে নয়গুণ বেশি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জ্বিনেরাও আল্লাহর একটি সৃষ্টি। যাদেরকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। এরা পানাহার করে এবং বিয়ে-শাদীও করে। মানুষের তুলনায় এদের সংখ্যা নয়গুণ। হযরত সাযিয়্যুদুনা আমর বিকালী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “যখন মানুষের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন জ্বিনদের নয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।”

(জামিউল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪৮০৩)

মুসলমানদের দস্তুরখানায় জ্বিন

হযরত সাযিয়্যুদুনা জালালুদ্দীন সুযুতী শাফেয়ী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ একজন তাবেয়ী বুযুর্গ থেকে উদ্ধৃত করেন, “সকল মুসলমানদের ঘরের ছাদে মুসলমান জ্বিন বাস করে। যখন দুপুর ও রাতে দস্তুরখানা বিছানো হয় অর্থাৎ ঘরের লোকেরা খাবার খায় তখন জ্বিনেরা খেতে শুরু করে! তাদের মাধ্যমে আল্লাহ দুষ্ট জ্বিনদের তাড়িয়ে দেন।

(লকতুল মারজান ফী আহকামিল জান, কৃতঃ সুযুতী, ৪৪ পৃষ্ঠা)

ছরকোর ﷺ এর সাথে সাপের কানাকানি

হযরত সাযিয়্যুদুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতময় খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন হঠাৎ একটি সাপ এলো আর হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মোবারক বাহুর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেল অতঃপর সেটা নিজের মুখ নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মোবারক কানের নিকট নিয়ে গেল যেন হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে কানাকানি করছে। তখন খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “হ্যাঁ ঠিক আছে।” এরপর ঐ সাপটি ফিরে গেল। আমি হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

তখন হরকারে মদীনা, প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকে বললেন: সেটা জ্বিনদের একজন ছিল আর সে একথা বলে গেছে যে, আপনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপনার উম্মতদের নির্দেশ দিন যে, তারা (যেন) গোবর ও পুরোনো হাড়ি দিয়ে ইসতিঞ্জা (শৌচকর্ম) না করেন, এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা তাতে আমাদের রিযিক তৈরী করে দিয়েছেন।

(লকতুল মারজান ফী আহকামিল জান, ৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অসহায়দের আশ্রয়স্থল দরবারে জ্বিনও ফরিয়াদ নিয়ে আসে আর এটাও জানা গেল, হাড়ি ও গোবর জ্বিনদের খাদ্য। আমাদের জন্য হাড়ি, গোবর ও কয়লা দ্বারা ইসতিঞ্জা করা মাকরুহ। এ প্রসঙ্গে আরো একটি ঘটনা শুনুন। যেমন-

কালো মানুষ

হযরত সাযিয়্যদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: হিজরতের আগে একদা নবী করীম, রউফুর রহীম, صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মক্কায়ে মুকাররমার পার্শ্ববর্তী স্থানে তশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে হুযূর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমার জন্য একটি লাইন টেনে দিলেন আর বললেন: “যতক্ষণ আমি তোমার নিকট আসব না, তুমি কারো সাথে কোনরূপ কথা-বার্তা বলবে না, অতঃপর বললেন: কোন কিছু দেখে ভয়ও করো না। অতঃপর একটু সামনে গিয়ে বসে গেলেন। হঠাৎ হুযূর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট কালো মানুষ এসে উপস্থিত হল, যেন তারা হাবসী আর তারা ঐ আকৃতিতে (এসেছে) যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তখন এরই উপক্রম ছিলো যে, ঐ সমস্ত জ্বিন তাঁর নিকট প্রচন্ড ভীড় জমাবে।

(পারা- ২৯, সুরা- জ্বিন, আয়াত- ১৯)

كَأَدْوَايَكُونُونَ

عَلَيْهِ لَبَدًا

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

অতঃপর তারা যখন হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছিল তখন আমি তাদের (মুখ) থেকে শুনলাম যে, তারা বলছিল, ইয়া রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমাদের ঘর অনেক দূরে, এখন আমরা যাচ্ছি। আপনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাদেরকে পথের পাথেয় দান করুন। মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “গোবর তোমাদের খাদ্য আর তোমরা যে হাড়ির নিকট যাবে তাতে তোমাদের জন্য মাংস হবে এবং যে গোবরের নিকট যাবে তা তোমাদের জন্য খেজুর হয়ে যাবে।” যখন তারা ফিরে গেল তখন আমি রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খিদমতে আরয করলাম: “এরা কারা?” প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “এরা নাসীবীন শহরের জ্বিন ছিল। (লকতুল মারজান ফী আহকামিল জান, ৪৭ পৃষ্ঠা)

শাহান শাহ ও গদা জিন্দো বাশার আওর আউলিয়া উল্লাহ
হে ছব কা তেরে ঠোকড়ো ফর গুজারা ইয়া রাসুলুল্লাহ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

জ্বিনেরা লেবুকে ভয় পায়

কাযী আলী বিন হাসান খালঈ এর “সাওয়ানিহে হায়াত” নামক গ্রন্থে রয়েছে, জ্বিনেরা তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করত। একবার দীর্ঘদিন ধরে আসল না। তখন কাযী সাহেব তাদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে জ্বিনেরা বললো যে, আপনার ঘরে লেবু ছিল আর আমরা এমন ঘরে যাই না যাতে লেবু থাকে। (প্রশঙ্ক, ১০৩ পৃষ্ঠা)

জ্বিনেরা সাদা মোরগকে ভয় পায়

মুস্তফা ﷺ এর দুটি বাণী:

(১) সাদা মোরগ রাখো। এজন্য যে, যে ঘরে সাদা মোরগ থাকবে, না শয়তান ঐ ঘরের কাছে আসবে, আর না জাদুকর ঐ ঘরগুলোর নিকটবর্তী হবে এবং যা ঐ ঘরের আশে-পাশে রয়েছে।

(আল মা'জুমুল আওসাত, ১ম খণ্ড, ১২০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৭৭)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

(২) সাদা মোরগকে মন্দ বলো না, কেননা এটা আমার দোস্ত ও আমি তার দোস্ত আর এটার শত্রু আমার শত্রু। যতদূর এটার আওয়াজ পৌঁছে তা জ্বিনদেরকে দূর করে দেয়। (লকতুল মারজান ফী আহকামিল জান, ১৬৫ পৃষ্ঠা)

জ্বিন ও তাদের জানোয়ারের খাদ্য

জ্বিন জাতির যে প্রতিনিধি আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সম্মানিত দরবারে হাযির হয়েছিল এবং নিজেদেরোও তাদের জানোয়ারদের জন্য খাবার চেয়েছিল। তাদেরকে বলা হল, তোমাদের জন্য (এমন) হাডিড রয়েছে যাতে আল্লাহ তাআলার পবিত্র নাম নেয়া হয়। অর্থাৎ হালাল পবিত্র জানোয়ারের হাডিড, তা তোমাদের হাতে (আসামাত্র) এ অবস্থায় হয়ে যাবে যেভাবে তা পূর্বে মাংসে ভরা ও পরিপূর্ণ ছিল (অর্থাৎ- মাংস পৃথক করা হাডিড তোমরা মাংসসহ পাবে) আর সব বিষ্ঠা তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জন্য খাদ্য। আর এরপর মানুষদের ইরশাদ করলেন: হাডিড ও গোবর দ্বারা ইসতিঞ্জা করো না, কেননা এগুলো তোমাদের ভাই (মুসলমান জ্বিনদের) খাবার।

(সহীহ মুসলিম, ২৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৫০)

জ্বিনেরা অপহরণও করে থাকে

একজন আনসারী সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ইশার নামায আদায়ের জন্য যখন ঘর থেকে বের হলেন তখন তাঁকে জ্বিনেরা অপহরণ করে নিল এবং কয়েক বৎসর যাবৎ গোপন রাখল। এরপর তিনি যখন মদীনায়ে মুনাওওয়ারাতে তশরীফ আনলেন তখন আমীরুল মুমিনীন হযরতে সাযিয়দুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেন: আমাকে জ্বিনেরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল আর আমি অনেকদিন পর্যন্ত তাদের কাছে ছিলাম। এরপর মুসলমান জ্বিনেরা (ঐ জ্বিনদের সাথে) জিহাদ করল আর তাদের মধ্য থেকে অনেকের সাথে আমাকেও বন্দী করা হল। মুসলমান জ্বিনেরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, এ মানব সন্তান মুসলমান, তাকে বন্দী করা ঠিক হবে না। অতঃপর তারা আমাকে আমার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিল,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করা, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

ইচ্ছা করলে আমি তাদের সাথে থাকতে পারি অথবা নিজ পরিবার পরিজনের কাছে চলে আসতে পারি। আমি ঘরে আসার ইচ্ছা করলাম। তখন ঐ জ্বিনেরা আমাকে মদীনায়ে মুনাওওয়ারায় رَأَى اللَّهُ تَعَالَى بِرَأْيِهِ نِيَّةً بِرَأْيِهِ نِيَّةً নিয়ে আসল। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ তাদের খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে ঐ আনসারী সাহাবী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: তারা লাওবিয়া (নামক সবজী) খেয়ে থাকে এবং ঐ সব বস্তু যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয় না (যেমন- بِسْمِ اللَّهِ পাঠ করা ব্যতীত খাওয়া খাদ্যদ্রব্যাদি) অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ তাদের পান করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে বললেন: যদফ- (হায়াতুল হায়ওয়াল কুবরা ১ম খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা) যদফ দ্বারা হযরত উদ্দেশ্য হবে ইয়েমনী ঘাস, যা বক্ষনকারীর পানি পানের প্রয়োজন পড়েনা। অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পানি ইত্যাদীর ঐ বর্তন (পাত্র) যা ঢেকে রাখা হয় না।

(আননিহায়া ফি গরীবিল হাদীস ওয়াল আহর, ১ম খন্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَيِّبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

জ্বিন ও যাদু থেকে রক্ষার জন্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে কাফির জ্বিনদের বিভিন্ন খবর প্রকাশ পেল অর্থাৎ তারা লাওবিয়াও খায় এবং যেসব খাবার খাওয়ার সময় بِسْمِ اللَّهِ পাঠ করা হয় না তাও ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া পানাহারের বস্তু থাকা সত্ত্বেও যেসব বাসন (পাত্র) খোলা রাখা হয় তা থেকেও খেয়ে নেয়। এছাড়া এটাও জানা গেল, জ্বিনেরা মানুষকে অপহরণও করে নেয় আর এটা খুবই দুঃচিন্তার বিষয় যে, এদের কাছ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পার্থিব কোন অস্ত্র এমনকি মানব বাহিনীও ফলপ্রসূ নয়। এর জন্য “মাদানী হাতিয়ার” প্রয়োজন। দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান “মাকতাবাতুল মদীনার” এর পক্ষ থেকে মুদ্রিত ১৬ পৃষ্ঠার পকেট সাইজ রিসালা ৪০ রুহানী ইলাজ হতে চারটি মাদানী হাতিয়ার উপস্থাপন করছি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিষী ও কানযুল উম্মাল)

- (১) **يَا مُحْيِي يَا مُهْيِي**, ২৯ বার: (দিনের যে কোন সময়) প্রতিদিন পাঠকারী **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** প্রত্যেক বালা-মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকবে।
- (২) **يَا وَكَيْلُ** ৭ বার: যে প্রতিদিন আসরের সময় পাঠ করে নেবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** প্রত্যেক বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে।
- (৩) **يَا مُحْيِي يَا مُمِيتُ** ৭ বার: প্রতিদিন পাঠ করে যে নিজের শরীরের উপর ফুঁক মেরে নেবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** তার উপর যাদু প্রভাব ফেলতে পারবে না।
- (৪) **يَا قَادِرُ**: যে ব্যক্তি ওযু করার সময় প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সময় পাঠ করার অভ্যাস করে নেবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** শত্রু (জ্বিন ও মানব) তাকে অপহরণ করতে পারবে না। (ওযুতে প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সময় দরুদ শরীফও পাঠ করুন। কারণ এটা মুস্তাহাব আর **رُؤْيُ**ও পাঠ করতে থাকুন) প্রত্যেকে আপন আপন পীর মুর্শিদের অনুমতিক্রমে (এসব থেকে) নিরাপদ থাকার ওয়াযীফাও পাঠ করতে থাকুন।^২

জ্বিনেরা হত্যাও করে ফেলে

অনেক সময় মুসলমান জ্বিনেরা পাপী মানুষকে শাস্তিও দিয়ে থাকে। যেমন- ইবনে আক্বীল “কিতাবুল ফুনুন” উল্লেখ করেন: আমাদের একটি ঘরছিল।

^২ (আমীয়ে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ** উর্দু ভাষায় শাজারায়ে কাদেরীয়া, রযবীয়া, আভারিয়া সংকলন করেছেন।) এতে নিরাপদ থাকার বিভিন্ন ওয়াযীফা দেয়া রয়েছে। এ শাজারা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাতে অনুবাদ করা হয়েছে। যেমন- এটি লেখার সময় পর্যন্ত আরবী, বাংলা, সিন্দি, হিন্দী, গুজরাটী, ইংরেজী, ব্রুকেন ও ফ্রান্স ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আমীয়ে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ** নিজের মুরীদ ও তালিবদেরকে এটা পাঠ করা সাধারণ অনুমতি প্রদান করেছেন। এ পকেট সাইজ শাজারা মাকতাবাতুল মদীনার প্রতিটি শাখা থেকে হাদিয়া প্রদান পূর্বক সংগ্রহ করতে পারেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

যে কেউ এটাতে থাকত এবং রাতে ঘুমাত তবে সকালে তার লাশই পাওয়া যেত! একদা একজন পশ্চিমা মুসলমান আসল আর সে এ ঘরটি পছন্দ করে কিনে নিল। সে সেখানে রাত কাটাল আর সকালে একেবারে ভাল ও জীবিত অবস্থায় ছিল। এতে প্রতিবেশীরা অবাক হয়ে গেল। ঐ ব্যক্তি ঐ ঘরে দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করার পর কোথাও চলে যায়। যখন তার কাছে (এ ঘরে নিরাপদ থাকার কারণ) জিজ্ঞাসা করা হল তখন সে বলল: যখন আমি এ ঘরে রাত কাটাতাম তখনই ইশার নামাযের পর কুরআনে করীম তিলাওয়াত করতাম। একবার একজন রহস্যে ভরা যুবক কুয়া থেকে বের হয়ে আমাকে সালাম করল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। সে বলতে লাগল, ভয় করবেন না, আমাকেও কিছু কুরআনে করীম শিক্ষা দিন। সুতরাং আমি তাকে কুরআনে করীম শিক্ষা দিতে লাগলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ ঘরের ব্যাপারটা কি রকম? সে বলল: “আমি মুসলমান জ্বিন।” আমি কুরআনে পাকও তিলাওয়াত করে থাকি আর নামাযও আদায় করি। এ ঘরে প্রায়ই অধিকাংশ শরাবী ও পাপী লোক থাকার জন্য এসেছে, তাই আমি তাদেরকে গলা টিপে হত্যা করেছি। আমি তাকে বললাম: রাতে আপনাকে ভয় লাগে, দয়া করে দিনে আসতে থাকুন। সে বলল: ঠিক আছে। সুতরাং সে দিনে কুয়া থেকে বাইরে আসত আর আমি তাকে পড়াতাম। একদা এমন হল যে, ঐ জ্বিন আমার কাছে কুরআন শিখছিল। তখন এক আমিল ঐ মহল্লায় আসল আর ডাক দিয়ে বলছিল, “আমি সাপে দংশন, বদনযর ও জ্বিন-পরীর আছরের জন্য ঝাড় ফুঁক দিয়ে থাকি।” ঐ জ্বিন বলল: “এটা কে?” আমি বললাম: “এটা ঝাড়-ফুঁককারী।” জ্বিন বলল: “একে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসুন।” অতএব আমি গেলাম আর তাকে ডেকে আনলাম। দেখতে না দেখতেই ঐ জ্বিন ছাদের উপর একবড় অজগরে রূপ নিল! ঐ আমিল দম করলে তারপর অজগরের রূপ নিল! তখন ঐ আসল ফুঁক মারল আর ঐ অজগরটি ছটফট করতে লাগল শেষ পর্যন্ত ঘরের মাষখানে ঐ আমিল (সাপ মনে করে) সেটাকে ধরে নিজের বুড়িতে আবদ্ধ করে ফেলল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

আমি তাকে নিষেধ করলে সে বলল: “এটা আমার শিকার এটা আমি নিয়ে যাব।” আমি তাকে একটি আশরাফী (স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম তখন সে তা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। সে চলে যাওয়ার পর ঐ অজগরটি নড়াচড়া করে পূর্বের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু সে দুর্বল হয়ে পীতবর্ণ ধারণ করল! আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “তোমার কী হয়েছে?” জ্বিন জবাব দিল, “ঐ আমিল বরকতময় নাম সমূহ পাঠ করে ফুঁক দিয়েছে তাই আমার এ অবস্থা হয়েছে।” আমার জীবিত থাকার আর নেই। যখন আপনি কুয়াতে চিৎকারের আওয়াজ শুনবেন তখন এখান থেকে চলে যাবেন। ঐ পশ্চিমা মুসলমান বলল, আমি রাতে চিৎকারের আওয়াজ শুনলাম তখন আমি ঘর ছেড়ে দূরে চলে গেলাম।

(লকতুল মারজান ফী আহকামিল জান, ১০৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ কম্পন সৃষ্টিকারী ঘটনা থেকে এটা শিক্ষা পাওয়া গেল, অনেক সময় তামাসা করতে গিয়ে চরম মূল্য দিতে হয়। সম্ভবত ঐ জ্বিন অজগর সেজে ঐ আমিলকে এই ভাবে উপহাস করার চেষ্টা করেছিল যে, দেখে নেই সে কি করে? কিন্তু ঐ আমিল নিজের কাজে দক্ষ ছিল আর সে ‘আসমায়ে মোবারাকা’ পাঠ করে এমন ফুঁক মারল যে, ঐ বেচারী জ্বিনের বেঁচে থাকার আশাই রইলো না। সুতরাং কাউকে দুর্বল মনে করে উপহাস করা উচিত নয়। এছাড়া জানা গেল, গুনাহের অমঙ্গলের কারণে দুনিয়াতেই বালা-মুসিবত আসতে পারে। যেভাবে ঐ জ্বিনাক্রান্ত ঘরে আগত শরাবী ও মন্দকর্মকারীদের জ্বিন গলা টিপে হত্যা করে ফেলত। এ থেকে ঘরে ফিল্ম, নাটক দর্শনকারী ও বিভিন্ন ধরণের গুনাহের মধ্যে ব্যস্ত ব্যক্তিদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কেননা আবার যেন এমন না হয় যে, দুনিয়াতেই গুনাহের শাস্তি স্বরূপ কোন জ্বিন চেপে না বসে! এছাড়া এটাও জানা গেল, ইবাদত ও তিলাওয়াতের কারণে বালা-মুসিবত দূরীভূত হয়। যেসকল ঐ রহস্যে ভরা ঘরের জ্বিন নামাজী ও তিলাওয়াত কারী মুসলমানদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিল। সুতরাং নিজের ঘরকে নামাজ, তিলাওয়াত ও না’ত দ্বারা সাজিয়ে রাখুন আর ফিল্ম, নাটক ও গান-বাজনার অমঙ্গল পরিবেশ থেকে দূরে থাকুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাত)

কল্যাণই কল্যাণ হবে। গুনাহের অভ্যাস থেকে মুক্তিও ইবাদতের প্রশিক্ষণ লাভের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রসুলদের সাথে সফর করুন। আখিরাতে মাহান সাওয়াবের সাথে সাথে ঐন শাঐ আল্লাহু ঐন দুনিয়াবী বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি লাভের উপায়ও হবে।

আমার হারাম মজ্জার ব্যথা শেষ হয়ে গেল

যেমন- বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হচ্ছে, ২০০১ সালে আমার হারাম মজ্জায় ব্যথা চলে এসেছিল। যার কারণে আমি খুবই কষ্টের মধ্যে ছিলাম। দীর্ঘ দিন ধরে চিকিৎসা করেছি কিন্তু কোন লাভ হল না। ডাক্তার বলেছেন: অপারেশন ছাড়া এ কষ্ট থেকে বাঁচার আর কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, অপারেশন অকৃতকার্যও হতে পারে। এক ইসলামী ভাইয়ের ইন্ফিরাদী কৌশিলের কারণে সাহস করে ৩০ দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। ঐন শাঐ আল্লাহু ঐন মাদানী কাফেলার বরকতে কোন অপারেশন ছাড়াই আমি সুস্থ হয়ে গেলাম।

গর কুয়ি মরজ হে তু মেরি আরয হে, পা-ও গে রাহাতে কাফিলে মে চলো।
দরদে সর হো আগর ইয়া হো দরদে কোমর, পা-ওগে সিহ্যাতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী কাফেলার কতই না বরকত। এখানে এটা আরয করব যে, এরূপ হওয়াটা আবশ্যিক নয় যে, মাদানী কাফেলার মুসাফিরের রোগ ব্যাধি ও পেরেশানী সমূহ দূরীভূত হয়ে যাবে। এসব কিছু আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আপনারা সবাই জানেন যে, সুস্থতা লাভের নিশ্চয়তা না থাকা সত্ত্বেও লোকেরা চিকিৎসার পেছনে লাখ লাখ টাকা খরচ করে, আর আরোগ্য লাভ না হওয়ার পরও কেউ চিকিৎসা বাদ দেয়না বরং উন্নত থেকে উন্নত চিকিৎসা করানোর পরও রোগী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বসে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

তবুও কেউ চিকিৎসার বিরোধিতা করে না। তাহলে যদি মাদানী কাফেলায়ও রোগ না সারে তবে শয়তানের কু-মন্ত্রনার শিকার না হওয়া উচিত। শুধুমাত্র দুনিয়াবী সমস্যার সমাধান পাওয়ার নিয়ত করার পরিবর্তে মাদানী কাফেলায় ইলমে দ্বীন শিক্ষা ও আখিরাতে সাওয়াব অর্জনের নিয়তও করে নেয়া উচিত। আর এটাও মনে রাখবেন যে, আরোগ্য লাভ করাও রহমত, আবার রোগ-ব্যাধিও রহমত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যম। আমাদের সর্বাবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করা উচিত। রোগ-ব্যাধি ও মুসিবতের অনেক ফযীলত রয়েছে আর সৌভাগ্যবান মুসলমান ধৈর্যধারণ করে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করেন। যেমন—

আমি অন্ধ থাকতে চাই!

হযরত সাযিয়দুনা আবু বাছীর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ অন্ধ ছিলেন। তিনি বলেন: আমি একবার হযরত সাযিয়দুনা বাকের رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর খিদমতে হাজির হলাম। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আমার চেহায়া হাত বুলিয়ে দিলেন তখন আমার চোখগুলোতে দৃষ্টি চলে আসল। যখন পুনরায় হাত বুলিয়ে দিলেন তখন পুনরায় অন্ধ হয়ে গেলাম। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আমাকে বললেন: “আপনি এ দু'টো বিষয় থেকে কোন বিষয়টি অবলম্বন করতে চান?

- (১) আপনার চোখগুলো দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে যাবে আর কিয়ামতের দিন আপনার কাছে দৃষ্টিশক্তির নেয়ামত ও অন্যান্য আমলের হিসাব নেয়া হবে।
- (২) আপনি অন্ধই থাকবেন আর বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ হবে। হযরত সাযিয়দুনা আবু বাছীর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “আমি আরয করলাম জান্নাতে হিসাব ছাড়া প্রবেশ করতে চাই, আমি অন্ধ থাকতে চাই।” (শাওয়াহিদুন নুরওয়াত, ২৪১ পৃষ্ঠা হতে সংকলিত, মাকতাবাতুল হাকীকা, ইস্তাম্বুল, তুর্কী)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ وَعَوْدُكَ عَلَيَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ নিজ মাকবুল বান্দাগণকে এরূপ উচ্চ মর্যাদা ও উৎকর্ষতা দান করেছেন, তাঁরা অন্ধকে দৃষ্টি শক্তিও দান করতে পারেন আর বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদও দিতে পারেন। আর এটাও জানা গেল, মুসিবতে ধৈর্যধারণ করাতে মহান প্রতিদান পাওয়া যায়। চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়াতে ধৈর্যধারণকারীর জন্য স্বয়ং হাদীসে কুদসীর মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুয়নিবীন, রাসুলে আমীন, ছয়র পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আল্লাহ করেন: “যখন আমি আমার বান্দার চোখ (দৃষ্টিশক্তি) নিয়ে নেব আর সে ধৈর্যধারণ করে, তবে চোখের বিনিময়ে তাকে জান্নাত প্রদান করব।” (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৬৫৩)

টুটে গো সরপে কুহে বেলা সবর কর,
আই মুসলমা! না তু ডাগমগা সবর কর।
লবপে হরফে শিকায়াত না লা-সবর কর,
কে ইয়েহি সুন্নাতে শাহে আবরার হে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

تُوبُوا إِلَى اللهِ! أَسْتَغْفِرُ اللهُ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ



১৮ মুহাররমুল হারাম ১৪২৭ হিঃ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

৯৯ টি ঘটনা

দরুদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রক্বুল ইয্যত
ইরশাদ করেছেন: “যখন বৃহস্পতিবার দিন আসে, আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাগণকে প্রেরণ করেন, যাঁদের নিকট রূপার কাগজ ও স্বর্ণের কলম থাকে। তাঁরা লিখেন, কে বৃহস্পতিবার দিন ও জুমার রাত (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) আমার উপর অধিক পরিমাণে দরুদে পাক পাঠ করে।” (কানযুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২১৭৪)

(১) তিনটি পাখি

হযরত সাযিয়্যুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে তিনটি পাখি হাদিয়া স্বরূপ পেশ করা হল। তখন হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ একটি পাখি নিজের বাঁদিকে খাওয়ার জন্য দান করলেন। দ্বিতীয় দিন বাঁদী সে পাখিটি নিয়ে এলো। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে ইরশাদ করলেন: আমি তো তোমাকে নিষেধ করেছি যে, পরবর্তী দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রেখোনা। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পরবর্তী দিনের রিযিক দান করেন। (শুয়াবুল ইমান, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৮, হাদীস নং-১৩৪৭)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আন্দুর রাজ্জাক)

পরবর্তী দিনের জন্য জমা রাখা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রক্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খোদার উপর ভরসার অবস্থান নিশ্চয় সকলের উর্ধে ছিল। তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিজের জন্য পরবর্তী দিনের খাবার কখনো সঞ্চয় করে রাখতেন না। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিজের সম্পদের কখনো যাকাত দেননি। এ কারণে যে, কখনো সম্পদ জমা করেই রাখেননি। সে জন্য যাকাত ফরয হত না। প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমূল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ عَلَيَّهِ السَّلَام ছেলের গলায় ছুরি চালিয়ে দিলেন, হযরত আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজের ছেলে ইবরাহীমের জন্য দোয়া করলেন, “হে খোদা একে মৃত্যু দান করুন, কারণ একে চুমু দেয়ার কারণে কিছুটা সময় আমি তোমার থেকে উদাসীন হয়ে গেছি।” এসব ঐ সকল বুয়ুর্গদের জযবা ছিল। মূলত: “যে বস্তু বন্ধুর মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয় সেটা ছিঁড়ে ফেল।” হযরত সায়্যিদুনা আবু যার গিফারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ অত্যন্ত দুনিয়া বিমুখ সাহাবী ছিলেন। তাঁর আবেগের সত্যায়ণকারী হচ্ছে এ কবিতা

কু-ড়ি না রাখ্ কাফন কো, তিজ ঢাল মাল ও ধন কো
জিহনে দিয়া হে তনকো, দে-গা উহি কাফন কো।

এটা মনে রাখবেন! হালাল সম্পদ জমা করা হারাম নয়। যেমন- মুফতী সাহেব আরো বলেন: ‘সম্পদ জমা রাখা, মৃত্যুর পর তা রেখে যাওয়া বৈধ, যদি তা থেকে যাকাত, ফিতরা, কতাওবানী ও বান্দার হক আদায় করা হয়ে থাকে।’ (মিরআত, ৩য় খন্ড, ৮৮, ৮৯ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

(২) মৃত ছাগল মাথা নেড়ে উঠে গেল

হযরত সাযিয়্যুনা কা'ব বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: হযরত সাযিয়্যুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল দরবারে উপস্থিত হলে তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আলোকময় চেহারা মোবারককে পরিবর্তিত অবস্থায় পেলেন। এটা দেখে তখনই তিনি নিজের ঘরে গেলেন ও নিজের স্ত্রী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا কে বললেন: আমি রাসুলুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সৌন্দর্যপূর্ণ চেহারা মোবারক পরিবর্তন অবস্থায় দেখেছি। আমার সন্দেহ হচ্ছে, ক্ষুধার কারণে এমনটা হয়েছে। তোমার কাছে কোন কিছু আছে কি? বললেন: “আল্লাহর কসম! এ ছাগল ও সামান্য পরিমাণ আটা ছাড়া আর কিছু নেই। তক্ষণাৎ ছাগলটি জবাই করে দিলেন আর বললেন: তাড়াতাড়ি মাংস ও রুটি প্রস্তুত কর। যখন খাবার তৈরী হয়ে গেল তখন একটি বড় পেয়ালায় নিয়ে রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, হযর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং খানা পেশ করলেন। তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্বত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “হে জাবির! নিজ সম্প্রদায়কে একত্রিত কর।” আমি লোকদেরকে নিয়ে বরকতময় খিদমতে হাযির হলাম। ইরশাদ করলেন: “তাদেরকে আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত করে আমার নিকট পাঠাতে থাকো।” এভাবে তারা খেতে লাগল। যখন একদল পরিতৃপ্ত হয়ে যেত তখন তারা বের হয়ে যেত আর অন্যদল আসত। শেষ পর্যন্ত সবাই খেয়ে নিল আর পাত্রে যতটুকু খাবার আগে ছিল সকলে খাওয়ার পরও ততটুকু বিদ্যমান ছিল। আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন: “খাও আর হাডিঙুলো ভেঙ্গো না।” অতঃপর রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হযর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পাত্রের মাঝখানে হাডিঙুলো জমা করলেন আর সেগুলোর উপর নিজের মোবারক হাত রাখলেন এবং কিছু পড়লেন,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

যা আমি শুনিনি। সাথে সাথে যেটার মাংস খেয়েছিলাম ঐ ছাগলটিই হঠাৎ মাথা নেড়ে উঠে গেল! হুয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকে বললেন: নিজের ছাগল নিয়ে যাও!” আমি ছাগলটি আমার স্ত্রীর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا নিকট নিয়ে আসলাম। সে (অবাক হয়ে) বলল: “এটা কি?” আমি বললাম: “আল্লাহর কসম! এটা আমাদের সে ছাগলটিই যেটা আমরা জবাই করেছিলাম। আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দোয়ার রবকতে আল্লাহ তাআলা এটাকে জীবিত করে দিলেন! এটা শুনে তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا হঠাৎ বলে উঠলেন আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।

(আল খাসায়িসুল কুবরা, ২য় খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(৩) মৃত মাদানী মুন্না (ছেলে) জীবিত হয়ে গেল!

প্রসিদ্ধ আশিকে রাসুল হযরত আল্লামা আবদুর রহমান জামী বর্ণনা করেন, হযরত সাযিয়দুনা জাবির رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ নিজের মাদানী মুন্নাদের (ছোট ছেলেদের) উপস্থিতিতে ছাগলটি জবাই করেছিলেন। যখন কাজ শেষ করে তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ চলে গেলেন তখন ঐ দুজন মাদানী মুন্না ছুরি নিয়ে ছাদে চলে গেল। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলল: এসো আমীর তোমার সাথে ঐরূপ করব, যেমন আমাদের আব্বাজানা ঐ ছাগলটির সাথে করেছেন। সুতরাং বড় ভাই ছোট ভাইকে বাঁধল এবং কণ্ঠনালীতে ছুরি চালিয়ে দিল আর মাথা আলাদা করে হাতে তুলে নিল! যেমাত্র তাদের আম্মাজান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এ দৃশ্য দেখলেন, তখন তার পিছু নিলে সে ভয়ে পালানোর সময় ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করলেন। ঐ ধৈর্যশীলা মহিলা আহাজারি ও কোন ধরণের শোর-চিৎকার করলেন না, যেন আবার প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পেরেশান হয়ে না যান।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

অত্যন্ত ধৈর্য ও শান্তভাবে দু’জনের ছোট্ট লাশগুলো ভিতরে নিয়ে সেগুলোর উপর কাপড় টেনে দিলেন এবং কাউকে বললেন না। এমনকি হযরত জাবির رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কেও বললেন না। যদিও মনোবেদনায় অন্তর ভীষণ ব্যথিত ছিল, কিন্তু চেহারাকে স্বাভাবিক ও হাস্যোজ্জল রাখলেন এবং খাবার ইত্যাদি রান্না করলেন। সরকারে মদীনা, মিঠে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাশরীফ আনলেন এবং হুয়ুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সামনে খাবার পেশ করা হল। এ সময় জিব্রাঈল আমীন عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, জাবিরকে বলুন নিজের ছেলেদেরকে আনতে, যাতে তারা আপনার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সাথে খাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। নবীকুল সুলতান, সরদারে দো’জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হযরত সাযিয়দুনা জাবির رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: “তোমার ছেলেদেরকে আন!” তিনি সাথে সাথে বাইরে এলেন এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন: “ছেলেরা কোথায়?” তিনি বললেন: নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খিদমতে আরয করুন যে, তারা উপস্থিত নেই।” প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “আল্লাহ তাআলার ফরমান এসেছে যে, তাদের তাড়াতাড়ি ডাক! শোকাহত স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন বললেন: “হে জাবির! এখন আমি তাদেরকে আনতে পারব না। হযরত সাযিয়দুনা জাবির رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: “আসলে কি হল?” কাঁদছেন কেন? স্ত্রী তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে সব ঘটনা বললেন এবং কাপড় উঠিয়ে মাদানী মুন্নাদের দেখালেন। তখন তিনিও কাঁদতে লাগলেন। কারণ তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। ব্যাস, হযরত সাযিয়দুনা জাবির رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ দুই জনের ছোট্ট ছোট্ট লাশগুলোকে নিয়ে ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কদমে রেখে দিলেন। ঐ সময় ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ আসতে লাগল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

আল্লাহ তাআলা জিব্রাইলে আমীন عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ কে প্রেরণ করলেন আর বললেন: “হে জিব্রাইল! আমার মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে বল, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত ইরশাদ করেছেন: “হে প্রিয় হাবীব! আপনি দোয়া করুন, আমি এদেরকে জীবিত করে দেব।” নবী করীম, রউফুর রহীম, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দোয়া করলেন আর আল্লাহর নির্দেশে উভয় মাদানী মুন্না তৎক্ষণাৎ জীবিত হয়ে গেল।

(শাওয়াহিদুন্ নুবুওয়াত, পৃষ্ঠা ১০৫, মাদারিজুন্নরুওয়াত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৯)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

কল্বে মুরদা কো মেরে আবতো জ্বিলাদো আ-কা
জামে উলফত কা মুঝে আপনি পিলাদো আ-কা

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ভাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কেমন শান যে, সামান্য পরিমাণ খাবার অনেক মানুষ খেয়ে নিল তারপরও তাতে কোন প্রকার কমতি হল না। আর এরপর ছাগলের মাংসের অবশিষ্ট হাড়ে মাংস চামড়া পরিধান করে ছবছ ঐ ছাগলই মাথা নেড়ে দাঁড়িয়ে গেল। এছাড়া হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ এর মৃত্যুবরণকারী মাদানী মুন্নাদেরকে (ছেলেদেরকে) আল্লাহর ইচ্ছায় জীবিত করে দিলেন।

মুরদোকো জ্বিলাতে হে রাউতোকো হাসাতে হে,
আ-লাম মিঠাতে হে বিগড়ি বানাতে হে।
ছরকার খিলাতে হে, সরকার পিলাতে হে,
সুলতানো গাদা ছব কো ছরকার নিভাতে হে।

(৪) সাতটি খেজুর

হযরত সায়্যিদুনা ইরবাজ বিন সারিয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ বলেন: তাবুক যুদ্ধের রাতে খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: হে বিলাল! তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

হযরত সাযিয়্যদুনা বিলাল رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আরম্ভ করলেন: “হুযুর! আপনার প্রতিপালকের শপথ! আমরাতো আমাদের খাদ্যের থলে খালি করে বসেছি। রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বললেন: ভালভাবে দেখো, নিজের খাদ্যের থলে ঝেড়ে নাও, হয়তো কিছু বের হবে। (সে সময় আমরা তিনজন ছিলাম) সবাই নিজ নিজ খাদ্যের থলে ঝাড়লে মোট ৭টি খেজুর বেরিয়ে আসল। তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সেগুলোকে একটি পৃষ্ঠার উপর রেখে সেগুলোর উপর আপন মোবারক হাত রাখলেন এবং ইরশাদ করলেন: “ بِسْمِ اللهِ পড়ে খাও।” আমরা তিনজন মাহবুবে খোদা, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতময় হাতের নীচ থেকে উঠিয়ে খুব ভালভাবে খেলাম। হযরত সাযিয়্যদুনা বিলাল رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি বীচিগুলো বাম হাতে রাখছিলাম। যখন আমি পরিতৃপ্ত হয়ে সেগুলো গণনা করলাম তখন ৫৪টি ছিল! এভাবে ঐ দু'জন সাহাবীও رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন। যখন আমরা খাবার থেকে হাত উঠিয়ে নিলাম তখন আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ও আপন বরকতময় হাত উঠিয়ে নিলেন। ঐ সাতটি খেজুর আগের মত বিদ্যমান ছিল। মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “হে বিলাল! এগুলো হিফাযতে রেখো এবং এগুলো থেকে কেউ খাবে না, পরবর্তিতে কাজে আসবে।” বিলাল رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমরা এগুলো খায়নি। যখন পরবর্তী দিন এলো এবং খাওয়ার সময় হল তখন সরকারে নামদার প্রিয় রাসুল, রাসুলে মাকবুল, হুযুর পুনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঐ সাতটি খেজুরই আনার জন্য ইরশাদ করলেন। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পুনরায় আগের মত সেগুলোর উপর হাত মোবারক রাখলেন আর বললেন: “ بِسْمِ اللهِ পড়ে খাও।” এবার আমরা দশজন ছিলাম। সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে গেলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

নবীকুল সুলতান, সরদারে দোঁজাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতের হাত উঠালে তখন ৭টি খেজুরই হুবহু বিদ্যমান ছিল। নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বললেন: “হে বিলাল! যদি আমার আল্লাহু তাআলার প্রতি লজ্জা না হতো তবে মদীনা ফিরে যাওয়া পর্যন্ত এ সাতটি খেজুর থেকেই খেতাম। অতঃপর সরকারে মদীনা প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঐ খেজুরগুলো একটি ছেলেকে দান করে দিলেন। সে ওগুলো খেয়ে চলে গেল।

(আল খাসায়িসুল কুবরা, ২য় খন্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহু তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহু তাআলা হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে কিরূপ বিশাল ক্ষমতা দান করেছেন। সাতটি খেজুরে কি ধরণের বরকত হল যে, অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তা থেকে পেট ভরে খেলেন।

মালিকে কওনাইন হে গো পাছ কুছ রাখতে নেহি,
দো জাহা কী নেয়ামতে হে উন কে খালী হাত মে।

(৫) আমি প্রতিদিন দুইটি ফিল্ম দেখতাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআন ও সুন্নাহ প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন, দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। الدَّعْوَةُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ অসংখ্য মানুষের ভাগ্যে মাদানী পরিবর্তন এনে দিয়েছে। যেমন আন্তারাবাদ বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের এক ইসলামী ভাই তার নিজের ঘটনা অনেকটা এরূপ লিখেছেন। আমি খুব বেশি গুনাহের মধ্যে ডুবে থাকতাম। প্রায় প্রতিদিন দু'টি ফিল্ম দেখতাম। সর্বদা নিজের সাথে রেডিও রাখতাম। একটি বিক্রি করে আরেকটা কিনতাম। রাতে শোয়ার সময়ও শিয়রে রেডিও চালু করে রাখতাম। রেডিও শুনতে শুনতে যখন আমার ঘুম এসে যেত তখন আমার আশ্মীজান উঠে এসে রেডিও বন্ধ করে দিতেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

সম্ভবত ১৪১৬ হিজরী ছিল, আমি আমার এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে হায়দ্রাবাদ গিয়েছিলাম। সে আমাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমায় 'ফয়যানে মদীনা' নিয়ে গেল। বাবুল মদীনা করাচী থেকে আপনার (অর্থাৎ সগে মদীনার رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) টেলিফোনের মাধ্যমে বয়ান শুনলাম। শুনতেই আমার জীবনে মাদানী পরিবর্তন এসে গেল। খোদার ভয়ে কেঁদে কেঁদে গুনাহ থেকে তাওবা করলাম এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। আন্তরিকভাবে দা'ওয়াতে ইসলামীর এক আশিকে রাসুল ইন্ফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে আমাকে এক মুষ্টি পরিমাণ দাঁড়ি রাখালেন।

মাইতো না-দানা তা দা-নিস্তা ভী কিয়া কিয়া না কিয়া,
লাজ রাখলি মেরে লাজপাল নে বুহওয়া না কিয়া।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৬) সামান্য খাবারে বরকত

হযরত সায়্যিদুনা সুহাইব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জন্য সামান্য পরিমাণ খাবার রান্না করলাম এবং তাঁকে দাওয়াত দেয়ার জন্য হাযির হলাম। তখন হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সাথে উপবিষ্ট ছিলেন। লজ্জায় আমি কিছু বলতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলাম। ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে ইশারায় খাওয়ার জন্য আসার আবেদন জানালাম। বললেন: “আর এরা?” আমি আরয করলাম: “না।” নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিশ্চুপ হয়ে গেলেন আর আমি ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ পুনরায় আমার দিকে দৃষ্টি দিলেন। আমি পুনরায় আগের মত ইশারায় আরয করলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

বললেন: “এরা?” (অর্থাৎ হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অন্যদেরকে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে বলছেন) আমি বললাম: “না।” দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বারের জবাবে আমি আরয় করলাম: “খুব ভাল” অর্থাৎ- এদেরকেও নিয়ে চলুন। আর সাথে এটাও বলে দিলাম যে, আপনার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ জন্যই শুধুমাত্র সামান্য পরিমাণ খাবার রান্না করেছি। খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঐ সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ কে সাথে নিয়ে আসলেন। সবাই ভালভাবে খেলেন। তবুও খাবার অবশিষ্ট রয়ে গেল। (আল খাসায়িসুল কুবরা, ২য় খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম, রাসুলে আকরাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রশংসিত গুণাবলী নিশ্চয় বরকত অবতীর্ণের মাধ্যম। আর তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সদকায় আমাদের উপর সর্বদা রহমত বর্ষিত হচ্ছে। খাবার কম হওয়ার কারণে শুধুমাত্র তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দাওয়াত ছিল কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতে সামান্য খাবারও অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ এর জন্য শুধু যথেষ্ট হল না বরং অবশিষ্ট থেকে গেল।

ইয়ে সুন কর সাখী আ-পকা আ-স্তানা,
নাওয়াসো কা সদকা নিগাহে কারাম হো,

হে দামন পাসারে ছয়ে সব যামানা
তেরে দর পে তেরে গদা আগায়ে হে।

أَلْحَسَدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান শান ও তাঁর থেকে প্রকাশ পাওয়া মু'জিয়া সমূহের কথা কি বলব! মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর গোলামদের নিকট থেকেও মহান কারামত সমূহ প্রকাশ পায়। যেমন-

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

(৭) জশনে বিলাদতের তাবাররুকের মধ্যে বরকত

মুরাদাবাদ (ভারত)-এ একজন আশিকে রাসূল প্রতি বৎসর রবিউন নূর শরীফে অতি ধূমধামের সাথে নবী করীম, রউফুর রহীম, ছয়র পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জশনে বিলাদত পালন করতেন আর বিশাল আকারে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করতেন। সরকারে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খলীফা ‘খাযাইনুল ইরফানের’ প্রণেতা হযরত সদরুল আফযিল আল্লামা মাওলানা সায্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাতে বিশেষভাবে আগমন করতেন। একবার মীলাদ মাহফিলে অনেক বেশি লোকের সমাগম হল। মাহফিল শেষে নিয়মানুসারে এক পোয়া করে (প্রায় ২৫০ গ্রাম) লাড্ডু বন্টন করা শুরু হল। কিন্তু তা অর্ধেকের মত কম পড়ল। মাহফিল আয়োজনকারী ভয় পেয়ে হযরত সদরুল আফযিল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কারামত সম্পন্ন দরবারে এই ঘটনা আরয করল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজের রুমাল বের করে দিলেন ও বললেন: “লাড্ডুর পাত্রের উপর এটা বিছিয়ে দিন” আর বিশেষভাবে জোর দিয়ে বললেন: “তাবাররুক যেন রুমালের নীচ থেকে বের করে করে বন্টন করা হয়, এবং পাত্র খুলে যেন দেখা না হয়।” সুতরাং প্রচুর লাড্ডু বন্টন করা হল এবং প্রত্যেকেই লাড্ডু পেল। শেষে যখন পাত্র খোলা হল, তখন দেখা গেল, রুমাল আচ্ছাদিত করার সময় পাত্রে যে পরিমাণ লাড্ডু ছিল এখনও সে পরিমাণ মওজুদ রয়েছে।

(তারীখে ইসলাম কী আযীম শাখসিয়াত সদরুল আফযিল, ৩৪৩ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

চা-হে তো ইশারো হে আপনে কায়্যাহি পলটদে দুনিয়া কি,
ইয়ে শান হে খিদমত গারো কি সরদার কা আলম কিয়া হোগা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

(৮) পিতার উপর থেকে আযাব উঠে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ব্যক্তির উভয় জগতের কল্যাণের অধিকারী হয়ে যায়। এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হল: আমি ঈদের পরের দিন আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করি। এরই মধ্যে মরহুম পিতা যিনি ইন্তিকাল করেছেন দুই বছর অতিবাহিত হয়েছে। আমার স্বপ্নের মাঝে খুব ভাল অবস্থায় আগমন করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “আব্বু! ইন্তিকালের পর কি অবস্থায় আছেন?” বললেন: “কিছুদিন ধরে গুনাহের শাস্তি ভোগ করি কিন্তু এখন আযাব উঠে গেছে। তুমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ কখনো ত্যাগ করো না, কারণ এর বরকতে আমার উপর দয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার রহমত সত্যিই অনেক বড়। নেককার সন্তান সদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকে আর তাদের দোয়ার ওসীলায় মৃত্যুবরণকারী মাতা-পিতার উপর বিশেষ দয়া হয়ে যায়। সন্তানকে পূণ্যবান হিসেবে গড়ার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ একটি উত্তম মাধ্যম।

হে ইসলামী ভাই সভী ভাই ভাই,
হে বে-হদ মুহাব্বত ভরা মাদানী মাহল।
ইহা সুন্নাতে শিখনে কো মিলে গি,
দিলায়েগা খওফে খোদা মাদানী মাহল।
নবী কি মুহাব্বত মে রোনেকা আন্দায
তুম আ-যাও শিখলায়েগা মাদানী মাহল

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিষী ও কানযুল উম্মাল)

(৯) ৩০০ মানুষ শূয়ার হয়ে গেল

হযরত সাযিয়্যুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلِيَّ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ এর আপাদমস্তক মর্যাদাপূর্ণ দরবারে হাওয়ারীগণ (তাঁর সাথীগণ) আরয করলেন যে, আপনার প্রতিপালক (কি) আপনার দোয়াতে এ দয়াটুকু করবেন যে, আমাদের কাছে আসমান থেকে নেয়ামত সমূহে ভরা গায়েবী দস্তুরখানা অবতীর্ণ হবে? এ কথায় হযরত সাযিয়্যুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلِيَّ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ বললেন: “এ ধরণের চাওয়া চেয়ো না। আল্লাহকে ভয় কর। ইচ্ছামত মুজিয়া দেখতে চেয়ো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে এসব থেকে বিরত থাকো।” প্রতিউত্তরে আরয করলেন: “হুয়র! আমাদের এ আবেদন আপনার عَلِيَّ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ নবুয়ত কিংবা রব তাআলার পরিপূর্ণ কুদরতে কোন প্রকার সন্দেহের ভিত্তিতে নয় বরং এটার চারটি উদ্দেশ্য রয়েছে:

- (১) প্রথমত, আমরা ঐ গায়বী খাবার খাব, বরকত লাভ করব, তাতে আমাদের অন্তর আলোকিত হয়ে যাবে। আমাদের আল্লাহর নৈকট্য আরো অধিক অর্জিত হবে।
- (২) দ্বিতীয়ত, আপনি عَلِيَّ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ আমাদের সাথে ওয়াদা করে বলেছেন: তোমরা ‘মকবুলুদ দোয়া’, রব্ব তাআলা তোমাদের কথা শুনেন, এই কথাটির উপর দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের অর্জিত হবে, আমাদের অন্তর প্রশান্ত হয়ে যাবে। আমাদের পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারে সান্ত্বনা লাভ হবে।
- (৩) তৃতীয়ত এর, আপনার عَلِيَّ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ সত্য হওয়ার ব্যাপারটি যেন চাম্বুস ভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়।
- (৪) চতুর্থত, আমরা এ আসমানী মুজিয়া লক্ষ্য করে নেব এবং অন্যদের জন্য আমরা প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে যাব। এছাড়া কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য আমাদের এ ঘটনা ঈমান সতেজতার করার মাধ্যম হবে। আমরা আপনার চিরস্থায়ী সাক্ষী হয়ে যাব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদর শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

হযরত সাযিয়্যুনা সালমান ফারসী, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বক্তব্য এয়ে, যখন হাওয়ারীগণ হযরত সাযিয়্যুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيَّ السَّلَام وَعَلَيْهِ السَّلَام কে সব দিক থেকে আশ্বস্ত করলেন যে, আমরা এ (খাবার) দস্তুরখানা শুধুমাত্র আনন্দ উদ্দীপনা উপভোগের জন্য চাচ্ছি না বরং এতে আমাদের দ্বীনি উদ্দেশ্য রয়েছে। তখন হযরত সাযিয়্যুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيَّ السَّلَام وَعَلَيْهِ السَّلَام চটের পোষাক পরিধান করলেন এবং কেঁদে কেঁদে দোয়া করলেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “হে আল্লাহ! হে প্রতিপালক! আমাদের উপর আকাশ থেকে একটা ‘খাদ্য-খাঞ্চা’ অবতরণ করুন, যা আমাদের জন্য ঈদ (আনন্দ-উৎসব) হবে আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য এবং আপনারই নিকট থেকে নিদর্শন; এবং আমাদেরকে রিযিকদান করুন, আর আপনিইতো সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।”

(পারা- ৭, সূরা- মায়েদা, আয়াত- ১১৪)

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا
مَاءً بَدِيًّا مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ
لَنَا عَيْدًا لِأَوْلَادِنَا وَأَحْرِنَا
وَآيَةً مِّنْكَ وَأَرْزُقْنَا
أَنْتَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

তঁারা সবাই এটা অবতীর্ণ হওয়ার সময় দেখছিলেন যে, লাল বর্ণের দস্তুরখানা মেঘের সাথে মিশে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল। শেষ পর্যন্ত মানুষের মাঝখানে রাখা হল। হযরত সাযিয়্যুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيَّ السَّلَام وَعَلَيْهِ السَّلَام এ দস্তুরখানাটি দেখে অনেক কাঁদলেন ও দোয়া করলেন: “মাওলা! আমাকে কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করো। ইলাহী! এটা এ সকল হাওয়ারীদের জন্য রহমত বানাও, আযাব বানিওনা।” হাওয়ারীগণ এটা থেকে এমন সুগন্ধ অনুভব করলেন, যা এর আগে কখনো অনুভব করেন নি। হযরত সাযিয়্যুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيَّ السَّلَام وَعَلَيْهِ السَّلَام ও হাওয়ারীগণ শুকরিয়ার সিজদায় পড়ে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ ﷺ বললেন: “এটা কে খুলবে? এ দস্তুরখানা লাল গিলাফে আচ্ছাদিত ছিল। সকলে আরম্ভ করলেন: “হুয়র! আপনিই খুলুন। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ ﷺ পুনরায় তাজা ওয়ু করলেন, নফল নামায পড়লেন, দীর্ঘক্ষণ দোয়া করলেন অতঃপর দস্তুরখানা থেকে গিলাফ সরালেন। তাতে এসব বস্তু ছিল; সাতটি মাছ, সাতটি রুটি, এসব মাছের উপর আঁশ ছিল না, ভেতরে কাঁটা ছিল না। তা থেকে তেল ঝরছিল, ওগুলোর মাথার অগ্রভাগে সিরকা, লেজের দিকে লবণ, আশে-পাশে সবজী ছিল। কিছু বর্ণনায় রয়েছে, পাঁচটি রুটি ছিল। একটি রুটিতে যায়তুন, অন্যটিতে মধু, তৃতীয়টিতে ঘি, চতুর্থটিতে মাখন, পঞ্চমটিতে ভুনা মাংস ছিল। শামউন নামক হাওয়ারী জিজ্ঞাসা করলেন: “হে রুহুল্লাহ! এ খাবার জান্নাতের নাকি জমিনের?” বললেন: “না জমিনের, না জান্নাতের” এটা কেবল কুদরতী।” প্রথমে অসুস্থ, ফকীর, ক্ষুধার্ত, কুষ্ঠরোগী ও পঙ্গুদেরকে ডাকা হল। তিনি বললেন: “عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ” পড়ে খাও, (এটা) তোমাদের জন্য বরকতময় আর অস্বীকারকারীদের জন্য মুসিবত (স্বরূপ)।” এরপর অন্যদেরকেও তিনি এরূপ বললেন। সুতরাং প্রথম দিন সাত হাজার তিনশত জন খেল। অতঃপর ঐ দস্তুরখানা উঠে গেল। লোকেরা দেখতে লাগল। উড়ে তাদের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সকল রোগী, মুসিবতগ্রস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে গেল, ফকীরেরা ধনী হয়ে গেল। এরপর এ দস্তুরখানা ধারাবাহিকভাবে ৪০ দিন অথবা ১ দিন পর ১ দিন আসতে থাকে। লোকেরা খেতে বসল। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ ﷺ এর নিকট ওহী আসল যে, এখন এটা থেকে শুধুমাত্র ফকীর, গরীবেরা খাবে, কোন ধনী যেন না খায়। যখন এ ঘোষণা দেয়া হল তখন ধনীরা অসন্তুষ্ট হল আর বলল, এটা শুধু জাদু! এসব অস্বীকারকারীরা ৩০০ জন ছিল। এসব লোকেরা রাতে নিজের সন্তান-সন্ততিসহ ভালভাবে ঘুমাল কিন্তু সকালে যখন উঠল তখন শূকর হয়ে গিয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

রাস্তায় এদিক-সেদিক দৌড়াচ্ছিল, ময়লা, পায়খানা খাচ্ছিল। যখন লোকেরা তাদের এ অবস্থা দেখল তখন হযরত সাযিয়দুনা ঈসা রুহুল্লাহ ﷺ এর কাছে গেল। অনেক কান্নাকাটি করল। এ শুকরগুলোও তাঁর চতুর্পাশ্বে একত্রিত হল আর কাঁদতে লাগল। হযরত সাযিয়দুনা ঈসা রুহুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নাম ধরে ডাকতেন আর তারা জবাবে মাথা নাড়ত কিন্তু কথা বলতে পারত না। তিনদিন পর্যন্ত সীমাহীন অপমান নিয়ে বেঁচে রইল। চতুর্থদিন সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। এদের মধ্যে কোন বাচ্চা ও মহিলা ছিল না সবাই পুরুষ ছিল। যত জাতিকে দুনিয়াতে বিকৃত করা হয়েছে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের বংশ পরম্পরা অগ্রসর হয়নি, এটা কুদরতের কানুন। (তফসীরে কবীর, ৪র্থ খন্ড, ৪৬৩ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত) তিরমিযী শরীফের হাদীসে রয়েছে: মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আসমান থেকে রুটি ও মাংসের দস্তুরখানা অবতীর্ণ করা হল আর নির্দেশ দেয়া গেল, খিয়ানত করবে না, পরবর্তী দিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে না। কিন্তু তারা খিয়ানত করল, আর পরবর্তী দিনের জন্য জমাও করল, তাই তাদেরকে বানর ও শুকরের আকৃতি করে দেয়া হল।” (জামি তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩০৭২) তাদেরকে তাগিদ করা হয়েছিল যে, এ দস্তুরখানা থেকে পরবর্তী দিনের জন্য সঞ্চয় করে লুকিয়ে রাখবে না। কিছু লোক পরবর্তী দিনের জন্য সঞ্চয় করলে তাদেরকে শুকর বানিয়ে দেয়া হয়। হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ বিন আমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ইরশাদ করেছেন: দস্তুরখানা ওয়ালা ঈসায়ী, ফিরআউনী লোক ও মুনাফিকদের কিয়ামতের দিন কঠিন আযাব হবে। (আদ দুররুল মনসুর, ৩য় খন্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

শুয়োরের নাম নিলে কি ওযু ভেঙ্গে যায়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সাযিয়দুনা ঈসা রুহুল্লাহ ﷺ এর মর্যাদা শান আপনারা দেখলেনতো! তাঁর দোয়ায় আল্লাহ নেয়ামতপূর্ণ দস্তুরখানা অবতীর্ণ করে দিলেন। দুনিয়াতে যাই নেয়ামত পাওয়া যায় সাধারণত এগুলোর মাঝে কষ্টও থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

নেয়ামতের শোকর আদায়কারী তারা সফলকাম ও নেয়ামতের (খাবার) অস্বীকারকারীরা অকৃতকার্য হয়ে যায়। নেয়ামতের আধিক্য দেখে নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়া ব্যক্তিদের কর্মের পরিণতি অপমান ও অপদস্ততা হয়ে থাকে। যেমনটা এ কুরআনী ঘটনা থেকে জানা গেল, ৩০০ জন নাফরমান শুকরের আকৃতিতে বিকৃত হয়ে গেল। এবং তিনদিন পর্যন্ত এদিক-সেদিক ধাক্কা খেতে থাকে আর চতুর্থ দিন অপমান জনক অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হল। আমরা আল্লাহর ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অনেকের এ ধারণা রয়েছে, “শুকরের নাম নেয়াতে মুখ অপবিত্র হয়ে যায় ও তাতে অযু ভেঙ্গে যায়! এটা একেবারে ভুল ধারণা। শুকর শব্দ কুরআনে করীমেও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এ শব্দ মুখে নেয়াতে মুখ অপবিত্র হয় না এবং অযুও ভেঙ্গে যায় না।”

(১০) তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেল?

হযরত সাযিয়দুনা ঈসা রুহুল্লাহ ﷺ এর সামনে এক ব্যক্তি আরয করল, “ইয়া রুহুল্লাহ! আমি আপনার বরকতপূর্ণ সংস্পর্শ থেকে আপনার খিদমত করতে ও শরীয়াতের জ্ঞান অর্জন করতে চাই।” তিনি ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। চলতে চলতে যখন উভয়ে একটি নদীর কিনারায় পৌঁছলেন তখন তিনি ﷺ বললেন: “এসো খাবার খেয়ে নিই।” তাঁর ﷺ এর নিকট তিনটি রুটি ছিল। একটি করে রুটি উভয়ে খেয়ে নিলেন, যখন হযরত সাযিয়দুনা ঈসা রুহুল্লাহ ﷺ নদী থেকে পানি পান করছিলেন তখন ঐ ব্যক্তি তৃতীয় রুটিটি লুকিয়ে ফেলল। যখন তিনি ﷺ পানি পান করে ফিরে আসলেন তখন রুটি না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: “তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেল?” সে মিথ্যা বলল: “আমি জানিনা।” তিনি ﷺ নীরব রইলেন, একটু পরে বললেন: “এসো, আগে চলি।” রাস্তায় একটি হরিণী দেখা গেল যেটার সাথে দুইটি বাচ্চাও ছিল। তিনি ﷺ হরিণীর একটি বাচ্চাকে নিজের কাছে ডাকলে সেটা এসে গেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ الْمَعْرُوفُ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাবাদাতুদ দা'রাইন)

তিনি عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ সেটা জবাই করে ভুনা করে উভয়ে খেলেন। মাংস খাওয়ার পর তিনি عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ হাউঁগুলো একত্রিত করে বললেন: “تُمْ بِأَذْنِ اللَّهِ (আল্লাহ তাআলার নির্দেশে জীবিত হয়ে উঠে যাও) হরিণীর বাচ্চাটি জীবিত হয়ে তার মায়ের সাথে চলে গেল। তিনি عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ ঐ ব্যক্তিকে বললেন: “তোমাকে ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি আমাকে এ মুজিয়া দেখানোর শক্তি দান করেছেন। সত্যি করে বল, “তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেল?” সে বলল: “আমি জানিনা।” বললেন: “এসো আগে চলি।” চলতে চলতে একটি সমুদ্রের নিকট পৌঁছে বসে গেলেন। তিনি عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ ঐ ব্যক্তির হাতে ধরে পানির উপর হেঁটে সমুদ্রের ওপারে পৌঁছে গেলেন। তিনি عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ ঐ ব্যক্তিকে বললেন: “তোমাকে ঐ খোদার শপথ! যিনি আমাকে এ মুজিয়া দেখানোর শক্তি দান করেছেন। সত্যি করে বল যে, ঐ তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেল?” সে বলল: “আমি জানিনা।” তিনি عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ বললেন: “এসো আগে চলি।” যেতে যেতে এক মরুভূমিতে পৌঁছলেন। তিনি عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ বালুর একটি স্তূপ তৈরী করলেন আর বললেন: “হে বালুর স্তূপ! আল্লাহর নির্দেশে স্বর্ণ হয়ে যাও।” তা সাথে সাথে স্বর্ণে পরিণত হল। তিনি عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ সেটাকে তিন ভাগ করার পর বললেন: “এ একভাগ আমার ও একভাগ তোমার এবং এক ভাগ তার যে ঐ তৃতীয় রুটিটি নিয়েছে।” একথা শুনতেই ঐ ব্যক্তি বলে উঠল, “ইয়া রুহুল্লাহ! ঐ তৃতীয় রুটিটি আমিই নিয়েছি। তিনি عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ বললেন: “এসব স্বর্ণ তুমিই নিয়ে নাও। অতঃপর তাকে ত্যাগ করে সামনে অগ্রসর হলেন। ঐ ব্যক্তি স্বর্ণ চাদরে মুড়িয়ে একাকী রওয়ানা হয়ে গেল। রাস্তায় তার সাথে দু'জন লোকের সাক্ষাৎ হল। তারা যখন তার কাছে স্বর্ণ দেখল, তখন তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হল যাতে স্বর্ণ নিয়ে নিতে পারে। ঐ ব্যক্তি প্রাণ রক্ষার জন্য বলল: “তোমরা আমাকে হত্যা কেন করবে! (চলো) আমরা এ স্বর্ণগুলো তিনভাগ করে নিই এবং এক ভাগ করে বন্টন করে নিই। ঐ দু'জন এ কথায় রাজী হয়ে গেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

ঐ ব্যক্তি বলল: এটা ঠিক হবে যে, আমাদের একজন সামান্য স্বর্ণ নিয়ে নিকটস্থ শহরে গিয়ে খাবার কিনে আনবে যাতে পানাহার করে স্বর্ণ বন্টন করে নেব। সুতরাং তাদের একজন শহরে গেল। খাবার কিনে ফেরার সময় সে ভাবল, এটা ঠিক হবে যে, খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেব, যাতে তারা দু'জন খেয়ে মরে যাবে। আর সম্পূর্ণ স্বর্ণ আমিই পেয়ে যাব। এটা ভেবে সে বিষ কিনে খাবারের সাথে মিশিয়ে দিল। ওদিকে ঐ দু'জনও এ ষড়যন্ত্র করল যে, যেমাত্র সে খাবার নিয়ে আসবে আমরা উভয়ে মিলে তাকে মেরে ফেলব। তারপর সম্পূর্ণ স্বর্ণ অর্ধেক করে ভাগ করে নেব। সুতরাং যখন ঐ ব্যক্তি খাবার নিয়ে পৌঁছল। তখন তারা উভয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে মেরে ফেলল। এরপর আনন্দিত হয়ে খাওয়ার জন্য বসলে বিষ নিজের কাজ শুরু করল আর এরা দু'জনও অস্থির হয়ে মরে গেল আর স্বর্ণ সেভাবেই পড়ে রইল। এরপর হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ ﷺ ফিরে আসার সময় কিছু লোক তাঁর সাথে ছিল। তিনি ﷺ স্বর্ণ ও লাশ তিনটির দিকে ইশারা করে সাথীদের বললেন: “দেখো দুনিয়ার এ অবস্থা, সুতরাং তোমাদের জন্য আবশ্যিক যে, এটা থেকে বেঁচে থেকো। (ইত্তেহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৩৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সম্পদের ভালবাসা কিভাবে ফাঁদ তৈরী করে, গুনাহের প্রতি উৎসাহ দেয়, দরজায় দরজায় ঘুরায়, লুটতরাজ করায়, এমনকি লাশও ফেলায়, কিন্তু তা করো হাতে আসে না আর এলেও ভীষণ কষ্ট দেয় এবং ভীষণভাবে কাঁদায়। সুতরাং আমাদের বুয়ুর্গানের দ্বীন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى ধন-সম্পদের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতেন।

সম্পদের তিরস্কারে বুয়ুর্গদের বার্তা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী

বলেন: رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

- (১) হযরত সায্যিদুনা হাসান বসরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: খোদার শপথ! যে ব্যক্তি দিরহামের (অর্থাৎ- সম্পদের) সম্মান করে, আল্লাহ্ রব্বুল ইয্যাত তাকে অপমানিত করে।
- (২) বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম দিরহাম ও দীনার তৈরী হলে শয়তান সেগুলোকে তুলে নিজের কপালে রাখে, অতঃপর সেগুলোকে চুম্বন করে বলল: যে এগুলোকে ভালবাসবে, সে আমার গোলাম। আল্লাহ্র পানাহ!
- (৩) হযরত সায্যিদুনা সামীত বিন আজলান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “দিরহাম ও দীনার (মাল, দৌলত) হচ্ছে মুনাফিকদের লাগাম। এগুলোর মাধ্যমে তাদেরকে দোষখের দিকে টানা হবে।”
- (৪) হযরত সায্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন মুআয رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: দিরহাম (অথবা টাকা) হল বিচ্ছু। যদি তুমি এটার বিষ নামানোর নিয়ম না জানো তবে এটাকে ধরো না, কারণ যদি এটা দংশন করে বসে তাহলে এটার বিষ তোমাকে ধ্বংস করে দেবে। আরয করা হল, এটার বিষ নামানোর পদ্ধতি কি? বললেন: “হালাল পন্থায় অর্জন করা এবং এটার ওয়াজিব হকগুলো আদায় করা”
- (৫) হযরত সায্যিদুনা আলা বিন যিয়াদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: দুনিয়া খুব সাজ সজ্জা করে আমার সামনে অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে এলো। আমি বললাম: “আমি তোমার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তাআলার নিকট আশ্রয় চাই।” সেটা বলল: “যদি আপনি আমার কাছ থেকে নিরাপদ থাকতে চান, তবে দিরহাম ও দীনার (টাকা-পয়সাকে) ঘৃণা করুন। কেননা দিরহাম ও দীনার (টাকা-পয়সা) ঐ বস্তু, যেগুলোর মাধ্যমে মানুষ প্রত্যেক প্রকারের দুনিয়াবী বস্তু অর্জন করে।” সুতরাং যে এ দুইটি (অর্থাৎ- দিরহাম ও দীনার) থেকে সবর করবে অর্থাৎ দূরে থাকবে সে দুনিয়া থেকেও সবর করেনিবে।

সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আরো আরবী কবিতা উদ্ধৃত করেছেন, এগুলোর অনুবাদ হচ্ছে, “আমিতো এ রহস্য পেয়ে গেছি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

সুতরাং তুমি এছাড়া আর কিছু ধারণা করো না এবং এটা মনে করো না যে, তাকওয়া এ দিরহামের নিকট রয়েছে। তাই যখন তুমি এ (সম্পদ) এর উপর শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও এটা ত্যাগ করবে তখন জেনে রেখো যে, তোমার তাকওয়া হচ্ছে একজন মুসলমানের তাকওয়া। কোন মানুষের জামায় তালি বা গোড়ালির উপর সেলোয়ার অথবা তার কপাল, যাতে (সিজদার) চিহ্ন রয়েছে, তা দেখে ধোঁকা খেয়ো না বরং এটা দেখো যে ঐ ব্যক্তি ধন-দৌলতকে ভালবাসে নাকি তা থেকে দূরে থাকে।”

(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

হবে দুনিয়া ছে তু বাঁচা ইয়া রব!

আপনা শায়দা মুঝে বানা ইয়া রব!

(১১) মাদানী মাহবুব ﷺ এর বাবরী চুলের কয়েদী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে বড় বড় চোর-ডাকাভাদের সঠিক পথে চলে আসার অনেক ঘটনা শূনা যায়। দা'ওয়াতে ইসলামীর বিশাল কর্মকাণ্ড সুন্দর ও সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দেশে ও শহরে বিভিন্ন ধরণের মজলিস গঠন করা হয়। তার মধ্যে ‘মজলিসে রাবেতা বিল উলামা ওয়াল মাশায়িখ’ও রয়েছে, যা অসংখ্য উলামায়ে কিরাম দ্বারা গঠিত। এ মজলিসের একজন ইসলামী ভাই প্রসিদ্ধ দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন জামিয়া রশিদিয়া (পীরজোগুঠ, বাবুল ইসলাম, সিফু) গেলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে জেল খানায় দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের কথা শুরু হলে সেখানকার শায়খুল হাদীস সাহেব এরকম বলতে লাগলেন যে, জেলখানার মাদানী কর্মকাণ্ডের দীপ্তিময় মাদানী ফলাফল আমি নিজেই আপনাকে শূনাচ্ছি। পীরজোগুঠ অঞ্চলে এক ডাকাত ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল। তাকে আমি চিনতাম। প্রতিনিয়ত পুলিশের সাথে তার কানামাচি খেলা চলত। অনেকবার খেফতার হয়েছে। কিন্তু তদবীর করে ছাড়া পেয়ে যায়। অবশেষে কোন এক অপরাধের শাস্তি স্বরূপ বাবুল মদীনা, করাচীর পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। শাস্তি হল এবং জেল খানায় চলে গেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

শান্তি ভোগ করে ছাড়া পাওয়ার পর আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসল। আমি প্রথমে তাকে চিনতে পারিনি। কারণ আমি তাকে দাঁড়ি শেভ করা ও খোলা মাথায় দেখেছিলাম। কিন্তু এখনকার চেহারায় প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ভালবাসার চিহ্ন নূরানী দাঁড়ি বলমল করছিল। মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের তাজ নিজের বাহার দেখাচ্ছিল। কপালে নামাযের নূর আলাদাভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আমার অবাক হওয়া দেখে সে বলল: বন্দীবস্থায় জেলখানার ভেতর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ পেয়ে যাই। আর আশিকানে রাসুলদের ইন্ফিরাদী কৌশিশের বরকতে আমার গুনাহের শৃংখলগুলো কেটে দিয়ে নিজেকে মাদানী মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাবরী চুলের কয়েদী বানিয়ে দিলাম।

রহমতো ওয়ালে নবীকে গীত গা-তাহো মে,
 গুম্বদে খাজরা কে নাজারো মে খো যা-তা হো মে।
 জাও তো জাও কাহা মে কিস কা ডুভো আসেরা,
 লাজ ওয়ালে লাজ রাখনা তেরা কেহলাতা হো মে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(১২) হাতে ফোস্কা পড়ে গেল

হযরত সাযিয়দুনা সুওয়াইদ বিন গাফলা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত শেরে খোদা আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মর্যাদাপূর্ণ খিদমতে রাজধানী কুফায় উপস্থিত হলাম। তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ নিকট জব শরীফের রুটি ও এক পেয়ালা দুধ রাখা ছিল। রুটি শুকনো ও এমন শক্ত ছিল যে, কখনো নিজের হাতে ও কখনো হাঁটুর উপর রেখে ভাঙ্গতেন। এটা দেখে আমি তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বাঁদী ফিদদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا কে বললাম: তার প্রতি আপনার দয়া হয় না? দেখুননা রুটির উপর ভূসি লেগে আছে! তাঁর জন্য জব শরীফ চালান দিয়ে চেলে নরম রুটি তৈরী করবেন, যাতে ভাঙ্গতে কষ্ট না হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

ফিদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বললেন: আমীরুল মুমিনীন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আমাদেরকে ওয়াদা করিয়েছেন যে, তাঁর জন্য কখনো যেন জব শরীফ পরিস্কার করে (রুটি) তৈরী করা না হয়। এরই মধ্যে আমীরুল মুমিনীন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আমার প্রতি লক্ষ্য করলেন আর বললেন: “হে ইবনে গাফলা! আপনি এ বাঁদীকে কি বলছিলেন?” আমি যা কিছু বলেছিলাম তা বললাম ও আবেদন জানালাম, “হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আপনার প্রতি দয়া করুন এবং এ কষ্ট করবেন না।” তখন তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: “হে ইবনে গাফলা! তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ও তাঁর পরিবার-পরিজন কখনো পূর্ণ তিন দিন গমের রুটি পেট ভরে আহার করেন নি এবং কখনো হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জন্যও আটা পরিস্কার করে (রুটি) তৈরী করা হতো না। একদা মদীনায়ে মুনাওয়ারাতে رَأَى اللهُ شَرْفًا وَتَفْتِيحًا এ ক্ষুধা আমাকে খুবই কষ্ট দিল। তখন আমি শ্রমিক হিসেবে উপার্জন করার জন্য বের হলাম। দেখলাম, এক মহিলা মাটির টিলা জমা করে সেগুলো ভেজাতে চাচ্ছিলেন। আমি তার কাছে প্রতি বালতি পানির বিনিময়ে একটি করে খেজুর পারিশ্রমিক নির্ধারণ করলাম এবং ষোল বালতি ঢেলে ঐ মাটিগুলো ভিজিয়ে দিলাম। এমনকি আমার হাতে ফোস্কা পড়ে গেল। অতঃপর ঐ খেজুর নিয়ে আমি খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সামনে হাজির হয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলাম; তখন হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ও তা থেকে কিছু খেজুর আহার করলেন। (সফীনায়ে নুহ, ১ম খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

(১৩) অন্তর নরম করার মাধ্যম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মুমিনীন, হযরত শেরে খোদা আলী রَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর সরলতার প্রতি আমাদের প্রাণ উৎসর্গ হোক। এমন এমন কষ্ট সহ্য করার পরও মুখে কখনো অভিযোগ করেন নি। খাবারের সাথে সাথে তাঁর পোষাকও সীমাহীন সাধা-সিধে ছিল। একবার তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সামনে আরয করা হল, “আপনি আপনার জামায় তালি কেন লাগান?” বললেন-

يَخْشَعُ الْقَلْبُ وَيَقْتَدِي بِه السُّؤْمُنُ

অর্থাৎ- এতে মন নরম থাকে আর মুমিন ব্যক্তি এটার অনুসরণ করে। (অর্থাৎ- মুমিনের অন্তর নরমই হওয়া উচিত)

(হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(১৪) জুতা সেনাই করছিলেন

হযরত সায্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি একদিন আমীরুল মুমিনীন হযরত শেরে খোদা আলী রَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর বরকতময় খিদমতে হাযির হলাম, দেখলাম তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ নিজ জোতা মোবারকে জোড়া লাগাচ্ছিলেন। আমি আশ্চর্য্য হলে তিনি বললেন: রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজের দুই জুতা শরীফ এবং পোশাক মোবারকের মধ্যে তালি লাগাতেন এবং ছাওয়ারীতে নিজের পিছনে অন্যকেও বসাতেন। (সফীনায়ে মুহ, ১ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

কেহদে কু-ই ঘীরা হায় বালা-ও নে হাসন কো
আয় শেরে খোদা বাহরে মদদ ভীগে বক্ফ জা

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

(১৫) সুস্বাদু ফালুদা

আমীরুল মুমিনীন হযরত শেরে খোদা আলী رضي الله تعالى عنه এর বরকতময় খিদমতে একবার সুস্বাদু ফালুদা পেশ করা হলে বললেন: “এটার সুগন্ধ, রং ও স্বাদ কতইনা উত্তম?” এটা আমি পছন্দ করি না যে, নিজের নফসকে এমন বস্তুর অভ্যস্ত করব, যার অভ্যাস তার নেই।

(হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৩, হাদীস নং-২৪৭)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

নেয়ামত যেমন হিঙ্গাবও তেমন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মুমিনীন হযরত শেরে খোদা আলী رضي الله تعالى عنه এর নফস দমনের সাধনাকে মারহাবা! আহ! যদি এমন হত! আমরাও প্রচন্ড গরমে নফসের দাবীতে আইচক্রীম কিংবা ফালুদা খাওয়ার সময় ও ঠান্ডা পানীয় পান করার সময় আমীরুল মুমিনীন হযরত শেরে খোদা আলী رضي الله تعالى عنه এর এ ঈমান তাজাকারী ঘটনাকে কখনো কখনো স্মরণ করে নিতাম। মনে রাখবেন! নফসকে যতটুকু আরাম আয়েশে অভ্যস্ত করা হয় সেটা ততটুকু দুষ্ট ও আরাম প্রিয় হয়ে যায়। দেখুন! যখন ফ্যান আবিষ্কার হয়নি, তখনও মানুষ জীবন চালিয়ে যেত আর এখন অনেকের এয়ার কন্ডিশন রুমে শোয়ার অভ্যাস হয়ে গেছে। তাদের এখন গরমে এসি ছাড়া ঘুম আসতে কষ্ট হয়। এভাবে যে উত্তম ও সুস্বাদু এবং গরম গরম খাবার খেতে অভ্যস্ত, সাধারণ খাবার দেখে তাদের “মুড অফ” (মন খারাপ) হয়ে যায়। বরং হঠাৎ কখনও কোন সময় ঘরে তাদের ইচ্ছার বিপরীত খাবার দেয়া হলে বকবক করে, ঝগড়া-বিবাদ করে, স্ত্রীর সাথে এমনকি নিজের মায়ের সাথে পর্যন্ত ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যায় আর এভাবে মনে কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের কবীরা গুনাহ করে বসে। যদি আপনি কখনো এ ধরনের ভুল করে থাকেন তবে আমার পরামর্শ হচ্ছে, তাওবা করে নিন এবং যার যার মনে কষ্ট দিয়েছেন তার থেকে ক্ষমাও চেয়ে নিন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

অন্যথায় আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হলে মৃত্যুর পর খুবই আফসোস করতে হবে। মনে রাখবেন! দুনিয়ায় নেয়ামত যত উত্তম হবে কিয়ামতের দিন সেটার হিসাবও তত বেশি হবে। আখিরাতের হিসাবের ব্যাপারে উত্তমের হিসাব নিজ নিজ পছন্দের নিরিখে হবে। যেমন- যে ভাতের পরিবর্তে রুটি বেশি পছন্দ করে তার জন্য ভাতের বিপরীতে রুটি বড় নেয়ামত, আর সেহিসাবে তার থেকে রুটির হিসাব বেশি হবে আর যে ভাত বেশি পছন্দ হবে তার জন্য রুটির পরিবর্তে ভাতের হিসাব অধিক হবে। وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ (অর্থাৎ- আর এটা দিয়ে প্রতিটি বস্তুকে অনুমান করে নিন) আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর নিশ্চয় অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নেয়ামত সমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। (পারা- ৩০, সূরা- তাক্বাসুর, আয়াত- ৮)

ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ
عَنِ النَّعِيمِ

নেয়ামতের প্রকারভেদ ও

সেগুলোর ব্যাপারে কিয়ামতে জিজ্ঞাসাবাদ

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এ আয়াতে মোবারকার ভিত্তিতে এটাও বলেন: এ জিজ্ঞাসা প্রতিটি নেয়ামতের ব্যাপারে হবে। শারীরিক বা মানসিক, প্রয়োজনের হোক বা আরাম আয়েশের, ঠান্ডা পানি, গাছের ছায়া, এমনকি আরামের ঘুমেরও। যেমনটা হাদীস শরীফে রয়েছে এবং (نعيم) শব্দের ব্যবহার থেকেও জানা যায়। কোন অধিকার ছাড়া যা দান করা হয় তা হল “নেয়ামত”। আল্লাহ্ তাআলার প্রতিটি দান হচ্ছে নেয়ামত, চাই সেটা শারীরিক হোক কিংবা মানসিক। এটা দু’প্রকার (১) কসবী (২) ওয়াহবী। যে নেয়ামত আমাদের উপার্জনের দ্বারা লাভ হয় তা কাসবী। যেমন- সম্পদ, ক্ষমতা ইত্যাদি। যা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার দানে হয় তা ওয়াহবী। যেমন- আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

কাসবী নেয়ামতের ব্যাপারে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। (১) কোথা হতে অর্জন করেছে? (২) কোথায় খরচ করেছে? (৩) এটার কৃতজ্ঞতায় কি করেছে? আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে শেষের দুটো প্রশ্ন করা হবে।

(মুরুল ইরফান, ৯৫৬ পৃষ্ঠা)

লাজ রাখলে গুনাহ গারুকি নাম রহমান হে তেরা ইয়া রব!
 আয়ব মেরে না খুল্ মাহশার মে নাম সাভার হে তেরা ইয়া রব!
 বে সবব বখশ্দেরে না পুছ আমল নাম গাফ্ফার হে তেরা ইয়া রব!

“মুবাহ্” কখন ইবাদতে পরিণত হয়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুবাহ্ (অর্থাৎ-এমন আমল যাতে সাওয়াব হয় না, গুনাহও হয়না) কাজের সাথে যদি ভাল নিয়্যত মিলানো হয় তবে তা সাওয়াবের কাজ হয়ে যায়। এখন ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে সাওয়াবও তত বেশি সংযোজন হতে থাকবে। কিন্তু ঐ ভাল নিয়্যতের সম্পর্ক আখিরাতের আমলের সাথে হওয়া জরুরী। ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির”-এ রয়েছে, “মুবাহের সমূহের ব্যাপার নিয়্যতের ভিত্তিতে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যদি এগুলো দ্বারা ইবাদতে শক্তি অর্জন করা বা তা পর্যন্ত পৌঁছা উদ্দেশ্য হয় তবে তা (মুবাহও) হল ইবাদত। (আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, ১ম খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা, বাবুল মদীনা, করচী)

আনন্দের জন্য মুবাহের ব্যবহার

চেষ্টা করা উচিত যে, যে সকল মুবাহ কাজ করা হয় বা মুবাহ খানা খাওয়া হয় তাতে অধিকতর ভাল ভাল নিয়্যত মিলিয়ে নেয়া, যাতে বেশি পরিমাণে সাওয়াব লাভ হয়। যদিও ভাল নিয়্যত ছাড়া শুধুমাত্র আমোদ প্রমোদের জন্য মুবাহ বস্তু ব্যবহারকারী গুনাহগার নয় তবুও হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেছেন: “তাকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে আর যার সাথে হিসাবে ঝগড়া বিবাদ হয়েছে তাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। যে মানুষ দুনিয়াতে মুবাহ বস্তুসমূহ ব্যবহার করে যদিও তাকে কিয়ামতে আযাব হবে না কিন্তু ততটুকু পরিমাণ নেয়ামত আখিরাতে কমে যাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

ভেবেতো দেখুন! কত বড় ক্ষতিকর বিষয় যে, মানুষ ধ্বংসশীল নেয়ামতসমূহ অর্জনের জন্য খুব তাড়াতাড়ি করে আর তার পরিবর্তে পরকালীন নেয়ামতসমূহ কমানোর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।”

(ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

পরকালে শতভাগ কমতি

পিজা, পরটা, কাবাব, চমুচা, গরম গরম পিঁয়াজু-বেগুনী, আইসক্রীম, ঠাণ্ডা পানীয়, মজাদার ফালুদা, মিষ্টি মধুর শরবত ইত্যাদি উন্নত খাবারের সৌখিন প্রিয় ব্যক্তির। এছাড়া আলিশান কুঠির, বড় দালান, নিত্য নতুন দামী পোষাক, সব ধরনের আরাম-আয়েশীরা, ধনীরা, পুঁজিপতিরা, দুনিয়ায় প্রচুর আনন্দ উপভোগকারীরা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারীরা, ক্ষমতার কামনা-বাসনায় লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করার বিষয়, হয়! হয়! হয়! “তায়কিরাতুল আওলিয়া” নামক গ্রন্থে হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: যখন দুনিয়াতে কাউকে নেয়ামত দান করা হয় তখন আখিরাতে সেটার শতভাগ কম করে দেয়া হয়। কেননা সেখানেতো শুধু তাই লাভ হবে যা দুনিয়াতে আয় করেছে। সুতরাং মানুষের ইচ্ছাধীন যে, আখিরাতে (তার) অংশ কম করবে নাকি বৃদ্ধি করবে। আরো বলেন: দুনিয়াতে উত্তম পোষাক ও ভাল খাওয়ার অভ্যাস করো না, কারণ হাশরে এসব বস্তু থেকে বঞ্চিত করা হবে।

(তায়কিরাতুল আওলিয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৫)

সদকা পিয়ারে কি হায়া কা কেহ না লে মুঝা ছে হিসাব

বখ্শ বে পুছে লাজায়ে কো লাজানা কিয়া হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ার সমস্ত মজা অবশেষে নিঃশেষ হয়ে যাবে। হয় যদি এমন হত! যদি মৃত্যুর আগে আগে আমাদের লোভ-লালসা নিঃশেষ হয়ে যেত। হয়! হয়! দুনিয়ার তামাশা আর এ বেওফা দুনিয়ার প্রতি আসক্তদের অন্ধকার জীবন! আমি আপনাদেরকে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শূনাচ্ছি, কেউ আছেন কি শিক্ষাগ্রহণকারী!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

(১৬) রং তামাশা আর নাচের আসর চলছিল

১৪২৬ হিজরীর ৩রা রমযানুল মোবারক ৮/১০/২০০৫ ইং তারিখে ইসলামাবাদের আড়ম্বরপূর্ণ ভবন “মারগালা টাওয়ার” এ কিছু পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রেমিক মুসলমান ইহুদী-খ্রীষ্টানদের সাথে মিলে আল্লাহর পানাহ রমযানুল মোবারকের সম্মানকে ভুলে গিয়ে মদ্যপান করে খুব নাচ রংয়ের অনুষ্ঠান করছিল। এরা নিজের শেষ পরিণাম সম্পর্কে একেবারে বেখবর হয়ে গুনাহের এসব ঘণিত কাজে তখনও মশগূল ছিল। হঠাৎ করে ভয়ানক ভূমিকম্প এলো আর তা আরাম-আয়েশের পূজারীদের সমস্ত আনন্দ ও মাতলামীকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিল।

ইয়াদ রাক্কো! মওত আচানক আয়েগী
সারী মাস্তী খাক মে মিল জায়েগী।

গুনাহের কারণে ভূমিকম্প আসে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সরকারে আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওয়ালিয়্যে নেয়ামত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মরতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, পীরে তরিকত, হযরত আল্লামা মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “(ভূমিকম্পের) আসল কারণ হল মানুষের গুনাহ।” (ফতোওয়া রযবীয়া, ২৭তম খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা) আহ! আজকাল গুনাহ সমূহের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং মন্দ থেকে বেঁচে থাকাতো একদিকে পড়ে আছে, অপরদিকে যেন নেক কাজ ও সুন্নাতের উপর আমল কারীদের জন্য জমিন সঙ্কীর্ণ করে দেয়া হয়েছে। হায়! হায়! ১৪২৬ হিজরীর ৩রা রমযানুল মোবারক, ৮/১০/২০০৫ ইং রোজ শনিবারে কিছুলোক নানা ধরণের গুনাহের মধ্যে মশগুলো ছিল, হঠাৎ ভয়ানক ভূমিকম্প এলো আর পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলকে উজাড় করে দিয়েছে। ভূমিকম্পের ব্যাপারে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলার মুসাফির আশিকানে রাসুলদের শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ গুলো পড়ুন এবং প্রচুর তাওবা ও ইসতিগফার করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

(১৭) জীবিত মেয়ে শিশুকে প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করে ফেলল

কাশ্মীরের কোন এক এলাকায় এক ব্যক্তি যার পাঁচটি মেয়ে ছিল। ৬ষ্ঠ বার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা হল। একদিন সে তার স্ত্রীকে বলল: যদি এবারও তুমি মেয়ের জন্ম দাও, তাহলে আমি তোমাকে মেয়ে শিশুসহ হত্যা করে ফেলব। রমযানুল মোবারকের তৃতীয় রাত পুনরায় একটি মেয়ে শিশু ভূমিষ্ট হল। সকালে মেয়ের মায়ের আহাজারীকে পরোয়া না করে ঐ নির্দয় পিতা আল্লাহর পানাহ! নিজের ফুলের মত জীবিত মেয়েটিকে তুলে নিয়ে প্রেসার কুকারে ঢুকিয়ে চুলায় চড়িয়ে দিল। হঠাৎ প্রেসার কুকার ফেটে গেল আর সাথে সাথেই ভয়ানক ভূমিকম্প এসে পড়ল! আর দেখতে দেখতেই জালিম পিতা জমিনের ভিতর জীবিত ধসে গেল। মেয়ের মাকে আহত অবস্থায় রক্ষা করা হল। আর সম্ভবত তার মাধ্যমে এ বেদনাদায়ক ঘটনা প্রকাশ হল।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

تُوبُوا إِلَى اللهِ! اَسْتَغْفِرُ اللهُ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

(১৮) কাটা মাথা

ইসলামাবাদের ভূমিকম্প ক্ষতিগ্রস্ত মারগালা টাওয়ারের ধ্বংস স্তূপ থেকে এক ব্যক্তির কাটা মাথা পাওয়া গেছে। শরীর পাওয়া যায় নি। কিছু লোক মাথা দেখে চিনতে পেরে বলল, এ দুর্ভাগা যখন আযান শুরু হত তখন গানের আওয়াজ আরো উচু করে দিত। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ভয়ানক ভূমিকম্প পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ- পাঞ্জাবের কিছু এলাকা ছাড়া কাশ্মীর ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সারহাদে সীমাহীন ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন আর আহতদেরতো কোন হিসাবই নেই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসুলদের সুন্নাত প্রশিক্ষণের কিছু মাদানী কাফেলাও ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় হারিয়ে গেছে। তবে ﷺ তা খুব শীঘ্রই জীবিত ও নিরাপদে পাওয়া গেল। এগুলো থেকে একটি মাদানী কাফেলার মাদানী বাহার লক্ষ্য করলন। যেমন-

(১৯) ইয়া রাসুলুল্লাহ লেখার বরকত

বাবুল মদীনা করাচীর লাভি এলাকার ১৭ জন ইসলামী ভাইয়ের মাধ্যমে গঠিত ৩০ দিনের একটি মাদানী কাফেলার ইসলামী ভাইদের অনেকটা এরকম বর্ণনা হল যে, আমাদের মাদানী কাফেলা আব্বাসপুর তেহসীল নকর বালা কাশ্মীরের জামে মসজিদে গাউছিয়াতে অবস্থান করছিল। ১৪২৬ হিজরীর ৩রা রমযানুল মুবারকের ৮/১০/২০০৫ ইং তারিখে ফজর ও ইশরাকের নামায ইত্যাদি আদায় করার পর জাদওয়াল (রুটিন) অনুযায়ী আশিকানে রাসুলরা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হঠাৎ এক প্রচণ্ড আর্কষণে সবাই অস্থির অবস্থায় জেগে উঠলেন। জ্ঞান তখনও ঠিক ছিল, পূর্বে মসজিদের দেয়াল ভেঙ্গে পড়তে লাগল। কিন্তু ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ এর শ্লোগানের প্রতি আমাদের প্রাণ উৎসর্গ হোক! মসজিদের দক্ষিণ দিকের দেয়ালের ঐ অংশ যাতে “ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ! صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ” লেখা ছিল, তা পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেল আর ছাদ সেটার উপর পড়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ﷺ আমরা এভাবে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে নিরাপদে বের হয়ে আসতে সক্ষম হলাম। চতুর্দিকে ঘর-বাড়ী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। আহতদের শোর-চিৎকারে বাতাস ভারী হয়ে এসেছে। অনেক জায়গায় মানুষ ধ্বংস স্তূপের নীচে পড়ে গেছে। অনেকের প্রাণ বের হয়ে গেছে আর অনেকে শেষ হেচকি নিচ্ছিল। আমরা মানুষের সাথে মিলে-মিশে সাহায্যের কাজ করলাম। মসজিদের সামনের এক দালান ছিল, ধ্বংস স্তূপ থেকে একটি দেড় বছরের মেয়েকে জীবিত বের করতে সক্ষম হয়েছি। যেভাবে সম্ভব হয়েছে সেভাবে অনেক শহীদের জানাযা পড়ে এবং তাদের দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

اللَّحْنَدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের প্রচেষ্টার ফলে দুর্দশাগ্রস্থ সেখানকার মুসলমানদের দাঁওয়াতে ইসলামীর প্রতি ভালবাসা দেখার মত ছিল।

ইয়া রাসূলুল্লাহ কে নারে ছে হামকো পিয়ার হে
জিস নে ইয়ে নারা লাগায়া উছ কা বেড়া পার হে।

(২০) দুর্গম ঘাঁটি

হযরত সাযিয়্যুনা আবু দারদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ একদা তাঁর বন্ধুদের সাথে বসা ছিলেন। তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সম্মানিতা স্ত্রী এসে বললেন: আপনি এখানে এদের সাথে বসে আছেন আর খোদার শপথ ঘরে এক মুষ্টি আটাও নেই। তিনি জবাব দিলেন, এটা কেন বলছ যে, আমাদের সামনে একটি অত্যন্ত দুর্গম ঘাঁটি রয়েছে, যা থেকে হালকা আসবাবপত্রওয়ালা ছাড়া কেউ মুক্তি পাবে না। এটা শুনে তিনি খুশী মনে ফিরে গেলেন।

(রওশুর রিয়াহীন, ১০ পৃষ্ঠা, আল মাযমুনা, মিসর)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

অভিযোগ করা উচিত নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সাহাবিয়ে রাসূল হযরত সাযিয়্যুনা আবু দারদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কিরূপ অশ্লিষ্ট সন্তুষ্ট ছিলেন। আর তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী ও কি ধরনের বাধ্যগত ছিলেন যে, ঘরে খাওয়ার কিছু না থাকা সত্ত্বেও হযরতের খোদাভীতিতে পরিপূর্ণ বাক্য শুনে মন রক্ষার, খাতিরে ফিরে গেলেন। দারিদ্র্যতা ও পারিবারিক অশান্তিকে ভয় পেয়ে অভিযোগ ও আপত্তি করার পরিবর্তে সর্বদা আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রত্যাবর্তন করা উচিত এবং তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

জব্বা পর শিকওয়ায়ে রঞ্জ ও আলাম লায়্যা নেহী করতে
নবী কে নাম লেওয়া গম সে ঘাবরায়া নেহী করতে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

(২১) পেরেশানগ্রস্থের দোয়া

এক বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খিদমতে এক ব্যক্তি আরয় করল, হুয়র! পরিবার পরিজনের চিন্তা ভাবনা আমাকে পেরেশান করে রেখেছে। আমার জন্য দোয়া করুন। জবাব দিলেন, তোমার পরিবার পরিজন যখন তোমার নিকট আটা ও রুটি না থাকার অভিযোগ করে তখন তুমি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার নিকট দোয়া করবে, কেননা তোমার সে সময়ের দোয়া কবুল হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। (রওজুর রিয়াহীন, ১১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকাশ থাকে যে, যার দারিদ্র্যতার সীমা বেশি সে সীমাহীন দুঃখী ও চিন্তাগ্রস্থ হবে আর দুঃখীদের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। যেমনটা- হযরত আল্লামা মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজের চমৎকার গ্রন্থ “আহসানুল বিআ লিআদাবিদ দোয়া” এর ১১১ পৃষ্ঠায় যেসব লোকের দোয়া কবুল হয় তাদের মধ্যে প্রথম নম্বরে লিখেছেন, “প্রথম মুদতার (অর্থাৎ-দুঃখী)” এ গ্রন্থের পাদটীকায় সরকারে আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “এটার দিকে অর্থাৎ দুঃখী ও অসহায় এবং অকৃতকার্যদের দোয়া কবুল হওয়ার দিকেতো স্বয়ং কুরআনে কারীমে ইরশাদ বিদ্যমান রয়েছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: না তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন তাঁকে আহ্বান করে এবং দূরীভূত করে দেন বিপদাপদ।

(পারা- ২০, সূরা- নামল, আয়াত- ৬২)

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا
دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

(২২) মারহাবা! হে দারিদ্র্যতা!

কোন এক নেককার ব্যক্তিকে যখন তার সন্তান-সন্ততির বালল: আজ রাতে খাওয়ার জন্য কিছুই নেই। বললেন: “আমাদের এমন উচ্চ মর্যাদা লাভ হয়নি যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষুধার্ত রাখবেন! এ স্তর তিনিতো তাঁর বন্ধুদের দান করেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

মাশায়িখের মধ্যে অনেকের এ অবস্থা ছিল যে, তাঁদের যখন দারিদ্র্যতা আসত তখন বলতেন: “মারহাবা! হে নেককারদের নিদর্শন!” (অর্থাৎ- হে নিঃস্বতা ও দারিদ্র্যতা! তুমিতো আল্লাহ্ ওয়ালাদের আলামত, তোমায় মোবারকবাদ যে, আমাদের নিকট তোমার আগমন ঘটেছে।)

(রওজুর রিয়াজীন, ১১ পৃষ্ঠা)

উহ ইশকে হাকিকী কি লাজ্জাত নেহী পা সেকতা
জু রঞ্জ ও মুসিবত সে দো চার নেহী হোতা।

অহেতুক চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনাতে ঐসব অধৈর্য লোকদের জন্য যথেষ্ট শিক্ষা রয়েছে, যারা দুনিয়াবী ভবিষ্যতের অপ্রয়োজনীয় ভাবনায় থাকে ও মাথা মারে এবং অহেতুক দুঃখ করে। তাদের মেয়ে এখনওতো ছোট তবুও তার বিয়ের জন্য ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যায়। ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জের সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখে আর তাদের আপত্তি এটাই যে, প্রথমে মেয়ের বিয়ে “ফরয” কাজ আদায়ের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাই! অথচ জীবনের কোন ভরসা নেই। মেয়ে যুবতী হওয়া পর্যন্ত নিজে বেঁচে থাকবে কি থাকবে না এটার গ্যারান্টি কারো কাছে নেই। নাকি মেয়ে যৌবনে পদার্পন করার পূর্বেই মৃত্যুর দরজা দিয়ে কবরের সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়, এটা কারো জানা নেই। আহ! অনেক মানুষ হায় দুনিয়া! হায় দুনিয়া! করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। কিন্তু জীবদ্দশায় আখিরাতের প্রতি তাদের কোন লক্ষ্য থাকে না। মুসলমানদের সাহস ও সুবিশ্বাস নিয়ে কাজ করা উচিত। আমাদের অযথা “অন্যের চিন্তা করে লাভ নেই”, অথচ উভয় জগতের পালনকর্তা আল্লাহ্ তাআলা হচ্ছেন আমাদের রক্ষক ও সাহায্যকারী।

মাসায়িব মে কভী হরফে শিকায়াত লব পে মত লানা
মসীবত মে খোদা বান্দোকো আপনে আ-জমাতা হায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর এমন এমন অনেক ধৈর্যশীল বান্দারা পৃথিবীতে ছিলেন, যাঁরা মুসিবতকে এভাবে আলিঙ্গন করেছেন যে, আল্লাহর নিকট ঐ সমস্ত মুসিবত দূরীভূত হওয়ার জন্য দোয়া করাকেও তাসলীম ও রিযার (আল্লাহর সন্তুষ্টির) স্তরের বিপরীত জেনেছেন। যেমন-

(২৩) বিস্ময়কর রোগী

হযরত সাযিয়্যুনা ইউনুস عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ হযরত সাযিয়্যুনা জিব্রাইলে আমীন عَلَيْهِ السَّلَامُ কে বললেন: আমি সমগ্র পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইবাদত কারীকে দেখতে চাই। হযরত সাযিয়্যুনা জিব্রাইলে আমীন عَلَيْهِ السَّلَامُ তাঁকে عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এমন এক ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেলেন যার হাত-পা গুলো কুষ্ঠ রোগের কারণে গলে ঝরে পৃথক হয়ে গিয়েছিল আর তিনি মুখে বলছিলেন: “হে আল্লাহ! তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা করেছ এ অঙ্গগুলোর মাধ্যমে আমাকে ফায়দা দান করেছ, আর যখন ইচ্ছা করেছ, নিয়ে নিয়েছ এবং আমার আশা শুধু তোমার সত্ত্বায় অবশিষ্ট রেখেছ। হে আমার সৃষ্টিকর্তা! আমার মাকসুদতো শুধু তুমি আর তুমিই।” হযরত সাযিয়্যুনা ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَامُ বললেন: “হে জিব্রাইলে আমীন! আমি আপনাকে নামাযী, রোযাদার মানুষ দেখাতে বলেছি।” হযরত সাযিয়্যুনা জিব্রাইলে আমীন عَلَيْهِ السَّلَامُ জবাব দিলেন, এ মুসবিতে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ইনি এমনই ছিলেন। এখন আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে যে, তার চোখগুলোও যেন নিয়ে নিই। সুতরাং হযরত সাযিয়্যুনা জিব্রাইলে আমীন عَلَيْهِ السَّلَامُ ইশারা করলে তার চোখগুলো বের হয়ে গেল! কিন্তু আবিদ মুখে ঐ কথাই বললেন: “হে আল্লাহ! যতদিন তুমি ইচ্ছা করেছ, এ চোখের মাধ্যমে আমাকে ফায়দা দান করেছ, আর যখন ইচ্ছা করেছ এগুলো ফিরিয়ে নিয়েছ। হে আল্লাহ! আমার আশার স্থল শুধুমাত্র আপনার সত্ত্বাকেই রেখেছি, সুতরাং আমার উদ্দেশ্যতো তুমিই আর তুমি।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো! إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

হযরত সাযিয়্যুনা জিব্রাঈলে আমীন عَلَيْهِ السَّلَامُ আবিদকে বললেন: এসো আমি আর তুমি একত্রে মিলে দোয়া করি যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে পুনরায় চোখ ও হাত-পা যেন ফিরিয়ে দেন আর তুমি পূর্বের ন্যায়ই ইবাদত করতে পার। আবিদ বললেন: কখনো না। হযরত সাযিয়্যুনা জিব্রাঈলে আমীন عَلَيْهِ السَّلَامُ বললেন: “কেন করবে না” আবিদ জবাব দিলেন, “যখন আমার আল্লাহর সন্তুষ্টি এরই মধ্যে রয়েছে তাহলে আমি সুস্থতা চাই না।” হযরত সাযিয়্যুনা ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَامُ বললেন: সত্যিই আমি অন্য কাউকে ইনার চেয়ে বড় আবিদ দেখিনি। হযরত সাযিয়্যুনা জিব্রাঈলে আমীন عَلَيْهِ السَّلَامُ বললেন: “এটা ঐ পথ যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য এ থেকে উত্তম আর কোন রাস্তা নেই।” (রাওজুর রিয়াজীন, পৃষ্ঠা ১৫৫)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

জে সোহ্না মেরে দুখ্ বিচ্ রাযী,
মে সুখনু চুল্লে পা-ওয়া

মুসিবতের কথা গোপন রাখার ফরযালত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ধৈর্যধারণকারী হলে এমন হওয়া উচিত! এমন কোন মুসিবত বাকী ছিল, যা ঐ বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দেহে ছিল না। এমনকি শেষ পর্যন্ত চোখের আলো নিভিয়ে দেয়া হল অথচ তাঁর ধৈর্যশীলতায় অণু পরিমাণও পার্থক্য আসল না, তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার ঐ মহান মঞ্জিলে অবস্থান করছিলেন যে, আল্লাহর নিকট আরোগ্য প্রত্যাশা করার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন না, (আল্লাহ যখন অসুস্থ রাখা পছন্দ করেছেন, তাই আমি সুস্থ হতে চাই না।) سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ এটা তাদেরই অংশ। এমনই আল্লাহ ওয়ালার বাণী:

نَحْنُ نَقْرَعُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَعُ أَهْلُ الدُّنْيَا بِالنِّعَمِ

অর্থাৎ- “আমরা বিপদ-আপদ ও মুসিবত লাভ করাতে এমনই আনন্দিত হই যেমনটা দুনিয়াদারেরা দুনিয়াবী নেয়ামতসমূহ লাভ করে আনন্দিত হয়।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

মনে রাখবেন! মুসিবত অনেক সময় মু'মিনের জন্য রহমত হয়ে থাকে আর ধৈর্যধারণ করে মহান প্রতিদান লাভেরও বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। যেমন - হযরত সাযিয়দুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বলেন: রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যার জান মালে মুসিবত এলো আর সে সেটাকে গোপন রাখল এবং মানুষের কাছে প্রকাশ করলো না, তবে আল্লাহর উপর অত্যাবশ্যক যে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া।” (মাজমাউয যাওয়য়িদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৫০, হাদীস নং-১৭৮৭২) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে; “মুসলমানের নিকট রোগ, পেরেশানী, দুঃখ, কষ্ট ও চিন্তা থেকে যে মুসিবত আসে এমনকি যদি কাঁটা বিদ্ধও হয়, তাহলে আল্লাহ সেটাকে তার গুনাহের কাফফারা বানিয়ে দেন।” (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩, হাদীস নং-৫৬৪১)

চুপ কর চীতা মূতি মিলসন, সবর করে তা হীরে,
পা-গলা ওয়াংগু রাওলা পা-বী না মূতি না হীরে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ

(২৪) বিবি আয়েশা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর

ইচ্ছালে সাওয়াবের ঘটনা

ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “পূর্বে আমি যদি কোন খাবার তৈরী করতাম তবে সেটার সাওয়াব তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয়্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ও হযরত আমীরুল মুমিনীন শেরে খোদা আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ও হযরত খাতুন জান্নাত ফাতিমাতুয্ যাহরা ও হযরত হাসানাইনে কারীমাইন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ এর পবিত্র রুহ সমূহের জন্যই বিশেষতঃ ঈসালে সাওয়াব করতাম এবং উম্মাহাতুল মুমিনীন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ এর নাম অন্তর্ভুক্ত করতাম না। এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুয়নিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাশরীফ আনলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

আমি হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতময় খিদমতে সালাম আরয করলে হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমার প্রতি মনোযোগ দিলেন না এবং মোবারক চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন ও আমাকে ইরশাদ করলেন: “আমি ‘আয়েশা (সিন্দীকার) ঘরে খাবার খাই, যে কেউ আমাকে খাবার পাঠাতে চায় সে যেন (হযরত) আয়েশার ঘরে পাঠায়।” তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মনোযোগ না দেয়ার কারণ এটা ছিল যে, আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিয়্যাতুনা আয়েশা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا কে খাবারে অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ- ঈসালে সাওয়াব) করতাম না। এরপর থেকে আমি হযরত সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিন্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বরং সকল উম্মাহাতুল মুমিনীন এমনকি সকল আহলে বাইতকে অন্তর্ভুক্ত করে নিই এবং সকল আহলে বাইতকে নিজের জন্য ওসীলা সাব্যস্ত করি।

(মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী, ২য় খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

সকলের জন্য ঈসালে সাওয়াব করা উচিত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে জানা গেল, যাদেরকে ঈসালে সাওয়াব করা হয় তাদের নিকট তা পৌঁছে যায়। এটাও জানা গেল, ঈসালে সাওয়াব নির্ধারিত বুয়ুর্গদের করার পরিবর্তে সকলের প্রতি করা উচিত। আমরা যতজনকেই ঈসালে সাওয়াব করব, সবার নিকট সমান সমানই পৌঁছবে আর আমাদের সাওয়াবেও কোন প্রকার কমতি হবে না। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সুলভ মূল্যে ফাতিহার পদ্ধতি নামক রিসালা সংগ্রহ করে পাঠ করুন) এটাও জানা গেল, মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিয়্যাতুনা আয়েশা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا কে সীমাহীন ভালবাসতেন। হযরত সাযিয়্যাতুনা আমর বিন আস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ যখন “সালাসিলের যুদ্ধ” থেকে ফিরলেন তখন তিনি আরয করলেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

“ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ! صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ وَآلِيَّ وَسَلِّمْ! আপনার নিকট সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অধিক প্রিয় কে?” ইরশাদ করলেন: “আয়েশা” رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا তিনি পুনরায় আরয করলেন: “পুরুষদের মধ্যে?” বললেন: “তাঁর পিতা হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ।

(সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৫১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৬৬২)

বিনতে সিদ্দিক আ-রামে জানে নবী,
য়ানি হে সূরয়ে নূর জ্বিন কি গাওয়,

উছ হারীমে বারাত পে লাখো সালাম।
উনকি পুর নূর সূরত পে লাখো সালাম।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(২৫) বৃদ্ধা মহিলার ঈমান তাজাব্বুয়ী স্বপ্ন

السُّنَّةُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের উপর রিমঝিম রিমঝিম করে রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। নেকীর দা'ওয়াতের এলাকায়ী দাওয়াত ও যে কি চমৎকার বাহার। যেমন- ইংল্যান্ডের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা নিজ ভাষায় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আমরা একবার মুসলমানদের কোলাহলশূন্য এলাকা SMALL HEATH যাকে আমরা “মক্কী হালকা” বলে থাকি। সেখানে এলাকায়ী দাওয়াত করে নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য ঘরে ঘরে যাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে এক ঘরে করাঘাত করলে একজন বৃদ্ধা মহিলা বের হলেন, যিনি মীরপুর (কাশ্মীর) বাসী ছিলেন, উর্দু ও ইংলিশ জানতেন না। আমরা মাথা নত রেখে পাঞ্জাবী ভাষায় নেকীর দাওয়াত পেশ করলাম আর আরয করলাম: পরিবারের পুরুষদেরকে অমুক সময় মসজিদে পাঠাবেন। আমরা যখন ফিরে যাচ্ছিলাম তখন তিনি বলতে লাগলেন, “এখন আমার কথাও শুনে যাও। আমাদের কাছে সময় কম থাকায় সামনে অগ্রসর হলাম কিন্তু আমাদের একজন ইসলামী ভাই দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃদ্ধা মহিলা বললেন: السُّنَّةُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আমি কয়েকদিন আগেই এ মোবারক স্বপ্ন দেখেছি যে, প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ সবুজ পাগড়ীধারীদের সাথে মসজিদে নববী শরীফ থেকে বাইরের দিকে আসছিলেন।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহর কুদরত যে, আজ এ ধরণের সবুজ পাগড়ীধারী আমার ঘরে নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য এসেছেন। তাকে ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক ইজতিমার দাওয়াত দেয়া হল। এখন তিনি নিজের পরিবারের সকল ইসলামী বোনদের নিয়ে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করেন।

হে গোলামুকে বুঝমট মে বদরুদোজা,
নূর হী নূর হার সো মদীনে মে হায়।

صَلُّوا عَلَى الْخَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইসলামী বোনদের মধ্যে মাদানী পরিবর্তন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের উপর হরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কত বড় দয়া! ইসলামী ভাইদের সাথে সাথে ইসলামী বোনদের মধ্যেও দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের ব্যাপকতা চলছে। لَمَسْ لَمَسْ ইসলামী বোনেরাও দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পয়গামকে গ্রহণ করেছেন। ফ্যাশন পূজারীতে মাতাল, সমাজে সফল হওয়া অসংখ্য ইসলামী বোন গুনাহের ফাঁদ থেকে বের হয়ে উম্মাহাতুল মুমিনীন ও শাহযাদীয়ে কাওনাইন বিবি ফাতিমা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর প্রেমিকা হয়ে গেছে। গলায় ওড়না লটকিয়ে শপিং সেন্টারগুলোতে ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার চিত্ত বিনোদনের স্থানগুলোতে ঘুরাঘুরিকারী, নাইট ক্লাব ও সিনেমা হলে সৌন্দর্যে পরিণত হওয়া নারীদেরকে কারবালার শাহযাদীগণ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর লজ্জা-শরমের ঐ বরকত অর্জিত হয়েছে যে, মাদানী বোরকা তাঁদের পোষাকের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। لَمَسْ لَمَسْ مَادَانِي مُمْنِي و ইসলামী বোনদেরকে কুরআনে কারীম এবং হিফয ও নাযারা বিনামূল্যে শিক্ষা দেয়ার জন্য অনেক মাদরাসাতুল মদীনা ও আলিমা হিসেবে গড়ার জন্য অনেক জামিয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীতে “মহিলা হাফিয” ও মহিলা আলিম” এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে চলেছে।

মেরী জিছ কদর হে বেহনে, সভী মাদানী বোরকা পেহনে,
উনহি নেক তুম বানানা, মাদানী মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَيِّبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(২৬) মর্যাদা পূর্ণ রুম্মাল

হযরত সাযিয়্যদুনা উব্বাদ বিন আবদুস সামাদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমরা একদিন হযরত সাযিয়্যদুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ঘরে উপস্থিত হলাম। তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ নির্দেশ পেয়ে তাঁর বাঁদী দস্তরখানা বিছালেন। বললেন: রুম্মালও নিয়ে আস। সে একটি রুম্মাল নিয়ে আসল, যেটা ধোয়ার প্রয়োজন ছিল। নির্দেশ দিলেন, এটাকে রুটির তন্দুরে ফেলে দাও। সে প্রজ্জলিত রুটির তন্দুরে তা ফেলে দিল। কিছুক্ষণ পর যখন সেটা আগুন থেকে বের করা হল তখন তা দুধের ন্যায় সাদা ছিল। আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এর মধ্যে কি রহস্য আছে? হযরত সাযিয়্যদুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: এটা ঐ রুম্মাল, যা দ্বারা নবী করীম, রউফুর রহীম, ছয়র পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন নুরানী চেহারা মোবারক পরিষ্কার করতেন, যখন (এটা) ধোয়ার প্রয়োজন হয় তখন আমরা এটাকে এভাবে আগুনে ধুয়ে নিই। কারণ যে বস্তু আশ্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর মোবারক চেহারায় লাগে, আগুন সেটাকে জ্বালায় না। (আল খাসায়িসুল কুবরা, ২য় খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সাদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আরিফে কামিল হযরত সাযিয়্যদুনা মাওলানা রুমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “মাসনভী শরীফ” বরকতময় এ ঘটনাটি লেখার পর বলেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

আয় দিলে তর ছিনদা আয নারো আযাব,
 বাছুনা দস্তো লবে কুন ইকতিরাব।
 ছো জমাবে রা ছুনা তাশরীফ দাদ,
 জানে আশেকরা রা ছাহা খাওয়াহাদ কাশাদ।

(অর্থাৎ- হে ঐ হৃদয় যার মধ্যে জাহান্নামের শাস্তির ভয় রয়েছে, ঐ প্রিয় ঠোঁট ও পবিত্র হাতের সাথে নৈকট্য কেন অর্জন করছ না, যিনি প্রাণহীন বস্তু রুমালকে পর্যন্ত এমন ফযীলত ও সম্মান দান করেছেন, সেটা আগুনে জ্বলছে না। তাহলে যারা তাঁর অতিশয় প্রেমিক, তাদের উপর জাহান্নামের শাস্তি কেনইবা হারাম হবে না।

আকা কা গাদা হো আয় জাহান্নাম! তু ভী শুনলে!
 উও কেইছে জলে জু কে গোলামে মাদানী হো।

(২৭) আবু হুরাইরার رضي الله عنه খাদ্যের থলে

হযরত সাযিয়্যুনা আবু হুরায়রা رضي الله تعالى عنه বলেন: এক যুদ্ধে ইসলামী সেনাবাহিনীর নিকট খাওয়ার কিছু ছিল না। তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صلى الله تعالى عليه وآله وسلم আমাকে বললেন: তোমার নিকট কিছু আছে? আমি আরয করলাম: খাদ্যের থলের মধ্যে সামান্য পরিমাণ খেজুর আছে। বললেন: “নিয়ে এসো।” আমি নিয়ে আসলাম, যা মোট ২১টি ছিল। খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صلى الله تعالى عليه وآله وسلم এগুলোর উপর মোবারক হাত রেখে দোয়া করলেন অতঃপর বললেন: “দশজনকে ডাক!” আমি ডাকলাম, তারা এসে পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়ে চলে গেলেন। পুনরায় দশজনকে ডাকার নির্দেশ দিলেন। তারা খেয়ে চলে গেলেন। এভাবে দশজন করে আসতেন এবং পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়ে চলে যেতেন। শেষ পর্যন্ত সৈন্য বাহিনীর সবাই খেলেন আর যা অবশিষ্ট থেকে গেল সেগুলোর ব্যাপারে বললেন: “হে আবু হুরাইরা! এগুলো তোমার খাদ্যের থলের মধ্যে রেখে নাও আর যখনই ইচ্ছা হয় তাতে হাত দিয়ে তা থেকে বের করে নিও, কিন্তু খাদ্যের থলে উল্টিয়ে ফেলবে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ইহকালীন মোবারক জীবনের সময়, হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর সিদ্দীক, হযরত সাযিয়দুনা ওমর ফারুককে আযম ও হযরত সাযিয়দুনা উসমান গণী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا এর খিলাফত আমল পর্যন্ত এসব খেজুর থেকে খেতে থাকি এবং খরচ করতে থাকি। আনুমানিক পঞ্চাশ ওসক তো আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছি আর দুশত ওসক থেকে অধিক আমি খেয়েছি। যখন হযরত সাযিয়দুনা উসমান গণী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ শহীদ হলেন তখন ঐ খাদ্যের থলে আমার ঘর থেকে চুরি হয়ে যায়। (আল খাসায়িসুল কুবরা, ২য় খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

কোন দে-তা হে দে-নে কো মুহ চাহিয়ে,

দে-নে ওয়ালা হায় সাচ্ছা হামারা নবী। (হাদিসিখে বখশিশ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এক ওসক ষাট সা' পরিমাণ আর এক সা' ২৭০ তোলা (অর্থাৎ-তিন সের ছয় ছটাক) পরিমাণ হয়ে থাকে। এ হিসাবে ঐ ২১টি খেজুর থেকে হাজার মণ থেকে বেশী খেজুর খাওয়া হয়েছে। এসব কিছু আল্লাহর দয়ার শান যে, তিনি নিজের প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে অগণিত ক্ষমতা ও মহান মুজিয়া দান করেছেন। নিশ্চয় তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বয়ত, মাহবুবে রক্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মর্যাদার নিশান সম্বলিত শানতো অনেক বড়। হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সদকায় তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ গৌলামদেরও বড় বড় মর্যাদা দান করা হয়েছে। যেমন- আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه এর খলীফা হযরত সদরুল আফাযিল এর কারামত শুনুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

(২৮) সদরুল্ল আফাযিলের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কালামত

হযরত মাওলানা মানযুর আহমদ সাহেব গাওসান্নী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজের দেখা বিষয় বর্ণনা করেন যে, খাযাইনুল ইরফানের প্রণেতা সদরুল্ল আফাযিল আল্লামা মাওলানা সায্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিত্যদিনের অভ্যাস ছিল যে, ফজরের নামায মহল্লার মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মসজিদে যাওয়ার পূর্বেই একটি চার ফুট সাইজের সামাওয়ার (সামাওয়ার তামা বা পিতলের ঐ ডবল পাত্রকে বলা হয়, যেটার ভিতরে আগুন জ্বলে আর বাইরে পানি গরম হয় অথবা চা রান্না হয়) এর ভিতর চায়ের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব দেয়া হত এবং আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হত। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যখন নামায পড়ে ফিরে আসতেন তখন চা তৈরী হয়ে যেত। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বঠকে বসে যেতেন আর দেখতে দেখতেই তাঁর প্রতি অনুরাগীদের অনেক ভীড় জমে যেত। সাধারণত পঞ্চাশজন থেকে দুইশ জনের মত লোকের ভীড় হত। কখনো কখনো আগমনকারী এত অধিক হত যে, বৈঠকখানা ও দালানের বাইরের অংশ দুটোতে মোটেই জায়গা থাকতনা। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাশরীফ রাখতেই খাদিমগণ এককাপ চা পিরিচে নিয়ে চায়ের কাপের উপর একটি বিস্কুট রেখে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খিদমতে পেশ করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ঐ কাপটি নিজের মোবারক হাতে তুলে তাঁর ডান দিকে বসা ব্যক্তিকে দিয়ে দিতেন। এভাবে ৪-৬টি কাপ নিজে বন্টন করতেন। বাকীগুলো খাদিমগণ সবাইকে এভাবে একটি করে বিস্কুট ও এক কাপ করে চা বন্টন করতেন। এক কাপ চা ও একটি বিস্কুট তিনি আহাির করতেন। মূলতঃ এটা সকালের নাস্তা। হযরত মাওলানা সায্যিদ মানযুর আহমদ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ও আস্থার সাথে বলেন: উপস্থিতি কম হোক কিংবা বেশি, আমি বিশেষভাবে এ বিষয় নোট করেছি যে, ঐ এক সামাওয়ারের চা-ই প্রতিদিন আগমনকারী সকল লোকের জন্য যথেষ্ট হত। কখনো এমন হয়নি যে, উপস্থিতির সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে তাই আরো ব্যবস্থা করার প্রয়োজন পড়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

হযরত মাওলানা সায়্যিদ মানযুর আহমদ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর উপরোল্লিখিত বর্ণনা এ বিষয়ের দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা হযরত সাদরুল আফযিল এর প্রতিদিনের কারামতের মধ্যে একটি উদারতাপূর্ণ কারামত। (তারীখে ইসলাম কী আযীম শাখসিয়্যাত সাদরুল আফযিল, পৃষ্ঠা ৩৩৩ থেকে ৩৩৪, তানযীমে আফকারে সাদরুল আফযিল, বোম্বাই)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হামকো আই আত্তার সুন্নী আলিমু ছে পেয়ার হে,

إِنْ شَاءَ اللهُ দো-জাহা মে আপনা বে-ড়া পার হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(২৯) দঙ্গুদেরও অংশ মিলে

সারদারাবাদ (ফয়সালাবাদ)-এর আনারকলীর অধিবাসী হাকীম মুহাম্মদ আশরাফ কাদিরী চিশতী লিখেন যে, “আমার বিয়ে হওয়ার পর অনেকদিন পর্যন্ত কোন সন্তান হয়নি। সন্তান লাভের জন্য ঔষধপত্র ব্যবহার করেছি, দোয়া প্রার্থনা করি ও ওযীফা সমূহ পাঠ করি কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হল না। অবশেষে হযরত মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা সর্দার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বরকতময় খিদমতে সন্তান থেকে বঞ্চিত থাকার আলোচনা করে দোয়া প্রত্যাক্ষী হলাম। এদিন গুলোতে আমার প্রতিবেশী আবদুল গফুর চৌধুরী আমাকে বললেন: তিনদিন থেকে একজন বুয়ুর্গকে আমি স্বপ্নে দেখছি। দেখি তাঁর নিকটে আপনি দাঁড়ানো অবস্থায় রয়েছেন আর আপনার কোলে চাঁদের ন্যায় সুন্দর একটি ছেলে রয়েছে। ঐ বুয়ুর্গ বললেন: “হাকীম সাহেব! একটি ছাগল সদকা করুন, যা থেকে পঙ্গুরাও যেন ভাগ পায়।” সুতরাং আমি হযরত মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিকট স্বপ্নের কথা বললাম আর আরয করলাম: আমার মনে হচ্ছে, একটি ছাগল জবাই করে জামিয়া রযবীয়্যার লঙ্গর খানায় দিয়ে দেব। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “হাকীম সাহেব! এখানেতো আল্লাহ তাআলার দয়া রয়েছে, ছাগল আসতেই থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

এটা উত্তম হবে যে, জুমার দিন যেন ঘরে মাংস ও রুটি তৈরী করা হয় আর জুমার নামাযের পর খতম শরীফ পড়ানো হয়, রান্নাকৃত মাংস রুটিসহ সেখানে গরীবদেরকে যেন বন্টন করা হয়। তোমরা স্বামী-স্ত্রীও খাও আর তা থেকে সেখানকার পঙ্গুরাও যেন ভাগ পায়।” এটা উল্লেখ্য যে, স্বপ্নের আলোচনা করার সময় আমি পঙ্গুদের ব্যাপারে বুয়ুর্গের বাণীটি মুহাদ্দিসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে আরয করিনি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজেই তা বর্ণনা করেছেন আর তা তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ জীবন্ত কারামত ছিল যে, গায়বের কথা বলে দিলেন। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কথা মত কাজ করা হল। এরপর আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে এবং হযরত মুহাদ্দিসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দোয়ার ওসিলায় আমাকে ছেলে দান করলেন। (হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, পৃষ্ঠা ২৬০ থেকে সংকলিত)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(৩০) বিশ্বাস থাকলে নামও কাজ করে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পীরে তরিকত, হযরত মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান মাওলানা মুহাম্মদ সর্দার আহমদ কাদিরী চিশতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ অনেক বড় আলিমে দ্বীন ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বড় বড় উলামায়ে কিরামের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি একজন কারামত সম্পন্ন বুয়ুর্গ ছিলেন। যেমন-মাওলানা করম দ্বীন (খতীব, জামে মসজিদ, চক নম্বর-৩৫৬) বর্ণনা করেন, যে, একবার আমি ঢানা খাওয়ার আনওয়ালা, শরাকপুর শরীফ এর নিকটবর্তী স্থানে মহিষ আনার জন্য গেলাম। কিন্তু এ সফরে আমাকে অর্ধ মাথা ব্যথা খুবই পেরেশান করল। শারাকপুর শরীফ কাছেই ছিল। সেখানে গেলাম, কিন্তু জানতে পারলাম যে, উভয় সাহেবযাদা হজ্জ করতে গেছেন। ফিরে আসার সময় রাস্তায় ব্যথা দারুণ যন্ত্রনা শুরু করল। কোন তাদবীর মাথায় আসছিল না। নদীর কিনারা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সম্মুখে একটি সাদা কাগজের টুকরা দেখলাম। আমি সেটা উঠালাম আর তাতে ওলিয়ে কামিল হযরত মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মোবারক নাম লিখে ব্যথার স্থানে বেঁধে দিলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

তাঁর নামের তাবিজ বাঁধতেই اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ব্যথা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়ে গেল এবং শরীর একেবারে সুস্থ হয়ে গেল। (প্রাগুক্ত, ২৬১ পৃষ্ঠা)

(৩১) টিউব লাইটও আনুগত্য করল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাঁর নামের এ শান তাঁর “কথা”র কি অবস্থা হবে! সুতরাং তাঁর মুখ নিঃসৃত কথা সম্পর্কেও একটি কারামত লক্ষ্য করুন। যেমন হযরত মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ জঙ্গ বাজার ঘুন্টা ঘর-এ অনুষ্ঠিত মীলাদ মাহফিলে বয়ান করছিলেন। বয়ানের বিষয়বস্তু ছিল রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরানিয়্যত। বয়ান চলছিল, প্রায় আধঘন্টা পরে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দৃষ্টি ডান দিকে লাগানো টিউব লাইটে পড়ল। এ টিউবটি কোন যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কখনো চলছিল আবার কখনো নিভে যাচ্ছিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ টিউবকে লক্ষ্য করে বললেন: “আরে টিউব! তুই কখনো জ্বলছিস আর কখনো নিভে যাচ্ছিস।” আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মোবারক নূরে সমগ্র সৃষ্টি জগৎ আলোকিত হয়ে গেছে আর তুই কেন অকৃতজ্ঞ হবি? খবরদার! খবরদার! তুই যদি আর নিভে যাস তবে.... তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এ ইঙ্গিতে নারায়ে রিসালাতের ধ্বনি উঠল। উপস্থিত সবাই দেখলেন যে, ঐ টিউবলাইট জলসা শেষ হওয়া পর্যন্ত অনবরত জ্বলতে থাকে।

(প্রাগুক্ত, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

গম পোকা ধরা থেকে রক্ষা পায়, মাথা ব্যথা দূরীভূত হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমল সম্পন্ন উলামাদেরও কী শান! আমাদেরকে সর্বদা উলামায়ে আহলে সুন্নাতের সংস্পর্শে সম্পৃক্ত থাকা উচিত। উলামায়ে হক এর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে এ থেকে অনুমান করুন যেমন, হযরত সাযিয়্যুনা কামালুদ্দীন আদদামীরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: কিছু জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে আমি জেনেছি যে,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

যদি মদীনায়ে মুনাওওয়ারা رَدَا اللهُ شَرَفًا وَ تَعْظِيمًا এর প্রসিদ্ধ “ফুকায়ে সাবআহ” অর্থাৎ সাতজন ফকীহ আলিমের পবিত্র নাম কোন কিছুতে লিখে গমের মধ্যে রেখে দেয়া হয়, তবে! খাদ্যে পোঁকা ধরবে না। যদি মাথা ব্যথায় আক্রান্ত ব্যক্তির মাথায় ঝুলিয়ে (বা বেধে) দেয়া হয়। অথবা এ সাতটি নাম পাঠ করে মাথায় ফুক দেয়া হয় তাহলে মাথা ব্যথা দূর হয়ে যাবে। ঐ সাতটি মোবারক নাম নিম্নরূপ: উবাইদুল্লাহ, উরওয়াহ, কাসিম, সাঈদ, আবু বকর, সুলাইমান, খারিজা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى।

(হায়াতুল হায়ওয়াল কুবরা, ২য় খন্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, উলামায়ে হক ও আল্লাহর নেক বান্দাগণের নামেও আশ্চর্যজনক বরকত থাকে। যাঁদের নামের এ শান, তাঁদের কিতাব, বয়ান, সংস্পর্শ ও তাঁদের মাযার শরীফ গুলোতে উপস্থিতি এবং তাঁদের ঈসালে সাওয়াবের তাবাররুকের মর্যাদার ব্যাপারে কী বলবো!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৩২) খামিরকৃত আটা দিয়ে দিলেন

হযরত সাযিয়দুনা হাবীব আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দরজায় কোন এক ফকির কিছু চাইল। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সম্মানিতা স্ত্রী খামির করা আটা রেখে পড়শী থেকে আগুন নিতে গেলেন, যাতে রুটি রান্না করা যায়। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ঐ আটা তুলে ফকিরকে দিয়ে দিলেন। যখন স্ত্রী আগুন নিয়ে আসলেন তখন আটা অদৃশ্য। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: “সেগুলো রুটি তৈরী করার জন্য নিয়ে গেছেন। অনেক জিজ্ঞাসা করার পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দান করে দেয়ার ঘটনাটি বললেন। তাঁর স্ত্রী বললেন: “সেগুলো ভাল কথা, তবে আমাদেরওতো খাওয়ার দরকার আছে। এরই মধ্যে এক ব্যক্তি একটা বড় থালা ভরে মাংস ও রুটি নিয়ে আসল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: “দেখো তোমাকে কত তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেয়া হল।” যেমন- রুটিও তৈরী করে দেয়া হল আর তার উপর মাংসের তরকারীও পাঠিয়ে দিল। (রাওযুর রিযাঈন, ১৫২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

সদকা করাতে সম্পদ কমে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ তাআলার রাস্তায় দেয়া বস্তু কখনো বৃথা যায় না। আখিরাতে সাওয়াব ও প্রতিফলতো রয়েছেই, অনেক সময় দুনিয়াতেই তা অনেকগুন বাড়িয়ে সাথে সাথে উত্তম প্রতিদান সরূপ দান করা হয়। আর এটা বিশ্বাসযোগ্য বিষয় যে, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় দেয়াতে বৃদ্ধি পায়, কমে না। যেমনটা হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: সদকা সম্পদ কমায় না, আর আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করার কারণে বান্দার সম্মানই বৃদ্ধি করেন আর যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাআলা তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

(সহীহ মুসলিম, ১৩৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৮৮)

কূপ থেকে পানি ভরলে, পানি বৃদ্ধি পায়

বিখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “যাকাত আদায়কারীর যাকাত প্রতি বছর বৃদ্ধি পেতেই থাকে। এটা বাস্তব অভিজ্ঞতা যে, কৃষক ক্ষেতে বীজ ফেলে আসে বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে বস্তাখালী করে ফেলে অথচ সত্যিকার অর্থে তাতে আরো যোগ করে ভর্তি করে নেয়। ঘরে রাখার বস্তাগুলো ইদুর, আঠালী পোঁকা ইত্যাদি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথবা এটা উদ্দেশ্য যে, যে সম্পদ থেকে সদকা বের হয়, তা থেকে খরচ করতে থাকো, বৃদ্ধি إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ পেতেই থাকবে। কূপের পানি ভরতে থাক, তাহলে পানি বেড়েই যাবে।

(মিরআতুল মানাযীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদর শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

যাকাত না দেয়ার শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যাকাত আদায় করার যেমন অসংখ্য সাওয়াব রয়েছে, যে আদায় করে না তার জন্য তেমন ভয়ানক আযাবও রয়েছে। যেমন- আমার আকা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আযাবের দৃশ্য তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, যার সারাংশ: যে সোনা-চান্দির যাকাত দেয়া হবে না, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তা দ্বারা তাদের কপাল, পাঁজর, পিঠে দাগ দেয়া হবে। তাদের মাথা, স্তনের উপর জাহান্নামের গরম পাথর রাখা হবে যে, বুক ফেটে কাঁধ দিয়ে বের হয়ে যাবে আর কাঁধের হাড়ের উপর রাখা হলে, হাড় ভেঙ্গে বুক দিয়ে বেরিয়ে আসবে। পিঠ ভেঙ্গে পাঁজর দিয়ে বের হবে। মাথার পিছনের অংশ ভেঙ্গে কপাল দিয়ে উত্থিত হবে। যে সম্পদের যাকাত দেয়া হবে না, কিয়ামতের দিন তা প্রাচীন দুষ্ট রক্তপায়ী বড় অজগর হয়ে তার পিছু নেবে। সে হাতে বাধা দেবে, সেটা ঐ হাত চিবিয়ে নেবে। অতঃপর গলায় পেচিয়ে শৃঙ্খল হয়ে যাবে। তার মুখ নিজের মুখে নিয়ে চিবাতে থাকবে, (আর বলবে যে,) আমি হলাম তোর সম্পদ, আমি হলাম তোর ধন ভান্ডার। এরপর তার সমস্ত শরীর চিবিয়ে ফেলবে। আল্লাহ্ তাআলার পানাহ! (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, নতুন সংস্করণ, ১০ম খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা) আমার আকা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যাকাত অনাদায়কারীদেরকে কিয়ামতের শাস্তির ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে বুঝিয়ে বলেন: হে প্রিয়! আল্লাহ্ তাআলা ও রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণীকে এমনিতেই হাসি-ঠাট্টা মনে করছ কিংবা (কিয়ামতের একদিন অর্থাৎ) পঞ্চাশ হাজার বছর সময়ের এ (বেদনাদায়ক) মুসিবত সহ্য করা সহজ মনে করছ! দুনিয়ার আগুনে এক আধ পয়সা গরম করে শরীরের উপর রেখে দেখা, এরপর কোথায় এ হালকা গরম, আর কোথায় ঐ রাগের আগুন! কোথায় এ একটি পয়সা, আর কোথায় সারাজীবনের জমানো সম্পদ! কোথায় এ এক মিনিটের দেবী, আর কোথায় ঐ হাজার দিন বছরের মুসিবত!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

কোথায় এ সামান্য দাগ, আর কোথায় ঐ হাড় ভেঙ্গে বের হওয়া শান্তি। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের হিদায়াত দান করুন। (প্রাগুক্ত, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ যাকাত ও খয়রাতের প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং আমলের জয়বাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য একটি “মাদানী ঘটনা” পেশ করছি। যেমন-

(৩৩) এক কোরিয়া বাসীর ইসলাম গ্রহণ

এক মাদানী কাফেলা “কোরিয়া”র একটি এলাকায় পৌঁছল। সেখানে এক অমুসলিম কোরিয়াবাসী মাদানী কাফেলা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা কি মুসলমান? মাদানী কাফেলা ওয়ালারা বললেন: أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আমরা মুসলমান। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “মাথায় এটা কি বেঁধে রেখেছেন?” জবাব দিলেন, এটা হচ্ছে ইমামা (পাগড়ি) শরীফ যা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রিয় সুন্নাত। এভাবে তিনি দাঁড়ি শরীফ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, জবাব পেলেন, এটাও আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাত। আমি ইসলাম সম্পর্কে বই-পত্রে পড়েছি কিন্তু চোখে দেখিনি। আজ প্রথমবার ইসলামের কার্যবিধি (বাস্তব) প্রতিচ্ছবি দেখলাম। যা হৃদয়কে সীমাহীন প্রভাবিত করেছে, দয়া করে আমাকে কলেমা পড়িয়ে মুসলমান করে দিন। أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলা ওয়ালারা ‘আশিকানে রাসুলদের নূরানী দাঁড়ি ও আলোকময় ইমামা থেকে আলো বিচ্ছুরণকারী প্রিয় চেহারাগুলোর যিয়ারতের বরকতে ঐ কোরিয়ান কাফির ইসলাম কবুল করে ধন্য হলেন।

উনকা দিওয়ানা, আমামা আওর জুলফো রীশ মে
ওয়াহ! দেখো তু সহী লাগতা হয় কিতনা শানদার।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসার্বাত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ মুসলমানদের জীবন যাপনের ধরণ সীমাহীন খারাপ হতে চলেছে। আফসোস! শত কোটি আফসোস! অধিকাংশ মুসলমানের পোষাকের সাজগোজ, মাথা ও চেহারার ভঙ্গি ইত্যাদি সবকিছু কাফিরদের পঁচা সংস্কৃতির প্রতিচ্ছায়া। শয়তানের এ কুমন্ত্রণায় ফেঁসে না যাওয়া উচিত যে, আমরা যদি দাঁড়ি ও ইমামা শরীফ পরিহিত অবস্থায় থাকি তবে লোকেরা আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে পড়বে। কখনো এমনটা নয়। লোকেরা মাদানী পোষাক-পরিচ্ছেদে নয়, মন্দ আচরণ, তীক্ষ্ণ ব্যবহার ও দুশ্চরিত্রতা থেকে দূরে সরে থাকে। আপনি নিখুঁত আন্তরিকতার সাথে সুন্নাতের প্রতিচ্ছবি হয়ে যান, নিজের চরিত্র সংশোধন করে নিন, জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখার চেষ্টা করুন, মিষ্টি কথা বলুন এরপর দেখবেন কিভাবে মানুষের অন্তর আপনার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে! এইমাত্র আপনারা আশিকানে রাসুলদের ব্যাপারে শুনেছেন যে, কিভাবে সুন্নাতে ভরা পোষাক-পরিচ্ছদ ও হাসি মিশ্রিত ভাষা বর্ষণ করে মিষ্টি মধুর কথা-বার্তায় শয়তানের পূজারীকে মাদানী মুস্তফা হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ভিখারী বানিয়ে দিল! দাঁড়ি শরীফ ও সবুজ ইমামা শরীফে বলমল করা ফুল বর্ষণ করে আশিকানে রাসুলদের মাদানী পোষাক ও আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ তাআলার ভাবাবেগপূর্ণ আহ্বানের বরকতে পরিপূর্ণ আরো একটি আনন্দময় ঘটনা শুনুন এবং বিমোহিত হোন।

(৩৪) নূরানী চেহারা দেখে মুসলমান হয়ে গেল

১৪২৫ হিজরী (জানুয়ারী ২০০৫) এ দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিসে শূরার নিগরান ও মজলিসে বাইনাল আকুওয়ামী উমূরের কিছু সদস্য ও অন্যান্যদের মাদানী কাফেলা বাবুল মদীনা (করাচী) থেকে সফর করে দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছল। এরই মধ্যে সেখানে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা তৈরী করার জন্য জায়গা দেখতে এ কাফেলা এক জায়গায় গেল। সেখানে পূর্ব থেকে উপস্থিত ইসলামী ভাইয়েরা মাদানী কাফেলাকে উৎসাহ উদ্বীপনা সহকারে স্বাগতম জানালেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

ঐ জায়গার মালিক যিনি খ্রীষ্টান ছিলেন, ইমামা ও দাঁড়ি সম্পন্ন উজ্জল ও আলো বিচ্ছুরিত চেহারাধারী আশিক্বানে রাসূলের আলো ও আল্লাহ্ আল্লাহুর ভাবাবেগপূর্ণ আওয়াজে মত্ত হয়ে গেলেন। ব্যাকুল হয়ে সামনে এসে নিগরানে শুরাকে বলতে লাগলেন, “আমাকে মুসলমান করে নিন।” তাকে সাথে সাথে খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে তাওবা করিয়ে কলেমা শরীফ পড়িয়ে মুসলমান করে নেয়া হল। ইসলামী ভাইয়ের খুশীর সীমা রইল না। আল্লাহ্ আল্লাহুর সুমধুর গুঞ্জে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

তু দাঁড়ি বাড়ালে, আমামা সাজালে, হয় আচ্ছা নেহী হয় বুরা মাদানী মাহল। ইয়াকীনান মুকান্দার কা উও হয় সিকান্দার, জিছে খায়রছে মিল গিয়া মাদানী মাহল।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(৩৫) কাজী সাহেবের খামির

কোটি কোটি হাম্বলীদের পেশওয়া পথপ্রদর্শক হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর শাহযাদা হযরত সালিহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ইম্পাহানের কাজী বা বিচারক ছিলেন। একবার হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খাদিম হযরত সালিহের বাবুর্চীখানা থেকে খামির নিয়ে রুটি তৈরী করে ইমাম সাহেবের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খিদমতে পেশ করল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: এগুলো এত নরম কেন?” খাদিম খামির নেয়ার বর্ণনা দিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: “আমার ছেলে যিনি ইম্পাহানের কাজী, তার ঘর থেকে কেন নিয়েছ! এ রুটি আমি খাব না, এটা কোন ফকিরকে দিয়ে দাও তবে তাকে এটা বলে দেবে যে, এ রুটিতে কাজীর খামির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।” ঘটনাক্রমে চল্লিশদিন পর্যন্ত কোন ফকির এলোনা, শেষ পর্যন্ত রুটিতে গন্ধ সৃষ্টি হল। খাদিম ঐ রুটি দজলা নদীতে ফেলে দিল। হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর তাকওয়া বা খোদাভীতির প্রতি মারহাবা! তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ঐ দিনের পর থেকে দজলা নদীর মাছ কখনো খাননি। (তায়করিভুল আউলিয়া, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ لَمَعْرُوبٌ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেনতো! হযরত সাযিদ্‌না ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কিরুপ মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলেন যে, নিজের বিচারক ছেলের সম্পদ থেকেও বেঁচে থাকতেন। কাজী (অর্থাৎ-জর্জ) এর আয় যদিও বা হারাম নয় তবে পরিপূর্ণভাবে ন্যায় বিচার করা তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে থাকে। যদি তাঁরা ন্যায় বিচার করেন তবুও যেহেতু তাঁরা সরকারী কর্মচারী হন ও তাঁদের বেতন-ভাতা সরকার আদায় করে আর রাষ্ট্র প্রধানরা সাধারণত অত্যাচার ও শত্রুতা থেকে বাঁচতে পারেন না। এছাড়া তাঁদের কোষাগারে টাকা পয়সা পরিচ্ছন্ন হওয়াও কঠিন হয়ে থাকে যে, তাঁরা অধিকাংশ সময় অত্যাচার করে সম্পদ অর্জন করেন। সুতরাং শুধুমাত্র তাকওয়া ও সতর্কতার কারণে হযরত সাযিদ্‌না ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কাজীর খামির ওয়ালা রুটি খাননি আর যখন ঐ রুটি দজলা নদীতে ফেলা হল তখন এই ভয়ে সেখানকার মাছ খাওয়া পর্যন্ত বর্জন করলেন, যেন আবার এমন মাছ পেটে চলে না যায়, যেটা ঐ রুটি খেয়েছে!

(৩৬) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কারামত

হযরত সাযিদ্‌না ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মহা মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কথিত আছে যে, কোন এক মহিলার হাত-পা প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হল। সে তার ছেলেকে তাঁর رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিকট দোয়ার জন্য পাঠাল। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা শুনার পর অয়ু করে নামায পড়া শুরু করলেন। যখন ঐ যুবক ঘরে গিয়ে পৌঁছল তখন তার মা সুস্থ হয়ে গিয়েছিল এবং নিজে এসে তার জন্য দরজা খুলল। (তাক্বিরাতুল আউলিয়া, ১৯৬ পৃষ্ঠা) আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাদের সম্মান করা বড় সাওয়াবের কাজ, যেমন-

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

(৩৭) সম্মানের প্রতিদান

এক ব্যক্তি ইস্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ্ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? জবাব দিল: আল্লাহ্ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করল, কোন আমলটি কাজে এসেছে? জবাব দিল, একবার হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নদীর কিনারায় ওয়ু করছিলেন আর সেখানে আমি উপরের দিকে অয়ু করতে বসে গেলাম। যখন আমার দৃষ্টি ইমাম সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর প্রতি পড়ল তখন সম্মানপূর্বক নীচের দিকে এসে পড়লাম। সুতরাং অলীর প্রতি সম্মান করার এ আমলটিই কাজে এসেছে এর উসিলায় আমি ক্ষমা পেলাম। (তায়কিরাতুল আউলিয়া, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

(৩৮) স্বর্ণের জুতা

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত সাযিয়দুনা মুহাম্মদ বিন খুযায়মা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: যখন হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ওফাত হল তখন আমি খুবই বিষন্ন হলাম। এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নম্রভাবে পথ চলছিলেন। আমি আরয করলাম: “হে আবু আবদুল্লাহ! এ কেমন পথচলা?” বললেন: “এটা জান্নাতে খাদিমদের চলা।” আরয করলাম: “আল্লাহ্ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন?” জবাব দিলেন, “আল্লাহ্ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমার মাথায় তাজ সাজিয়েছেন ও পায়ে স্বর্ণের জুতা পরিধান করিয়েছেন ও আর বললেন: “হে আহমদ! এসব কিছু এই কারণে, তুমি কুরআনকে আমার (অর্থাৎ-আল্লাহ্র) বাণী বলেছ।” আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করলেন: “হে আহমদ! আমার নিকট ঐ দোয়া করো, যা তুমি দুনিয়াতে করতে।” আমি আরয করলাম: “হে আমার প্রতিপালক! প্রতিটি বস্তু” আমি এখনও এতটুকু বলছি অমনী ইরশাদ হল: “প্রতিটি বস্তু তোমার জন্য মওজুদ রয়েছে।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আন্দুর রায্জাক)

এতে আমি আরয করলাম: “প্রতিটি বস্তুতে তোমার কুদরতের দলিল।” বললেন: “তুমি সত্য বলেছ।” আমি আরয করলাম: “হে আল্লাহ! আমার কাছ থেকে হিসাব নিওনা, ব্যাস আমাকে ক্ষমা করে দাও।” বললেন: “যাও এমনই করলাম।” এরপর ইরশাদ করলেন: “হে আহমদ! এটা জান্নাত, এটাতে প্রবেশ কর।” যখন আমি প্রবেশ করলাম, তখন (দেখলাম) হযরত সাযিয়্যুনা সুফিয়ান সাওরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সেখানে পূর্ব থেকে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর দুটো ডানা ছিল, যা দিয়ে তিনি খেজুরের একটি গাছ থেকে অন্য গাছের উপর উড়ে বসছিলেন আর তাঁর মুখে জারী ছিল, “সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করেছেন ও বাস্তবে আমাদেরকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী করেছেন, জান্নাতে আমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঠিকানা করি, তাই আমলকারীদের খুবই উত্তম প্রতিফল রয়েছে।” আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল ওয়াহহাব ওয়াররাক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর কি অবস্থা? তখন বললেন: “আমি তাঁকে নূরের সমুদ্রে দেখে এসেছি। আমি হযরত সাযিয়্যুনা বিশর হাফী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে বললেন: “তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত আছেন, তার সামনে একটি ট্রে আছে আর আল্লাহ তাআলা তাঁর দিকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন: “হে দুনিয়াতে পানাহার বর্জনকারী! এ জগতে খাও আর মজা করো।” (শরহস সুদূর, ২৮৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

(৩৯) চাবুকের প্রতিটি আঘাতে ক্ষমার ঘোষণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগণ দ্বীনের জন্য কষ্ট সহ্য করে দুনিয়া থেকে যখন বিদায় নেন তখন আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে কিরূপ সম্মান দেন। জ্বী হ্যা! কোটি কোটি হাম্বলীদের ইমাম হযরত সাযিয়্যুনা আবু আবদুল্লাহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সত্যের জন্য খুব বেশী কষ্ট সহ্য করেছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইব্রশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

যেমন- এক সময় আব্বাসীয় খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহের নির্দেশে জল্লাদ সায্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বিবস্ত্র পিঠে পালাক্রমে চাবুক মারতে লাগল, যাতে তাঁর পবিত্র পিঠ রক্তে লাল হয়ে যায়, চামড়া মোবারক ফেঁটে যায়। এ সময় তাঁর পায়জামা শরীফ সরে যেতে লাগল। তখন তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করলেন, “হে আল্লাহ! তুমি জান আমি সত্যের উপর রয়েছি, আমাকে উলঙ্গ হওয়া থেকে রক্ষা কর।” اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ পায়জামা শরীফ স্থানচ্যুত হওয়া থেকে থেমে গেল এবং এরপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বেহুশ হয়ে গেলেন। যতক্ষণ হুশ ছিল, চাবুকের প্রতিটি আঘাতে বলতেন: “আমি মুতাসিমের অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম।” পরে যখন লোকেরা তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিকট এর কারণ জানতে চাইলেন তখন বললেন: “মু'তাসিম বিল্লাহ প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর চাচাজান হযরত সায্যিদুনা আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর বংশের সন্তান। আমার এটা লজ্জা হয়, যে কিয়ামতের দিন আবার যেন এটা বলা না হয়, যে আহমদ বিন হাম্বল, নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর চাচাজানের বংশধরকে ক্ষমা করেনি। (মাদানে আখলাক, ৩য় খন্ড, ৩৭-৩৯ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত, দারুল কুতুবিল হানাফিয়াহ, বাবুল মদীনা, করাচী) হযরত সায্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে ধারাবাহিক আটাশ মাস (সোয়া ২ বৎসর থেকে বেশী) বন্দীবস্থায় রাখা হয়েছে। এ সময় তার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ উপর চাবুক মারা হত। শেষ পর্যন্ত তিনি বেহুশ হয়ে যেতেন। তলোয়ার গরম করে দাগ দেয়া হয়েছে, পদদলিত করা হয়েছে। কিন্তু মারহাবা! শত কোটি মারহাবা! এত মুসিবত আসার পরও তিনি অটল রইলেন। (আত তাবকাহুল কুবরা, ১ম খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা) হযরত সায্যিদুনা আল্লামা হাফিয বিন জাওয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ থেকে বর্ণনা করেন: হযরত সায্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে ৮০টি চাবুক এভাবে মারা হল, যদি হাতিকে মারা হত তাহলে সেটাও চিৎকার করে উঠত! কিন্তু মারহাবা ইমামের ধৈর্যশীলতা।

(মাদানে আখলাক, ৩য় খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত দারুল কুতুবিল হানাফিয়াহ, বাবুল মদীনা, করাচী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

তড়াপনা ইছ তরাহ্ বুলবুল কে বাল ও পর না হিলে,
আদব হে লাজেমী শাহুকে আ-স্তানে কা।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(৪০) চোর ধৈর্যধারণের শিক্ষা দিল

যখন মুসিবতের দিনগুলোতে তাঁকে رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ চাবুকাঘাতকারীর মুখোমুখি পেশ করা হল, তখন আল্লাহ তাআলা “আবুল হাইসাম আইয়ার” নামক এক ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করলেন। সে তাঁর رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিকট এসে বলল: “হে আহমদ! আমি অমুক চোর, আমাকে ১৮ হাজার চাবুকাঘাত করা হয়েছে, যাতে চুরির কথা স্বীকার করি, কিন্তু আমি স্বীকার করিনি, অথচ আমি জানতাম, আমি মিথ্যাবাদী। আপনি যেন চাবুকাঘাতে ভয় পেয়ে না যান, আপনিতো সত্যের উপর রয়েছেন। ব্যাস! যখন চাবুকাঘাতে তাঁর رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ব্যথা অনুভব হত, তখন চোরের কথাগুলো মনে করতেন। এরপর থেকে তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সর্বদা তার (চোর) এর জন্য রহমতের দোয়াকরতেন। (আত তাবকাহুল কুবরা, ১ম খন্ড, ৭৮, ৭৯ পৃষ্ঠা) হযরত সাযিয়দুনা বিশর বিন আল হারিস رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “তাঁকে (আগুনের) কুন্ডুলিতে (অর্থাৎ কারাগারে) ফেলে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর তিনি (দৃঢ়তার কারণে) লাল স্বর্ণ হয়ে বের হয়েছেন।” (প্রশ্নুজ, ৮০ পৃষ্ঠা)

ওলীগণের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহর রাস্তায় আসা কষ্টগুলোকে হাসিমুখে সহকারীদের আল্লাহ তাআলার দরবারে কিরূপ সম্মান রয়েছে। আপনারা এটাও শুনলেন যে, হযরত সাযিয়দুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ (দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য) ক্ষুধা-পিপাসা সহ্য করা ও নফসকে দমন করার কারণে আল্লাহ তাঁকে কিরূপ দয়া ও মেহেরবানী করেছেন। এছাড়া আমাদের গাউসুল আযম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দুনিয়াতে নফসকে দমন করতেন এবং পানাহারের প্রতি অনাসক্ত থাকতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

ছরকারে বাগদাদ হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর উপর আল্লাহ তাআলার রহমতের আলোচনা করতে গিয়ে আশিকে রাসূল, ওলীয়ে কামিল, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দরবারে গাউসিয়্যাতে এ আরয করেন:

কসমে দে-দে কে খিলাতা হে পিলাতা হে তুবে,
পিয়রা আল্লাহ তেরা চাহনে ওয়ালা তেরা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ধরণের প্রিয় প্রিয় বিষয়াবলী জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামী মাদানীর পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ দীন ও দুনিয়ার অগণিত কল্যাণ অর্জিত হবে। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে পরিপূর্ণ একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন এবং আন্দোলিত হোন:

(৪১) মস্তিস্কের টিওমর অদৃশ্য হয়ে গেল

মহারাষ্ট্র ভারতের চান্দরপুর জেলার বালবাহারের এক ইসলামী ভাই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে নিজের সম্পৃক্ততার ঘটনা অনেকটা এরকম বর্ণনা করেছেন। সাত বছর বয়সে পাথরের আঘাতে আমার বাম চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। চিকিৎসা করাতে অনেকটা ভাল হল, তবে চোখের জ্যোতি কমে গেল। এ থেকে দৃষ্টান্তমূলক উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে আরো উদাসীনতার স্বীকার হয়ে আমি নাচ-গানের অনুষ্ঠানের স্বাদভোগকারী হয়ে গেলাম। নাইট ক্লাবের চোখ বন্ধ হয়ে আসা আলোক রশ্মিতে আমার ঐ চোখে প্রচন্ড ব্যথা শুরু হল। চেক আপ করানোতে জানতে পারলাম, মাথায় টিউমর (BRAIN TUMER) হয়েছে। বড় বড় হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা করেছি, কোন দূরের কথা, “যতই চিকিৎসা করি, ততই রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে”। এর কারণে ঘাড়ও বাঁকা হয়ে গেল এবং খাবার খাওয়াও মুশকিল হয়ে গেল! আমার কষ্টের কারণে পরিবার-পরিজনেরাও সীমাহীন পেরেশান ছিলেন। এ সময় দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলদের এক মাদানী কাফেলা আমাদের গ্রামে আসল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

তারা নেকীর দাওয়াত দিয়ে, ঘরের সবাইকে বয়ানে অংশ নেয়ার জন্য দাওয়াত দিলেন, কিন্তু আমি পেরেশনারীর কথা প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। মহল্লার মসজিদ থেকে মুবাল্লিগের বয়ানের আওয়াজ আমাদের ঘরেও শুনা যাচ্ছিল। ঐ বয়ান শুনে আমাদের ঘরের সবাই সীমাহীন প্রভাবিত হলেন এবং “দুরূগ” এ অনুষ্ঠিতব্য সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। ঐ ইজতিমায় সুন্নাতে ভরা বয়ানের পর ভাবাবেগপূর্ণ দোয়া হল। যখন ইজতিমা থেকে ফেরার সময় আমি C.T Scan করিয়েছি তখন এটা দেখে ডাক্তার অবাক হলেন, পূর্বের সবকটি রিপোর্টে ব্র্যান টিওমর বিদ্যমান ছিল কিন্তু এবারকার C.T Scan-এ টিওমর অনুপস্থিত! এ আশ্চর্যজনক ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে আমার পরিবার-পরিজনেরা আমার মাথায় ইমামা শরীফের তাজ সাজিয়ে দিলেন।

আতায়ে হাবীবে খোদা মাদানী মাহল, হে ফয়যানে গউছো রযা মাদানী মাহল।
আয় বীমারে ইছইয়া তু আ-যা ইহা পর, গুনাহো কি দে-গা দাওয়া মাদানী মাহল।
সানওয়রার যায়েগি আ-খিরাত رَأْسُ الشَّاةِ, তুম আপনায়ে রাখ্থো ছদা মাদানী মাহল।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

(৪২) মনের কথা জেনে গেলেন

হুযুর দাতা গঞ্জ বখশ হযরত সায়্যিদুনা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমরা তিন বন্ধু হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইবনে আ'লা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যিয়ারত করার জন্য “রামলা” নামক গ্রামের দিকে চলছি। রাস্তায় এটা ঠিক করলাম, আমাদের প্রত্যেকে কোন না কোন আশা নিজের মনে রেখে নিই। আমি এ আশা মনে রাখলাম, আমার হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইবনে আলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কাছ থেকে হুসাইন বিন মনছুর হাল্লাজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মুনাজাত ও কবিতা প্রয়োজন। অন্যজন এ আশা নির্ধারণ করল, আমি যেন প্লীহা রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করি। তৃতীয়জন বলল: আমার ইচ্ছা বফী খাওয়া। যখন আমরা তার সামনে হাযির হলাম তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা হুসাইন বিন মানসুর হাল্লাজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কবিতা ও মুনাজাত লিখিয়ে আমার জন্য তৈরী করে রাখলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

তা আমাকে প্রদান করলেন। অন্য দরবেশের পেটের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, তাঁর প্লীহার কষ্ট দূরীভূত হয়ে গেল। তৃতীয়জনকে বললেন: বর্ফী হল রাজ দরবারের খাবার কিন্তু আপনি সুফীদের পোষাক পরে আছেন! দুটো থেকে একটি অবলম্বন করুন। (অর্থাৎ বর্ফী খেলে সুফী পোষাক বাদ দিন, আর না হয় বর্ফী খাওয়ার আশা বাদ দিন।) (কাশফুল মাহজুব, ৩৮৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

(৪৩) হুসাইন বিন মনছুর কি اَنَا الْحَقُّ বলেছিলেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ তাআলার দানক্রমে ওলীরা মানুষের মনের অবস্থা জেনে নেন। তাইতো হযরত সাযিয়দুনা শায়খ ইবনে আলা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত হযুর দাতা গঞ্জ বখশ হযরত সাযিয়দুনা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ও তাঁর বন্ধুদের বাসনা পূরণ করে তৃতীয়জনকে সংশোধনের মাদানী ফুল প্রদান করলেন। এ ঘটনায় হযরত সাযিয়দুনা হুসাইন বিন মনছুর হাল্লাজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর শূভ আলোচনা বিদ্যমান। তাঁর ব্যাপারে প্রসিদ্ধি রয়েছে, তিনি আনাল হকু অর্থাৎ-আমি হক (খোদা)” বলেছিলেন। এ ভুল ধারণাকে খন্ডন করে আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “হযরত সাযিয়দুনা হুসাইন বিন মানসূর হাল্লাজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যাকে সাধারণ মানুষ “মানসূর” বলে থাকে, মানসূর হল তাঁর পিতার নাম আর তাঁর পবিত্র নাম হল হুসাইন। তিনি তাঁর যুগের যুগশ্রেষ্ঠ ওলীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর এক বোন বেলায়ত ও মারিফাতের মর্যাদায় তাঁর চেয়ে অতি উচ্চ স্তরে ছিলেন। তিনি শেষ রাতে জঙ্গলে চলে যেতেন এবং আল্লাহ তাআলার স্মরণে বিভোর হয়ে যেতেন। একদিন তাঁর ঘুম ভাঙলে বোনকে না পেয়ে ঘরের সবখানে খোঁজ করলেন। খোঁজ করে না পেয়ে তাঁর মনে কুমন্ত্রণা আসল। পরবর্তী রাতে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুমের ভান করে জেগে রইলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

তাঁর বোন নিজের সময়মত উঠে জঙ্গলের দিকে চলতে লাগলেন, তিনিও আস্তে আস্তে পিছু নিলেন। দেখতে লাগলেন, আসমান থেকে স্বর্ণের শিকল দিয়ে ইয়াকুতের পাত্র অবতীর্ণ হল আর পবিত্র মুখ বরাবর আসল, তিনি পান করতে লাগলেন। তিনি (ছসাইন বিন মনছুর) ধৈর্য ধরতে পারলেন না, জান্নাতের এ নেয়ামত (আমি) পাব না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলে উঠলেন, “বোন! তোমাকে আল্লাহ তাআলার শপথ! সামান্য পরিমাণ আমার জন্য রেখো। তার (বোন) এক ঢোক রাখলেন। তিনি তা পান করলেন। তা পান করতেই প্রতিটি লতা-পাতা প্রতিটি জায়গা, প্রতিটি অনু-কণা থেকে তার কানে এ আওয়াজ আসতে লাগল যে, “এটার হকদার অধিক কে, যে আমার পথে জীবন দেবে? তিনি বলতে শুরু করলেন, “أَنَا الْحَقُّ” অর্থাৎ নিশ্চয় আমি সবচেয়ে বেশি হকদার।” লোকেরা শুনে মনে করল, أَنَا الْحَقُّ (অর্থাৎ-আমি হক), (লোকেরা) তাঁকে খোদা দাবীদার মনে করল, আর এটা (অর্থাৎ-খোদায়ীত্বের দাবী) হল কুফরী। মুসলমান হয়ে যে কুফরী করে, সে মুরতাদ হয়ে যায়, আর মুরতাদের শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩০১৭-এ রয়েছে) শ্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে নিজ ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করো।” (ফতোওয়া রযবীয়া, ২৬ খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা) اَنَّ مُحَمَّدًا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততা ও মাদানী কাফেলায় সফর আকীদা ও আমল সংশোধনের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। যেমন-

(৪৪) আমি মদ্যপায়ী ও চোর ছিলাম

বোম্বাই (ভারতের) ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা অনেকটা এরকম: খারাপ সংস্পর্শের কারণে অল্প বয়সেই আমার মদ-জুয়ার বদঅভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। হিরা ও স্বর্ণের চোরাচালানে পারদর্শিতার কারণে এ ময়দানে “কিং” হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলাম। আমার ঘরের কাছে দা'ওয়াতে ইসলামীওয়ালারা প্রত্যেক জুমাতে একত্রিত হয়ে দরস ও বয়ান করতেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

আমার মা আমাকে সেখানে যাওয়ার জন্য বলতেন, কিন্তু আমি শুনতাম না। অবশেষে মায়ের ইন্ফিরাদী কৌশিশের বরকতে একবার অংশগ্রহণ করলাম। মুবাল্লিগের বয়ান করার ধরণ আমার কাছে ভাল লাগল কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। শেষে ইন্ফিরাদী কৌশিশ করে মুবাল্লিগ আমাকে বোম্বাই গুওয়াভী এলাকায় অনুষ্ঠিতব্য সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিলেন। আমি যাওয়ার অঙ্গীকার করলাম। ইজতিমার রাতে বন্ধুদের সাথে শরাবখানায় গেলাম কিন্তু আজকে মন কিছুটা অস্থির ছিল। সবাই মদ আনতে বলল কিন্তু আমি ঠান্ডা পানীয়ের অর্ডার দিলাম। এতে বন্ধুরা আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে দেখল। আমি বললাম: “আমাকে একজন লোক ইজতিমার দাওয়াত দিয়েছেন, আমি সেখানে বয়ান শুনতে যাব। একথা শুনতেই বন্ধুরা হাসতে লাগল আর বলল: “দোস্ত! এটা কি মুহাররম মাস! ওয়াজতো মুহাররমে হয়ে থাকে। তোমার সাথে হয়তো কেউ ঠাট্টা করেছে।” আমীর চিন্তায় পড়ে গেলাম যে, সত্যিই ওয়াজতো মুহাররম শরীফে হয় কিন্তু তারপরও আমি মন স্থির করে এটা বলতে বলতে উঠলাম, যদি ওয়াইয না হয় তবে ফিরে আসবো। বাইরে বের হয়ে রিক্সা নিয়ে সোজা ইজতিমা স্থলে পৌঁছে গেলাম। সেখানে ভাবাবেগপূর্ণ দোয়া আমাকে খুব কাঁদাল। কেঁদে কেঁদে আমি আমার গুনাহ থেকে তাওবা করলাম। ইজতিমা শেষ হওয়ার পর মুবাল্লিগ আমাকে ইন্ফিরাদী কৌশিশ করে মাদানী কাফেলায় সফরের দাওয়াত দিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। সেখানে আমি দাঁড়ি শরীফ ও ইমামা শরীফের নিয়্যত করলাম। জুয়াড়ী ও শরাবী বন্ধুদের পিছু ছাড়লাম এবং দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ গ্রহণ করলাম। আমার “ওয়াজ” নামক একটি অস্থিরকারী রোগ ছিল যেটার কারণে এমন লাগত, যেন চোখে কঙ্করের কণা পড়েছে। ডাক্তারও এর চিকিৎসা থেকে অপারগ ছিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে আমি এ কষ্টদায়ক রোগ থেকে মুক্তি পায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

ছোড়দে নাওশিয়া, মত বককো গা-লিয়া, আ-ও তাওবা করে কাফিলে মে চলো।
আয় শারাবী তু আ-, আ- জুয়ারী তু আ, ছুটে বদ আ-দতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

কাফেলার দাওয়াত দিতে থাকুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের সূন্নাতে ভরা বয়ান ও ইন্ফিরাদী কৌশিশের ফলে জুয়াড়ী ও মদ্যপায়ী তাওবা করল ও মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল। আপনারাও সবাইকে মাদানী কাফেলায় সফরের দাওয়াত দিতে থাকুন। এ ঘটনায় আপনারা একজন মদ্যপায়ীর আলোচনা শুনেছেন। আফসোস শত কোটি আফসোস! আজকাল মুসলমানদের একটি অংশ মদপান করার দুর্ভাগ্যে জড়িত। সুতরাং মদ্যপান সম্পর্কে আমি কিছু আরয় করছি।

এক ঢোক মদের শাস্তি

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হযুর পুরনূর ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আল্লাহ আমাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত ও হিদায়াত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আমাকে এজন্য প্রেরণ করেছেন, আমি যেন গান- বাজনার সরঞ্জাম ও অন্ধকার যুগের কাজগুলো নিশ্চিহ্ন করে ফেলি। আমার পরওয়ারদিগার আপন ইয্যতের কসম করে দিয়ে ইরশাদ করেছেন: “আমার যে বান্দা এক ঢোকও মদ পান করবে, আমি তাকে সেটার অনুরূপ জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করাব আর আমার যে বান্দা আমার ভয়ে মদ পান পরিহার করবে, আমি তাকে জান্নাতে উত্তম সাথীর সাথে (পবিত্র শরাব) পান করাব।”

(আল মুআজ্জুল কাবীর লিত তাবরনী, ৮ম খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৮০৩, ৭৮০৪)

কলেমা নসীব হয়নি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদ্যপায়ী ও তাস খেলোয়াড় ইত্যাদির মৃত্যুর সময় কলেমা নসীব না হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দুইটি ঘটনা শুনুন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

(৪৫) হযরত আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তি মদ্যপায়ীদের সংস্পর্শে বসত, যখন তার মৃত্যুর সময় সন্নিহিত হল, তখন কেউ তাকে কলেমা শরীফ শিক্ষা দিলে সে বলল: “তুমিও পান করো, আমাকেও পান করাও। কলেমা না পড়ে মরে গেল। (যদি মদ পানকারীদের সংস্পর্শের এ অবস্থা হয়, তাহলে মদ পান করার কি শাস্তি হবে!)

(৪৬) এক তাস খেলোয়াড়কে মৃত্যুর সময় কলেমা শরীফ শিক্ষা দেয়া হলে, সে বলতে লাগল, “শা-হাকা” (অর্থাৎ- তোমার বাদশাহ) এ কথা বলার পর তার প্রাণ বের হয়ে গেল। (কিতাবুল কাবায়ির, ১০৩ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে মদের ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলাম যে মদ্যপানকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তার মধ্যে অগণিত হিকমত রয়েছে। আজ কাফিরেরাও এটার ক্ষতির ব্যাপারটি মেনে নিয়েছে। যেমন-এক অমুসলিম বিশেষজ্ঞের অভিমত অনুযায়ী প্রথম প্রথম মানুষের শরীর মদের ক্ষতিগুলোর মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় এবং মদ্যপায়ী মনের আনন্দ উপভোগ করে কিন্তু শীঘ্রই শরীরের অভ্যন্তরীণ সহ্য ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায় আর চিরস্থায়ী বিষাক্ত আলামতগুলো দেখা দিতে থাকে। মদের সবচেয়ে অধিক প্রভাব কলিজার উপর পড়ে ও তা সংকোচিত হতে থাকে। হৃদপিণ্ডের উপর অতিরিক্ত বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, যা শেষ পর্যন্ত দুর্বল হওয়ার পরিণতিতে অকেজো (FAIL) হয়ে পড়ে। এছাড়াও আক্রমণের মদ পান করাতে মস্তিষ্ককে সংকোচিত করে দেয়। শিরাতে জ্বালা-পোঁড়া বা সংকোচিত হওয়ার ফলে শিরাতন্ত্রী দুর্বল হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। মদ্যপায়ীর পাকস্থলী ফোলে যায়, হাড়গুলো নরম ও খুবই দুর্বল হয়ে যায়। মদ শরীরের ভিটামিনের ভান্ডারগুলো নষ্ট করে ফেলে। বিশেষতঃ ভিটামিন সি ও বি সেটার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। মদের সাথে সাথে যদি ধূমপানও করা হয়, তবে এটার ক্ষতিকারক প্রভাব আরো বেশি গুণে বৃদ্ধি পায় আর উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক ও হার্ট এ্যাটাকের প্রচণ্ড ভয় থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল্লা)

অত্যধিক মদপানকারী ক্লাস্তি, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব ও প্রচণ্ড পিপাসায় আক্রান্ত থাকে। প্রচুর পরিমাণে মদপান করাতে হার্ট ও শ্বাস গ্রহণের কার্যকারীতা থেমে যায় এবং মদ্যপায়ী দ্রুত মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

গর আয়ে শারাবী মিঠে হার খারাবী,
 ছুড়ায়েগা এইছা নাশা মাদানী মাহল।
 আগর চোর-ডাকু ভী আযা-য়েগে তু,
 ছুধর যায়েগে গার মিলা মাদানী মাহল।
 নামাযী জু পড়তে নেহী হে উনকো লা-রাইব,
 নামাযী হে দে-তা বানা মাদানী মাহল

(৪৭) অন্ধ মদ্যপায়ী

আমার (অর্থাৎ- সগে মদীনা مَدِينَةُ) খুব ভালভাবে স্মরণ আছে যে, এক লম্পট প্রকৃতির সুঠামদেহী যুবক, জুড়িয়াবাজারে (বাবুল মদীনা, করাচী) কুলির কাজ করত। সে খুব স্বাস্থ্যবান ও চতুরতার কারণে যথেষ্ট পরিচিত ছিল। এমন সময় আসল যখন সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর অত্যন্ত মনমরা হয়ে ভিক্ষা করত। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সে মদ্যপায়ী ছিল এবং একবার কম দামী মদ পান করার কারণে তার আলো অন্ধ হয়ে গেছে।

করলে তাওবা আওর তু মত পী শারাব, হো-গে ওয়ার না দো'জাহা তেরে খারাব।
 জু জুয়া খেলে, পিয়ে না-দা শারাব, কবর ও হাশর ও নার মে পায়ে আযাব।
 নামাযে জু পড়তে নেহী উন কো লা রায়েব, নামাযী হে দেতা বানা মাদানী মাহল।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৪৮) কাপড় নিজে নিজে প্রস্তুত হতে লাগল

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ নাহরওয়ানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা কাজী হামীদুদ্দীন নাগুরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মুরীদ ছিলেন। খুবই মর্যাদাপূর্ণ ও কাশফের অধিকারী বুয়ুর্গ ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

হযরত সাযিয়দুনা শায়খ বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খুবই কম লোকদের পছন্দ করতেন কিন্তু হযরত সাযিয়দুনা শায়খ আহমদ নাহারওয়ানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ব্যাপারে বলতেন, শায়খ আহমদ নাহারওয়ালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সাথে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকার বিষয়টি যদি ওজন দেয়া হয় তাহলে দশজন সুফীর ব্যস্ত থাকার সমান হবে। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ পেশা ছিল কাপড় তৈরী করা। হযরত সাযিয়দুনা শায়খ নাসীরুদ্দীন মাহমুদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: ঘরে কাপড় তৈরীর সময় কখনো কখনো শায়খ আহমদ নাহারওয়ানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হত, তিনি আত্মহারা হয়ে বের হয়ে যেতেন কিন্তু কাপড় নিজে নিজে প্রস্তুত হতে থাকত। একদিন তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত সাযিয়দুনা কাজী হামীদুদ্দিন নাগুরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তার সাক্ষাতে এলেন। ফিরে যাওয়ার সময় তাঁর মুর্শিদ বললেন: “হে আহমদ! আর কতদিন এ কাজ করতে থাকবে?” এ কথা বলে তিনি চলে গেলেন। শায়খ আহমদ নাহারওয়ানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তখনই (চরকার) পেরেক ঘষার জন্য উঠলেন, হঠাৎ তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মোবারক হাত চরকার সাথে ফেঁসে গিয়ে ভেঙ্গে গেল। এ ঘটনার পর শায়খ আহমদ নাহারওয়ানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কাপড় তৈরীর পেশা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মাযার শরীফ বাদায়ুন শরীফ, ভারতে রয়েছে।

(মাকতুবাতে সম্বলিত আখবাবুল আখইয়ার, ৪৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৪৯) তরমুজ বিপ্রেতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ওলামা ও আল্লাহর ওলি মুসলমানের যে কোন গোত্র ও সকল পেশায় নিয়োজিতদের মধ্য থেকে হতে পারে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। আল্লাহর অনুগ্রহ কোন বংশ ও কোন গোত্রের সাথেই নির্দিষ্ট নয়। আল্লাহ্ যাকে চান, আপন রহমত দান করেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

সমগ্র পৃথিবীতে অসংখ্য ওলী সর্বদা বিদ্যমান থাকেন আর তাঁদেরই বরকতে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা সুশৃঙ্খলভাবে চলে। যেমন হযরত সায়্যিদুনা শাহ আবদুল আযীয মুহাদিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে কোন ব্যক্তি অভিযোগ করলেন, “হযর! আজকাল দিল্লীর ব্যবস্থাপনা “খুবই দুর্বল” হওয়ার কারণ কি? বললেন: “আজকাল এখানের সাহিবে খিদমত (অর্থাৎ- দিল্লীর আবদাল) দুর্বল। জিজ্ঞাসা করলেন: “কোন সাহেব?” বললেন: “অমুক ফল বিক্রেতা, যিনি অমুক বাজারে তরমুজ বিক্রি করেন।” প্রশ্নকারী ব্যক্তি তাঁর নিকট গেলেন এবং তরমুজ কেটে কেটে ও পরীক্ষা করে করে সবগুলো পছন্দ হয় না বলে নষ্ট করে ঝুড়িতে রেখে দিলেন। এরূপ লোকসান কারীকেও তিনি (আবদাল) কিছু বললেন না। কিছুদিন পরে দেখা গেল, ব্যবস্থাপনা একেবারে ঠিক চলছে আর অবস্থাও পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন ঐ ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন: “দায়িত্বে কে আছেন?” শাহ সাহেব বললেন: “এক শরবত বিক্রেতা, যিনি চান্দানী চৌরাস্তায় পানি পান করায় তবে এক গণ্ডাসের মূল্য এক চাদাম (তখনকার সময় চাদাম সবচেয়ে ছোট পয়সা ছিল অর্থাৎ-এক পয়সার এক চতুর্থাংশ) নেন। ইনি এক চাদাম নিয়ে গেলেন আর তাঁকে দিয়ে তাঁর কাছে পানি চাইলেন। তিনি পানি দিলে তিনি (যে কোন বাহানা করে) পানি ফেলে দিলেন এবং আরেক গ্লাস চাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “চাদাম আর আছে?” বললেন: “নেই।” তিনি একটি থাপ্পড় মারলেন আর বললেন: “আমাকে কি তরমুজ বিক্রেতা মনে করেছ?”

(সাচ্চী হিকায়াত, ৩য় খণ্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা, মাকতাবায়ে জামে নূর, দিল্লী)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রুহানী শাসক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ ওয়ালাগণ রুহানী শাসক আর এটাও জানা গেল, আল্লাহ্ তাআলার দয়ায় গায়েবের (অদৃশ্য) বিষয় এসব আল্লাহ্ ওয়ালাদের জ্ঞানের মধ্যে থাকে। প্রত্যেক ওলীর বেলায়তের প্রসিদ্ধি ও চারিদিকে ধূমধাম ছড়ানো জরুরী নয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

এ সকল হযরত সমাজের প্রতিটি স্তরে বিদ্যমান থাকেন। কখনো কুলি বেশে, কখনো সবজী ও ফল বিক্রেতা আকৃতিতে, কখনো ব্যবসায়ী অথবা কর্মচারী রূপে, কখনো পাহারাদার কিংবা রাজমিস্ত্রী বেশে বড় বড় গুলি থাকেন। প্রত্যেকে তাঁদেরকে সনাক্ত করতে পারেন না। তাই কোন মুসলমানকেই নিকৃষ্ট মনে করা আমাদের উচিত নয়। কিছু আউলিয়ায়ে কিরাম নির্দিষ্টভাবে “রুহানী শৃংখলার” সাথে জড়িত থাকেন। যেমন-

৩৫৬ জন আউলিয়ায়ে কিরাম

হযরত সায্যিদুনা ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার ৩০০ জন বান্দা এমন আছেন, তাঁদের অন্তর হযরত সায্যিদুনা আদম সাফিয়ুল্লাহ عَلِيٌّ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এর পবিত্র অন্তরের উপর রয়েছে। আর ৪০ জনের অন্তর হযরত সায্যিদুনা মুসা কালীমুল্লাহ عَلِيٌّ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এর পবিত্র অন্তরের উপর রয়েছে, আর ৭ জনের অন্তর হযরত সায্যিদুনা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ عَلِيٌّ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এর পবিত্র অন্তরের উপর রয়েছে আর ৫ জনের অন্তর হযরত সায্যিদুনা জিব্রাঈল عَلِيٌّ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এর অতিশয় পবিত্র অন্তরের উপর রয়েছে, আর ৩ জনের অন্তর হযরত সায্যিদুনা মীকাঈল عَلِيٌّ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এর পবিত্র অন্তরের উপর রয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন এমন রয়েছেন, যাঁর অন্তর হযরতে সায্যিদুনা ইস্রাফীল عَلِيٌّ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এর পবিত্রতম অন্তরের উপর রয়েছে। যখন তাঁদের মধ্য থেকে “১ জন” ইস্তিকাল করেন তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর স্থলে “৩ জন” থেকে একজনকে নির্ধারণ করেন আর “৩ জন” থেকে কোন এক জনের ইস্তেকাল হলে তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর স্থলে “৫ জন” থেকে “১ জন”কে আর যদি “৫ জন” থেকে কোন একজন ইস্তিকাল করেন তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর স্থলে “৪০ জন” থেকে একজনকে আর এ “৪০ জন” থেকে কোন একজন ইস্তিকাল করেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর স্থলে “৩০০ জন” থেকে একজনকে আর যদি “৩০০ জন” থেকে কোন একজন ইস্তিকাল করেন, তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর স্থলে সাধারণ লোকদের মধ্য হতে যে কাউকে নির্ধারণ করেন। তাঁদের উসিলায় জীবন ও মৃত্যু লাভ হয়, বৃষ্টি বর্ষিত হয়, ফসল উৎপন্ন হয় এবং বিপদাপদ দূরীভূত হয়।” হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে জিজ্ঞাসা করা হল, “তাঁদের উসিলায় কিভাবে জীবন ও মৃত্যু লাভ হয়?” বললেন: “তাঁরা আল্লাহ তাআলার নিকট উম্মতের আধিক্য চাইলে, তখন উম্মত অধিক হয়ে যায়, আর অত্যাচারীদের জন্য বদ দোয়া করলে তাদের শক্তি নষ্ট করে দেয়া হয়। তাঁরা দোয়া করলে বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়, জমিন মানুষের জন্য ফসল উৎপন্ন করে, মানুষের বিভিন্ন ধরণের বিপদাপদ দূর করে দেয়া হয়।”

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০, হাদীস নং-১৬)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

আবদাল

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন আলী হাকীম তিরমিযী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: হযরত সাযিয়্যুনা আবু দারদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় আশ্বিয়া عَلَيْهِ السَّلَام জমিনের আওতাদ ছিলেন। যখন রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ থেকে এক সম্প্রদায়কে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত করলেন, যাঁদেরকে আবদাল বলা হয়। তাঁরা (শুধুমাত্র) রোযা ও নামায, তাসবীহ ও তাকদীসে আধিক্যের কারণে মানুষের মধ্যে উত্তম হননি বরং নিজেদের উত্তম চরিত্র, পরহেযগারী ও তাকওয়ার সত্যতা, ভাল নিয়ত, সকল মুসলমানের চেয়ে নিজের বৃকের নিরাপত্তা, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য নম্রতা, ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা, দুর্বলতা ব্যতীত বিনয় ও সকল মুসলমানদের কল্যাণকামী হওয়ার কারণে উত্তম হয়ে থাকেন। সুতরাং তাঁরা আশ্বিয়ায় কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর স্থলাভিষিক্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

তঁারা এমন সম্প্রদায়, তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা নিজের পবিত্র সত্ত্বার জন্য নির্বাচন, নিজের জ্ঞান ও সন্তুষ্টির জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। তারা ৪০ জন সিদ্দীক রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৩০ জন আল্লাহ তাআলার খলীল হযরত সাযিদুনা ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَامُ এর বিশ্বাসের মত। তাঁদের ওয়াসীলায় পৃথিবীবাসীর উপর থেকে বিপদাপদ ও মুসিবত দূরীভূত হয়, তাঁদের ওয়াসীলাতেই বৃষ্টি হয় ও রিযিক প্রদান করা হয়, তাঁদের মধ্য থেকে কেউ তখনই ইন্তিকাল করেন, যখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা কাউকে আদেশ দিয়ে দেন। তাঁরা কাউকে অভিশাপ দেন না। নিজের অধীনস্তদেরকে কষ্ট দেননা, তাঁদের উপর হাত উঠান না, কারো নিকৃষ্ট মনে করেন না, নিজের উপর মর্যাদাবানদেরকে হিংসা করেন না, দুনিয়ার লোভ করেন না, অহংকার করেন না এবং লোক দেখানো বিনয়ও করেন না। তাঁরা কথা বলার মধ্যে সকল মানুষের চেয়ে উত্তম ও নফসের দিক দিয়ে অধিক পরহেযগার। দানশীলতা তাঁদের সত্ত্বায় অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী বুয়ুর্গরা যেসব (অপ্রয়োজনীয়) বিষয়াবলী ত্যাগ করেছেন, সেসব থেকে নিরাপদ থাকা তাঁদের একটি গুণ। তাঁদের এগুণটি পৃথক হয় না, আজকে আশংকা অবস্থায় ও কালকে উদাসীনতায় পতিত হয়না বরং তাঁরা আপন অবস্থায় সার্বক্ষণিকভাবে অটল থাকেন। তাঁরা নিজের ও নিজ প্রতিপালক এর মধ্যে এক ধরণের বিশেষ সম্পর্ক রাখেন। তাঁদেরকে ধুলোঝড় ও সাহসী ঘোড়া অতিক্রম করতে পারে না। তাঁদের অন্তর আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও ভালবাসায় আসমানের দিকে উঠে যায়। অতঃপর (২৮ নং পারার সূরা তুল মুজাদিলাহের) ২২ নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

এটা আল্লাহর দল। শুনছো

আল্লাহরই দল সফলকাম।

(পারা-২৮, সূরা-মুজাদিলাহ, আয়াত-২২)

أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ

أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাবাদাতুদ দারইন্)

বর্ণনাকারী বলেন: আমি আরয করলাম: “হে আবু দারদা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ যা কিছু আপনি বর্ণনা করেছেন: এর মধ্যে কোন বিষয়টি আমার জন্য ভারী?” আমি কিভাবে জানতে পারব যে আমি তা পেয়েগেছি? বললেন: “আপনি সেটার মধ্যবর্তী স্তরে ঐ সময় পৌঁছবেন যখন দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা (অন্তরে) রাখবেন আর দুনিয়ার প্রতি যখন ঘৃণা রাখবেন তখন আখিরাতের প্রতি ভালবাসা নিজের কাছে পাবেন আর আপনি যতটুকু দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হবেন ততটুকুই আখিরাতের প্রতি আপনার ভালবাসা হবে আর যতটুকু আপনি আখিরাতকে ভালবাসবেন ততটুকু নিজের লাভ ক্ষতিকারী বস্তুগুলোকে দেখতে পাবেন। (আরো বললেন) যে বান্দার সত্যিকারের সন্ধান আল্লাহ তাআলার প্রতি থাকে, তাকে কথা ও কাজের যথার্থতা দান করে দেন আর নিজের নিরাপত্তায় নিয়ে নেন। এটার সত্যায়ন আল্লাহ তাআলার কিতাব (কুরআনে মজীদ) এ রয়েছে। অতঃপর (১৪ নং পারার সূরা তুল নাহলের) ১২৮ নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয়

আল্লাহ তাঁদের সাথে আছেন, যারা ভয় করে এবং যারা সৎকর্ম করে।

(পারা-১৪, সূরা-নাহল, আয়াত-১২৮)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا

وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

(আরো বলেন): যখন আমরা এতে (কুরআনে মজীদে) দেখলাম, তখন এটা জানতে পারলাম, আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালবাসা ও তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণের চেয়ে অধিক স্বাদ অন্য কোন কিছুতে অর্জন হয় না।

(নাওয়াদিরুল উসুল লিহাকীমিত তিরমিযী, ১৬৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

না পূছ উন খিরকা পূশো কি আকীদত হে তু দেখ্ উনকো,
ইয়াদে বায়দা লিয়ে হে আপনি আপনি আ-স্তিনো মে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

(৬০) ক্ষুধার্ত শিক্ষার্থীদের ফরিয়াদ

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত সাযিয়দুনা ইমাম তাবারানী, হযরত সাযিয়দুনা আল্লামা ইবনুল মুকরী ও হযরত সাযিয়দুনা আবুশ শায়খ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى এরা তিনজন মদীনায়ে মুনাওয়ারায় ইলমে দ্বীন অর্জন করতেন। এক সময় তাঁদের ক্ষুধার্ত দিন কাটছিল। রোযার পর রোযা রাখতে থাকেন। তবুও যখন প্রচণ্ড ক্ষুধায় একেবারে ক্লান্ত হয়ে গেলেন তখন তাঁরা তিনজন প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরানী রওযায় উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ জানালেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! “আল জু” আক্বা! ক্ষুধা! একরূপ আরয করে সাযিয়দুনা ইমাম তাবারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তখন আস্তানা মোবারকেই বসে রইলেন আর বললেন: এ দরজায় হয়তো মৃত্যু আসবে, নয়তো রিযিক। এখান থেকে এখন আর উঠবনা।

মাই উনকে দরপর পড়া রহোগা, পড়েহী রেহনে ছে কাম হোগা।
নিগাহে রহমত জরুর হোগা, তোআম কা ইনতিযাম হোগা।

হযরত সাযিয়দুনা ইবনুল মুকরী ও হযরত সাযিয়দুনা আবু শায়খ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى নিজেদের স্থানে চলে আসলেন। কিছুক্ষণ পর কেউ দরজায় আঘাত করলেন। দরজা খুলে দেখতে পেলেন, একজন আলাভী বুয়ুর্গ দুই জন গোলামসহ খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আর বলছেন যে, আপনারা রাসুলে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট ক্ষুধার অভিযোগ করেছেন, তাই এ মাত্র স্বপ্নে হরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিজের সাক্ষাৎদানে ধন্য করে আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন আপনাদের নিকট খাবার পৌঁছে দেই। সুতরাং যা কিছু সুযোগমত আমারপক্ষে সম্ভব হয়েছে, তা নিয়ে এসেছি, আপনারা সাদরে গ্রহণ করুন। (তাযকিরাতুল হুফফায়, ৩য় খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

হার তারাপ মদীনে মে ভীড় হে ফকীরো কি,
এক দে-নে ওয়ালা হে কুল জাহা সুআলী হায়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

নবী করিম ﷺ এর দরবারে ফরিয়াদ শূনা হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের পূর্ববর্তী বুয়ুর্গণ رَحْمَهُمُ اللهُ تَعَالَى জ্ঞানার্জনের জন্য কিরূপ কষ্ট সহ্য করতেন। ক্ষুধার পর ক্ষুধায় থেকে তাঁরা দ্বীনি জ্ঞানার্জন করেছেন। সীমাহীন কষ্ট ও প্রচুর ঘাম বারিয়ে রচনাবলী ও সংকলন সমূহের সুগন্ধিময় মাদানী পুষ্পধারা তৈরী করে আমাদের জন্য এগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আফসোস! এখন অধিকাংশ মুসলমান তাঁদের দিকে একেবারেও খেয়াল করে না। এসব বুয়ুর্গদের আখিরাতের পুঁজি অশেষণের খেয়াল ছিল, আর আজকের মুসলমানদের অধিকাংশের শুধুমাত্র দুনিয়ার সম্পদ উপার্জনের প্রতি সর্বদা আকর্ষণ রয়েছে। এ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল, আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَهُمُ اللهُ تَعَالَى এর উপর যখন কঠিন সময় আসত তখন অত্যন্ত একাগ্রচিত্তে নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার জন্য ফরিয়াদ করতেন। তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বের হওয়া আহ্বান অবশ্যই শূনা হয়। আমার আকা, আ'লা হযরত, আশিকে মাহে রিসালাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه হাদায়িকে বখশিশ শরীফে বলেন:

ওয়াল্লাহ উও সুনলে গে ফরইয়াদ কো পৌছে গে,
ইতনা ভী তু হো কোয়ি জু “আহ” করে দিল ছে।

أَلْحَسَدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে ফরিয়াদ তৎক্ষণাৎ শূনা হয়েছে আর শফীউল মুয়নিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজন পূরণ করলেন এবং নিজের ক্ষুধার্ত আশিকদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

দরে রাসুল ছে আয় রায কিয়া নেহী মিলতা?
কোয়ি পলটকে না খালি গিয়া মদীনে মে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীনি জ্ঞানার্জনের একটি মাধ্যম দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলদের সাথে সফর করা। এতে জ্ঞানার্জন হওয়ার সাথে সাথে অনেক সময় দুনিয়াবী কষ্ট সমূহও দূর হয়ে যায়। যেমন-

(৫১) হেপাটাইটিস থেকে মুক্তিলাভ

এক ব্যক্তি হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শায়িত ছিলেন। হাঁটা-চলাও করতে পারতেন না। ডাক্তারেরা চিকিৎসা অসম্ভব বলে দিয়েছেন। তাঁর ছেলে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসুলদের সাথে সফর করলেন আর সফরের সময় খুবই কেঁদে কেঁদে তার পিতার সুস্থতার জন্য দোয়াকরলেন। যখন মাদানী কাফেলার সফর থেকে ফিরে এলেন তখন তার খুশীর সীমা রইল না, তার পিতা সুস্থতার দিকে যাচ্ছিলেন এবং ভালভাবে হাঁটা চলা করছিলেন।

বাপ বীমার হো, সখত বে-যার হো,
পায়ে গা ছিহ্যতে, কাফিলে মে চলো।
ওয়াহো বাবে করম, দূরহো সা-রে গম,
পিরছে খুশিয়া মিলে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

(৫২) অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন রুটিওয়ালা

হযরত সাযিয়্যুনা সাহল বিন আবদুল্লাহ তুসতারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এক সময় বললেন: বসরার অমুক রুটিওয়ালা হলেন ওলী। এ কথা শুনে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এক মুরীদ ঐ রুটিওয়ালার সাথে দীদার করার আশায় বসরা গেলেন এবং খুঁজতে খুঁজতে ঐ রুটিওয়ালার সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি ঐ সময় রুটি তৈরী করছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

(আগের যুগে প্রায় সকল মুসলমান দাঁড়ি রাখতেন, সুতরাং ঐ যুগের রুটিওয়ালাদের নিয়মানুসারে) দাঁড়ি জ্বলে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য তিনি মুখের নিম্নাংশে কাপড় রেখেছিলেন। ঐ মুরীদ মনে মনে বললেন: “যদি ইনি ওলী হতেন তবে কাপড় না পড়লেও তার দাঁড়ি জ্বলত না। এরপর তিনি রুটিওয়ালাকে সালাম করে কথা বলতে চাইলে ঐ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন রুটিওয়ালার উত্তর দিয়ে বললেন: “তুমি আমাকে নিকৃষ্ট মনে করেছ, তাই আমার কথা থেকে লাভবান হতে পারবে না।” এ কথা বলার পর তিনি কথা বলতে অস্বীকৃতি জানালেন। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ৩৬৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৫৩) গোপন ওলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, ওলী হওয়ার জন্য প্রচার ও বিজ্ঞাপন, আড়ম্বপূর্ণ জুব্বা ও পাগড়ী আর ভক্তদের দীর্ঘ লাইন হওয়া জরুরী নয়। আল্লাহ্ যাকে চান তাকে তা দান করেন। আল্লাহ্ নিজের ওলীগণ رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى কে বান্দাদের মাঝে গোপন রাখেন। সুতরাং আমাদের উচিত সকল নেককার মানুষকে সম্মান করা। আমরা কি জানি কে গোপন ওলী। একবার আমি সগে মদীনা عِنْدِي দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানের রাসুলের সাথে সফররত ছিলাম। আমাদের বগিতে একটি হালকা-পাতলা দাঁড়ি গৌফহীন ও অনাকর্ষণীয় ছেলে সাধারণ পোষাক পরিহিতাবস্থায় সবার থেকে আলাদা বিভোর অবস্থায় বসা ছিল। কোন এক স্টেশনে ট্রেন থামল। শুধুমাত্র দুই মিনিটের বিরতি ছিল। ঐ ছেলোটি প্লাটফর্মে নেমে একটি বেঞ্চে বসে পড়ল। আমরা সবাই আসরের নামাযের জামাআত আদায় করলাম। সবে মাত্র শুধু এক রাকাত হয়েছে, ঐদিকে হরণ বেঁজে উঠল, লোকেরা শোরগোল শুরু করে দিল, গাড়ী চলে যাচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

সবাই নামায ভেঙ্গে ট্রেনের দিকে লাফ দিলে ঐ ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়ল আর সে আমাকে ইশারায় বকা দিয়ে নামায পড়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন! আমরা পুনরায় জামাআতে দাঁড়ালাম। আশ্চর্যজনকভাবে ট্রেন দাঁড়িয়ে রইল। নামায থেকে অবসর হয়ে যেমাত্র আমরা আরোহণ করলাম ট্রেন চলতে শুরু করল আর ঐ ছেলেটি ঐ বেঞ্চটিতে বসে অন্যমনস্ক হয়ে এদিক-সেদিক দেখছিলেন। এ থেকে আমি অনুমান করলাম, তিনি কোন “মাজযুব” ওলী হবেন, যিনি আমাদেরকে নামায পড়ানোর জন্য নিজের রুহানী শক্তি দ্বারা ট্রেনকে থামিয়ে রেখেছিলেন।

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

তিনটি বস্তু, তিনটি বস্তুর মাঝে গোপন

খলীফায়ে আ'লা হযরত ফকীহে আযম, মাওলানা আবু ইউসুফ মুহাম্মদ শরীফ কোটলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: “আল্লাহ্ তাআলা তিনটি বস্তুকে তিনটি বস্তুর মাঝে গোপন রেখেছেন। (১) নিজের সন্তুষ্টি নিজের আনুগত্যের মাঝে ও (২) নিজের অসন্তুষ্টি অবাধ্যতার মাঝে এবং (৩) নিজের ওলীদের আপন বান্দাদের মাঝে গোপন রেখেছেন।” সুতরাং প্রতিটি আনুগত্য ও প্রতিটি নেকীর কাজ করা উচিত, জানিনা কোন নেকীতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান আর প্রতিটি অণু থেকে অণু পরিমাণ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, কেননা জানা নেই, তিনি কোন গুনাহের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে যান। যেমন- কারো কাঠ দিয়ে খিলাল করা যদিও একটি সামান্য বিষয় অথবা কোন প্রতিবেশীর মাটি দিয়ে তার বিনা অনুমতিতে হাত ধুঁয়া মূলতঃ সামান্য একটি বিষয়, কিন্তু যেহেতু আমাদের জানা নেই, সেহেতু হতে পারে, এ মন্দ কাজে আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি গোপন রয়েছে তাই এ ধরণের ছোট ছোট বিষয়াবলী থেকেও বেঁচে থাকা উচিত।

(আখলাকুস সালিহীন, ৫৬ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরদর শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরদর শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের অন্তরে আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى এর প্রতি সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য ফয়যানে আওলিয়াতে ভরপুর দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। নিজ শহরে অনুষ্ঠিত দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করুন। এরপর দেখবেন, আপনার মধ্যে কিরূপ মাদানী রংয়ের সমাবেশ ঘটে। উৎসাহ দেয়ার জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর একটি “বাহার” উপস্থাপন করছি।

(৩৪) আমার দুষ্চরিত্র ও বদ-অজ্যাস কিভাবে দূর হল?

বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে, নব যৌবন ও সুস্বাস্থ্য আমাকে অহংকারী করে দিয়েছিল। নিত্য-নতুন আকর্ষণীয় পোষাক সেলানো, কলেজে আসা-যাওয়ার সময় বাসের টিকেটের কথা ভুলিয়ে দেয়া, কন্ট্রাক্টর ভাড়া চাইলে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া, অনেক রাত পর্যন্ত বেপরোয়া অবস্থায় সময় পার করা, জুয়া খেলায় টাকা-পয়সা অপব্যয় করা ইত্যাদিসহ সব ধরনের গুনাহ আমার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। মা-বাবা বুঝাতে বুঝাতে ক্লান্ত হয়ে গেলেন, আমি গুনাহগারের সংশোধনের জন্য দোয়া করতে করতে আশ্মীজানের চোখের পানি শুকিয়ে। আমাদের এলাকার এক ইসলামী ভাই কোন কোন সময় স্বাভাবিকভাবে দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত পেশ করতেন। আমি শুনেও যেন না শুনার ভান করতাম। একবার ইজতিমার দিন সন্ধ্যায় ঐ ইসলামী ভাই মুহাব্বতপূর্ণ ভঙ্গিতে একেবারে অনুরোধের সুরে বললেন: আজতো আপনাকে যেতেই হবে। আমি বাহানা করতে থাকি কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা আর দেখতে না দেখতেই রিক্সা থামালেন এবং অত্যন্ত বিনয় সহকারে এরূপ ভঙ্গিতে বসার জন্য আবেদন জানালেন, তখন আর আমি না করতে পারলাম না। আমি বসে পড়লাম আর আমরা দা’ওয়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম মাদানী মারকায গোলজারে হাবীবে জামে মসজিদে পৌঁছলাম। যখন দোয়ার জন্য বাতিগুলি নিভিয়ে দেয়া হল তখন ইজতিমা শেষ হয়ে গেছে মনে করে আমি উঠে গেলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

আমি কি জানতাম, আগত সময়ে আমার ভাগ্যে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হবে। যা হোক আমার ঐ হিতাকাংখী ইসলামী ভাই মুহাব্বতপূর্ণ ভঙ্গিতে বুঝিয়ে সুজিয়ে আমাকে থামালেন। আমি পুনরায় বসে গেলাম। অন্ধকারে উচ্চ আওয়াজে আল্লাহর যিকিরের শব্দ আমার অন্তরকে নাড়া দিল। খোদার কসম! আমি জীবনে কখনো এরকম রুহানিয়ত পায়নি! এরপর যখন ভাবাবেগপূর্ণ দোয়া শুরু হল তখন ইজতিমায় অংশগ্রহণকারীদের কান্নার আওয়াজ ধীরে ধীরে গভীর হতে লাগল, এমনকি আমার মত শক্ত মনের মানুষও ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। আমি নিজ গুনাহ থেকে তাওবা করলাম এবং দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম।

তুমহী লুত্ফ আ-যায়ে গা জিন্দেগী কা, করীব আ-কে দে-খো জারা মাদানী মাহল।
তানাঙ্জুলকে গেহরে ঘড়ে মে থে উনকি, তারাক্বী কা বাইছ বানা মাদানী মাহল।
ইয়াকিনান মুকান্দার কা উহ হে সিকান্দার, জিসে খইর সে মিল গিয়া মাদানী মাহল।

দা’ওয়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম মাদানী মারকয

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনাটি দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রথম সময়ের যখন ১৪০১ হিজরীতে বাবুল মদীনা করাচীতে দা’ওয়াতে ইসলামীর নামে মাদানী কাজের সূচনা করা হয়, সে সময় বাবুল মদীনাতে উপযুক্ত স্থানে কোন বড় মসজিদের ব্যবস্থা ছিল না, যেখানে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা করা যেতে পারে। সে সময় সগে মদীনা ﷺ উলামা ও মাশায়িখে আহলে সুন্নাতের খিদমতে হাযির হয়ে দা’ওয়াতে ইসলামীর সহযোগীতা করার আবেদন করতাম। কেননা আমার হৃদয়ের আকুতি ছিল আর আমার মাঝে সারাক্ষণ এই চিন্তা ছিল, মুসলমানদের আকীদার সংরক্ষণ, অবস্থা ও আমলের সংশোধনের জন্য বড় পরিসরে মাদানী কাজ করা উচিত। আমার হৃদয়ের ব্যথাকে শব্দের সাঁচে কিছুটা এরূপে ঢালা যায়। আমাকে নিজের ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

যা হোক এ বিষয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীকে সহযোগীতা করার জন্য মাদানী আবেদন নিয়ে খতীবে পাকিস্তান, হযরত আল্লামা মাওলানা আল হাফিয আশ শাহ্ মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ঘরে হাযির হলাম। আমি তাঁর খিদমতে দা'ওয়াতে ইসলামীর ব্যাপারে আরয করলে তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন আর নিজের দস্তখত সহকারে দা'ওয়াতে ইসলামীর সমর্থনে লিখিত চিঠি প্রদান করেন। তাঁর মসলকে আহলে সুন্নাতেের প্রতি অনুরাগকে শত কোটি মারহাবা! না চাইতে বাবুল মদীনা করাচীর প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত তাঁর পৃষ্ঠাপোষকতায় পরিচালিত জামে মসজিদ গুলজারে হাবীবে (গুলিস্থানে উকাড়াভী, বাবুল মদীনা, করাচী) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার অনুমতির সৌভাগ্য দান করলেন। সুতরাং দা'ওয়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম মাদানী মরকয হল জামে মসজিদ “গুলজারে হাবীব।” তাঁর জীবদ্দশায় ও ইন্তেকালের পরও আমরা অনেক বছর সেখানে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা করেছি। আশিকানে রাসূলদের সংখ্যা সর্বদা বৃদ্ধি পেতে লাগল। অবশেষে গুলজারে হাবীব জামে মসজিদ ইজতিমার জন্য যথেষ্ট হচ্ছিল না। আল্লাহ তাআলা রাস্তা খুলে দিলেন। সকল ইসলামী ভাই মিলে-মিশে অনেক দৌঁড়াদৌঁড়ি করলেন, কম-বেশী পাকিস্তানী সোয়া দুই কোটি টাকার চাঁদা জমা করলেন ও (পুরানী) সবজী মন্ডীর পাশে বাবুল মদীনা করাচীতে প্রায় দশহাজার গজ পরিমাণ প্লট ক্রয় করলাম এরপর আরো কোটি টাকার চাঁদায় আযীমুশশান আন্তর্জাতিক মাদানী মরকয ফয়যানে মদীনা প্রতিষ্ঠা করা হল, যাতে চমৎকার মসজিদ, মাদানী কাজ করার জন্য বিভিন্ন মকতব ও জামিআতুল মদীনার সুন্দর দালান গড়ার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মুসলমান মদীনার ফয়য লাভ করছেন।

সুন্নাতে কি বাহার আয়ি ফয়যানে মদীনে মে,
রহমতে কি ঘাটা ছায়ি ফয়যানে মদীনে মে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

(৩৫) খতীবে পাকিস্তানের একটি ঘটনা

খতীবে পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী অনেক বড় আশিকে রাসুল ছিলেন। মদীনায়ে মুনাওয়ারাতে বসে সগে মদীনা ۱৪১৭ হিজরীতে মদীনায়ে মুনাওয়ারাতে বসবাসরত হাজী গোলাম শাব্বীর সাহেব এ ঈমান তাজাকারী ঘটনাটি শুনিয়েছেন। একবার হযরত কিবলা সায়িয়দ খুরশীদ আহমদ শাহ সাহেব আমাকে বললেন: “একদিন মদীনায়ে মুনাওয়ারায় হযরত খতীবে পাকিস্তান মাওলানা মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه আমার নিকট কাঁদতে কাঁদতে আসলেন আর বলতে লাগলেন আপনি আমার সাথে রওযা শরীফে চলুন, আমি রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করব।” আমি জিজ্ঞাসা করাতে বললেন: গতকাল মসজিদুন নবভী শরীফে এক বেয়াদব বক্তা তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয়ুযত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মর্যাদার শানে মানহানিকর কথা বললে আমি তার সাথে বিতর্ক শুরু করলাম। এতে বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে গেলে তার সহযোগীরা এসে পৌঁছল। তারা আমার সাথে কঠোরতা প্রদর্শন করে যাতে আমি খুবই মর্মান্বিত হলাম। রাতে স্বপ্নে রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুয়নিবীন, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাশরীফ আনলেন আর ইরশাদ করলেন: “ব্যাস, আমার খাতিরে সামান্যটুকু কঠোরতাও সহ্য করতে পারলে না!” হযরত কিবলা উকাড়ভী সাহেব বলছিলেন: আসল কথা হল, মনে একটু অহংকার এসে গেল ও অপমান হওয়াকে আমি আমার মর্যাদাহানি মনে করলাম, এজন্যই আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকে উপদেশ দিলেন। তাই আমি মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবার শরীফে হাযির হয়ে নিজের মনের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাই। আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

খাক্ হো কর ইশ্ক মে আ-রাম ছে ছুনা মিলা,
জান কি ইকসীর হে উলফত রাসুলুল্লাহ কি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৫৬) রাসুলে পাক ﷺ সাহায্যের ঈমান তাজাকারী ঘটনা

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকদেরকেও কী চমৎকার ভাবে আতিথেয়তা করা হয়। জানা গেল, প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আল্লাহ তাআলার দানক্রমে নিজের গোলামদের অবস্থাবলী ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সর্বদা খোঁজখবর রাখেন আর অনেক সময় স্বপ্নে দীদার দিয়ে ধন্য করে তাদেরকে সাহায্য ও সংশোধন করেন। এ বিষয়ে আরো একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন। যেমন- হযরত সাযিয়দুনা শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, খোরাসানের এক হাজী সাহেব প্রতি বছর হজ্জের সৌভাগ্য লাভ করেন। যখন মদীনায়ে মুনাওয়ারায় رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হাযির হতেন তখন সেখানের একজন আলাভী বুয়ুর্গ হযরত সাযিয়দুনা তাহির বিন ইয়াহইয়া رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খিদমতে নযরানা (উপহার) পেশ করতেন। একবার মদীনা শরীফে কোন এক হিংসুক বলল: তুমি বিনা কারণে নিজের সম্পদ নষ্ট করছ। তাহির সাহেব ভুল জায়গায় তোমার দেয়া নযরানা খরচ করে থাকেন। তাই ধারাবাহিকভাবে দু'বছর তিনি হযরত সাযিয়দুনা শায়খ তাহির رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খিদমত করলেন না। তৃতীয় বছর হজ্জের সফরের প্রস্তুতির সময় নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ খোরাসানী হাজীর স্বপ্নে তাশরীফ এনে অনেকটা এভাবে উপদেশ দিলেন: “তোমার জন্য আফসোস! মন্দ লোকের কথা শুনে তুমি তাহিরের সাথে সদ্ব্যবহারের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছ! এটার প্রতিকারের ব্যবস্থা নাও এবং আগামীতে সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বেঁচে থাক।” তাই তিনি এক বিচ্ছেদকারী লোকের কথা শুনে কুধারণার বশবর্তী হওয়ার জন্য ভীষণভাবে লজ্জিত হলেন এবং

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

যখন মদীনায়ে মুনাওয়ারায় হাযির হলেন তখন সর্বপ্রথম আলাভী (হযরত আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর বংশীয়) বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা শায়খ তাহির বিন ইয়াহইয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখার সাথে সাথে বললেন: “যদি তোমাকে নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ না পাঠাতেন তবে তুমি আমার কাছে আসার জন্য প্রস্তুতই ছিলে না! বিরুদ্ধাবাদীর এক তরফা কথা শুনে আমার ব্যাপারে ভুল ধারণা করে নিজের উদারতাসূলভ অভ্যাস ত্যাগ করে দিয়েছ, অবশেষে প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ স্বপ্নে তোমাকে সাবধান করলেন।” একথা শুনে খোরাসানী হাজী সাহিবের মাঝে ভাবাবেগের সৃষ্টি হল। আরয করলেন: “হুয়ুর! আপনি এসব কিভাবে জানতে পারলেন?” বললেন: “আমি প্রথম বছরে জানতে পেরেছি। দ্বিতীয় বছরও তুমি উদাসীনতা প্রদর্শন করলে আমার অন্তর মনোবেদনায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। এতে ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ স্বপ্নে দয়া করে আমাকে সাত্তনা দিলেন আর তোমার স্বপ্নে তাশরীফ নিয়ে যা কিছু তোমাকে ইরশাদ করেছেন: তা আমাকে বলে দিয়েছেন। খোরাসানী হাজী সাহেব তাঁকে প্রচুর নযরানা পেশ করলেন, তাঁর হাত চুম্বন করলেন ও কপালে চুমু দেয়ার পর একতরফা কথা শুনে ভুল ধারণা করে মনো কষ্টের কারণ হওয়ায় আলাভী বুযুর্গ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিকট ক্ষমা চাইলেন। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, ৫৭১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

না কিউ কর কহো ইয়া হাবীবী আগিস্নী,
ইছি নামছে হার মুসিবত টলি হে,
খোদা নে কিয়া তুঝকো আ-গাহ্ সবছে,
দো-আলম মে জো কুহ খফী ও জলী হে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

এক দক্ষের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে জানা গেল, খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিজের গোলামদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। পেরেশানগ্রন্থদের শিয়রে তাশরীফ নিয়ে সাত্ত্বনা প্রদান করেন। ভুল-ত্রুটিকারীদের স্বপ্নে গিয়ে তাদেরকে সংশোধন করেন, নেকীর দাওয়াত দেন, গুনাহের জন্য তাওবা করার নির্দেশ দেন, দু’জনের দূরত্ব শেষ করে দেন, সম্পর্ক ছিন্নকারীদেরকে মিলিয়ে দেন। খোরাসানী হাজী সাহেব চোগলখুরের কথা শুনে কুধারণার শিকার হয়ে একতরফা মানসিকতা তৈরী করায় নবী করীম, রউফুর রহীম, ছয়র পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ স্বপ্নে উপদেশ দিলেন। এ থেকে আমাদেরও শিক্ষা লাভ হল, নিজে চোগলখোরী না করা ও একতরফা কথা শুনে অন্যের ব্যাপারে কোন কু-ধারণা না করা। সৌভাগ্যের বিষয় হত! যদি শরয়ী অনুমতি ছাড়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছু শুনার অভ্যাসেই পরিত্যাগ করা হত। কেননা এতে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ গীবত, চোগলখোরী, কুধারণা, দোষ-অশ্বেষণ ও মনে কষ্ট দেয়ার মত বিভিন্ন কবীরা গুনাহের হারাম কাজও জাহান্নামে নিষ্ক্ষেপকারী থেকে মুক্তি লাভ হবে।

চোগলখোর জান্নাতে যাবেনা

তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: চোগলখোর জান্নাতে যাবে না। (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬১৫৬) অন্য জায়গায় ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ রয়েছে, নিশ্চয় চোগলখোরী ও হিংসা-পরায়ণতা দোষখে নিয়ে যাবে।

(আত্‌তরগীব, ওয়াত্‌তারহীব, ৩য় খন্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫)

সম্মান বিনষ্টকারী ইরশাদ

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন কুরযী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ كَے জিজ্ঞাসা করা হল: “ইয়া সায়্যিদী! কোন বিষয়গুলি সম্মান হানিকর অভ্যাস?”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

বললেন: (১) অতিরিক্ত কথা বলা (২) গোপন কথা ফাঁস করা (৩) যে কোন মানুষের কথা (যা অন্যের বিরুদ্ধে হয়ে থাকে) মেনে নেয়া। (আতত হাফস সাদাতুল মুত্তাক্বীন, ৯ম খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “যে ব্যক্তি তোমার নিকট কারো চোগলখোরী করে, সে তোমার বিরুদ্ধেও চোগলখোরী করে।” হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: এটা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত, চোগলখোরকে অপছন্দ করা চাই ও তার কথায় আস্থা না রাখা চাই এবং সত্য হিসেবেও মেনে না নেয়া উচিত। তাকে অপছন্দ কেন করা হবে না, যেহেতু সে মিথ্যা, গীবত, ধোঁকা, খিয়ানত, ঘণা, হিংসা, মুনাফিকী ও মানুষের মাঝে বাগড়া-ফ্যাসাদ খাড়া করা ও ধোঁকাবাজী করা পরিত্যাগ করে না। সে ঐ সব মানুষের অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করে মানুষকে মিলানোর পরিবর্তে মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ও জমিনে ফ্যাসাদ প্রতিষ্ঠা করে। (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা) সুতরাং পারা-২৫, সূরা- শূরা, আয়াত- ৪২ আল্লাহ তাআলার ইরশাদ হচ্ছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

পাকড়াও তো তাদেরকেই করা হয়
যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং
পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অবাধ্যতা
ছড়ায়। (পারা-২৫, সূরা-শূরা, আয়াত-৪২)

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

চোগলখোরও এ আয়াতে কারীমাতে দেয়া নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত আর হাদীসে মুবারাকা সমূহ থেকেও এটার সমর্থন রয়েছে। যেমন-

নেক বান্দার পরিচয় কি?

প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “নিশ্চয় লোকদের মধ্যে ঐসব লোক মন্দ, যাদের কাছ থেকে মানুষেরা শুধুমাত্র তাদের অন্যায়ের কারণে বেঁচে (দুরে) থাকে।

(মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, ২য় খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭১৯)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আল্লাহ তাআলার নেক বান্দা ঐ ব্যক্তি, যাকে দেখলে আল্লাহর স্মরণ এসে যায় আর আল্লাহ তাআলার মন্দ বান্দা সে, যে চোখলখুরী করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটনায় ও নেক লোকদের দোষ অশ্বেষণ করে।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮০২০) অন্য এক স্থানে রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: খবরদার! মিথ্যা চেহারাকে কালো করে দেয় ও চোগলখোরী কবরের আযাব (এর মাধ্যম)। (মুসনাদে আবী ইয়লা, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪০৪) নবী করীম, রউফুর রহীম, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “গীবত, খোটা দেওয়া ঘৃণা, চোগলখোরী ও নির্দোষ মানুষের দোষ অশ্বেষণকারীদেরকে আল্লাহ তাআলা (কিয়ামতের দিন) কুকুরের আকৃতিতে উঠাবেন।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, ৩য় খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা)

ইয়া রব্ব মুহাম্মদ তু মুঝে নেক বানাদে,
আমরাজে গুনাহকে মেরে সারে মিঠাদে।
মায় গীবত ও চুগলি ছে রহু দূর হামীশা,
হার খাচলতে বদ ছে মেরা পীছা তু ছুড়াদে।
মায় ফালতু বা-তু ছে রহু দূর হামীশা,
চুপ রেহনে কা আল্লাহ! ছলীকা তু শিখাদে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(৩৭) মাযারে দাক থেকে ওলী সাহায্য করলেন

প্রায় সাতশত বৎসর পূর্বের ঘটনা। সুলতানুল মাশায়িখ, সায়্যিদুনা মাহবুবে ইলাহী নিযামুদ্দীন আউলিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: হযরত মাওলানা কাথীলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আমাকে বলেছেন: দিল্লীতে এক বৎসর দূর্ভিক্ষ হল। সে সময় ক্ষুধায় অস্থির হয়ে আমি খানার ব্যবস্থা করলাম আর মুসলমানদের মেহমানদারী করার স্পৃহায় নিজেকে নিজে বললাম: এ খানা একা না খাওয়া উচিত, অন্য কাউকেও অংশীদার করে নেয়া উচিত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

এরই মধ্যে একজন ছেঁড়া কাপড় পরিহিত বুয়ুর্গ আমার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে দাওয়াত দিলাম। তিনি গ্রহণ করলেন। আমরা উভয়ে খাওয়ার জন্য বসলাম। আমি কথার মাঝখানে বুয়ুর্গের কাছে প্রকাশ করলাম, “আমার ২০ টাকা কর্জ রয়েছে।” তিনি বললেন: “আমি আপনাকে দিচ্ছি।” আমি ভাবলাম তিনি তো অনেক গরীব, জানিনা কিভাবে দিবেন? খাওয়া শেষে তিনি আমাকে তাঁর সাথে একটি মসজিদে নিয়ে গেলেন, সেখানে একটি মায়ারও ছিল। আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। শিয়রে দাঁড়িয়ে তিনি সাহায্য প্রার্থনা করলেন ও দু’বার নিজের হাতের লাটি আস্তে করে কবর শরীফে লাগিয়ে বললেন: “আমার বন্ধুর ২০ টাকার প্রয়োজন রয়েছে। আপনি সাহায্য করুন।” অতঃপর আমার দিকে মুখ করে বললেন: “ভাই সাহেব! চলে যান আপনি ২০ টাকা পেয়ে যাবেন।” অতঃপর মাওলানা কাখীলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: “আমি ঐ বুয়ুর্গের হাত চুম্বনের পর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরের দিকে চলতে শুরু করলাম। আমি ঐ সময় বিস্মিত ছিলাম যে, জানি না ঐ ২০ টাকা আমি কোথেকে পাব! আমার নিকট আমানত স্বরূপ একটি চিঠি ছিল, যেটা কারো ঘরে দেয়ার ছিল। সুতরাং আমি ঐ চিঠি নিয়ে “দরওয়াযায়ে কামাল” পৌঁছলাম। এক বাহাদুর নিজের ঘরের বারান্দায় বসা ছিলেন। তিনি আমাকে ডাক দিলেন এবং তার গোলামদেরকে পাঠালেন। তারা অত্যন্ত সম্মানের সাথে আমাকে উপরে নিয়ে গেল। বাহাদুর আমাকে খুবই আন্তরিকতা দেখালেন। আমি অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে চিনতে পারলাম না। ঐ বাহাদুর এটাই বলছিলেন, আপনি কি ঐ ব্যক্তি নন, যিনি অমুক জায়গায় আমার সাথে খুবই ভাল ব্যবহার করেছিলেন? আমি তাঁকে বললাম: “আমি আপনাকে চিনি না।” তিনি বললেন: “আপনি নিজেকে কেন লুকাচ্ছেন। কোন অসুবিধা নেই, আমি তো আপনাকে চিনি।” এরপর তিনি ২০ টাকা নিয়ে খুবই আন্তরিকতার সাথে আমার হাতে দিলেন।

(ফাওয়ায়িদুল ফুওয়াদ, ২১তম মাজলিস, ১২৪ পৃষ্ঠা) আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাব্বাহত)

কে মৃত্যু দেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা বর্ণনাকারী হযরত মাহবুবে ইলাহী নিযামুদ্দীন আউলিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى এ ঘটনাটি বিনা সন্দেহে বর্ণনা করে আমাদের ঈমান তাজা করে দিয়েছেন, যেভাবে ইহকালীন জীবনে আউলিয়ায় কিরাম رَحْمَتُهُمُ اللهُ تَعَالَى থেকে কোন বস্তু চাওয়া যায় অনুরূপভাবে ওয়াফাতের পর তাঁদের মাযার শরীফে হাযির হয়ে কোন বস্তু চাওয়াও বৈধ। এটা উল্লেখ্য, সত্যিকার অর্থে দাতা হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। ওলীদের দিকে সম্পর্ক হচ্ছে রূপকার্থে। যেমন-সত্যিকার অর্থে রোগ থেকে আরোগ্য দানকারী হলেন আল্লাহ তাআলা কিন্তু রোগী বলে, “ডাক্তার সাহেব আমাকে ভাল করে দিন।” এভাবে সত্যিকার অর্থে মৃত্যুদাতা হলেন আল্লাহ কিন্তু তাঁর নির্দেশে এ কাজের ভার মালাকুল মওত হযরত সাযিয়দুনা ইযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর। যেমন- কুরআনে পাকে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ হচ্ছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, তোমাদেরকে মৃত্যু প্রদান করে মৃত্যুর ফিরিশতা, যে তোমাদের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। (পারা-২১, সূরা-সিজদা, আয়াত-১১)

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ
الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়া আল্লাহ رَحْمَتُهُمُ اللهُ تَعَالَى ওফাতের পর একেবারে জাহতাবস্থায় সাক্ষাত দান করে কথা-বার্তাও বলেন। যেমন-

(৫৮) আল্লাহর ওলীর জীবন

হযরত সাযিয়দুনা শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন: আমার সম্মানিত পিতা হযরত সাযিয়দুনা শাহ আবদুর রহীম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলতেন যে, আমি হযরত সাযিয়দুনা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى এর আলোকময় মাযারে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে হাযির হলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

আমি এরূপ মনে করি, আমি গুনাহগার এরকম উপযুক্ত নয়, নিজের শরীর দ্বারা এ পবিত্র স্থানকে কেমনে মলিন করব, তাই দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে সময় তাঁর মোবারক রূহ প্রকাশিত হয়ে আমাকে বললেন: “সম্মুখে এসো! আমি দু’তিন পা অগ্রসর হলাম। তখন আমি দেখলাম, চারজন ফিরিশতা আসমান থেকে একটি আসন তাঁর কবর শরীফের নিকটবর্তী নিয়ে আসলেন। ঐ আসনে হযরত সাযিয়দুনা খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه বসা ছিলেন। উভয় বুয়ুর্গা পরস্পর গোপন ও রহস্যের কথা-বার্তা বলছিলেন যা আমি শুনতে পাইনি। এরপর আসনটি ফিরিশতার উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। হযরত সাযিয়দুনা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه পুনরায় আমার দিকে মনোযোগী হয়ে বললেন: “সম্মুখে এসো!” আমি আগে দু’তিন পা অগ্রসর হলাম। এভাবে তিনি বলছিলেন আর আমি একটু একটু সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলাম। অবশেষে একেবারে তাঁর নিকটবর্তী হলাম। তখন তিনি বললেন: “শে’র সম্পর্কে তুমি কি বল?” আমি আরয় করলাম: “শে’র এক ধরণের কথা, যা ভাল তা ভাল আর যা মন্দ তা মন্দ।” বললেন: “بَارِكْ اللهُ” (অর্থাৎ- আল্লাহ্ বরকত দিন)। সুকণ্ঠ সম্পর্কে তুমি কি বল? আমি আরয় করলাম: “এটা আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান, দান করেন।” বললেন: “بَارِكْ اللهُ” পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন: “যেখানে এ দুইটি গুন একত্রিত হয় অর্থাৎ শে’র ও ভাল আর কণ্ঠও সুন্দর সে ব্যাপারে কি বল? আমি আরয় করলাম: “এটা নুরুল আলা নুর, আল্লাহ্ তাআলা যাকে চান দান করেন।” বললেন: “بَارِكْ اللهُ” এসব কিছু কথা যা আমরা করি এর পূর্বে ছিল না, তুমিও কখনো কখনো এক দুই শে’র শুনে নিও। আমি আরয় করলাম: “হযুর! আপনি এ কথা হযরত সাযিয়দুনা খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه এর সামনে কেন বলেননি?” তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه এ দুইটা থেকে আগের একটি কথা বলেছেন: আদব (নিয়ম) ছিল না কিংবা উপযুক্ততা ছিল না। (আনফালুস ‘আরিফীন, ৪৪ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাবাদাতুদ দারঈন)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

দরে ওয়ালা পে ইক মায়লা লাগা হে, আজব ইহ দরকে টুকরো মে মাজা হে।
ইহা হে কব কো-ই খালি ফেরা হে, সখি দা-তা কি ইয়ে দৌলত সা-রা হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৫৯) আ'লা হযরত وَ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ৩ শশা

আমার আকা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সূনাত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, হযরত আল্লামা মাওলানা আল হাজ আল হাফিয আল কারী আশ শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ একবার কোথাও আমন্ত্রিত ছিলেন। খাবার দেয়া হল। সকলে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খাওয়া শুরু করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ শশার থালা থেকে এক টুকরো নিয়ে নিলেন এবং খেয়ে নিলেন। তাঁর رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দেখা দেখি লোকেরাও শশার থালার দিকে হাত বাড়ালেন কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সকলকে থামিয়ে দিলেন আর বললেন: সবগুলো শশা আমি খাব। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সবগুলো শশা খেয়ে নিলেন। উপস্থিত লোকেরা আশ্চর্য হলেন, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তো খুব কম খাবার খান। আজকে এতগুলো শশা কিভাবে খেলেন! লোকেরা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন: “আমি যখন প্রথম টুকরা খেয়েছি তখন সেটা তিক্ত ছিল। এরপর যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি খাই তাও তিক্ত ছিল। সুতরাং আমি অন্যদেরকে থামিয়ে দিলাম, হয়তো কেউ শশা মুখে দিয়ে তিক্ত লাগলে থু থু করা শুরু করে দিবেন। যেহেতু শশা খাওয়া আমার প্রিয় প্রিয় মদীনে ওয়ালা মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মোবারক সূনাত, তাই আমার মনঃপূত হল না, এটা খেয়ে কেউ থু থু করবে।”

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

মুঝা কো মীঠে মুস্তফা কি সুন্নাতু হে পেয়ার হে,
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُو-جَاهَا مِے آفَنَا بے-ڈَا پَار هے।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

খেজুর ও শশা খাওয়া সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আ'লা হযরত কিরুপ মহান আশিকে রাসুল ছিলেন। সত্যিই আশিকের শান এমনই হয়, তিনি আপন মাহবুবের সাথে সম্পর্কিত বস্তুকে মন-প্রাণে পছন্দ করেন ও সেটাকে সম্মান করেন, তাইতো সরকারে আ'লা হযরত প্রিয় নবীর পছন্দনীয় শশার প্রতি এমন সম্মান দেখালেন যে, তিক্ত শশাও খেয়ে নিলেন। হযরত সাযিয়ুনা আবদুল্লাহ ইবনে জাফর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি প্রিয় আকা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে শশা ও খেজুর একসাথে খেতে দেখেছি। (সহীহ মুসলিম, ১১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৪৩) বিখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: খেজুর প্রকৃতিগতভাবে গরম ও শুকনো আর শশা ঠাণ্ডা ও সিক্ত। এ দুটো একত্রিত হওয়াতে মধ্যম পস্থা হয়ে ফায়দা বেড়ে যায়। হরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ শশা ও খেজুরকে কখনো পবিত্র পাকস্থলীতে জমা করেছেন কেননা সময়ে কখনো খেজুর, কখনো শশা খেয়েছেন। আর চিবানোর সময় একত্রিত করেছেন, খেজুর মুখ শরীফে রাখলেন ও শশা পবিত্র দাঁত দিয়ে কাটলেন এবং দুটো একত্রিত করে চিবিয়েছেন। কখনো খেজুর ও তরমুজও একত্রিত করে খেয়েছেন। খেজুর ও শশা একত্রিত করে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দাতুনা মা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বর্ণনা করেন, (স্বামীর ঘরে আসার পূর্বে আমি খুবই দুর্বল ছিলাম) আমার আন্মীজান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا আমাকে সুন্দর স্বাস্থ্যবান করার জন্য চেষ্টা করতেন, যাতে নবী করীম, রউফুর রহীম, হুয়র পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট পাঠাতে পারেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

যখন কোন কৌশল ফলপ্রসূ হল না তখন তিনি আমাকে খেজুর ও শশা একত্রিত করে খাওয়ানো শুরু করলেন, এতে আমি (কিছু দিনের মধ্যেই) স্বাস্থ্যবান হয়ে গেলাম। (সুনানে ইবনে মাজা, ৪র্থ খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩২৪) তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুয়র পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পছন্দনীয়তো খেজুর ছিলই, শশাও খুবই পছন্দনীয় ছিল। অনেক বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى এর ফাতিহাতে অন্যান্য খানার সাথে খেজুর ও শশা এবং তরমুজও রাখেন। তাঁদের আমলের ভিত্তি হল আলোচ্য হাদীস। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২০,২১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৬০) ১৫ দিন পর্যন্ত কিছু খাব না!

হযরত সাযিয়দুনা আবু আবদুল্লাহ বিন খফীফ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এক জায়গায় দাওয়াতে ছিলেন। তাঁর এক ক্ষুধার্ত মুরীদ তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ খাওয়া শুরুর করার পূর্বেই খানার দিকে হাত বাড়ালেন! এতে এক পীর ভাই অসন্তুষ্টির ভঙ্গিতে তার নিকট খানার কোন বস্তু রাখলেন, যাতে তিনি বুঝে গেলেন যে, আমি পীরো মুর্শিদের পূর্বে খানার প্রতি হাত বাড়িয়ে খানার সম্মানের বিপরীত কাজ করেছি। অতএব নিজের নফসকে শাস্তি দেয়ার জন্য তিনি অঙ্গীকার করলেন, ১৫দিন পর্যন্ত কিছু খাব না। এভাবে তিনি নিজের বেয়াদবী থেকে তাওবা করার প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। অথচ তিনি পূর্ব থেকেই ক্ষুধায় আক্রান্ত ছিলেন। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ১৭৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

প্রথমে বুয়ুর্গ ব্যক্তি খাওয়া শুরু করবেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একত্রে খাওয়ার সময় যদি কোন বুয়ুর্গ (সম্মানিত ব্যক্তি)ও খাওয়াতে অংশ নেন, তবে আদব হল এই যে, যতক্ষণ তিনি খাওয়া শুরু না করেন, ততক্ষণ কেউ যেন না খান। মনে রাখবেন! বুয়ুর্গের জন্য বয়োঃবৃদ্ধ হওয়া শর্ত নয়, ইলম ও আমল থাকা প্রয়োজন। সুতরাং বয়োঃবৃদ্ধ লোকের উপস্থিতিতে যদি কোন যুবক আলিমও থাকেন, তাহলে তিনিই প্রথমে খাওয়া শুরু করবেন। আল্লাহ ওয়ালাদের ধরণও অন্য রকম হয়ে থাকে। হযরত সায়্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ বিন খফীফ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মুরীদ, যিনি নিজে একজন ক্ষুধার্ত বুয়ুর্গ ছিলেন ও বেখেয়ালীতে তাঁর হাত অগ্রসর করে দিলেন কিন্তু নিজের পীর ভাইয়ের ইস্তিতে নিজেকে সামলে নিলেন অথচ তখন খাওয়া শুরু করেননি। শুধুমাত্র হাতই বাড়িয়েছিলেন, তবুও অজান্তে ঘটে যাওয়া বেয়াদবীর কারণে নিজের নফসের জন্য অসাধারণ শাস্তির ব্যবস্থা করলেন আর প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হওয়া সত্ত্বেও অস্বীকার করলেন, আরো ১৫দিন পর্যন্ত কিছু খাব না। আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগণ নিজেকে নিজে আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য নানা ধরনের অসাধারণ শাস্তির ব্যবস্থা করে আসছেন। যেমন-

বাম পায়ের জুতা প্রথমে পরার কাফফারা

“কীমিয়ায়ে সা’আদাত”-এ রয়েছে, এক বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ একবার সুনাত অনুযায়ী ডান পায়ে জুতা পরা শুরুর পরিবর্তে ভুলবশতঃ প্রথমে বাম পায়ের জুতা পরে নিলেন। এ সুনাত বাদ পড়ে যাওয়ায় তাঁর খুব মনোবেদনা সৃষ্টি হল আর এর বিনিময়ে তিনি দু’ বস্তা গম সদকা করলেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এসব তাঁদের অংশ ছিল (যা তাঁদের মানায়)। হায় এমন যদি হত! আমাদের নিজেদের বুয়ুর্গদের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করার সৌভাগ্য অর্জিত হত। এ ধরনের সুনাত ও আদবসমূহ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য ইসলামী ভাইদের উচিত, মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলদের সাথে সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করা। মাদানী কাফেলায় কী যে বাহার রয়েছে। যেমন-

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

(৬১) মদীনার সফরের সৌভাগ্য অর্জিত হল

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক তরকীব অনুযায়ী বিন্যস্ত করা জেলা শেখ পুরার একটি তেহশীলের মাদানী ইনআমাতের যিম্মাদার আমাকে (সঙ্গে মদীনা عَنْ عَدِي যা কিছু লিখেছেন, সেটার সারাংশ হচ্ছে, ১৪২৪ হিজরীতে, আমার ওমরা শরীফ এবং মদীনা মুনাওয়ারার হাযিরীর সৌভাগ্য পেলাম সেখানে কুসুর পঞ্জারে এক ক্বারীর সাথীর সাথে সাক্ষাত হলো, তখন বলল: মদীনাতুল আউলিয়া মুলতানে সাহারায়ে মদীনাতে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর তিন দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করলাম। সেখানে বয়ানের সময় মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য তরগীব (উৎসাহ) দিয়ে বলা হয়েছে, “মাদানী কাফেলায় সফর করে দোয়া করণ। আপনার যে মনের বাসনাই হোক إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ পূর্ণ হবে।” একথা শুনে আমার স্পৃহা জাগল। আর আমি হাতোহাত আশিকানে রাসুলদের সাথে তিন দিনের সুন্নাতে প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জন করলাম এবং সেখানে খুব কেঁদে কেঁদে মদীনায়ে মুনাওয়ারার উপস্থিতির জন্য দোয়া করলাম। দোয়া কবুল হওয়ার চিহ্নাবলী এভাবে প্রকাশ পেল, আমি যখন মাদানী কাফেলা থেকে সফর করে ফিরলাম ও নিয়মানুসারে বাচ্চাদের কুরআনে পাক পড়ানোর জন্য কারো ঘরে গেলাম তখন ঘরওয়ালা যথেষ্ট মেহেরবানীপূর্বক আচরণ করে বললেন: “কারী সাহেব! আপনি আমাদের বাচ্চাদের কুরআনে পাক শিক্ষা দান করেন, যদি আপনার কোন মনোবাসনা থাকে তবে বলুন, আমি আপনাকে খুশী করতে ইচ্ছুক।” প্রথমে আমি নানা বাহানা করি কিন্তু পরক্ষণে তার বারংবার অনুরোধে বললাম যে, আমার দীদারে মদীনার আকাঙ্খা অন্তরে রয়েছে। তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ খরচাদি দিয়ে দিলেন আর এভাবে হাতোহাত মাদানী কাফেলায় সফর করে দোয়ার করার বরকতে আমার মত গুনাহগার ও নিঃস্ব মানুষের অতি তাড়াতাড়ি মদীনায়ে মুনাওয়ারা وَأَدَا اللَّهُ لِي فِيهَا وَعْدَهُ এর উপস্থিতির সৌভাগ্য অর্জন হল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

মুঝ গুনাহগার সা ইনসান মদীনে মে রহে,
বনকে ছরকার কা মেহমানে মদীনে মে রহে।
ইয়াদ আ-তি হ্যায় মুঝে আহলে মদীনে কি উও বাত,
জিন্দা রেহনা হে তু ইনসান মদীনে মে রহে।
জানো দিল ছোড় কর ইয়ে কেহুকে চলাহো আযম
আ-রাহাহো মেরা সা-মান মদীনে মে রহে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

(৬২) জব শরীফের শিরনী

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ একদিন জানতে পারলেন যে, সিপাহসালার (সেনাপতি) এর বাবুর্চীখানার প্রতিদিনের খরচ হচ্ছে এক হাজার দিরহাম। এ সংবাদ শুনে তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ খুবই আফসোস হল। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তার সংশোধনের জন্য ইন্ফিরাদী কৌশিষ করার মন-মানসিকতা তৈরী করলেন ও তাকে ঘরে দাওয়াত দিলেন। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বাবুর্চীদেরকে নির্দেশ দিলেন, উন্নতমানের লৌকিকতাপূর্ণ খাবারের সাথে জব শরীফের শিরনীও যেন প্রস্তুত করা হয়। সেনাপতি যখন দাওয়াতে আসলেন তখন খলীফা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ইচ্ছাকৃতভাবে খাবার আনাতে এরূপ দেরী করলেন, সেনাপতি ক্ষুধায় অস্থির হয়ে গেলেন। অবশেষে আমীরুল মুমিনীন প্রথমে জব শরীফের শিরনী (ফিন্নী) আনালেন। যেহেতু সেনাপতি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ছিলেন, তাই তিনি জব শরীফের শিরনী (ফিন্নী) খাওয়া শুরু করলেন আর যখন লৌকিকতাপূর্ণ খাবার আসল ততক্ষণে তার পেটপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞানী বিচক্ষণ খলীফা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ লৌকিকতাপূর্ণ খাবারের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন: আপনার খাবারতো এখন এসেছে, খান! সেনাপতি অস্বীকৃতি জানালেন আর বললেন: “হুয়ুর! আমার পেটতো শিরনীতেই ভরে গেছে।” আমীরুল মুমিনীন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: “سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! শিরনী কিরূপ উত্তম খাবার যে পেটও ভরে দেয় আবার দামেও সস্তা, এক দিরহামে দশজন মানুষকে পরিতৃপ্ত করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরদর শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরদর শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

একথা বলে তিনি উপদেশের মাদানী ফুল ছড়িয়ে বললেন: “যখন আপনি জবের শিরনী দিয়েও জীবন কাটাতে পারেন, তাহলে কেনইবা প্রতিদিন এক হাজার দিরহাম নিজের খানায় খরচ করেন?” সেনাপতি সাহেব! খোদাকে ভয় করুন ও নিজেকে নিজে অধিক ব্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। নিজের বাবুর্চীখানায় যে টাকা অতিরিক্ত খরচ করেন, তা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ক্ষুধার্ত, অভাবী ও গরীবদেরকে দান করে দিন। মুত্তাকী খলীফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ইন্ফিরাদী কৌশিশ সেনাপতির হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করল আর তিনি অঙ্গীকার করলেন, ‘ভবিষ্যতে খানায় সাদাসিধে পছা অবলম্বন করব এবং কম খরচে কাজ করব।’ (মুগনিউল ওয়ায়েযীন, ৪৯১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

বরকতশূন্যতার কারণ হল অপ্রয়োজনীয় খরচাদি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা নফসকে যতই মজাদার খানা খাওয়াব ততই সে ভাল থেকে ভাল খাবার প্রত্যাশা করতে থাকবে। আজকে আমাদের অধিকাংশই বরকত শূন্যতার অভিযোগ করে থাকি। এছাড়া দারিদ্রতা ও এর উপর হাড়ভাঙ্গা দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির অভিযোগ করে আজ প্রায় সকলকেই বলতে শূনা যায় যে “পুরোপুরি হয় না”, “বিশ্বাস করুন, আকাশচুম্বী দাম।” এযুগে অপ্রয়োজনীয় খরচ করাটাও বরকতশূন্যতা ও দারিদ্রতার অনেক বড় একটি কারণ। এটা যখন স্পষ্ট যে আমরা অপ্রয়োজনীয় খরচাদির ধারাবাহিকতা চালুই রাখব এছাড়া সর্বদা উৎকৃষ্ট খাবার, উন্নত ঘর, এরপর তাতে সাজ-সজ্জার দামী আসবাবপত্র, দামী দামী আকর্ষণীয় পোষাক-পরিচ্ছেদের সাথে মন লাগিয়ে রাখি তাহলে এসব কাজের জন্য প্রচুর টাকা-পয়সার প্রয়োজন হবে আর তাই “বরকতশূন্যতা” ও পুরোপুরি হয়না” এর সুরও চালুই থাকবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

হযরত সাযিয়্যদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেছেন: “যে নিজের সম্পদ অপ্রয়োজনীয় খরচাদিতে নষ্ট করেছে, এখন বলে হে রব্ব আমাকে আরো দাও। আল্লাহু তাআলা (এমন ব্যক্তিকে) বলেন: আমি কি তোমাকে মধ্যপস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেইনি? তুমি কি আমার ফরমান শুননি?

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ঐসব লোক যে, তারা যখন ব্যয় করে তখন না সীমাতিক্রম করে এবং না কার্পন্য করে এবং সেই দু’টির মাঝখানে মধ্যপস্থায় থাকে।

(পারা- ১৯, সূরা- ফুরকান, আয়াত- ৬৭)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ
يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَ

كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا



(আহসানুল বিআ, লি আদাবিদ দোয়া, ৭৫ পৃষ্ঠা)

সর্বোপরি কথা হল, যদি অল্পে তুষ্টি ও সাদাসিধে ভাবে সস্তা খানা ও সাধারণ পোষাককে নিজের আপন করে নেয়া যায়, শুধুমাত্র প্রয়োজন অনুপাতে ঘর করা হয়, অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা ও প্রদর্শনীয় দাওয়াতের ব্যাপারে নিজের উপর বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেয়া হয় তবে নিজে থেকেই উর্ধ্বমূল্যের অবসান হবে এবং অসচ্ছলতা বিদায় নেবে। কিন্তু নফসে আন্মারার দাসত্বের প্রতিকার কী?

তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়না

খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: তিন ব্যক্তি রয়েছে, তোমার রব্ব তাদের দোয়া কবুল করেন না। (১) এক জন হল সে, যে উজাড় ঘরে অবস্থান করে, (২) দ্বিতীয়জন হল ঐ মুসাফির, যে রাস্তায় স্থান করে (অর্থাৎ-তাঁবু টাঙ্গায়) অর্থাৎ- রাস্তা থেকে সরে অবস্থান করে না বরং একেবারে রাস্তাতেই অবস্থান করে (৩) তৃতীয় ব্যক্তি হল সে, যে নিজে স্বীয় জানোয়ার ছেড়ে দিল, এখন খোদার কাছে দোয়া করে যে, সেটাকে খামিয়ে দাও। (আহসানুল বিআ লি আদাবিদ দোয়া, পৃষ্ঠা ৭৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদর শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

এ হাদীসে পাকের ভিত্তিতে আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুনাত, ওয়ালিয়ে নেয়ামত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মরতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, হামিয়ে সুনাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরিকত, বাইসে খাইরো বরকত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ আল হাফিয আল কারী আশ শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা করে বলেন: **أَقُولُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقِ** (অর্থাৎ- আল্লাহ তাআলার দেয়া তাওফীকে আমি বলছি) প্রকাশ থাকে যে, এ থেকে উদ্দেশ্য এটাই, ঐ বিশেষ স্থলে তাদের দোয়া শূন্য হবে না। আবার এ নয় যে, যে ব্যক্তি এরূপ করবে সাধারণভাবে তার কোন দোয়া কোন বিষয়ে কবুল হবে না। আর এ বিষয়গুলোতে কবুল না হওয়ার কারণ সুস্পষ্ট যে, এ কাজ নিজ কর্মের ফল। সুতরাং উজাড় ঘরে অবস্থানকারী এটার ক্ষতি সম্পর্কে অবগত রয়েছে। এরপর যদি সেখানে চুরি হয় বা কেউ লুন্টন করে অথবা জিন কষ্ট দেয়, তবে এসব বিষয় যেহেতু সে নিজেই বুঝে গ্রহণ করেছে, এখন কেন সেগুলো দূর হওয়ার জন্য সে দোয়া করছে? অনুরূপভাবে যখন রাস্তায় অবস্থান করল, তাহলে প্রত্যেক প্রকারের লোক তার পাশ দিয়ে যাবে, এখন যদি চুরি হয়ে যায় বা হাতি, ঘোড়ার পা দ্বারা তার কোন ক্ষতি হয়ে যায়, রাতে সাপ ইত্যাদি দ্বারা কষ্ট পায়, তাহলে এটা তার নিজ কর্মের ফল। নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “রাতে রাস্তায় অবস্থান করো না, কারণ আল্লাহ নিজের সৃষ্টি জগৎ থেকে যাকে ইচ্ছা করেন রাস্তায় চলাফেরা করার অনুমতি দেন।” অনুরূপভাবে জানোয়ারকে নিজে ছেড়ে দিয়ে সেটা আয়ত্বে আসার দোয়া করাতো সুস্পষ্ট মূর্খতা। এর দ্বারা আল্লাহকে কি পরীক্ষা কর, নাকি তাঁকে নিজের প্রভাবাধীন সাব্যস্ত কর! হযরত সাযিয়্যদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَامُ কে কেউ বলল: যদি খোদার কুদরতের উপর ভরসা থাকে, (তাহলে) নিজেকে নিজে এ পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দেন। তিনি বললেন: “আমি আমার প্রতিপালককে পরীক্ষা করি না।”

(আহসানুল বিআ লি আদাবিদ দোয়া, ৭৩, ৭৪ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

নিজ কৃতকর্মের কোন প্রতিকার নেই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফার্সীতে একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে: “খুদ করদা বা ইলাজে নীসত” অর্থাৎ- “নিজের হাতে মুসিবত ডেকে আনয়নকারীদের কোন প্রতিকার নেই।” যেমন- কেউ নিজের মাথা দেয়ালে মারতে থাকে আর কেঁদে কেঁদে চিৎকার করতে থাকে যে, হায়! আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আমাকে বাঁচাও! তাহলে স্পষ্টত ঐ মূর্খকে এটাই বলা হবে যে, নিজের মাথা দেয়ালে মারা বন্ধ কর তবে ফাটবে না। অনুরূপভাবে অনেক মূর্খ এমনও রয়েছে, যাদের হাতে যা কিছু আসে গিলতে থাকে, ঠেসে ঠেসে খায় আর এরপর মেদ, পেট বের হওয়া, কোষ্টকাঠিন্য ও বদহজমের ঔষধ খোঁজাখোঁজি করে এবং ডাক্তার হেকীমদের নিকট প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ করে। কিন্তু ঔষধে চিকিৎসা হয়ে উঠে না, কেন? এজন্য যে, এ রোগ গুলোর চিকিৎসা তার নিজের হাতে রয়েছে। পেট ভরে খাওয়া যেন ছেড়ে দেয়, যতক্ষণ ভালভাবে ক্ষুধা না লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন না খায়। হাদীসে পাকে বলা নিয়মানুসারে ক্ষুধা থেকে কম খান, পিজা-পরাটা, দুধের সর ও মাখন, কেক, বন, কাবাব, বার্গার, শিখ কাবাব, চমুচা, ময়দা ও মিষ্টি জাতীয় খাবার খুবই কম খাবেন। আইসক্রীম, ঠাণ্ডা শরবত ও ঠাণ্ডা পানীয় থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। এছাড়া চা-ও অধিক পরিমাণে পান করবেন না। (প্রয়োজনবশতঃ রাতে-দিনে দু বা তিন বার আধা কাপ করে চা-খেয়ে কাজ সারবেন) যদি পান, সিগারেট, সুগন্ধিযুক্ত সুপারী, গুটকা, মাইনপুড়ী ও পান পরাগ ইত্যাদির কু-অভ্যাস থাকে তবে সেগুলো থেকে বাঁচুন। ওজন কম ও পেট ছোট হওয়া ও হজম শক্তি সঠিক হওয়ার সাথে সাথে অনেক রোগ-ব্যধি থেকে ডাক্তারী চিকিৎসা ছাড়া মুক্তি লাভ হবে।

মেদবহল হওয়ার একটি কারণ

আমার এ মাদানী পরামর্শের উপর বেশি না হলেও শুধুমাত্র ৪০ দিন কঠোরভাবে আমল করে দেখুন। নিজের স্বাস্থ্যের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে পরিবর্তন অনুভব করবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারানী)

প্রথমে কোন ল্যাবরেটরীতে লিপিড প্রোফাইল ও সুগার” টেস্ট করিয়ে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করার পর এ নিয়ত সহকারে যে, “সু-স্বাস্থ্যের মাধ্যমে ইবাদত করার জন্য শক্তি অর্জন করব,” এসব থেকে বেঁচে থাকা শুরু করুন এবং এটার কল্যাণ অর্জন করুন! খানা খাওয়ার পর পানি পান করাতেও শরীর ফুলে যায়, ওজন ও মেদ বেড়ে যায়। সুতরাং খানার পর খুবই কম পানি পান করবেন। তবে খানায় সময় সময় একটু একটু পানি পান করা উপকারী। যা হোক খানার পর গট গট করে প্রচুর পানি পান করতে অভ্যস্ত ব্যক্তির শরীর যদি ফুলে যায় তবে সেটার চিকিৎসা সে ঔষধের মাধ্যমে করার পরিবর্তে যদি নিজের অভ্যাস সংশোধনের মাধ্যমে করে তবেই সম্ভব হবে।

না- হুমজ বীমার কো আমরত ভী যাহর আ-মীয হায়,
সছ ইয়েহী হায় ছো দাওয়া কি ইক দাওয়া পরহীজ হায়।

বিপদে নিষ্ক্ষেপকারী ১৫ বিষয়ের উদাহরণ

নিজের হাতে নিজেকে বিপদে ফেলে এরপর ঐসব বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য দোয়া সমূহ কবুল হয় না। আহসানুল বিআ লি আদাবিদ দোয়াগ্রন্থে নিজেকে নিজের হাতে বিপদে নিষ্ক্ষেপ করার ব্যাপারে খুব সুন্দর কিছু উদাহরণ দেয়া হয়েছে। যেমন- (১) যে ব্যক্তি কোন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া রাতে এমন সময় ঘর থেকে বের হয়, যে সময় লোকেরা শুয়ে পড়েছে এবং রাস্তা থেকে পথচলার পদধ্বনি বন্ধ হয়ে গেছে। সহীহ হাদীসে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এ সময় বালা-মুসিবত বিস্তার লাভ করে। (তাই মূলতঃ গভীর রাতে নিস্তন্দ রাস্তায় চলাফেরা করলে, তাকে যদি ডাকাতদল লুণ্ঠন করে বা জ্বিন আক্রমণ করে তবে যেন নিজেকেই নিজে তিরস্কার করে এজন্য যে, সে নিজেকে কেন বিপদে ফেলল!) বা (২) রাতে দরজা খোলা রাখলে বা بِسْمِ اللَّهِ বলা ব্যতীত বন্ধ করলে শয়তান সেটা খুলতে পারে। আর যখন بِسْمِ اللَّهِ বলে কেউ ডান পা ঘরে রাখে তখন শয়তান যদিও তার সাথে সাথে এসেছিল কিন্তু বাইরে থেকে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

আর যখন **بِسْمِ اللّٰهِ** বলে দরজা বন্ধ করে তখন শয়তান তা আর খুলতে সক্ষম হয় না। (এখানেও যদি সতর্ক না থাকে আর শয়তান ঘরে ঢুকে ক্ষতি সাধন করে তবে এটা সত্য যে স্বয়ং তার নিজের দোষেই এমনটা হয়েছে, এখন এ ব্যাপারে দোয়া কিভাবে কবুল হবে?) বা (৩) খাবার ও পানির পাত্র যদি **بِسْمِ اللّٰهِ** বলে না ঢাকা হয়, তবে এতে বালা-মসিবত অবতীর্ণ হয়ে সেগুলোকে নষ্ট করে দেয়। অতঃপর ঐ খাবার ও পানি রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি করে। (খাবার ইত্যাদি পাত্রে থাকলে যদি পাত্র খোলা অবস্থায় থাকে তবে অপবিত্র জ্বিন তা ব্যবহার বের করে। সুতরাং অসতর্কতা অবলম্বন কারী ব্যক্তির দোয়া এ অবস্থায় কবুল হবে না। কারণ জ্বিন ও রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকার ব্যবস্থাপত্র বলে দেয়া হয়েছে) বা (৪) বাচ্চাকে মাগরিবের সময় ঘরের বাইরে বের করা। কারণ এ সময় শয়তানেরা বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাফেরা করে। (যদি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে বাচ্চাদের বের করল আর কোন জ্বিন তাকে ধরে ফেলল, তবে এখন তা তার নিজের দোষ। কারণ সে কেন বের করেছে? বা (৫) খানার পর হাত না ধুয়ে শুয়ে পড়লে। কারণ এতে করে শয়তান হাত চাটে ও **আল্লাহুরই পানাহ!** তা কুষ্ঠ রোগের কারণ হয়ে থাকে। বা (৬) গোসল খানায় প্রস্রাব করলে, কারণ এতে কুমন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। বা (৭) বারান্দার ধারে এবং প্রাচীর বিহীন ছাদে ঘুমালে যাতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বা (৮) খাবার **بِسْمِ اللّٰهِ** পড়া ব্যতীত খেলে। কারণ তাতে শয়তান সাথে বসে খায়, আর যে খাবার কিছু মুসলমানের জন্য যথেষ্ট হত তা একজনের খাওয়াতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। বা (৯) জমিনের গর্তে প্রস্রাব করলে। কারণ কখনো কখনো তা সাপ প্রাণীর বাসা কিংবা জ্বিনের আবাসস্থল হয়ে থাকে। আর এতে পরবর্তীতে মানুষ কষ্ট পায়। বা (১০) নিজের কোন বস্তু বা নিজের বস্তুর কোন বস্তু পছন্দ হলে, তা থেকে কুদৃষ্টি দূর হওয়ার দোয়া না পড়লে। দোয়াটি হল:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ وَلَا تَضُمَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(অর্থ- হে আল্লাহ! এর মধ্যে বরকত অবতীর্ণ কর ও এটার যেন ক্ষতি না হয়। যা কিছু আল্লাহ্ চেয়েছেন তাইতো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার সমর্থন ছাড়া সৎকাজের কোন সামর্থ নেই)। কারণ বদনযর (অশুভ দৃষ্টি) বাস্তবিক সত্য। যা মানুষকে কবরে ও উটকে ডেক্সিতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। (দোয়া মুখস্ত না থাকলে তখন مَا شَاءَ اللَّهُ অথবা بَارِكْ اللَّهُ ও বলতে পারেন। মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “যদি কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখে مَا شَاءَ اللَّهُ অথবা بَارِكْ اللَّهُ বলে দেয়, তবে বদনযর লাগে না। যদি এসব কলেমা مَا شَاءَ اللَّهُ অথবা بَارِكْ اللَّهُ পড়া ছাড়াই অবাক হয়ে দেখে ও বিস্ময়ের শব্দ বলে তাহলে বদনযর লেগে যায়। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪৪) বা (১১) একাকী সফর করলে। কারণ এতে করে পাপিষ্ঠ মানুষ ও জ্বিন দ্বারা ক্ষতিসাধন হয় আর প্রতিটি কাজে বাঁধা পড়ে ও তা কঠিন হয়ে পড়ে। বা (১২) দাঁড়ানোবস্থায় পানি পান করলে। কারণ তা কলিজার ব্যথার কারণ হয়। (যমযম শরীফের পানি ও ওয়ুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়ানোবস্থায় পান করা মুস্তাহাব) বা (১৩) টয়লেটে بِسْمِ اللَّهِ পাঠ না করে (বা দোয়া পড়া ব্যতীত) প্রবেশ করলে। কারণ এতে অপবিত্র জ্বিন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। বা (১৪) পাপী, গুনাহগার, খারাপ স্বভাবের লোক, বদমাযহাব (বাতিলপন্থী) এর সাথে উঠা-বসা করলে। কারণ এতে মনে করণ, শেষ পর্যন্ত যদি এদের মন্দ সংস্পর্শের প্রভাব থেকে রক্ষাও পেয়ে যান তবুও বদনাম অবশ্যই হয়ে যাবে। (১৫) মানুষের চলাফেরার রাস্তায়, চাই তা তাদের উঠা-বসার জায়গা হোক, প্রস্রাব করলে, কারণ এতে আপনি অবশ্যই গালি-গালাজ শুনবেন।

(আহসানুল বিআ লি আদাবিদ দোয়া, ৭৬, ৭৭ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৬৩) আপনি কোথা হতে খান?

হযরত সাযিয়্যদুনা বায়েযীদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এক মসজিদে নামায পড়তে গেলেন। নামায শেষ করার পর ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন: “হে বায়েজীদ! আপনি কোথেকে খান?” বললেন: “একটু থামুন! প্রথমে আপনার পিছনে আদায় করা নামায পুনরায় পড়ে নেই।” আপনার যখন সৃষ্টিজগতের রুজিদাতার ব্যাপারেই সন্দেহ রয়েছে তাহলে আপনার পিছনে নামায পড়া কিভাবে বৈধ হবে? (রাওফুর রিয়াহীন, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সাযিয়্যদুনা বায়েজীদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আল্লাহ তাআলার অনেক বড় ওলী ছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ রব্বুল আলামীন সকলের রুজির যিম্মাদার। তিনিই সকলকে পানাহার করান। ইমাম সাহেব “আপনি কোথেকে খান?” এ প্রশ্নটি করে হযরতের নিকট নিজের দুর্বল বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন, আর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যে নামাযগুলো পুনরায় পড়লেন, এটা তাঁর তাকওয়া ছিল। প্রচলিতভাবে লোকেরা এ ধরনের প্রশ্ন-উত্তর পরস্পর করে থাকে, শরয়ীভাবে এতে কোন গুনাহ নেই।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

(৬৪) ভুনা পাখী

আবুল হুসাইন আলাভীর বর্ণনা হচ্ছে, আমি একবার ঘরে হুকুম করলাম: অমুক হালাল পাখি ভুনার জন্য চুলার (তন্দুরের) উপর ঝুলিয়ে দাও আমি সময়মত এসে খেয়ে নেব। এরপর আমি হযরত সাযিয়্যদুনা জাফর খুলদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খিদমতে তার সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম। তিনি বললেন: “রাতে এখানেই থেকে যান। আমার মন যেহেতু পাখি খাওয়ার জন্য আটকা ছিল, তাই আমি কোন এক বাহানা করে ঘরে এসে গেলাম। গরম গরম ভুনা পাখি দস্তরখানায় রাখা হল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

হঠাৎ ঘরে কুকুর ঢুকে পড়ল আর লাফ মেরে ভুনা পাখিটি নিয়ে গেল। ঐ পাখির অবশিষ্ট ঝোল গৃহ পরিচারিকা নিচ্ছিল, তখন তার কাপড়ের আঁচলের হেঁচকা টানে ঐ ঝোলটুকুও সম্পূর্ণরূপে পড়ে গেল। অতঃপর সকালে যখন আমি হযরত সায্যিদুনা শায়খ জাফর খুলদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বরকতময় দরবারে উপস্থিত হলাম তখন আমাকে দেখা মাত্রই বলতে লাগলেন, “যে ব্যক্তি মাশায়িখগণের অন্তরের প্রতি খেয়াল রাখে না, তার অন্তরে কষ্ট দেয়ার জন্য কুকুর লেলিয়ে দেয়া হয়।”

(আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৩৬২)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদক্বায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুয়ুর্গদের কথা পালন করা ও তাঁরা যা নির্দেশ দেয়, তা পালন করাতেই নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে। আল্লাহ ওয়ালাগণের সাথে চলাকী ও বাহানাবাজী করার ফল ভাল হয় না। এ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল যে, ওলী আল্লাহদের رَحْمَتُهُمُ اللهُ تَعَالَى আল্লাহ তাআলার দয়াতে গায়েব (অদৃশ্য) এর কথাও জানা হয়ে যায়। যখন আউলিয়ায়ে কিরামের رَحْمَتُهُمُ اللهُ تَعَالَى শান এরকম হয় তাহলে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ এর শানের কী অবস্থা হবে! এছাড়া আশ্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ও স্বয়ং তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মর্যাদা ও শানের অনুমান কে করতে পারে! আমার আকা আ'লা হযরত দরবারে রিসালাতে আরয করেন,

ছরে আরশ পর হে তেরি গুজার, দিলে ফরশ পর হায় তেরি নজর,

মালাকুত ও মুল্ক মে কো-ই শায় নেহী উও জু তুবা পে ইয়া নেহী।

(হাদায়িখে বখশিশ)

(৬৫) মেয়ে জন্মগ্রহণের সুসংবাদ

আল্লাহ তাআলার দয়াতে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ এরও গায়েবের খবর দেয়ার ব্যাপারে অনেক ঘটনা কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

যেমন- কোটি কোটি মালিকীদের আযীমুল মরতাবাত পেশাওয়া হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মালিক বিন আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ স্বীয় প্রসিদ্ধ হাদীস পাকের সমন্বিত গ্রন্থ “মুআত্তা ইমাম মালিক” -এ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা উরওয়া বিন যুবাইর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: খলীফাতুর রাসুল হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ নিজের ইস্তিকালের পূর্বে মুর্মূষ হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا অসিয়ত করে ইরশাদ করেছেন: আমার প্রিয় কন্যা! আজ পর্যন্ত যা আমার নিকট সম্পদ ছিল, তা আজ মীরাসের সম্পদ। তোমার দুই ভাই (আবদুর রহমান ও মুহাম্মদ) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا এবং তোমার দুবোনও রয়েছে। সুতরাং তোমরা আমার সম্পদকে কুরআন মজীদের নির্দেশ অনুযায়ী বন্টন করে নেবে। এটা শুনে হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا আরয করলেন: “আব্বাজান! আমারতো একটি মাত্র বোন আছে যার নাম “বিবি আসমা”। আমার অন্য বোন সে কে? তিনি ইরশাদ করলেন: “সে (তোমার সৎ মা) “হাবিবা বিনতে খারিজা” এর পেটে রয়েছে। আমার ধারণা সেটা মেয়ে হবে।” (আল মুআত্তা লিল ইমাম, ২য় খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৫০৩) এ হাদীসের ভিত্তিতে হযরত সাযিয়দুনা আল্লামা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বাকী যুরকানী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ লিখেন, সুতরাং এমনই হল যে, মেয়ে জন্মগ্রহণ করল, যার নাম “উম্মে কুলসুম” রাখা হল। (শারহুয যুরকানী আলাল মুআত্তা, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

দুইটি কারামত প্রমাণিত হল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ হাদীসে মুবারাকার ব্যাপারে হযরত আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ লিখেন যে, এ হাদীস থেকে খলীফাতুর রাসুল হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর দুইটি কারামাত প্রমাণিত হল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

(১) তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ওফাতের আগেই এটা জানা গেল, আমি এ রোগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাব, এজন্যইতো অসিয়তের সময় বললেন: “আমার নিকট যা সম্পদ ছিল, তা আজ আমার মিরাসের সম্পদ।” (২) যে সন্তান জন্ম নিবে তা হবে মেয়ে সন্তান। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন, পৃষ্ঠা ৬১২, মরকাযে আহলে সুন্নাত, বরকতে রযা, গুজরাত, হিন্দ)

সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ইলমে গায়েব ছিল

এ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল, مَا فِي الْأَرْحَامِ (অর্থাৎ-যা কিছু মায়েদের গর্ভে রয়েছে সেটা) এর জ্ঞান আল্লাহ তাআলার দয়াতে হযরত সাযিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ জানতে পেরেছিলেন। এ মাসআলাটি বুঝার জন্য আয়াতে কুরআনী ও সেটার তাফসীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। যেমন -আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ২১ নং পারার সুরা লুকমানের সর্বশেষ আয়াতে কারীমাতে ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং

তিনি জানেন যা কিছু মায়েদের গর্ভে وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ^ط রয়েছে। (পারা-২১, সূরা লোকমান, আয়াত-৩৪)

খলীফায়ে আ'লা হযরত, মুফাসসিরে কুরআন, হযরত সাদরুল আফাযিল আল্লামা মাওলানা সাযিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ খাযাইনুল ইরফান এর ৬৬১ নং পৃষ্ঠায় এ আয়াতে মুবারাকার ভিত্তিতে বলেন: “গায়েবের জ্ঞান আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট আর আশ্বিয়া ও আউলিয়া কেরামদের গায়েবের জ্ঞান আল্লাহ তাআলার (পক্ষ থেকে) শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মুজিযা ও কারামত রূপে প্রকাশিত হয়।” এখানে এটি ‘নির্দিষ্ট’ হওয়ার বিপরীত নয় বরং অসংখ্য আয়াত ও হাদীস এর প্রমাণ বহন করছে। “বৃষ্টির সময় কখন, গর্ভে কি আছে, কালকে কে কি করবে এবং কে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে” এসব বিষয়ের খবর অসংখ্য আউলিয়া ও আশ্বিয়ায় কিরাম দিয়েছেন যা কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

হযরত সাযিয়দুনা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহকে عَلَيَّ نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ ফিরিশতাগণ হযরত সাযিয়দুনা ইসহাক عَلَيَّ نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এর জন্মগ্রহণ করার ব্যাপারে, হযরত সাযিয়দুনা যাকারিয় কে عَلَيَّ نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ হযরত সাযিয়দুনা ইয়াহইয়া عَلَيَّ نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এর জন্মগ্রহণ করার ব্যাপারে ও হযরত মরিয়মকে رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا হযরত সাযিয়দুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيَّ نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এর জন্মগ্রহণ করার ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন, তা ঐ ফিরিস্তাগণের পূর্ব থেকেই জানা ছিল, এসব গর্ভে কি আছে ও ঐসব হযরতগণেরও এ ব্যাপারে জানা ছিল যাঁদেরকে ফিরিস্তাগণ অবগত করেছিলেন আর এদের সকলের জানার কথা কুরআনে কারীম দ্বারা প্রমাণিত। তাহলে আয়াতের অর্থ নিশ্চিতভাবে এটাই যে, “আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দেয়া ব্যতীত কেউ জানে না। এটার এ অর্থ নেয়া যে, “আল্লাহ তাআলা কর্তৃক জানিয়ে দেওয়ার পরও কেউ জানে না” এরূপ অর্থ নেয়া সম্পূর্ণভাবে ভুল ও শত শত আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থী।”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় আউলিয়ায়ে কিরামগণও رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى আল্লাহ তাআলার দানে ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী আওলাদের পরিচয় দিতে পারেন। যেমন-

(৬৬) ছেলে জন্মগ্রহণ করা সম্পর্কে সুসংবাদ

হযরত শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমার সম্মানিত পিতা হযরত শাহ আবদুর রহীম رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি একবার হযরত সাযিয়দুনা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এর আলোকময় মাযারের যিয়ারত করার জন্য গেলাম। তাঁর মোবারক প্রকাশ পেল আর বললেন: “তোমার ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করবে, তার নাম কুতুবুদ্দীন আহমদ রাখবে।” যেহেতু আমার স্ত্রী বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছে, তাই আমি মনে করলাম, সম্ভবত এ ইরশাদ থেকে উদ্দেশ্য হয়তো ছেলের ছেলে অর্থাৎ নাতি হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দারইন্নি)

হযরত সাযিয়্যুনা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আমার এ অন্তরের খেয়াল সাথে সাথে জেনে গিয়ে বললেন: “আমার এ উদ্দেশ্য নয়, বরং ঐ ছেলে তোমার সন্তান হবে।” শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ সাহেব رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আরো বলেন: “আমার পিতা সাহেব رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কিছুদিন পর অন্য নারীকে নিকাহ করলেন, তখন এ লেখাটির লেখক ফকীর ওয়ালিয়্যুল্লাহ জনুগ্রহণ করল।” শুরুতে তাঁর এ ঘটনার কথা মনে না থাকায় আমার নাম ওয়ালিয়্যুল্লাহ রেখে দিলেন আর কিছুদিন পর মনে পড়লে অন্য নাম (হযরত সাযিয়্যুনা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বাণী অনুযায়ী) কুতুবুদ্দীন আহমদ রাখলেন।

(আনফাসুল আরিফীন, ৪৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى এর পবিত্র মাযার সমূহে উপস্থিত হওয়া ও তাঁদের কাছ থেকে ফয়েয নেয়া বুয়ুর্গদের নিয়ম ছিল। এছাড়া এটাও জানা গেল, ওয়াফাতপ্রাপ্ত আউলিয়া কিরাম رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى ও আল্লাহ তাআলার দানে অন্তরের অবস্থা ও ভবিষ্যতের খবরও বর্ণনা করে দেন। যেমনটা হযরত সাযিয়্যুনা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হযরত শাহ আবদুর রহী কে رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ছেলেসন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করলেন।

ইয়েহী পা-তে হে সা-রে আপনা মতলব, হার এককে ওয়াসেতে ইয়ে দর খুলা হায়।

মে দরদর কিউ ফেরু দুর্দুর্দু শুনু কিউ, মেরে আকা! মেরা কিয়া হর ফেরা হে।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(৬৭) মজাদার শরবত

হযরত সাযিয়্যুনা সালিহ মারী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সাযিয়্যুনা আতা সুলামী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দরবারে দু’দিন ধারাবাহিকভাবে ঘি ও মধু একত্রিত করে ছাতুর মজাদার শরবত পাঠালাম, কিন্তু তিনি দ্বিতীয় দিন ফিরিয়ে দিলেন। এজন্য অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আমি বললাম: আপনি আমার তুহফা কেন ফিরিয়ে দিয়েছেন?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

বললেন: “কিছু মনে করবেন না। প্রথমদিনতো আমি পান করে নিয়েছি কিন্তু দ্বিতীয় দিন পান করতে ব্যর্থ হলাম। কেননা যখন পান করার নিয়ত করলাম তখন ১৩ পারার সুরায়ে ইব্রাহীম এর ১৭ আয়াত মনে পড়ে গেল;

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

(১৭) অতি কষ্টে তা থেকে অল্প অল্প করে গলাধকরন করবে এবং গলার নীচে অবতরণ করানোর আশায় থাকবে না এবং তার নিকট চতুর্দিক থেকে মৃত্যু আসবে আর সে মরবে না; এবং তার পিছনে কঠিন শাস্তি।

(পারা- ১৩, সূরা- ইব্রাহিম, আয়াত- ১৭)

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ
يَأْتِيهِ النَّوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
وَمَا هُوَ بِبَيِّتٍ وَمِنْ
وَرَأْيِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ

হযরত সাযিয়্যুনা সালিহ মারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: এটা শুনে আমি কেঁদে উঠলাম আর আমি মনে মনে বললাম: আমি কোন পর্যায়ে রয়েছি আর আপনি রয়েছেন অন্য পর্যায়ে।

(ইহইয়াউল উলূম, ৩য় খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

১২ মাসের ইবাদত থেকে উত্তম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ নিজের নফসের জায়গায় ইচ্ছা গুলোকে পূরণ করা থেকে বেঁচে থাকতেন। সৌভাগ্যের বিষয় হত! আমাদের যখন ভাল কিছু খাওয়া ও উত্তম পোষাক পরিধান করতে মন চায় তখন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করার নিয়তে কখনো কখনো তা পরিহার করার সৌভাগ্যও যদি লাভ হত! যেমন প্রচন্ড গরম পড়ছে আর ঠান্ডা পানীয় বা ঠান্ডা ঠান্ডা লাচ্ছি পান করতে মন চাচ্ছে অথবা প্রচন্ড ক্ষুধার সময় “ভূনা মাংস খাওয়ার” প্রত্যাশা আর তার ব্যবস্থাও রয়েছে কিন্তু যদি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে সেটা পরিত্যাগ করার তাওফীক হয়ে যেত। নফসের খায়েশকে পরিহার করার ফায়দাতো দেখুন! হযরত সাযিয়্যুনা আবু সূলাইমান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “নফসের কোন খায়েশকে ত্যাগ করা অন্তরের জন্য ১২ মাসের রোযা ও রাতের ইবাদতের চেয়েও অধিক উপকারী।” (ইহইয়াউল উলূম, ৩য় খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “নফসকে জায়িয় আকাঙ্খাগুলোর জন্যও খোলাভাবে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়, আর সর্বাবস্থায় সেটার অনুসরণ করাও উচিত নয়। বান্দা যতটুকু নফসের আকাঙ্খা পূরণ করে আর নফসের দাবী অনুযায়ী উত্তম খাবার সমূহ খায়, তার ততটুকু ভয় করা উচিত, কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে বলা হবে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

তোমরা আপন অংশের পবিত্র বস্তুসমূহ
আপন পার্থিব জীবনেই নিশ্চিত করে
বসেছো এবং সেগুলো ভোগ করেছো।

(পারা- ২৬, সূরা- আহকাফ, আয়াত- ২০)

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي
حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

নবী করীম ﷺ এর ক্ষুধা শরীফ

হযরত সদরুল আফযিল আল্লামা মাওলানা সায্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খাযাইনুল ইরফানে এ আয়াতে মুবারাকার ভিত্তিতে বলেন: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াবী স্বাদ গ্রহণের কারণে কাফিরদের তিরস্কার করেছেন, তাই রাসুলে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ও হুযরের সাহাবীগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ দুনিয়াবী স্বাদ থেকে দূরে সরে গেছেন। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে পাকে রয়েছে: খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পার্থিব ওফাত পর্যন্ত হুযরের পবিত্র আহলে বাইত কখনো জবের রুটিও ধারাবাহিকভাবে দুইদিন খাননি। এটাও হাদীসে রয়েছে, সম্পূর্ণ মাস অতিবাহিত হয়ে যেত, আলীশান ঘরে (চুলায়) আগুন জ্বলত না। সামান্য খেজুর ও পানি দিয়ে জীবন যাপন করতেন। হযরত সায্যিদুনা উমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন: “(হে লোকেরা!) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের চেয়ে ভাল খাবার খেতে পারি ও তোমাদের চেয়ে উত্তম পোষাক পরিধান করতে পারি কিন্তু আমি আমার আরাম-আয়েশ নিজের আখিরাতের জন্য অবশিষ্ট রাখতে চাই।”

(খাযাইনুল ইরফান, ৮০২ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

খানা তু দেখো যওকি রুটি, বে চনা আটা রুটি ভি মুটি।
উও ভী শেকম ভর রোজ না খানা, কওনো মকাকে আ-কা হো কর।
দো-নো জাহাকে দা-তা হো কর, ফা-কে ছে হে শাহে দো-আলম।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

(৬৮) আশুরায় দান করার বরকত

আশুরার দিন “রায়” দেশে কাজীর (বিচারকের) নিকট একজন ভিক্ষুক এসে আরয করল, আমি অনেক নিঃস্ব ও সন্তান-সন্ততি বিশিষ্ট মানুষ। আপনাকে আশুরার দিনের দোহাই! আমার জন্য রুটি ও মাংস দুটি দিরহামের ব্যবস্থা করুন। আল্লাহ তাআলা আপনার মান সম্মানে বরকত দিন।” কাজী সাহেব বললেন: “যোহরের পর আসবেন।” ফকীর যোহরের পর আসলে বললেন: “আসরের পর আসবেন।” সে আসরের পর আসলে তখনও কিছু না দিয়ে খালি হাতেই ফিরিয়ে দিলেন। ফকীরের মন ভেঙ্গে গেল। সে অসন্তুষ্টাবস্থায় এক খ্রীষ্টানের নিকট গেল আর তাকে বলল: “আজকের পবিত্র দিনের ওয়াসীলায় আমাকে কিছু দিন।” সে জিজ্ঞাসা করল, “আজ কোন দিন?” জবাব দিল, “আজ আশুরার দিন।” এটা বলার পর আশুরার কিছু ফযীলত বর্ণনা করল। শুনার পর বলল: “আপনি অনেক বড়ই মর্যাদাপূর্ণ দিনের দোহাই দিয়েছেন, নিজের প্রয়োজনীয়তার কথা বলুন! ফকীর তাকেও ঐ প্রয়োজনীয়তার কথা বলল। ঐ ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণ গম, মাংস ও বিশটি দিরহাম পেশ করে বললেন: “এটা আপনার পরিবার-পরিজনের জন্য।” আপনার জন্য এরূপ সারাজীবন প্রতি মাসে এদিনের ফযীলত ও সম্মানের ওয়াসীলায় নির্ধারিত থাকবে। রাতে কাজী সাহেব স্বপ্নে দেখলেন, কেউ বলছে, “চোখ তুলে তাকাও! যখন তাকাল তখন দুইটি আলিশান মহল দেখতে পেল।” একটি রূপা ও স্বর্ণের ইটের ও অন্যটি লাল ইয়াকুতের ছিল। কাজী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন: “এ দুইটা মহল কার?” জবাব পেল, “যদি তুমি ফকীরের প্রয়োজন পূরণ করে দিতে তবে এগুলো তুমি পেতে, কিন্তু যেহেতু তুমি তাকে বারংবার আসতে বলেও কিছু দাওনি, তাই এখন এ দু’টি মহল অমুক খ্রীষ্টানের জন্য।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

কাজী সাহেব যখন জাগ্রত হলেন তখন খুবই পেরেশান ছিলেন। ভোর হলে ঐ খ্রীষ্টানের নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, গতকাল তুমি কোন “নেক” কাজটি করেছ?” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি কিভাবে জানলেন?” কাজী সাহেব নিজের স্বপ্নের কথা বললেন: আর আবেদন করলেন, আমার কাছ থেকে এক লক্ষ দিরহাম নিয়ে যাও আর গতকালের ঐ নেকী আমার নিকট বিক্রি করে দাও। খ্রীষ্টানটি বলল: “আমি সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ নিয়েও তা বিক্রি করব না।” আল্লাহ তাআলার রহমত ও দান অনেক মহান। শুনুন! আমি মুসলমান হচ্ছি। একথা বলে তিনি পড়লেন:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থাৎ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই এবং সাক্ষী দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বিশেষ বান্দা ও তাঁর রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ। (রওযুর রিয়াহীন, ১৫২ পৃষ্ঠা)

আশুরার মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশুরা অর্থাৎ- মুহাররামুল হারামের দশ তারিখে ইমামে আলী মকাম হযরত সায্যিদুনা ইমাম হুসাইন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ও তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সঙ্গীদেরকে কারবালা প্রান্তরে সীমাহীন নির্দয়ভাবে ক্ষুধা পিপাসা অবস্থায় শহীদ করা হয়েছে। আশুরার দিনে এছাড়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে। আশুরার দিন ও মুহাররামুল হারামের সম্পূর্ণ মাসেই ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্ব অর্জিত হয়েছে। রমাযানুল মুবারকের পর মুহাররামুল হারামের রোযাই সর্বোৎকৃষ্ট। যেমন-

৫টি হাদীস শরীফ

(১) উভয় জগতের সুলতান, হযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “রমাযানের পর মুহাররামের রোযা উত্তম ও ফরযের পর উত্তম নামায হল সালাতুল লাইল (অর্থাৎ-রাতের নফল নামায)।”

(সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৬৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

(২) রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “মুহাররাম মাসের প্রতিদিনের রোযা, এক মাসের রোযার সমান।”

(আল মুজামুস সাগীর লিত্ তাবারানী, ২য় খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা)

(৩) তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বুয়ত, মাহবুবুবে রব্বুল ইয়্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি মুহাররাম মাসে তিনদিন (তথা) বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার দিন রোযা রাখে, তার জন্য দু' বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখা হবে।”

(মাজমাউয যাওয়াদিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৮ হাদীস নং-৫১৫১)

(৪) প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আশুরার দিনে রোযা রাখ, আর এতে ইয়াহুদীদের বিপরীত কর, (অর্থাৎ) এর আগে বা পরে একদিনের রোযা রাখ।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১ম খন্ড, ৫১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২১৫৪) সুতরাং যে ১০ ই মুহাররাম মাসে রোযা রাখে, তার উচিত ৯ বা ১১ তারিখের রোযাও যেন রাখে।

(৫) ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে আশুরার দিন নিজের ঘরে রিযিকের প্রশস্ততা করল, আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর সারা বৎসর প্রশস্ততা করবেন।”

সারা বৎসর রোগ-ব্যাদি থেকে নিরাপত্তা

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: মুহাররাম মাসের ৯ ও ১০ তারিখের রোযা রাখলে অনেক সাওয়াব পাবেন। সন্তান-সন্ততিদের জন্য ১০ ই মুহাররাম শরীফে খুব ভাল ভাল খাবার তৈরী করবেন, তাহলে إِنَّ شَرَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ সারা বৎসর ঘরে বরকত হবে। উত্তম হচ্ছে, খিচুড়ী রান্না করে হযরত শহীদে কারবালা সাযিয়দুনা ইমাম হুসাইন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ফাতিহা করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

এ তারিখে গোসল করলে সারা বছর রোগ-ব্যাদি থেকে নিরাপদ থাকবে, কেননা এদিন যমযমের পানি সমস্ত পানির মধ্যে পৌঁছে যায়।” (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৪র্থ খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা। ইসলামী যিদ্দেগী, ১০২ পৃষ্ঠা) নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আশুরার দিন ‘ইসমাদ’ সুরমা চোখে লাগাবে, তার চোখ কখনো অসুস্থ হবে না।”

(শুউবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭৯৭)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

পাকিস্তানের ভয়ানক ভূমিকম্প

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে বিপদগ্রস্তের প্রতি সমবেদনার মন-মানসিকতা তৈরী হয়। এ লেখাটি লেখা পর্যন্ত পাকিস্তানের ইতিহাসে আসা সবচেয়ে বৃহৎ ভয়ানক ভূমিকম্প সম্পর্কে কিছু বর্ণনা পেশ করছি। ১৪২৬ হিজরী (৮.১০.২০০৫) রমাযানুল মোবারক, রোজ শনিবার, সকাল প্রায় ৮.৪৫ মিনিটে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে ভয়ানক ভূমিকম্প হল। যাতে সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীরের বড় একটি অংশ, এছাড়া পাঞ্জাবেরও কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক রিপোর্ট অনুযায়ী দুই লক্ষ থেকেও বেশী মানুষ এতে মৃত্যুবরণ করেছেন আর আসল কথা এ যে, মৃতদের সংখ্যা কে জানে! সম্পূর্ণ গ্রাম, পূর্ণ বস্তী ও অনেক শহর তছনছ হয়ে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। পাহাড়ের পর পাহাড় জমিন থেকে উপড়ে গিয়ে জনবসতির উপর উল্টে পড়ে। জানিনা কত হাসি, কথায় রত মানুষ হঠাৎ জীবন্ত দাফন হয়ে গেছে। এসবের হিসাব কে এবং কিভাবে করতে পারে! হায় যদি এমন হত! গুনাহ করার সময় এ ভূমিকম্পকে চোখের সামনে রাখার মন-মানসিকতা আমাদের তৈরী হয়ে যেত। কারণ আবার যেন এমন না হয় যে, গুনাহের সময়ই হঠাৎ ভূমিকম্প এসে যায় আর চোখের পলকে আমাদের লাশ তৈরী হয়ে যাই। (আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা কামনা করছি।)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

৬১৯ ট্রাক মালামাল

দা'ওয়াতে ইসলামীর ভাইয়েরা ভূমিকম্পে আক্রান্তদের সেবায় সর্বাঙ্গিক সহযোগীতা করেছেন এবং সর্বোচ্চভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রায় ৬১৯ ট্রাক ভর্তি মালামাল সামগ্রী, জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল তাদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। সেবামূলক কাজে প্রায় ১২ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসুলদের সুনাত প্রশিক্ষণের কিছু মাদানী কাফেলাও ভূমিকম্পে আক্রান্ত এলাকা সমূহে হারিয়ে যায় কিন্তু الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَزِيزِ الْجَلِيلِ তাদেরকে খুব শীঘ্রই নিরাপদে জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। এগুলো থেকে একটি মাদানী কাফেলার মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন।

(৬৯) মৃত্যুমুখে দু'বার

চারগ কলোনী ও মালীর বাবুল মদীনা, করাচীর নয়জন ইসলামী ভাইয়ের সম্মিলিত কাফেলা দা'ওয়াতে ইসলামীর সুনাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় (সুনাতের ভরা) সফররত ছিল। আর (কাশ্মীরের) “বাগ” জেলার কাদিরাবাদের একটি মসজিদে অবস্থান করছিল। আশিকানে রাসুলদের অনেকটা এরকম বর্ণনা, “আরামের বিরতির সময় পাঁচজন ইসলামী ভাই আরাম করছিলেন আর চারজন ইসলামী ভাই তখন মসজিদের বাইরে গিয়েছিলেন। ১৪২৬ হিজরীর রমযানুল মোবারক দিনের প্রায় ৮টা ৪৫ মিনিটে হঠাৎ ভূমিকম্পের শক্তিশালী হেঁচকা টান আসল। ইসলামী ভাইয়েরা ভয় পেয়ে প্রায় ৫ ফুট উঁচু দেয়াল থেকে বাইরে লাফ দিয়ে খুব দ্রুত দৌঁড় দিলেন। চতুর্দিক থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ আসছিল। পিছনে ফিরে যখন দেখল তখন অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য ছিল যে, দু'দিক থেকে পাহাড় জনবসতির উপর এসে পড়েছে। যখন ধুলোর মেঘ কিছুটা আলাদা হল তখন সেখানে না আমাদের মসজিদটি ছিল, না ছিল ঘর-বাড়ী। সমস্ত আলীশান দালান-কোটা মাটির সাথে মিশে গেছে। চতুর্দিকে ছোট কিয়ামতের রূপ বিরাজ করছিল। সম্ভবত এ জনবসতির কোন একজন মানুষও জীবিত ছিলনা।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

আশিকানে রাসুলগণ কোন রকমে নিকটস্থ এলাকা ‘নাযরাবাদ’ এ পৌঁছলেন। সেখানেও ভূমিকম্প ধ্বংস করে ফেলেছিল। যখন কিছুটা হুশ এল তখন সেবামূলক কাজে অংশ নিলাম। সেখানে রোযার ইফতার করলাম। একটি ভূমিকম্প আক্রান্ত মসজিদের অবশিষ্টাংশে মাগরিবের নামায জামাআত সহকারে আদায় করে যেমাত্র মসজিদ থেকে বের হলাম আবার একটি মন কাঁপানো ভূমিকম্পের হেঁচড়া টান এল, আর মসজিদের বাকী অংশটুকুও আওয়াজ দিয়ে পড়ে জমিনের সাথে মিশে গেল। এভাবে দ্বিতীয়বারও আশিকানে রাসুলদের জীবন নিরাপদ রইল। “জাতীয় পত্রিকা”র এক কলামিষ্ট এ ঘটনা বর্ণনা করার পর লিখলেন, এ কাফেলা ভাল নিয়তে (অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত সর্বত্র পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য গিয়েছিল) (সম্ভবত) এজন্য আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেন।

যালযালা আ-য়ে গার, আ-কে ছায়ে গার,
ছিরুফ হক ছে ডরে কাফিলে মে চলো।
যালযালা আ-ম থা হার সু কুহরাম থা,
ইসছে লো ইবরতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৭০) শুকনো রুটির টুকরো

যুগ শ্রেষ্ঠ আলিম হযরত সাযিয়দুনা খলীল বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খিদমতে “আহওয়ায” থেকে আমীর (শাসক) সুলাইমান বিন আলীর দূত বিশেষভাবে উপস্থিত হয়ে আরয করল, শাহজাদাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য শাসনকর্তা আপনাকে রাজ দরবারে ডেকেছেন। হযরত সাযিয়দুনা খলীল বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ শুকনো রুটির টুকরো দেখিয়ে জবাব দিলেন, “আমার নিকট যতক্ষণ এ শুকনো রুটির টুকরো থাকবে, ততক্ষণ আমার রাজ দরবারের চাকুরীর কোন প্রয়োজন নেই।”

(রুহানী হিকায়াত, ১ম খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা, রুমী পাবলিকেশন, মারকায়ুল আউলিয়া লাহোর)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

জুসতুজু মে কিউ ফিরে মাল কি মারে মারে
হাম তো হরকার কে টুকড়ো পে পিলা করতে হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রধানমন্ত্রীর দাওয়াত নামা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহর নেক বান্দাগণ ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে কিরূপ দূরত্ব বজায় রাখতেন। অপরদিকে চিন্তা করুন, আজ আমাদের মত লোক যদি রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীর দাওয়াত পেয়ে যাই তবে হাজারো বামেলা ও প্রয়োজনীয় কাজ ত্যাগ করে দেব, আর চাই এক হাজার কিলোমিটার পথ সফর করতে হয়, তাও করে খুব উন্নত পোষাক পরিধান (আল্লাহ্ তায়ালার পানাহ!) করে এসেমিলী হলের মুখোমুখি পৌঁছে সবার আগে লাইনে দাঁড়িয়ে যাব! হায় নফস প্রতিপালন!! কোন ভীষণ অপারগতা ছাড়া শুধুমাত্র পার্থিব ফায়দা ও উচ্চ মর্যাদার মহব্বতের কারণে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ ও অফিসার ইত্যাদির পিছু নেয়া, তাদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা, তাদের থেকে সনদ অর্জন করা, আল্লাহ্ তাআলার পানাহ! তাদের সাথে ছবি তোলা, তারপর এসব ছবি খুব যত্নে সামলিয়ে রাখা, মানুষকে দেখাতে থাকা ও সেসব ঘর কিংবা অফিসে টাঙ্গানো ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যাগুলো নিজের মধ্যে শুধু ধ্বংসই বহন করে নিয়ে আসে কিন্তু এগুলোতে কোন বরকত হয় না। তবে দ্বীনি ফায়দা অর্জনের জন্য অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য যদি তাদের কাছে যেতে হয় তবে অন্য কথা। কারণ যে অসহায় সে অপারগ। কথিত আছে:

بُئْسَ الْفَقِيرُ عَلَى بَابِ الْأَمِيرِ

অর্থাৎ- ফকীরদের (দরবেশ) মধ্যে ঐ ব্যক্তি খুবই নিকৃষ্ট, যিনি ধনীদের দরজায় গমন করেন) এবং

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারানী)

نِعْمَ الْأَمِيرُ عَلَى بَابِ الْفَقِيرِ

অর্থাৎ- ধনীদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি খুবই উত্তম, যিনি ফকীর দরবেশদের দরজায় (গমন করেন)।

(শয়তান কী হিকায়াত, ৭১, ৭২ পৃষ্ঠা, ফরীদ বুক ষ্টল, মারকাযুল আওলিয়া, লাহোর)

উভয় জগতে সফলতা

যাহোক শয়তানের চাল খুবই মারাত্মক। অনেক সময় সে নফসের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে দ্বীনি ফায়দার বিশ্বাস দিয়েও ক্ষমতাসীন লোকদের চরণে রেখে দেয়। এজন্য আল্লাহ তাআলার নেক ও হুশিয়ার বান্দাগণ তাদের থেকে দূরে থাকাকেই নিরাপদ মনে করেন। অন্যের সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার পরিবর্তে, যিনি অল্পে তুষ্টির পথ অবলম্বন করে, তিনি উভয় জগতে সফলকাম। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ, অত্যাচারী ও বিচারকদের প্রতি আল্লাহ ওয়ালাগণ কিরূপ অসন্তুষ্ট থাকতেন, এটার অনুমান এ ঘটনা থেকে করতে পারেন। যেমন-

(৭১) জাগ্রতাবস্থায় ৭৫ বার প্রিয় আক্ষা ﷺ এর দীদার লাভ

হযরত আল্লামা আবদুল ওয়াহাব শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর একটি চিঠি তাঁর এক বন্ধু শায়খ আবদুল কাদির শায়লীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিকট হযরত সাযিয়দুনা আলী খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দেখেছেন। যা ঐ ব্যক্তির জবাবে লিখেছেন যে, বাদশাহর কাছে সুপারিশ করতে যাওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। ঐ চিঠির জবাবে হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী শাফেয়ী লিখেছিলেন, “আমার ভাই! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি এ পর্যন্ত তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতময় খিদমতে জাগ্রতাবস্থায় ৭৫ বার সামনা-সামনি হাযির হয়েছি। যদি বাদশাহ ও ধনীদের নিকট যাওয়াতে নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাক্ষাৎ লাভ করা (দীদার) থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় আমার না থাকত তবে অবশ্যই আমি কেব্লাতে যেতাম এবং বাদশাহর নিকট তোমার জন্য সুপারিশ করতাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

আমি একজন হাদীসের খাদিম, যে সকল হাদীসকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম নিজেদের বিচার-বিশ্লেষণে দুর্বল বলেছেন, সেগুলোর সত্যতা যাচাই করার জন্য আমি হুজুরে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মুখাপেক্ষী (অর্থাৎ আমার আরো অনেকবার হুজুরে পাকের দরবারে যেতে হবে)। আর নিঃসন্দেহে এটার উপকার তোমার নিজস্ব উপকারের উপর প্রাধান্য রাখে।

(মীযানুশ শরীয়াতিল কুবরা, ৪৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! শাসকদের নিকট আসা-যাওয়াতে রুহানিয়্যতের কত বড় ক্ষতিসাধন হতে পারে! এ বিষয়ে আরো একটি ঘটনা শুনুন, যাতে গভর্নরের নিকট যাওয়ার কারণে রুহানিয়্যতের ভীষণ ক্ষতি সাধন হওয়ার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন-

(৭২) না'ত শরীফ পরিবেশনকারীর কেন ক্ষতি হল?

হযরত আল্লামা আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়্যুনা মুহাম্মদ বিন তারীন না'তে রাসুল পরিবেশনের ক্ষেত্রে এমন প্রসিদ্ধ ছিলেন যে, খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে তাঁর জাগ্রতাবস্থায় সাক্ষাৎ হত। যখন তিনি ভোরবেলা পবিত্র রওযায়ে মুবারকে হাযির হলেন তখন রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁর সাথে আপন আলোকিত কবর থেকে কথা বললেন। এ না'ত পরিবেশনকারী কখনও নিজের এ মহান আলাপ-চারিতা অবস্থায় মশগুল ছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আবেদন করল যে, শহরের গভর্নরের নিকট যেন তার নিজের জন্য সুপারিশ করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ গভর্নরের নিকট সুপারিশ করলেন, ঐ গভর্নর তাঁকে নিজের আসনে বসালেন। তখন থেকে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সাথে তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইযযাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাক্ষাতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি সর্বদা হুযূরে আকরাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা পেশ করতে থাকেন কিন্তু সাক্ষাৎ হল না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

একবার একটি শের'র আরয করলে দূর থেকে সাক্ষাত হল। প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন: “জালিমদের মসনদে বসার পরও আমার সাক্ষাৎ চাও, এটার কোন পথ নেই।” হযরত সাযিয়দুনা আলী খাওয়াস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: এরপর ঐ বুয়ুর্গ সম্পর্কে আমরা খবর পাইনি যে, তাঁর সাথে খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাক্ষাৎ হয়েছে কি হয়নি। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁর ইত্তিকাল হয়ে গেল।

(মীযানুশ শরীয়াতিল কুবরা, ৪৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে সমস্ত মানুষ নিজের উপকারের জন্য ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের পিছনে ঘুরে, কখনো কোন মন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি ইত্যাদির ঘরে সুযোগ পেলে যেন উড়তে উড়তে হাযির হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি বেইজ পরিয়ে দেয় বা মুসাফাহা করলে সে ছবি টাঙ্গিয়ে রাখে, অন্যদেরকে দেখায় আর এটা অনেক বড় সম্মান মনে করে, তাদের জন্য পূর্বোল্লিখিত ঘটনায় অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে।

الْعَاقِلُ تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ

অর্থ: বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট

কিছ চীজ কি কমী হয়, মাওলা তেরি গলি মে,
দুনিয়া তেরি গলি মে, উক্বা তেরি গলি মে,
তখতে সিকান্দরী পর উও থুকতে নেহী হে,
বিস্তর লাগা ছয়া হে জিন কা তেরি গলি মে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৭৩) শাহী দস্তরখানার বিপদ

হযরত সাযিয়দুনা কাজী শরীক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ অনেক বড় আলিম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের সাথে মেলা-মেশা থেকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

একবার বাগদাদের খলীফা মাহ্দী আব্বাসী তাঁকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দরবারে ডাকলেন আর অনেক অনুরোধ করলেন, আমার তিনটি বিষয় থেকে যে কোন একটি অবলম্বন করতেই হবে। (১) কাজী (অর্থাৎ-বিচারক) এর পদ গ্রহণ করুন। বা (২) আমার শাহজাদাদের শিক্ষা দিন। অথবা (৩) কমপক্ষে আমার সাথে খাবার হলেও খেয়ে নিন। কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করার পর বললেন: আপনার সাথে খাবার খাওয়া অন্য কাজগুলো অপেক্ষা সহজ। সুতরাং দাওয়াত গ্রহণ করলেন। খলীফা বাবুর্চীকে সর্বোত্তম খাবার তৈরী করার নির্দেশ দিলেন। হযরত সাযিদ্‌না কাজী শরীক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বাদশাহর সাথে শাহী দস্তরখানায় খাবার খেলেন। শাহী বাবুর্চী তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সামনে আরয করল, “হুয়ুর! এখন আর আপনার বাঁচার উপায় নেই। অর্থাৎ- এখন আপনি শাহী জালে ফেঁসে গেছেন, তা থেকে কখনো মুক্তি পাবেন না।” সুতরাং এমনই হল। বাদশাহর সাথে খাওয়ার পর শাহজাদাদের উস্তাদও হয়ে গেলেন এবং কাজীর পদও গ্রহণ করলেন।

(তরীখুল খুলাফা, ২২১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

দুই তৃতীয়াংশ দ্বীন বা ধর্ম চলে যায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকাতেই নিরাপত্তা রয়েছে। তাদের দাওয়াত খাওয়া ও তাদের উপহার সামগ্রী গ্রহণ করাতে আখিরাতে কঠিন বিপদের ভয় রয়েছে। কারণ তাদের দাওয়াত খাওয়া ও উপহার গ্রহণকারীদেরকে তাদের তোষামোদ করা ও অহেতুক তাদের কথায় সাড়া দেয়া থেকে বাঁচা খুবই মুশকিল। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: “যে ব্যক্তি কোন ধনীকে তার সম্পদের কারণে সম্মান করে, তার দুই তৃতীয়াংশ দ্বীন বা ধর্ম চলে যেতে থাকে।” (কাশফুল খিফা, ২য় খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৪২) আ'লা হযরত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এ হাদীসে পাকের ভিত্তিতে বলেন: “দুনিয়ার সম্পদের জন্য বিনয়, আল্লাহ তাআলার খাতিরে বিনয় করা নয়, (সুতরাং) এটা হারাম।” (যাইলুল মুদ্দাআ লিইহসানিল বিআ, ১২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

তোষামোদের নিন্দা

উদ্দেশ্য এ যে, কোন দুনিয়াদার ধনীর শরয়ী অনুমতি ছাড়া শুধুমাত্র তার সম্পদের কারণে বিনয় করা হারাম। আফসোস! শত কোটি আফসোস! এ গুনাহ আজকাল চতুর্দিকে অনেক বেশি ছড়িয়ে আছে। “ধনী ব্যক্তি” সাধারণ মানুষের জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে থাকে। কেননা সম্পদের আধিক্যের কারণে তার একটা বিশেষ প্রভাব থাকে। যদিও সে “সামান্য পরিমাণ বাদাম” পর্যন্ত দেয় না তবুও মানসিক প্রভাবে পরাজিত হয়ে অহেতুক নম্রতা ও তোষামোদ সূলভ ভঙ্গিতে লোকেরা তার সাথে ব্যবহার করে। সরকারে আলা হযরতের সম্মানিত পিতা হযরত আল্লামা মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন; হাদীস শরীফে এসেছে: “মুসলমান তোষামোদকারী হয় না।” আর মিথ্যা প্রশংসা সমূহ এর চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ প্রথমত তোষামোদ, দ্বিতীয়ত মিথ্যা, তৃতীয়ত ঐ ব্যক্তির ক্ষতি। কেননা সামনে প্রশংসা করাকে হাদীসে গর্দান কাটা বলা হয়েছে আর ইরশাদ হয়েছে, “প্রশংসাকারীর (অর্থাৎ-সামনে প্রশংসাকারীর)- মুখে মাটি নিক্ষেপ করো।” বিশেষতঃ যদি প্রশংসাকৃত (অর্থাৎ- যার প্রশংসা করা হল সে) ফাসিক হয়। তাহলে হাদীসে বলা হয়েছে, “যখন ফাসিকের প্রশংসা করা হয় তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ক্রোধান্বিত হন এবং রহমতের আরশ নড়ে উঠে।”

(আহসানুল বিআ লিআদাবিদ দোয়া, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(৭৪) রুগটি দান করার সাওয়াবও পাওয়া গেল

এক বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার মরহুমা ফুফুজানকে স্বপ্নে দেখে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: “ভাল আছি। নিজের আমলের সম্পূর্ণ বিনিময় পাওয়া গেছে। এমনকি ঐ মালিদা (ঘি ও চিনিতে পূর্ণ করা রুগটি) এর সাওয়াবও পাওয়া গেল, যা আমি একদিন গরীবকে আহ্বার করিয়েছিলাম। (শারহুস সুদূর, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৭৫) আঙ্গুরের দানা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ তাআলার কারো অণু পরিমাণ নেকীও নষ্ট করেন না। দেখতে যতই সামান্য বস্তু মনে হোক না কেন তা আল্লাহ তাআলার পথে দান করতে লজ্জা করা উচিত নয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا একবার ভিক্ষুককে একটি আঙ্গুরের দানা দান করলেন। কেউ দেখে অবাক হলে বললেন: এ (আঙ্গুর) থেকেতো অনেক ক্ষুদ্রাংশ বের হতে পারে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

সুতরাং সে অণু পরিমাণ সংকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।

(পারা-৩০, সূরা-যিলযাল, আয়াত-৭)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

﴿٣٠﴾

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে মালীদা (ঘি ও চিনিতে পূর্ণ রুটি) অথবা যেকোন হালাল (পবিত্র) খাবার খাওয়ানো অনেক বড় সাওয়াবের কাজ। যেমন- ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভাভার, রাসূলদের সরদার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ালো, শেষ পর্যন্ত সে পরিতৃপ্ত হয়ে গেল, তাহলে তাকে (অর্থাৎ- যে খাইয়েছেন তাকে) আল্লাহ আরশের ছায়ায় জায়গা দান করবেন।” (মুকারামুল আখলাক লিত তবারানী, ২৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

(৭৬) স্বপ্নে ফুঁক দেয়ার বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ক্ষুধার্তদেরকে খাওয়ানোর আত্মহ লাভের জন্যও সুন্নাতে ভরা জীবন গঠন করার নিমিত্তে আশিকানে রাসূলদের সাথে দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন। রুহানী বরকত লাভের সাথে সাথে শারীরিক ফায়দার মাধ্যমেও إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ প্রাচুর্য্যপূর্ণ হবেন। যেমন- এক ইসলামী ভাইয়ের কিছুটা এরূপ বর্ণনা যে, আমার ভাগিনা আলসারের কারণে ভীষণ কষ্টে ছিল। ডাক্তারও চিকিৎসা করা থেকে অপারগতা প্রকাশ করলেন। সে সুন্নাতে প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করল। যাওয়ার সময় শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল। তার কষ্ট দেখার মত নয়। সে বলল, আমি এ মন-মানসিকতা তৈরী করলাম, মাদানী কাফেলায় আরাম করব না, প্রয়োজনীয় খাবার চাইব না, যা কিছু ঝাল-পানসে পেতাম, তা খেয়ে নিতাম। ঐ ইসলামী ভাই বলেছেন: যখন আমার ভাগিনা রাতে ঘুমাল তখন সে স্বপ্নে একজন বয়স্ক মুবাল্লিগে দাওয়াতে ইসলামীর সাক্ষাত লাভ করল। ঐ মুবাল্লিগ বললেন: “আমি তোমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট।” এরপর হে ভরে শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তার ভীষণ অসুস্থতার কথা বলল। এ কথা শুনে ঐ মুবাল্লিগ তার বুকের উপর আঙ্গুল রেখে ফুঁক দিলেন। যখন আমার ভাগিনা সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হল তখন الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল।

হে শিফা হী শিফা মারহাবা! মারহাবা!

আ-কে খুদ দেখ্ লে কাফিলে মে চলো।

লুটলে রহমতে খুব লে বরকতে,

খাব আচ্ছো দেখে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

(৭৭) অসাধারণ শাহজাদী

হযরত সাযিয়্যুনা শায়খ শাহ্ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর শাহজাদী যখন বিয়ের উপযুক্ত হলেন ও প্রতিবেশী দেশের বাদশাহর পক্ষ থেকে প্রস্তাব এল তবুও তিনি প্রত্যাখান করলেন আর মসজিদে মসজিদে গিয়ে কোন পুণ্যবান যুবকের সন্ধান করতে লাগলেন। এক যুবকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল, যিনি ভালভাবে নামায আদায় করেন আর খুব কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন। শায়খ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি কি বিয়ে করেছ?” তিনি না বলে জবাব দিলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি বিয়ে করতে চাও? মেয়ে কুরআনে মজীদ পড়ে, নামায-রোযায় অভ্যস্ত ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী।” তিনি বললেন: আমার সাথে কে আত্মীয়তা করবে! শায়খ বললেন: “আমি করব। এ নাও কিছু দিরহাম। এক দিরহামের রুটি, এক দিরহামের তরকারী ও এক দিরহামের সুগন্ধি কিনে নিয়ে এসো।” এভাবে শাহ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজের নেক ভাগ্যবতী মেয়ের বিয়ে তার সাথে দিয়ে দিলেন। কনে যখন বরের ঘরে আসলেন তখন তিনি দেখলেন পানির পাত্রের উপর একটি রুটি রাখা আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: এ রুটি কেন? বর বললেন: “এটা গতকালের বাসি রুটি, আমি ইফতার করার জন্য রেখেছি।” একথা শুনে তিনি ফিরে যেতে প্রস্তুত হলেন। এটা শুনে বর বললেন: “আমার জানা ছিল যে, শায়খ শাহ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর শাহজাদী আমার মত গরীবের ঘরে থাকতে পারবেন না। কনে বললেন: “আমি আপনার দারিদ্র্যতার কারণে নয় বরং এজন্য ফিরে যাচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলার উপর আপনার বিশ্বাস খুবই দুর্বল, তাইতো রুটিকে সঞ্চয় করে রেখেছেন।” আমি তো আমার পিতার জন্য অবাক হচ্ছি যে, তিনি আপনাকে সৎচরিত্রের অধিকারী ও পুণ্যবান কিভাবে বললেন! বর একথা শুনে খুবই লজ্জিত হয়ে বললেন: এ দুর্বলতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। কনে বললেন: আপনার অপারগতা আপনি জানেন, তবে আমি এমন ঘরে থাকতে পারি না, যেখানে এক বেলার খাবার জমা রাখা হয়। এখন হয়তো আমি থাকব নয়তো রুটি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

বর সাথে সাথে গিয়ে রুটি দান করে দিলেন আর এরূপ দরবেশ চরিত্রের অসাধারণ শাহজাদীর স্বামী হতে পেরে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করলেন। (রাওয়র রিয়াহীন, ১০৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! তাওয়াক্কুলকারী (আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করা) বান্দাদের কি চমৎকার কার্যকলাপ। শাহজাদী হওয়া সত্ত্বেও এমন জবরদস্ত তাওয়াক্কুল যে, কালকের জন্য খাবার জমা রাখা তার পছন্দ নয়! এসব কিছু পরিপূর্ণ আস্থার বাহার, যে আল্লাহ আজকে খাওয়ালেন তিনি কালকেও নিশ্চয় খাওয়াতে সক্ষম। পশু-পাখী ইত্যাদি কিছু কি জমা করে রাখে! এক বেলা খাওয়ার পর অন্য বেলার জন্য জমা রাখা তাদের বৈশিষ্ট্য নয়। মুরগীর তাওয়াক্কুল খেয়াল করুন। সেটাকে পানি দিন। দেখবেন যতটুকু প্রয়োজন তা পান করে নেয়ার পর পেয়ালায় পা রেখে অবশিষ্ট পানি ফেলে দেবে। মূলতঃ এটা হল নীরব মুবাঞ্জিগা! এটা আমাদের উপদেশ দিচ্ছে যে, “হে লোকেরা! সারা বছরের জন্য জমা করে রাখা সত্ত্বেও তোমাদের তৃপ্তি আসেনা! অপরদিকে আমি একবার পান করার পর দ্বিতীয়বারের জন্য চিন্তামুক্ত হয়ে যাই যে, যিনি এখন পানি পান করিয়েছেন, তিনি পরেও পান করাবেন।”

(৭৮) ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর শিক্ষক

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর উস্তাদ হযরত সাযিয়্যুনা কুবীসা বিন উকবা رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য একদিন কোহিস্তানী অঞ্চলের শাহজাদা নিজের খাদিমসহ হাযির হল। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ঘর থেকে বের হতে যথেষ্ট সময় নিলেন। এতে তার খাদিমেরা ডাক দিয়ে বললেন: “হুযূর! আপনার رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দরজায় মালিকুল জিবাল (অর্থাৎ-পাহাড়সমূহের বাদশাহ) এর শাহজাদা দাঁড়িয়ে আছেন আর আপনি যে ঘর থেকেই বের হচ্ছেন না! এ কথা শুনে হযরত সাযিয়্যুনা কুবীসা رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ রুটির কিছু শুকনো টুকরো নিয়ে বাইরে আসলেন আর তা দেখিয়ে বললেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এতটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, মালিকুল জিবালের সাথে এর কি কাজ? আল্লাহ তাআলার শপথ! আমি তার সাথে কথাও বলব না। এটা বলে তিনি দরজা বন্ধ করে নিলেন।

(তায়কিরাতুল হুফফায, ১ম খন্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

অল্পে সন্তুষ্টিতে সম্মান রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে সাদা-সিধে পথ অবলম্বন করে সাধারণ খাবার ও পোষাকে তুষ্ট থাকে, তার দৌলতের প্রয়োজন হয় না ধনী ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। সম্পদের লোভ করা ঠিক নয়। এতে করে সব সময় তার সম্পদ উপার্জনের উদ্দেশ্য চেপে বসে। যে এতে আক্রান্ত হয় সে কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। সর্বদা ধন অর্জনের ধ্যান তার ঘাড়ে চেপে বসে থাকে। অবশেষে তার মৃত্যু এসে পড়ে। যেমন হযরত মাওলায়ে কাযিনাত, আলী মুরতাজা শেরে খোদা আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “যে অল্পে তুষ্ট হল, সে সম্মান লাভ করল আর যে লোভ লালসা করল, সে অপমানিত হল।”

(রুহানী হিকায়াত, ১ম খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা, রুমী পাবলিকেশন্স, মারকায়ুল আউলিয়া, লাহোর)

দুনিয়াকে ত্যাগ করো

হযরত সাযিদ্দুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর বর্ণনা হচ্ছে, নবী করীম, রউফুর রহীম, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকে ইরশাদ করেছেন: “হে আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ! যখন তোমার প্রচন্ড ক্ষুধা লাগে তখন একটি রুটি ও এক পেয়ালা পানি দিয়ে জীবন যাপন করো আর বলে দাও যে, আমি দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীকে ত্যাগ করছি।”

(আল কামিল ফী দোয়াফাইর রিজাল, ৮ম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

অন্যের সম্পদ থেকে বিমুখ হয়ে যাও

হযরত সাযিয়দুনা আবু আইযুব আনসারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, এক গ্রাম্য ব্যক্তি তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সামনে হাযির হয়ে আরয করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকে একটি সংক্ষিপ্ত অসিয়ত করুন! ইরশাদ করলেন: “যখন নামায পড় তখন জীবনের শেষ নামায (মনে করে) পড় ও কখনো এমন কথা বলো না, যার জন্য কালকে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হয় এবং মানুষের নিকট যা কিছু আছে তা থেকে বিমুখ হয়ে যাও।” (সুনানে ইবনে মাজ্জাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪১৭১)

কারো কিছু না নেয়াই উত্তম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্যের সম্পদের আশায় থাকা। যেমন সে আমাকে খুব ভালবাসে। নিজেই আমাকে প্রস্তাব দেয় যে, যখনই কিছু প্রয়োজন হয়, বলে দিও। এজন্য কখনো কিছু প্রয়োজন হলে তার কাছ থেকে চেয়ে নেব, সে কখনো না বলবে না ইত্যাদি আশা সবই মূল্যহীন। কারণ মানুষের মন পরিবর্তন হতে থাকে। মনে রাখবেন! “দাতা” গ্রহীতা এর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। অবশ্যই যদি কেউ কিছু দিতে চায় আর আপনি গ্রহণ না করেন তবে অবশ্যই আকৃষ্ট হবে। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, “আরাম-আয়েশ কয়েক মুহুর্তের, যা অতিবাহিত হয়ে যাবে। আর কিছুদিনের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে। নিজের জীবনে অল্পে তুষ্টির পথ অবলম্বন কর, সন্তুষ্ট থাকবে। আর নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ কর, স্বাধীনভাবে জীবন কাটবে। অনেক সময় স্বর্ণ বা ইয়াকুত ও মুক্তার কারণে মৃত্যু (ডাকাত দ্বারা) আসে।” (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

কারো মুখাপেক্ষী হয়োনা

হযরত সাযিদ্‌দুনা মুহাম্মদ বিন ওয়াসি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ শুকনো রুটি পানি দিয়ে ভিজিয়ে খেতেন আর বলতেন, “যে ব্যক্তি এর উপর সন্তুষ্ট থাকে, সে কারো মুখাপেক্ষী হয় না।” (প্রাগুক্ত, ২৯৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

পেটতো এক বিঘত পরিমাণই

হযরত সাযিদ্‌দুনা সামীত বিন আজলান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: হে মানব! তোমার পেট খুব ছোট। অর্থাৎ-শুধুমাত্র এক বিঘত পরিমাণ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, অতএব সেটা তোমাকে কেন দোষখে নিয়ে যাবে? কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সম্পদ কী? তিনি জবাব দিলেন, বাহিক্যভাবে ভাল অবস্থায় থাকা, আভ্যন্তরীণভাবে মধ্যপস্থা অবলম্বন করা ও যা কিছু মানুষের কাছে আছে তা থেকে নিরাশ হওয়া।” (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯৮)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন তার দু’টি অভ্যাস জোয়ান (যুবক) হয়ে যায় (আর তা হল) সম্পদের লোভ ও বয়সের লোভ।” (সহীহ মুসলিম, ৫২১ পৃষ্ঠা, হাদীস-১০৪৭)

শুধুমাত্র কবরের মাটি দিয়েই পেট ভর্তি হবে

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যদি মানুষের জন্য সম্পদের দুইটি উপত্যকা হয় তবে তারা তৃতীয় উপত্যকার আশা করবে, আর মানুষের পেটকেতো শুধুমাত্র মাটিই ভরে দিতে পারে। আর যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ তাওবা কবুল করেন।”

(সহীহ মুসলিম, ৫২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০৫০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

সেট জী কো ফিকর থী এক্ এক্ কে দশ দশ কীজিয়ে,
মওত আ-পৌহছি কেহ মিস্টার জান ওয়াপিছ কীজিয়ে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৭৯) একশত রুটি

হাফিয়ুল হাদীস হযরত সাযিয়দুনা হাজ্জাজ বাগদাদী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যখন ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের জন্য সফরে বের হচ্ছিলেন তখন তাঁর সম্মানিতা মাতা رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ একশত নানরুটি একটি মাটির পাত্রে ভর্তি করে তাঁর সাথে দিলেন। তিনি মহান মুহাদ্দিস হযরত সাযিয়দুনা শাবাবা رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বরকতময় দরবারে হাযির হয়ে ইলমে হাদীস পড়ায় ব্যস্ত হলেন। রুটিতো আম্মীজান দিয়েই দিয়েছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তরকারীর ব্যবস্থা নিজেই করলেন আর ঐ তরকারীও এমন, যা শত শত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরও সর্বদা তাজাই তাজা। আর বরকত এমন যে, কখনো এতে কমতিও হল না। ঐ আশ্চর্যজনক তরকারী কী? দজলা নদীর পানি। প্রতিদিন একটি নান রুটি দজলা নদীর পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিতেন, আর দিন-রাত অত্যন্ত চেষ্টার সাথে সবক পড়তে থাকেন। যখন ঐ একশত নানরুটি শেষ হয়ে গেল তখন অপারগ হয়ে সম্মানিত উস্তাদ থেকে বিদায় নিতে হল।” (তাযকিরাতুল হুফফায়, ২য় খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আগের যুগে আমাদের উলামায়ে কিরাম رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى দ্বীনি জ্ঞানার্জন করার জন্য কিরুপ ত্যাগ স্বীকার করতেন। আহ! আজকের যুগ যে, থাকা-খাওয়ার সুবিধা সহকারে দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়, তবুও মানুষ পড়ার জন্য প্রস্তুত নেই। দ্বীনি জ্ঞানার্জন করাতে নিশ্চয় উভয় জগতের অনেক কল্যাণ রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

মনে করুন, যদি কোন মাদ্রাসা বা জামিয়াতে স্থায়ীভাবে ভর্তি হওয়ার ব্যবস্থা না হয় তবে দা'ওয়াতে ইসলামীর যে কোন মাদানী তরবিয়্যাত গাহতে কমপক্ষে ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যাতী কোর্স হলেও করে নিন। মাদানী তরবিয়্যাতী কোর্সেও কি চমৎকার বাহার। যেমন-

(৮০) এলার্জি ঠিক হয়ে গেল

এক ইসলামী ভাইয়ের অনেকটা এরকম বর্ণনা হচ্ছে, “আমার শরীরে এলার্জি ছিল। রোগ ও ঠান্ডায় ভীষণ কষ্ট হত। এছাড়া যখন বৃষ্টি হত তখন আমি ব্যথার তীব্রতায় পানি ছাড়া মাছের ন্যায় ছপফট করতাম। আমাকে এক আশিকে রাসূল দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে থেকে তারবিয়্যাতী কোর্স করার পরামর্শ দিলেন। তাই দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায বাবুল মদীনা করাচীর ফয়যানে মদীনাতে ২০০৪ সালের ১৯ নভেম্বরে শুরু হওয়া ৬৩ দিন ব্যাপী তারবিয়্যাতী কোর্সে ভর্তি হলাম। আমি অবাক হলাম যে, অনেক ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করানো ও অনেক টাকা-পয়সা খরচ করার পরও এলার্জির যে বিষাক্ত রোগ অনেক দিন থেকে শেষ হওয়ার কোন নাম গন্ধও নেই, তা আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শে থেকে ৬৩ দিনের তরবিয়্যাতী কোর্স করার বরকতে দূর হয়ে গেল।

দা'ওয়াতে ইসলামী কি কায়্যাম, দো-নো জাহা মে মচ্ যা-য়ে ধুম,
ইছপে ফিদা হো বাচ্চা বাচ্চা ইয়া আল্লাহ্ মেরি ঝুলি ভরদে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

তরবিয়্যাতী কোর্স কি?

আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শে ৬৩ দিনের তরবিয়্যাতী কোর্স আখিরাতের জন্য এরূপ লাভজনক যে, এতে যা কিছু শিক্ষা পাওয়া যায় সেটার ব্যাপারে বিস্তারিত জানার পর সম্ভবত দ্বীনের প্রতি অনুরাগী প্রতিটি মুসলমান এটা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায়! এমন যদি হত! আমারও ৬৩ দিনের তরবিয়্যাতী কোর্স করার সৌভাগ্য অর্জন হত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

বাবুল মদীনা ছাড়াও অন্যান্য দেশে ও শহরে তরবিয়্যাতী কোর্সের ধারাবাহিকতা চালু রয়েছে। এতে ঐ ধরনের অনেক জ্ঞান অর্জিত হয় যা শিখা প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক বোধসম্পন্ন মুসলমানের জন্য ফরয। দ্বীনি জ্ঞানার্জনের অগণিত ফযীলত রয়েছে। যেমন তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয়যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে (দ্বীনের) জ্ঞানার্জন করল, এটা তার পূর্বের গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যায়।” (জামি তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৬৫৭) কাফফন ও দাফন, জানাযার নামায ও দুই ঈদের নামাযের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মাদানী কায়িদার মাধ্যমে মাখরাজ সহকারে শুদ্ধভাবে কুরআনে কারীম শিক্ষা দেয়া হয় ও কুরআনে কারীমের শেষ ২০টি সূরা মুখস্ত ও সুরাতুল মূলকের অনুশীলন করানো হয়। আর কুরআনে কারীম শিখার ফযীলত সম্পর্কে কী বলব! যেমন-

বাচ্চাকে নাযারা কুরআন পড়ানোর ফযীলত

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি নিজের সন্তানকে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত শেখায়, এর কারণে তার আগে পরে সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।” (মাজমাউযযাওয়ানিদ, ৭ম খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১২৭১) তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয়যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি যৌবনে কুরআন শিক্ষা করে, কুরআন তার মাংস ও রক্তে মিশে যায় আর যে এটা বৃদ্ধ বয়সে শিখে সে কুরআন বারবার ভুলে যায় এবং তা সত্ত্বেও সে এটা ত্যাগ করে না তবে তার জন্য দুইটি সাওয়াব।” (কানযুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৭৮)

তরবিয়্যাতী কোর্সে চরিত্রের প্রশিক্ষণ

তরবিয়্যাতী কোর্সে চারিত্রিক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে এসব বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া হয়। (১) সত্যবাদিতা, (২) সহনশীলতা, (৩) ধৈর্য, (৪) নম্রতা, (৫) ক্ষমা প্রদর্শন,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(৬) কথা-বার্তা বলার ধরণ, (৭) গীবতের ধ্বংসলীলা ও (৮) ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টির নিয়ম ইত্যাদি। মাদানী কাফেলার জাদওয়াল (রুটিন)-এর উপর আমল করিয়ে মাদানী কাফেলা প্রস্তুত করার নিয়ম, দরস, বয়ান, এলাকায়ি দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত এছাড়া বিশেষতঃ দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের জান “ইন্ফিরাদী কৌশিশ” এর ধরণ, মাদানী ইনআমাতের কার্যবিধি, নিয়ম শিক্ষা দেয়া হয়। তরবিয়্যাতি কোর্সের সময় কিছুদিন পরপর তিন দিনের জন্য এবং কোর্স শেষ হওয়ার পূর্বে ১২ দিনের জন্য আশিকানে রাসুলদের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্যও লাভ হয়। ১২ দিনের মাদানী কাফেলা থেকে ফেরার পর একদিন পরীক্ষার প্রস্তুতি, দ্বিতীয় দিন পরীক্ষা ও তৃতীয় দিন বিদায়ী দোয়াএবং সালাত ও সালামের সাথে ৬৩ দিনের তরবিয়্যাতি কোর্স শেষ হয়ে যায়। তরবিয়্যাতি কোর্সের যে বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে এগুলো ছাড়াও আরো অনেক কিছুর শিক্ষা পাওয়া যায়। আর আশিকানে রসুলের সংস্পর্শের নেয়ামত পাওয়া যায়। তরবিয়্যাতি কোর্সের কল্যাণে অনেক বিপথগামী মানুষ নামাযী ও সত্যিকার মুসলমান হয়ে বিদায় নেন এবং সমাজে মর্যাদা লাভ করেন। সুতরাং যার সুযোগ হয়, তার অবশ্যই তরবিয়্যাতি কোর্সের মাধ্যমে দ্বীনি জ্ঞানার্জন করে নেয়া উচিত। আল্লাহ তাআলার প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে, “কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আফসোস হবে তার, যে দুনিয়াতে (দ্বীনি) জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেল কিন্তু সে অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তির হবে, যে জ্ঞানার্জন করল আর তার থেকে শুনে অন্যরা (তা আমল করে) লাভবান হল কিন্তু সে নিজে (তার জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে) লাভবান হল না। (আল জামিউস সগীর, ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০৫৮) যারা পরিপূর্ণ ৬৩ দিন সময় দিতে পারবেন না, তার মাদানী মরকয-এ যোগাযোগ করুন। তাদের জন্য অল্পদিনেরও ব্যবস্থা হতে পারে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ وَعَلَىٰ آلِيَّ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

(৮১) একের বিনিময়ে দশ

হযরত সাযিয়্যুনা আবু জাফর বিন খাত্তাব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমার দরজায় এক ভিক্ষুক এসে কিছু চাইল, আমি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম: “তোমার কাছে কিছু আছে?” জবাব দিল, “৪টি ডিম আছে।” বললাম: “ভিক্ষুককে দিয়ে দাও।” সে দিয়ে ফেলল। ভিক্ষুক ডিম পেয়ে চলে গেল। এর কিছু সময় পর, আমার এক বন্ধু খাঁচা ভর্তি ডিম পাঠাল। আমি তাকে (স্ত্রীকে) জিজ্ঞাসা করলাম: “তাতে কতগুলো ডিম আছে?” তিনি বললেন: “ত্রিশটি”। আমি বললাম: “তুমি তো ফকিরকে ৪টি ডিম দিয়েছিলে, এ ত্রিশটি কোন হিসাবে আসল! বলল: “ত্রিশটি ঠিক আছে আর দশটি ভাঙ্গা।” হযরত সাযিয়্যুনা শায়খ আল্লামা ইয়াফিঈ ইয়ামানী رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: অনেক হযরত এ ঘটনা সম্পর্কে এটা বর্ণনা করেন যে, ভিক্ষুককে যে ডিম দেয়া হয়েছিল তাতে তিনটি ডিম ঠিক ও একটি ভাঙ্গা ছিল। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি ডিমের বিনিময়ে দশটি করে দান করেছেন। ভাল বিনিময়ে ভাল ও ভাঙ্গার বিনিময়ে ভাঙ্গা।

(রাওযুর রিয়াহীন, ১৫১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার রহমতের প্রতি উৎসর্গ হোন! তিনি মুসলমানদেরকে পরকালেতো প্রতিদান দেবেনই, কখনো দুনিয়াতেও দান করেন আর অনেক সময় কাউকে খোলা চোখে দেখান আর এতে তার উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। যেমন- এইমাত্র উপরোল্লিখিত ঘটনায় আপনারা লক্ষ্য করলেন, হাতোহাত একের বিনিময়ে দশগুণ ডিম পাওয়া গেল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে ব্যক্তি একটা সৎকর্ম করবে, তবে তার জন্য তদানুরূপ দশগুণ রয়েছে। (পারা-৮, সূরা-আনআম, আয়াত-১৬০)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ
فَلَهُ عَشْرُ امْتِثَالِهَا

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

এ আয়াতে মুবারাকার ভিত্তিতে সাদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সাযি়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ যে একটি সৎকাজ করবে তাকে দশটা সৎকাজের প্রতিদান দেয়া হবে আর এটা চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণের পদ্ধতি অনুসারে নয়; বরং আল্লাহ তাআলা যাকে যত দিতে চান তাকে ততই তার সৎকর্মে প্রতিদান বৃদ্ধি করবেন, ১ এর বদলা ৭০০ দিবেন অথবা হিসাব ছাড়া দান করবেন। মূল কথা হচ্ছে, সৎকর্ম সমূহের প্রতিদান শুধু দয়াই। (খাযাইনুল ইরফান, পৃষ্ঠা ২৪১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৮-২) উপবাসের বিনিময়

হযরত সাযি়দুনা শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ একদিন নিজের ৪০জন মুরীদের কাফেলার সঙ্গে বাগদাদ শহর থেকে বাইরে গেলেন। এক জায়গায় পৌঁছে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: “হে লোকেরা! আল্লাহ তাআলা নিজের বান্দাদের রিযিকের যিম্মাদার। অতঃপর তিনি ২৮ নং পারার সূরা তালাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে কারীমার এ অংশটুকু তিলাওয়াত করলেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেবেন। এবং তাকে সেখান থেকে জীবিকা দেবেন, যেখানে তার কল্পনাও থাকে না এবং যে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে, তবে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।” (পারা-২৮, সূরা-তালাক, আয়াত-২, ৩)

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ^ط

এটা বলার পর মুরীদদের সেখানেই রেখে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কোথাও চলে গেলেন। সমস্ত মুরীদ তিনদিন পর্যন্ত সেখানে ক্ষুধার্ত অবস্থায় পড়ে রইলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

চতুর্থ দিন হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু বকর শিবলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ফিরে আসলেন আর বললেন: “হে লোকেরা! আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জন্য রিয়ক তালাশের অনুমতি দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
তিনিই হন, যিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠাকে সুগম করে দিয়েছেন, সুতরাং সেটার রাস্তাগুলো দিয়ে চলো এবং আল্লাহ তাআলার জীবিকাগুলো থেকে আহার করো।” (পারা-২৯, সূরা-মুলক, আয়াত-১৫)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا
فِي مَنَاكِبِهَا وَ
كُلُوا مِن رِّزْقِهِ

এজন্য তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে পাঠিয়ে দাও। আশা করি সে কিছু না কিছু খাবার নিয়ে আসবে। মুরীদেরা এক নিঃশব্দ ব্যক্তিকে বাগদাদ শহরে পাঠালেন। অলি-গলিতে ঘুরতে থাকলেন কিন্তু রুজি পাওয়ার কোন পথ বের হল না। ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে গেলেন। কাছেই এক খ্রীষ্টান ডাক্তারের চেম্বার ছিল। সে ডাক্তার খুব অভিজ্ঞ নাকবায় (অর্থাৎ-নাড়ী টিপে যে চিকিৎসক অনুভব করতে পারে) ছিলেন। শুধুমাত্র নাড়ী দেখে রোগীর অবস্থা নিজেই বলে দিতেন। সবাই চলে গেলে তিনি এ দরবেশকেও রোগী মনে করে ডাকলেন আর নাড়ী দেখার পর রুটি, তরকারী ও হালুয়া আনালেন এবং তা দিয়ে বললেন: আপনার রোগের এটাই ঔষধ। দরবেশ ডাক্তারকে বললেন: “এ ধরনের আরো ৪০ জন রোগী আছে।” ডাক্তার কর্মচারীদের মাধ্যমে ৪০ জন লোকের জন্য এ ধরনের খাবার আনিয়ে দরবেশের সাথে পাঠিয়ে দিলেন আর নিজেও চুপে চুপে পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন। খাবার যখন সায়্যিদুনা শায়খ আবু বকর শিবলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর সামনে হাযির করা হল তখন তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ খাবারে হাত লাগিয়ে বললেন: “দরবেশ! এ খাবারে আশ্চর্য রহস্য গোপন রয়েছে।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

খাবার আনয়নকারী দরবেশ সম্পূর্ণ ঘটনা বললেন। শায়খ বললেন: “এ খ্রীষ্টান আমাদের সাথে এরূপ উত্তম আচরণ করেছেন। আমরা কি এটার কোন প্রতিদান না দিয়ে এমনি খাবার খেয়ে নেব?” মুরীদেরা আরয করলেন: “আলীজাহ! আমরা নিঃস্ব লোক তাকে কি দিতে পারি!” হযরত সাযিয়দুনা শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: “খাবার খাওয়ার আগে তার জন্য দোয়াতো করতে পারি।” তাই দোয়া করা হল। সাথে সাথে দোয়ার বরকত প্রকাশ হল আর তা হল এরূপ যে, “খ্রীষ্টান ডাক্তার যিনি সমস্ত কথা লুকিয়ে শুনছিলেন তার মনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হল! তিনি তৎক্ষণাৎ নিজেকে সাযিয়দুনা শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দরবারে পেশ করে দিলেন, তাওবা করে কলেমায়ে শাহাদাত পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন এবং শায়খের মুরীদদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উচ্চ মর্যাদা লাভ করলেন। (রাওযুর রিযাহীন, ৮১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ

ওলীর খিদমত দামী বানিয়ে দেয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَتُهُمُ اللهُ تَعَالَى এর নেকীর দাওয়াতের ধরন কিরূপ অসাধারণ হয়ে থাকে! তাঁদের খিদমতকারী কখনও খালি ফিরে না। এটা জানা গেল, যখন কেউ উত্তম ব্যবহার করে তখন তার জন্য দোয়া করা উচিত। এছাড়া যদি কোন কাফিরও উপকার করে তবে তার জন্য হিদায়াতের দোয়া করা উচিত। হযরত সাযিয়দুনা শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ও তাঁর মুরীদদের হিদায়াতের দোয়া কাজে এসে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তাঁদের খিদমতকারী খ্রীষ্টান ডাক্তার ঈমানের দৌলত লাভ করল।

দুআয়ে ওলীমে উও তা'হীর দেখি,
বদলতি হাজারো কি তকদীর দেখি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

এক লোকমার বিনিময়ে তিন ব্যক্তি জান্নাতী

ঐ খ্রীষ্টান ডাক্তার মিসকিন মনে করে খাবার পেশ করলেন আর ঈমানের নেয়ামত লাভে সৌভাগ্যশালী হলেন। তাহলে যদি কোন মুসলমানও মিসকিনকে খাবার খাওয়ায় তবে সেও জান্নাতের হকদার সাব্যস্ত হবেন। যেমন ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “এক লোকমা রুটি ও এক মুষ্টি খুরমা (অর্থাৎ-খেজুর, শুকনো খেজুর ও তদানুরূপ অন্য কোন বস্তু, যা দ্বারা মিসকীন উপকৃত হয়। সেগুলোর কারণে আল্লাহ তাআলা তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করান, একজন হচ্ছেন ঘরের মালিক যিনি নির্দেশ দিয়েছেন, দ্বিতীয় হচ্ছেন স্ত্রী, যে তা প্রস্তুত করেন, তৃতীয় হচ্ছেন খাদিম, যে মিসকীনকে দিয়ে আসেন। অতঃপর নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদের খাদিমদেরও বাদ দেননি।”

(আল মুআযযামুল আওসাত লিত তাবারানী, ৪র্থ খন্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৩০৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

অন্যদেরকে খাবার খাওয়ানোর ফযীলত সম্পর্কিত আরো ৫টি হাদীস শরীফ শুনুন: (১) তোমাদের মধ্যে উত্তম সে, যে খাবার খাওয়ায়। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৯৮৪) (২) ক্ষমা প্রাপ্তিতে ওয়াজিবকারী কাজসমূহের মধ্যে খাবার খাওয়ানো ও সালামকে ব্যাপক করা রয়েছে। (মোকারিমুল আখলাক লিত তাবারানী, ৩৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৫৮) (৩) যতক্ষণ বান্দার দস্তুরখানা বিছানো থাকে, ফিরিশতাগণ তাঁর উপর রহমত অবতীর্ণ করতে থাকেন। (শুউবুল ঈমান, ৭ম খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯৬২৬) (৪) যে নিজের ইসলামী ভাইয়ের ক্ষুধা মেটানোর ব্যবস্থা করে ও তাকে খাবার খাওয়ায়, এমনকি সে পরিতৃপ্ত হয়ে যায় তবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। (মাজমাউয যাওয়য়িদ, ৩য় খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৭১৯) (৫) যে ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ালো আল্লাহ তাআলা তাকে আরশের ছায়াতলে জায়গা দান করবেন। (মোকারিমুল আখলাক লিত তাবারানী, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতেবিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে খাবার খাওয়ানোর সুন্নাতগুলো শিখার আত্রহ মিলে ও প্রচুর দ্বীনি জ্ঞান অর্জন হয়। এছাড়া আশিকানে রাসুলদের বরকতে অনেক সময় কাফির ইসলাম লাভে ধন্য হয়ে থাকে। যেমন-এক ঈমান তাজাকারী ঘটনা লক্ষ্য করুন।

(৮-৩) মাদানী কাফেলার অসাধারণ মুসাফির

বান্দারাহ, বোম্বাই, ভারতের এক ইসলামী ভাইয়ের অনেকটা এরকম বর্ণনা হচ্ছে, “আমি পথ চলার সময় রাস্তার ধারে কিছু মানুষকে একত্রে দাঁড়ানোবস্থায় দেখলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম কোন এক যুবক একটি কিতাব থেকে যাতে স্পষ্ট অক্ষরে ফয়যানে সুন্নাত লেখা ছিল, পড়ে পড়ে কিছু একটা শূনাচ্ছিলেন। আমীর দাঁড়িয়ে গেলাম। তার কথাগুলো আমার খুবই ভাল লাগল। শেষে তাদের মধ্য থেকে একজন নিজে এগিয়ে আমার সাথে অত্যন্ত মুহাব্বত সহকারে সাক্ষাত করলেন এবং ইন্ফিরাদী কৌশিশ করে অনুরোধ করে আমাকে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফরের দাওয়াত দিলেন। দরসের শব্দগুলো এখনো আমার কানে সুন্দরভাবে আসছিল, তাই আমি হঠাৎ করে হ্যাঁ বলে ফেললাম এবং সত্যি সত্যি দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসুলদের সাথে তিনদিনের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। মাদানী কাফেলায় আমার ঐ অবস্থা ও প্রশান্তি অর্জিত হল যে, বলার মত নয়। অবশেষে সাহস করে একজন মুবাল্লিগের সামনে আমি আমার গোপন রহস্য ফাঁস করেই দিলাম, আমি অমুসলিম, এতদিন পর্যন্ত কুফরের অন্ধকারে পথহারা হয়ে চলেছি। আপনাদের দরস ইন্ফিরাদী কৌশিশ ও মাদানী কাফেলায় উত্তম চরিত্রের ভরপুর প্রদর্শনী আমার অন্তর মোহিত করল। মেহেরবানী করে আমাকে মুসলমান করে নিজেদের করে নিল। ﷺ তাওবা করে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। এটা ২০০৪ সালের ডিসেম্বরের ঘটনা। এই ঘটনা বর্ণনা দেয়ার সময় অর্থাৎ ২০০৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সর্বমোট ৪ মাসে আমি দাঁড়ি বাড়ানো শুরু করে দিয়েছি,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আজ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

মাথায় সর্বদা সবুজ ইমামার তাজ সাজিয়ে রাখার অভ্যাস করে নিয়েছি এবং এ সময় দাঁওয়াতে ইসলামী ওয়ালা আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় ৬৩ দিনের জন্য মুসাফির হয়ে গেলাম।

আও আয় আশিকে, মিলকে তবলীগে দ্বী,
কাফিরো কো করে, কাফিলে মে চলো।
সুন্নাতে আ-ম হো, আ-ম নেক কাম হো।
ছব করে কৌশিশেঁ, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৮৪) বাগদাদের ব্যবসায়ী

বাগদাদ শরীফের এক ব্যবসায়ী আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى এর প্রতি খুবই ঘৃণাপোষণ করত। একদিন হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে জুমার নামায পড়ে তাড়াতাড়ি বের হতে দেখে মনে মনে বলতে লাগল যে, দেখোতো! এটা ওলী হয়ে ঘুরে! এটা নাকি ওলী! অথচ মসজিদে তার মন বসে না, তাইতো নামায পড়ে সাথে সাথে বাইরে বেরিয়ে গেল। ঐ ব্যবসায়ী এসব কিছু ভেবে ও বলে তার পিছনে চলতে লাগল। হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এক রুটিওয়ালা থেকে রুটি কিনে শহরের বাইরের দিকে চললেন। ব্যবসায়ী এটা দেখে আরো রাগান্বিত হল ও বলল: এ ব্যক্তি শুধুমাত্র রুটির জন্য মসজিদ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছে আর এখন শহরের বাইরে কোন সবুজ প্রান্তরে বসে খাবে। ব্যবসায়ী পিছু পিছু চলাতে লাগল আর এমন মন-মানসিকতা তৈরী করল যে, যেমাত্র বসে সে রুটি খেতে শুরু করবে, আমি জিজ্ঞাসা করব যে, ওলী কি এরূপ হয়ে থাকে যে রুটির খাতিরে মসজিদ থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসে! তাই ব্যবসায়ী পিছু নিল, শেষ পর্যন্ত হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কোন একটি গ্রামে গিয়ে একটি মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে একজন অসুস্থ ব্যক্তি শোয়াবস্থায় ছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

হযরত সাযিয়্যদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ঐ রোগীর মাথার সামনে তাকে নিজ হাতে রুটি খাওয়ালেন। ব্যবসায়ী এ ঘটনা দেখে অবাক হল। অতঃপর গ্রাম দেখার জন্য বাইরে আসল। কিছুক্ষণ পর যখন পুনরায় মসজিদে আসল তখন দেখল যে, রোগী সেখানে শোয়াবস্থায় আছে কিন্তু হযরত সাযিয়্যদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সেখানে নেই। সে রোগীকে জিজ্ঞাসা করল, “তিনি কোথায় গেলেন?” সে বলল, “তিনিতো বাগদাদ শরীফ চলে গেছেন।” ব্যবসায়ী জিজ্ঞাসা করল, “বাগদাদ এখান থেকে কতদূর?” সে বলল: “চল্লিশ মাইল।” ব্যবসায়ী ভাবতে লাগল যে, “আমি বড় মুশকিলে ফেঁসে গেছি যে, তাঁর পিছনে এত দূরে চলে আসলাম আর আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, আসার সময় কিছু বুঝতেই পারিনি কিন্তু এখন কিভাবে ফেরা যাবে? এরপর সে জিজ্ঞাসা করল যে, “তিনি আবার কখন এখানে আসবেন?” বলল: “আগামী জুমাতে। ব্যবসায়ী সেখানে থেকে গেল। যখন জুমা আসল তখন হযরত সাযিয়্যদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজের সময়মত আসলেন ও রোগীকে রুটি খাওয়ালেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এ ব্যবসায়ীকে বললেন: “আপনি আমার পিছনে কেন এসেছেন?” ব্যবসায়ী বিনয়ের সাথে আরম্ভ করল, “হয়র! আমার ভুল হয়েছে!” বললেন: “উঠুন আর আমার পিছনে পিছনে চলে আসুন। সুতরাং, সে হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর পিছনে পিছনে চলতে লাগল আর একটু পরেই বাগদাদ শরীফ পৌঁছে গেল। হযরত সাযিয়্যদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর জীবন্ত কারামত দেখে বাগদাদের ব্যবসায়ী আওলিয়ায়ে কিরামের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা থেকে তাওবা করল এবং এরপর থেকে এসব পবিত্র মানুষদের প্রতি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাসী হয়ে গেল। (রাওযুর রিযাহীন, ১১৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

খারাপ ধারণা অপবিত্র মন থেকে আসে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা হারাম। আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, “খারাপ ধারণা অপবিত্র মন থেকে সৃষ্টি হয়।” (ফতোওয়া রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা) বিশেষতঃ আল্লাহ ওয়ালাদেরকে কখনো ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। এসব পবিত্র মানুষের কাজ-কর্মে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি, আন্তরিকতা ও তাঁদের অন্তরে খোদার সৃষ্টির প্রতি মায়া থাকে আর এসব পবিত্র মানুষ একদিনের সফর এক পলকে অতিক্রম করতে পারেন। অনেক সময় খারাপ ধারণার শাস্তি দুনিয়াতে সাথে সাথেই মিলে যায়। যেমন-

(৮৫) খারাপ ধারণার শাস্তি

একবার হাঁড় কাঁপানো ঠান্ডায় হযরত সাযিদ্দুনা শায়খ আবুল হুসাইন নূরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খাদিমা (সেবিকা) যায়তূনা, দুধ ও রুটি নিয়ে হাযির হল। ঐ সময় হাত শুকানোর জন্য পাশে কয়লা রাখা ছিল, যা তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ওলট-পালট করছিলেন। কয়লার কালো রং হাতে লাগা ছিল আর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খাওয়া শুরু করে দিলেন। ইতিমধ্যে কয়লায় আগুন বেড়ে গেল। দুধ তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হাতের উপর পড়তে লাগল। সে মনে মনে ধারণা করল, ইনি কেমন ওলী, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা তাঁর মধ্যে নেই! এরপর যখন কোন কাজে হযরতের ঘর থেকে সে বের হল তখন হঠাৎ এক মহিলা তার সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ল আর বলতে লাগল তুমিই আমার কাপড়ের পুটলী চুরি করেছ এবং তাকে টেনে হেঁচড়ে নগর-রক্ষকের কাছে নিয়ে গেল। হযরত সাযিদ্দুনা শায়খ নূরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ জানতে পেরে কোতোয়ালীতে (থানায়) সুপারিশ করার জন্য গেলেন। নগর-রক্ষক বললেন: “আমি তাকে কিভাবে ছাড়ব, তার প্রতি চুরির অভিযোগ হয়েছে! এরই মধ্যে এক বাদী সেখানে কাপড়ের পুটলী নিয়ে আসল,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

আর হযরত কাপড় তার মালিকাকে দিলেন এবং যায়তুনাকে বললেন: “ভবিষ্যতে খারাপ ধারণা করবে যে, ওলীআল্লাহ্ কিভাবে অপরিষ্কার হয়?” যায়তুনা বলল: “আমি কু-ধারণার শিক্ষা পেয়ে গেছি, ভবিষ্যতের জন্য আমি তাওবা করছি। (রাওজুর রিয়াহীন, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

খারাপ ধারণা করা হারাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সাথে সাথে খারাপ ধারণার শিক্ষা লাভ হল। যদি দুনিয়াতে শাস্তি নাও মিলে তবুও আমাদেরকে আল্লাহ্ কে ভয় করা উচিত, কারণ মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারণা করা হারাম। আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুনাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; “খারাপ ধারণা অপবিত্র মনে সৃষ্টি হয়।” (ফতোওয়া রযবীয়াহ, ২২তম খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা, রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর) আল্লাহ্ তাআলার ইরশাদ হচ্ছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

এবং ঐ কথার পেছনে পড়ো না,
যেটা সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই।
নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয়- এ
গুলোর প্রত্যেকটা সম্পর্কে
কৈফিয়ত তলব করা হবে।

(পারা- ১৫, সূরা-বনী ইসরাঈল, আয়াত-৩৬)

আল্লাহ্ তাআলার ইরশাদ হচ্ছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নানা রকম
অনুমান থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়
কোন কোন অনুমান পাপ হয়ে যায়।

(পারা-২৬, সূরা-হুজুরাত, আয়াত-১২)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّن
الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দার’ইন্দি)

এক সময় তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কোন বিষয়ে ইরশাদ করেছেন: তুমি কি তার অন্তর ছিঁড়ে দেখেছ যে, তোমার জানা হত!” (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৬৪৩) খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আরো ইরশাদ করেন: “খারাপ ধারণা থেকে বাঁচো, কেননা ধারণা করা হচ্ছে সবচেয়ে মিথ্যা বিষয়।”

(সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫১৪৩)

(৮-৬) ফ্রন্দনকারীকে দেখে তুমিও কাঁদো

হযরত সাযিযুদনা মাকছুল দামেস্কী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “যখন কাউকে কাঁদতে দেখো, তখন তুমিও তার সাথে কাঁদা করো। খারাপ ধারণা করো না, ইনি রিয়া করছে। একবার এক ফ্রন্দনকারী মুসলমানের ব্যাপারে আমি কু-ধারণা করেছিলাম, তখন সেটার শাস্তি স্বরূপ এক বৎসর পর্যন্ত আমি কাঁদা থেকে বঞ্চিত রইলাম।” (তাযীছুল মুগতারিয়ীন, ১২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৮-৭) ৯ জন কাফিরের ইসলাম গ্রহণ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলারও খুব (বাহার) সুন্দর ঘটনা রয়েছে। সেগুলোর কারণে বিগড়ে যাওয়া মুসলমানদের সংশোধনের ব্যবস্থা হয়, অনেক সময় কাফিরদেরও ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য নসীব হয়। যেমন-এক মুবাল্লিগের বর্ণনা হচ্ছে, আমি প্রায় ৫ বছর আগে আমার কলেজের সহপাঠী এক অমুসলিম ও তার বন্ধুদেরকে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সূরা ইয়াসীন শরীফ, কানযুল ঈমানের অনুবাদসহ ক্যাসেট ও সুন্নাতে ভরা বয়ানের কয়েকটি ক্যাসেট এছাড়া কিছু রিসালা ইত্যাদি উপহার স্বরূপ দিয়েছিলাম। ২০০৬ সালের ৫ জানুয়ারী আমি সুন্নাত প্রশিক্ষণের আশিকানে রাসুলদের এক মাদানী কাফেলায় সাকরাভ বাবুল মদীনা, করাচীতে সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

সেখানে ঐ অমুসলিম সহপাঠীর সাথে সাক্ষাত হল। তার পূর্ণদল তার সাথেই ছিল আর তারা সর্বমোট ১৫ জন। আমি তার কাছে ক্যাসেটগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, সূরা ইয়াসীন শরীফের তিলাওয়াত ও অনুবাদ শুনে আমি এতই শান্তি পেলাম যে, এর আগে জীবনে কখনো পাইনি। এরপর থেকে প্রতি রমযানুল মুবারকে মসজিদের বাইরে বসে স্পীকারের মাধ্যমে তারাবীতে আদায়কৃত তিলাওয়াত শুন্য আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এছাড়া আমি বয়ানের ক্যাসেটগুলো শুনেছি ও রিসালা গুলো পড়েছি, এতে আমার অন্তরে গভীর রেখাপাত হয়েছে। মুবাঞ্জিগের বক্তব্য হচ্ছে, আমি তাকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলাম। সে ইসলামের প্রতি প্রভাবিত হয়েছিল বটে কিন্তু মুসলমান হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। আমি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার ও তার বন্ধুদের উপর ইন্ফিরাদী কৌশল করতে থাকি। অবশেষে সফলতা লাভ হয়ে গেল। ﷺ সাথে সাথে ৯ জন কাফির ইসলাম কবুল করে নিল। অন্যান্যরা বলল: আমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখব।

আ-ও ওলামায়ে দ্বী, বাহরে তবলীগে দ্বী,
মিলকে সা-রে চলে, কাফিলে মে চলো।
দূর তা-রেকিয়া, কুফর কি হো মিয়া।
আ-ও কোশিশ করে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৮৮) সার্বীদ ও সুন্দাদু মাংস

হযরত সাযিয়দুনা শায়খ আল্লামা ইয়াফিঈ ইয়ামেনী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: সফরের সময় একদিন আমাদের কাফেলা এক গ্রামে পৌঁছল। এক ব্যক্তি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে চেয়ে একটি ডেক্সি (পাত্র) আনল আর তাতে হালুয়া রান্না করল এবং সবাই মিলে খেল। কাফেলার এক ব্যক্তি উপস্থিত না থাকায় খেতে পারেনি। তার নিকট সামান্য আটা ছিল। আটা নিয়ে সে গোটা গ্রাম ঘুরল কিন্তু রান্না করার মত কাউকে পাওয়া গেল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

এরই মধ্যে পথে সে এক অন্ধ বৃদ্ধকে পেল। সে সাওয়াবের নিয়্যতে ঐ আটা তাকে দিয়ে দিল। (এ অবস্থাকে গোপন সৌন্দর্যের ধারণা করা উচিত, মূলতঃ যেন আল্লাহ তাআলার হিকমতে তাকে অদৃশ্য থেকে বলছে যে, এ আটা হচ্ছে ঐ বৃদ্ধের রিযিক। অপরদিকে তোমার রিযিক আমি নিজের দয়া ভান্ডার থেকে দেব) আল্লাহ তাআলার রহমতের প্রতি কতাওবান! কিছুক্ষণ পরেই এক ব্যক্তি এসে কাফেলার সমস্ত লোক থেকে শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিকে ডাকল এবং তার ঘরে নিয়ে সারীদ ও সুস্বাদু মাংস খাওয়ালো। (রাওয়র রিয়াহীন, পৃষ্ঠা ১৫৩ থেকে সংকলিত)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ জানা গেল, আল্লাহ তাআলার পথে খাবার খাওয়ানো কখনো বৃথা যায় না। অনেক সময় দুনিয়াতেও সাথে সাথে প্রতিদান মিলে যায়, আর আখিরাতে সাওয়াবের অধিকারও অবশিষ্ট থাকে।

صَلُّوا عَلَى الْحَيِّبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৮৯) মাংস ও হালুয়া

এক বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি এক মসজিদে দেখলাম, সেখানে একজন ধনী ব্যবসায়ী বসা আছে আর নিকটেই এক ফকীর হাত তুলে দোয়া করছে, আল্লাহ! মাংস ও হালুয়া খাওয়াও! ঐ ব্যবসায়ী শুনে বলতে লাগল, “এ ফকীর মূলত আমাকে শূনাচ্ছে, খোদার কসম! যদি আমার কাছে চাইত তবে আমি তাকে খাওয়াতাম কিন্তু এখন খাওয়াব না।” কিছুক্ষণ পর ঐ ফকীর শূয়ে গেল। এরই মধ্যে কোন এক ব্যক্তি বড় থালা (ঢাকা অবস্থায়) নিয়ে এসে আমাদের সকলের দিকে দৃষ্টি বুলানোর পর ঐ ঘুমন্ত ফকীরকে দেখে থালা নীচে রেখে তার পাশে বসে গেল এবং তাকে জাগিয়ে শত বিনয়ের সাথে আরয করল, “মাংস ও হালুয়া” হাযির রয়েছে খেয়ে নিন! ফকীর তা থেকে কিছুটা খেয়ে থালাটি ফিরিয়ে দিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

ঐ ব্যবসায়ী আশ্চর্য হয়ে খাবার আনয়নকারীকে জিজ্ঞাসা করল, “এটা কিরূপ ঘটনা?” সে বলল: “আমি একজন কুলি! অনেকদিন থেকে পরিবারের লোকদের মাংস ও হালুয়া খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল কিন্তু দারিদ্রতার কারণে খেতে পারছিল না। আজ অনেক দিন পর কুলি কাজে একটি মিসকাল (অর্থাৎ সাড়ে চার মাশা) স্বর্ণ পেলাম, তাতে মাংস ও হালুয়া তৈরী করা হল। আমি কিছু সময়ের জন্য শুয়ে পড়লাম। এর মধ্যে আমার নসীব জেগে উঠল! আমার স্বপ্নে তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত নসীব হল। আমি হরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মুঞ্চকর দৃশ্যে হারিয়ে গেলাম, তাঁর ঠোঁট মোবারক নড়ে উঠল, যেন রহমতের ফুল ঝরতে লাগল আর ভাষা অনেকটা এরূপ, বিন্যস্ত হল, “তোমাদের মসজিদে এক ওলী বিদ্যমান রয়েছে, যিনি মাংস ও হালুয়া চাচ্ছে। তুমি এ মাংস ও হালুয়া প্রথমে তাকে খাওয়াও। তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী খেয়ে ফিরিয়ে দিলে অবশিষ্টগুলোতে আল্লাহ তাআলা বরকত দান করবেন। এর বিনিময়ে আমি তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাব।” তাই আমি তৎক্ষণাৎ এ খাবার নিয়ে এখানে হাযির হলাম। একথা শুনে ব্যবসায়ী বলল: “এখাবারে তোমার কি পরিমাণ খরচ হয়েছে?” বললেন: “এক মিসকাল স্বর্ণ।” ব্যবসায়ী বলল: “আমার কাছ থেকে ১০ মিসকাল স্বর্ণ নিয়ে নাও এবং তোমার এ উত্তম আমলের এক কিরাত অংশের অংশীদার আমাকে করে নাও।” সে বলল: “কখনো না।” ব্যবসায়ী বলল: “২০ মিসকাল স্বর্ণ নাও।” সে বলল: “না।” ব্যবসায়ী বলল: “৫০ মিসকাল স্বর্ণ নাও।” সে বলল: “সারা দুনিয়ার ধনভান্ডারও যদি দিয়ে দাও তবু রাসুলুল্লাহ ﷺ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে কৃত সওদায় তোমাকে শরীক করব না। তোমার ভাগ্যে যদি এ বস্তু থাকত তবে তুমি আমার পূর্বেই এরূপ করতে পারতে? কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজের রহমতের সাথে যাকে চান তাকে নির্ধারিত করেন। (রাওযুর রিয়াজীন, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ্ ওয়ালাদের এ শান যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র মর্জিতে চলে, আর আল্লাহ্ তাঁদের আশা পূরণ করে দেন। আর এটাও জানা গেল, নিজের ধবংসশীল দৌলতের নেশায় মত্ত থেকে আল্লাহ্ তাআলার নেক বান্দাদের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকানো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। এছাড়া এটাও জানা গেল, প্রিয় আকা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ আপন আল্লাহ্‌র দয়াতে গায়েবের সংবাদ দাতা। তাইতো ফকীরের ব্যাপারে জানালেন এবং নিজের এক গোলামের ভাগ্য জাহত করে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে খিদমতের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

ছ-রে আরশ পর হে তেরে গুজার, দিলে ফরশ পর হে তেরি নয়র।
মালাকোত ও মুলক মে কুয়ি শায় নেহী উও জু তুব পে ঈয়া নেহী।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাও জানা গেল, কোন মুসলমানের প্রতি কু-ধারণা অনেক সময় দুনিয়াতেও অনুশোচনার কারণ হয় এবং শরীয়াতের দৃষ্টিতেও মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারণা করা হারাম।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

(৯০) প্রতিবন্ধী ছেলে চলতে লাগল!

ডাকাতের একটি দল লুটপাট করার জন্য বের হল। পশ্চিমধ্যে রাতে এক মুসাফির খানাতে অবস্থান করল আর সেখানে একথা প্রকাশ করল যে, আমরা আল্লাহ্‌র রাস্তার মুসাফির ও জিহাদ করার জন্য বের হয়েছি। মুসাফিরখানার মালিক নেককার লোক ছিলেন, তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে তাদের খুবই খিদমত করলেন। সকালে ঐসব ডাকাত কোন একদিকে রওয়ানা হয়ে গেল, আর লুটতরাজ করে সন্ধ্যায় আবার সেখানেই ফিরে আসল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

গতরাতে মুসাফিরখানার মালিকের যে ছেলেকে তারা চলাফেরা করতে অক্ষম দেখেছিল সে আজকে স্বাভাবিক চলাফেরা করছিল। তারা আশ্চর্য হয়ে মুসাফির খানার মালিককে জিজ্ঞাসা করল: “এটা কি কালকের দেখা প্রতিবন্ধী ছেলেটি?” তিনি খুবই সম্মানের সাথে জবাব দিলেন, “জ্বী হ্যাঁ”। এটা ঐ ছেলে। জিজ্ঞাসা করল, “এটা কিভাবে সুস্থ হয়ে গেল?” জবাব দিলেন, এসব কিছু আপনাদের ন্যায় **আল্লাহর** পথের মুসাফিরদের বরকত।” কথা হচ্ছে, আপনারা যা খেয়েছিলেন তা থেকে কিছু অবশিষ্ট ছিল। আমি আপনাদের খাবারের অবশিষ্ট অংশ শিফার নিয়্যতে আমার প্রতিবন্ধী বাচ্চাকে খাওয়ালাম ও উচ্ছিষ্ট পানি তার শরীরে মালিশ করলাম। **আল্লাহ** আপনাদের মত নেক বান্দাদের খাবারের অবশিষ্টাংশ ও পানির বরকতে আমার প্রতিবন্ধী ছেলেকে আরোগ্য দান করেছেন। যখন ডাকাতেরা একথা শুনল তখন তাদের চোখ থেকে অশ্রু বের হতে লাগল। ক্রন্দনরত অবস্থায় বলল: “এসব কিছু আপনার সুধারণার ফসল, নয়তো আমরাতো বড়ই গুনাহগার। শুনুন আমরা **আল্লাহর** পথের মুসাফির নয় বরং ডাকাত। **আল্লাহ** তাআলার এ দয়া প্রদর্শন আমাদের মনের দুনিয়াকে উলট-পালট করে দিয়েছে। আমরা আপনাকে সাক্ষী রেখে তাওবা করছি। সুতরাং তারা তাওবাকারী হয়ে নেকীর পথ ধরল এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাওবার উপর অটল রইলেন। (কিতাবুল ক্বালইউবী, ২০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

মুসলমানদের খাবারের অবশিষ্টাংশে শিফা রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহর** রহমতের কিরূপ বাহার! এটাও জানা গেল, মুসলমানের প্রতি সু-ধারণারও বরকত রয়েছে। এটা জানা গেল, মুসলমানদের খাবারের অবশিষ্টাংশে শিফা রয়েছে। এটাও জানা গেল, দয়া পাওয়ার জন্য বিশ্বাসও পাকাপোক্ত হওয়া উচিত। দুর্বল বিশ্বাসী না হওয়া উচিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

যেমন- ভাবতে থাকে যে, অমুক বুয়ুর্গ বা অমুক ওলী আল্লাহর মাযারে যাওয়াতে জানিনা ফায়দা হবে কি হবে না ইত্যাদি। এ ধরনের মানুষ দয়া পাবে না। এছাড়া ফয়েয পাওয়ার জন্য সময়ের কোন বাধ্যবাধকতা নেই, নিজ নিজ ভাগ্য অনুযায়ী কেউ তাড়াতাড়ি ফয়েয পেয়ে যান আর কারো অনেক বছর পর্যন্ত কাজ হয় না। কাজ হোক কিংবা না হোক “অর্থাৎ-এক দরজা ধরো আর শক্তভাবে ধরো।” এর সত্যায়নে পড়ে থাকা উচিত।

কো-য়ি আয়া পা-কে চলা গিয়া কো-য়ি ওমর ভর ভী না পা-ছাকা,
মেরে মাওলা তুঝছে গিলা নেহী ইয়ে তু আপনা আপনা নসীব হে।

(৯১) প্যারালাইসিস রোগীর সাথে সাথে আরোগ্য লাভ

التَّحْمُدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে রমযানুল মুবারকের শেষ দশদিনে মসজিদে সম্মিলিত ইতিকাহের ব্যবস্থা করা হয়। যাতে ইতিকাহকারীদেরকে সুন্নাতে ভরা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সমাজের অনেক পথদ্রষ্ট মানুষ ইতিকাহের সময় গুনাহ থেকে তাওবাকারী হয়ে নতুন পবিত্র জীবন শুরু করে। অনেক সময় রবে কায়িনাত এর দানে ঈমান তাজাকারী নিদর্শনও প্রকাশ পায়। যেমন- ১৪২৫ হিঃ রমযানুল মুবারকের সম্মিলিত ইতিকাহে দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচীতে যেখানে কম-বেশী ২০০০ ইতিকাহকারী ছিলেন। তাতে জেলা চাকওয়াল, পাঞ্জাব, এর ৭৭ বছর বয়সী প্রবীণ হাফিয মুহাম্মদ আশরাফ সাহেবও ইতিকাহকারী হলেন। কিবলা হাফিয সাহিবের হাত ও জিহ্বা প্যারালাইসিসে আক্রান্ত ছিল ও শ্রবণ শক্তিও কম ছিল। তিনি খুবই সুবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি একবার ইফতার খাওয়ার সময় সুধারণার কারণে এক মুবাল্লিগ থেকে খাবারের অবশিষ্টাংশ নিয়ে খেলেন। তার কাছ থেকে ফুকও গ্রহণ করলেন। ব্যাস, তাঁর সুধারণা কাজ করে দেখাল। আল্লাহর রহমতে জোয়ার এলো। আল্লাহ তাঁকে শিফা দান করলেন। التَّحْمُدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ তাঁর প্যারালাইসিস দূর হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

তিনি হাজার হাজার ইসলামী ভাইদের উপস্থিতিতে ফয়যানে মদীনার মঞ্চে উঠে অপরিসীম বিশ্বাসে নিজের শরীর সুস্থতার দিকে যাওয়ার সুসংবাদ শুনালেন। এ প্রাণবন্ত সুসংবাদ শুনে চতুর্দিকে আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ তাআলার ভাবাবেগপূর্ণ যিকির শুরু হল। এদিন গুলোতে কয়েকটি স্থানীয় পত্রিকা এ আনন্দদায়ক খবরটি ছাপায়।

দাঁওয়াতে ইসলামী কি কান্ড্যম, দো-নো জাহা মে মাচ যা-য়ে ধুম,
ইছপে ফিদা হো বাচ্চা বাচ্চা ইয়া আল্লাহ্ মেরি ঝুলি ভরদে।

সায়্যিদ বংশীয়কে কর্মচারী হিসেবে রাখা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শও বরকতময় এবং তাদের খাবারের অবশিষ্ট অংশও শিফা ও সুস্থতার মাধ্যম। আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুনাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সায়্যিদ বংশীয়দের সম্মান ও মুসলমানদের খাবারের অবশিষ্টাংশ খাওয়ার কল্যাণের ব্যাপারে বলেন: “সায়্যিদজাদার মাধ্যমে অপমানজনক কাজ করানো জায়িয় নেই” ও এমন কাজের জন্য তাঁকে কর্মচারী হিসেবে রাখাও জায়িয় নেই।” তবে যে কাজ অপমানজনক নয় তাতে কর্মচারী হিসেবে রাখা যায়। সায়্যিদজাদাকে মারা থেকে শিক্ষক যেন পরিপূর্ণভাবে বিরত থাকেন। বাকী রইল মুসলমানের খাবারের অবশিষ্টাংশ, তা খাওয়া কোনরূপ অপমানজনক নয়। হাদীসে পাকে সেটাকে শিফা বলেছেন। (কাশফুল খিফা, ১ম খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৪০৩) তা যদি সায়্যিদজাদা চান তবে তাঁকে ঐ (অর্থাৎ- মুসলমানের খাবারের অবশিষ্টাংশে শিফা রয়েছে) নিয়তে যেন দেয়া হয়। নিজের খাবারের অবশিষ্টাংশ দিচ্ছি, এ নিয়তে যেন দেয়া না হয়।

(ইফাদাত : ফতোওয়া রযবীয়াহ, ২২য় খন্ড, ৫৬৮ পৃষ্ঠা)

(৯২) রাখে আল্লাহ্ মারে কে?

হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন হারব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি ও কয়েকজন যুবক নদীতে একটি নৌকায় চড়ে যাচ্ছিলাম। নৌকা যখন নদীর মাঝখানে গিয়ে পৌঁছল তখন একটি মাছ নদী থেকে লাফিয়ে নৌকায় এসে পড়ল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

পরস্পর পরামর্শ করে ভুনে খাওয়ার জন্য নৌকা যখন এক কিনারায় নিয়ে গেলাম আর আগুন জ্বালানোর জন্য লাকড়ী জমা করছিলাম, এরই মধ্যে আমরা নির্জন জায়গায় এক ভয়ংকর দৃশ্য দেখলাম, দেখতে পেলাম যে, পুরানো জীর্ণ শীর্ণ ও পুরানো ঘর-বাড়ীর নিদর্শন বিদ্যমান ও সেখানে এক ব্যক্তি শোয়াবস্থায় রয়েছে, যার দু’হাত পিছন দিকে বাঁধা আর সেখানেই অন্য এক ব্যক্তি জবাইকৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এছাড়া কাছেই মাল বোঝাই একটি খচ্চর দাঁড়ানো রয়েছে। আমরা বাধা ব্যক্তির নিকট ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল: “আমি এ জবাইকৃত ব্যক্তির খচ্চরটি ভাড়ায় নিয়েছিলাম। সে আমাকে পথ ভুলিয়ে এখানে নিয়ে আসে ও আমার হাতগুলো বেঁধে বলল, আমি তোকে হত্যা করব। আমি তাকে আল্লাহ্ তাআলার দোহাই দিয়ে বললাম: আমায় হত্যা করে গুনাহের বোঝা ঘাঁড়ে নিওনা, বরং এসব মাল-পত্র তুমি নিয়ে নাও, আমি এসব কিছু তোমার জন্য বৈধ করে দিলাম। আমি এ ব্যাপারে কাউকে কোন অভিযোগ করব না। কিন্তু সে তার উদ্দেশ্যে অনড় রইল। আর সে আমাকে হত্যা করার জন্য স্বীয় কোমরে বাঁধা ছুরি টান দিল কিন্তু সেটা বের হল না। সে যখন সেটার উপর অতিশয় শক্তি প্রয়োগ করল তখন সে ছুরিটি বের হয়ে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে তার কণ্ঠনালীতে গিয়ে পড়ল ও এভাবে সে নিজে নিজেই জবাই হয়ে লাফাতে লাফাতে মরে গেল। একথা শুন্যর পর আমরা তার বাঁধন খুলে দিলে সে খচ্চর ও মাল-পত্র নিয়ে নিজের ঘরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। এরপর আমরা যখন নৌকাতে এসে ভুনার জন্য মাছ বের করছিলাম তখন সেটা লাফ দিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ল। (রাওয়ুর রিয়াজীন, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় যাকে আল্লাহ্ রাখে তাকে আবার মারে কে? আল্লাহ্ তাআলার অমুখাপেক্ষী শান ও অনুগ্রহ প্রদর্শনও কি যে চমৎকার! অত্যাচারী লুণ্ঠনকারী নিজেই নিজের হাতে জবাই হয়ে তার শাস্তি ভোগ করল আর বাধা ব্যক্তিকে মুক্ত করার জন্য নদী থেকে লাফিয়ে মাছ নৌকার গিয়ে পড়ল আর ভুনে খাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কাফেলার লোকগুলো নদীর পারে নামল কিন্তু মাছ খাওয়া তাদের ভাগ্যে কোথায়! সেটাতো বন্দি মাজলুম বান্দার সাহায্যে আসা, তাকে বন্ধনমুক্ত করার সাওয়াব অর্জন ও কুদরতের নিদর্শনের চংকা বাজানোর বাহানা ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

জলওয়ে তেরি গুলশান গুলশান, সাভাওয়াত তেরি সাহরা সাহরা।

রহমত তেরি দরয়া দরয়া, سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৯৩) রুজির মাধ্যম

মসজিদুল হারাম শরীফে (মক্কায়ে মুকাররামা) এক আবিদ (অর্থাৎ-ইবাদতকারী) সারারাত ইবাদাতে ব্যস্ত থাকতেন, দিনে রোযা রাখতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি তাঁকে দুইটি রুটি দিয়ে যেতেন, তা দিয়ে তিনি ইফতার করে নিতেন। এরপর দ্বিতীয় দিনের জন্য ইবাদাতে মগ্ন হতেন। একদিন তাঁর মনে এ খেয়াল আসল যে, এটা কেমন তাওয়াক্কুল যে, আমিতো একজন মানুষের দেয়া রুটির উপর ভরসা করে বসে আছি! অথচ সৃষ্টিজগতের রিয়ক দাতা আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করিনি। রুটি আনয়নকারী যখন সন্ধ্যায় আসল তখন আবিদ সেগুলো ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে তিনদিন কাটিয়ে দিল। যখন ক্ষুধা বৃদ্ধি পেল তখন আল্লাহ তাআলার নিকট ফরিয়াদ জানালেন, রাতে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে হাযির আর আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি আমার বান্দার মাধ্যমে যা কিছু পাঠাতাম, তুমি তা কেন ফিরিয়ে দিলে? আবিদ আরয় করল, “মাওলা! আমার মনে এ ধারণা হল যে, তুমি ছাড়া অন্য কারো উপর ভরসা করে বসে আছি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: “ঐ রুটি কে পাঠাত?” আবিদ জবাব দিলেন, হে আল্লাহ তুমিই তা প্রেরণকারী। নির্দেশ হল! “এখন থেকে আমি পাঠালে ফিরিয়ে দেবে না।” ঐ স্বপ্নের মাঝে এটাও দেখলেন যে, রুটি আনয়নকারী ঐ ব্যক্তি রব্বুল আলামীন এর দরবারে হাযির আছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি এ আবিদকে রুটি দেয়া কেন বন্ধ করে দিলে?” তিনি আরয় করলেন: “হে মালিক ও মাওলা! সেটা তুমি খুব ভালভাবে জান।” এরপর জিজ্ঞাসা করলেন: “হে বান্দা! ঐ রুটি তুমি কাকে দিতে?” আরয় করলেন: “আমিতো তোমাকে (অর্থাৎ-তোমারই পথে দিতাম)। ইরশাদ হল, “তুমি তোমার আমল জারী রাখো, আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য এটার বিনিময় জান্নাত রয়েছে।” (রাওয়ুয় রিয়াহীন, ৬৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

না চাওয়ার পরও পেলে, তবে.....

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ ওয়ালাদের ধরনও খুবই চমৎকার হয়ে থাকে! আল্লাহ্ তাআলা ইবাদতকারী বান্দাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন ও তাঁদের জন্য অদৃশ্য থেকে প্রদান করেন। যখন অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ ও আকাঙ্ক্ষা না থাকে, দাতা উপকার করে খোঁটা না দেয়, যার কাছ থেকে নেয়া হয়েছে যদি তার মনে তুষ্ট করার আকাঙ্ক্ষা থাকে, যে দিলো তার মনে যদি গ্রহণকারীর সম্মান-হাস পাওয়ার আশংকা না থাকে, নেয়া অবস্থায় দাতা অথবা প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিতে যদি কোন ধরনের অবমাননার ধারণা না থাকে, মোটকথা যদি কোন ধরনের শারয়ী নিষেধাজ্ঞা না থাকে তবে না চাওয়ার পরও যা পাওয়া যায় তা গ্রহণ করা উচিত। যেমন হযরত সাযিয়দুনা খালিদ বিন আদী জুহান্নী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আমি ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে বলতে শুনেছি, যে তার ভাইয়ের মাধ্যমে কোন বস্তু চাওয়া ব্যতীত ও লোভ করা ব্যতীত পায়, তবে তা গ্রহণ করা উচিত ও ফিরিয়ে দেয়া অনুচিত। কারণ তাতে রিযিক, যা তাকে আল্লাহ্ (অন্যের মাধ্যমে) প্রেরণ করেছেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৯৫৮) জানা গেল, চাওয়া ব্যতীত পাওয়া বস্তু নেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। যদি ঐ বস্তুর প্রতি তার লোভ ও আকাঙ্ক্ষা না থাকে। তবে যদি গ্রহীতা ধনী হয় ও দাতার মন খুশী করার নিয়্যাতে নিলেন কিন্তু নেয়ার পর যদি সে বস্তুর প্রয়োজনীয়তা তার না থাকে তবে অন্য কাউকে উপহার স্বরূপ দিয়ে দিতে অথবা দান করে দিতে পারেন। যেমন- হযরত সাযিয়দুনা আইদ বিন আমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইযযত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে রিযিক থেকে চাওয়া ব্যতীত বা লোভ করা ব্যতীত কিছু অংশ পায়, তবে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তা গ্রহণ করা উচিত আর যদি (সে) ধনী হয় তবে (গ্রহণ করে) যেন নিজের চেয়ে অধিক অভাবী ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া উচিত।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৭ম খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৬৭৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

উপহার নাফি ঘুষ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই, উপহার গ্রহণ করা সুন্নাত। কিন্তু মনে রাখবেন যে, উপহার আদান-প্রদানের অনেক অবস্থা রয়েছে। প্রত্যেক প্রকারের উপহার গ্রহণ করা সুন্নাত নয়। হযরত সায্যিদুনা ইমাম বুখারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ নিজ গ্রন্থ “সহীহ বুখারী” শরীফে বিশেষ ভাবে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন, যার নাম হচ্ছে: **بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعَلَّةَ** অর্থাৎ- ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে অধ্যায়, যে কোন কারণে উপহার গ্রহণ করেনি। এ অধ্যায়ে সায্যিদুনা ইমাম বুখারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তালীক (অর্থাৎ-সনদের শুরু থেকে বর্ণনাকারীকে বাদ দিয়ে হাদীস বর্ণনা করা) করেছেন, হযরত সায্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেছেন, তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পার্শ্ব পবিত্র জীবনে উপহারতো উপহারই ছিল কিন্তু আজকাল হল ঘুষ।” (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৯৪) আপেলের বড় খালা

এ বর্ণনার ব্যাখ্যায় হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হযরত সায্যিদুনা ফুরাত বিন মুসলিম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর সনদে বর্ণনা করেন, একবার হযরত সায্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর আপেল খাওয়ার ইচ্ছা হল কিন্তু ঘরে এমন কোন বস্তু পেলেন না, যা দিয়ে আপেল কিনতে পারেন। তাই আমরা তাঁর সাথে আরোহী হয়ে বের হলাম। গ্রামের দিকে গিয়ে কিছু ছেলে পেলাম যারা আপেলের বড় খালা (উপহার দেয়ার জন্য) নিয়ে আসছিল। সায্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযীয رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ একটি খালা নিয়ে ছাণ নিলেন ও অতঃপর ফিরিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে বললেন: “আমার এটার প্রয়োজন নেই।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আমি বললাম: “রাসুলুল্লাহ ﷺ সাযিয়দুনা আবু বকর সিদ্দীক ও সাযিয়দুনা উমর-ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا কি উপহার গ্রহণ করতেন না?” ইরশাদ করলেন: “নিঃসন্দেহে এটা তাঁদের জন্য উপহারই ছিল কিন্তু তাঁদের পরবর্তী উম্মাল শাসক বা তাদের প্রতিনিধিদের জন্য হ'ল ঘুষ।”

(উমদাতুল ক্বারী, ৯ম খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা)

কে কার উপহার গ্রহণ করবে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সাযিয়দুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ উপহারের আপেল গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। কেননা তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ জানতেন, এ উপহার যুগের খলীফা হওয়ার কারণে দেয়া হচ্ছে। যদি আমি খলীফা না হতাম তবে কেউ দিত না? আর একথা প্রত্যেক জ্ঞানী মাত্রই বুঝতে পারবেন, মন্ত্রীবর্গ, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ কিংবা অন্যান্য সরকারী অফিসারবৃন্দ ও তাদের অধীনস্থ প্রতিনিধিবর্গ এছাড়া জজ সাহেবদের এমনকি পুলিশ ইত্যাদিকে লোকেরা কেন উপহার দিয়ে থাকেন! অবশ্যই হয়তো কাজ করানো উদ্দেশ্য থাকে নয়তো এ মন-মানসিকতা থাকে যে, ভবিষ্যতে তাকে প্রয়োজন পড়লে সহজে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এ উভয় অজুহাতের ভিত্তিতে এ সমস্ত মানুষকে উপহার দেয়া ও তাদেরকে বিশেষভাবে দাওয়াত করা ঘুষের পর্যায়ে পড়বে আর ঘুষ দাতাও গ্রহীতা উভয়ে জাহান্নামের অধিকারী। এসব অবস্থায় ঈদের বখশিশ বা উপহার মিষ্টি, চা-পানি অথবা খুশী মনে দিচ্ছি, মুহাব্বত করে দিচ্ছি ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর কথাগুলো ঘুষের গুনাহ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। যদিও সত্যিই আন্তরিকতার সাথে দেয়া হয় ও ঘুষ হওয়ার কোন কারণ না হয় তবুও এ সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য নিজের অধীনস্থদের উপহার বা বিশেষ দাওয়াত গ্রহণ করা “মাযিন্নায়ে তুহমাত” অর্থাৎ-অপবাদের জায়গায় দন্ডায়মান হওয়া। তাই নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে আল্লাহ তাআলা ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন অপবাদের জায়গায় দন্ডায়মান না হয়।”

(কাশফুল খিফা, ২য় খন্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৯৯)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

তাই এসব বিষয়ে অপবাদের জায়গায় দন্ডায়মান হওয়া থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। তাই তা দেয়াও না জায়িয় নেয়াও না-জায়িয়। তবে যদি পদ-মর্যাদা লাভের পূর্ব থেকেই পরস্পর উপহার লেনদেন ও বিশেষ দাওয়াতের তারকীব (ব্যবস্থা) ছিল তবে এখন হলে অসুবিধা নেই। কিন্তু পূর্বে কম ছিল আর এখন পরিমাণ বৃদ্ধি করা হল, তবে অতিরিক্ত অংশ না-জায়িয় হয়ে যাবে। যদি (উপহার) দাতা পূর্বের চেয়ে এখন আরো ধনী হয়ে গেল আর সে এ কারণে বৃদ্ধি করল তাহলে নেয়াতে ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে পূর্বের চেয়ে এখন তাড়াতাড়ি বিশেষ দাওয়াত হচ্ছে তাহলেও না-জায়িয়। যদি দাতা রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় হয় তবে আদান-প্রদানে কোন অসুবিধা নেই। (মাতা-পিতা, ভাই-বোন, নানা-নানী, দাদা-দাদী, ছেলে-মেয়ে, চাচা, মামা, খালা, ফুফু, ইত্যাদি মুহরিম (যাদের সাথে বিয়ে অবৈধ) হয় অপরদিকে, ফুফা, ভগ্নিপতি, চাচী, বড় মা, মামী, ভাবী, চাচাত, ফুফাত, খালাত, মামাত ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গেরা মুহরিম আত্মীয় বহির্ভূত) যেমন ছেলে কিংবা ভতিজা জজ, তাকে পিতা বা চাচা উপহার দিলেন অথবা বিশেষ দাওয়াত দিলেন তবে গ্রহণ করা জায়িয়। তবে মনে করুন, পিতার মামলা জর্জ ছেলের কাছে চলছে তাহলে এ অবস্থায় অপবাদের জায়গা দন্ডায়মান হওয়ার কারণে না-জায়িয়। বর্ণনাকৃত নির্দেশাবলী শুধুমাত্র সরকারী ব্যক্তিবর্গের জন্যই নয়, প্রতিটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতার জন্যও। এমনকি দাওয়াতে ইসলামীর সকল সাংগঠনিক মজলিস ও সকল নিগরান উপহার বা বিশেষ দাওয়াত গ্রহণ করতে পারবেন না। নিম্নস্তরের যিম্মাদার নিজের উপরস্থ যিম্মাদার থেকে গ্রহণ করতে পারবেন। যেমন- দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শূরার রোকন, নিগরানে শূরা থেকে গ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু অন্যান্য দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারবেন না।” আর নিগরানে শূরা নিজের কোন অধীনস্থ দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালার উপহার নিতে পারবেন না। শিক্ষক নিজের ছাত্রদের বা তাদের অভিভাবকদের দেয়া উপহার শারয়ী অনুমতি ছাড়া নিতে পারবেন না। তবে শিক্ষা শেষ হওয়ার পর যদি ছাত্র উপহার বা বিশেষ দাওয়াত দেন তবে গ্রহণ করতে পারবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

ঐ সকল উলামা ও মাশায়িখ যাঁদেরকে লোকেরা ইলম ও খোদার অনুগ্রহ প্রাপ্তির সম্মানার্থে নয়রানা পেশ করেন ও তাঁরা গ্রহণও করেন এবং লোকেরা তাঁদের প্রতি ঘুষের অপবাদও দেয় না সুতরাং এসকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের জন্য উপহার গ্রহণ করা অপবাদের জায়গায় দশায়মান হওয়া বহির্ভূত হওয়ার কারণে জায়িয।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপহার ও ঘুষ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর উপস্থাপন করা হচ্ছে। সম্ভব হলে এগুলো কমপক্ষে তিনবার মনোযোগ সহকারে পড়ে বা শুনে নিন।

প্রশ্ন: উপহার গ্রহণ করা কি সুন্নাত?

উত্তর: নিশ্চয় উপহার গ্রহণ করা সুন্নাত। কিন্তু এর বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে।

যেমন- হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “পরস্পরের মধ্যে উপহার আদান-প্রদান করো, মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে।” (মাজমাউয যাওয়ানিদ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬০, হাদীস নং-৬৭১৬) তার জন্য জায়িয যাকে মুসলমানদের উপর ক্ষমতাসীন করা হয়নি আর যাকে মুসলমানদের উপর ক্ষমতাসীন করা হয়েছে, যেমন বিচারক বা শাসক। তবে এ অবস্থায় তার জন্য উপহার গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। বিশেষতঃ যাকে পূর্বে উপহার দেয়া হতো না তার জন্য বাঁচা জরুরী। কারণ তার জন্য এখন এ উপহার ঘুষ ও অপবিত্রতার পর্যায়ভুক্ত।”

(আল বিনায়া শরহুল হিদায়া, ৮ম খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা)

অস্থায়ীভাবে মোটর সাইকেল নেয়া

প্রশ্ন: ক্ষমতাসীন ব্যক্তি তার অধীনস্থদের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে কোন টাকা-পয়সা বা অস্থায়ীভাবে ব্যবহার করার জন্য কার, মোটর সাইকেল ইত্যাদি নিতে পারবেন কি পারবেন না? এছাড়া এটাও বর্ণনা করুন, নিজের অধীনস্থ থেকে কোন বস্তু কোন অজুহাতে কম দামে ক্রয় করতে পারবেন কি পারবেন না?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসার্বাত)

উত্তর: ক্ষমতাসীন ব্যক্তি নিজের অধীনস্থ ব্যক্তি থেকে ঋণ নিতে পারেন না, প্রচলিত নিয়মের বাইরে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারেন না, অস্থায়ীভাবে ব্যবহার করার জন্য কোন বস্তু নিতে পারেন না। অধীনস্থ ব্যক্তি যদি নিজে প্রস্তাব দেয় তবুও নিতে পারবেন না। যেমন হযরত আল্লামা আইনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন: “ক্ষমতাসীন ব্যক্তির জন্য যাদের উপহার গ্রহণ করা হারাম, তার থেকে ঋণ নেয়া ও কোন বস্তু ধার স্বরূপ চাওয়া (অর্থাৎ-কিছু সময়ের জন্য কোন বস্তু চাওয়াও হারাম।)”

(রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররুল মুখতার, ৮ম খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: উপহারের ব্যাপারে কি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى ও কোন দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন?

উত্তর: আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন: “আমি বলছি, তাদের উদাহরণ গ্রাম্য ও পেশাজীবী ও অন্যান্যদের চৌধুরীদের ন্যায়, যাদের নিজেদের অধীনস্থদের উপর একচ্ছত্র শাসন ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকে।” কেননা ঐসব চৌধুরীদের ক্ষতির ভয় কিংবা প্রচলিত নিয়মের কারণে তারা হাদিয়া (অর্থাৎ-উপহার) পেয়ে থাকে।” (ফজোওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, ১৯তম খন্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা) জানা গেল, উপহার গ্রহণ করার নিষেধাঙা শুধুমাত্র সরকারী পদধারীদের জন্যই নয়, ঐ সকল প্রতিটি মানুষের জন্যও, যে নিজের পদ বা প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে মানুষের লাভ-ক্ষতি করার সামর্থ রাখে।

দাওয়াত দু'প্রকার

প্রশ্ন: “বিশেষ দাওয়াত ” কাকে বলা হয়?

উত্তর: বিশেষ দাওয়াত অর্থাৎ-ঐ দাওয়াত যা কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য আয়োজন করা হয়, যদি আসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তবে সে দাওয়াতের আয়োজন না হয়।

প্রশ্ন: আর “সাধারণ দাওয়াত” এর ব্যাপারেও বর্ণনা করুন।

উত্তর: সাধারণ দাওয়াত অর্থাৎ-ঐ দাওয়াত, যা কোন এমন বিশেষ ব্যক্তির জন্য না হয়, অমুক না আসলে ঐ দাওয়াতের আয়োজনই হবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

প্রশ্ন:- যদি অধীনস্থ ব্যক্তি ক্ষমতাশীল ব্যক্তিকে বিশেষ দাওয়াত দেয় আর গিয়ারভী শরীফের নিয়্যত করে নেয় তবুও কি নাজায়িয় হবে?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ, কারণ উপরস্থ ব্যক্তি যদি অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী না হন তবে গিয়ারভী শরীফের নিয়ায (তাবাররুক) প্রস্তুত করা হবে না। তবে যদি নিয়াযের ব্যবস্থা করা হয় ও তাতে পদস্থ ব্যক্তিকেও দাওয়াত দেয়া হয় আর এটা সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, তিনি আসুক বা না আসুক নিয়াযের ব্যবস্থা ঠিক থাকবে তাহলে এরূপ দাওয়াত জায়িয়। কেননা এটাকে “সাধারণ দাওয়াত” বলা হয়। তবে সাধারণ দাওয়াতের যদি পদস্থ ব্যক্তিকে অন্যান্যদের বিপরীতে ভাল খাবার দেয়া হয় তবে তা নাজায়িয় হবে। যেমন - সাধারণ মেহমানদেরকে নানরুটি ও গরুর মাংসের তরকারী দেয়া হল কিন্তু পদস্থ ব্যক্তিকে ময়দার খামির দ্বারা প্রস্তুত স্যাতস্যাতে নরম রুটি ও ছাগলের কোর্মা দেয়া হয় তাহলে এরূপ করা না-জায়িয় হবে।

প্রশ্ন: অফিসার থেকে তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তি উপহার গ্রহণ করতে পারবে কি পারবে না?

উত্তর: গ্রহণ করতে পারবে। আমার আকা আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর জারীকৃত এ মোবারক ফতোওয়াটি যদি কমপক্ষে তিনবার মনোযোগ সহকারে পড়ে বা শুনে নেয়া হয় তাহলে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ উপহার ও ঘুষের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে বুঝে আসবে যে, কে কার কার থেকে উপহার গ্রহণ করতে পারবে ও কার কার থেকে পারবে না। যেমন- আমার আকা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “যে ব্যক্তি নিজে, চাই শাসকের পক্ষ থেকে কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হোক, যে কারণে মানুষের উপর তার কিছুটা ক্ষমতা থাকে, যদিও সে নিজের জন্য তাদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে না, চাপ প্রয়োগ করে না যদিও সে কোন অকাট্য সিদ্ধান্ত বরং অকাট্য নয়, এমন সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী নন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ يُعْجَلُ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাবাদাতুদ দার'ইন)

যেমন-দারোগা, জল্লাদ, ওসি, জমিদার বা গ্রামবাসীদের জন্য নিযুক্ত জমিদার, গ্রামে কাউন্সিলর, (চেয়ারম্যান) পাটোয়ারী (গ্রাম সরকার) এমনকি পঞ্চগয়েত বা সার্বজনীন গোত্র বা পেশার লোকদের জন্য তাদের চৌধুরী, এসব লোকের জন্য কোন ধরনের উপহার নেয়া বা বিশেষ দাওয়াত (অর্থাৎ বিশেষ দাওয়াত, তাঁর জন্যই আয়োজন করা হয়েছে আর যদি তিনি অংশগ্রহণ না করেন তবে দাওয়াতই হবে না) গ্রহণ করা সম্পূর্ণভাবে অনুমতি নেই। কিন্তু তিন অবস্থায় অনুমতি রয়েছে। প্রথমত: অফিসার (অর্থাৎ-নিজের উপরস্ত ব্যক্তি) থেকে, যার উপর তাঁর চাপ নেই। না সেখানে এটা খেয়াল করা হয় যে, তার পক্ষ থেকে এ হাদিয়া (উপহার) ও দাওয়াত নিজের ব্যাপারে ছাড় নেয়ার জন্য। দ্বিতীয়ত: এমন ব্যক্তি থেকে যে তার পদ লাভের পূর্বেও তাকে উপহার দিত ও দাওয়াত করত। তবে শর্ত হল, এখনও ঐ পরিমাণ হতে হবে, অন্যথায় অতিরিক্ত হলে জায়িয় হবে না। যেমন-পূর্বে উপহার ও দাওয়াতে যে দামের বস্তু থাকত এখন তার চেয়ে দামী লৌকিকতা সম্পন্ন হয়ে থাকে অথবা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গেল কিংবা তাড়াতাড়ি হতে লাগল। এসব অবস্থায় অতিরিক্ত মওজুদ ও জায়িয় হওয়ার কোন অবস্থা নেই। কিন্তু যখন এ ব্যক্তির সম্পদ পূর্বের চেয়ে অতিরিক্তের উপযোগী বৃদ্ধি পেল (অর্থাৎ-দাতা এখন আরো ধনী হয়ে গেল) যা থেকে বুঝা যাবে, এ অতিরিক্তটুকু ঐ ব্যক্তির পদের কারণে নয় বরং নিজের সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে হয়েছে। তৃতীয়ত: নিজের নিকটতম মুহরিম থেকে। যেমনঃ-মাতা-পিতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, (কিন্তু) চাচা, মামা, খালা, ফুফুর ছেলে নয়, কারণ এরা মুহরিম নয়। যদিও প্রচলিত নিয়মে এদেরকে ভাই বলা হয়। আরো বলেন: “অতঃপর যেখানে যেখানে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেটার ভিত্তি শুধুমাত্র ছাড়ের অপবাদ ও আশংকার উপর, সত্যিকার অর্থে ছাড়ের অস্তিত্ব আবশ্যিক নয়। কারণ তার নিজের আমল কিছু রদবদল না করা বা তার আন্তরিকতাপূর্ণ অভ্যাস সম্পর্কে জানা জায়িয় হওয়ার জন্য ফলদায়ক হতে পারে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

দুনিয়ার কাজ ইচ্ছার উপরই চলে। যখন এ দাওয়াত ও উপহার গ্রহণ করবে তখন অবশ্যই খেয়াল যাবে, সম্ভবত এবারে কোন রূপ প্রভাব পড়বে, বিনামূল্যে মাল দেয়ার প্রভাব হচ্ছে পরীক্ষিত ও চোখ দেখা। ঐবার হয়নি এবার হবে। এবার হয়নি এরপর কখনো হবে। আর এ বাহানা করা, তার জন্য উপহার ও দাওয়াত মানবতার ভিত্তিতে ক্ষমতাসীল হওয়ার কারণে নয়। এটার প্রতি উত্তর স্বয়ং খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুয়নিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যখন এক ব্যক্তিকে যাকাত সংগ্রহ করার জন্য নির্ধারণ করে পাঠালেন, তিনি যাকাতের মাল হাযির করে কিছু মাল আলাদা করে রাখলেন, এটা আমি পেয়েছি। ইরশাদ করেছেন: “তোমার মায়ের ঘরে বসে দেখ, এখন কত উপহার পাওয়া যায়! অর্থাৎ-এ উপহার হচ্ছে শুধুমাত্র এ পদের ভিত্তিতে, যদি ঘরে বসে থাকতে তবে কে এসে দিয়ে যেত?”

(সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ১০১৯, হাদীস নং-১৮৩২, ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৮তম খন্ড, ১৭০, ১৭১ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: যদি ছাত্র তার শিক্ষককে উপহার পেশ করে তাহলে গ্রহণ করবেন কি করবেন না?

উত্তর: কুরআনে পাক অথবা দরসে নিয়ামী শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে দেয়া উপহার সমূহ গ্রহণ করাতে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, কেননা শিক্ষকও অনেক মুসলমান (যথা-ছাত্র) এর ব্যাপারে “অভিভাবক” (অর্থাৎ- শাসনকর্তা) হয়ে থাকেন। ক্ষমতাসীনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “ক্ষমতাসীনের মধ্যে বাজার ও শহরের পদস্থ ব্যক্তি, ওয়াকফ এন্স্টেটের কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তি, ও ঐসকল ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত যারা এ ধরনের বিষয়ে ক্ষমতাসীন হন, যা মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত।” (রাদ্দুল মুখতার, ৮ম খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা) উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতির আলোকে শিক্ষকও এক ধরনের ক্ষমতাসীন ব্যক্তি, কেননা মাদ্রাসায় ছাত্রদের ভর্তি বহাল থাকা প্রায়ই শিক্ষকেরই দয়া-মায়ার উপর নির্ভরশীল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আন্দুর রাজ্জাক)

শিক্ষক ছাত্রের নিয়ম বহির্ভূত কাজের জন্য ক্লাস থেকে বের করে দিতে পারেন। অথবা বিহিস্কার করার জন্য সুপারিশ করতে পারেন। এভাবে পরীক্ষায় কৃত প্রশ্নপত্র সময়ের পূর্বে প্রকাশ করা, পরীক্ষার ফলাফলে ভাল নম্বর দেয়া বা ফেল করে দেয়াও শিক্ষকের হাতে থাকে। অনেক ছাত্র এমনও রয়েছে যাদের মধ্যে জ্ঞানার্জনের আগ্রহ কম থাকে অপরদিকে তারা দুষ্টিমী ও নিয়ম বহির্ভূত কাজে আগে আগে থাকে। যেহেতু নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা দ্বারা শিক্ষককে সন্তুষ্ট করতে পারে না তাই কখনো কখনো উপহার পেশ করে ও দাওয়াত খাওয়ায়, যাতে তাদেরকে মাদ্রাসা থেকে বের করা না হয়, আর ফেল করানো না হয়। তাই শিক্ষকদের উচিত এ ধরনের ছাত্রদের উপহার সমূহ ও দাওয়াত গ্রহণ না করা। আর যদি জানতে পারেন, এ উপহার ও দাওয়াত বিশেষভাবে এজন্যই করা হয়েছে, আলোচ্য শ্রেণীর ছাত্রদের যেন কাজ হয়। আর ইনি সত্যিই তাদের কাজ করতে পারেন বা কাজ সম্পাদনের মাধ্যম হতে পারেন তাহলে এ অবস্থায় গ্রহণ করা হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। “শামী” গ্রন্থে রয়েছে, “এভাবে যখন আলিমকে সুপারিশ বা জুলুম দূর করার জন্য উপহার দেয়া হয় তাহলে তা ঘুষ। শিক্ষকের যে হুকুম বর্ণিত হল, তা প্রত্যেক ব্যবস্থাপকেরই জন্য, চাই কোন প্রতিষ্ঠানের হোক কিংবা দলের, চাই বিশুদ্ধ ধর্মীয় গোষ্ঠী হোক বা রাজনৈতিক। কারণ কোন না কোন ভাবে এগুলোও মুসলমানদের অনেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাসীন হয়ে থাকে আর এদের কলমের বাঁকুনি বা মুখ চালানোতে অনেক মানুষের লাভ-ক্ষতি হতে পারে তাই তাদেরকে উপহার ও দাওয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যিক।” (রাদ্দুল মুহতার, ৯ম খণ্ড, ৬০৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইবরাহাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

উপহার ফিরিয়ে দেয়ার দু'টি ঘটনা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى থেকে বর্ণিত রয়েছে, হযরত সাযিয়্যুনা শক্বীক বলখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন: আমি হযরত সাযিয়্যুনা সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى কে উপহার স্বরূপ কাপড় পেশ করলাম, তখন তিনি আমাকে তা ফিরিয়ে দিলেন। আমি আরয় করলাম: “ইয়া সাযিয়্যুদী! আমি আপনার ছাত্র নই। বললেন: “আমি জানি কিন্তু আপনার ভাইতো আমার কাছ থেকে হাদীসে পাক শুনছেন, আমার ভয় হচ্ছে আবার যেন আমার অন্তর আপনার ভাইয়ের জন্য অন্যের তুলনায় অধিক নরম হয়ে না যায়। (হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৭ম খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯৩০২) একবার হযরত সাযিয়্যুনা সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى এর বন্ধুর ছেলে হাযির হয়ে কিছু নযরানা পেশ করলে তিনি গ্রহণ করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাকে ডেকে পাঠালেন এবং অনেক চেষ্টা করে তাকে ঐ উপহার ফিরিয়ে দিলেন। এটা এজন্য করেছেন, তার বন্ধুত্ব আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ছিল। তাই তাঁর মধ্যে ভয় হল, এ উপহার আবার যেন আল্লাহ তাআলার খাতিরে বন্ধুত্বের বিনিময় হয়ে না যায়। তাঁর শাহজাদা সাযিয়্যুনা মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন: আমি আরয় করলাম: “বাবাজান! আপনার কি হল! আপনি যখন নিয়েই নিয়েছিলেন তাহলে আমাদের খাতিরে রেখেই দিতেন।” বললেন: “হে মোবারক! তোমরাতো আনন্দের সাথে এসব ব্যবহার করবে কিন্তু কিয়ামতের দিন প্রশ্ন আমাকে করা হবে।”

(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: ক্ষমতাসীন ব্যক্তিকে যদি কোন অধীনস্থ ব্যক্তি মদীনা শরীফের খেজুর অথবা যমযম শরীফের পানি পেশ করে তবে নেবে কি নেবে না?

উত্তর: গ্রহণ করে নিবেন, কারণ তাতে ঘুষের অপবাদের আশংকা নেই। এছাড়া রিসালা, বয়ানের ক্যাসেট, দীন প্রচার সম্পর্কিত জিনিস-পত্র ইত্যাদি বা নালাইন পাকের কার্ড, খুবই অল্প মূল্যের তাসবীহ বা কমমূল্যের।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

যেমন- দুই তিন টাকা মূল্যের কলম ইত্যাদি গ্রহণ করাতে অসুবিধা নেই। কেননা এটা এ ধরনের উপহার নয়, যা অপবাদের কারণ হয়। এছাড়া হজ্জ বা মদীনার সফর কিংবা বিয়ে বা বাচ্চা জন্মগ্রহণের সময় উপহার দেয়ার প্রচলন রয়েছে। এ ধরনের উপহারও ক্ষমতাসীন ব্যক্তি তার অধীনস্থ ব্যক্তি থেকে নিতে পারেন। তবে যদি প্রচলিত নিয়মের অধিক উপহার দেয় তাহলে নিতে পারবেন না। যেমন-১০০ টাকার প্রচলন রয়েছে আর ৫০০ বা ১২০০ টাকার উপহার দিল তা নেয়া যাবে। কিন্তু এ পরিমাণ নোটের মালা পরিধান করাল তাহলে অপবাদের আশংকার কারণে না-জায়য হয়ে যাবে। (এসব বিধি-বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার থেকে প্রকাশিত মাদানী মুযাকারার ৭১-৭৪ নম্বর ক্যাসেট শুনুন। মজলিশে মাকতাবাতুল মদীনা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপি অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে ও সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সফরের সৌভাগ্য অর্জন করতে থাকলে, إِنَّ شَرَّ اللَّهِ مُحَمَّدًا, এর বরকতে শরীয়াতের বিধি-বিধান শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকবেন। মাদানী কাফেলায় সফরের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য একটি মাদানী কাফেলার মাদানী বাহার (ঘটনা) শুনুন। যেমন-

(৯৫) জীবন্ত কবরস্থ হয়ে গেলাম

এক ইসলামী ভাইয়ের অনেকটা এরকম বর্ণনা হচ্ছে, দা'ওয়াতে ইসলামীর ১২ জন আশিকে রাসূলের সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলা কাশ্মীরের একটি জেলা “বাগ” এলাকার নিন্দরাইর জামে মসজিদে নিন্দরাই-এ অবস্থান করছিল। ১৪২৬ হিজরীর ৩রা রমযানুল মুবারকে জাদওয়াল (রুটিন) অনুযায়ী সকালে সৎক্ষিপ্ত আরামের বিরতির পর “মাদানী মাশওয়ারা”-এর সময় হয়ে গিয়েছিল। আমীরে কাফেলার নির্দেশে ৮ জন ইসলামী ভাই ঘুম থেকে উঠে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

অপরদিকে আমি সহ ৪ জন ইসলামী ভাই অলসতার কারণে মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসায় তখনও শুয়ে ছিলাম ও আমাদের ধাক্কা লাগল। আমরা অস্থির হয়ে হঠাৎ উঠে বসলাম। সব দরজা ও দেয়াল দোলছিল। আমরা তৎক্ষণাৎ দৌড় দিলাম কিন্তু হায়! হঠাৎ জমিন ফেটে গেল আর আমরা বিকট শব্দে উপড় হয়ে পড়ে গেলাম। তখনও সামলিয়ে উঠতে পারিনি এক বিস্ফোরণ সহকারে ছাদও দেয়ালগুলো আমাদের উপর এসে পড়ল। চতুর্দিকে গভীর অন্ধকার ছেঁয়ে গেল। বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে গেল। আহ! হায়! হায়! আমরা চারজন একত্রে জীবন্ত কবরস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা আতঙ্কিত অবস্থায় উচ্চ স্বরে কলেমা শরীফ পাঠ করতে ও চিৎকার করে কাঁদতে লাগলাম। বাহ্যিকভাবে বাঁচার কোন আশা রইল না, ছটফট করতে করতে ও অস্থির হয়ে হাত-পা মারতে মারতে এক ইসলামী ভাইয়ের পায়ের ধাক্কায় হঠাৎ একটি পাথর সেরে পড়লে আলোকিত হয়ে গেল। **اللهم رب العالمين** ঐ গর্ত দিয়ে একজন একজন করে আমরা বাইরে বের হতে সক্ষম হলাম। আমীরে কাফেলার তাৎক্ষণিক আনুগত্যের বরকতে মাদানী কাফেলার আটজন আশিকানে রাসূল আমাদের আগে সহজে নিরাপদ অবস্থায় মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

জলজলে সে আমা, দেগা রবেব জাহা, ছব দোয়ায়ে করে, কাফিলে মে চলো।
হো বাপা জলজলে, গর ছে আন্দি চলে, ছবর করতে রাহে, কাফিলে মে চলো।

আনুগত্য না করার পরিণাম

এ থেকে এটাও জানা গেল, মাদানী কাফেলার জাদওয়ালের উপর আমল করার কল্যাণে ঐ আটজন ইসলামী ভাইয়ের কোন কষ্ট হল না। তারা সহজে বের হয়ে গেলেন আর ঐ চারজন যারা অলসতার কারণে শুয়ে রইল তারা কিছু সময়ের জন্য সম্মিলিত কবরে জীবন্ত দাফন হয়ে গেলেন তবে অবশেষে তারাও মাদানী কাফেলার বরকতে বের হয়ে আসতে সক্ষম হলেন। **আল্লাহু তাআলা** এভাবে নিদর্শনাবলী দেখান, কেউতো মৃত্যু মুখে পৌঁছেও পরিস্কার বেঁচে আসে অপরদিকে কেউ হাজার কেণ্ণায় লুকিয়ে থাকুক কিন্তু মৃত্যু এসে তাকে পাকড়াও করে।” মৃত্যু থেকে কেউ পালাতে পারে না। যেমন **আল্লাহু তাআলা** ইরশাদ করেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

আপনি বলুন, ঐ মৃত্যু, যা থেকে
তোমরা পলায়ন করো, তাতো
অবশ্যই তোমাদের সাক্ষাত

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ
مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ

করবে। (পারা-২৮, সূরা-জুমা, আয়াত-৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৯৬) জ্ঞানী বাদশাহ্

একদিন মিসরের জ্ঞানী বাদশাহ্ আহমদ ইবনে তুলুন কোন এক নির্জনস্থানে তাঁর সহচরদেরকে নিয়ে খাবার খাচ্ছিলেন। তখন তাঁর দৃষ্টি ছেঁড়া পুরানো কাপড় পরিহিত এক ফকীরের উপর পড়ল। বাদশাহ্ একটি রুটি, একটি ভুনা মুরগী, একটি মাংসের টুকরা ও ফালুদা গোলামের মাধ্যমে তার নিকট পাঠালেন। গোলাম ফিরে এসে বলল: “আলীজাহ্! খাবার পেয়ে সে খুশী হয়নি।” এটা শুনে বাদশাহ্ তাকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। যখন সে আসল তখন তাকে কিছু প্রশ্ন করলেন: যেগুলোর উত্তর সঠিকভাবে দিলে, তাঁর উপর শাহী শান-শওকতের কোন প্রভাব পড়লনা। জ্ঞানী বাদশাহ্ হঠাৎ বললেন: তোমাকে গুপ্তচর মনে হচ্ছে! একথা বলে বাদশাহ্ চাবুক মারার লোককে ডাবলেন। তাকে দেখতেই ঐ ফকীর তৎক্ষণাৎ স্বীকার করল, সত্যি আমি গুপ্তচর। এ অবস্থা দেখে কেউ বাদশাহ্কে বলল: “আলীজাহ্! আপনি মূলতঃ যেন যাদু করলেন! জ্ঞানী বাদশাহ্ বললেন: “কোন যাদু করিনি। আমি তাকে আমার অনুমান দ্বারা পাকড়াও করেছি।” কারণ খাবার এমন উৎকৃষ্ট ছিল, যে পেট ভরে খেয়ে নিয়েছে তার মুখেও তা দেখে পানি চলে আসবে ও সে সেটার প্রতি আসক্ত হয়ে যাবে কিন্তু বাহ্যিক দুরাবস্থা সত্ত্বেও সে এ খাবারের প্রতি কোন মনোযোগ দিল না। তাছাড়া সাধারণ মানুষ শাহী শান-শওকত দেখে কেঁপে উঠে কিন্তু সে সাহসের সাথে কথা বলছিল। এজন্য ধারণা হল, সে গুপ্তচর। (কারণ গুপ্তচরকে নির্দিষ্ট গন্ডিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।)

(হায়াতুল হাইওয়ানুল কুবরা, ১ম খন্ড, ৪৫৯ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৯৭) কবরে ইবনে তুলুনের অবস্থা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহমদ ইবনে তুলুন সীমাহীন জ্ঞানী, ন্যায় বিচারক, সাহসী, নম্র, চরিত্রবান, শিক্ষানুরাগী ও দানশীল বাদশাহ ছিলেন। তিনি হাফিযে কুরআন ছিলেন ও অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করতেন কিন্তু প্রথম পর্যায়ের অত্যাচারীও ছিলেন। তাঁর তলোয়ার খুনাখুনি করার জন্য সর্বদা খাপের বাইরে থাকত। কথিত আছে, তিনি যাদেরকে হত্যা করেছেন ও যারা তার কাছে বন্দীবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের সংখ্যা ছিল আঠার হাজারের কাছাকাছি। তাঁর ইন্তিকালের পর এক ব্যক্তি প্রতিদিন তাঁর কবরে তিলাওয়াত করতেন। একদিন বাদশাহ আহমদ ইবনে তুলুন তার স্বপ্নে এসে বললেন: “আমার কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াত করো না।” সে জিজ্ঞাসা করল, “কেন?” ইবনে তুলুন জবাব দিলেন, “যখনই কোন আয়াত আমার বিষয়ে আসে তখন আমার মাথায় আঘাত করে জিজ্ঞাসা করা হয়, “তুই কি এ আয়াত শুনিসনি?” (হায়তুল হাইওয়ানুল কুবরা, ১ম খন্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা) হায়! হায়! হায়! অত্যাচারের পরিণতি কি ভয়ানক! শাসক শ্রেণীর ব্যক্তিদের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর। সুতরাং সরকারী ও মন্ত্রীত্বের আকর্ষণীয় পদ ইত্যাদি থেকে বিশেষতঃ বর্তমান যুগে দূরে থাকতেই নিরাপত্তা রয়েছে। এটাও জানা গেল, হাফিযে কুরআনের উচিত কুরআনে পাকে বিধি-বিধানের উপর আমলও করা।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ও কবরের আযাবে আক্রান্ত গুনাহগার মুসলমানদের এবং সকল উম্মতকে ক্ষমা করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

(৯৮) অন্যের গুনাহ ক্ষমা প্রার্থনাকারীর নিজ গুনাহ ক্ষমা হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত, সকল মুসলমানদের গুনাহ ক্ষমা দোয়া করতে থাকা। এতে আমাদেরও কল্যাণ নিহিত রয়েছে, যত মুসলমানের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করব, তত পরিমাণ নেকী আমরা লাভ করব। যেমন- রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বলেছেন, “যে কেউ সকল মুমিন নারী-পুরুষের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করে, আল্লাহ তার জন্য প্রতিটি মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারীর বিনিময়ে একটি করে নেকী লিখে দেন।” (আল জামিউস সগীর, ৫১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮৪১৯) যাহোক অপরের কল্যাণ দোয়া করলে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ আমাদের প্রতিও কল্যাণ দান করা হবে। যেমন- হযরত আল্লামা আবদুর রহমান সাফফুরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, এক বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ইত্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, অর্থাৎ-আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন?” তিনি বললেন: আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন ও অমুক ব্যক্তির মহল পরিমাণ আমাকে মহল দান করেছেন, অথচ আমি তাঁর চেয়ে অধিক ইবাদতকারী ছিলাম তবে তিনি আমার চেয়ে অগ্রগামী হলেন এজন্য, তাঁর মধ্যে একটি বিশেষ গুণ ছিল, যা আমার মাঝে ছিল না। আর তা হল, তিনি দোয়া করতেন, “হে আল্লাহ! অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মুসলমানদেরকে ক্ষমা করে দিন।” (নুযহাতুল মাযালিস, ২য় খণ্ড, ৩য় পৃষ্ঠা)

ইলাহী ওয়াসেতা পেয়ারে কা হব কি মাগফিরাত ফরমা,
আযাবে না-র ছে হামকো খোদায়া খওফ আ-তা হো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

(৯৯) ৭০ দিনের পুরানো লাশ

الرَّحْمَنُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে মুসলমানদের পেরেশানী দূর করার আগ্রহ ও দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের সুযোগ লাভ হয়। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে লখো বিপদগামী মানুষের পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। দা'ওয়াতে ইসলামী আহলে হক (সত্য পথের অনুসারীবৃন্দ) এর অনন্য মাদানী সংগঠন। আসুন ঈমান তাজা করার উদ্দেশ্যে আপনাদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের কল্যাণের মহান বাহার (ঘটনা) শুনাই। ১৪২৬ হিজরীর ৩রা রমযানুল মোবারক (০৮/১০/০৫) রোজ শনিবার পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ভয়ানক ভূমিকম্প এসেছিল যাতে লখো মানুষ নিহত হয়েছে। তার মধ্যে মুয়াফফারাবাদ (কাশ্মীর) এলাকার “মীর আতসুলিয়া” বাসিন্দা ১৯ বছর বয়সী নাসরীন আত্তারীয়্যা বিনতে গোলাম মুরসালীন, যিনি দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতেন, তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। মরহুমার পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ৮ যুলকাদাতুল হারাম ১৪২৬ হিজরী (১০/১২/০৫) সোমবার রাতে (রবিবার দিবাগতরাত) আনুমানিক ১০ টার সময় কোন কারণে কবর খুলে ফেলল। হঠাৎ আসা খুশবুতে নাকের উৎসস্থল পর্যন্ত সুগন্ধিময় হয়ে গেল। শাহাদাতের ৭০ দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও নাসরীন আত্তারীয়্যার কাফন নিরাপদ ও শরীর একেবারে তরতাজা ছিল।

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

আতায়ে হাবীবে খোদা মাদানী মাহল, হে ফয়যানে গউছো রযা মাদানী মাহল।
 সালামত রহে ইয়া খোদা মাদানী মাহল, বাঁচে নজরে বদছে ছাদা মাদানী মাহল।
 আয় ইসলামী বেহনো! তোমহারে লিয়ে ভী, ছুনো! হে বহুত কাম কা মাদানী মাহল।
 তুমহি সুন্নাতু আওর পরদে কে আহকাম, ইয়ে তা'লীম ফরমায়েগা মাদানী মাহল।
 সানাওয়ার জায়েগী আখেরাত, তুম আপনায়ে রাখো সদা মাদানী মাহল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

ইয়া রব্বের মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমাদেরকে প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আশ্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَام সাহাবায়ে কিরাম, আহলে বাইতে আতহার عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ ও আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى গনের সত্যিকারের মুহাব্বত দান কর। তাঁদের পথে চালান ও তাঁদের ফয়যান দ্বারা আমাদের ঈমানের নিরাপত্তা ও উভয় জাহানে শান্তি ও নিরাপত্তা দান কর। আমাদেরকে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদৌস বিনা হিসাবে প্রবেশ করার এবং সেখানে তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান কর।

اميينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
تُوبُوا إِلَى اللهِ! أَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

মদীনার ডালবাসা, জান্নাতুল
বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে
জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয়
আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী
হওয়ার প্রত্যাশী।



২২ মুহাররামুল হারাম, ১৪২৭ হি:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

তিনি সকলকে মসজিদের প্রথম কাতারে তাকবীরে উলার সাথে প্রত্যেক নামায জামাআত সহকারে আদায় করা, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শুরূ থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ, প্রতিমাসে মাদানী কাফেলায় তিনদিন সফর এবং প্রতি মাসে মাদানী ইনআমাতের কার্ড জমা করানোর তাগিদ দিয়েছেন।

খাবার মেপে নিন

প্রশ্ন: খাবার অপচয় হওয়া থেকে রক্ষা করার উপায় কি?

উত্তর: খাবার মেপে রান্না করবেন ও মেপেই বন্টন করবেন। যেমন-৯২জন ছাত্রের জন্য বিরিয়ানী তৈরী করতে হবে, যেহেতু এক কেজি চাউলে প্রায় ৮ জন মানুষ খেতে পারেন, তাই ১২ কেজি চাউলের বিরিয়ানী প্রস্তুত করুন। সবাইকে খালায় এতটুকু পরিমাণ করে খাবার দিন যেন পরিতৃপ্ত হয়ে যায় এবং অবশিষ্টও থেকে না যায়। এভাবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** খুব সহজ হবে আর খাবারও অপচয় কম হবে। সঠিকভাবে অনুমান না করে রান্না করাতে হয়তো কম পড়ে নয়তো প্রচুর পরিমাণে অবশিষ্ট থেকে যায়। অবশিষ্ট থাকা বিরিয়ানী পুনরায় গরম করে খেলে, তাতে স্বাদ কমে যায়।

ছয় লক্ষ কয়েদী!

প্রশ্ন: কখন থেকে খাবার নষ্ট হওয়া শুরূ হয়েছে?

উত্তর: বনী ইসরাঈলের সময় থেকে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ঘটনা আরম্ভ করছি, ফিরআউন নীলনদে ডুবে মরার পর আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালীমুল্লাহ **عَلَيْهِ السَّلَامُ** ছয় লক্ষ বনী ইসরাইলকে নিয়ে আমালাকাহ গোত্রের সাথে জিহাদ করার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হলেন। যখন নিকটবর্তী হলেন তখন তাঁর গোত্র অবাধ্যতা প্রদর্শন করল ও যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে এটা পর্যন্ত বলে দিল, আপনি ও আপনার রব তায়ালা এ শক্তিশালী গোত্রের সাথে যুদ্ধ করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

হযরত সাযিয়দুনা মুসা কলীমুল্লাহ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ এতে অসন্তুষ্ট হলেন। এ ছয় লক্ষ মানুষকে চল্লিশ বৎসরের জন্য ২৭ হাজার গজ প্রস্থ ও ৩০ মাইল দৈর্ঘ্যের ময়দানে বন্দী করা হল। তারা সারাদিন হাঁটত আর সন্ধ্যায় সেখানেই চলে আসত যেখান থেকে পথ চলা শুরু করেছে। এ জঙ্গলের নাম হল তীহ। তীহ অর্থাৎ “পথহারার ন্যায় ঘুরাফেরা করার জায়গা।”

(তাফসীরে নঈমী, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা ৩৩৬ থেকে ৩৫১ থেকে সংগৃহীত)

মান্না ও সালওয়া

তাফসীরে রুহুল বয়ানে রয়েছে, যখন হযরত সাযিয়দুনা মুসা عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ বনী ইসরাঈলের ছয় লক্ষ মানুষের সাথে তীহ ময়দানে অবস্থান করছিলেন তখন আল্লাহ তাআলা ঐ সমস্ত মানুষের খাওয়ার জন্য আসমান থেকে দুই ধরনের খাবার প্রেরণ করেন। একটির নাম ছিল “মান্না” অপরটির নাম “সালওয়া”। মান্না একেবারে সাদা মধুর মত হালুয়া ছিল অথবা সাদা রংয়ের মধুই ছিল, যা প্রতিদিন আসমান থেকে বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হত আর সালওয়া রান্নাকৃত ছোট পাখী ছিল, যা দক্ষিণে বাতাসের সাথে আসমান থেকে অবতীর্ণ হত।

খাবার নফ্ হযে যাওয়ার কারণ

মান্না ও সালওয়ার ব্যাপারে হযরত সাযিয়দুনা মুসা عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ এর প্রতি নির্দেশ ছিল, আপনারা এসব প্রতিদিন খেয়ে ফেলবেন ও আগামীকালের জন্য কখনোই জমা করে রাখবেন না। কিন্তু দুর্বল বিশ্বাসের লোকদের এ ভয় আসতে লাগল, যদি কোন দিন মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ না হয় তবে আমরা এ পানি ও ঘাসহীন ধু-ধু মরুভূমিতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যাব। সুতরাং তারা কিছু গোপনে আগামীকালের জন্য রেখে দিল। অতএব নবী عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ এর অবাধ্যতার কারণে এমন অমঙ্গল ছড়িয়ে পড়ল, যা কিছু আগামীদিনের জন্য জমা রেখেছিল ঐসব গুলো পঁচে গেল এবং ভবিষ্যতের জন্য তা অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদর শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

এজন্য মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, ছয়ুরে আনওয়ার
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “বনী ইসরাঈল না হলে, কখনো
 খাবার খারাপ হত না, এবং মাংসও নষ্ট হত না।” (সহীহ মুসলিম, ৭৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস
 নং- ১৪৭০) জানা গেল, ঐ তারিখ থেকেই খাবার ও মাংস নষ্ট হওয়া শুরু
 হয়। না হলে এর আগে কখনও খাবার ও মাংস নষ্ট হত না।

১২ টি ঝর্ণা প্রবাহিত হল

আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ তাআলা নবী ﷺ এর অবাধ্যতায় বনী ইসরাঈলকে কি রকম ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিলেন! তীহ ময়দানে বন্দী হওয়ার সময় যাদের বয়স ২০ বছরের বেশি ছিল তারা সবাই এ সময়ের মধ্যে সেখানেই মৃত্যুবরণ করল। হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালীমুল্লাহ ﷺ ও সেখানে ছিলেন, তাই তাঁর বরকতে মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ হল। তিনি ﷺ পাথরের উপর তাঁর পবিত্র লাঠি দিয়ে আঘাত করলে তা থেকে ১২ টি ঝর্ণা বের হল, যা থেকে বনী ইসরাঈল পানি পান করত ও গোসল করত। এ বন্দী অবস্থার যেসব পোষাক তাদের শরীরে ছিল, তা ময়লাযুক্ত হত না, পুরাতন হত না এবং ছিঁড়ত না। তাদের নখ ও চুল বৃদ্ধিপেত না, তাই ক্ষৌরকর্মের প্রয়োজনও হত না। রাতে একটি স্তম্ভ প্রকাশ পেত যা থেকে আলো বের হত। মনে করুন, তা “টিউবলাইটের” মত আলো দিত। দিনে হালকা মেঘ তাদের উপর ছায়া দিত। তাদের যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করত, তার উপর কুদরতীভাবে নখের পোষাক থাকত, যা সে বড় হওয়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকতো। এ বন্দী অবস্থায় এসব নেয়ামত আল্লাহ তাআলার নবী হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালীমুল্লাহ ﷺ এর বরকতে তারা লাভ করেছিল।

(রহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনি ওয়াস সাবয়িল মাসানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

কর্মচারীর জন্য নফল নামায পড়া কেমন?

কুরআন শরীফের এ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল, গুনাহ ও নাফরমানীর কারণে দুনিয়াতেও দুঃখ-কষ্ট আসে। দয়া করে! বাবুর্চী ইসলামী ভাইয়েরাও নিজের দায়িত্ব যেন পরিপূর্ণভাবে আদায় করবেন। আজকাল অনেক কর্মচারী মাদানী যেহেন না থাকার কারণে পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে না। নির্ধারিত কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে অসম্পূর্ণ রাখে অথচ বেতন পরিপূর্ণ নিয়ে নেয় আর এভাবে নিজের রুজি নষ্ট করে বসে। মনে রাখবেন! কর্মচারী দায়িত্বের সময় মালিকের অনুমতি ছাড়া নফল নামায, তাসবীহ ইত্যাদি আদায় করতে পারবে না। যদি দুর্বল তার পড়ার কারণে কাজে ঘাটতি হয়, তবে অনুমতি ছাড়া নফল রোযাও রাখতে পারবে না। (রহুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা) তবে জামাআত সহকারে ফরয নামায ও রমাযানুল মুবারকের রোযা আদায়ের ক্ষেত্রে মালিকের বাধা দেয়ার অধিকার নেন। সে বাধা প্রদান করুক বা না করুক, কিন্তু কর্মচারীকে আদায় করতে হবে।

আপনি হলেন প্রতিটি দানার আমানতদার

প্রশ্ন: জামিআতুল মদীনার রান্নাঘরের বাবুর্চী কি আমানতদার?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ। যদি জেনে বুঝে খাদ্যের একটি দানাও অহেতুক অপচয় করেন, তবে আখিরাতে জবাব দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রত্যেক প্রকারের আমানত রক্ষা করার সৌভাগ্য দান করুক এবং খিয়ানত করা থেকে নিরাপদ রাখুন। খিয়ানতের শাস্তি খুবই ভয়ানক। যেমন-হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “মুকাশাফাতুল কুলুব” গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

খিয়ানতের ভয়ানক শাস্তি

কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলার দরবারে পেশ করা হবে। ইরশাদ হবে, তুমি কি অমুকের আমানত ফিরিয়ে দিয়েছিলে? আরয করবে, “না”।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসার্বাত)

নির্দেশ পেয়ে ফিরিশতাগণ তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবেন। সেখানে সে জাহান্নামের গভীরে ঐ “আমানত” রাখাবস্থায় দেখবে আর সে ব্যক্তি ঐ আমানতের দিকে পড়তে থাকবে অবশেষে ৭০ বছর পর সেখানে গিয়ে পৌঁছবে ও ঐ আমানত উঠিয়ে উপরের দিকে আরোহন করবে। যখন জাহান্নামের কিনারায় পৌঁছবে তখন পা পিছলে যাবে অতঃপর জাহান্নামের গভীরে গিয়ে পড়বে। এভাবে সে পড়তে ও উঠতে থাকবে অবশেষে মদীনার তাজেদার হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুপারিশে সে আল্লাহ তাআলার রহমত লাভ করবে এবং আমানতের মালিক তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৪,৪৫ পৃষ্ঠা)

মাদরাসায় খাবার অপচয় হওয়ার কারণ

তিনি অর্থাৎ-আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ বাবুর্চী ইসলামী ভাইদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: “বলুন! হোটেলে বেশি খাবার অপচয় হয় নাকি মাদরাসায়?” উত্তর দিলেন, “মাদরাসায়”। এতে তিনি বললেন: “আসলে কথা হচ্ছে, হোটেলে মালিকের নিজের পকেট থেকে টাকা খরচ হয়, তাকে আয়ও করতে হয়। সুতরাং তিনি খাবারের রান্নার ব্যাপারে কঠোরভাবে দৃষ্টি রাখেন ও হিসাব করে কাজ করেন। আর মাদরাসা, এগুলো যেহেতু মানুষের চাঁদা দিয়ে চলে, পরিচালকবৃন্দের পকেট থেকে টাকা যায় না, বাবুর্চীর পকেট থেকেও যায় না। সুতরাং অসতর্কতা বেড়ে যায়। অনেক সময়তো সদকার আসা জবেহকৃত সম্পূর্ণ ছাগল অসাবধানতায় এদিক-সেদিক পড়ে থাকে। নষ্ট হয়ে যায় ও শেষ পর্যন্ত ফেলে দেয়া হয়। আহ! আহ! আহ! মুসলমানদের চাঁদা এরূপ অন্যায্য ভাবে নষ্ট করার কারণে আবার যেন আখিরাতে ফেঁসে না যায়। মাদরাসা, জামিয়া ও সকল ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গরা মনে রাখবেন! কিয়ামতের দিন প্রতিটি অণু পরিমাণ বিষয়ের হিসাব হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

সুতরাং যে অণু পরিমাণ সৎ কাজ করবে, সে তা দেখতে পারে এবং যে অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পারে।

(পারা-৩০, সূরা-খিলযাল, আয়াত-৭,৮)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

ফ্রীজে খাবার রাখার নিয়ম

প্রশ্ন: মাংস ও খাবার সংরক্ষণের কিছু মাদানী ফুল পেশ করুন।

উত্তর: এ বিষয়টি খেয়াল রাখবেন যে “ডিপ ফ্রিজ” সঠিকভাবে কাজ করছে কি না। অনেক সময় গরমের দিনে বোল্ডটেজ কমে যাওয়ায় শীতলতা (COOLING) কম হয়ে যায় ও খাবার নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। এ অবস্থায় খাবারের বস্তুগুলো বিছিয়ে খোলা বাতাসের নীচে রাখা যায়। মাংসকে দেয়াল ইত্যাদিতে ঠেস লাগানো ব্যতীত খোলা বাতাসে লটকিয়ে দেয়াতে অনেকক্ষণ তাজা থাকতে পারে। যখনই রান্নাকৃত খাবার, তরকারী ফ্রীজে রাখবেন তখন পাত্রের ঢাকনা অবশ্যই খুলে রাখবেন, যাতে শীতলতা ভিতরে পৌঁছতে পারে। ছোট পাত্র, থালা বা প্লাষ্টিকের ছোট থলেতে রাখা ভাল। খাবার ভর্তি বড় পাত্রের ভিতরে শীতলতা না পৌঁছার কারণে খাবার নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। বিশেষতঃ খিচুড়ী ও রান্না করা ডালের ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। অন্যথায় এগুলো তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ঐ সমস্ত খাবার, যাতে টমেটো কিংবা টক জাতীয় বস্তু বেশি পরিমাণ হয়, তাও তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কাঁচা মাংস অনেকদিন পর্যন্ত নষ্ট হবে না

প্রশ্ন: কাঁচা মাংস অনেকদিন পর্যন্ত নষ্ট না হওয়ার কোন নিয়ম বলে দিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ لَشَعْرَةٌ جَلِيلَةٌ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'ঈদীন)

উত্তর: যদি কাঁচা মাংস বড় ডেব্রী কিংবা ঝুড়িতে নিয়ে ডিপ ফ্রিজে রাখা তাহলে ভিতরের অংশে শীতলতা কম পৌঁছার কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা থাকে। তাই এটা সংরক্ষণের নিয়ম ভালভাবে বুঝে নিন, প্রথমে বাঁশের ঝুড়ির তলায় বরফ বিছান, এরপর মাংস রাখুন এবার ড্রিপ ফ্রিজে রেখে দিন। এভাবে করলে নীচে, উপরে ও ভিতরে চারিদিকে ঠান্ডাই ঠান্ডা থাকবে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত নষ্ট হবে না।

বিরিয়ানী নষ্ট হয়ে গেলে কি করতে হবে?

প্রশ্ন: খাবার নষ্ট হওয়ার লক্ষণ কি?

উত্তর: খাবার ও তরকারী নষ্ট হওয়ার লক্ষণ এই যে, টক দুর্গন্ধ বের হবে, ঝোল বিশিষ্ট খাবার হলে উপরে ফেনাও তৈরী হবে। যদি পোলাও ও বিরিয়ানী কিংবা কোর্মা নষ্ট হতে শুরু হয় তবে প্রথমবস্থায় তাতে টক ও নরম বস্তু দুর্গন্ধ হতে থাকে তাই মাংসের টুকরোগুলো বাছাই করে ধুঁয়ে ব্যবহার করুন। যেটার মাংস এখনও দুর্গন্ধ হয়নি এরূপ তরকারী ও পোলাও জেনে বুঝে ফেলে দিবেন না।

দুর্গন্ধযুক্ত মাংস খাওয়া হারাম

প্রশ্ন: মাংস দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেলে কি করতে হবে?

উত্তর: তা ফেলে দিন। সদরুস শরিয়া মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: যে মাংস নষ্ট হয়ে দুর্গন্ধ বের হয় তা খাওয়া হারাম যদিও তা অপবিত্র নয়। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা)

ফেঁটে যাওয়া দুধের ব্যবহার

প্রশ্ন: ফেঁটে যাওয়া দুধ কিভাবে ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর: ফেঁটে যাওয়া দুধ ব্যবহার করাতো খুবই সহজ। মধু বা চিনি দিয়ে চুলায় তুলে দিলে সেটার পানি শুকিয়ে যায় এবং দুধের ছানা থেকে যায়, যা অত্যন্ত সুস্বাদু ও মজাদার হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

ভেজিটেবল ঘি

প্রশ্ন: ভেজিটেবল ঘি খাওয়া যায় কি?

উত্তর: এটা খাওয়া জায়য কিন্তু অধিকাংশ ভেজাল হওয়ার কারণে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আজকাল প্রায় মানুষের পেট খারাপ থাকে, এটার একটি কারণ নিম্নমানের ভেজিটেবল ঘিও রয়েছে। যদি বিশুদ্ধ ঘি পাওয়া না যায় তবে রান্নার তেল ব্যবহার করুন। অয়েল বা ভুট্টার তেল তা থেকে উত্তম এবং যায়তুন শরীফের তেল সর্বোৎকৃষ্ট।

বৃদ্ধ বয়সে ভাল থাকার জন্য

প্রশ্ন: ঘি, তেল ব্যবহারে স্বাস্থ্যের ক্ষতি যেন না হয়, এ ব্যাপারে কোন উপকারী সাবধানতা সম্পর্কে ইরশাদ করুন।

উত্তর: ঘি, তেল ও প্রত্যেক প্রকারের চর্বি জাতীয় বস্তু হজম হতে দেরী হয় এবং অধিক পরিমাণে ব্যবহারে রোগ-ব্যাদি ও মেদ বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং যৌবন থেকেই ঘি, তেল, ময়দা ও চিনির ব্যবহার কমিয়ে দিন। তবে বেঁচে থাকলে إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ বৃদ্ধ বয়সেও স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। আমার মাদানী পরামর্শ হচ্ছে, আপনি খাবার রান্না করার সময় যতটুকু তেল, মসল্লা, লবণ, মরিচ ইত্যাদি দেন, নির্দ্বায় এর পরিমাণ অর্ধেক করে দিন। إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ এটার উপকারীতা নিজেই দেখতে পাবেন। তবে রোগীর জন্য উচিত হবে, তিনি যেন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন।

তেল ছাড়া রান্না করার নিয়ম

প্রশ্ন: তেল, ঘি ছাড়াও কি খাবার তৈরী করা যাবে?

উত্তর: কেন যাবে না। কিছু খাবার তেল, ঘি ছাড়াও রান্না করা যায়। যেমন-ভাত, খিচুড়ি, কড়হী, (দধি ও বেসনের তৈরী খাদ্য বিশেষ, যা কেবল একবারই উতলায়) ডাল ইত্যাদি। মোটা তাজা ছাগল ও গরুর পা রান্না করতে তেল দেয়ার প্রয়োজনই নেই। কারণ তাতে থাকা চর্বি গলে তেলের কাজ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

বরং প্রত্যেক প্রকারের তরকারী তেল, ঘি ছাড়া রান্না করা যায়। এর নিয়ম হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে সবুজ মসল্লা পিষে নিন, চাই নিজের পছন্দনীয় সবজীও এক সাথেই পিষে নিন। এখন এটার গাঢ় তরলতায় তরকারী রান্না করুন। প্রয়োজন অনুপাতে পানি, দই, মরিচ ও গরম মসল্লাও দিন। কয়েকবার রান্নার পর এমনিতেই অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে।

নালা-নর্দমা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন

প্রশ্ন: বাবুর্চীখানার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল পেশ করুন:

উত্তর: বাবুর্চীখানার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা খুবই জরুরী। মেঝে ও দেয়ালের দাগসমূহ পরিষ্কার করে দিন। খাদ্য কণা এদিক সেদিক বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকে। থাকতে থাকতে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে রোগ-জীবাণু বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং নিয়মিতভাবে জীবাণু নাশক ঔষধসমূহ ছিটানো উচিত। এ বিষয়টি সর্বদা মনে রাখবেন যে, ঝোল, হাড্ডি ও কোন ধরনের চর্বি নালায় যেন না যায়, নয়তো নালা ভরে যেতে পারে। তাই খালা-বাসন ধোয়ার আগে তাতে লেগে থাকা মসল্লা ও চর্বি নারিকেলের খোশা ভুষে ইত্যাদি দিয়ে মুছে আলাদা পাত্রে ফেলে দিন।

কঙ্কর ও লাল পামরী পোকা

প্রশ্ন: চাউলের সাথে অনেক সময় লাল পামরী পোকা এবং কঙ্করও রান্না হয়ে যায়। যদি এসব ভুলে খেয়ে নেয়া হয় তবে কি হবে?

উত্তর: রান্না করার আগে চাউল ও ডাল ইত্যাদি থেকে মাটি কঙ্কর ও লাল পামরী পোকা পরিষ্কার করে নিন। উল্লেখ্য যে, শরীরে ক্ষতি করে সেই পরিমাণ মাটি খাওয়া হারাম ও যদি জেনেশুনে একটি লাল পামরী পোকাও খাওয়া হয় তবে তা হারাম ও গুনাহ। যদি লাল পামরী পোকা খাবারের সাথে রান্না হয়ে যায় তবে তা বের করে ফেলে দিন এবং এবার খাবার খেয়ে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

যদি রান্না করার সময় উদাসীনতার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে কঞ্চর ইত্যাদি রেখে দেন, যার কারণে আহারকারীদের কষ্ট হয় তবে যাদের উপর এসব পরিস্কার করার দায়িত্ব রয়েছে ঐসব বাবুর্চী গুনাহ্গার হবে।

সম্পূর্ণ হৃদপিণ্ড তরকারীতে দেবেন না

প্রশ্ন: পশু জবেহ করার সময় বের হওয়া রক্তের বিধান কি? এছাড়া সম্পূর্ণ হৃদপিণ্ড কি তরকারীর সাথে রান্না করা উচিত?

উত্তর: মাংস রান্না করার সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যিক। জবেহ করার সময় বের হওয়া রক্ত নাপাক ও তা খাওয়া হারাম। তাই মাংস ভালভাবে ধুয়ে নিন, যদি এ ধরনের রক্ত থাকে তাহলে যেন পরিস্কার হয়ে যায় এবং এর চিহ্ন দূর হয়ে যায়। সম্পূর্ণ গুর্দী তরকারীতে দেবেন না। এটাকে কেটে টুকরো করে ভালভাবে ধুয়ে নিন।

প্রশ্ন: প্লীহা ও হৃদপিণ্ড খাওয়া কেমন?

উত্তর: জাযিয আছে। তবে তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এ দুটো বস্তু খাওয়া পছন্দ করতেন না। যেমন দু'টি হাদীসে বর্ণিত রয়েছে:

(১) প্রিয় আক্কা, রাসুলুল্লাহ ﷺ হৃদপিণ্ড (খাওয়া)

অপছন্দ করতেন। কেননা তা প্রস্রাবের (স্থানের) নিকটবর্তী হয়ে থাকে।

(কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮২১২ থেকে সংকলিত)

(২) ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার,

রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট প্লীহা (খাওয়ার প্রতি) ঘৃণা ছিল, তবে এটাকে হারাম সাব্যস্ত করেননি।

(আততাহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, ৮ম খন্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

প্রশ্ন: তবে কি আমাদের প্লীহা ও হৃদপিণ্ড না খাওয়া উচিত?

উত্তর: নবী প্রেমের দাবীতো এটা যে, না খাওয়া, তবে যে এগুলো খায় তাকে অবশ্যই খারাপও বলবেন না। কেননা এসব খাওয়া হালাল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: দুটো মৃত জানোয়ার ও দুটো রক্ত হালাল। দুটো মৃত হচ্ছে মাছ ও টিডিড আর দুটো রক্ত হচ্ছে কলিজা ও প্লীহা।

(মুসনাদে ইমামে আহমদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১৫, হাদীস নং-৫৭২৭)

প্রশ্ন: কোনও ধরনের মাছ কি হারাম নয়?

উত্তর: শিকার করা ব্যতীত যদি মাছ নিজে থেকেই মরে পানির উপর উল্টে যায়, তবে তা হারাম। মাছ শিকার করা হল আর তা মরে উল্টো হয়ে গেল, তবে তা হারাম নয়। (দুররুল মুখতার, মাআরাদুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)

শূণ্যের মাছ

মাছ সম্পর্কে একটি চমৎকার ঘটনা শুনুন إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ। এতে করে আপনার জ্ঞানে নতুন বিষয় সংযোজন হবে। যেমন একবার খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁর শিকারী বাজ পাখীকে শূণ্যে উড়িয়ে দিলেন। উড়তে উড়তে সেটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল আর কিছুক্ষণ পর নিজের পায়ে একটি শূণ্যের মাছ চেপে ধরে নেমে এল। খলীফা খুবই অবাক হলেন। তিনি বিখ্যাত আলিম হযরত সায়্যিদুনা মুকাতিল رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিকট ফতোওয়া জিজ্ঞাসা করলেন: তিনি বললেন: “আপনার পরদাদা হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “শূণ্যে নানা ধরনের সৃষ্টি জগৎ অবস্থান করে, যার মধ্যে কিছু সাদা রংয়ের জন্তুও থাকে, যা মাছের ন্যায় বাচ্চা প্রসব করে। এগুলোর ডানা থাকে কিন্তু পালক থাকে না।” এরপর হযরত সায়্যিদুনা মুকাতিল رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ তা খাওয়ার অনুমতি দিলে সে জন্তুটিকে সম্মান প্রদর্শন করা হল।

(হায়াতুল হায়ওয়ানুল কুবরা, ১ম খন্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

মাছ পরিমাণে কম খাওয়া উচিত

হযরত ইমাম বুরহানুদ্দীন ইব্রাহীম যারনূজী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: হাকীম জালিনূসের মন্তব্য হল, ডালিমে এর মধ্যে অনেক উপকারীতা রয়েছে, অপরদিকে মাছে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি রয়েছে। কিন্তু অল্প মাছ খাওয়া প্রচুর পরিমাণে ডালিম খাওয়া থেকেও উত্তম।

(তালিমুল মুতআল্লিম তরীকু তাআল্লিম, ৪২ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

জালিনুস কে ছিলেন?

প্রশ্ন:- জালিনুস কে ছিলেন?

উত্তর:- জালিনুসের প্রকৃত নাম “ক্যালাটেন গ্যালেন” ছিল। তিনি তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয়্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আবির্ভাবেরও আগের যুগে ছিলেন। ১৩১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ২০১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। গ্রীসের প্রাচীন ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের অত্যন্ত অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি সকল ইউনানী চিকিৎসককে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। বিশ্বে ইউনানী চিকিৎসার প্রসিদ্ধি রয়েছে। তিনি এমন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চিকিৎসক ছিলেন যে, আজ আঠার শত বছর পরও দুনিয়াতে তাঁর সুনাম বিদ্যমান রয়েছে।

পশুর ২২টি হারাম অংশ

প্রশ্ন:- জবেহকৃত পশুর ঐসব অংশ গুলো কি কি যা খাওয়া উচিত নয়?

উত্তর:- এই ধরনের একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমার আকা আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: হালাল পশুর সব অংশই হালাল কিন্তু কিছু অংশ আছে যা খাওয়া হারাম অথবা মাকরুহ হওয়ার কারণে নিষেধ। সেগুলো হল : (১) রগের রক্ত, (২) পিত্ত, (৩) মূত্রথলি, (৪, ৫) পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ, (৬) অভকোষ, (৭) জোড়া, শরীরের গাঁট, (৮) হারাম মজ্জা, (৯) ঘাড়ের দো পাট্টা যা কাঁধ পর্যন্ত টানা থাকে, (১০) কলিজার রক্ত, (১১) তিলির রক্ত, (১২) মাংসের রক্ত যা যবেহ করার পর মাংস থেকে বের হয়, (১৩) হৃদপিণ্ডের রক্ত, (১৪) পিত্ত অর্থাৎ ঐ হলদে পানি যা পিত্তের মধ্যে থাকে, (১৫) নাকের আর্দ্রতা যা ভেড়া মধ্যে অধিক হারে হয়ে থাকে, (১৬) পায়খানার স্থান, (১৭) পাকস্থলি, (১৮) নাড়িভূড়ি, (১৯) বীর্য, (২০) ঐ বীর্য যা রক্ত হয়ে গেছে, (২১) বীর্য যা মাংসের টুকরা হয়ে গেছে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

(২২) ঐ বীর্য যা পূর্ণ জানোয়ার হয়ে গেছে এবং মৃত অবস্থায় বের হয়েছে অথবা জবেহ করা ছাড়া মারা গেছে। (ফতোওয়ায়ে রমবীয়াহ, ২০তম খন্ড, ২৪০, ২৪১ পৃষ্ঠা) বুদ্ধিমান জ্ঞানী কসাইরা এসব হারাম বস্তু বের করে ফেলে দিয়ে থাকে কিন্তু অনেকের তা জানা থাকে না কিংবা অসাবধানতাবশত এরকম করে থাকে। তাই আজকাল প্রায় অজ্ঞতাবশতঃ যেসব বস্তু তরকারীর সাথে রান্না করা হয়, সেগুলোর পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করছি।

রক্ত

জবেহ করার সময় যে রক্ত বের হয় সেটাকে “দমে মাসফূহ” বলা হয়। এটা অপবিত্র, তা খাওয়া হারাম, জবেহ করার পর যে রক্ত মাংসের মধ্যে থেকে যায়, যেমন ঘাড়ের কাটা অংশ, হৃদপিণ্ডের ভিতর, কলিজা, প্লীহার ও মাংসের ভিতরে ছোট ছোট রগের মধ্যে, এসব যদিও নাপাক নয় তবু এসব রক্ত খাওয়া হারাম। তাই রান্না করার আগে এগুলো পরিস্কার করে নিন। মাংসের মধ্যে কিছু জায়গায় ছোট ছোট রগে রক্ত থাকে তা চোখে পড়া খুবই কঠিন। রান্নার পর ঐ রগগুলো কালো রেখার মত হয়ে যায়। বিশেষতঃ মগজ, মাথা, পা ও মুরগীর রান ও ডানার মাংস ইত্যাদির মধ্যে হালকা কালো রেখা দেখা যায়, খাওয়ার সময় তা বের করে ফেলে দিন। মুরগীর হৃদপিণ্ডও সম্পূর্ণ রান্না করবেন না, লম্বাতে চার টুকরো করে প্রথমে সেটার রক্ত ভালভাবে পরিস্কার করে নিন।

হারাম মজ্জা

এটা সাদা রেখার মত হয়ে থাকে। মগজ থেকে শুরু করে ঘাড়ের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ মেরুদণ্ডের হাড়িডর শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। অভিজ্ঞ কসাই ঘাড় ও মেরুদণ্ডের হাড়িডর মধ্যখান থেকে ভেঙ্গে দু টুকরো করে হারাম মজ্জা বের করে ফেলে দেন। কিন্তু অনেক সময় অসাবধানতাবশতঃ সামান্য পরিমাণে থেকে যায় ও তরকারী বা বিরিয়ানী ইত্যাদির সাথে রান্নাও হয়ে যায়। সুতরাং ঘাড়, বক্ষ কিংবা পাজরের মাংস ও কোমরের মাংস ধোয়ার সময় হারাম মজ্জা খুঁজে বের করে ফেলে দিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

এটা মুরগী এবং অন্যান্য পাখির ঘাড়ে ও মেরুদন্ডের হাড়েও থাকে তবে তা বের করা খুবই কঠিন। তাই খাবারের সময় বের করে ফেলা উচিত।

পাট্টা

ঘাড় মজবুত থাকার জন্য ঘাড়ের দু দিকে (হালকা) হলদে রংয়ের দুটি লম্বা লম্বা পাট্টা থাকে, যা কাঁধ পর্যন্ত টানা অবস্থায় থাকে। এ পাট্টাগুলো খাওয়া হারাম। গরু ও ছাগলের পাট্টাগুলো সহজে দেখা যায়। কিন্তু মুরগী ও পাখির ঘাড়ের পাট্টা সহজে দেখা যায় না। খাবারের সময় খুঁজে বা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে জিজ্ঞাসা করে তা বের করে ফেলুন।

শরীরের গাঁট

ঘাড়ে, কণ্ঠনালীতে ও কিছু জায়গায় চর্বি ইত্যাদিতে ছোট বড় কোথাও লাল আবার কোথাও মাটি রংয়ের গোল গোল গাঁট থাকে। সেগুলোকে আরবীতে গদাহ ও উর্দুতে গুদূদ বলা হয়। এগুলো খাওয়া হারাম। রান্না করার আগে খুঁজে এগুলো ফেলে দেয়া উচিত। যদি রান্নাকৃত মাংসেও দেখা যায় তবে ফেলে দিন।

অন্ডকোষ

অন্ডকোষকে খুসইয়া, ফাওতাহ বা বায়দাহও বলা হয়। এগুলো খাওয়া মাকরুহে তাহরীমি। এগুলো গরু, ছাগল ইত্যাদি নরের মধ্যে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। মোরগের পেট খুলে ভূড়ি সরালে পিঠের ভিতরের উপরিভাগে ডিমের ন্যায় সাদা দুটো ছোট ছোট বিচির মত দেখা যাবে এগুলোই হচ্ছে অন্ডকোষ। এগুলো বের করে ফেলুন। আফসোস! মুসলমানদের অনেক হোটেলে হৃদপিণ্ড, কলিজা ছাড়া গরু ছাগলের অন্ডকোষও তাবায় ভুনে পরিবেশন করা হয়। সম্ভবত হোটেলের ভাষায় এ ডিসিকে “কাটাকাট” বলা হয়। সম্ভবত এটাকে কাটাকাট এজন্য বলা হয়, গ্রাহকের সামনেই হৃদপিণ্ড বা অন্ডকোষ ইত্যাদি ঢেলে তীব্র আওয়াজ সহকারে তাবার উপর কাটে ও ভুনে, এতে কাটাকাটের আওয়াজ হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

নাড়িভূড়ি

নাড়িভূড়ির ভেতর আবর্জনা ভরা থাকে, এটাও খাওয়া মাকরুহে তাহরীমী। কিন্তু মুসলমানদের একাংশ রয়েছে, যারা আজকাল এটা আত্মহ ভরে খান।

হারাম বস্তু সমূহ কিভাবে চেনা যায়?

প্রশ্ন:- বর্ণনাকৃত হারাম অঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত কিভাবে জানা যাবে?

উত্তর:- প্রত্যেক বাবুর্চী বরং সকল ইসলামী ভাইদের উচিত, তারা যেন জবেহকৃত পশুর হারাম বস্তু সমূহ সম্পর্কে জানার জন্য ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২০ তম খন্ডের ২৩৪ থেকে ২৪১ নং পৃষ্ঠা অবশ্যই পড়ে নেয়। বুঝে না আসলে উলামায়ে কিরামদের থেকে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারেন। এরপর কোন মাংস বিক্রেতার সাথে সাক্ষাত করে ঐসব হারাম বস্তু চিনে নিতে পারেন। নিশ্চয় এগুলো সম্পর্কে পড়লে উপকার হবে। তবে সাথে সাথে যদি বাস্তব অভিজ্ঞতাও হয়ে যায় তবে সোনায় সোহাগা।

বেনামাযীর হাতের রুটি খাওয়া কেমন?

প্রশ্ন:- কিছু মানুষ বেনামাযীর হাতের রুটি খায় না। আমাদের কিছু বাবুর্চী কোন কোন সময় নামাযে অলসতা করে বসেন, তাদেরকে উপদেশ প্রদান করুন।

উত্তর:- বেনামাযীর হাতে তৈরি করা রুটি খাওয়া জায়য। তবে যদি পরহেযগার মানুষ বেনামাযীর সংশোধনের জন্য ভীতিপ্রদর্শন স্বরূপ তার হাতের রুটি না খায় তবে কোন অসুবিধা নেই। বাকী রইল এখানে যে সকল বাবুর্চী ইসলামী ভাই একত্রিত হয়েছেন, তাদের সম্পর্কতো মাদ্রাসার সাথে রয়েছে। অধিকাংশ ইসলামী মাদ্রাসাও মসজিদ সংলগ্ন রয়েছে। এসকল বাবুর্চীদের তো ফরযের সাথে সাথে আওয়াবীন, তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশতের নফল নামাযও ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

কেননা আমাদের এখানে ডিউটির সময় এসব নফল নামায পড়তে কোন বাঁধা নেই। মনে রাখবেন! ফরয নামায বাবুর্চীর জন্য, তার সহযোগীর জন্য এবং রুটি প্রস্তুতকারীর জন্যও মাফ নেই। যখনই আযানের আগে দরুদ শরীফের আওয়াজ শুনেন, (তাদের জন্য) নির্দেশ হচ্ছে; সাথে সাথে চুলা বন্ধ করে দেয়া এবং তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে নামায আদায় করার জন্য মসজিদের প্রথম কাতারের দিকে অগ্রসর হবেন। খাইর খোয়াঈ (সেবক) ইসলামী ভাইদের প্রতি অনুরোধ হচ্ছে, তারা যেভাবে অন্যান্য ছাত্রদেরকে নামাযের জন্য ঘুম থেকে উঠান ও মসজিদে পৌঁছান, তেমনিভাবে বাবুর্চীখানায় গিয়ে চুলা বন্ধ করিয়ে তাদেরকেও নামাযের জন্য পাঠিয়ে দিবেন।

দ্বীনি জ্ঞানার্জনকারী ছাত্রদের সেবা করা সৌভাগ্যের বিষয়

প্রশ্ন:- বাবুর্চী সাহেবগণ কি সৌভাগ্যবান নয়, তারা দ্বীনি জ্ঞানার্জনকারী ছাত্রদের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন?

উত্তর:- কেন নয়, সত্যিই প্রিয় বাবুর্চীগণ! আপনারা খুবই সৌভাগ্যবান, হিফযে কুরআন ও ইলমে দ্বীন অর্জনে রত থাকা ঐ ছাত্র আপনাদের হাতের খাবার খেয়ে থাকে, যাদের উপর অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হয়। ইলমে দ্বীন শিক্ষার্থীদের স্থান অনেক উর্ধ্ব এবং মর্যাদাপূর্ণ। হযরত সাযিযুদুনা আবু দারদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ যখন কোন ইলমে দ্বীন অর্জনকারীকে দেখতেন তখন “মারহাবা খোশ আমদেদ” বলে এ কথা বলতেন: “রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তোমাদের ব্যাপারে (ভাল আচরণ করার) বিশেষ ওসিয়ত করেছেন।

(সুনানে দারিমী, ১ম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪৮)

২ নামাযের জন্য ছাত্রদেরকে মসজিদের কাতারে পৌঁছানো, বয়ান ও দরসের সময় লোকদেরকে মুবাল্লিগের নিকটবর্তী করে বসানোর সেবায় নিয়োজিত ইসলামী ভাইদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে “খাইর খোয়া” বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

নিশ্চয় যুবক শিক্ষার্থীরা অতি সৌভাগ্যবান, এ বয়সে সাধারণত তাদের খেলাধুলায় মগ্ন থাকার কথা কিন্তু তারা নিজেদের যৌবনের সময়গুলো ইলমে দ্বীনের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন।

হে আল্লাহ! শিক্ষার্থীদের স্দকায় আমাকে ক্ষমা কর

প্রশ্ন:- জামেয়াতুল মদীনার শিক্ষার্থীর ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কি?

উত্তর:- আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর জামেয়া ও মাদরাসা সমূহের শিক্ষার্থীদেরকে খুবই ভালবাসি আর তাদের ওসীলা নিয়ে নিজের ক্ষমার জন্য দোয়া করি। যদিও তাদের মধ্যে অনেকে দুষ্টও থাকে কিন্তু বাচ্চা বাচ্চাই! বাচ্চা যেমনই দুষ্ট হোক না কেন মা-বাবার প্রিয়ভাজন হয়ে থাকে।

কিছু ছাত্র দুষ্টামী করাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী খারাপ হয়ে যায় না। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের ছাত্ররা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও অন্যান্য নফলও আদায় করে থাকেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের অসংখ্য ছাত্র মিলে সালাতুত তাওবা, তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশতের নামাযের আদায় করেন। হাজার হাজার শিক্ষার্থী মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে জমা করেন। অসংখ্য শিক্ষার্থী মাদানী কাফেলায় সফর করেন। অনেকে এমনও রয়েছেন, যারা মাদরাসা ও জামেয়ার আশে পাশে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ করার যিম্মাদার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তারা অগণিত মসজিদের খিদমত করছেন এবং আবাদও করেছেন। اَللّٰهُمَّ زِدْ فَزْدًا ثُمَّ زِدْ (অর্থাত্- হে আল্লাহ! বৃদ্ধি করো, আরো বৃদ্ধি করো অতঃপর বৃদ্ধি করো।)

অভিযোগ করার নিয়ম

প্রশ্ন:- বাবুর্চী ইসলামী ভাই শিক্ষার্থীদের অভিযোগকে গুরুত্ব দেয় না?

উত্তর:- দেখুন! বাবুর্চীরও আত্মসম্মান রয়েছে। যার যেমন ইচ্ছা, সে যদি সময়ে অসময়ে বাবুর্চীর কান ভার করে তুলে তবে তারও অপছন্দনীয় হতে পারে। প্রকাশ্য থাকে যে, এক বা দু'জন বাবুর্চীর পক্ষে একটি জামেয়া বা মাদরাসার সমস্ত ছাত্রদেরকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

প্রিয় শিক্ষার্থীরা! আপনারাও মনে রাখবেন, বার বার অভিযোগ করতে থাকলে অভিযোগকারীর সম্মান হানি হয় এবং প্রভাব শেষ হয়ে যায়। সুতরাং অভিযোগ একবারই করা হোক। তবে তা নম্রভাবে ও সম্পূর্ণ নিয়ম অনুযায়ী হওয়া উচিত বরং লিখিতভাবে হলে খুব ভাল। এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা এটাই রয়েছে, “বলার” বিপরীতে “লেখা” অধিক ফলদায়ক হয়ে থাকে। যেহেতু শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের কথা অপরিপক্ব হয়ে থাকে, তাই তারা সঠিকভাবে কাজ সমাধান করার পরিবর্তে কাজকে বিগড়ে দেন। তাই কোন শিক্ষার্থী যেন বাবুর্চীর নিকট অভিযোগ নিয়ে না যান। যার অভিযোগ থাকে তিনি যেন লিখিতভাবে তার জামেয়াতুল মদীনা বা মাদ্রাসাতুল মদীনার বাবুর্চীখানার যিম্মাদার ইসলামী ভাইকে পেশ করেন। (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর এ কথায় বাবুর্চীরা খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।)

রান্না করার সময় যদি খাবার পুড়ে যায় তবে এর দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে?

প্রশ্ন:- যদি বাবুর্চী খাবার পুড়ে ফেলে তবে তার জন্য কি এটা মাফ?

উত্তর:- না, বাবুর্চী যেহেতু বেতন নিয়ে রান্না করছেন, তাই সে এটার যিম্মাদার। ফুকাহায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন: “বাবুর্চী খাবার নষ্ট করে ফেলল বা পুড়ে ফেলল কিংবা খাবার কাঁচা থাকতে নামিয়ে ফেলল তবে তাকে খাবারের (অর্থাৎ- যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা) ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। (দুররে মুখতার মাআ রদুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা) এখানে যিম্মাদারগণ মনযোগ দিন যদি বাবুর্চী ক্ষতিপূরণ দেয়, তবে মানুষের চাঁদার ব্যাপারে আপনারা চোখ-কান বেঁধে রাখতে পাবেন না। যদি আপনাদের নিজস্ব সম্পদ হত তবে সম্ভবত এক এক পরস্যা উসূল করে নিতেন। সুতরাং এ ওয়াকফকৃত সম্পদের ক্ষতিপূরণ অবশ্যই দিতে হবে। অর্থাৎ খাবার নষ্ট হওয়ায় যত টাকা ক্ষতি হয়েছে তা আদায় করতে হবে। “ঠিক আছে ভবিষ্যতে দেখা যাবে” এরূপ বলে দেয়াতে মুক্তি পেতে পারেন না, অতীতের সমস্ত হিসাবও দিতে হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

নান রুটি ও খাওয়ার সোডা

প্রশ্ন:- নান রুটিতে অনেক সময় খাওয়ার সোডার পরিমাণ বেশি হয়ে যায়, এটা কি ক্ষতিকারক নয়?

উত্তর:- প্রতিটি বস্তুতে মধ্যমপস্থা জরুরী। স্পষ্ট যে, যদি রুটিতে সোডার পরিমাণ বেশি হয় তাহলে রুটির স্বাদ চলে যায় আর সোডা বেশি ব্যবহার করলে তা শরীরকে দুর্বল করে দেয়।

প্রশ্ন:- চনা বুট সিদ্ধ করার নিয়ম কি রূপ?

উত্তর:- চনা বুট সিদ্ধ করতে হলে উত্তম হচ্ছে, আনুমানিক ৮ ঘণ্টার জন্য পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। তবে তা নরম করা ও তাড়াতাড়ি রান্না করার জন্য খাওয়ার সোডাও দিতে পারেন।

শক্ত মাংস গলানোর নিয়ম কিরূপ?

প্রশ্ন:- বয়স্ক পশুর মাংস গলানোর নিয়ম কি?

উত্তর:- বয়স্ক পশুর শক্ত মাংস রান্না করার সময় যদি কাঁচা পেঁপে সাথে দেয়া হয় তাহলে তা তাড়াতাড়ি গলে যায়। শিকে সৈঁকা মাংসের মসল্লার সাথেও কাঁচা পেঁপে দেয়া যায়। হোটেলে লোকেরা যে মজা করে করে নিহারী খায়, তাতে প্রায় উট বা বয়স্ক গাভী বা ঐ সমস্ত মহিষীর মাংস (যেটা দুধ দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে) অথবা কলুর বলদ ও ক্ষেতে কাজ থেকে অবসর প্রাপ্ত (**RETIRED**) অর্থাৎ- বয়স্ক বলদের মাংস) দেয়া হয়ে থাকে। পেঁপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেটাকে মোমের ন্যায় নরম করে খাওয়ার উপযোগী করে দেওয়া। এছাড়া চিনি, পুদিনার ঢাল ও সুপারীও মাংস গলানোর কাজে আসে। অনেকক্ষণ ধরে চুলায় রাখাতেও মাংস গলে যায়। যখন তরকারী কিংবা পোলাও ইত্যাদি রান্না করবেন তখন মুরগী ইত্যাদির মাংসকে ছোট করে দিন, যাতে ভিতরেও সিদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য বড় কড়াই বা ডেক্সীতে বড় টুকরো রান্না করা হলে আর প্রয়োজন মত তাপ লাগলে সিদ্ধ হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আমার মাদানী পরামর্শ হচ্ছে, প্রতিটি তরকারীতে তাবাররফ স্বরূপ অল্প পরিমাণ কদু শরীফ দেয়ার অভ্যাস করুন। মাংসে সবজী দেয়ার একটি উপকার এটাও রয়েছে, এতে মাংসের কিছু বিপরীত প্রভাব দূর হয়ে যায়।

শক্ত মাংস

প্রশ্ন:- যে মাংস কোন অবস্থাতেই সিদ্ধ হয় না তার প্রতিকার কি?

উত্তর:- এটার কোন প্রতিকার নেই। আমার আকা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: হিজড়া যাতে নর-মাদী উভয়ের আলামত থাকে, উভয় (স্থান) থেকে একই রকম প্রস্রাব আসে, কোন প্রাধান্যের কারণ নেই, সেটার মাংস যেভাবেই রান্না করা হোক, রান্না হয় না। এমনিতে শরয়ী জবেহর মাধ্যমে এটা হালাল হয়ে যাবে। যদি কেউ কাঁচা মাংস খেতে চান তবে খেতে পারেন। সেটার কতাওবানী জায়য নেই।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, নতুন সংস্করণ, ২০তম খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

উৎকৃষ্ট মাংসের পরিচয়

প্রশ্ন:- ভাল মাংস চেনার উপায় কি?

উত্তর:- বয়স্ক পশুর মাংস লাল থাকে। অপরদিকে অল্প বয়স্ক পশুর মাংস খাকী বা লালিমা মিশ্রিত কালো রঙ্গের হয়ে থাকে, আর তাতে প্রায় চর্বিও কম থাকে। খাকী রংয়ের মাংস খুবই উত্তম। ঘরের জন্য শেষে অবশিষ্ট থাকা মাংস খরিদ করা লাভজনক হতে পারে, কারণ বিক্রেতা তাড়াতাড়ি চর্বি ও হাড়ি মেপে চালিয়ে দেয় আর এভাবে শেষে যা অবশিষ্ট থাকে তাতে মাংসের পরিমাণ বেশি থাকে! সবজী ও ফলের ব্যাপারটা এর বিপরীত, তাজা ও ভালগুলো তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যায় আর সবশেষে পঁচা গুলো অবশিষ্ট থাকে। এ অর্থে এ প্রবাদ বাক্য সঠিক, “সবজী ও ফল শুরুতে ও মাংস শেষে ক্রয় কর।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

পশুর প্রতি অত্যাচার

প্রশ্ন:- কোন সাহাবী কি মাংসের কাজ করতেন?

উত্তর:- জ্বি হ্যাঁ, হযরত সায়্যিদুনা আমর ইবনে আস ও হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا মাংসের কাজ করতেন। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মাংস বিক্রেতাকে তাঁদের অনুসরণ করার সৌভাগ্য দান করলেন। আজকাল এ পেশায় ব্যবসায়ীরা প্রচুর গুনাহের ভাগীদার হচ্ছে। মাংস ব্যবসায় লাভের জন্য পালিত বাকহীন পশু প্রায়ই শুরু থেকে অত্যাচার সহ্য করতে করতে জবেহের স্থলে পৌঁছে। নিশ্চয়ই জবেহ করা জায়িয়, কিন্তু আজকাল এ জায়িয় কাজ করার সময় অসহায় পশুদেরকে এরূপ অহেতুক কষ্ট প্রদান করা হয়, যা দেখে অন্তরে ভয় আসে।

প্রশ্ন:- পশু জবেহ করার সময় ঐ সাবধানতা বর্ণনা করুন, যাতে সেটার কম কষ্ট হয়।

উত্তর:- গরু ইত্যাদি মাটিতে ফেলার আগেই কিবলার দিক নির্ধারণ করে নেয়া চাই। শোয়ানোর পর বিশেষতঃ পাথুরে জমিনে টানা হেঁচড়া করে কিবলার দিকে করা বাকহীন পশুর জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জবেহ করার সময় চারটি রগ যেন কাটা হয় কিংবা কমপক্ষে তিনটি রগ যেন কেটে যায়। এর চেয়ে বেশি কাটবেন না, কারণ গর্দানের মোহর পর্যন্ত ছুরি পৌঁছলে এটা তাদের অনর্থক কষ্ট দেয়ার শামিল। অতঃপর যতক্ষণ পর্যন্ত পশু পরিপূর্ণভাবে ঠাণ্ডা না হয়ে যায়, ততক্ষণ সেটার পা কাটবেন না, চামড়া উঠাবেন না। যাহোক জবেহ করার পর যতক্ষণ রুহ বের না হয়, ততক্ষণ ছুরি অথবা কাটা ঘাড়ে হাত দিয়ে একবারও স্পর্শ করবেন না। চিন্তা করুন! যদি আপনার আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে কেউ হাত কিংবা আঙ্গুল দেয় তবে আপনার কষ্ট হবে কি হবে না? অনেকে গরুকে তাড়াতাড়ি “ঠাণ্ডা” করার জন্য জবেহ করার পর ঘাড়ের চামড়া উঠিয়ে ছুরি ঢুকিয়ে হৃদপিণ্ডের রগগুলো কেটে দেয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

অনুরূপভাবে ছাগল জবেহ করার পর পরই অসহায় ছাগলের ঘাড় মুচড়িয়ে পৃথক করে দেয়। বাকহীন পশুকে নির্যাতন করা উচিত নয়। যার পক্ষে সম্ভব হয় তার জন্য জরুরী, পশুকে বিনা কারণে কষ্ট প্রদানকারীদেরকে বাঁধা দেয়া। বাহারে শরীয়াতের ১৬তম খন্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: “পশুর উপর অত্যাচার করা বন্দী কাফির (বর্তমানে দুনিয়াতে সকল কাফির হচ্ছে হারবী)- এর উপর অত্যাচার করা থেকে নিকৃষ্ট আর বন্দীর উপর অত্যাচার করা মুসলমানের উপর অত্যাচার করা থেকেও নিকৃষ্ট। কারণ আল্লাহ তাআলা ছাড়া পশুর কোন সহযোগী ও সাহায্যকারী নেই, এই অসহায়কে এ অত্যাচার থেকে কে রক্ষা করবে!”

প্রশ্ন:- জবেহ করার সময় পশুর তামাশা দেখা কেমন?

উত্তর:- বাকহীন পশুর জবেহকে তামাশায় পরিণত করার পরিবর্তে তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা উচিত। আর চিন্তা করা উচিত, যদি এটার স্থানে আমাকে জবেহ করা হতো তবে আমার কি অবস্থা হতো! জবেহ করার সময় পশুর প্রতি দয়া প্রদর্শন করা সাওয়াবের কাজ। যেমন একজন সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে আরয করলেন: **ইয়া রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! “ছাগল জবেহ করার সময় আমার দয়া আসে। বললেন: “যদি সেটার প্রতি দয়া করো তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমার প্রতি দয়া করবেন।” (মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ৫ম খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৬৩৬) এ হাদীসে পাকে তো জায়িয পছায় জবেহ করার সময় দয়া প্রদর্শনের আলোচনা রয়েছে। তাহলে যখন বাকহীন পশুর প্রতি অত্যাচার করা হয়, যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটাকে তামাশায় পরিণত করা কেমন? যদি সম্ভব হয় তবে অত্যাচারীকে বুঝান ও অত্যাচার থেকে বিরত রাখুন। যদি এটা করতে না পারেন তবে মনে মনে এটাকে খারাপ জেনে সেখান থেকে সরে যান। বরং যখন পশু জবেহ করা হচ্ছে তখন অপ্রয়োজনে সেটার দিকে দেখা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

সেটাকে ঘিরে রাখা, সেটার চিৎকার লাফা লাফিতে আনন্দিত হওয়া, হাসা, অট্টহাসি দেয়া ও সেটাকে তামাশায় পরিণত করা সম্পূর্ণভাবে উদাসীনতার লক্ষণ। ছাগলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, কারণ হাদীসে পাকে রয়েছে, “ছাগলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর ও তার (শরীর) থেকে মাটি ঝেড়ে ফেল, কেননা সেটা জান্নাতী পশু।”

(আল জামেউস সগীর, ১ম খন্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৪২১)

উটকে তিন দিক দিয়ে জবেহ করা কেমন?

প্রশ্ন:- আজকাল উটকে তিন দিক দিয়ে জবেহ করা হয়, এটা কতটুকু সঠিক?

উত্তর:- উটকে তিন দিক দিয়ে জবেহ করা অনর্থক। এক দিকেই যথেষ্ট বরং উটকে নহর করা সুন্নাত। কঠনালীর শেষ প্রান্তে বর্শা (অথবা লম্বা ছুরি ইত্যাদি) প্রবেশ করিয়ে রগ কেটে দেয়াকে নহর বলা হয়। (বাহারে শরীয়াত, ১৫তম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, মদীনাছুল মুশিদ বেরেলী শরীফ) নহর করার পর এখন আর গলায় ছুরি চালানোর অর্থাৎ পুনরায় জবেহ করার প্রয়োজন নেই।

উটের মাথায় লোহার লাঠি দ্বারা আঘাত করা!

আল্লাহ তাআলা বারবার আমাদের সবাইকে হজ্জ ও দীদারে মদীনা নসীব করুক এবং মিনা শরীফে কতাওবানীর (হজ্জের কতাওবানী মিনা শরীফে করা সুন্নাত। কিন্তু আজকাল “কতাওবানীর স্থান” মুযদালিফাতে রয়েছে) সৌভাগ্য দান করুক। আহ! (১৪২২ হিজরীর) হজ্জের সময় সেখানে কম্পন সৃষ্টিকারী দৃশ্য দেখা গেল, দয়ালু ব্যক্তির অন্তর কেপে উঠবে। আহ! অসহায় নিঃস্ব উটের প্রতি অত্যাচার! একজন লম্বাকৃতির কালো হাবসী লোহার ভারী লাঠি দু’হাতে ধরে খুবই আনন্দের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা উটের মাথায় স্বজোরে আঘাত করছিল, যাতে ঐ অসহায় উট চিৎকার দিয়ে ঘুরে পড়ে যায়, অতঃপর কয়েকজন কসাই অস্থির হয়ে সেটাকে তিন দিক দিয়ে জবেহ করে দেয়। কোথাও কোথাও এটাও দেখা গেছে, প্রথমে দাঁড়ানো উটকে নহর করে দেয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

রক্তের ফোয়ারা প্রবাহিত হলে, সেটা ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, তার মাথায় লোহার লাঠি দিয়ে স্বজোরে আঘাত করা হয়, যাতে ঐ অসহায় উট ছটফট করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর তিন দিক থেকে জবেহ করে দেয়। এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য আমি নিজে দেখিনি। ১৪২২ হিজরীর চল্ মদীনার কাফেলার পক্ষ থেকে কতাওবানী করার জন্য “কতাওবানী স্থলে” যাওয়া ইসলামী ভাইয়েরা আমাকে চোখে দেখা অবস্থার কথা শুনিয়েছেন।

মাংস বিক্রতার জন্য সাবধানতা

প্রশ্ন:- মাংস বিক্রেতাদের জন্য কিছু মাদানী ফুল বর্ণনা করুন।

উত্তর:- আজকাল অধিকাংশ মাংস বিক্রেতা প্রচুর পরিমাণে ভুলত্রুটি করে গুনাহ্ অর্জন করছেন ও নিজের রুজি হারাম করে ফেলছেন। মোট কথা বরফখানা থেকে বের করা বাঁসী মাংসকে তাজা বলে বিক্রয় করা, বয়স্ক গরুর বা বয়স্ক মহিষী বা বয়স্ক মহিষের মাংসকে অল্প বয়স্ক গরুর মাংস বলে বিক্রি করা, অথবা বয়স্ক গাভী বা বাছুরের রানে অন্য কোন মাদী বাছুরের ছোট ছোট স্তন লাগিয়ে ধোঁকা দিয়ে বিক্রি করা, যেসব হাড়ি ও ছ্যাচড়াকে বা কিছু মাংসের উপরের অপ্রয়োজনীয় অংশ যা ফেলে দেয়ার প্রচলন রয়েছে সেগুলো ধোঁকার মাধ্যমে মাপের মধ্যে চালিয়ে দেয়া, মাংস কিংবা কীমাকে ওজন না দিয়ে শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে ওজনের নামে দিয়ে দেয়া, (যেমন-কেউ আধা পোয়া কিমা চাইলো তখন মুষ্ঠিতে নিয়ে ওজন করা ব্যতীতই আধা পোয়া হিসাবে দিয়ে দিল) ইত্যাদি কাজ গুনাহ্ ও হারাম এবং জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ।

অনুমান করে ওজন করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা

প্রশ্ন:- এই মাত্র আপনি কীমা অনুমান করে ওজন দেয়ার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বললেন। এতে তো সন্দেহের ব্যাপার রয়েছে। কেননা অনেক বস্তু আজকাল অনুমান করেই ওজন করে দেয়ার প্রচলন রয়েছে। তবে কি গ্রহীতাও গুনাহ্গার হবেন?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

উত্তর:- জ্বী হ্যাঁ। যদি ওজনের নামে অনুমান করে ক্রয় করেন তবে গ্রহীতাও গুনাহগার হবেন। এ থেকে বাঁচার একটি নিয়ম এটাযে, যে বস্তু ওজনের নামে ওজন করা ব্যতীত আজকাল দেয়া হয় তা আপনি ওজনের নামে চাইবেন না বরং সেটার দাম বলে দিন। যেমন- আমাকে ৫ টাকার দই দিন বা ১২ টাকার কীমা দিন। এখন সে যেভাবেই দিক, উভয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে যাবেন।

কীমা দিয়ে তৈরী বাজারের চমুচা

প্রশ্ন:- না খুঁয়ে কীমা খাওয়া যাবে কি?

উত্তর:- যতক্ষণ অপবিত্রতা সম্পর্কে জানা না যায়, না খুঁয়ে খাওয়াতে অসুবিধা নেই। কিন্তু সাবধানতা হল, খুঁয়ে নেয়া। বাজার ও দা'ওয়াতে মজাদার চমুচা আহারকারীরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। সাধারণতঃ চমুচা তৈরীর কীমা ধোয়া হয় না। তাদের ভাষায় কীমা ধোঁয়ে নিলে চমুচার স্বাদে প্রভাব পড়ে? কীমাতে অনেক সময় কি কি হয় তাও শুনেন নিন। গরুর নাড়িভূড়ির খোশা তুলে সেটার “টুকরো” এর সাথে প্লীহা বরং কোন সময়তো জমাট বাধা রক্ত দিয়ে মেশিনে পিষা হয়। এভাবে করাতে সাদা রংয়ের নাড়িভূড়ির টুকরোগুলোসহ কীমার রং মাংসের ন্যায় গোলাপী হয়ে যায়। অনেক সময় কাবাব চমুচা বিক্রেতা তাতে প্রয়োজন অনুপাতে আদা-রসুন ইত্যাদিও সাথে দিয়ে পিষিয়ে নেয়, এ অবস্থায় কীমা ধোয়ার প্রশ্নই আসে না। ঐ কীমাতে মরিচ মসল্লা দিয়ে ভূনে সেটার চমুচা তৈরী করে বিক্রি করে। হোটেলের এ ধরনের কীমার তরকারী রান্নার আশংকা থাকে। দুষ্ট প্রকৃতির কাবাব চমুচা বিক্রেতা থেকে বেগুনী পিঁয়াজুও না কেনা উচিত, কারণ কড়াইও একটি আর তেলও ঐ পঁচা কীমার। তবে আমি এটা বলছিনা যে, তবে আমি এটা বলছিনা- আল্লাহ্‌র পানাহ! প্রত্যেক মাংস বিক্রেতা এ ধরনের করে থাকে বা খোদা না করুন প্রত্যেক কাবাব চমুচা বিক্রেতা অপবিত্র কীমাই ব্যবহার করে। নিশ্চয় খাঁটি মাংসের কীমাও পাওয়া যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

আরয করার ইচ্ছা এই যে, কীমা কিংবা কাবাব চমুচা বিশুদ্ধ মুসলমানের কাছ থেকে ক্রয় করা উচিত। আর যে সকল মুসলমান এ ধরনের হীন কাজ করে, তাদের তাওবা করে নেয়া উচিত।

মৃত মুরগী

আজকাল অসততার যুগ। কথিত আছে, যখন মুরগীর মধ্যে রোগ দেখা দেয় তখন খারাপ চিন্তায় ব্যস্ত লোকেরা মৃত মুরগীর মাংস ও শিখ কাবাব বিক্রেতা এবং হোটেলওয়ালাদের নিকট ধোঁকা দিয়ে সরবরাহ করে দেয়।

মুমূর্ষ ছাগল জবেহ করার বিধান

প্রশ্ন:- যদি রোগাক্রান্ত ছাগল মৃত্যুর নিকটবর্তী পৌঁছে যায়, তবে কি সেটা জবেহ করা যাবে?

উত্তর:- হ্যাঁ। তবে এ ব্যাপারে কিছু কথা খেয়াল রাখবেন। যখন রোগাক্রান্ত ছাগল জবেহ করলেন, আর শুধুমাত্র সেটার মুখ নড়াচড়া করল এবং সে নড়াচড়া এমন যে, যদি মুখ খুলে দেয় তাহলে হারাম আর বন্ধ করে নিলে হালাল। যদি চোখ খুলে দেয় তবে হারাম ও বন্ধ করে নেয় তবে হালাল। পা-গুলো প্রসারিত করলে হারাম আর সংকুচিত করে নিলে হালাল। পশম খাড়া না হলে হারাম আর খাড়া হলে হালাল। অর্থাৎ যদি সঠিকভাবে সেটা জীবিত থাকার ব্যাপারে জানা না যায় তবে এসব আলামত দ্বারা বুঝে নেবেন। আর যদি নিশ্চিতভাবে জীবিত থাকার ব্যাপারে জানা থাকে তবে এসব বিষয়ের প্রতি খেয়াল করা হবে না। তবে পশু হালাল মনে করা হবে।

(ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা)

জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নিতে ভুলে গেলে, তবে...

প্রশ্ন:- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বলে কোন মুসলমান (পশু, পাখি) জবেহ করলে, তবে কি হালাল হয়ে গেল? যদি আল্লাহ তাআলার নাম নিতেই ভুলে গেল, তবে এর বিধান কি?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

উত্তর:- জ্বী হ্যাঁ। হালাল হয়ে গেল। জবেহ করার সময় আল্লাহ তাআলার নাম নেয়া জরুরী। তবে উত্তম হচ্ছে, بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ বলা। “আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায়ও যদি আল্লাহ তাআলার নাম নেয়া হয়, তখনও পশু হালাল হয়ে যাবে।” (ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা) যদি জবেহ করার সময় আল্লাহ তাআলার নাম নিতে ভুলে যায় তখনও পশু হালাল হবে। তবে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না নেয় তাহলে হারাম হয়ে যাবে। বিস্তারিত বিধি-বিধান বাহারে শরীয়াত ১৫ তম খন্ডে দেখুন।

হাড়ি খাওয়া যাবে কি না?

প্রশ্ন:- জবেহকৃত পশুর হাড়ি খাওয়া যাবে কি?

উত্তর:- জ্বী হ্যাঁ। সাযিয়দী আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “জবেহকৃত হালাল পশুর হাড়ি খাওয়া কোনভাবে নিষেধ নয়। যদি খাওয়াতে কোন ক্ষতি না হয়।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, নতুন সংস্করণ, ২০তম খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা) বিশেষতঃ সাদা হাড়ি যা প্লাস্টিকের মত বাকা করা যায় তা প্রায়ই নরম ও সুস্বাদু হয়ে থাকে। চতুষ্পদ জন্তুর পেটের পর্দার নিকটবর্তী নরম হাড়িডর পাঁজর, হাতের চেপ্টা হাড়িডর পার্শ্বস্থ সাদা প্রশস্ত হাড়িও নরম থাকে। স্বাসনালী যেটাকে আরবীতে “হালকুম” উর্দুতে “নরখরা” বলা হয় আর তা ফুসফুসের সাথে গিয়ে মিলেছে, সেটাকে দৈর্ঘ্যে (লম্বা করে) কেটে পরিষ্কার করে নেয়া উচিত। বক্ষের মাংস রান্না করার পর এর মধ্য যে সাধা হাড়ি থাকে তাও খাওয়া যায়। এছাড়াও কালো হাড়ি থাকে যা খাস্তা (কামড় দিলে সহজে গুড়িয়ে যায়) তা সুস্বাদু ও খাদ্য উপদানেও ভরপুর থাকে। প্রায় কম বয়সী পশুর কালো হাড়ি নরম থাকে তা খুব ভালভাবে চাবিয়ে শেষে মুখের ভেতর যেসব শুকনো গুড়ো থেকে যায় সেগুলো ফেলে দিন। যেসব হাড়ি খাওয়া বা চাবানো যায়না সেসবের ভাঙ্গা টুকরোকে চুষলেও মজাও পাওয়া যায়, আর তা খাদ্য উপাদানও।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

সুতরাং যতক্ষণ স্বাদ বের হয় ততক্ষণ আল্লাহ তাআলার নেয়ামত থেকে উপকার লাভ করুন। এরপর দস্তুরখানায় রেখে দিন।

প্রশ্ন:- কাঁচা মাংসে কালো হাড়িতো কখনো দেখিনি!

উত্তর:- কাঁচা মাংসে যেসব হাড়ি একদম লাল থাকে তাই রান্না করার পর কালো হয়ে যায় বরং রক্তও যখন খুব ভালভাবে রান্না হয়ে যায় তখন কালো হয়ে যায়।

হাড়ি দ্বারা চিকিৎসার মাদানী ফুল

প্রশ্ন:- হাড়ির কিছু উপকারীতাও বর্ণনা করে দিন।

উত্তর:- হাড়িও আল্লাহ তাআলার নেয়ামত আর তাতেও খাদ্য উপাদান রাখা হয়েছে। যারা ঘরে রান্নার জন্য হাড়ি ছাড়া মাংস কিনে, তারা নিজেকে ও সাথে সাথে তার পরিবারকেও আল্লাহ তাআলার একটি নেয়ামত বঞ্চিত করছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোন বস্তু অহেতুক সৃষ্টি করেননি। হাড়ি খাদ্য হওয়ার সাথে সাথে ঔষধের কাজও দেয়। চিকিৎসকরা অনেক রোগীকে হাড়ির বোল বা সুপ পান করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বরং আপনাদের অনেকে হয়তো পানও করেছেন। তবে খাঁটি (শুধুমাত্র) মাংসের সুপ কেউই হয়তো পান করেননি! হাড়ি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী হাড়ি থেকে নেয়া নির্যাসের ইঞ্জেকশানও রোগীদেরকে দেয়া হয়। গাভীর শিং পিষে খাবারের সাথে মিশিয়ে চাওথিয়া ওয়ালা (অর্থাৎ- যার চারদিন পর পর জ্বর আসে) কে খাওয়ালে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় শিফা লাভ হয়। গাভীর পশম পুড়ে পানিতে মিশিয়ে পান করতে দাঁতের ব্যথা দূরীভূত হয়। (হায়াতুল হাইওয়ানুল কুবরা, ১ম খণ্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা) কবুতর জাতীয় হালাল পাখীর হাড়ি পুড়ে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে লাগালে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান ঠিক হয়ে যায়।

(আ'জাইবুল হাইওয়ানাৎ, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

মুরগীর মাংসের উপকারীতা

প্রশ্ন:- মুরগীর মাংসের কিছু উপকারীতা সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

উত্তর:- মুরগীর মাংস খাওয়াতে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এটা পেটের ব্যথার জন্যও উপকারী। দেশী মুরগী খাওয়া উত্তম। দেশী মুরগী ক্রয় করা এখন সহজ নয় কারণ আজকাল পোল্ট্রি ফার্মের ছোট সাইজের মুরগীকে ও ছোট ডিমকে রং লাগিয়ে “দেশী” বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। দেশী মুরগী চেনার উপায় এয়ে, হালকা-পাতলা গড়নের হয় ও সেটার পেট ছোট থাকে। অপরদিকে পোল্ট্রি ফার্মের মুরগীগুলো মোটা-তাজা ও মাংসে পূর্ণ হয়।

মুরগীর হাড়ি খাওয়া কেমন?

প্রশ্ন:- মুরগীর হাড়ি খাওয়া কি জায়িয়?

উত্তর:- জী হ্যাঁ। আমার জানা আছে যে, প্রায় ছোটবেলা থেকে যখনই মুরগী খাই তখন সেটার সাদা নরম হাড়িও খেয়ে নেই। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধারণা রয়েছে, মুরগীর হাড়ি খাওয়া ক্ষতিকর। আমি যিনি খাদ্যের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে গ্রন্থ রচনা করেছেন, এমন একজন খাদ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট মুরগীর হাড়ির ক্ষতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এ জবাবই দিলেন, তা খাওয়াতে কোন ধরনের ক্ষতি নেই।

وَاللّٰهُ وَاَسْأَلُهُ اَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

মাছের কাঁটা খাওয়া যায় কিনা?

প্রশ্ন:- মাছের কাঁটা খাওয়া যাবে কিনা?

উত্তর:- খাওয়া যায়। মাছের কাঁটা প্রায় শক্ত হয়ে থাকে ও খাওয়া যায় না। তবে কিছু নরম ও মসৃণ থাকে। যেমন-সমুদ্রের পাপ্পেট ও সুরমা মাছ ইত্যাদির হাড়ি নরম ও সুস্বাদু হয়ে থাকে, এগুলো খুব ভালভাবে চিবিয়ে যদি গিলা না যায় তবে ভালভাবে চুষে অবশিষ্ট গুড়া ফেলে দিন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

মাছের চামড়া খাওয়া কেমন?

প্রশ্ন: মাছের চামড়া খাওয়া যায় কিনা?

উত্তর:-খেতে পারেন। প্রায় মানুষ মাছের চামড়া আগ থেকেই কিংবা রান্না হওয়ার পর তুলে ফেলে দেন। এরূপ করা উচিত নয়। যদি কোন অপারগতা না থাকে তবে মাছের চামড়াও খেয়ে নেয়া উচিত। কিছু মাছের চামড়াতো খুবই সুস্বাদু হয়ে থাকে।

কাকড়া খাওয়া ও বিক্রয় করা

প্রশ্ন:- কাকড়া খাওয়া কেমন?

উত্তর:- হারাম। মাছ ব্যতীত সমুদ্রের অন্যান্য জন্তু খাওয়া হারাম। কাকড়া বিক্রয় করাও না-জায়য। ফুকাহায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন: “মাছ ব্যতীত পানির সকল প্রকার জন্তু, ব্যাঙ, কাকড়া ইত্যাদি ও হাশরাতুল আরদ (অর্থাৎ জমিন থেকে উত্থিত কীট পতঙ্গ যেমন-মাছি, পিঁপড়া) ইঁদুর, ছুঁচো (ইঁদুর বিশেষ), টিকটিকি, কাললাস, গুইসাপ, সাপ, বিচ্ছু বিক্রি করা না জায়য।” (ফাতহুল কাদির, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা)

যদি তরকারী পুড়ে যায় তাহলে কি করব?

প্রশ্ন: যদি তরকারী জ্বলে যায় তবে এটার প্রতিকার কি?

উত্তর: উপরিভাগ থেকে মাংস ও মসল্লা বের করে নিন। অন্যপাত্রে তেল দিয়ে পিঁয়াজ লাল করার পর এসব মাংস ও মসল্লা ইত্যাদি দিয়ে আধা কাপ দুধ দিয়ে দিন। দুধের মাধ্যমে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পোড়া গন্ধ দূরীভূত হয়ে যাবে।

হজমশক্তি কিভাবে ঠিক হবে?

প্রশ্ন: হজমশক্তি ঠিক হওয়ার উপায় কি?

উত্তর: পানাহারে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সর্বদা পানাহারে লিপ্ত থাকাতে পাকস্থলী খারাপ ও হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া সুল্লাত নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

যখনই খাবেন ক্ষুধাকে তিনভাগ করে নিন। একভাগ খাবার, একভাগ পানি ও এক ভাগ বাতাস। খাওয়ার পর দেড় দু'ঘন্টা পর্যন্ত শোবেন না। মাংস কম ও শাক-সবজী এবং ফলমূল বেশি খাবেন। যথাসম্ভব প্রতিদিন এক ঘন্টা নয়তো কমপক্ষে আধঘন্টা পায়ে হাঁটুন। রাতের খাবার খাওয়ার পর ১৫০ কদম হাঁটুন। বদহজমের ঐ সমস্ত রোগ, যা কোন ঔষধে কাজ হয় না, তা ঐ ঠিক হয়ে যাবে।

إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ আপনি ৮০% রোগ থেকে বাঁচতে সক্ষম হবেন, যার মধ্যে হার্ট এ্যাটাক, প্যারালাইসিস ও মুখের অর্ধাঙ্গ, মস্তিস্কের রোগ, হাত-পা ও শরীরের ব্যথা, মুখ ও গলার রোগ, মুখের ফোসকা, বক্ষ ও ফুসফুসের রোগ, বুকের জ্বালা-পোড়া, সুগার, হাই ব্লাড প্রেসার, কলিজা ও যকৃতের রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

বদ হজমের দু'টি মাদানী চিকিৎসা

(১) যার বদহজম হয়েছে, যদি এ আয়াতে কারীমা পাঠ করে নিজের হাতে ফুঁক দিয়ে তা তার পেটে মালিশ করায় এবং খাবার ইত্যাদিতে ফুঁক দিয়ে তা খান, তবে ঐ বদহজম দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

আহার করো ও পান করো তৃপ্ত হয়ে আপন কর্মসমূহের প্রতিদান। নিশ্চয় সৎকর্ম পরায়ণদেরকে আমি এমনই পুরস্কার দিয়ে থাকি।

(পারা-২৯, সূরা-মুরসালাত, আয়াত-৪৩, ৪৪)

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾

(২) ইমাম কামালুদ্দীন দামাইরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কিছু উলামায়ে কিরাম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ থেকে বর্ণনা করেন, যে খাবার বেশি পরিমাণে খেলেন ও বদহজম হওয়ার ভয় রয়েছে, তিনি যেন তার পেটে হাত ঘুরাতে ঘুরাতে করতে এটা তিনবার বলেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

اَللّٰیئَلَةُ لَیْئَلَةُ عَیْئِدِیْ یَا کَرِیْمُ وَرَضِیَ اللهُ عَنْ سَیِّدِیْ اَبِی عَبْدِ اللهِ الْقَرَشِیْ

অনুবাদ: হে আমার পাকস্থলী! আজকের রাত আমার ঈদের রাত। আর আল্লাহ তাআলা আমাদের সর্দার হযরত আবু আবদুল্লাহ কুরাইশী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। (আর যদি দিনের সময় হয় তাহলে - اَللّٰیئَلَةُ لَیْئَلَةُ عَیْئِدِیْ এর স্থলে اَلْيَوْمُ يَوْمُ عَیْئِدِیْ বলবেন।)

কোষ্ঠ কাঠিন্যের কবিরাজি চিকিৎসা

বদ হজমের অনেক চিকিৎসা রয়েছে। মোট কথা এষে, (১) কোষ্ঠকাঠিন্য হলে তখন দু'এক ওয়াজ্ঞ উপবাস থাকুন إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ পেটের বোঝা কমে যাবে ও পাকস্থলী শান্তিও লাভ করবে। (২) প্রয়োজন অনুপাতে পেঁপে খেয়ে নিন। (৩) ইসিবগুলের ভূষি মুখে নিয়ে এক বা তিন চামচ পানি দিয়ে খেয়ে নিন। যদি তাতে না হয় তাহলে প্রয়োজন অনুপাতে সেটার পরিমাণ বৃদ্ধি করে নিন। যদি প্রায় সময় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তবে সপ্তাহে দু'একবার এভাবে খান (৪) পিষা হাড় (এক প্রকার ঔষধি গাছ) চা চামচের আধা চামচ শোয়ার সময় পানি দিয়ে খান। সম্ভব হলে কমপক্ষে চারমাস পর্যন্ত প্রতিদিন ব্যবহার করুন إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ কোষ্ঠকাঠিন্যের সাথে সাথে অনেক রোগ-ব্যাদি দূর হবে বরং স্মরণ শক্তিরও বৃদ্ধি হবে।

শিক্ষার্থীরা খাবার না ফেলার ব্যবস্থা কি?

প্রশ্ন: ছাত্ররা প্রায়ই খাবার খাওয়ার সময় যথেষ্ট পরিমাণ খাবার ফেলে দেয়, এটার প্রতিকার সম্পর্কে বলুন।

২ সাযিদি আবু আবদুল্লাহ কুরাইশীদের অন্তর্ভুক্ত। গওছে পাক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর যুগের ১৬, ১৭ বছরের ছিলেন। ৮ যুলহিজ্জাতে বাইতুল মুকাদ্দাসে ইস্তেকাল করেন।

(ফতোওয়ায়ে আফ্রিকা, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

উত্তর: শুধুমাত্র ছাত্ররাই নয় বরং এ বিপদ আজকাল সর্বত্র রয়েছে। হাজার নয় লাখের মধ্যে খুঁজে দুই একজন সৌভাগ্যবান মুসলমান পাওয়া যাবে, যিনি খাদ্যাংশ নষ্ট করা থেকে বেঁচে থাকেন! খাবার সময় ছাত্রদের এ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, যেন কোন খাদ্য অংশও নষ্ট না হয়। পরিচালকগণেরও এ মন-মানসিকতা রাখা উচিত, মাদরাসা সমূহ ওয়াকফের টাকায় চলে। খাদ্যের প্রতিটি অংশ যেন ছাত্রদের পেটে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। খাবারের সময় কিছু ছাত্র হেঁটে হেঁটে নিয়মানুসারে খাইর খোয়াহি করতে থাকুন। (দা'ওয়াতে ইসলামীর জামেয়া ও মাদরাসাগুলোতে এ ধরনের কাজের জন্য মজলিসের ব্যবস্থা রয়েছে) ছাত্রদেরকে পানাহারের সময় খাওয়ার সুন্নাতসমূহ আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পেশ করা হয়।” বলতে থাকুন: খাওয়ার নিয়তগুলোও করান, খাওয়ার দোয়াসমূহও পাঠ করান, ভাত ও রুটির যেসব অংশ দস্তরখানায় পতিত হয় তা নম্রভাবে তাদের হাতে উঠিয়ে তাদেরকে খাওয়ান।

রুটি-ছেঁড়ার নিয়ম

প্রশ্ন: রুটি ছেঁড়ার নিয়ম সম্পর্কে বলুন।

উত্তর: রুটি বাম হাতে নিয়ে ডান হাতে ছেঁড়া সুন্নাত। রুটির ক্ষুদ্র অংশ যেন দস্তরখানায় না পড়ে এর নিয়ম হচ্ছে, বড় থালা কিংবা তরকারীর পাত্রের উপর হাতকে মধ্যখানে নিয়ে রুটি ও পাউরুটি ছেঁড়ার অভ্যাস গড়ুন। এভাবে করাতে সমস্ত খাদ্যকণা পাত্রের মধ্যেই পড়বে। অনুরূপ চমুচা, প্যাটিস, বিস্কুট, নাখতাঈ (এক প্রকার মিষ্টি বিস্কুট) ও এ সমস্ত প্রতিটি খাবারের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করুন যেগুলো ছেঁড়া বা ভাঙ্গার সময় ক্ষুদ্র অংশ বা টুকরা নিচে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। উত্তম হবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একটি রুটির টুকরা খাওয়া শেষ না হয় ততক্ষণ অন্যটি যেন ছেঁড়া না হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

অবশিষ্ট থাকা রুটি ব্যবহারের নিয়ম

প্রশ্ন: যেসব রুটি বা সেগুলোর টুকরা অবশিষ্ট থেকে যায়, সেগুলো কি করব?

উত্তর: মাদ্রাসার জন্য তোলা চাঁদার টাকা-পয়সা মাদ্রাসারই বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা উচিত। তাই অবশিষ্ট রুটি ও সেগুলোর টুকরা গুলো শরয়ী অনুমোদন ব্যতীত অন্য কোন খাতে ব্যয় করা উচিত নয়। সেগুলো ফ্রিজে রেখে দিন অথবা খোলা বাতাসে ছড়িয়ে রাখুন ও দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন তরকারীর সাথে রান্না করে নিন।

إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ খুবই সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত হয়ে যাবে। খাবারের সময় অল্প অল্প করে বণ্টন করে দিন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ছাত্রের আগ্রহ ভরে থাকবে।

দস্তুরখানায় পতিত দানা

প্রশ্ন: দস্তুরখানায় পতিত দানা ইত্যাদি কি করব?

উত্তর: সেগুলোকে তুলে খেয়ে নিন। ঘরে খাওয়ার পর অবশিষ্ট থেকে যাওয়া খাওয়ার ফেলে দেয়ার পরিবর্তে, গরু-ছাগল, পাখি, মুরগী বা বিড়ালকে খাইয়ে বে-আদবী ও অপচয়ের অপরাধ থেকে বাঁচতে পারেন।

খাওয়ার নিয়ত কিভাবে করব?

প্রশ্ন: আপনি খাওয়ার নিয়ত সম্পর্কে বলেছেন, তাহলে খাওয়ার নিয়ত কিভাবে করা হয়?

উত্তর: প্রতিটি মুবাহ (বৈধ) কাজে মুসলমানদের উচিত ভাল ভাল নিয়ত করে নেয়া। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ প্রতিটি ভাল নিয়ত করাতে সাওয়াব অর্জিত হবে। অনুরূপভাবে খাওয়ার জন্য এ নিয়ত যেন অন্তরে থাকে যে, আমি ইবাদতে শক্তি অর্জনের জন্য খাবার খাচ্ছি। তবে এ নিয়ত ঐ অবস্থায় যথার্থ হবে, যখন ক্ষুধা থেকে কম খাওয়া হবে। পেট ভরে খাওয়াতে ইবাদতে শক্তি অর্জন হওয়াতো দূরের কথা বরং আরো অলসতা এসে পড়ে। (খাবারের অন্যান্য নিয়তের সূচীপত্র ফয়যানে সুন্নাতে ১৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

চায়ের ব্যাপারে সাবধানতা

প্রশ্ন: চায়ের ব্যাপারে সাবধানতা সম্পর্কে বলুন।

উত্তর: চা কিডনি ও প্রস্রাবের রোগীর জন্য ক্ষতিকর। চা খুব কম পান করা উচিত। চা তৈরির অনেক পদ্ধতি রয়েছে, সে অনুযায়ী না করলে চা ভালভাবে প্রস্তুত সম্ভব নয়। এজন্য উন্নত দুধ ও উৎকৃষ্ট চা পাতার প্রয়োজন। চা পাতা, চিনি, চায়ের কাপ, চালনি ইত্যাদি বাবুর্চীখানা-রান্নাঘর থেকে এতটুকু দূরে রাখা উচিত, রান্নার ধোঁয়াও যেন ওগুলোর নিকটে না পৌঁছে। একবার যে পাত্রে চা রান্না করা হয়, পুনরায় যদি হঠাৎ করে তাতে রান্না করতে হয় তাহলে ধুঁয়ে রান্না করুন। চায়ের পাত্রও অন্যসব পাত্র থেকে আলাদাভাবে ধোঁয়া চাই। চা পাতার পাত্র ভালভাবে বন্ধ করে রাখবেন অন্যথায় সেটার সুগন্ধ দূর হতে শুরু করবে। চা রান্না করার পর শীঘ্রই পান করে নেয়া উচিত। দ্বিতীয়বার গরম করতে সেটার স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায়। চায়ের উপর যে স্তর জমাট বাঁধে তা ফেলে দেয়া উচিত। কথিত আছে, “যদি ১০০ কাপ পরিমাণ চায়ের জমাট বাঁধা উপরের স্তর বিড়ালকে খাওয়ানো হয় তবে সেটা বিষক্রিয়ায় মারা যাবে।”

চা পাকানোর নিয়ম

প্রশ্ন: চা পাকানোর নিয়মও বলে দিন।

উত্তর: “স্পেশাল” চা পান করতে চাইলে দুধকে খুবভালভাবে গরম করুন। এরই মধ্যে চিনিও দিয়ে দিন। এখন সিদ্ধ হওয়া দুধে এতটুকু পরিমাণ পাতা দিন যে, জাফরানী রং ধারণ করে। দুই তিনবার দুধ উপছে পড়ার সীমায় পৌঁছলে চামচ দিয়ে নড়াচড়া করুন। এরপর নামিয়ে ফেলুন ও ছেকে ব্যবহার করুন। যদি পানি দিয়ে চা তৈরী করতে চান তখনও পানির সাথে প্রয়োজন অনুপাতে দুধ ও চিনি পূর্ব থেকেই দিয়ে ভালভাবে পাক করুন এরপর চা পাতা দিয়ে আলোচ্য নিয়ম অনুসরণ করুন। যদি আপনার পছন্দ হয় তবে ছোট এলাচীও সাথে দিতে পারেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

চায়ে মধু দেয়া যায় কিনা?

প্রশ্ন: চায়ে মধু দেয়া যায় কি?

উত্তর: দেয়া যেতে পারে বরং যার সামর্থ্য থাকে তিনি চিনির পরিবর্তে মধুই দিন। সাধারণতঃ লোকেরা প্রচুর পরিমাণে চিনি দিয়ে অত্যন্ত মিষ্টি চা পান করে থাকেন। এধরনের চা বেশি পরিমাণে পান করা খুবই ক্ষতিকর আর তাতে রক্তে সুগার বৃদ্ধি পাওয়ার রোগ হওয়ার আশংকা থাকে। ঠান্ডা পানীয় ও আইসক্রীমের সৌখিন লোকেরাও সাধারণতঃ ডায়াবেটিস রোগীতে পরিণত হন। একটি ঠান্ডা পানীয় বোতলের মধ্যে প্রায় সাত চামচ চিনি থাকে। অপরদিকে আইসক্রীমতো এক বিশেষ “মিষ্টি বোমা” (আল্লাহ তাআলা ও তার রাসুলই এ ব্যাপারে অধিক ভাল জানেন।) আপনি যদি চায়ে মধু দিতে না পারেন তবে নিয়মের চেয়ে অর্ধেক পরিমাণ চিনি দিন।

দাঁত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার আমল

প্রশ্ন: চা পান করাতে দাঁত হলদে হয়ে যায়, এটার কোন প্রতিকার আছে কি?

উত্তর: চা পান করার কয়েক মিনিট পর কাপে অল্প পানি ঢেলে ভালভাবে নাড়াচড়া করে তা মুখে নিন, মুখে কিছু সময় ঝাঁকুনি দিয়ে তা পান করে নিন। এভাবে দুই তিনবার করুন। শেষ পর্যন্ত যেন কাপ থেকে চায়ের চিহ্ন দূরীভূত হয়ে যায়। এটা এজন্য করা যে, চায়ের কোন বিন্দুও যেন বিনষ্ট না হয়, কাপও ধৌত হয়ে যাবে এবং দাঁত ও যেন হলদে না হয়। যদি মুখে নেয়া পানি পান করতে না চান তবে ফেলে দিন। কয়েক মিনিট পরে করার কথা এ জন্য বললাম যে, গরম চায়ের পরপরই ঠান্ডা পানি ব্যবহার দাঁতের জন্য ক্ষতিকর। চায়ের পরপরই কাপ ধোঁয়া যে পানি পান করবেন তা অল্প পরিমাণ হওয়া উচিত। যদি প্রতিটি খাবার খাওয়ার পর একাজটা করেন তবে إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ পরিচ্ছন্নতাও হবে এবং মাড়ির রোগ থেকে নিরাপত্তাও লাভ হবে। আজকাল দাঁত থেকে রক্ত বের হওয়ার ব্যাপারে অনেকেই বলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

এটার একটি কারণ এওযে, খাদ্যকণা মাড়ির অভ্যন্তরে জমা হয়ে পাথরের ন্যায় শক্ত হয়ে যায়। আর এরপর মিসওয়াক করা, খাবার খাওয়া ও চিবানো ইত্যাদিতে রক্ত বের হতে থাকে। যদি প্রত্যেক খাবার খাওয়ার পর মুখে পানি ঘুরানোর কাজটা করে নেন তাহলে ﷺ দাঁতের পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে দাঁতের রক্ত পড়ার অভিযোগ ইত্যাদি রোগ থেকেও নিরাপত্তা অর্জিত হবে। সাধারণত খুব পেট ভর্তি করে খাওয়াতে পেট খারাপ হয় ও নানা রোগ-ব্যধির সাথে সাথে অনেকের মাড়িতে রক্ত আসাও শুরু হয়ে যায়। যদি আপনি আপনার খাবার মধ্য পশ্চায় নিয়ে আসেন তবে ﷺ বিস্ময়করভাবে অনেক পুরানো রোগসমূহ দূর হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মাড়িতে রক্ত আসাও বন্ধ হয়ে যাবে। অন্যথায় এ অভিজ্ঞতা সকলের রয়েছে, ঔষধে শুধুমাত্র অস্থায়ীভাবে ফায়দা হয়, আর এরপর রোগ পুনরায় ফিরে আসে!

হলদে দাঁতের পরিচ্ছন্নতা

প্রশ্ন: যার দাঁত হলদে হয়ে গেছে তিনি কি করবেন?

উত্তর: খুব ভালভাবে মিসওয়াক করতে থাকুন।

লবণ ও খাবার সোডা সমপরিমাণ নিয়ে মিশিয়ে নিন ও দাঁতের এরূপ সাবধানতার সাথে মালিশ করুন যেন মাড়িতে না লাগে। ﷺ দাঁত বিস্ময়করভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে এ কাজটা একাধারে বেশি দিন করবেন না। যাদের মাড়ি দুর্বল ও দাঁতে রক্ত আসে, তারা এ কাজটা করবেন না।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আপনি যদি সুস্থ থাকতে চান তবে

প্রত্যেক খাবারে, তরকারীতে তেল মসল্লা নিয়মের চেয়ে অর্ধেক পরিমাণ ও চায়ে চিনিও অর্ধেক দেয়ার তাগিদ রয়েছে। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ এতে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং ইসলামী শিক্ষা জ্ঞানার্জনের মাদানী উদ্দেশ্য পূরণ করা সহজ হবে।

দা'ওয়াতে ইসলামীর জামেয়াতুল মদীনার ছাত্রদের প্রতি দিনের খাবারের রুটিন। রুটিন শব্দাবলী সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ

| বার | সকাল | দুপুর | রাত |
|------------------|-------------------------|---|---|
| শুক্রবার | চা, বিস্কুট | ডাল, মাংস ও রুটি | ডাল, পালং শাক, রুটি ও চা |
| শনিবার | কাবুলী চনা, চা-রুটি | ভাত/মাংস পোলাও, | মিশ্রিত সবজী, (আলু, কদু ও মিষ্টি কুমড়া, শালগম) |
| রবিবার | কাবুলী চনা, চা- রুটি | কদু শরীফ, ডাল-রুটি | সবজী, রুটি ও চা |
| পবিত্র সোমবার | কাবুলী চনা, চা রুটি | ডাল ও রুটি | বিরিয়ানী ও চা |
| মঙ্গলবার | চা, বিস্কুট/চা- রুটি | মিশ্রিত সবজী ও রুটি | কদু শরীফ, ডাল ও চা |
| বুধবার | কাবুলী চনা, চা-রুটি | কড়হী (দই ও বেসনের তৈরী এক প্রকার খাদ্য বিশেষ) ও ডাল-ভাত | কদু শরীফ, আলু, রুটি, চা |
| বৃহস্পতিবার | আলু তরকারী রুটি | জব শরীফের শিরনী বা পিনী/আলু-মাংস | লোবিয়া (এক প্রকার তরকারীর বিচি) রুটি ও চা |

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আজ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

আত্তারের চিঠি শাহ্জাদায়ে আত্তারের প্রতি

এটা স্বাস্থ্য সুরক্ষার মাদানী ফুলের ঐ সৌন্দর্যপূর্ণ পুষ্পধারা,
এটা অনুযায়ী আমলকারী إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ চিকিৎসকের মুখাপেক্ষী হবেন না।

উপস্থাপনায়

মাকতুবাৎ ও তা'ভীযাতে আত্তারিয়া মাজলিস

অন্তর আনন্দে ভরে যায়

হযরত সায়িদুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি আরয করলাম: “ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّي اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! যখন আমি আপনাকে দেখি তখন আমার অন্তর ভীষণ আনন্দে ভরে যায় ও চোখ শীতল হয়। (ওহে আকা صَلَّي اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকে প্রতিটি বস্তুর জ্ঞান দান করুন। ইরশাদ হল, “প্রতিটি বস্তু পানি থেকে সৃষ্টি” আমি আরয করলাম: “ঐ বস্তু সম্পর্কে আমাকে বলে দিন। যা গ্রহণ করলে আমি জান্নাত লাভ করব।” বললেন: “খাবার খাওয়াও আর সালামকে ব্যাপক কর, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর এবং রাতে (নফল) নামায আদায় কর যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। তবে তুমি নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৪, হাদীস নং-৭৯১৯)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ সগে মদীনা মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর পক্ষ থেকে মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামী আমার প্রাণ প্রিয় সন্তান আল হাজ্ব আবু উসাইদ আহমদ উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর নিকট কারবালায়ে মুআল্লার গলিসমূহ ঘুরে আসা, ইমামে আলী মকাম رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মাযার শরীফের গম্বুজ ও মিনারকে চুমু দিয়ে হলে দুলে আসা মুহাররামুল হারামের কল্যাণে প্রাচুর্য্যপূর্ণ আনন্দে ভরা সুগন্ধিময় সালাম:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ

হাদীসে পাকে রয়েছে; হযরত সাযিয়দুনা জারীর বিন আবদুল্লাহ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “আমি হযুর খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট এ কথার উপর বাইআত গ্রহণ করেছি যে, নামায কায়েম করব, যাকাত আদায় করব ও সকল মুসলমানদের কল্যাণ চাইব। (সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ৪৮, হাদীস নং-৯৭)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ নিজেকে মুসলমানদের কল্যাণে নিয়োজিত করা ও সাওয়াব অর্জনের পবিত্র আত্মহের ভিত্তিতে দোয়ার সাথে সাথে সুস্থ থাকার জন্য কিছু মাদানী ফুল উপস্থাপন করলাম। যদি শুধুমাত্র দুনিয়ার জাঁকজমকপূর্ণ নেয়ামত থেকে আমোদ উপভোগ করার জন্য সুস্থ থাকার আকাঙ্খা থাকে তবে এ চিঠি পড়া এখানেই বন্ধ করে দিন আর যদি সুস্বাস্থ্যের মাধ্যমে ইবাদত ও সুন্নাতের খিদমত করতে শক্তি অর্জনের মন-মানসিকতা থাকে তাহলে সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে ভালভাল নিয়ত করে দরুদ শরীফ পাঠ করে সামনে অগ্রসর হোন এবং এ চিঠি পরিপূর্ণ পাঠ করুন।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

আল্লাহ্ আমার, আপনার, বংশের সকলের ও সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করুন। আমাদের সকলকে সুস্থতা ও নিরাপত্তার সাথে অটল রাখুক দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে লেগে থেকে ইসলামের খিদমতে দৃঢ়তা প্রদান করুন। আল্লাহ্ আমাদের শারীরিক রোগ-ব্যাদি দূর করে আমাদের বীমারে মদীনা বানিয়ে দিন।

اٰمِيْنَ بِجَاٰءِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজসমূহের জন্য আপনাকে আমার প্রয়োজন রয়েছে। দয়া করে! স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অবহেলা করবেন না, কারণ অনেক সময় সামান্য পরিমাণ চুলকানীও বাড়তে বাড়তে বড় ধরনের রক্ত ক্ষরণ হওয়া ক্ষতে পরিণত হয়ে অবশেষে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দেখা গেছে যে, যেখানে ঔষধে কাজ হয়না সেখানে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিস্ময়কর ফলাফল বের হয়ে আসে! যদি নতুন কাপড় একবারও ধৌত করা হয়, তবে এরপর সেটা পূর্বের ন্যায় চাকচিক্যময় এবং এর মূল্য অবশিষ্ট থাকে না। ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা করানোতে সুস্থতা লাভের পর মানুষের শরীর মূলতঃ “ধোঁয়া কাপড়ের” মত হয়ে যায়। সুতরাং সম্ভব হলে ঔষধের পরিবর্তে খাদ্যের মাধ্যমে চিকিৎসা করা, তাছাড়া নিজেকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাজ সারানোতেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কেননা ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও রয়েছে।

না হুমজ বিমার কো আমরাত ভী জহর আমেজ হে,
সাচ ইয়েহী হে সো দাওয়া কি ইক দাওয়া পরহিজ হে।

খাবারের ব্যাপারে প্রত্যেকের জন্য পরামর্শ

প্রত্যেক খাবারে তেল, লবণ, মরিচ ও গরম মসল্লার পরিমাণ অনুমান করে নয় বরং মেপে নিজ ঘরের নিয়ম থেকে অর্ধেক পরিমাণ করে নিন। খাবারের মধ্যে সবজীর ব্যবহার বৃদ্ধি করুন। মাংস যেন সপ্তাহে দু'বার হয় আর তাও অল্প পরিমাণে খাবেন। যদি ঘরে প্রায় দিন মাংস রান্না করা হয় তবে যথাসম্ভব শুধুমাত্র এক টুকরা খাওয়ার অভ্যাস করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

যতক্ষণ পর্যন্ত খুব ভালভাবে ক্ষুধা না লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত খাবেন না। ভালভাবে চিবিয়ে খাবেন ও দাঁতের কাজ নাড়ি দ্বারা করাবেন না আর কিছুটা ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকতে হাত গুটিয়ে নিবেন। পেট ভরে খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন। চিনিযুক্ত ফ্রুট, জুস খাবেন না। ময়দা, চর্বি জাতীয় ও চিনিযুক্ত খাদ্য খুব অল্প পরিমাণে খাবেন। আইসক্রীম, ঠাণ্ডা পানীয়, তেলে ভাজা খাবার, বড় ডেক্সি ও বাজারের রান্নাঘরে রান্নাকৃত খাবার, টফি, কোকো চকলেট, ধূমপান, পান, সুপারী, গুটকা, সুগন্ধি সুপারী, তামাক, মাইনপুচী, পান পরাগ ইত্যাদি খাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। চা পান করতে চাইলে রাত-দিনে দুই বা তিনবার আধা কাপ ও এতে চিনির পরিবর্তে মধু দিন। চিনি প্রয়োজনের চেয়ে অর্ধেক দিন। মিষ্টি খাবার সমূহ মধু দিয়ে প্রস্তুত করুন। যদি সেটার সামর্থ্য না থাকে তবে চিনি ঘরের নিয়ম থেকে শুধুমাত্র চার ভাগের এক ভাগ দিন। প্রচুর মিষ্টি চা, অত্যধিক মিষ্টি খাবার ও ঠাণ্ডা পানীয়ের সৌখিন লোকদের ডায়াবেটিস রোগ থেকে নিরাপদ থাকা সীমাহীন কঠিন ব্যাপার। (সুগার ও B.P এর উচ্চ নিম্ন হওয়া বা অন্যান্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসকের উপদেশ অনুযায়ী কাজ করবেন।) প্রতিদিন এক ঘন্টা না হয় কমপক্ষে আধ ঘন্টা পায়ে হাঁটুন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ আপনার **LIPID PROFILE** নরমেল হওয়ার সাথে সাথে শরীরের ওজনও মাঝামাঝি থাকবে। পেট বের হবে না। পাকস্থলী ঠিক হয়ে যাবে, অনেক রোগ দূরে থাকবে এবং যা শরীরে থাকবে তা থেকে অধিকাংশ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَজَلَّ আপনি ইবাদত ও দ্বীনি খিদমতের মাদানী কাজে আনন্দ অনুভব করবেন। যদিও এসব বিষয় নফসের জন্য ভারী বোঝা হয় কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ সহজ হয়ে যাবে। একথা মনে রাখবেন! খাবারের স্বাদ শুধুমাত্র কঠিনালীর মূল পর্যন্ত থাকে, যেমাত্র গ্রাস নীচের দিকে নেমে পড়ল তখন জব শরীফের শুকনো রুটি ও ঘিয়ে তৈরী বিরিয়ানী সবকিছু এক হয়ে গেল। এখন জব শরীফের শুকনো রুটি জীবনকে আনন্দময় করে তুলবে আর ঘি মিশ্রিত বিরিয়ানী ডাঙারদের নিকট ধাক্কা খাওয়াবে!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ وَعَلَىَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাবাদাতুদ দা'রাইন)

(মেদ বহুল হওয়া অবস্থায় যখন ওজন কমতে শুরু করে তখন অনেকের অস্থায়ীভাবে **URIC ACID** বাড়তে শুরু করে। অবশেষে আপনা আপনিই স্বাভাবিক হয়ে যায়। তবুও সাবধানতা স্বরূপ, ঐ দিনগুলোতে প্রতি দেড়মাস পর পর তা টেস্ট করাবেন। প্রচুর পরিমাণে পানি পান করলে অপ্রয়োজনীয় **URIC ACID** বের হতে থাকে।)

দিনে দুই বার খাবেন

সম্ভব হলে দিনে তিনবারের পরিবর্তে খাবার দুই বার খাবেন। সাওয়াবের নিয়তে পেটের কুফলে মদীনা লাগিয়ে উভয়বার প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগলেই খাবেন ও ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকতে হাত গুটিয়ে নেবেন। এ দুই বেলার মধ্যবর্তী সময়ে কোন প্রকারের বাজারের খাবার খাবেন না। ক্ষুধা পেলে তখন একটি আপেল বা অল্প ফল খেয়ে নেবেন। যদিও অধিকাংশ ফল শরীরের ওজন বৃদ্ধি করে তবে সেগুলোর ফায়দাও অপারিসীম। তবে যার রক্তে সুগারের পরিমাণ বেশি তিনি মিষ্টি ফল, শুকনো ফল ও মাটি থেকে উৎপন্ন সবজী; যেমন- গাজর, মূলা, আলু, মিষ্টি আলু, বিটকপি ইত্যাদি ইত্যাদি খাওয়া থেকে বেঁচে থাকুন এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলুন। সৌভাগ্যের বিষয় হবে! যদি সাওমে দাউদী (অর্থাৎ একদিন পর একদিন রোযা) রাখার অভ্যাস **আল্লাহর** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে যায়, তাহলে মোটামুটি ভাবে পানাহারের অনেক সমস্যাও সমাধান হয়ে যাবে।

রক্ত পরীক্ষা করান

যদিও মানুষের শরীরের জন্য সীমিত পরিমাণে নিম্নোক্ত বস্তু প্রয়োজন তবে এসবের আদিক্য খুবই ক্ষতিকর। তাই সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের জন্য রক্তের এসব পরীক্ষা করানো ভাল।

(১) **LIPID PROFILE** (এতে **CHOLESTROL** ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটা পরীক্ষার জন্য ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা খালি পেট থাকা আবশ্যিক)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

(২) **GLUCOSE** (খালি পেটে, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে তখন ভরা পেটেও করাবেন)

(৩) **URIC ACID**

(৪) **SERUM CREATININE** (এতে গুর্দায় যদি কোন ধরনের অসুবিধা বা ফেল হওয়ার আশংকা শুরু হয় তবে তা জানা যাবে ও সাথে সাথে চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে পারে। এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া খুবই জরুরী। আজকাল আমাদের দেশে গুর্দা নষ্ট হওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।)

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য রোযা রেখে আসরের নামাযের পর আলোচ্য সবকটি **TEST** করাতে পারেন। অন্যথায় রাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন এবং সকালে নাস্তার পূর্বে এই টেস্টগুলো করিয়ে নিন।

নোট: রিপোর্ট ডাক্তারকে দেখাবেন। সুস্থ ব্যক্তিকে প্রতি ৬ মাস পর ও রোগীকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এসব টেস্ট ও এসব ছাড়াও যেসবের পরামর্শ ডাক্তার দিয়ে থাকেন সেগুলো অবশ্যই অবশ্যই করানো উচিত। এটা মনে করে টেস্ট না করানো যে, যদি কোন কিছু বের হয় তবে চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণের পেরেশানী বহন করতে হবে এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ রোগ-ব্যাদি সম্পর্কে বেপরোয়া হওয়া সমস্যার সমাধান নয়। মনে রাখবেন! বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুস্থ মনে হওয়া যুবকেরা হার্ট ফেলের কারণে ইন্তিকাল করেন, এর একটা বড় কারণ হল “লিপিড প্রোপ্রাইল” বৃদ্ধি পাওয়া।

কোলেশ্ট্রল রোগী এসব খাবার থেকে বাঁচুন

(১) প্রত্যেক প্রকারের চর্বি (২) ঘি ও নারিকেল তেলে প্রস্তুতকৃত বস্তু (৩) ডিমের কুসুম (৪) নিমকি ও (৫) বেকারীর প্রায় সব দ্রব্য (৬) গরুর মাংস (৭) পিজ্জা (৮) পরাটা (৯) তেলে ভাজা খাবার যেমন- ডিমের আমলেট, কাবাব, চমুচা, পিঁয়াজু বেগুনী ইত্যাদি (১০) দুধের সব খাবার (১১) মাখন (১২) আইসক্রীম ইত্যাদি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

(কোলেস্ট্রলের আধিক্য সরাসরি হৃদপিণ্ডের ক্ষতি সাধন করে সুতরাং ডাক্তারের কাছ থেকে এ ব্যাপারে আরো পরামর্শ নিন।) মুরগী বা মাছ তাছাড়া অল্প পরিমাণে কারণে অয়েল খাওয়াতে অসুবিধা নেই। যদি ডাক্তার পরামর্শ দেন তবে চর্বি বাদ দিয়ে ছাগলের মাংসও খেতে পারেন। এক ডাক্তারী গবেষণা অনুযায়ী যায়তুন শরীফের তেল কোলেস্ট্রল রোগীর জন্য উপকারী, কারণ তা অতিরিক্ত খারাপ কোলেস্ট্রল রক্ত থেকে বের করে দেয়। রক্তে **TRIGLYCE RIDES** ট্রাইগ্লিস রাইডস অতিরিক্ত হলে আলোচ্য খাবার থেকে বেঁচে থাকা ছাড়াও মিষ্টিদ্রব্য ও চিংড়ী মাছ খাওয়া থেকেও বিরত থাকতে হবে।

ইউরিক এসিড

URIC ACID মাঝামাঝি থেকে বেশি হলে তখন চর্মরোগ ও জোড়া ব্যথা ছাড়া গুঁড়া ও মস্তিস্কের ক্ষতি হতে পারে। এমনকি অনেকদিন পরে গিয়ে আল্লাহর পানাহ কলিজার ক্যান্সারও হতে পারে। এক ডাক্তারী গবেষণা অনুযায়ী রক্তে ইউরিক এসিড ঐসব খাবার থেকে বৃদ্ধি পায় যাতে **PURINE** এর পরিমাণ বেশি থাকে। এছাড়া মোটা হওয়াটাও **URIC ACID** বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ।

ইউরিক আক্রান্ত রোগীর জন্য সতর্কতা

সকল প্রকারের মাংস ও তা দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি, মাংসের সুপ, মাছ, চিংড়ী মাছ, মসর ও মসরের ডাল, হলদে মটর, পালং শাক, ফুলকপি, বাধাকপি, শালগম ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকুন। কারণ এসবে পিয়োরিন এর পরিমাণ বেশি থাকে। কম পিয়োরিনযুক্ত খাবার: দুধ ও দুধের তৈরী বস্তুসমূহ, ডিম, চিনি, গম ও সেটার তৈরী জিনিষাদি, এয়ারারোট, সাগুদানা, ঘি, মার্জিরীন (মাখনের ন্যায় বস্তুসমূহ), ফল ও ফলের রস, কতক সালাদ ব্যতীত সবধরনের সবজী, টমেটো, ঠান্ডা পানীয় ইত্যাদি। কতিপয় ডাক্তারের ভাষ্যমতে (ইউরিক এসিড আক্রান্ত রোগীর জন্য গরুর মাংস অধিক ক্ষতিকর, অতঃপর তা থেকে কম ছাগল ও এর চেয়ে কম মুরগী ও তার চেয়ে কম মাছ।)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইব্রশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

পানির মাধ্যমে ইউরিক এসিডের চিকিৎসা

একদিন একরাতে ৪০ গ্লাস পানি পান করে নিন। যদিও পানি গলা পর্যন্ত এসে যায় ও পেট খুব ভালভাবে ভর্তি হয়ে যায় তবুও ভয় পাবেন না। শীঘ্রই প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে ও إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ একই দিনে ফায়দা হয়ে যাবে। যেমন ইউরিক এসিডের স্বাভাবিক রেঞ্জ ৩ থেকে ৭ হয় আর তা আপনার বৃদ্ধি পেয়ে ৮ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তবে পূর্ণ একদিন একরাতে ৪০ গণ্ডাস পানি পান করাতে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ৭ হয়ে যাবে। আরো এক বা দু’দিন পান করলে তখন প্রত্যেহ “১” করে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ হোস পেতে থাকবে। প্রচুর পরিমাণে পানি পান করাতে অস্থায়ীভাবে প্রস্রাব বেশি হবে। এতে পাকস্থলী নাড়ি ও গুদা, মূত্রথলি ইত্যাদি খুব ভালভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে ও إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ মোটামুটিভাবে অনেক ধবৎসকারী বস্তু বের হয়ে যাবে। পানির মাধ্যমে চিকিৎসা করার দিন খাবার ইত্যাদি খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এ মূলনীতি মনে রাখবেন যে, খাওয়ার পরপরই পানি পান করাতে শরীর মোটা হয়ে যায়। তাই খাবারের এক বা দুই ঘন্টা পর পানি পান করা উচিত। (এ ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন) মাদানী পরামর্শ: নিজের ডায়েরীতে এ পাতাগুলো আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিন। নিজ পরিবার-পরিজন ও অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরকে একত্রিত করে এ চিঠি পাঠ করে শুনান, আলোচ্য টেপ্ট গুলো করানোর জন্য পরামর্শ দিন। এছাড়া প্রয়োজন অনুসারে এ চিঠির কপি প্রদান পূর্বক সাওয়াব অর্জন করুন। যদি পড়ে নেন তবুও সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন আরো একবার ফয়যানে সুন্নাহের অধ্যায় “ক্ষুধার ফযীলত” এর ৬৮ থেকে ১১৬ পাঠ করুন। السَّلَامُ مَعَ الْإِكْرَامِ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

تُؤْتُوْنَ إِلَى اللهِ! أَسْتَغْفِرُ اللهَ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল
বাফী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে
জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয়
আব্বা ﷺ এর প্রতিবেশী
হওয়ার প্রত্যাশী।



২২ মুহাররামুল হারাম, ১৪২৭ হিঃ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

হাজী মুশতাক আত্তারী

দরুদ শরীফের ফযীলত

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার প্রতি এক শত বার দরুদে পাক পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন যখন সে আসবে, তখন তার সাথে এমন একটি নূর থাকবে যে, যদি সেটা সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়, তবে সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।” (হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৮ম খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৩৪১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ছানাখানে রাসুলে মকবুল, বুলবুলে রওযায়ে রাসুল, আত্তারের বাগানের সুগন্ধিময় ফুল, মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামী আলহাজ্জ আবু উবাইদ কারী মুহাম্মদ মুশতাক আহমদ আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ইবনে মাওলানা আখলাক আহমদ আনুমানিক রোজ রবিবার ১৮ই রমযানুল মোবারক ১৩৮৬ হিজরী (মোতাবেক ১-১-১৯৬৭ ইংরেজীতে বান্নো সারহদ, পাকিস্তান -এ জন্মগ্রহণ করেন। কিছুদিন পর সর্দারাবাদ (ফয়সালাবাদ) পাকিস্তান-এ থাকা শুরু করেন ও পরে বাবুল মদীনা করাচীর স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। (১) মদীনা মসজিদ (আত্তারঙ্গী টাউন, বাবুল মদীনা) তে অনেক বৎসর ইমামতি করেন (২) ১৯৯৫ থেকে ইত্তিকালের আগ পর্যন্ত কানযুল ঈমান জামে মসজিদে (বাবরী চউক, বাবুল মদীনা, করাচী)-তে ইমাম ও খতীব পদে আসীন ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

(৩) কুরআনে পাকের ৮ পারা মুখস্ত ছিল। (৪) খুব ভাল ক্বারী ছিলেন। (৫) দরসে নিযামীর চার দরজা (ক্লাশ) পড়েছিলেন কিন্তু দ্বীনি জ্ঞান কোন ভাল আলিম থেকে কম ছিল না। (৬) একাউন্স ডিপার্টমেন্টে সিনিয়র অডিটর হিসাবে অনেক বৎসর সরকারী চাকুরীরত ছিল। (৭) জামেয়াতুল মদীনা (সবজ মার্কেট, বাবুল মদীনা, করাচী)-তে ইংরেজী ক্লাসও করতেন। (৮) الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ তাঁর চারবার হজ্জ ও মদীনায়ে মুনাওয়ারার যিয়ারতের সৌভাগ্যও অর্জিত হয়।

আগরছে দৌলতে দুনিয়া মেরি ছব চেইন লীয়ায়ে,
মেরে দিলছে না হারগিজ ইয়া নবী তেরি বিলা নিকলে।

মাদানী পরিবেশে হাজী মুশতাক আত্তারী

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে আগমন করার আগেও হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মধ্যে الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ দ্বীনি মন মানসিকতা ছিল। দাঁড়ি সম্পন্ন যুবক ও সুকণ্ঠের না'ত খাঁ ছিলেন। দা'ওয়াতে ইসলামীতে তাঁর সম্পৃক্ততার কথা তিনি আমাকে (অর্থাৎ-সঙ্গে মদীনা (লিখক)) অনেকটা এরকম বলেছিলেন, “প্রথমবার সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হওয়ার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রথম মারকায গুলজারে হাবীব জামে মসজিদে আসলাম। ইজতিমার পর সবাই যখন এদিক-সেদিক চলে যাচ্ছিলেন তখন আমি চলে যাচ্ছিলাম, এরই মধ্যে একজন দাঁড়ি ও ইমামাধারী ইসলামী ভাই নিজে সামনে এসে আমার সাথে মোসাফাহা করলেন। তাঁর সাক্ষাতের ধরণ খুব ভাল লাগল। খুবই আন্তরিকতার সাথে ইনফিরাদী কৌশিষ করাবস্থায় তিনি আমাকে আপনার (সঙ্গে মদীনা (লিখক)) সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিলেন। আমি খুবই প্রভাবিত হলাম এবং الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

হাজী মুশতাক নিগরানে শূরা হয়ে গেলেন

হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত সুকঠোর অধিকারী করেছিলেন। বড় বড় যিকর ও না'ত এর ইজতিমা সমূহে মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর না'ত শুনাতেন ও আশিকানে রাসূলকে অস্থির করে তুলতেন। খুব ভাল মুবাল্লিগও ছিলেন। মাদানী কাজের খুব আগ্রহ ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে খুবই উন্নতী দান করেছেন। ২০০০ সালের জানুয়ারীতে শহরের সকল নিগরানের অনুমোদনক্রমে বাবুল মদীনা, করাচীর নিগরান হলেন এবং ঐ বছরই অক্টোবরে দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিসে শূরার নিগরান পদে অধিষ্ঠিত হয়ে গেলেন।

রেযা পর রব কি রাযী হে তুমহারে হাম ভীকারি হে,
হামারি আ-খিরাত বেহতর বানাদো ইয়া রাসুলাল্লাহ।

প্রিয় আক্বা ﷺ প্রিয় মুশতাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন

হাজী মুহাম্মদ মুশতাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ওফাতের কয়েক মাস আগে আমার নিকট (সাগে মদীনা (লিখক)) কোন এক ইসলামী ভাই একটি চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন। তাতে তিনি শপথ করে নিজের ঘটনা অনেকটা এরকম লিখেছিলেন: “আমি স্বপ্নে নিজেকে মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রওজার সোনালী জালির সামনে পেলাম। জালি মোবারকে নির্মিত তিনটি ছিদ্র থেকে একটি ছিদ্র দিয়ে যখন উঁকি মেরে দেখলাম তখন এক মনোরম দৃশ্য দেখলাম। কি দেখছি, সরকারে মদীনা হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ উপবিষ্ট আছেন আর সাথেই শাইখানে কারীমাইন অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত সায়্যিদুনা উমরে ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ও উপস্থিত রয়েছেন। এরই মধ্যে হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র দরবারে হাযির হলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন
رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَ হাজী মুশতাক আত্তারী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে পবিত্র বুকো জড়িয়ে ধরলেন ও এরপর কিছু ইরশাদ করেছেন: তবে তা আমার মনে নেই। অতঃপর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

আ-প কে কদমো ছে লাগু কর মওত কি ইয়া মুস্তফা
আ-রযু কব আয়েগী বরবেকস ও মজবুর কি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

নবী করিম ﷺ এর দরবারে

হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَ এর জন্য অপেক্ষা

হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَ ঐ দিনগুলোতে খুবই অসুস্থ ছিলেন। আমি তার সম্পর্কে দেখা ঈমান তাজাকারী স্বপ্ন বর্ণিত চিঠি তার মন খুশী করার জন্য পেশ করলাম। আমার এটা সু-ধারণা হল যে, হাজী মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَ এর উপর তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নব্বয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বিশেষ দয়া ছিল। এমনকি এক ইসলামী ভাই চিঠিতে আমাকে কিছুটা এরকম লিখলেন যে, سَومِ اَلْحَبِيبِ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ সোম ও মঙ্গলবারের মধ্যবর্তী রাতে আমি এ ঈমান তাজাকারী স্বপ্ন দেখেছি যে, মসজিদে নববী শরীফে নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে বসে আছেন ও আশে-পাশে আশ্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَامُ খোলাফায়ে রাশিদীন, হাসানাইনে কারীমাইন ও অসংখ্য আওলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى উপস্থিত রয়েছেন। চারিদিকে নীরবতা বিরাজ করছে। এরই মধ্যে নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হযরত সায়িয্যুনা আবু বক্কর সিদ্দীক رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর প্রতি পবিত্র দৃষ্টি দিলেন এবং ঠোঁট মোবারক নড়ে উঠল, রহমতের ফুল ঝরতে লাগল আর কথাগুলো অনেকটা এরকম বিন্যস্ত হল, “(হে আবু বকর!) মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী আসার পথে, আমি তাঁর সাথে মুসাফাহা করব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদর শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

তুমিও মুসাফাহা করবে, তিনি এখানে এসে আমাদেরকে না'ত শুনাবেন।” অতঃপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। যখন সকাল হল তখন খবর আসল যে, আজ ২৯ শা'বানুল মুআয্যাম ১৩২৩ হিজরী (মোতাবিক ৫, ১১, ২০০২) সকাল সোয়া ৮টা ও সাড়ে ৮টার মাঝামাঝি হাজী মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ইত্তিকাল করেছেন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

লব পর নাতে নবী কা নাগমা কাল ভী থা আওর আজ ভী হে,
পেয়ারে নবী হে মেরা রিশতা কাল ভী থা আওর আজ ভী হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঈমান তাজাকারী স্বপ্ন থেকে এ সুধারণা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, মরহুম হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে গ্রহণযোগ্য নাতখাঁ (প্রশংসাকারী) ছিলেন। তাইতো ওফাতের কয়েক ঘন্টা আগে তাঁর আগমনের জন্য অপেক্ষা করা ও না'ত শুনার সুসংবাদ শুনানো হল।

ইয়েহী আ-রজু হো জু ছুরখর, মিলে দো-জাহা কি আ-বরু,
মে কহো গোলাম হো আ-প কা, উও কহে কে হামকো কবুল হে।

হাজী মুশতাকের জানাযা

নিস্তার পার্ক (বাবুল মদীনা করাচী) তে মরহুমের জানাযার নামায আদায় করা হয়।

আশিক কা জানাযা হে জারা ধুম হে নিকলে,
মাহবুব কি গলিষু হে জারা ঘুম হে নিকলে।

আমি ﷺ বড় বড় আলিমদের জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এর আগে কোন জানাযায় এত লোকের সমাগম দেখিনি যা হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারীর জানাযায় হয়েছিল। চারিদিকে মনোরম দৃশ্য। মুশতাক আত্তারীর শোকে দিওয়ানারা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতেছিল। অশ্রু ভরা চোখ, শোকের চিৎকার ও হিচকানির কলিজা ফাটা আওয়াজ ও আশিকদের কান্নার মধ্য দিয়ে সাহরায় মদীনাতে (টুল প্লাজা, বাবুল মদীনা, করাচী) মরহুমকে দাফন করা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

শাহা আত্তার কা পিয়ারা হে ইয়ে মুশতাক আত্তারী,
ইয়েহী মুসর্দা উছে তুম ভী ছুনাদো ইয়া রাসুলান্নাহ।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

ঈসালে সাওয়াবের ডান্ডার

দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে মরহুমের (তিয়া) ওয় দিবস পালন করা হয়। যেখানে অসংখ্য ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করে। হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তিয়া শরীফে বিভিন্ন শহর থেকে ঈসালে সাওয়াবের যে উপহার আসে তার তালিকার একটি নমুনা এখানে দেয়া হল। (১) কুরআনে পাক ১৩৯১৯, (২) কুরআন শরীফের বিভিন্ন পারা ৫৬১৩, (৩) সূরা ইয়াসিন শরীফ ১০৩৮, (৪) সূরা মূলক শরীফ ১১৪০, (৫) সূরা রহমান ১৬৫, (৬) সূরা মুযাম্মিল শরীফ ১০, (৭) আয়াতুল কুরসী ৩৩৫৯২, (৮) বিভিন্ন সূরা ৯৩১৮৬, (৯) দরুদ শরীফ ১৩৮৮৮০৮৭, (১০) কলেমায়ে তায়্যিবা ৩৪৮৪০০, (১১) বিভিন্ন তাসবীহ ৩৫৭২০০।

ইলাহী! মওত আ-য়ে গুম্বদে খাজরাকে ছায়ে মে,
মদীনে মে জানাযা ধুম ছে আত্তার কা নিকলে।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

হাজী মুশতাকের চরিত্রের ঝলক

এক ইসলামী ভাই তার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং তার দৃষ্টির আলোকে আলহাজ্জ আবু উবাইদ মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ব্যাপারে লিখিতভাবে তার অভিমত পেশ করেন, যা কিছুটা এরকম- (১) যে সময় হাজী মুশতাক আত্তারী আওরঙ্গি টাউন বাবুল মদীনা করাচীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর আলাকায়ী নিগরান ছিলেন, সে সময় আমি ছয় বছর সেখানে অবস্থান করেছিলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

(২) আমি তাকে কখনো গীবত করতে এবং রাগের বশবর্তী হয়ে কাউকে কিছু বলতে দেখিনি। (৩) বড় থেকে বড় যতই সাংগঠনিক সমস্যা তার সামনে আসত তিনি তা বুদ্ধিমত্তার সাথে হেসে সমাধান করে দিতেন। (৪) অনেক এমন কথা যা কষ্টে হৃদয় ভেঙ্গে ফেলে এত কিছু শুন্যর পরও তিনি কখনো রাগান্বিত হতেন না এবং রাগের চিহ্নটুকুও পর্যন্ত কপালের মধ্যে দেখা যেত না। (৫) কাউকে যদি কখনো সময় (ওয়াদা) দিতেন তাহলে সে সময়ের আনুগত্য করতেন। (৬) অনেকবার দেখেছি যখন ইজতিমায়ী যিকির ও না'ত মাহফিলের মধ্যে নাত পড়ার জন্য অথবা কোন বিবাহ অনুষ্ঠানে বিবাহ পড়ানোর জন্যে উনাকে গাড়ি ভাড়া দিতে চাইতেন তখন তিনি বলতেন আমার নিকট মোটর সাইকেল আছে। إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ আমি সময়মত পৌঁছে যাব। আমাকে শুধু ঠিকানাটা দিয়ে দিন। (৭) আসা যাওয়ার গাড়ি ভাড়া ইত্যাদি চাওয়াতো দূরের কথা যদি কেউ খুশী হয়ে কিছু দিতে চাইতেন তবুও মুচকি হাসি দিয়ে তা নেওয়া থেকে বিরত থাকতেন। (৮) ১৯.১২ .১৯৯৬ আমার বিবাহের দিন ছিল। আমার অনুরোধের কারণে রাতে লাভি কয়েদাবাদ তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং বিবাহ পড়ালেন। ফিরার সময় ঘরের সদস্যরা বার বার অনুরোধ করে বললেন: বরের গাড়ি করে আপনাকে পৌঁছে দেয়া হবে অথবা টেক্সী ভাড়া করে দেয়া হবে কিন্তু তিনি তা মানলেন না। তিনি খুব বিনয়ের সাথে তাদেরকে বলে লাভি কয়েদাবাদ থেকে আওরঙ্গী টাউন এর মত দীর্ঘ সফর বাসে করে সমাপ্ত করলেন।

হযরতে মুশতাক আত্তারী ছে হামকো পিয়ার হে,

إِنْ شَاءَ اللَّهُ দো জাহা মে আপনা বেড়া পার হে।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

মুশতাক আত্তারীর মাজারে গেলে মনের আশা পূরণ হয়

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ সাহরায়ে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মাজার। ইসলামী ভাইয়েরা দূর দূরান্ত থেকে এখানে আসে এবং তার ফয়েজ নিয়ে ধন্য হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

যেমন- এক ইসলামী ভাই এভাবে লিখে পাঠিয়েছেন, আমরা ঘরে সন্তান লাভের অপেক্ষায় ছিলাম; মেডিকেল রিপোর্ট মতে মেয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমার আশা ছিল একটি ছেলে সন্তানের। কেননা একটি মেয়ে সন্তান আগেই ছিল। আমি সাহরায় মদীনাতে এসে হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দরবারে হাজির হলাম এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করলাম। মেডিকেল রিপোর্ট ভুল প্রমাণিত হল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার ঘরে চাঁদের মত এক মাদানী মুন্না (ছেলে) জন্ম নিল।

মুস্তফা কা হে জুভী দিওয়ানা, উছপে রহমত মুদাম হোতি হে।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

খারাপ প্রভাব দূর হয়ে গেল

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা- আমার শরীরের উপর খুব একটা খারাপ প্রভাব ছিল। আমার হালকার এক ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাহরায় মদীনায় মুশতাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হলাম এবং দোয়া করলাম। তখন আমার এমন মনে হল যে, কেউ আমাকে যেন আকড়ে ধরলেন। কিছুক্ষণ পরে আমার মধ্যে এমন অবস্থা দেখা গেল, আমার শরীরের অবস্থা ভালো হয়ে গেল।

ছুনলো হার এক নেক শাখছিয়্যাত, কাবিলে ইহতিরাম হোতি হে।

ইয়া রবে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকে, হাজী মুশতাক আত্তারী, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রত্যেক ইসলামী ভাই ইসলামী বোনের ও সকল উম্মতে মুসলিমাকে ক্ষমা করণ।

اٰمِيْنَ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

মদীনার জালবাসা, জান্নাতুল
বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে
জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয়
আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী
হওয়ার প্রত্যাশী।



২৩ মুহাররামুল হারাম, ১৪২৭ হিঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল্লা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
تُؤْتُوا إِلَى اللَّهِ! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

খাওয়ার ৪০টি নিয়্যত

(১,২) খাবারের প্রথমে ও শেষে অযু করব, (অর্থাৎ-হাত-মুখের অগ্রভাগ ধৌত করব এবং কুলিও করব), (৩) ইবাদত, (৪) তিলাওয়াত, (৫) মাতা-পিতার সেবা, (৬) ইলমে দ্বীন অর্জন, (৭) সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর, (৮) নেকীর দাওয়াতের আলাকায়ী দাওরাতে অংশগ্রহণ, (৯) আখিরাতের কাজ ও (১০) প্রয়োজনীয় হালাল রুজির চেষ্টার জন্য শক্তি অর্জন করব এ নিয়্যতগুলো ঐ সময় ফলপ্রসূ হবে যখন ক্ষুধা থেকে কম আহার করা হবে খুব বেশী করে খাওয়ার ফলে ইবাদতে অলসতা সৃষ্টি হয়। গুনাহের দিকে আসক্ত হবে এবং পেট খারাপ হয়ে যায়) (১১) মাটির উপর (১২) দস্তুরখানা বিছানোর সুন্নাত আদায় করে, (১৩) সুন্নাত মুতাবিক বসে, (১৪) খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং (১৫) অন্যান্য দোয়াসমূহ পড়ে, (১৬) তিন আঙ্গুলের মাধ্যমে, (১৭) ছোট ছোট লোকমা বানিয়ে, (১৮) ভালভাবে চিবিয়ে খাব, (১৯) প্রত্যেক দুই এক লোকমার পর পর ۱۰۰۰۰ পড়ব, (২০) যে দানা ইত্যাদি পড়ে যাবে তা তুলে খেয়ে নেব, (২১) রুটির প্রত্যেক লোকমা তরকারির পাত্রের উপর ছিড়ব ফলে রুটির টুকরা (গুড়া অংশ) পাত্রের মধ্যে পড়ে, (২২) হাড়ি ও গরম মসলা ইত্যাদি ভালভাবে পরিস্কার করে এবং চাটুর পর ফেলে দিব, (২৩) ক্ষুধা থেকে কম খাব, (২৪) শেষে সুন্নাত আদায়ের নিয়্যতে প্লেট এবং (২৫) তিনবার আঙ্গুল সমূহ চেটে নিব, (২৬) খাবারের পাত্রকে ধৌয়ে তা পান করে এক গোলাম আযাদ করার সাওয়াবের ভাগী হব, (২৭) যখন পর্যন্ত দস্তুরখানা উঠানো হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত বিনা কারণে উঠব না (এটাও সুন্নাত) (২৮) খাওয়ার পর দোয়া সমূহ পাঠ করব, (২৯) খিলাল করব,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

মিলে-মিশে খাওয়ার আরও নিয়ত সমূহ

(৩০) দস্তুরখানায় যদি কোন আলিম বা বুয়ুর্গ উপস্থিত থাকে তবে উনাদের আগে খাওয়া শুরু করব না, (৩১) মুসলমানের নৈকট্যের বরকত সমূহ অর্জন করব, (৩২) উনাদের মাংসের টুকরা, কদু শরীফ, খোরচান এবং পানি ইত্যাদি পেশ করে উনাদের মন খুশী করব, (৩৩) তাদের সামনে মুচকী হেসে সদকার সাওয়াব হাসিল করব, (৩৪) খাবারের নিয়ত সমূহ এবং (৩৫) সুল্লাত সমূহ বলব, (৩৬) সুযোগ হলে খাবারের শুরুর এবং (৩৭) শেষের দোয়া পড়াব, (৩৮) খাবারের উত্তম জিনিস যেমন মাংসের টুকরা ইত্যাদি লোভ থেকে বেঁচে অন্যান্যদের খাতিরে ছেড়ে দিব, (৩৯) উনাদেরকে খিলালের উপহার পেশ করব, (৪০) খাবারের প্রতি এক দুই লোকমায় যদি সম্ভব হয় তবে এই নিয়ত সহকারে উচ্চ আওয়াজে **أَمِينٌ بِجَا وَالنَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** বলব যাতে অন্যান্যদেরও স্মরণে এসে যায়।

أَمِينٌ بِجَا وَالنَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

সৎকর্মশীলদের মত কে রয়েছে?

মদীনার সরদার, দো জাহানের মালিক মুখতার, শাহানশাহে আবরার **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেছেন:

“**إِنَّ الدَّائِلَ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ**” অর্থাৎ নিঃসন্দেহে সৎকাজে আহ্বানকারী সৎকর্ম সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।”

(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৭৯) প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: “সৎকাজ যে করে, যে করায়, যে শিখায় আর যে পরামর্শ দেয় সবাই সাওয়াবের অধিকারী।” (মিরআতুল মানাজীহ, ১ম খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা)



পেটের কুফলে মদীনা (ক্ষুধার ফযীলত)

এই অধ্যায়ে রয়েছে

পেটের কুফলে মদীনা কি?

দিনে তিনবার খাওয়া কেমন?

স্বপ্নের দস্তুরখানা

হরাম লোকমার শাস্তি

অস্তরের কঠোরতার কারণ

আল্লাহ্ তাআলার গোপন অদবীরের ব্যাপারে
জয়হীন হওয়া কবীরে পুনাহ

পুনাহকে জাল মনে করা কুফর

এক হাজার বৎসর খাবত অীকিত পাখি

মোটা হওয়ার কারণ মমূহ

মেদ বিশিষ্ট শরীরের চিকিৎসা

মুহু থাকার উপায়

আপনি কি কম খাওয়ার অভ্যাস পড়তে চান?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

পেটের কুফলে মদীনা

শয়তান বাধা সৃষ্টির জন্য পূর্ণ চেষ্টা করবে কিন্তু আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে, সামর্থ্যনুযায়ী আমল করে শয়তানকে পরাজিত করে দিন।

দরুদ শরীফের ফযীলত

“নিশ্চয়ই পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়। তাই আমার উপর অতি উত্তম (অর্থাৎ- সুন্দর সুন্দর শব্দাবলীর মাধ্যমে) দরুদে পাক পাঠ কর।”

(মুসান্নাফে আব্দুর রায্বাক, ২য় খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩১১১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

পেটের কুফলে মদীনা কি?

নিজের পেটকে হারাম খাবার থেকে বাঁচানো এবং হালাল খাবারও ক্ষুধার তুলনায় কম খাওয়াকে “পেটের কুফলে মদীনা” বলে। পেটের কুফলে মদীনা (অর্থাৎ- মাদানী তালা) লাগানোর আগ্রহীদের জন্য হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সুস্থ থাকার এ বাণীটি উত্তম নির্দেশনামূলক। যেমন-তিনি বলেন: “খাওয়ার আগে ক্ষুধা থাকা আবশ্যিক। যে খাবার শুরু করার সময়েও ক্ষুধার্ত ছিল এবং ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় হাত গুটিয়ে নিল, সে কখনো ডাঙারের মুখাপেক্ষী হবে না। (ইহইয়াউল উলূম, ২য় খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

ইয়া ইলাহী! পেট কা কুফলে মদীনা কর আতা,
আয পায়ে গউছো রযা কর ভূখ কা গাওহর আতা।

ইচ্ছাকৃত ক্ষুধা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পেট ভরে খাওয়া মুবাহ্ অর্থাৎ জায়য। তবে “পেটের কুফলে মদীনা” লাগিয়ে অর্থাৎ নিজ পেটকে হারাম ও সন্দেহযুক্ত খাবার গ্রহণ করা থেকে বাঁচিয়ে হালাল খাবারও ক্ষুধা থেকে কম খাওয়াতে দীন ও দুনিয়ার অগণিত উপকার রয়েছে। খাবার না থাকা অবস্থায় বাধ্য হয়ে ক্ষুধার্ত থাকার মধ্যে কোন বাহাদুরী নেই, বরং ঘরে পর্যাপ্ত খাবার থাকা সত্ত্বেও কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ক্ষুধা সহ্য করাটাই বাস্তবিক পক্ষে একটি প্রশংসনীয় কাজ। যেমন-বর্ণিত আছে, প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষুধা সহ্য করতেন।” (শুয়ারুল ইমান, ৫ম খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৬৪০)

লুটলে রহমত, লাগা কুফলে মদীনা পেট কা,
পায়ে গা জান্নাত, লাগা কুফলে মদীনা পেট কা।

জান্নাতে প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশী

জানা গেল, ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষুধা সহ্য করা হরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খুবই প্রিয় সূনাত। আর সূনাতের মহত্বের কথা কি বলব! স্বয়ং নবী করীম, রউফুর রহীম, হুয়র পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার সূনাতকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।” (মিশকাত শরীফ, ৩০ পৃষ্ঠা) আল্লাহ তাআলার শিক্ষামূলক বাণী হচ্ছে:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাব্বাত)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
‘তোমরা আপন অংশের পবিত্র
বস্তু সমূহ আপন পার্থিব জীবনেই
নিশ্চিহ্ন করে বসেছো এবং
সেগুলো ভোগ করেছো। সুতরাং
আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনার
শাস্তিই বিনিময়ে দেয়া হবে।

(পারা- ২৬, সুরা- আহকাফ, আয়াত- ২০)

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي
حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ
تَجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ

প্রিয় নবী ﷺ এর ক্ষুধা শরীফ

খলীফায়ে আ'লা হযরত, মুফাস্সিরে কুরআন, হযরত সাদরুল্লাহ আফাযিল আল্লামা মওলানা মুফতী সাযি়্যদ মুহাম্মদ নজ্জমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “খাযাইনুল ইরফানে” এ আয়াতে মোবারাকার ব্যাখ্যায় বলেন: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াবী স্বাদ গ্রহণের কারণে কাফিরদেরকে তিরস্কার করেছেন। তাই নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ও হুযূরের সাহাবাগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ দুনিয়াবী স্বাদ গ্রহণ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে পাকে রয়েছে, তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পার্থিব জীবনে হুযূর এর আহলে বাইতে আতহার عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ (পরিবারবর্গ) কখনো জবের রুটিও একাধারে দু'দিন খাননি। এটাও হাদীসে পাকে রয়েছে যে, সম্পূর্ণ মাস চলে যেত, দওলতে সারা-য়ে আকুদাসের (অর্থাৎ- উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র ঘরের) চূলাতে আগুন পর্যন্ত জ্বলতনা। সামান্য খেজুর ও পানির মাধ্যমে দিন অতিবাহিত করতেন। হযরত সাযি়্যদুনা উমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “হে লোকেরা! আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের চেয়ে ভাল খাবার খেতে পারতাম, আর তোমাদের চেয়ে উত্তম পোষাক পরিধান করতে পারতাম, কিন্তু আমি আমার ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশ আখিরাতের জন্য অবশিষ্ট রাখতে চাই। (খাযাইনুল ইরফান, ৯০৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

খানা-তো দেখো জাও কি রুটি, বে-চনা আটা রুটি ভি মুটি,
উও ভি শেকম ভর রৌজ না খানা ﷺ
কওনো মকাকে আ-ক্বা হো কর, দোনো জাহাকে দা-তা হো কর,
ফাকে ছে হে ছারকারে দো আলম ﷺ

অনেক রাত উপবাস

হযরত সাযিয়দুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বলেন: “খাতেমুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কয়েক রাত একাধারে উপবাস থাকতেন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র ঘরের বাসিন্দাদের নানে-শাবীনা (অর্থাৎ- রাতের রুটি) খাওয়ার সুযোগ হতো না এবং অধিকাংশ সময় জবের রুটি খেতেন।

(জামে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং - ২৩৬৭)

আহ্লে বাইত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ এর খাবার

হযরত সাযিয়দুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ জবের পরিবর্তে নিজের লৌহ বর্ম বন্ধক রাখেন। আর আমি জবের রুটি ও তরল চর্বি নিয়ে তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয়্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহত্বপূর্ণ দরবারে উপস্থিত হলাম। তখন আমি রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে এটা বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পরিবারের না কখনো সকালে এক সা' পরিমাণ (অর্থাৎ- প্রায় পৌনে তিন কেজি) খাবার লাভ হয়েছে না সন্ধ্যায়।” আর, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পরিবারবর্গ নয়টি ঘরে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৮, হাদীস নং - ২৫০৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা ঐ আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্রতম অবস্থা, যাঁর মোবারক হাতে উভয় জাহানের ভাভারের চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ وَعَاجِلٌ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাবাদাতুদ দারইন)

মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দারিদ্র্যতাপূর্ণ অবস্থা অবলম্বন স্বেচ্ছায় ছিল। অন্যথায় আল্লাহর কসম! (সৃষ্টি জগতে) যে যা-ই লাভ করে তা প্রিয় রাসুল, রাসুলে মাকবুল, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাদকাতেই লাভ করে, আর সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুর নিকট নূরে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ফয়য পৌঁছে থাকে। যেমন-

এক অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির ঘটনা

একজন আল্লাহর ওলী এক টুকর রুটি খাওয়ার জন্য হাতে নিলেন। অতঃপর তাতে যখন তিনি রুহানিয়্যাতের দৃষ্টি দিয়ে গভীরভাবে দেখলেন, তখন তিনি ঐ টুকরর সাথে একটি নূরের তার দেখতে পেলেন। যখন ঐ নূরের তার ধরে দৃষ্টিকে উপরের দিকে উঠালেন, তখন দেখতে পেলেন, নূরের ঐ তারটি বিশ্বজগতের সৃষ্টির মূল, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বলী আদম, রাসুলে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরের একটি রশ্মির সাথে সংযুক্ত। প্রথমেতো ঐ একটি রশ্মিই দেখা গেল, এরপর গভীরভাবে দেখাতে জানা গেল, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরের রশ্মি সমূহ দুনিয়ার প্রতিটি নেয়ামতে পৌঁছে যাচ্ছে। (আল্ আবরীয, ২২৯ পৃষ্ঠা)

কিয়া নূরে আহমদী কা চমন মে জুহুর হে
হার গুল মে হার শজর মে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কা নূর হে।

পেটের উপর দু'টি পাথর

হযরত সাযিদ্‌না আবু তালহা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন; “নবীকুল সুলতান, সরদারে দোঁজাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে ক্ষুধার ব্যাপারে অভিযোগ করলাম, আর নিজেদের পেটে একটি করে পাথর বাঁধা দেখালাম। আর তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিজের পবিত্র পেটের উপর থেকে কাপড় মোবারক সরালেন, তখন দেখা গেল তাতে দু'টি পাথর বাঁধা রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: এ পাথর ক্ষুধার যন্ত্রনা ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে পেটে বাঁধা হতো।

(শামায়িলে তিরমিযী, ১৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭২)

আ-প ভুকে রহে আওর পেট পে পান্তর বান্কে,
হাম গোলামু কো মিলে খাওয়ান মদীনে ওয়ালে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ।

সম্মানের সামগ্রী

হযরত আবু বুজাইর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, একদা নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খুবই ক্ষুধা পেল, তখন তিনি একটি পাথর নিয়ে পবিত্র পেটে বেঁধে নিলেন আর বললেন: সাবধান! অনেক মানুষ এমন রয়েছে, যারা দুনিয়াতে ভাল খাবার গ্রহনকারী আর আনন্দময় জীবনযাপনকারী, কিন্তু কিয়ামতের দিন (তারাই) ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ হবে। সাবধান! অনেক মানুষ এমন রয়েছে, যারা নিজেকে সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় রয়েছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা অপমানের সামগ্রীই তৈরী করছে। সাবধান! অনেক মানুষ এমন রয়েছে, যারা নিজেকে লোকের দৃষ্টিতে অপদস্ত রাখে, কিন্তু আসলে এটা তাদের জন্য সম্মানের সামগ্রী। (আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ, ২য় খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা)

প্রেমময় আবেগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর শান ও মর্যাদার উপর আমাদের জান কোরবান হোক! রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ক্ষুধাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। আর হায়! আমাদের মধ্যে হুরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রেমের দাবীদার কিছু এমনও রয়েছি যে, যদি খাবার তৈরী হতে সামান্য দেরী হয় অথবা খাবার যদি আমাদের স্বাদ গ্রহনকারী নফসের পছন্দ না হয়, তবে পরিবারের লোকদের উপর বিরক্ত হয়ে যাই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

হায়! এমন যদি হত! আমাদেরও ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষুধার্ত থাকার এবং ক্ষুধার তীব্রতার কারণেই সূন্নাহের নিয়তে কোন কোন সময় নিজেদের পেটে পাথর বাঁধার সৌভাগ্য নসীব হতো! হায়! এমন যদি হত! শত কোটি আফসোস! সগে মদীনা (লেখক) মানুষ না হয়ে যদি নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর গলির কোন পাথর হতাম, আর আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সে গলি অতিক্রম করতেন! সৌভাগ্যের বিষয় হতো, যদি কোন কোন সময় বরকতময় কদমগুলোর পবিত্র তালুগুলো চুমু দেয়ার সুযোগ পেতাম! আমার সাথে এমন সাহসতো নেই যে, পবিত্র পেটে বাধার জন্য আশা করবো, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা! শত কোটি আকাঙ্ক্ষা! কখনো যদি এমনও হয়ে যেত যে, “ক্ষুধার ব্যাকুলতাকে” অনুমতি প্রদান করে আমি গরীবের সাথে মিলিত কোন সৌভাগ্যশালী পাথরকে পবিত্র পেটের বিশেষ নৈকট্য প্রদানের ইচ্ছায় তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সেটার প্রতি নিজের নূরানী হাত বাড়াতেন, আর সে অবস্থায় আমাকে হুজুরের পবিত্র হাত মোবারকে চুমু দেয়ার সৌভাগ্য দান করতেন । আহা! আহা! আহা!

মাই কাহা আওর কাহা উনকা উজুদে মাসউদ,
মেরি আওকাত হী কিয়া উনপে হো ছো লাখ দরুদ ।

হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র ঋধা

হযরত সাযিয়দুনা মুসা عَلَيْهِ السَّلَام যখন ‘মাদ্ইয়ান’ (মাদায়েন) এর কূপের নিকট আগমণ করলেন, তখন দুর্বলতার কারণে সবজীর তরকারী তাঁর মোবারক পেটের বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর হতো । (শামায়িলে রাসুল, অনূদিত ১২১ পৃষ্ঠা) আর যে চল্লিশ দিন আল্লাহর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام কিছু আহার করেননি ।

(ইহইয়াউল্ উলুম, ৩য় খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র ক্ষুধা

হযরত সাযিয়দুনা কাযী আয়ায رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “হযরত সাযিয়দুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর পোষাক পশম দ্বারা এবং বিছানা লোম দ্বারা তৈরী ছিল, পবিত্র জবের রুটি লবণ দিয়ে আহার করতেন।

(শামায়িলে রাসূল, অনুদিত, ১২১ পৃষ্ঠা)

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র ক্ষুধা

হযরত সাযিয়দুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام নিজের জন্য কোন ঘর তৈরী করেননি। যেখানে ঘুম এসে পবিত্র কদমে চুমু দিত সেখানে আরাম করে নিতেন। লোম দিয়ে তৈরী পোষাক পরিধান করতেন আর গাছের পাতা আহার করতেন। (প্রাঞ্জল)

হযরত ইয়াহুইয়া عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র ক্ষুধা

হযরত সাযিয়দুনা ইয়াহুইয়া عَلَيْهِ السَّلَام এর খাবার ছিল ভেজা ঘাস। আল্লাহর ভয়ে এরূপ কাঁদতেন যে, পবিত্র চেহারায় চোখের পানির দাগ বসে গিয়েছিল। (প্রাঞ্জল)

ফাকুয়ে আশ্বিয়া কে সদকে মে,
লজ্জতে নফস ছে বাঁচা ইয়া রব!

নবী করিম ﷺ এর ক্ষুধার কথা স্মরণ করে

বিবি আয়েশা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর কান্না

হযরত সাযিয়দুনা মাসরুক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি উম্মুল মুমীনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি আমার জন্য খাবার আনালেন আর বলতে লাগলেন, “আমি যখন কখনো পেট ভরে খাবার খাই তখন আমার মন কেঁদে উঠে, আর আমি অঝোড়ে কাঁদতে থাকি।” আমি বললাম: কেন? বললেন: আমার সারতাজ, সাহিবে মি'রাজ, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ঐ অবস্থার কথা মনে পড়ে যায়,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

যে অবস্থায় (তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) আমার থেকে আলাদা হয়েছেন। (ঐ অবস্থাটি হল) কখনো দিনে দু'বার রুটি অথবা মাংস দিয়ে পেট ভরে খাবার খাওয়ার সুযোগ হয়নি।” (জামে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৬৩)

আয়েশা সিদ্দিকা রোতি খি নবীকি ভূক পর,
হায়! ভরতে হে গিজায়ে হাম শেকম মে ঠুস কর।

আশিকগণ ডেবে দেখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একদিকে উম্মুল মুমীনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর ইশ্কে রাসূল এমন ছিল, যদি কখনো পেট ভরে খাবার খেয়েও নিতেন, তবে খাতেমুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ভালবাসায় কান্না করতে থাকতেন। আর হায়! অন্য দিকে আমরা গুনাহ্গারদের অবস্থা এ যে, কঠনালী পর্যন্ত খুব ভালভাবে পেট ভরে খেয়ে নেয়ার পরও কিন্তু মন ভরে না। মনে রাখবেন! যখনই আল্লাহ ওয়ালাগণের পেট ভরে খাওয়ার বর্ণনা সমূহ পাবেন, তখন এ থেকে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাবার খাওয়াই বুঝাবেন। আমাদের পেট ভরে খাওয়া আর তাঁদের পেট ভরে খাবার খাওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

কারে পা কা-রা কিয়াস আয খুদ মাগীর।

অর্থাৎ- বুয়ুর্গানে দ্বীনের কার্যাবলীকে নিজের কাজের মত মনে করিও না।

আমাদের ইসলামী বোনদেরও উম্মুল মুমীনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর “গমে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ” (অর্থাৎ- প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জন্য ভালবাসা) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যদি ইসলামী বোনেরা দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, আর নিজ এলাকার দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে থাকেন এবং

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

মাদানী ইনআমাত এর উপর আমল করে ফিকরে মদীনার মাধ্যমে প্রতিদিন (মাদানী ইনআমাতের) রিসালা পূরণ করে নিজেদের যিম্মাদার ইসলামী বোনকে জমা দিতে থাকেন, তবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** অবশ্যই সফলতা অর্জন করবেন। **দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী বোনের** আবেগপূর্ণ ঘটনা শুনুন, যেমন-

ইসলামী বোনের ঘটনা

সান্গাড় বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশের এক ইসলামী ভাইয়ের শপথমূলক বর্ণনা যে, আমার বোন বিনতে আবদুল গাফফার আন্তারীয়া কষ্টদায়ক রোগ ক্যান্সারে আক্রান্ত হলেন। আর আন্তে আন্তে তার অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল। ডাক্তারদের পরামর্শে অপারেশন করানো হলে শারীরিক অবস্থার তখনকার মত কিছুটা উন্নতি ঘটল, কিন্তু প্রায় এক বৎসর ভাল থাকার পর পুনরায় রোগ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেলে সাথে সাথে রাজপুতানা হাসপাতালে (হায়দ্রাবাদ, বাবুল ইসলাম, সিন্ধু-এ) ভর্তি করে দেয়া হল। এক সপ্তাহ হাসপাতালে রইলো কিন্তু অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে আরো অবনতি ঘটল। এমতাবস্থায় হঠাৎ একদিন তিনি উচ্চ স্বরে কালিমায়ে তায়িবা পড়া শুরু করলেন। কখনো কখনো মাঝখানে **اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ تَعْلَمُ خَيْرًا** ও পাঠ করছিলেন।

উচ্চ স্বরে **اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ تَعْلَمُ خَيْرًا** এর ওয়াযীফা পাঠ করতে থাকলে পুরো কামরা মধুর আওয়াজে মুখোরিত হয়ে যেত। ঈমান তাজাকারী অদ্ভুত ছিল এই দৃশ্য। যে তাঁকে দেখতে আসত, ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করার পরিবর্তে তাঁর সাথে আল্লাহ তাআলার যিকির শুরু করে দিত। ডাক্তার ও হাসপাতালের কর্মচারীরা এ দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল, তাদের ধারণা হল এটা নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন মক্কেল বান্দী হবেন! কেননা আমরাতো আজ পর্যন্ত রোগীদের চিক্কারই শুনে আসছি, কিন্তু এ রোগী দেখছি অভিযোগ, আপত্তির পরিবর্তে একাধারে আল্লাহ তাআলার যিকিরের মধ্যে মশগুল রয়েছেন। আনুমানিক বার ঘন্টা পর্যন্ত এ অবস্থা স্থায়ী ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

মাগরিবের আযানের সময় এভাবে উচ্চস্বরে কালিমায়ে তায়্যিবা পাঠ করতে করতে তাঁর রুহ দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গেল।

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদেরও ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততা মরহুমার কাজে এসে গেল। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল। আল্লাহুর শপথ! ঐ ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান, যে এ দুনিয়া থেকে কালিমা পাঠ করতে করতে বিদায় নিতে পারে। রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যার শেষ বাক্য اللهُ الرَّسُوْلُ اللهُ (অর্থাৎ কালিমায়ে তায়্যিবা) হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

(আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩১১৬)

দুদিনে একবার খাওয়াকে পছন্দ করার বহিঃপ্রকাশ

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবের রক্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর পবিত্র ক্ষুধা কে গ্রহণ ইচ্ছাকৃত ছিল। যেমন- রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতিপালক আমার জন্য এটা পেশ করলেন যে, আমার জন্য মক্কা শরীফের পাহাড় গুলোকে স্বর্ণ বানিয়ে দিবেন। কিন্তু আমি আরয করলাম: ইয়া আল্লাহ্! আমার নিকটতো এটাই পছন্দনীয় যে, যদি একদিন খাই তো অন্যদিন ক্ষুধার্ত থাকব, যখন ক্ষুধার্ত থাকব তখন তোমার নিকট কান্না-কাটি করব এবং তোমাকে স্মরণ করব, আর যখন খাব তখন তোমার কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করব।”

(জামে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৫৪)

সালাম উন পর শেকম ভর কর কভী খানা না খা-তে থে,
সালাম উন পর গমে উম্মত মে জু আছু বাহাতে তে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

দিনে একবার খাওয়া

দিনে একবার খাওয়া সুন্নাত। যেমন - হযরত সাযিয়দুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যেদিন সকালে খাবার খেতেন, তখন সন্ধ্যায় খাবার খেতেন না। আর যদি সন্ধ্যায় খেয়ে নিতেন তবে সকালে খাবার খেতেন না। (কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮১৭৩)

দিনে তিনবার খাওয়া কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের এখানে প্রায়ই দিনে তিনবার খাবার খাওয়ার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। যদিও এটা গুনাহ নয় কিন্তু আবার তা সুন্নাতও নয়। পানাহারের আগ্রহই এ নিয়ম প্রচলন করেছে। একথা হৃদয়ে গেঁথে নিন যে, যে যত বেশি খাবে কিয়ামতের দিন হিসাবও তার দায়িত্বে তত বেশি হবে। প্রতিদিন একবার মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাতে আ-দিয়্যাহ্ (অভ্যাসগত সুন্নাত) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এ সুন্নাতের উপর আমল করতে গিয়ে অনেক বুয়ুর্গানে দ্বীনের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى দিনে শুধুমাত্র একবার খাওয়ার অভ্যাস ছিল। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ এ সুন্নাতের উপর আমল না করে তবে তাকে তিরস্কার করা যাবে না। ঐ সব আশিকানে রাসূল যারা সুন্নাতের প্রতি খুবই আন্তরিকতা পোষণ করেন আর পদে পদে সুন্নাতের কথা বলে থাকেন, তাদের জন্য এতে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যারা দিনে চার বা পাঁচবার খাবার খান তাদের জন্য অবশ্যই এটা আফসোসের বিষয়। এ ধরনের মানুষের কমপক্ষে পার্শ্ব জীবনে এ ক্ষতি অবশ্যই হয়ে থাকে যে, তারা প্রায়ই পেটের সমস্যার ব্যাপারে অভিযোগ করে থাকে। উম্মুল মুমীনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: নবীকুল সুলতান, সরদারে দোঁজাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দুনিয়াবী জীবনের পরিসমাপ্তির পর সর্ব প্রথম যে বিদআত সৃষ্টি হয়েছে তা হল পেট ভরে খাবার খাওয়া।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

যখন মানুষের পেট ভরে যায় তখন তাদের নফস দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। (এ বাণীর মধ্যে বিদআত বলতে ‘বিদআতে মুবা-হা’ অর্থাৎ বৈধ বিদআত বুঝানো হয়েছে)। (ফুতুল কুলুব, ২য় খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

কুমন্ত্রণা: একদিকে রয়েছে একবার খাওয়া সুন্নাত আর অপরদিকে বলা হয়েছে সাহারী এবং ইফতারও সুন্নাত। এক্ষেত্রে তো দু’ওয়াক্ত খেতে হয়। এর সমাধান কি?

কুমন্ত্রণার প্রতিকার: নিশ্চয় সাহারী ও ইফতার করা সুন্নাত। “ইফতার” শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, “রোযা খোলা”। সুতরাং যদি কেউ একটি বুটও খেয়ে নেয় তবে তার ইফতার হয়ে গেল। কিন্তু এ দুই সময়ে পেট ভর্তি করে খাওয়া সুন্নাত নয়। দুই একটি খেজুর কিংবা এক টোক পানির মাধ্যমেও সাহারী ও ইফতার করা যায়। যে খাদ্যকে প্রচলিত নিয়মানুসারে “খাবার” বলা হয় তাহল, রুটি (বা ভাত) এর সাথে তরকারী মিলিয়ে খাওয়া। এ ধরনের খাবার যদি কেউ দিনে একবার খেয়ে নেয় আর ঐ দিনেই আরো তিনবার একটি করে খেজুরও খেয়ে নেয় অথবা এককাপ করে চা পান করে নেয় তাহলে তার ব্যাপারে কেউ এটা বলবে না, সে চারবার খাবার খেয়েছে বরং এটাই বলবে যে, সে শুধুমাত্র একবার খাবার খেয়েছে। তাই ইফতার এক বা আধা খেজুর অথবা পানির মাধ্যমে সম্পন্ন করে আর সাহারীতে প্রচলিত নিয়মানুসারে খাবার খেয়ে সাহারী ও ইফতারের সুন্নাত আদায় করে নেয় তাহলে এ উপায়ে উক্ত সুন্নাত পালনের সাথে সাথে দিনে একবার খাওয়ার সুন্নাতও আদায় করে নেয়া যেতে পারে। “ইফতার” এ লোকেরা যাতে পেট ভর্তি করে “ফল-মুল, বুট ভাজি, পিঁয়াজু ও বেগুনী” ইত্যাদি খেতে পারে সেজন্য আজ-কাল রমযানুল মোবারক মাসে প্রায় মসজিদে মাগরিবের নামাযের জামাআত দেরীতে হয়ে থাকে। তাই যদি কেউ ইফতারে কয়েকটি খেজুর, ফল-মুল, পিঁয়াজু বা বেগুনী ইত্যাদি খেয়ে নেয় তাহলে তা তার জন্য এক ওয়াক্তের খাওয়া হয়ে গেল। কারণ খাবার শুধু কোরমা, রুটি, পোলাও ভাত খেলে যে খাবার হয় তা নয়,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (অবরানী)

প্রয়োজন পরিমাণ ফলমূল খেয়ে নিলে এই অবস্থায়ও খাবার খাওয়া হয়েছে বলে ধরে নেয়া। এখন যদি সাহরীতে প্রয়োজন পরিমাণ খাবার খাওয়া হয় তবে দু'ওয়াক্ত খাবার খাওয়া হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুনাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সাহারী ও ইফতারের নিয়ম লক্ষ করুন। যেমন-

রোযায় এক ওয়াক্ত খাওয়া

হযরত মওলানা মুহাম্মদ হুসাইন মীরাটী সাহিব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, আমি রমযানুল মোবারকের বিশ তারিখ থেকে ইতিকাফ গ্রহণ করি। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সেদিন মসজিদে উপস্থিত হয়ে বললেন: “ইচ্ছা হয়, আমিও ইতিকাফ করি। কিন্তু (দ্বীনি কাজে ব্যস্ততার কারণে) অবসর পাওয়া যাচ্ছে না।” অবশেষে রমযানুল মোবারকের ২৬ তারিখ তিনি বললেন: “আজ থেকে আমিও মু'তাকিফ অর্থাৎ ইতিকাফকারী হয়ে যাচ্ছি।” মওলানা মুহাম্মদ হুসাইন মীরাটী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “সন্ধ্যায় (খেজুর ইত্যাদির মাধ্যমে রোযার ইফতার তো করে নিতেন কিন্তু) আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে খাবার খেতে আমি কোন দিন দেখিনি। সাহরীতে শুধু একটি ছোট্ট পেয়ালায় এক পেয়ালা ফিরনী আর একটি পেয়ালায় চাটনী আসত, তাই তিনি খেয়ে নিতেন।” একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “হুযূর! ফিরনী ও চাটনী একত্রে খাওয়ার কারণ কি?” তিনি বললেন: “লবণ দ্বারা খাওয়া শুরু করা এবং লবণ দ্বারাই শেষ করা সুনাত, এজন্য চাটনী আসে। (হায়াতে আ'লা হযরত, ১ম খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা) سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ সুনাতের অনুসারী, সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মিষ্টি ফিরনীর আগে ও পরে এজন্য লবণাক্ত চাটনী ব্যবহার করতেন, যেন খাওয়ার শুরু ও শেষে লবণ ব্যবহারের সুনাত আদায় হয়ে যায়। খাবার আগে ও পরে লবণ (অথবা লবণাক্ত কোন খাবার) খেলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ৭০টি রোগ দূরীভূত হয়।

ইয়া ইলাহী! মুঝ কো ভী কর ভূক কি নেয়ামত আতা,
আয তুফাইলে সায়্যিদী ও মুর্শিদি আহমদ রযা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

রোযার মধ্যে একবার খাওয়া

বাছাইকৃত হাদীস শরীফ সমূহের সমষ্টি “রিয়াযুস সা-লিহীন”-এর রচয়িতা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহুইয়া শারাহুন্ নাওয়াভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سَرْبِدا রোযা রাখতেন। তিনি শুধুমাত্র একবার অর্থাৎ ইশার নামাযের পর খাবার খেতেন এবং শুধু পানি পান করে সাহারী করে নিতেন আর রাতে শুধুমাত্র কিছুক্ষণ আরাম করতেন।

(রিয়াযুসসালিহীন’র ভূমিকা, অনূদিত ১২ পৃষ্ঠা)

খুব বেশি পরিমাণে রোযা রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি দ্বীনি ও দুনিয়াবী কাজে বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়, মাতা-পিতা ইত্যাদিও অসন্তুষ্ট না হন, তবে আমাদের খুব বেশি পরিমাণে নফল রোযা রাখা উচিত। কেননা অধিকাংশ বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى এরূপ করেছেন। এমনটি করলে প্রতিটি মূর্তত بِإِذْنِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত হবে আর সারাদিন পানাহার করা থেকেও বেঁচে থাকবেন এবং পেটে কুফলে মদীনা লাগানোও খুব সহজ হবে। তবে সাহারী ও ইফতারে কম খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। নিজের মধ্যে নফল রোযার আত্মহ সৃষ্টির জন্য ফয়যানে রমযান হতে “নফল রোযার ফযীলত” নামক অধ্যায়টি পড়ে নিন অথবা শুনুন নিন। কেননা গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য, এর শাস্তি ও নেক আমলের মন-মানসিকতা সৃষ্টির জন্য এগুলোর ফযীলত সম্পর্কে জানা খুবই উপকারী। এখন রোযার একটি ফযীলত শুনুন আর আন্দোলিত হোন।

জমি পরিমাণ স্বর্ণ

প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যদি কেউ একদিন নফল রোযা রাখে আর জমিন পরিমাণ স্বর্ণ তাকে দেয়া হয়, তবু সেটার সাওয়াব পূর্ণ হবে না। সেটার সাওয়াবতো কিয়ামতের দিনই পাবে।”

(যুসনাদে আবী ইয়া’লা, ৫ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

স্বর্ণের দস্তুরখানা

হযরত সাযিয়্যুনা আবুদ দারদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর বাণী হচ্ছে, “কিয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য আ'রশে'র নীচে স্বর্ণের দস্তুরখানা বিছানো হবে। যাতে মণি-মুক্তা ও হীরা-জহরত খচিত থাকবে। তাতে জান্নাতী ফল-মূল, জান্নাতী পানীয় ও বিভিন্ন প্রকারের খাবার বাছাইকৃত থাকবে। রোযাদারগণ (সেগুলো) খাবেন আর স্বাদ উপভোগ করবেন, যখন অন্য সব মানুষ কঠিন হিসাব-নিকাশ দিতে ব্যস্ত থাকবে।

(আল বুদুকুসসা-ফিরাহ, পৃষ্ঠা ২৬০)

ফযলে রবছে রাহাতু কা হাশর মে ছামান হে,
রোযাদারো কেলিয়ে সাওনে কা দস্তুরখান হে।

সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রতিদিন তিনবার খাদ্য গ্রহণকারীর নিন্দা

হযরত সাযিয়্যুনা সাহল বিন আবদুল্লাহ তুশতারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর নিকট কেউ জিজ্ঞাসা করল, “দিনে একবার খাওয়া কেমন?” বললেন: “এটা সিদ্দিকীনদের (যাঁরা আওলিয়ায়ে কিরামের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম শ্রেণীর তাঁদের) খাবার।” আরয করল: “দিনে দু'বার খাওয়া কেমন?” তিনি বললেন: “এটা মুম্বীনগণের খাবার।” আরয করল: “যদি কেউ দিনে তিনবার খায় তাহলে কেমন?” বললেন: “এ ধরণের লোকের পরিবারের সদস্যগণের উচিত, তাকে নিয়ে পশুশালায় রেখে দেয়। (যেখানে জীব-জন্তুর ন্যায় সর্বদা পানাহারে রত থাকতে পারবে!)

(রিসালাতুল কুশাইরিয়াহ, ১৪২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সায়্যিদুনা সাহল বিন আবদুল্লাহ তুশতরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সিদ্দিকীন আওলিয়াগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি কোন কোন সময় বিশদিন পর্যন্ত একাধারে নাখেয়ে থাকতেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের জন্য দু’ওয়াক্ত খাবার খাওয়াকে তিনি দোষ সাব্যস্ত করেননি। কারণ শুধু একবার খেয়ে সারা দিন কাটানো, কাজ-কর্ম ও পরিশ্রম এবং কষ্টের কাজ করা প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে দিনে তিনবার খাওয়া তাঁর কাছে খুবই অপছন্দনীয় ছিল, যা তাঁর বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে।

মুঝ কো ভুক ও পিয়াছ ছেহনে কি খোদা তওফিক দে,
গুম তেরি ইয়াদো মে রেহনে কি ছাদা তওফিক দে।

খেজুর ও পানি খেয়ে দিন কাটানো

হযরত সায়্যিদুনা উরওয়াহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ উম্মুল মুমীনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, “ওহে ভাগিনা! আমরা এক চাঁদের পর অন্য চাঁদ দেখতাম। দু’মাসে তিনটি চাঁদ দেখতাম আর নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর (পবিত্র) ঘরে আগুন জ্বলত না।” হযরত উরওয়াহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি আরয করলাম: “ওহে খালাজান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا! আপনার দিনগুলো তখন কিভাবে কাটত?” বললেন: “আমাদের দিনগুলো কাটত দুইটি কালো বস্ত্র অর্থাৎ খেজুর ও পানির মাধ্যমে। এটা ছাড়া কিছু আনসার عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁরা কিছু দুগ্ধবর্তী উষ্ট্রী (বা ছাগল) আলাহর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জন্য বিশেষভাবে আলাদা করে রেখেছিলেন এবং তাঁরা এগুলোর দুধ ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে পাঠিয়ে দিতেন। আর নবী করীম, রউফুর রহীম, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঐ দুধ আমাদের পান করতে দিতেন।” (সহীহ বুখারী শরীফ, ৭ম খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৪৫৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিষী ও কানযুল উম্মাল)

তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুত্তফা জানে রহমত
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জন্য বিশেষভাবে আলাদা করে রেখেছিলেন এবং
 তাঁরা এগুলোর দুধ ছয়ুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে পাঠিয়ে
 দিতেন। আর খাতেমুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল
 আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঐ দুধ আমাদের পান করিয়ে দিতেন।”
 (সহীহ বুখারী শরীফ, ৭ম খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৪৫৯)

সারারাতের ইবাদত থেকে উত্তম

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী
 رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, হযরত সাযিয়দুনা আবু সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 বলেন: “আমার নিকট রাতের খাবার থেকে এক লোকমা কম খাওয়া সারা
 রাতের ইবাদতের চেয়ে থেকে অধিক প্রিয়। তিনি আরো বলেন: “ক্ষুধা
 আল্লাহর ভান্ডার সমূহের মধ্য হতে একটি ভান্ডার, আর এটা শুধু নিজের
 পছন্দনীয় বান্দাদেরকেই তিনি দান করেন।” (ইহইয়াউল উলূম, ৩য় খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা)

দোঁ'আ হে কুহ না কুহ লুকমে খোদা কে ওয়াসেতে ছোড়ো,
 রেযায়ে হক কি খাতির লজ্জতে দুনিয়া ছে মুহ মুড়ো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হায় এমন যদি হত! আমাদেরও
 “ইচ্ছাধীন ক্ষুধা” অর্থাৎ স্বেচ্ছায় কম খাওয়ার মাদানী ভান্ডার ও পেটের
 কুফলে মদীনা নসীব হত! سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আল্লাহ ওয়ালাগণের নিকট ক্ষুধা
 রহমতের ভান্ডার স্বরূপ। আর এ ভান্ডার শুধু মাত্র নেক বান্দাদের অর্জিত
 হয়। আর যার তা অর্জিত হয় তিনি ঐ ভান্ডার লাভের শোকর আদায়ার্থে
 কি করেন, তা নিম্নের ঘটনা থেকে উপলব্ধি করুন। যেমন-

ক্ষুধার ভান্ডার ও সোটার কৃপাক্ততা প্রকাশ

হযরত সাযিয়দুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলখের
 একজন বাদশাহ ছিলেন। কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এরকম আরামের
 বাদশাহী ছেড়ে ফকীরী জীবন অবলম্বন করে নিয়েছিলেন। একদা তিনি
 رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খাওয়ার জন্য কিছুই পেলেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর শোকর আদায়ার্থে চারশত রাকআত নফল নামায আদায় করলেন। দ্বিতীয় দিনও খাবার পেলেন না। তখন অনুরূপভাবে চারশত রাকআত কৃতজ্ঞতার নামায আদায় করলেন। সাত দিন পর্যন্ত এরূপ চলল। শারীরিক দুর্বলতা যখন বৃদ্ধি পেল তখন একদা আল্লাহুর দরবারে আরয করলেন: “ইয়া আল্লাহ্! তোমার ইবাদত করার শক্তি লাভের জন্য কিছু খাবার প্রদান করলে তোমার বড়ই দয়া হবে। ঐ সময় এক যুবক উপস্থিত হয়ে বলল: “হুযূর! আমাদের ঘরে আপনার দাওয়াত, আপনার পবিত্র পা রেখে আমাদেরকে ধন্য করুন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং তার সাথে তার বাড়ীতে গেলেন। যখন সেই যুবক তাঁকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ভালভাবে দৃষ্টি দিয়ে দেখল, তখন তাঁকে চিনতে পেরে হঠাৎ বলে উঠল, “হুযূর! আমি আপনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ পলাতক গোলাম। বর্তমানে যা কিছু আমার কাছে আছে, আজ থেকে তা সবই আপনার। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: আমি তোমাকে আমার গোলামী থেকে মুক্তি দিলাম, আর যা কিছু তোমার নিকট রয়েছে ঐ সবকিছু তোমাকে দান করলাম। তার অনুমতি নিয়ে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সেখান থেকে বিদায় নিলেন আর আল্লাহুর দরবারে আরয করলেন: ইয়া আল্লাহ্! আমি এখন তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চাইবনা, কারণ আমিতো তোমার নিকট শুধু রুটির টুকরাই চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি এত বড় দুনিয়া আমার সামনে রেখে দিলে! (তায়কিরাতুল আগলিয়া, ৯৬ পৃষ্ঠা)

কসরতে দৌলত কি আ-ফত ছে বাঁচানা ইয়া খোদা,
দে মুঝে ইশকে মুহাম্মদ কা খাজানা ইয়া খোদা।

একটি মন্দ লোকমার ধ্বংসলীলা

যা হাতে আসে তা যাচাই বাছাই না করে চিন্তা-ভাবনা ছাড়া পেটে ভর্তি করে নিলে তা দুঃশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। এমনকি হযরত সায়্যিদুনা মা'রুফ কার্বখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, শুধু একটি মন্দ লোকমা অনেক সময় অন্তরের অবস্থাকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যে, এরপর সারাজীবনের তরে অন্তর আর সঠিক পথে আসেনা এবং

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

অনেক সময় এমনও হয়, ঐ খারাপ লোকমাটিই সারা বছর পর্যন্ত তাহাজ্জুদ নামাযের মত অতি মূল্যবান নেয়ামত থেকে ঐ মানুষকে বঞ্চিত করে দেয়। এছাড়া অনেক সময় একবার কুদৃষ্টি প্রদানকারী অনেক দিন পর্যন্ত কুরআনে পাকের তিলাওয়াতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।”

(মিনহাজ্জুল আবেদীন, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাদের ইবাদতে ও তিলাওয়াতে মন না বসার, না'ত শরীফ ও দোয়াতে মনোযোগ ও ভাবাবেগের সৃষ্টি না হওয়ার এবং হাজার রকমের চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাহাজ্জুদের সময় চোখ না খোলার মত অভিযোগ রয়েছে, তাদের জন্য হযরত সায়্যিদুনা মা'রুফ কার্বখী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর বর্ণনাতে শিক্ষা গ্রহণের অনেক মাদানী ফুল রয়েছে। হারাম রিযিক থেকে প্রত্যেকের বেঁচে থাকা একান্ত উচিত, অন্যথায় তা দ্বারা ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছু লাভ হবে না। রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:, যে হারামের একটি মাত্র লোকমা খেল, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবে না এবং তার দোয়া চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবুল হবেনা। (ফিরদাওসুল আখবার, ৪র্থ খন্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬২৬৩)

হারাম লোকমার শাস্তি

কথিত আছে, মানুষের পেটে যখন হারামের লোকমা পড়ে তখন যমীন ও আসমানের প্রত্যেক ফিরিশ্তা তার উপর ঐ সময় পর্যন্ত অভিশাপ করে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ হারাম খাবার তার পেটে বিদ্যমান থাকে। আর যদি সে ঐ হারাম খাবার পেটে থাকাবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (মুকাশাফাতুল কুলূব, ১০ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাব্বাহাত)

নূর দ্বারা পরিপূর্ণ বক্ষ

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বুত, মাহবুবে রক্বুল ইয্যত
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যখন বান্দা নিজের খাবার কম
 করে, তখন তার সীনা বা বক্ষকে নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়।

(আল জামি'উস সাগীর, ৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৬৯)

চারটি উপদেশ

হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন:
 “আমি লেবাননের পাহাড়ে অনেক আওলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَتُهُمُ اللهُ تَعَالَى এর
 সংস্পর্শে ছিলাম। তাঁদের প্রত্যেকেই আমাকে এটাই ওছিয়ত করেছেন যে,
 যখন মানুষের মাঝে যাবে তখন এ চারটি বিষয়ের উপদেশ দেবে। (১) যে
 পেট ভরে খাবে, তার ইবাদতের স্বাদ অর্জিত হবে না। (২) যে বেশি
 ঘুমাবে তার বয়সের মধ্যে বরকত হবে না। (৩) যে শুধু মানুষের সন্তুষ্টি
 অর্জন করতে চাইবে, সে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি থেকে নিরাশ হয়ে
 যাবে। (৪) যে গীবত বা পরনিন্দা ও অনর্থক কথা বেশি বলবে, সে
 ইসলাম ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করবে না। (মিনহাযুল আবেদীন, ১০৭ পৃষ্ঠা)

ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুর ভয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা বাস্তব যে, বেশি খেলে পেট ভারী
 হয়ে যায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল ও শরীর অলস হয়ে যায় এবং ইবাদতে মন
 বসানোর সৌভাগ্য নসীব হয় না। এটার অভিজ্ঞতা রমযানুল মোবারকের
 তারাতে অনেকেরই অর্জিত হয়ে থাকে। কারণ বর্তমান সময় হল “ফুড
 কালচার” এর যুগ। দশ রকমের খাদ্য ঠাসাঠাসি করে পেটে ভরে দেয়া হয়,
 ফলে কাবাব, চমুচা, বুটভাজি পিয়াজু ও বেগুনী ইত্যাদি একসাথে মিলে
 পেটে গোলমাল শুরু করে দেয়। অধিক ঠান্ডা পানি, মজাদার শরবত ও
 টক জাতীয় বস্তু অতিমাত্রায় ব্যবহারের কারণে কাঁশি, গলা পরিস্কার করার
 শব্দ ও ঢেকুর তোলার শব্দ আজ-কাল মসজিদে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

এছাড়া যদি কোন এক জনের কাঁশি আসে তখন অনেক সময় মানসিক কারণে অন্যেরও কাঁশি আসা শুরু হয়ে যায়, আর এভাবে কাঁশির আওয়াজ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে! হযরত সাযিয়দুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর চতুর্থ বাণীও সীমাহীন চিন্তামূলক, “যে ব্যক্তি গীবত ও অনর্থক কথা অধিকহারে বলবে, সে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবেনা।” আহ! হয়তো জরিপ চালালে দেখা যাবে লাখো মানুষের মধ্যে কোন একজনই এমন হবে যার আজ গীবত ও অনর্থক কথা বলা থেকে বেঁচে থাকার মন-মানসিকতা রয়েছে। ইয়া আল্লাহ! আমাদের ঈমান সালামত রেখো। اٰمِيْنَ بِجَاذِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

মুসলমা হে আত্তার তেরি আতা ছে, হো ঈমান পর খাতিমা ইয়া ইলাহী।

দ্বীনের গিলাফ

হযরত সাযিয়দুনা হামিদ লাফ্ফাফ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর নিকট এক ব্যক্তি উপদেশ চাইল। তখন তিনি বললেন: “দ্বীনের হিফায়তের জন্য কুরআনে পাকের মত গিলাফ তৈরী কর।” আরয় করল: “দ্বীনের গিলাফ কি?” বললেন: “প্রয়োজনের অধিক কথা বলা থেকে বেঁচে থাকা, মানুষের সাথে অপ্রয়োজনীয় মেলা-মেশা না রাখা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত না খাওয়া।” আরো ইরশাদ ফরমালেন, “যদি তোমরা জানতে যে, আল্লাহর কাছে রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হযর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ ও সাহাবায়ে কিরাম الرِّضْوَانِ عَلَيْهِمُ এর সাথে ঈমানদারদের জান্নাতে কিরূপ মেহমান দারী হবে, তবে তোমরা দুনিয়ার অল্প দিনের জীবনে কখনো পেট ভরে খাবার খেতে না।”

(তাযকিরাতুল ওয়ায়েযীন, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

ইবাদতের মিষ্টতা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “পেট ভরে খাওয়াতে ইবাদতের মিষ্টতা বা স্বাদ দূরীভূত হয়ে যায়।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দারইন)

আমীরুল মুমীনীন সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবার رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “যখন থেকে মুসলমান হয়েছে, কখনো পেট ভরে খাইনি, যাতে ইবাদতের মিষ্টতা লাভ করতে পারি এবং যখন থেকে মুসলমান হয়েছে, তখন থেকে দীদারে ইলাহীর শরবত পান করার আশায় কখনো পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পানি ইত্যাদি পান করিনি।” (মিনহাজুল আবেদীন, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

ভুক কি আওর পিয়াস কি মওলা মুঝে সাওগাত দে,
ইয়া ইলাহী! হাশর মে দীদার কি খায়রাত দে।

হযরত সায়্যিদুনা সুফইয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বাণী হচ্ছে, “ইবাদত একটি কৌশল বিদ্যা যা শিক্ষা করার স্থান হচ্ছে নির্জনতা আর সেটার উপকরণ/ হাতিয়ার হচ্ছে ক্ষুধা। (শাওক)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

কিয়ামতে কে ক্ষুধার্ত হবে?

হযরত সায়্যিদুনা আবু বুজাইর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “অনেক লোক দুনিয়াতে উত্তম খাবার গ্রহণকারী ও পরিতৃপ্ত জীবন যাপনকারী রয়েছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন তারাই ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ হবে। (শুয়াবুল ইমান, ২য় খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৪৬১)

ভুক কি নে'মত ভি দে আওর সবর কি তওফিক দে,
ইয়া খোদা হার হাল মে তু শুকর কি তওফিক দে।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এক ব্যক্তির ঢেকুরের শব্দ শুনে ইরশাদ করলেন: “নিজের ঢেকুর তোলা কমাও, এজন্য যে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে অধিক ক্ষুধার্ত সেই হবে, যে দুনিয়াতে অধিক পরিমাণে পেটকে ভর্তি করে।”

(তিরমিযী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৮৬)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

হযরত সাযিয়্যুনা আবু তালিবুল মক্কী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: যিনি ঢেকুর তুলেছিলেন ঐ সাহাবী (অর্থাৎ- আবু জুহাইফা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) বলেন: “আল্লাহর কসম! যে দিন হুযূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকে একথা ইরশাদ করেছিলেন, ঐ দিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আমি কখনো পেট ভরে খাবার খাইনি। আর আল্লাহর নিকট আমি আশা পোষণ করছি যে, আমাকে আগামীতেও পেট ভরে খাবার খাওয়া থেকে তিনি যেন রক্ষা করেন।” (কুতুল কুলূব, ২য় খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা)

মুঝে ভুক কি দে সাআদাত ইলাহী,
পায়ে গউস দে ইস্তিকামত ইলাহী।

সবুজ চামড়াধারী বুয়ুর্গ

হযরত সাযিয়্যুনা আবু তালিবুল মক্কী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আপন যুগের অনেক বড় আলিম, মুহাদ্দিস ও মুফাক্কির এবং খুব বড় ধরনের ওলিয়্যুন্না ও তাসাওউফ-এর মহান ইমাম ছিলেন। হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাসাওউফ-এর উপর লিখিত তাঁর কিতাব কুতুল কুলূব থেকে খুবই উপকৃত হয়েছেন। তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাকওয়ার অবস্থা এরূপ ছিল, দীর্ঘ দিন পর্যন্ত খাবার খাওয়াই ত্যাগ করেছিলেন। শুধুমাত্র মুবাহ্ বস্ত্র ঘাস (অর্থাৎ কুদরতী ভাবে মাটি থেকে ওঠা ঘাস) খেয়ে জীবন যাপন করতে থাকেন। তিনি সবুজ ঘাস খেতেন, তাই তাঁর শরীরের চামড়া সবুজ হয়ে গিয়েছিল!

জানাযাতে চিনি ও বাদাম বিতরণ করা হয়েছে

ইনতিকালের পূর্ব মূর্ছতে কেউ হযরত সাযিয়্যুনা আবু তালিবুল মক্কী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মহান খিদমতে আরয করলো, হুযূর আমাকে কিছু অসিয়ত করুন। তিনি বললেন: “যদি আমার মৃত্যু ঈমানের সাথে হয়ে যায়, তবে আমার জানাযাতে বাদাম ও চিনি বিতরণ করবে।” সে জিজ্ঞাসা করল, “আমি তা কিভাবে বুঝব?” বললেন: “আমার নিকট বসে থাকো আর তোমার হাত আমার হাতের মুঠোর মধ্যে দিয়ে দাও।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

যদি আমি তোমার হাত শেষ মূহুর্তে শক্তি সহকারে চেপে ধরি, তবে তুমি বুঝে নেবে যে, আমার মৃত্যু ঈমানের সাথে হয়েছে।” সুতরাং কথামত সে ওনার হাতের মধ্যে নিজের হাত রেখে দিল। যখন বিদায়ের সময় নিকটবর্তী হল, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তার হাতে স্বজোড়ে চাপ দিলেন আর এরপরই তাঁর পবিত্র রুহ, দেহ পিঞ্জর থেকে বের হয়ে গেল। যখন পবিত্র জানাযা উঠানো হল তখন তাতে চিনি ও বাদাম বিতরণ করা হল। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ওরসের দিন হল, ৬ই জুমাডিউস ছানি, ৩৮৬ হিজরী। বাগদাদে শরীফে “মালিকিয়াহ্ কবরস্থানে” তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মায়ার শরীফ সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণীর সকল মানুষের যিয়ারাতের স্থানে পরিণত হয়ে আছে।

আশিক কা জানাযা হে জরা ধুম হে নিকলে,
মাহবুব কি গলিয়ু ছে জরা ঘুম কে নিকলে।

সুন্নাতে প্রশিক্ষণের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। إِنَّ شَرَّهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

দুনিয়ার চাবি

হযরত সাযিয়্যুনা আবু সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “দুনিয়ার চাবি হচ্ছে পেট ভরে খাওয়া, আর আখিরাতের চাবি হচ্ছে ক্ষুধা।” (মুহাহতুল মাজালিস, ১ম খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

কিয়ামতে কার পেট জর্তি হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সর্বদা মজাদার বস্তু ভক্ষণকারী ও একটু ক্ষুধা না লাগতেই তাড়াহুড়া করে খাবার ভক্ষণকারীদের জন্য চিন্তার বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর শপথ! কিয়ামতের দিনের ক্ষুধা এত অধিক হবে যে,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

যা সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হবে। কিয়ামতে পরিতৃপ্ত থাকার জন্য উত্তম আমল হল দুনিয়াতে ক্ষুধার্ত থাকা। যেমন- প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাস্তবরূপী বাণী হচ্ছে, “যে দুনিয়াতে ক্ষুধাকে গ্রহণ করে, সে কিয়ামতের দিন পরিতৃপ্ত হবে।” (ইহুহাফুসসাদাতুল মুত্তাকীন, ৯ম খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা) হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “(কিয়ামতের দিন) হিসাবের কঠোরতা ঐ ক্ষুধার্ত ব্যক্তির উপর হবে না, যে দুনিয়াতে উপবাস ও ক্ষুধায় ধৈর্যধারণ করেছে।” (আলবদুরুসসাকিরাহ, ২১২ পৃষ্ঠা)

ইয়া ইলাহী! যব যবানে বাহের আয়ে পিয়াছ ছে,
সাকীয়ে কাউসার শাহে জু দো আতা কা ছাথ হো।

কিয়ামতের কঠিন রোদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভেবেতো দেখুন! কিয়ামতের অবস্থা কিরূপ কঠিন হবে? দুনিয়াতে শুধু কয়েক মিনিট নফসের স্বাদ উপভোগের জন্য অতিমাত্রায় পেট ভর্তি করে পানাহারকারীদের জন্য কিরূপ কঠোর পরীক্ষা অপেক্ষা করছে? আহ! আহ! আহ! একদিকে কিয়ামতের দন্ধকারী রোদ, অপরদিকে যমীনও তামার, তদুপরি খালি পা, এছাড়া ক্ষুধা-পিপাসার তীব্রতা! (আল্লাহ রক্ষা করুন) নফসের অনুসরণে ধ্বংসই ধ্বংস রয়েছে। যেমন-

নফস জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিল

হযরত সাযিয়দুনা আবুল হাসান রায়ী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ তাঁর পিতার মৃত্যুর দু'বৎসর পর স্বপ্নে তাকে আলকাতরা মিশ্রিত পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “এটা কি! আপনাকে জাহান্নামীদের পোষাকে কেন দেখছি?” তাঁর পিতা জবাব দিল, “প্রিয় বৎস! আমার নফস আমাকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে, তুমি নফসের পোঁকা থেকে বেঁচে থাকো।”

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২০ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

ছরওয়ারে দি লিজে আপনে না-তুয়ানো কি খবর,
নফছো শয়তা সায়্যিদা! কব তক দাবাতে যায়ে গে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে নফসের অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর। আর শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য “পেটের কুফলে মদীনা” লাগিয়ে ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করার জয়বা ও স্পৃহা দান কর এবং আমাদেরকে কিয়ামতের প্রচণ্ড ক্ষুধা, পিপাসা ও সব ধরনের ভয়াবহতা আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা দান কর।

ইয়া ইলাহী! খুব চাট কর খানা পিনা ছোঁড় দো,
কর করম কে নফসে আম্মারা ছে রিশতা তোড় দো।

ক্ষুধার দশটি উপকার

(১) অন্তরের পরিচ্ছন্নতা। (২) অন্তরের ভাবাবেগের সৃষ্টি। (৩) মিসকীনদের ক্ষুধার অনুভূতি। (৪) আখিরাতের ক্ষুধা-পিপাসার কথা স্মরণ। (৫) গুনাহের প্রতি কম আগ্রহ। (৬) কম ঘুম। (৭) ইবাদতে সহজতা। (৮) সামান্য রুজিতে তুষ্টি। (৯) সুস্থতা। (১০) অবশিষ্ট সম্পদ দান খায়রাত করার আগ্রহ। (ইহুইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৯১-৯৬ পৃষ্ঠা হতে সংক্ষিপ্ত) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেছেন: اَلْجُودُ رَأْسُ مَالِنَا - “ক্ষুধা আমাদের উত্তম মূলধন। এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের যে আরাম, নিরাপত্তা, ইবাদতে মিস্ততা ও উপকারী ইলম (জ্ঞান) অর্জন হয়, এগুলো আল্লাহ তাআলার জন্য ক্ষুধার্ত থাকা ও এর জন্য ধৈর্যধারণ করার কারণে অর্জিত হয়।” (মিনহাজ্জুল আবেদীন, ১০৮ পৃষ্ঠা)

ভুক ছরমায়্যা বনে মেরা খোদায়ে যুলযালাল,
আয তোফাইলে মুস্তফা কর ভুক ছে মুঝা কো নেহাল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

কিয়ামতের দিন মেহমানদারী!

প্রসিদ্ধ তাবিঈ হযরত সায়্যিদুনা কা'বুল আহ্বার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “কিয়ামতের দিন একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবেন, ওহে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত থাকা লোকেরা, উঠো। এ কথা শুনে ক্ষুধা সহকারীরা এসে বিছানো দস্তর খানায় বসে যাবেন, অন্যদের তখন হিসাব-নিকাশ চলতে থাকবে। (নুযহাতুল মাজালিস, ১ম খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

গদা ভী মুনতাবির হে খুলদ মে নে-কো কি দাওয়াত কা,
খোদা দিন খায়র ছে লায়ে ছখী কে ঘর যিয়াফত কা।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

জান্নাত ও দোযখের দরজা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “পেট ও লজ্জাস্থান হল জাহান্নামের দরজাগুলোর মধ্যে একটি দরজা, আর এর মূল হচ্ছে পেট ভরে খাওয়া। বিনয় ও নম্রতা জান্নাতের দরজাগুলোর মধ্যে একটি দরজা, আর এর মূল বা ভিত্তি হল ক্ষুধা। নিজের জন্য জাহান্নামের দরজা বন্ধকারী নিঃসন্দেহে নিজের জন্য জান্নাতের দরজা কে উন্মুক্ত করে নেয়। কেননা এ দু'টো বিষয়ের মধ্যে একের সাথে অন্যের পূর্ব ও পশ্চিমের ন্যায় ব্যবধান রয়েছে। সুতরাং এগুলোর মধ্যে একটি দরজার নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ হচ্ছে নিঃসন্দেহে অন্যটি থেকে দূরে সরে যাওয়া। অর্থাৎ যে ক্ষুধার মাধ্যমে বিনয়কে গ্রহণ করে জান্নাতের নিকটবর্তী হল সে জাহান্নাম হতে দূরবর্তী হল। আর যে অতিভোজন করার মাধ্যমে পেট ও লজ্জাস্থানের বিপদে লিপ্ত হল, সে জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়ে জান্নাত থেকে দূরে সরে পড়ল।

(ইহইয়াউল উলূম, ৩য় খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা)

দূর আ-ফত হো চাটকে খানে কি,
কাশ! ছুরত হো, খুলদ পানে কি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরদর শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরদর শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

শরীরের সুস্থতা

আমীরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুককে আযম رضي الله تعالى عنه বলেন: “তোমরা পেট ভরে পানাহার করা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা তা শরীরকে নষ্ট করে দেয়, রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে ও নামাযে অলসতা আনে। আর তোমাদের পানাহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা আবশ্যিক। কারণ এতে শরীরের সংশোধন হয় এবং অনর্থক খরচ থেকে মুক্তি লাভ হয়।” (কানযুল উম্মাল, ১৫ খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪১৭০৬)

পেট ভরে খাওয়ার ছয়টি বিপদ

হযরত সায়্যিদুনা আবু সূলাইমান দারানী رضي الله تعالى عنه বলেন: পেট ভরে খাওয়াতে ছয়টি বিপদ রয়েছে। (১) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা থেকে বঞ্চিত হওয়া। (২) ইলম ও হিকমত রক্ষার্থে জটিলতা। (৩) সৃষ্টি কুলের উপর দয়া করা থেকে দূরে সরে পড়া, কেননা পেট ভর্তি করে ভক্ষণকারী মনে করে যে, সকলের পেট পূর্ণ রয়েছে। এভাবে মিসকীন ও ক্ষুধার্ত লোকদের প্রতি সহানুভূতি কমে যায়। (৪) ইবাদতকে বোঝা অনুভূত হতে শুরু হয়। (৫) কামনা-বাসনা বেড়ে যায়। (৬) নামাযী যখন মসজিদের দিকে যেতে থাকে আর অধিক আহারকারী শৌচাগারের দিকে ঘুরাঘুরি করতে থাকে। (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা)

শুকনো রুটি ও লবণ

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ওয়াসি رضي الله تعالى عنه শুকনো রুটি লবণ দিয়ে খেতেন। আর বলতেন, “যে দুনিয়াতে এতটুকুর মধ্যে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, সে কারো মুখাপেক্ষী থাকেনা। (মুকাশাফাতুল কুলূব, ১২২ পৃষ্ঠা)

খাবার বিবেককে শেষ করে দেয়

ইবনে নাজীহ رضي الله تعالى عنه বলেন: ইমামে আযম আবু হানীফা رضي الله تعالى عنه আমাকে বলেছেন; যখন দুনিয়ার কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামনে আসে তখন তা পূর্ণ করার আগে খাবার খাবেনা, কারণ **فَإِنَّ الدُّكْنَ يُغَيِّرُ الْعَقْلَ** অর্থাৎ- খাবার বিবেককে নিঃশেষ করে দেয়। (মানাক্বিবে আবী হানীফা, লিল কুরদী, ৩৫১ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

অন্তরের কঠোরতার কারণ

হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: অন্তরের কঠোরতা দু'টি কারণে হয়। (১) পেট ভরে খাবার খাওয়া। (২) অধিক কথা বলা।

ইয়া উও গোঈ কি, চাটকে খানে কি,
দূর আদত হো ইয়া খোদা ইয়া রব!

সাতটি গ্রাস

আমীরুল মুমীনীন হযরত সাযিয়দুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সাতটি কিংবা নয়টি গ্রাসের চেয়ে (লোকমার চেয়ে) বেশি খাবার খেতেন না। (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা)

পেট পূর্ণ করার দুরাবস্থা

পেট পূর্ণ করে খাওয়ার বিপদ সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মাদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: (পেট পূর্ণ করে আহারকারীর চোখে) অধিকাংশ সময় নিদ্রা পূর্ণমাত্রায় থাকে। অতঃপর যদি এ অবস্থায় তাহাজ্জুদ আদায় করেও নেয় তবুও ইবাদাতের স্বাদ লাভ হয়না। এছাড়া অবিবাহিত ব্যক্তি যখন পেট ভরে খেয়ে ঘুমায়, তখন তার স্বপ্নদোষ হয়ে যায়। এখন যদি ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করতে হয় তবে এটাও কষ্টদায়ক ব্যাপার। আর যদি “বিতর” নামায তাহাজ্জুদ নামাযের পর পড়ার জন্য না পড়ে থাকে তবে তাহাজ্জুদ নামাযতো গেল, “বিতরও” পড়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা)

স্বপ্নদোষের একটি কারণ

হযরত সাযিয়দুনা আবু সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “স্বপ্নদোষ একটি মুসিবত।” আর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এটা এ কারণে বলেছেন: অসময়ে গোসল করার সমস্যাবলীর কারণে অনেক ইবাদত হাত ছাড়া হয়ে যায়। এছাড়া নিদ্রা মুসিবতের কারণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

পেট ভরে খাওয়ার কারণে এসব মুসিবতে পড়তে হয় আর ক্ষুধার্ত থাকা এসব মুসিবতকে অতিক্রম করার প্রধান উপায়। (প্রাণ্ড)

শয়তান রক্তের মধ্যে ঘুরতে থাকে

এক হাদীসে মুরসালে রয়েছে, নিশ্চয় শয়তান মানুষের শরীরের মধ্যে রক্তের ন্যায় ঘুরতে থাকে। তাই ক্ষুধা ও পিপাসার সময় ধৈর্যধারণের মাধ্যমে তার রাস্তা সংকীর্ণ করে দাও। (আতহাফুসসাদাতুল মুত্তাকীন, ৯ম খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনার মধ্যে হাদীসে মুরসালের আলোচনা রয়েছে। হাদীসে মুরসাল ঐ হাদীসকে বলা হয়, “যেটাতে তাবীঈ সরাসরি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ থেকে বর্ণনা করেন আর সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে বাদ দিয়ে দেন।”

(নুযহাতুন নাযর ফীতাওঈহি নুখবাতুল ফিকর, ৬৩ পৃষ্ঠা)

দু'টি নহর

সালফে সালিহীনগণ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ বলেন: “পেট ভরে খাওয়া এটা নফসের একটি নহর, যেখানে শয়তান পৌঁছে আর ক্ষুধা হচ্ছে রুহের একটি নহর, যা ফিরিশতাগণের বিচরণ স্থান।” (সাবয়ে সানাবিল, অনুদিত, ২৪১ পৃষ্ঠা)

হামে বারে খোদা ইয়া পেট কা কুফলে মদীনা দে,
ওসীলা মুস্তফা কা পেট কা কুফলে মদীনা দে।

চল্লিশ দিনের উপবাস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুয়ুর্গানে দ্বীন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ক্ষুধা ও পিপাসার মাধ্যমে শয়তানের রাস্তা সংকীর্ণ করে দিতেন। হযরত সাযিয়দুনা সাহুল বিন আবদুল্লাহ তুসতারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ চল্লিশ দিন উপবাস থাকতেন, তারপর কিছু খেতেন। (ইহইয়াউল উলূম, ৩য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) তাঁর সারা বছর খাওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটি দিরহামই যথেষ্ট হত! (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ৪০১ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

ছয়টি মাদানী ফুল

হযরত সায়্যিদুনা সাহুল বিন আবদুল্লাহ তুসতারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ছয়টি বাণী লক্ষ্য করুন। (১) কিয়ামতের দিন কোন আমল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া ত্যাগ করা থেকে উত্তম হবে না, কেননা এটা নবীর সুন্নাত (২) জ্ঞানী ব্যক্তির দ্বীন ও দুনিয়াতে ক্ষুধাকে খুব বেশি উপকারী সাব্যস্ত করেন। (৩) আখিরাতে ভাল পুরস্কার প্রত্যাশীদের জন্য খাবার থেকে অধিক ক্ষতিকারক অন্য কোন বস্তুকে আমি মনে করিনা। (৪) ইলম ও হিকমতকে ক্ষুধার মধ্যে, আর গুনাহ ও মুর্থতাকে পেট পূর্ণ করে খাওয়ার মধ্যে রাখা হয়েছে। (৫) যে নিজ নফসকে ক্ষুধার্ত রাখে, তার অন্তর থেকে কুমন্ত্রণা সমূহ নিঃশেষ হয়ে যায়। (৬) বান্দা যখন ক্ষুধার্ত, অসুস্থ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, সে সময় আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর প্রতি ধেয়ে আসে, তবে যাকে আল্লাহ চান। (ইহুইয়াউল উলূম, ৩য় খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠা)

ইয়া ইলাহী ভুক কি দৌলত ছে মালামাল কর
দো জাহা মে আপনি রহমত ছে মুজে খুশহাল কর।

সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

পেটুক ব্যক্তি অপদস্ত

কতুল কুলূব এ রয়েছে, “ক্ষুধা হল বাদশাহ স্বরূপ, আর পেট ভরে খাওয়া হল গোলাম স্বরূপ। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি সম্মানিত, আর (অধিক) পেট পূর্ণ ব্যক্তি অপদস্ত।” এছাড়া এটাও বলা হয়েছে, “ক্ষুধা সম্পূর্ণই সম্মান, অপরদিকে পেট ভর্তি করা একেবারে অপমান।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

আর অনেক পূর্ববর্তী বুয়ুর্গগণ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى থেকে বর্ণিত রয়েছে, “ক্ষুধা আখিরাতে চাষি এবং যুহদ (তথা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি) এর দরজা। অন্য দিকে পেট ভর্তি করা দুনিয়ার চাষি আর দুনিয়ার প্রতি আসক্তির দরজা। (কুতুব কুব্ব, ২য় খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

ক্ষুধার্ত থাকার তাগিদ কেন?

হযরত সাযিয়দুনা বায়েযীদ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হল, “আপনি ক্ষুধার্ত থাকার প্রতি এত তাগিদ দেন কেন?” তিনি বললেন: “যদি ফিরআউন ক্ষুধার্ত থাকত, তবে কখনো নিজেকে খোদা দাবী করতনা। আর যদি কারুন্ ক্ষুধার্ত থাকত, তবে কখনো বিদ্রোহ করত না।” (উদ্দেশ্য এই যে, এদের কাছে সম্পদের আধিক্য হওয়াতে এরা অবাধ্য হয়েছে)। (কাশফুল মাহজুব, অনুদিত, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার গোপন তদবীরের ব্যাপারে ভয়হীন হওয়া কবীরী গুনাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই সুস্থতার নেয়ামত ও সম্পদের আধিক্য অধিকাংশ সময় মানুষকে গুনাহের প্রতি আসক্ত করে দেয়। অতএব যে খুবই স্বাস্থ্যবান ও ধনবান অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ক্ষমতাবান তার জন্য আল্লাহ তাআলার গোপন রহস্যের ব্যাপারে অনেক বেশি ভয় করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন- হযরত সাযিয়দুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى বলেন: “যাকে আল্লাহ দুনিয়াতে রুজিতে প্রাচুর্য্য, বাধ্য সন্তানের ন্যায় নেয়ামত, মাল-সম্পদ, উত্তম স্বাস্থ্য, ইজ্জত-সম্মানের পদ, মন্ত্রী বা রাষ্ট্র প্রধানের পদ অথবা শাসন ক্ষমতা ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদশালী করেন, কিন্তু তার মাঝে যদি এই ভয় না হয়, আরাম-আয়েশ আল্লাহর গোপন রহস্য। তবে বুঝতে হবে এ ধরণের ব্যক্তি আল্লাহর গোপন রহস্য থেকে উদাসীন।” (তামবীছল মুগতাররীন, ৫৪ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহ্বী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কর্তৃক রচিত “কিতাবুল কাবাইর”-এর মধ্যে আল্লাহর গোপন রহস্যের ব্যাপারে ভয় না করাকে কবীরা গুনাহ সমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং ধনবান ও অন্যান্যদের সাথে গরীব, অসুস্থ ও বিপদগ্রস্থদেরও আল্লাহর গোপন তদবীর সম্পর্কে ভয় করা জরুরী। কারণ, হতে পারে এসব মুসিবতের মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছে। তাই সকলের মনে এ ভয় থাকা উচিত, না-জায়য অভিযোগ, শরীয়াত বিরোধী ধৈর্যহীনতা ও অসচ্ছলতা এবং মুসিবতকে হারাম পদ্ধতির মাধ্যমে নিঃশেষ করার চেষ্টা করা, এসব অখিরাতে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুখ-শান্তিতে জীবন-যাপনকারীদেরও আল্লাহ তাআলার গোপন রহস্যের ব্যাপারে ভয় করা ওয়াজিব। কারণ আবার যেন এমন না হয়, দুনিয়াবী নেয়ামত লাভ হওয়ার কারণে অহংকার, অবাধ্যতা ও নানা ধরণের গুনাহের ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এ কারণে সুন্দর স্লিম ফিগার ও ধন-সম্পদ জাহান্নামের ইন্ধন হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফ ও আল্লাহ তাআলার বাণী শুনুন, আর আল্লাহর গোপন রহস্যের ব্যাপারে প্রকম্পিত হোন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে অবকাশ

হযরত সাযিয়্যুনা উকবাহ বিন আমির رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন বান্দাকে দেখো যে, আল্লাহ তাকে (নেয়ামতসমূহ) দান করেছেন আর সে গুনাহের উপর প্রতিষ্ঠিত, তবে (বুঝবে) এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবকাশ বা সুযোগ প্রদান। অতঃপর এ আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত ফরমালেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যখন তারা বিস্মৃত হল সেসব উপদেশ যেগুলো তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের জন্য প্রতিটি বস্তুর দ্বারগুলো উন্মুক্ত করে দিয়েছি, এমনকি যখন তারা আনন্দিত হল সেটার উপর, যা তারা পেয়েছিলো তখন আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম, এখন তারা নিরাশ হয়ে রয়ে গেলো।

(পারা-৭ম, সূরা- আল আন'আম, আয়াত নং- ৪৪)

(মুসনাতে ইমাম আহমদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৩১৩)

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ
شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا
بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً
فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

গুনাহকে ভাল মনে করা কুফর

প্রখ্যাত মুফাসসির মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এ আয়াতে কারীমার ভিত্তিতে বলেন: “জানা গেল, সকল আযাবের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন আযাব হল অন্তরের কঠোরতা। কারণ যেটার কারণে শ্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শিক্ষার প্রভাব হৃদয়ে বিস্তার করতে পারে না। এ আয়াতে করীমা হতে এটাও জানা গেল, গুনাহ ও অবাদ্যতা সত্ত্বেও দুনিয়াবী প্রকাশ্য আরাম-আয়েশ অর্জিত হওয়ার অন্তরালে রয়েছে আল্লাহর গযব ও আযাব। কেননা এর কারণে মানুষ আরো বেশি উদাসীন হয়ে গুনাহের প্রতি সাহসী হয়ে উঠে। বরং অনেক সময় এমনও মনে করে যে, গুনাহ ভাল বস্তু, অন্যথায় আমার এসব নেয়ামত অর্জিত হতো না, এরকম মনে করাটা কুফর। (অর্থাৎ- গুনাহকে গুনাহ হিসাবে মেনে নেয়া ফরয, এটাকে জেনে বুঝে ভাল বলা অথবা উত্তম মনে করা কুফরি) এটাও জানা গেল, নেককারদের উপর প্রকাশ্য মুসিবত আসাটা আল্লাহ তাআলার রহমতের মাধ্যম রয়েছে। কেননা এর মাধ্যমে সালিহ (অর্থাৎ- নেককার) এর পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

(নূরুল ইরফান, ২১০ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

নবী করীম ﷺ এর দোয়া

ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভাণ্ডার,
রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ প্রায়ই এ দোয়া করতেন:

يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

অর্থাৎ- ওহে অন্তরসমূহকে প্রত্যাবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো।

(মুস্নাদে ইমাম আহমদ, ৪র্থ খন্ড, ৫১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৩৬৯৭)

ইয়া খোদা তু মেরা ঈমান সালামত রাখ না,
আয পায়ে গউছো রযা ছায়ায়ে রহমত রাখ না।

চল্লিশ হাজারের মধ্যে চারটি

হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ বিন মোবারক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন:
এক হাকীম চল্লিশ হাজার কথা থেকে চারটি কথা বাছাই করে নিয়েছেন।
(১) প্রত্যেক মহিলার উপর প্রতিটি ব্যাপারে ভরসা বা বিশ্বাস কর না।
(২) কখনো নিজের সম্পদের উপর ভরসা করনা। (৩) নিজের পাকস্থলীর উপর সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপাবেনা। (অর্থাৎ-অতিভোজন করবে না)
(৪) এমন ই'লম (অর্থাৎ - জ্ঞান ও খবর ইত্যাদি) এর পিছু নিওনা, যা থেকে তুমি উপকার লাভ করতে সক্ষম হবেনা।

(আলমুনাব্বিহাত, কৃতঃ হযরত আসকালানী, ৪৭ পৃষ্ঠা)

সাতটি আঁত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “মুমীন একটি আঁত (নাড়ি) দিয়ে খায় আর কাফির বা মুনাফিক সাতটি আঁত (নাড়ি) দিয়ে খায়।”

(সহীহ বুখারী শরীফ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং - ৫৩৯৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

সাতটি আঁতের উদ্দেশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ হাদীসে পাক থেকে এটা উদ্দেশ্য নয় যে, মুসলমানের একটি আঁত আর কাফিরের সাতটি আঁত রয়েছে। প্রত্যেকেরই সাতটি আঁত থাকে। এখানে এ কথার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, খুব বেশি পরিমাণে খাওয়া এটা কাফিরের কাজ। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এ হাদীসে মোবারাকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: অর্থাৎ- মুমীনের মোকাবিলায় মুনাফিক সাতগুণ বেশি খাবার খায় অথবা মুনাফিকের দুনিয়াবী ইচ্ছা, মুমীনের ইচ্ছা বা ইচ্ছা থেকে সাতগুণ বেশি হয়ে থাকে। আঁতের আলোচনা এখানে কামনার রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ কামনা খাবার খাওয়ার প্রতি মানুষকে এভাবে উদ্বুদ্ধ করে যেভাবে আঁত করে থাকে। এ থেকে এটা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, মুনাফিকের আঁত মুমীনের আঁত থেকে অধিক রয়েছে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা)

মুমিন ও মুনাফিকের খাবারের মধ্যে পার্থক্য

হযরত সাযিয়দুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “মুমিন একটি ছোট্ট ছাগলের ন্যায়, যার নিকট এক মুষ্টি শুকনো খেজুর, এক মুষ্টি জব ও এক টোক পানিই যথেষ্ট। আর মুনাফিক একটি হিংস্র জন্তুর ন্যায়, চাবানো ব্যতীত গো-গ্রাসে গিলে ফেলে। তার পেট নিজের প্রতিবেশীর জন্য সংকুচিত হয় না এবং নিজের ভাইকে স্বীয় কোন বস্তু “ঈসার” করেনা। (ঈসার হচ্ছে অন্যকে নিজের উপর প্রধান্য দিয়ে কিছু দান করা)

(কুতুল কুব্ব, ২য় খন্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খাবার

ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মওলানা শাহ্ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খুবই কম খাবার খেতেন। যেমন- হযরত সাযিয়দ আইয়ুব আলী শাহ্ সাহিব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

“আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খাবার খুব বেশি হলে এক পেয়ালা ছাগলের মাংসের ঝোল, তাও আবার মরিচ ছাড়া এবং এক বা দেড় টুকরা পরিমাণ সুজির (তৈরী) বিস্কুট। আবার তাও প্রতিদিন নয়। অনেক সময় এই স্বল্প খাবারও দৈনন্দিন রুটিন থেকে বাদ পড়ে যেত।

(হায়াতে আ’লা হযরত, ১ম খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

কর আতা আহমদ রযায়ে আহমদে মুরসাল হামে,
মেরে মাওলা হযরতে আহমদ রযাকে ওয়াসেতে।

সাতটি মাদানী ফুল

হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বলেন: জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত, সাতটি বিষয়কে যেন সাতটি বিষয়ের উপর প্রধান্য দেয়। (১) অসচ্ছলতাকে সম্পদ প্রাপ্তির উপর (২) অপমানকে সম্মানের উপর (৩) বিনয়কে নিজের পছন্দের উপর (৪) ক্ষুধাকে পেট ভরে খাওয়ার উপর (৫) শোককে আনন্দের উপর (৬) গরীব নেককারদেরকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দুনিয়াদার লোকদের উপর এবং (৭) মৃত্যুকে জীবনের উপর। (আল্ মুনাফিহাত, কৃতঃ হযরতে আসকালানী, ৮৫ পৃষ্ঠা)

বার দিনে একবার অযু

হযরত সাযিয়দুনা আবদুল ওয়াহ্‌হাব শা’রানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “আমি অনেক আল্লাহুওয়ালার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى কে ক্ষুধার মধ্যে কঠোরভাবে অটল থাকতে দেখেছি। এমনকি তাঁদের মধ্যে কিছু তো সপ্তাহে শুধু একবার শৌচকর্মের জন্য যেতেন। কারণ তাঁরা বারংবার শৌচাগারে গিয়ে উলঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহু তাআলাকে লজ্জাবোধ করতেন। সাযিয়দী শায়খ তাজুদ্দীন যাকির رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তো এ ব্যাপারে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, তাঁর শুধুমাত্র বার দিনে একবার অযু করার প্রয়োজন হতো।” (তামবীহুল মুগতাররীন, ৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

মাদানী কাফেলার এক মুসাফির

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পেটের কুফলে মদীনা লাগিয়ে কম খাওয়াতে পিপাসাও কম লাগে, আর পানি কম পান করাতে ঘুমও কম আসে অর্থাৎ কম ঘুমই শরীরের প্রয়োজন মিঠাতে যথেষ্ট হয়ে যায় এবং এতেই ঐ ব্যক্তি সতেজ থাকে। দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রাথমিক অবস্থায় একদা আমাদের মাদানী কাফেলা (বাবুল মদীনা, করাচী) থেকে পাঞ্জাব সফরে ছিল। কাফেলায় অংশগ্রহণকারী একজন সাদা দাড়িওয়ালা বুয়ুর্গ সফররত অবস্থায় আমাকে (অর্থাৎ লিখককে) বললেন: **دُوْ دِن** দু'দিন হয়ে গেছে আমার অযু এখনো আছে। আর তাঁর মরহুম পীর ও মুরশিদের ব্যাপারে বললেন: তাঁর (পীরের) পনের দিন পর্যন্ত অযু থাকত! এসব কিছু পেটের কুফলে মদীনা লাগানো অর্থাৎ কম খাওয়ার বরকত। কেননা এতে করে শৌচকর্মের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায় আর এভাবে ইবাদত ও দ্বীনি কাজ করার জন্য খুব বেশি সময়ও পাওয়া যায়।

মে কম বলু কম ছুয়ো কম খাও ইয়া রব!
তেরি বন্দেগী কা মযা পা-ও ইয়া রব!

তিন দিনের উপবাস

হযরত সাযিদ্যুনা আনাস **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** থেকে বর্ণিত, খাতুনে জান্নাত, সাযিদাতুন নিসা, ফাতিমাতুয্ যাহরা **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** একদিন রুটির একটি টুকরা নিয়ে **حُضْرُ** পুরনূর **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর মহান দরবারে হাজির হলেন। তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে **رَهْمَت** **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** জিজ্ঞাসা করলেন: এ টুকরা কোথেকে? আরয করলেন: আমিই এ রুটি তৈরী করেছি। আপনাকে **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ছাড়া খাওয়াটা পছন্দ করলাম না, তাই এ টুকরাটা নিয়ে এসেছি। আল্লাহর প্রিয় হাবীব **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করলেন: “তিন দিন পর এটাই প্রথম খাবার, যা তোমার পিতার (পবিত্র) মুখে প্রবেশ করলো।”

(আল মু'জামুল কাবীর লিছতাবারানী, ১ম খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৫০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

দুনো জাহাকে দাতা হো কর, কওনো মকা কে আকা হো কর,
ফাকা ছে হে ছরকারে দোআলম, ﷺ

اللَّهُ أَكْبَرُ! উভয় জাহানের ভাঙার যাঁর হাতে রয়েছে, তাঁর দুনিয়ার প্রতি এরূপ অনাসক্তি! এটা খাতেমুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ এর শরীফ ইচ্ছাবীন ক্ষুধা ছিল। অন্যথায় তিনি অন্যদেরকে বুলি ভরে ভরে দান করতেন। যেমন-

এক পেয়ালা দুধ ও সত্তরজন সাহাবা

হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: ঐ আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আমি ক্ষুধার কারণে কখনো কখনো নিজের পেট যমীনের উপর চেপে রাখতাম। আবার কখনো কখনো ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বাঁধতাম। এমনি অবস্থার স্বীকার হয়ে একদিন আমি ঐ রাস্তায় বসে গেলাম, যেটা দিয়ে লোকেরা বাইরে যেত। রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম ﷺ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আমাকে দেখে তিনি মুচকি হাসলেন আর আমার চেহারা দেখে আমার অবস্থা বুঝে গেলেন। ইরশাদ করলেন: “ওহে আবু হুরাইরা!” আমি বললাম: “লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! ফরমালেন, “আমার সাথে এসো।” আমি, খুশী হয়ে তাঁর পিছনে পিছনে যেতে লাগলাম। যখন তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত ﷺ নিজের মোবারক ঘরে তাম্বুরীফ রাখলেন, তখন আমিও অনুমতি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসূলে আমীন, হুযর পুরনূর ﷺ একটি পেয়ালায় দুধ দেখে বললেন: “এ দুধ কোথা হতে এসেছে?” ঘরের কেউ বললেন: “অমুক সাহাবা বা সাহাবিয়্যা আপনার ﷺ জন্য হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়েছেন।” ইরশাদ করলেন: “আবু হুরাইরা!” আমি আরম্ভ করলাম: “লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দারুইন)

ইরশাদ করলেন: “যাও আহলে সুফ্যাদের সকলকে ডেকে নিয়ে আস।” হযরত সায়িদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন যে, “আহলে সুফ্যাগণ হলেন ইসলামের মেহমান। তাঁদের না ঘর-বাড়ির প্রতি আসক্তি আছে, না ধন-দৌলতের প্রতি, আর না তাঁরা কারো সাহায্য গ্রহণ করেন। যখন আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট সাদকার মাল আসত, তখন রাসূল صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঐ মাল তাঁদের (অর্থাৎ- আসহাবে সুফ্যা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ গণের) নিকট পাঠিয়ে দিতেন এবং তিনি নিজে তা থেকে কিছু নিতেন না। আর যখন প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কাছে কোন হাদিয়া আসত, তখন তা থেকে তিনি নিজেও নিতেন আর তাঁদেরও তাতে শরীক করতেন। আমার কাছে এ কথাটা আশ্চর্য মনে হল, আর মনে এ ধরণের খেয়াল আসল যে, এতজন আহলে সুফ্যা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ গণের এ সামান্য দুধ দিয়ে কি হবে! ক্ষুধার অবস্থার বিচারে আমিই তো এটার অধিক হকদার। এ দুধ থেকে কয়েক টোক আমি পান করতে পারলে তাতে কিছু শক্তি অর্জন করতে পারতাম। যখন আসহাবে সুফ্যা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আসবেন, তখন মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকেই ইরশাদ করলেন যে: “এদেরকে দুধ পেশ কর।” এ অবস্থায় কয়েক চুমুক দুধ আমার পাওয়া খুবই মুশকিল হবে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আনুগত্য করা ছাড়া কোন উপায় ছিলনা। আমি আসহাবে সুফ্যা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ গণের কাছে গেলাম এবং তাঁদেরকে ডেকে নিয়ে আনলাম। তাঁরা দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রিয় রাসূল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ তাঁদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, তখন তাঁরা ঘরে প্রবেশ করে বসে গেলেন। নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “আবু হুরাইরা!” আমি আরয করলাম: “লাব্বায়্কা ইয়া রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ!”

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

ইরশাদ করলেন: “পেয়ালা নাও, আর এদেরকে এক এক করে সকলকে দুধ পান করাও।” হযরত সাযিযুদুনা আবু হুরাইরা رضي الله تعالى عنه বলেন: হুকুম পেয়ে আমি পেয়ালা হাতে নিলাম। আমি ঐ পেয়ালা একজনকে দিতাম আর তিনি পরিতৃপ্ত হয়ে দুধ পান করতেন, তারপর পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিতেন। এমননিভাবে (দুধ) পান করাতে করাতে সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে পান করার পর নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পর্যন্ত পৌঁছলাম। এমতাবস্থায় সমস্ত লোক পরিপূর্ণরূপে পান করেছিল। আল্লাহর হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পেয়ালাটি নিয়ে নিজের পবিত্র হাতে রাখলেন। অতঃপর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন আর বললেন: আবু হুরাইরা! আমি আরয করলাম: “লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্” صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ। ইরশাদ করলেন: “এখন শুধু আমি ও তুমি রয়ে গেছি।” আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ্! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপনি সত্য বলেছেন। ইরশাদ করলেন: “বসো এবং পান কর।” আমি বসে গেলাম এবং দুধ পান করতে লাগলাম। রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “পান কর”! আমি পান করলাম। রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ একাধারে ইরশাদ করতে লাগলেন, “পান কর”! এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি আরয করতে বাধ্য হলাম, “না।” ঐ মহান সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, এখন আর (পেটে) জায়গা নেই। বললেন: “পেয়ালাটি আমাকে দেখাও।” আমি পেয়ালাটি পেশ করে দিলাম। রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলেন, এরপর “بِسْمِ اللَّهِ” পাঠ করে অবশিষ্ট দুধ পান করে নিলেন।” (সহীহ বুখারী শরীফ, ৭ম খণ্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৪৫২)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ এটা প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান মুজিয়া যে, সকল অর্থাৎ সন্তরজন আহলে সুফফা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মিলেও এক পেয়ালা দুধ সম্পূর্ণ পান করতে পারলেন না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

আমার আক্কা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এ ঈমান উদ্দীপক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই আরয গুয়ার করেছেন:

কিউ জনাবে বু হুরাইরা! থা উও কেইছা জাম শীর,
যিসছে সত্তর সা-হিবো কা দুখ ছে মু' ফির গেয়া।

মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী

হযরত সাযিয়দুনা আবু ইয়াহুইয়া মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “আমি হযরত সাযিয়দুনা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ওয়াসি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে বললাম: ওহে আবু আবদুল্লাহ! ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, যার কাছে সামান্য খাদ্য থাকে আর তা তার জন্য যথেষ্ট হয়। আর এভাবে সে মানুষের কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকে। এটা শুনে তিনি আমাকে বললেন: ওহে আবু ইয়াহুইয়া! ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে সকাল-সন্ধ্যা ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকে আর আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

(ইহুইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা)

উপদেশ প্রভাবহীন

বর্ণিত আছে: “পেট ভরে আহারকারী ব্যক্তির উপদেশ লোকের কাছে প্রভাবহীন হয়ে থাকে আর যখন তাকে উপদেশ দেয়া হয় তখন তার হৃদয় তা গ্রহণ করে না।” (নুযহাতুল মাজলিস, ১ম খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুর সময় দুর্গন্ধ

আমীরুল মুমীনি হযরত সাযিয়দুনা উমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “নিজেকে পেট ভরে খাওয়া থেকে রক্ষা কর। কারণ পেট ভরে খাওয়াটা জীবনে বোঝা স্বরূপ ও মৃত্যুর সময় এটা হবে দুর্গন্ধ।”

(ইহুইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

খাবার বেশি হলে, আয়ও বেশি প্রয়োজন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যি বলেছেন সাযিয়দুনা উমর ফারুককে আযম رضى الله تعالى عنه সত্যিই “পেটের কুফলে মদীনা” না লাগানো এবং খুব বেশি পরিমাণে পেট ভর্তি করে খাওয়াতে তা জীবনের উপর বোঝা হয়ে থাকে। কারণ খাবার বেশি খেতে হলে, এজন্য আয়ও বেশি করতে হয়। খানার আয়োজনও বেশি করতে হয়। তাই খুব পরিশ্রম করে রান্না করতে হয়। অতঃপর খেতেও বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। আবার অনেকক্ষণ ধরে পেটে এটার বোঝাও বহন করতে হয়। অতিরিক্ত খাবার খাওয়াতে হজম শক্তিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এর ফলে কোষ্টকাঠিন্য, গ্যাষ্টিক জানিনা আরও কত রকমের পেটের কষ্ট সহ্য করতে হয়। মোট কথা, অধিক খাওয়াতে মাল-পত্র কেনাতেও খরচ অধিক করতে হয়। জিহ্বার অল্প সময়ের স্বাদ গ্রহণের পর কণ্ঠনালীর নীচে যেতেই মজা লাভের পরিসমাপ্তি ঘটে আর দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত পেটের “গন্ডগোল”-এর যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। এছাড়া শরীরের মেদ বেড়ে যাওয়াতে ডাক্তার ও ঔষধ ইত্যাদি খরচের বোঝা বহন করতে হয়। তাই এভাবে এসব কিছু বোঝা, বোঝা আর শুধু বোঝাই হয়। এমন যদি হত! অল্প ক্ষণের স্বাদের জন্য সারাজীবন বোঝা বহন ও মৃত্যুর সময়ের দুর্গন্ধের মত বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষার মানসিকতা তৈরীতে আমরা সফল হয়ে যেতাম!

ইবাদতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত

বর্ণিত আছে, যদি তুমি পেট ভরে খাওয়ায় অভ্যস্ত হও, তবে ইবাদতের স্বাদ লাভের আশা পোষণ করনা। আর ইবাদত ছাড়া অন্তরে নূর কিভাবে সৃষ্টি হবে? আর যদি ইবাদতই স্বাদহীন হয়, তবে ঐ ধরনের ইবাদতের মাধ্যমে কিভাবে অন্তরে নূর আসবে? (মিনহাজুল আবেদীন, ১০৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

ক্ষুধার কারণে বেহুঁশ

হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “আমার ক্ষুধার কারণে এমন হত যে, ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র মিস্বর ও উম্মুল মুমীনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর পবিত্র হুজরার মধ্যখানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতাম। কোন লোক এসে আর আমার গর্দানের উপর পা রেখে দিত। সে মনে করত যে, আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে, অথচ আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি হতোনা। এ অবস্থা ক্ষুধার কারণে হতো।” (সহীহ বুখারী শরীফ, ৮ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৩২৪)

বখশ দে মেরি হার খাতা ইয়া রব! ফাকা মস্ত্ব কা ওয়াসেতা ইয়া রব!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর নিকট ই’লম বা জ্ঞান অর্জনের খুব বেশি আগ্রহ ছিল। তাই সবকিছু ত্যাগ করে নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র কদমে পড়ে থাকতেন। ক্ষুধার পর ক্ষুধা সহ্য করতেন আর জ্ঞানের পর জ্ঞান অর্জন করতেন। আর তাঁরই رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এ সম্মান লাভ হয়েছে যে, সব চেয়ে বেশি হাদীসে মোবারাকা তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে পেট ভরে খাওয়া, প্রসিদ্ধি লাভের কামনা, লোভ-লালসা ও উচ্চ পদের মায়া এগুলোর সবই অমঙ্গল। এ অমঙ্গল মিশ্রণের কারণে শিক্ষার্জনে রুহানিয়্যাত (আধ্যাত্মিকতা) অন্বেষণকারীদের গন্তব্যে পৌঁছা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। ইলমে দীন অর্জনে আপাদ-মস্তক ইখলাস বা আন্তরিকতার নমুনা হয়ে যান আর এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার রহমত বেশি পরিমাণে অর্জন করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামী’র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলার মাধ্যমেও জ্ঞানার্জন হয় এবং অগণিত বরকত নসীব হয়। দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলার একটি বাহার লক্ষ্য করুন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদর শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

অজানা ব্যথা

পাঞ্জাব প্রদেশের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা, “আমি দা’ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা, করাচীতে “তারবিয়্যাতি কোর্স” করার জন্য এসেছি এরই মধ্যে একদিন বৃহস্পতিবার সকালে প্রায় ৪টার সময় পেটের বাম পাশে হঠাৎ করে ব্যথা শুরু হল। ব্যথা এতই প্রচণ্ড ছিল, পর পর সাতটি ইঞ্জেকশন দিতে হয়েছে, এরপর কোন রকমে শান্তি এলো। নিয়মানুযায়ী বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিতব্য সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার জন্য (মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনাতে) সন্ধ্যায় উপস্থিত হলাম। রাত দশটায় আবার ব্যথা শুরু হল, কিন্তু ইজতিমায় সম্মিলিত দোয়ার সময় ভাল হয়ে গেল। এক ঘন্টা পর পুনরায় প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হল। তখন ডাক্তার তিনটি ইঞ্জেকশন দিলেন অতঃপর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হল। এখন অবস্থা এমন হল যে, যখনই খাবার খেতাম তখনই ব্যথা শুরু হয়ে যেত। প্রতিদিন তিনটি, চারটি ইঞ্জেকশন দেয়া হত। শেষপর্যন্ত স্যালাইনও দেয়া হল, আলট্রাসাউন্ডও করিয়েছি কিন্তু ডাক্তারদের ব্যথার কারণ কোন রকমে বুঝে আসল না। নিরুপায় হয়ে এই অবস্থায় আমি হাসপাতালে পড়ে রইলাম। সেখানে আমার কাছে খবর এল যে, আমার বন্ধু ইসলামী ভাইয়েরা ১২ দিনের জন্য সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলাতে সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ডাক্তার সফরে বের হতে সম্পূর্ণ নিষেধ করল, কিন্তু আমি থাকতে পারলাম না। আমি ঢেরাহ্ বুগ্‌টা বেলুচিস্তান প্রদেশ এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। ঢেরাহ্ বুগ্‌টা যাওয়ার সময় পশ্চিমধ্যে সামান্য ব্যথা অনুভব হল। কিন্তু তা পরক্ষণেই সেরে গেল। ভালভাবেই ঢেরাহ্ বুগ্‌টা পৌঁছে গেলাম। অতঃপর আমরা সেখান থেকে “সূফ্‌” এসে বৃহস্পতিবারের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলাম এবং এরপর ঢেরাহ্ বুগ্‌টা ফিরে আসলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

মাদানী কাফেলার বরকতে ব্যথা এমনভাবে দূর হল যে, মনে হচ্ছে যেন কখনো ব্যথাই ছিলনা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

আর ﷺ আজও পর্যন্ত কখনো পুনরায় আমার ব্যথার কষ্ট হয়নি এবং সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এটা অর্জিত হল যে, মাদানী কাফেলাতে স্বপ্নের মাঝে আমার তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত ﷺ এর দীদার হয়ে গেল।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো,
সিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
দরদে ছর হো আগর দুখ রাহী হো কোমর,
পাওগে সিহ্যাতে কাফিলে মে চলো।
হে তলব দিদ কি, দিদ কি ঈদ কি,
কিয়া আজব উহ দেখে কাফিলে মে চলো।

সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ﷺ এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

যদি ক্ষুধা কিনতে পাওয়া যেত!

হযরত সাযিয়্যুনা ইয়াহুইয়া বিন মু'আয رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “যদি ক্ষুধা বাজারে বিক্রি হত, তবে আখিরাত প্রত্যাশীরা অবশ্যই তা কেনা-কাটা করতেন।” (রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ১৪১ পৃষ্ঠা)

চতুর্দিকে খাবার ফ্রয় করা হচ্ছে

আল্লাহ্! আল্লাহ্! আওলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى এর মাদানী চিন্তা ধারার কথা কি বলব! হযরত সাযিয়্যুনা ইয়াহুইয়া বিন মু'আয رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “ক্ষুধা” কেনার কথা বলছেন, অথচ বোকা লোকদের মধ্যে রীতিমত অধিক খাবার খাওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। যে সবচেয়ে বেশি খাবার খেতে পারে তাকে অনেক বড় বাহাদুর মনে করা হচ্ছে!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

আফসোস! শত কোটি আফসোস! আজকাল টাকা-পয়সার বিনিময়ে লোকেরা বাজারের পণ্য সামগ্রী ও সেগুলোর সাথে বিভিন্ন প্রকারের “রোগ” কেনাতে ব্যস্ত রয়েছে। চতুর্দিকে পানাহারের বস্তু কেনার জুলুশ শুরু হয়ে গেছে। কারণ এখন চলছে ‘ফুড কালচারের’ যুগ। এক একটি এলাকায় নানা জাতীয় কয়েকটি করে খাবারের হোটেল বা রেস্তোরা খোলা হয়েছে। চতুর্দিকে হোটেলগুলো অসংখ্য বৈদ্যুতিক বাতিতে আলোকিত হয়ে আছে। চতুর্দিকে কাবাব, চমুচার স্তূপ, দই ও চনাবুট ভাজা ইত্যাদি লোভনীয় খানায় ভর্তি সাজানো থালা যেন হাসছে। চারিদিকে বোঁ বোঁ করে শিখ কাবাব ও চিকেন টিক্কার খুশবু ছড়িয়ে আছে। আইসক্রীম ও সোডা লেমন বা পানীয় সামগ্রীর বোতল বিক্রির দোকানের খুবই রমরমা অবস্থা। যার প্রয়োজন এমন ক্রেতার সাথে সাথে অনেক লোক শুধুমাত্র নফসের তৃষ্ণার জন্য পানাহারের বস্তুগুলোর প্রতি ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। যা হাতে আসে তা-ই মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। যা সামনে পাচ্ছে তা-ই গিলে ফেলছে। না কারো দুনিয়াবী ক্ষতির চিন্তা রয়েছে, না রোগের পরওয়া করছে আর না আখিরাতের হিসাব নিকাশের চিন্তা করছে। প্রত্যেকেরই আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে খাও আর খাও শুধু খেয়েই যাও চতুর্দিক থেকে যেন এরূপ আওয়াজ উঠছে।

খাও, পান কর, জান বানাও !

হায়! এমন যদি হত! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সাহাবায়ে কিরাম ও শহীদানে কারবালা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ ও আওলিয়া কিরাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ এর মোবারক ক্ষুধার কথা আমাদের মনে থাকত। হায়! হায়! আমরা শুধু “খাও, খাও” এর শ্লোগান দিচ্ছি আর এসকল পবিত্রাত্মা মনীষীদের পক্ষ থেকে “ক্ষুধা ক্ষুধা” এর পয়গাম আসছে। আমরা যদিওবা সর্বদা পানাহারে রয়েছি কিন্তু তবুও কথা থেকে যায়, সকল আম্বিয়া عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ সাহাবা ও আওলিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ এর পক্ষ থেকে কম খাওয়ার শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে।

শওক খানে কা বড় চালা ইয়া রব! নফস কা দা-ও চল গোয়া ইয়া রব!

খুব খানে কি খু মিঠা ইয়া রব! নেক বন্দা মুঝে বানা ইয়া রব!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

বেশি খাওয়া কাফিরদের বৈশিষ্ট্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুধুমাত্র নফসের স্বাদ লাভের জন্য কোন কিছু খাওয়া উচিত নয়। সাদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আ'ল্লামা মওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “কুরআনে কারীমে কাফিরদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এটা বলা হয়েছে যে, তাদের খাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে - শুধুমাত্র আমোদ-প্রমোদ ও স্বাদ লাভ করা। আর হাদীসে পাকে অধিক খাওয়াকে কাফিরদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে।

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা হতে সংকলিত)

“খাও খাও” কি খু নিকাল যায়ে,
নকলে কুফফার ছে বাঁচা ইয়া রব।

ক্ষুধার মধ্যে শক্তি

হযরত সাযিয়্যুনা সাহ্ল বিন আবদুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর অবস্থা একরূপ ছিল, যখন তিনি ক্ষুধার্ত থাকতেন তখন তিনি শক্তিমান হতেন। কিন্তু যখন কিছু খেয়ে নিতেন তখন দুর্বল হয়ে যেতেন! (রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ১৪২ পৃষ্ঠা) কোন ফার্সী কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন:

আগর লজ্জতে তরকে লজ্জতে বাদানি,
দিগর লজ্জতে নফসে, লজ্জতে নাখানি।

অনুবাদ: যদি তুমি স্বাদগুলো ছেড়ে দেওয়ার স্বাদ জেনে নাও।
তাহলে নফসের স্বাদকে কখনও স্বাদ মনে হবে না।

তাসাওউফ অর্জন

হযরত সাযিয়্যুনা জুনাইদে বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “আমি তাসাওউফকে তর্ক বিতর্ক করে নয় বরং ক্ষুধা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও নফসের স্বাদকে বর্জন করে অর্জন করেছি।” (সাবন্নে সানাবিল, অনুদিত, ২৪১ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

আমি সবচেয়ে মন্দ

হযরত সায্যিদুনা ওসমান গণী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “নেক বান্দার পাঁচটি আলামত রয়েছে: (১) উত্তম সংস্পর্শে থাকেন (২) জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হিফায়ত করেন (৩) দুনিয়ার নেয়ামতকে বোকা ও দ্বীনী নেয়ামতকে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ মনে করেন (৪) হালাল খাবারও এ ভয়ে পেট ভরে খাননা যে, এতে যদি আবার হারাম খাবার মিশ্রিত থাকে (৫) নিজেকে ছাড়া প্রতিটি মুসলমানকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত মনে করেন এবং নিজেকে গুনাহ্গার মনে করে নিজ ধ্বংসের ভয় অনুভব করেন।” (আল্ মুনাঈহাতুলিল আসকালানী, বাবুল খামাসী, ৫৯ পৃষ্ঠা)

হায় হুসনে আমল নেহী পাল্লে, হাশর মে হোগা কিয়া মেরা ইয়া রব!
খওফে আ-তা হায় নারে দোযখ ছে, হো করম বাহরে মুস্তফা ইয়া রব!

ক্ষুধার কারণে পড়ে যেতেন

হযরত সায্যিদুনা ফাজালাহ বিন উবাইদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন যে, খাতেমুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যখন নামায পড়াতেন তখন কিছু সাহাবী নামাযের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় ক্ষুধার তীব্রতায় পড়ে যেতেন আর তাঁরা ছিলেন আসহাবে সুফফা। এমনকি গ্রাম্য লোক এ অবস্থা দেখে বলে ফেলত যে, “এসব মানুষ মনে হয় পাগল।” যখন রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নামায থেকে অবসর হতেন তখন তাঁদের প্রতি লক্ষ্য করে ইরশাদ করতেন, “যদি তোমরা জানতে যে, তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট কি প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে, তবে তোমরা এ বিষয়কে পছন্দ করতে যে, তোমাদের উপবাস ও অভাব যেন আরো বৃদ্ধি পায়।”

(জামে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৭৫)

ফাকা মস্তি কি খুন মিলে ইয়া রব, দিল কা মুরব্বায়া গুলে খিলে ইয়া রব!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

অনেক দিনের উপবাস

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ ও আওলিয়ায়ে ইযাম اللهُ تَعَالَى এর মধ্যে অনেকে কয়েকদিন পর্যন্ত খাবার খেতেন না। যেমন- হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ছয়দিন পর্যন্ত কিছু খেতেন না, হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সাতদিন পর্যন্ত খেতেন না, হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হতে শিক্ষা প্রাপ্ত শিষ্য হযরত আবু জাওয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সাতদিন পর্যন্ত উপবাস থাকতেন। হযরত সাযিয়দুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ও হযরত সাযিয়দুনা সুফইয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ প্রতি তিনদিন পর খানা খেতেন। এ সকল মহান ব্যক্তিত্বগণ ক্ষুধার মাধ্যমে আখিরাতের পথ চলার সাহায্য গ্রহণ করতেন। (ইহুইয়াউল উলূম, ৩য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

ফাকা মাসতো কা ওয়াসিতা মওলা, বখশ দে মেরী হার খতা মওলা।

সারা বছর উপবাস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকা প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা ঐ সকল পূর্ণাত্মাদের বৈশিষ্ট্য ও কারামত ছিল। বাস্তবিক পক্ষে তাঁদের রুহানীভাবে খাদ্য অর্জিত হত। আল্লাহর দানকৃত ক্ষমতায় অনেক আওলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَتُهُمُ اللهُ السَّلَامُ চল্লিশ দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকতেন বরং আমাদের গউসুল আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ অনেক সময় এক বছর পর্যন্ত কিছু পানাহার ব্যতীত কাটিয়েছেন। শাহানশাহে বাগদাদ আমাদের গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে আল্লাহ নিজেই পানাহার করাতেন। যেমন - আমার আকা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর একখানা মোবারক কবিতার ছন্দ রয়েছে:

কসমে দে দে কে খিলাতা হায় পিলাতা হায় তুবে,

পিয়ারা আল্লাহ তেরা চাহনে ওয়ালা তেরা। (হাদায়িকে বখশিশ)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

পানাহার করা ব্যতীত মানুষ কতদিন জীবিত থাকতে পারে ?

দীর্ঘদিন পর্যন্ত পানাহার করা ব্যতীত জীবিত থাকা এবং জীবন প্রণালীর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত না হওয়ার ব্যাপারটা “বিশেষ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের” কাজ। তাঁদের রুহানী খাদ্য অর্জিত হয়ে থাকে। “সাধারণ লোক” এরূপ দীর্ঘদিন ধরে ক্ষুধার্ত থাকার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। যদি কেউ আবেগ আপ্ত হয়ে উপবাস থাকা শুরু করেও দেয়, তবে কয়েক দিনের মধ্যেই দুর্বল হয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে এবং হতে পারে আগামীতে এ ব্যাপারে পুনরায় সাহস করতেও পারবে না। এক ডাক্তারের গবেষণা অনুযায়ী কোন কিছু না খেয়ে ১৮ দিন, বেশি শক্তিশালী হলে বেশি থেকে বেশি ২৫ দিন, পানি পান করা ব্যতীত তিনদিন ও অক্সিজেন ছাড়া এক মিনিট থেকে শুরু করে বেশি হলে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত মানুষ জীবিত থাকতে পারবে।

সাধারণ মানুষ কি পরিমাণ খাবে?

সাধারণ মানুষের জন্য এটাই উত্তম যে, যদি বেশি খেতে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে “পেটের কুফলে মদীনা” লাগিয়ে পর্যায়ক্রমে কমাতে কমাতে পেটের এক তৃতীয়াংশ যাতে ভরে যায় এতটুকু খাবারকে যথেষ্ট মনে করে আমলে আনার অভ্যাস করে নিবেন। এর ফলে ক্ষুধার বরকতও অর্জিত হবে আর দুর্বলতাও আসবেনা এবং আশ্চর্যজনকভাবে স্বাস্থ্যও উন্নত হয়ে যাবে। এছাড়া ডাক্তারদের মোটা অংকের ফিস দেয়া ও ঔষধ কেনার খরচ থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যাবে। যদি কারো বিশ্বাস না হয়, তাহলে তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

মেরি ডাটকে খানে কি আদত মিঠাদে,
মুঝে মুত্তাকী তু বানা ইয়া ইলাহী

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

অসুস্থ হৃদয়ের ঔষধ

হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ আনতাকী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: অসুস্থ হৃদয়ের পাঁচটি ঔষধ রয়েছে- (১) নেককারদের সংস্পর্শ (২) কুরআনে পাকের তিলাওয়াত (৩) কম খাওয়া (৪) তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত আদায় করা (৫) রাতের শেষাংশে কান্নাকাটি করা।

(আল্ মুনাফ্ফিহাতু লিল্ আসকালানী, বাবুল খামাসী, ৬০ পৃষ্ঠা)

এক হাজার বছর যাবত জীবিত পাখি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস শত কোটি আফসোস! অনেক মানুষ এত বেশি খাবার খেয়ে বসেন যে, পেটও সস্থি লাভের জন্য আহবান করে থাকে এবং সাথে সাথে (শরীরে) অলসতা চলে আসে। চলা-ফেরা করাতো দূরের কথা বসা থেকে, উঠাও মুশকিল হয়ে পড়ে। এখানে সম্ভবত শকুনের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কারণ শকুন যখন কোন মৃত জন্তু খাওয়ার জন্য গাছ থেকে নেমে আসে তখন তার দাপটে অন্য কোন পাখী নিকটেও আসতে পারেনা কিন্তু সেটা এত অধিক খেয়ে বসে যে, তার জন্য তখন উড়াও মুশকিল হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত যদি এ অবস্থায় সেটাকে কোন দুর্বল ব্যক্তি (বরং বাচ্চাও) ধরে ফেলতে চায় তবে সহজে ধরে ফেলতে পারবে! আপনারা দেখলেন তো! পেটের কুফলে মদীনা না লাগানো অর্থাৎ খুব বেশি পরিমাণে খেয়ে নেয়া মৃত জন্তু ভক্ষণকারী শকুনের অবস্থা। শকুন এক হাজার বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে। দুর্গন্ধ খুবই পছন্দ করে আর সুগন্ধ বস্তুকে খুবই ঘৃণা করে। যদি কোন কারণে সুগন্ধ বস্তুর আর্গ একবার নিয়ে ফেলে তখন সেটা মরে যায়। হযরত সাযিয়্যুনা ইমামে হাসান رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: শকুন যখন (নিজের ভাষায়) কথা বলে, তখন বলে যে, “ওহে মানব সন্তান! যত ইচ্ছা দম নিতে থাক, অবশেষে একদিন মৃত্যু আসবেই”। (হযাতুল হায়ওয়ানুল কুবরা, ২য় খন্ড, ৪৭৪ পৃষ্ঠা)

কবর মে মায়িত উতারনি হায় জরুর,
যেইছি করনি ওয়াইছি ভরনি হায় জরুর।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

মশা উটকে হত্যা করে ফেলে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্বাদ গ্রহণের লোভ-লালসা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মশা মানুষের রক্তের প্রতি লোভী হয়ে থাকে। এটা রক্ত প্রবাহের রগের উপরিভাগের চামড়ায়, যেটা তুলনামূলকভাবে নরম হয়ে থাকে, তাতে বসে নিজ শুষু ঢুকিয়ে রক্ত পানে ব্যস্ত হয়ে যায়। অনেক সময় এত বেশী পরিমাণে পান করে নেয় যে, উড়তে অক্ষম হয়ে যায় অথবা পেট ফেঁটে মরে যায়। মশার মধ্যে আল্লাহ পাক এরূপ ক্ষমতা দিয়েছেন, অনেক সময় উটকে পর্যন্ত হত্যা করে ফেলতে পারে। শুধু উট নয় বরং প্রতিটি চতুষ্পদ প্রাণীকে হত্যা করার ক্ষমতা রাখে। মশার কামরে যে প্রাণীর মৃত্যু হয়, তা যে পশু-পাখী খাবে সেটাও তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করবে। প্রাচীন কালে ইরাকের বাদশাহের নিকট মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ভীষণ কষ্টদায়ক নিয়ম প্রচলিত ছিল আর তা হল, অপরাধীকে উলঙ্গাবস্থায় বেঁধে মশার নালার নিকট ফেলে রাখা হত আর সে মশার বারংবার কামড় এর কারণে ছটফট করতে করতে অবশেষে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ত। (নমরুদকেও এই মশাই হত্যা করেছিল) (হায়াতুল হায়ওয়াল কুবরা, ১ম খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

মোটা মশা

হযরত সাযিয়্যুনা রবী বিন আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “মশা যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকে আর যখন রক্তপান করে পরিতৃপ্ত হয়ে যায়, তখন মোটা হয়ে যায়, আর যখন মোটা হয়ে যায় তখন মারা যায়, এ অবস্থা মানুষেরও। যখন সে দুনিয়ার নেয়ামত সমূহ অধিক হারে লাভ করে ধনবান হয়ে যায় তখন তার অন্তর মরে যায়”। (তাম্বীহুল মুগত্বরবীন, ৫৪ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মশা মোটা হতেই মৃত্যুর ঘাঁটি অতিক্রম করে, আর মাটির সাথে মিশে যায়, কিন্তু হায়! মানুষ যখন স্বাস্থ্যবান হয়ে যায় তখন অনেক সময় দুনিয়াতেই নানা ধরণের বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে থাকে। আর বিভিন্ন ধরণের গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ তাআলা ও রাসূল ﷺ এর অসন্তুষ্টি অর্জন করে মৃত্যুবরণ করে। তখন মৃত্যু, কবর ও হাশরের ভয়াবহতা এবং জাহান্নামের কষ্টদায়ক আযাবে জড়িয়ে পড়ে। যেমন-

স্বাস্থ্যবান শরীরের বিপদ

হযরত সাযিয়দুনা ইয়াহুইয়া মুআয রাযী রَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন - যে পেট ভরে খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার শরীরে মাংস বেড়ে যায়। আর যার শরীরে মাংস বেড়ে যায় সে কামভাবের পূজারী হয়ে যায়। আর যে কামভাবের পূজারী হয়ে যায় তার গুনাহ বেড়ে যায়, আর যার গুনাহ বৃদ্ধি পায় তার অন্তর শক্ত হয়ে যায়। আর যার অন্তর শক্ত হয়ে যায়, সে দুনিয়ার বিপদাপদে ও বিলাসীতায় ডুবে যায়।

(আল্ মুনাঈহাতুলিল আসকালানী, বারুল খামাসী, ৫৯ পৃষ্ঠা)

খানে কি হিরস ছে তু ইয়া রব নাযাত দে দে,
আচ্ছা বানা দে মুঝ কো আচ্ছি সিফাত দে দে।

পেটকের উপর গুনাহের আক্রমণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর শপথ, দুশ্চিন্তা এবং খুবই দুশ্চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে, পেট ভরে খাবার খাওয়া, মানুষকে গুনাহের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। যেমন- হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “অধিক পরিমাণে খাবার খাওয়াতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় আর ফ্যাসাদ করা ও অহেতুক কাজ-কর্ম করে জীবন যাপন করার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কেননা, যখন মানুষ পেট ভরে খায় তখন তার শরীরে অহংকার ও চোখে কু-দৃষ্টি দেয়ার ইচ্ছা জন্ম নেয়। কান খারাপ কথা শুনার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে, জিহ্বা মন্দ কথা বলতে উৎসাহী হয়ে যায়,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

লজ্জাস্থান কামভাবের ইচ্ছা পোষণ করে, পা গুলো অবৈধ পথের দিকে চলার জন্য আগ্রহী হয়ে থাকে। অপরদিকে যদি মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে তবে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শান্তি বজায় থাকে। তখন সেগুলো কোন মন্দ কাজের আগ্রহও প্রকাশ করেনা, মন্দ বিষয় দেখে সন্তুষ্ট হয়না। উস্তাদ আবু জাফর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর পবিত্র বাণী হচ্ছে, “যদি পেট ক্ষুধার্ত থাকে তবে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলো দুর্বল থাকার কারণে শান্তিতে থাকে, কোন জিনিসের দাবি করে না। যদি পেট ভরা হয়, তখন অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি বিভিন্ন মন্দ কাজের প্রতি ধাবিত হয়।”

(মিনহাজুল আবেদীন, ৯২ পৃষ্ঠা)

হালকা পাতলা শরীরের ফরীলত

হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا হতে বর্ণিত তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয়যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক পছন্দনীয় ঐ বান্দা, যে কম আহারকারী ও হালকা-পাতলা শরীরের অধিকারী।” (আল জামিউ’সসাগীর, ২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২২১)

নারী পুরুষের ওজন কতটুকু হওয়া উচিত

অধিক খাওয়ার একটি প্রধান বিপদ হচ্ছে, শরীরের ওজন বেড়ে যাওয়া। আর পেট বের হওয়া তো আছেই। আজকাল অনেক লোক এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। ওজনের পরিমাণ নিজ নিজ শারীরিক উচ্চতা অনুযায়ী হয়ে থাকে। মধ্যম আকৃতির (সাড়ে পাঁচ ফুট অর্থাৎ ৬৬ ইঞ্চি লম্বা) পুরুষের ওজন ১৫০ পাউন্ড (৬৮ কেজি) ও মধ্যম আকৃতির (সোয়া পাঁচ ফুট, অর্থাৎ- ৬৩ ইঞ্চি লম্বা) মহিলার ওজন ১৩০ পাউন্ড (অর্থাৎ- ৫৯ কেজি) থেকে কখনো বেড়ে যাওয়া উচিত নয়। নিজের শারীরিক উচ্চতা মেপে উপরে দেয়া পরিমাপ অনুসারে যে কেউ ইচ্ছা করলে নিজের ওজনের হিসাব করে নিতে পারেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাত)

সায়িয়্যুনা ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام এর ওজন

যে যতটুকু দীর্ঘাকৃতির হবে, সে হিসাবে তার ওজনও বেশি হওয়া স্বাভাবিক। সৃষ্টির শুরুতে মানুষের শারীরিক আকৃতি অনেক বড় হত। এ হিসাবে ওজনও অধিক হত। যেমন- প্রখ্যাত মুফাসসির মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আযীযে মিসর, মিসরের বাজার থেকে হযরত সায়িয়্যুনা ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام কে এভাবে ক্রয় করেছেন যে, তাঁর عَلَيْهِ السَّلَام ওজনের সম পরিমাণ স্বর্ণ, ঐ পরিমাণ রূপা, তাতারী মেশক, মণি-মুক্তা ও রেশমী কাপড় দিলেন। ঐ সময় তাঁর عَلَيْهِ السَّلَام ওজন চারশত রাতাল (এক রাতালের পরিমাণ আধা সেরের সমান, এ হিসাবে) পাঁচ মণ ছিল। আর তখন তাঁর পবিত্র বয়স ছিল ১২ বছর। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام সুটাম ও সীমাহীন সুন্দর ছিলেন। আর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام নিজের ওজন অনুসারে নিশ্চয় দীর্ঘাকৃতিরই অধিকারী ছিলেন। (নুকুল ইরফান, ৩৭৮ পৃষ্ঠা)

মোট হওয়ার কারণ সমূহ

মনে রাখবেন! যে বেচারা এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে তাকে দেখে হাসা, ঠাট্টা করা, অথবা শরীয়াত অনুমোদন ব্যতীত যে কোন ভাবে তার মনে কষ্ট দেয়া হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। এছাড়া এটাও আবশ্যিক নয় যে, শুধু অধিক পানাহারের কারণে পেট বের হয়ে যায়! অনেক পেট ভরে খাওয়া ব্যক্তিও হালকা-পাতলা গড়নের হয়ে থাকে। যা হোক বসে বসে দীর্ঘক্ষণ লেখা-পড়া করার কারণে বা অফিসিয়াল কাজ করাতে, হেঁটে চলার পরিবর্তে শুধু মোটর সাইকেল বা কার ইত্যাদি যানবাহনের মাধ্যমে সফর করাতে, চার যানু হয়ে বসে খাবার খাওয়াতে, চেয়ার টেবিলে পা ঝুলিয়ে খাবার খাওয়াতে, প্রচণ্ড গরম খাবার খাওয়াতে, শরীরের ওজন প্রায় সময় বাম দিকে রাখাতে, যেমন- বসাবস্থায় অথবা খাবার খাওয়াবস্থায় বাম হাতে মাটিতে ভর দিয়ে,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

দেয়াল ইত্যাদিতে বাম পার্শ্ব দিয়ে হেলান দেয়ার অভ্যাস ইত্যাদির কারণেও পেট ও শারীরিক ওজন বাড়তে পারে। যে পেটের কুফলে মদীনার উপর আমল করে না অর্থাৎ খুব ভালভাবে পেট ভর্তি করে খায়, PIZZA পরাটা ও নানা প্রকারের তেল ও ঘিয়ে ভরা খাদ্য অনবরত গিলতে থাকে, আইসক্রীম ও ঠান্ডা পানীয়ও পেটে ভরতে থাকে আর তার ওজনও বেশি এবং পেটও বের হয়ে আসে। তবে তার এটা বুঝা উচিত, আমি নিজেই আমার ওজন বাড়িয়েছি। লোকেরা সম্ভবত ঠান্ডা পানীয় সামগ্রীকে ক্ষতিকারক নয় মনে করে, অথচ ২৫০ মিলি লিটারের একটি (ঠান্ডা পানীয়) বোতলে প্রায় সাত চামচ চিনি থাকে। আর আইসক্রীম তো একটি “চিনি বোমা”। ভারী শরীরধারী ব্যক্তিকেতো ঠান্ডা পানীয় বোতল আইসক্রীমের দিকে দৃষ্টি দেয়াও অনুচিত। কারণ এটা তার জন্য একটি মিষ্টি বিষ! বিশেষতঃ তিনটি বস্তু শরীরের ওজন বৃদ্ধি করে। (১) ময়দা (২) চর্বি জাতীয় জিনিস (৩) মিষ্টি জাতীয় জিনিস। আমাদের প্রায় প্রতিটি খাদ্যে এ তিনটি বস্তু পাওয়া যায়। মানুষের শরীরের জন্য দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় এগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণে হওয়াও আবশ্যিক। কারো রক্তে সুগার বেড়ে গেলে যেমন অসুস্থ হয়ে থাকে আবার যার প্রয়োজনের চেয়ে সুগার কম হয়ে যায় সেও অসুস্থ হয়ে যায়। তাই যে পেট ভরে আহারকারী হবে, তার পেটে এ তিনটি বস্তুর পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি প্রবেশ করবে। যার ফলে তার শরীরের ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর একারণে অনেক রোগ-ব্যাধিও হওয়া শুরু করবে। অনেকের জন্মগত ভাবে শারীরিক গঠন এরূপ হয়ে থাকে যে, তারা যতই আহার করুক না কেন শরীর বৃদ্ধি পায় না। হালকা-পাতলাই থেকে যায়। মানে নিশ্চয় এটা নয় যে, তাদের কোন রূপ ক্ষতিসাধন করেনা। এসব লোকেরা অধিক খাবার খাওয়াতে পেটের গন্ডগোল ও হৃদরোগ ইত্যাদি হতে পারে। হৃদরোগের কারণ যদিও অধিক খাবার খাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু দুশ্চিন্তার কারণেও হৃদরোগ হতে পারে এবং এতে মানুষ হার্ট-ফেলও করতে পারে। যদি যৌবনেই ময়দা, চর্বি জাতীয় দ্রব্য ও মিষ্টি জাতীয় বস্তু খাওয়া কমিয়ে দেয়, তবে বৃদ্ধ বয়সে তা উপকারে আসতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাবাদাতুদ দার'ইন্দি)

যৌবনের সংজ্ঞা

অভিধান অনুযায়ী (প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া থেকে নিয়ে) ৩০ থেকে ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত মানুষ যুবক অবস্থায় থাকে। ৪০ থেকে ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত যৌবন ও বৃদ্ধকালের মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ- প্রৌঢ় বা মধ্য বয়সী আর এরপর বৃদ্ধ কাল এসে যায়। উত্তমতো এটাই যে, একদিনের শিশুর খাদ্যেও সতর্কতা অবলম্বন করা। তাছাড়া প্রাপ্ত বয়স্ক হতেই খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করার প্রতি মনযোগ বৃদ্ধি করা। যদি ৩০ বৎসর বয়সী হওয়ার পরও যা-ই হাতের কাছে আসে তা-ই খেতে শুরু করে, তবে এর প্রতিক্রিয়া নিজেই দেখতে পাবে। আর যতই বয়স বাড়তে থাকবে রোগ-ব্যাদি প্রকট আকার ধারণ করা শুরু করবে। যদি কেউ ৫০ বৎসর বয়সী হয়ে যাওয়ার পরও সবকিছু খেতে তবে মূলত যেন তিনি বলছেন, “আয় ষাঁড়, আমায় মার” এ ধরনের মানুষের সুগার, কোলেস্ট্রল ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ৩০ বৎসর বয়সের পর প্রায়ই রক্তের মাঝে রোগ-ব্যাদি জন্ম নিতে শুরু করে। সুতরাং ছয়মাস পর পর বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করানো উত্তম। আর যদি কোন রোগ পাওয়া যায় তবে চিকিৎসা করানোর সাথে সাথে প্রতি দেড় মাস পর পর টেস্ট করানো উচিত। কোন রোগ ধরা পড়লে টেনশন শুরু হবে এটা ভেবে টেস্ট না করানো মারাত্মক ভুল। এটা মনে রাখবেন, রোগ-ব্যাদির ব্যাপারে উদাসীন হওয়াটা রোগের প্রতিকার নয়। উদাসীনতা ভবিষ্যতে ভীষণ ক্ষতির কারণ হতে পারে। যারা ডাক্তারী পরিক্ষাগুলো করেনা এমন অনেক বেচারার হঠাৎ হার্টএট্যাক হয়ে যায়। মুখের অর্ধাঙ্গ ও প্যারালাইসিস রোগের অভিযোগও শুনা যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে রক্ষা করুন এবং আমাদেরকে যেন পরীক্ষার সম্মুখীন না করেন।

اٰمِيْنَ بِجَاۗءِ النَّبِيِّۦۙ اَلْاٰمِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

PIZZA এর ক্ষতি সমূহ

PIZZA ও তৈল, ঘি দ্বারা প্রস্তুত বাজারের বিভিন্ন খাবার (**FAST FOOD**) খুব দ্রুত শরীরে মেদ সৃষ্টি করে। তা স্বাস্থ্যের জন্য সীমাহীন ক্ষতিকারক। বাজারের খাবারে প্রায়ই নিম্নমানের ও অনেকদিনের পঁচা বস্তু ব্যবহার করা হয়। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে (**FUNGUS**) নামক জীবাণু বিস্তার লাভ করে। যে কারণে ফুড পয়জনের শিকার হয়ে রোগাক্রান্ত বা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আরব আমারাতে (অর্থাৎ- মধ্য প্রাচ্যে) যেখানে হোটেলের খাবারের মান খুবই উন্নত মনে করা হয়, সেখানকার ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা “খালীজ টাইমজ” এর ২০০৪ সালের ৪ই আগষ্ট সংখ্যার একটি সমালোচনামূলক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে সংযুক্ত আরব আমীরাতের রাজধানী আবূধাবীর হোটেল গুলোর ফাষ্ট ফুড অর্থাৎ তৈল, ঘি দ্বারা প্রস্তুত খাবার ও বিশেষতঃ **PIZZA** এর ব্যাপারে সীমাহীন নিন্দা করা হয়েছে। পত্রিকার ভাষ্যমতে আবূধাবীর প্রায় হাসপাতাল ও ক্লিনিকে সপ্তাহে তিন থেকে চারজন রোগী এমনই আসছে যারা **PIZZA** ইত্যাদি খাওয়ার কারণে ‘ফুড পয়জনে’ আক্রান্ত হচ্ছে। তাদের রোগের মধ্যে বমি, ডায়রিয়া, বদহজম, জ্বর, দুর্বলতা ও বিষন্নতা ইত্যাদি রয়েছে। এক ডাক্তার বলেন: আগের সপ্তাহে আমার নিকট তিনজন রোগী এসেছেন, তারা প্রত্যেকেই **PIZZA** খেয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন দু’দিন পর্যন্ত ক্লিনিকে ছিল। এ রিপোর্টে আরো অনেক ডাক্তারের বক্তব্য ছিল। প্রত্যেকের অভিমতের মূল কথা এটাই ছিল, বাজারজাতকৃত খাদ্য ও **PIZZA** ইত্যাদি খাওয়া মানে রোগ-ব্যাদিকে তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গন করা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **PIZZA**, ফাষ্ট ফুড ও ঘিয়ে ভাজা খাবার খাওয়াতে রক্তের মধ্যে কোলেস্ট্রলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কলস্ট্রলের প্রভাব রক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রগগুলোকে শক্ত ও সংকীর্ণ করে ফেলে। যার কারণে সর্বদা সরাসরি হৃদপিণ্ডের ক্ষতি সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

যদি ঐ রোগীর ডায়াবেটিক রোগও থাকে এবং তিনি যদি ধূমপানেও অভ্যস্ত হন, তবে STROKE করার বেশি আশংকা থাকে। শারীরিক সুস্থতার জন্য নির্ভেজাল ও টাটকা খাবার আর ওজনের সাদৃশ্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। কারণ এতে মেদ বৃদ্ধি ও অপ্রয়োজনীয় কোলেস্ট্রল আয়ত্বে রাখতে সহজ হয়।

এক PIZZA আহারকারীর ঘটনা

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হচ্ছে, আমি হালকা-পাতলা ছিলাম। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকত লাভের পূর্বে মডার্ন প্রকৃতির বন্ধুদের সংস্পর্শে ছিলাম। আমাদের বন্ধুমহলে খাবারের প্রতিযোগিতা চলত। আর আমি প্রায়ই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে খাবার খেয়ে বিজয়ী হতাম। কিন্তু এরপরও শরীর পাতলাই ছিল। শেষ পর্যন্ত কেউ আমাকে PIZZA এবং পেপসি কোলায় অভ্যস্ত করে দিল। আমি প্রথমবার যখন PIZZA খেলাম তখন সম্ভবত আমার ওজন ৬০ থেকে ৬২ কেজি ছিল। শুরুতে মাসে-দুই মাসে একবার খেতাম। এরপর যখন লালসা বেড়ে গেল তখন সপ্তাহে একবার কখনো দুই বার খেয়ে নিতাম। এর সাথে পেপসি অথবা যে কোন কোলা অর্থাৎ কালো রংয়ের পানীয়, যেমন কোকা-কোলা ইত্যাদি ও MAYONNAISE (অর্থাৎ এক ধরনের বিশেষ চর্বিযুক্ত) চাটনীর মজাও উপভোগ করতাম। পর্যায়ক্রমে আমার ওজন বাড়তে লাগল আমি এ সুধারণা পোষণ করতে লাগলাম যে, “বাহ! আমারতো দারুণ স্বাস্থ্য গঠন হচ্ছে!” আমার কি জানা ছিল, স্বাস্থ্য গঠনের পরিবর্তে ধ্বংসই হতে চলেছি। আমার কি এটা উপলব্ধি ছিল, এসব বাজারের PIZZA রক্তের মধ্যে COLESTROL মিশ্রণ করতে করতে আমার হৃদপিণ্ডের ক্ষতি সাধন করছে। আর আহ! ৬০ কেজি হতে বাড়তে বাড়তে আমার ওজন ৯৫ কেজিতে গিয়ে দাঁড়াল। আমি মোটা হয়ে গেলাম আর আমার পেট বড় হয়ে গেল। রক্তের মধ্যে কোলেস্ট্রল বৃদ্ধি পেল আর অনেক রোগ স্থায়ীভাবে আমার পিছু নিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

السُّنْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ সৌভাগ্যক্রমে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে পেটের কুফলে মদীনার উপর আমলের ফযীলত শুনে আমার এর উপর আমলের মন-মানসিকতার সৃষ্টি হল, আর আমি কম খাওয়া শুরু করলাম। السُّنْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ কিছু দিনের মধ্যেই (বর্ণনার সময় পর্যন্ত) আমার ৫ কেজি ওজন কমে গেছে। السُّنْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আমি নিজের মধ্যে সজীবতা ও হালকাভাব অনুভব করছি। আমাকে অনেক জায়গায় সফর করতে হয়। السُّنْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। যেহেতু পেটের কুফলে মদীনা পাকস্থলীকে আশ্চর্যজনকভাবে সঠিক করে কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি সমূলে বিনাশ করে ফেলে, সুতরাং সবচেয়ে বড় উপকার এটা হয়েছে যে, সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার “মাদানী ইনআম” এর উপর আমল শুরু হয়ে গেছে। السُّنْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের ঘরে জব শরীফের রুটি বানানোরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে। দোয়া করবেন যেন আমি এ মাদানী পরিবেশে সারাজীবন থাকতে পারি আর যেন প্রত্যেক মুসলমানের পেটের কুফলে মদীনা সম্পর্কে জ্ঞান এসে যায়। এখন PIZZA ইত্যাদির ব্যাপারে আমার অভিমত হচ্ছে, “কাউকে PIZZA, পেপসি, কোলা ও কোকাকোলা ইত্যাদি পান করার অভ্যাস করানো মানে বন্ধুত্বের অন্তরালে শত্রুতা”।

মোটা স্বাস্থ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য পেটের কুফলে মদীনা লাগিয়ে খাবার কম খাওয়ার অভ্যাস করাতে ওজন বৃদ্ধি ও অনেক রোগ ব্যাধি হতে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ডাক্তারদের পরামর্শ শুনে সতর্কতা অবলম্বনের পরিবর্তে কতইনা উত্তম হত, যদি রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর এ নির্দেশের আলোকে আমরা এখন থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা আরম্ভ করতাম! কেননা রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “মানুষ নিজের পেট থেকে অধিক মন্দ (অন্য কোন) থালা পূর্ণ করেনা,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

মানুষের জন্য কয়েক গ্রাস খাবার যথেষ্ট, যা তার পিটকে সোজা রাখবে। যদি এরূপ করতে না পারে তবে এক তৃতীয়াংশ (১/৩) খাবারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ বাতাসের জন্য হওয়া চাই। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩৪৯)

সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। **إِنَّ شَرَّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রথমে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিন

যাদের ওজন বেশি, তাদের প্রতি পরামর্শমূলক আরয করছি, কোন ল্যাবরেটরীতে গিয়ে হৃদরোগ সংক্ষান্ত চারটি রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিন, যেটাকে **LIPID PROFILE** (লিপিড প্রোফাইল) বলা হয়। এতে কোলেস্ট্রলের টেস্টও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চৌদ্দ ঘন্টা খালি পেটে থাকার পর কোলেস্ট্রলের টেস্ট করালে এর ফলাফল সঠিক থাকে। সুগার টেস্ট করিয়ে নিন। সৌভাগ্যের বিষয় হবে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোযা রেখে সূর্যাস্তের পূর্বে এচারটি টেস্ট করে নেয়া যায়। এরপর ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের ওজন কমানোর ব্যাপারে চেষ্টা করুন। প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তিরও প্রতি ছয়মাস পরপর এ পরীক্ষাগুলো করিয়ে নেয়া উচিত। যাতে রোগ বিস্তৃতি লাভ করার আগেই প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া যায়।

মেদ বিশিষ্ট শরীরের চিকিৎসা

ওজন কমানোর জন্য সবজি (ঐ সবজিগুলো ব্যতীত যা রোগ সৃষ্টিকারী, যেমন- আলু ইত্যাদি) উত্তম নেয়ামত। তবে যেন শুধুমাত্র পানি দিয়ে সিদ্ধ করা হয় অথবা একজনের জন্য যেন শুধু এক চা চামচ পরিমাণ হিসাব করে যায়তুন শরীফের তেল (অলিভ অয়েল) দিয়ে রান্না করা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

হলুদ, মরিচ মসলা দিতে পারবেন। প্রতিদিন এক গ্রাম (অর্থাৎ-এক চিমটি) পরিমাণ হলুদ প্রত্যেকের খাওয়া উচিত। এতে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ক্যান্সার হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। প্রত্যেক বেলার খাবারে উপরোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী রান্নাকৃত সবজি কমপক্ষে পূর্ণ এক বাসন খাবেন। যদি রুটি ও ভাত ইত্যাদি খাওয়ার প্রয়োজন হয় তবে শুধুমাত্র অর্ধেক চাপাতি, শুধু আধা কাপ সাদা ভাত, ছোট্ট একখানা মাংসের টুকরা, আম খেতে ইচ্ছে হলে, তবে সারা দিনে শুধু অর্ধেক আম, চা পান করতে চাইলে, তবে “ইস্কিমট মিল্ক” এর তিন চা পান করে নিন। যদি তা পান করতে না পারেন, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এক কাপ চায়ের মধ্যে Canderel (কেন্ডিরিল) এর একটি বড়ি মিশান। যদি ডায়াবেটিক রোগ থাকে, তবে চিনির পরিবর্তে চায়ে পরিমাণ মত মধু দিতে পারেন। সালাদ, কাকড়ি (শশা জাতীয়), ক্ষীরা, ইত্যাদিও বেশি পরিমাণে ব্যবহার করুন। সব ধরনের খাবার ও তরকারী যায়তুন শরীফের তেল (অলিভ অয়েল) ব্যবহারই উত্তম হবে। অন্যথায় CORN OIL (ভুট্টার তেল), তাও সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করুন। খাবারের পূর্বে তরকারীর পেয়ালার উপর থেকে চামচ দিয়ে তেল, ঘি এমনভাবে নিয়ে ফেলুন যাতে এক ফোঁটাও অবশিষ্ট না থাকে। তবে শরয়ী অনুমোদন ছাড়া এ তেল, ঘি ফেলে দেয়া অপচয় ও গুনাহ্। এগুলো পুনরায় রান্নার কাজে ব্যবহার করুন। ভাত, গরু-ছাগলের মাংস, ঘি, মাখন, ডিমের জর্দা, কেক, পেষ্টি, কোকো চকলেট ও টফি, বেকারীর তেলে ভাজা খাদ্যসামগ্রী, ক্রীম লাগানো অথবা মিষ্টি জাতীয় খাবার, মিষ্টি, আইসক্রীম, ঠান্ডা পানীয়, বেগুনী বা বেসন মিশিয়ে তৈরী খাবার, কাবাব, চমুচা ইত্যাদি ঐ ধরনের প্রতিটি বস্তু যাতে ময়দা, চর্বি বা মিষ্টতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তা থেকে বেঁচে থাকুন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ওজন কমতে শুরু করবে। আর আপনি إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ স্মার্ট হয়ে যাবেন। ডাক্তারদের নিকট “খাদ্য তালিকা” পাওয়া যায়, এর মাধ্যমেও ওজনের সাদৃশ্য ঠিক রাখতে পারেন। নিজের ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ওজন কমানো খুবই উত্তম পন্থা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

যথাসম্ভব এক ডাক্তারের কাছ থেকেই সর্বদা চিকিৎসা করানো উচিত। এতে এ উপকার হবে যে, ডাক্তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবেন। চিকিৎসা উত্তম পন্থায় করা সম্ভব হবে। আর যদি ডাক্তার বদলাতে থাকেন, তাহলে প্রতিটি নতুন ডাক্তার প্রথম থেকে চিকিৎসা করা শুরু করবেন আর আপনি বারবার প্রত্যেকের নিজ স্বার্থ সিদ্ধির বস্তুতে পরিণত হবেন।

কোষ্ঠকাঠিন্যের ৪টি চিকিৎসা

কুতুল কুলুব এর ২য় খন্ডের ৩৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রয়েছে, ছয় ঘন্টার পূর্বেই যদি খাবার বের হয়ে আসে (অর্থাৎ পায়খানা হয়ে যায়) তবে বুঝতে হবে পাকস্থলী অসুস্থ। আর যদি চব্বিশ ঘন্টা সময় ধরে পায়খানা না হয় তবেও বুঝে নেবেন যে, পাকস্থলী অসুস্থ হয়েছে। শরীরের বিভিন্ন জোড়ার ব্যাথা, পেটের বায়ু বের না হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। খালের প্রবাহমান পানি বন্ধ করে দেয়া হলে, যেভাবে খালের দু’পার্শ্বের ক্ষতি হয়ে থাকে এবং দু’পার্শ্ব ভেঙ্গে পানি প্রবাহিত হয়। অনুরূপভাবে প্রস্রাব পায়খানা বন্ধ করে রাখতে শরীরের ক্ষতি হয়ে থাকে। নিজের হজম শক্তি ঠিক রাখুন। অন্যথায় মেদ বৃদ্ধির চিকিৎসা করা কঠিন হবে। শাক-সবজি ও ফল-মূল খাবেন। যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তবে (১) চার, পাঁচটি পঁাকা পেয়ারা বীচিসহ অথবা (২) যতটুকু সম্ভব পেঁপে খাবেন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে। (৩) প্রতি চার দিন পরপর চার চামচ ‘ইসবগোলের ভূষি’ বা এক চামচ যেকোন হজমচূর্ণ পানির সাথে মিশিয়ে পান করে নিন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ পেট পরিষ্কার হতে থাকবে। প্রতিদিন যদি ইসবগোল বা হজমচূর্ণ ব্যবহার করেন তবে প্রায়ই এটার প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। (৪) যদি আপনার ডাক্তার অনুমতি দেন, তাহলে দু’তিন মাস পর পর পাঁচদিন পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা একটি করে ৪০০ মিলিগ্রামের GRAMEX (গ্রেমিক্স) 400 M.G (METRO NIDAJOLE) ব্যবহার করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজমী ইত্যাদি রোগ ও পেটের সুস্থতার জন্য إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ এটাকে উত্তম ঔষধ হিসেবে পাবেন। কিন্তু যখনই এ টেবলেট খাওয়া শুরু করবেন, তখন একাধারে পাঁচদিন পূর্ণ করা জরুরী। খালি পেটেও খেতে পারেন। বদহজমীর সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে পেটের কুফলে মদীনা।

অসময়ে নিদ্রা আসার প্রতিকার

এক গ্লাস পানিতে (কুসুম গরম হওয়া উত্তম) এক চামচ মধু মিশিয়ে খালি পেটে (অর্থাৎ সকালে কিছু খাওয়ার পূর্বে) ও রোযাবস্থায় ইফতারের সময় নিয়মিত ব্যবহার করুন। মেদ বৃদ্ধিসহ অনেক রোগ বিশেষ করে পেটের রোগ হতে إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ রক্ষা পাবেন। এর সাথে এক বা আধা টুকরা লেবুর রসও মিশিয়ে নেয়াটা অধিক উত্তম। إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ এতে উপকার আরো বৃদ্ধি পাবে। যদি পড়তে পড়তে কিংবা ইজতিমা ইত্যাদিতে বসে বসে অসময়ে ঘুম আসে, তবে إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ এ থেকে মুক্তি লাভ হবে।

মেদ বহুল শরীরের সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা

সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা- আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ক্ষুধাকে তিন ভাগ করে নেয়া যায়। এক ভাগ খাবার, এক ভাগ পানি ও এক ভাগ বাতাস (দ্বারা পেটের ক্ষুধা নিবারণ করা উচিত)।” যদি খাবারের মধ্যে এ নিয়ম পালন করা হয়, তাহলে إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ কখনো শরীর (অতিরিক্ত) মোটা হবে না এবং কখনো বায়ু, বাত, পেটের গন্ডগোল, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি রোগও হবে না। কিন্তু হায়! স্বাদ গ্রহণকারী নফসের টাল-বাহানাইতো মুক্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

আ-ইনে নও ছে ডরনা তরনা তরযে কুহান পে আড়না,
মনযিল ইয়েহী কঠিন হায় কওমু কি জিন্দেগী মে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

বেশি খাওয়াতে যে সকল রোগের সৃষ্টি হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পেটের কুফলে মদীনা লাগানোর পরিবর্তে বেশি খাবার খাওয়াতে পেট খারাপ হয়ে যায়। প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্য হয়ে থাকে। প্রবাদ রয়েছে, অর্থাৎ-কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ-ব্যধির মা।” ডাক্তারের কথা অনুযায়ী ৮০ শতাংশ রোগ পেট খারাপ হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়। এ সব রোগের মধ্যে ১২ প্রকার হচ্ছে এগুলো (১) মস্তিষ্কের রোগ (২) চোখের রোগ (৩) জিহ্বা ও গলার রোগ (৪) বক্ষ ও ফুসফুসের রোগ (৫) অর্ধাঙ্গ ও মুখের অর্ধাঙ্গ (৬) শরীরের নিশ্বাস অবশ হয়ে যাওয়া (৭) ডায়াবেটিক (৮) উচ্চ রক্ত চাপ (৯) মাথার মগজের রোগ ফেঁটে যাওয়া (১০) মানসিক রোগ (অর্থাৎ- পাগল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি) (১১) কলিজা ও পিত্তের রোগ (১২) হতাশাজনিত রোগ।

সুস্থ থাকার উপায়

হযরত সাযিয়্যদুনা ইবনে সালিম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: যদি কেউ গমের তৈরী শুকনো রুটি আদব অনুযায়ী খায়, তাহলে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন রোগ তার কাছে আসতে পারবেনা, অর্থাৎ-কখনো সে রোগাক্রান্ত হবে না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আদব কিরূপ? বললেন: ক্ষুধা লাগলে খাবেন আর পরিতৃপ্ত হওয়ার পূর্বে হাত গুটিয়ে নেবেন।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা)

না হুমজ বীমার কো আমরত ভি যহর আ-মীয হে,
সহ ইয়েহী হে সো দাওয়া কি এক দাওয়া পর হিয হে।

ক্ষুধার পরিচয়

সুন্নাত এটাই যে, যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত খাবার না খাওয়া। শুধুমাত্র খাবার খাওয়ার ইচ্ছা হলে খাবার খেয়ে নেয়া অথবা ক্ষুধা না লাগা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে আবশ্যিকভাবে খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

বরং ক্ষুধার পরিচয় দিতে গিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “ক্ষুধার আলামত হল শুধু রুটি হাতে আসতেই তরকারী ব্যতীত আগ্রহ সহকারে খাবার শুরু করে দেয়া। মোট কথা; যখনই রুটি হাতে এসে যায় তা আগ্রহভরে খেয়ে নেয়া আর যদি নফস শুধু রুটি নয়, বরং রুটির সাথে তরকারীও বায়না ধরে তবে মনে করবেন, এখনো ভালভাবে ক্ষুধা লাগেনি। (ইহুইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা)

ক্ষুধার চেয়ে বেশি খাওয়া

ক্ষুধার চেয়ে বেশি খাওয়া হারাম। বেশি অর্থ এষে, এতটুকু খেয়ে নেয়া যে, পেট খারাপ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। যেমন- ডায়রিয়া হয়ে যাবে এবং শরীর খারাপ হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা)

প্রত্যেকের খাদ্যের পরিমাণ এক রকম হয় না

কাউকে বেশি খেতে দেখে তাকে নিকৃষ্ট মনে করা কিংবা তার সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ করা জায়িয় নেই। কারণ প্রথমত পেট ভরে খাওয়া কোন গুনাহের কাজ নয় আর এটাও হতে পারে যে, তার শরীরের চাহিদা বেশি, তাই তার খাবারের পরিমাণও বেশি। কথাটা শুনে আপনি আশ্চর্য হলেন! জ্বী! হ্যাঁ! যেভাবে প্রত্যেকের ঘুম এক রকম নয়, অর্থাৎ কেউ দু'ঘন্টা আরাম করে নেয়াতে সারাদিনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় আর কেউ যদি দশ ঘন্টাও ঘুমিয়ে নেয় তারপরও অলসতাই অলসতা থেকে যায়। অনুরূপভাবে খাদ্যের ব্যাপারেও অর্থাৎ কারো শুধুমাত্র একটি রুটিতে পেট ভরে যায় আর কেউ চার বা পাঁচটি রুটি খাওয়ার পরও পরিতৃপ্ত হয় না। তাই এখন যদি পাঁচটি রুটি আহারকারী তিনটি রুটি খায় তবে নিশ্চয় সে ক্ষুধা থেকে কম খেল। আর একটি রুটি আহারকারীর তুলনায় কোরবানী দেয়ার ক্ষেত্রে সে এগিয়ে রয়েছে। যা হোক, অন্যের ব্যাপারে অনুসন্ধান করার পরিবর্তে নিজের আ'মলের বিচার বিশ্লেষণ করাতেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

কারণ যখন কারো দিকে একটি আঙ্গুল ইশারা করা হয় তখন তিনটি আঙ্গুলের মুখ এমনিতেই নিজের দিকে হয়ে যায়। মূলত এ থেকে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, অন্যের সমালোচনা করার পরিবর্তে নিজের দিকে দৃষ্টি দাও।

হিরস্ খানে কি দূর কর ইয়া রব!
কলব কো নূর নূর কর ইয়া রব!
বদ গুমানী কি খু নিকাল যায়ে,
দূর দিল ছে গুরুর কর ইয়া রব!

অধিক আহারকারীর মনে কষ্ট দেয়া হারাম

অধিক আহারকারী কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে শরীয়াত অনুমোদন ছাড়া তিরস্কার করে তার মনে কষ্ট দেয়া কাবীরা গুনাহ্ এবং জাহান্নামে নিষ্ক্ষেপকারী কাজ। অনেক সময় বেশি পরিমাণে খাওয়া প্রয়োজনের তাগিদেও হয়ে থাকে। যেমন- ‘গাভীর ন্যায় ক্ষুধা’ নামক রোগীর এত বেশি ক্ষুধা লাগে যে, যতই খাবার খায় না কেন তবুও ক্ষুধার অনুভূতি শেষ হয় না! মন চায়না তবুও বারংবার খেতে হয়। অনুরূপভাবে পাকস্থলীতে আলসার হয়ে পেট খালি থাকলে কষ্ট হয়, সুতরাং তার কিছু না কিছু খেতে হয়। যা হোক যদি কেউ বেশী খায়, তার ব্যাপারেও ভাল ধারণা পোষণ করা জরুরী। কেননা কম খাওয়া মুস্তাহাব। অপরদিকে মুসলমানের প্রতি কুধারণা পোষণ করা হারাম।

সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

পেট পূর্ণ করে পানি পান করা

প্রচন্ড গরমের দিনে, রোযা অবস্থায়, প্রচন্ড পিপাসায় এবং ইফতারের সময় পিপাসা নিবারণের জন্য ঠান্ডা পানি ও মিষ্টি মধুর শরবতও যদি মওজুদ থাকে তবুও এমন অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শরবত বাদ দিয়ে পানিও এতটুকু কম পান করা যেন পিপাসা নিবারণ না হয়, এটা খুবই উত্তম আমল ও তাকুওয়াবানদের নিয়ম আর যদি কেউ এতটুকু পানি পান করে নেয় যে, পিপাসা নিবারণ হয়ে যায় তবে এতে কোনরূপ গুনাহ নেই। গুর্দা পাথর ইত্যাদির চিকিৎসার জন্য বাধ্য হয়ে বেশি পরিমাণে পানি পান করতে হয়। আর এমনিতেই পরিতৃপ্ত (অর্থাৎ এতটুকু পানি পান করা যে, পিপাসা নিবারণ হয়ে যায়) হওয়ার পর জোর করে আরো পানি পান করে নেয়া তার জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়। যম্বযম্ব শরীফের পানির ব্যাপারটাইতো অন্য রকম। “এ পানি ইবাদাতের নিয়্যাতে দেখলে এক বৎসরের ইবাদাতের সাওয়াব লাভ হয়। তা পান করে যে দু’আই করা হয় তা কবুল হয়।” (আল্ মাসলাকুল মুতাকাসসিভুল মারুফ মানাসিকুল মুত্তা আলী ক্বারী, ৪৯৫ পৃষ্ঠা) সাওয়াব অর্জনের নিয়্যাতে তা পেট পূর্ণ করে পান করা উচিত। মুহসিনে আহলে সুন্নাত, সাদরুশ শরীআ, বাদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মওলানা মুফ্তি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: সেখানে যখন পান করবেন, পেট ভরে পান করবেন। হাদীসে পাকে রয়েছে, আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য এয়ে, তারা যম্বযম্ব শরীফের পানি পেট ভরে পান করে না।

(বাহারে শরীয়াত, খন্ড ৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা - ৪৭, আল মুসতাদরিক লিল হাকিম খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৪৬, হাদীস নং-১৭৩৮)

ইয়ে জমজম উছ লিয়ে হায় জিস লিয়ে উস্ কো পিয়ে কো-য়ি,

ইছি জমজম মে জান্নাত হায় ইছি জমজম মে কাউছার হে।

পায়ে হাঁটুনি

ফিজিও থেরাপিস্টের সাথে পরামর্শ করে নিজের বয়স অনুসারে প্রতিদিন হালকা পাতলা ব্যায়াম করা উচিত। এছাড়া রাতে খাওয়ার পর ডাক্তারের মতে কমপক্ষে একশত পঞ্চাশ কদম পায়ে হাঁটা উচিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল্লা)

আমার মাদানী মাশুওয়ারা (পরামর্শ) হচ্ছে, হাঁটতে হাঁটতে কমপক্ষে চল্লিশ বার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ এ দরুদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ একশত পঞ্চাশের চেয়ে অধিক কদম হাঁটা হয়ে যাবে। প্রত্যেককেই প্রতিদিন এক ঘন্টা পায়ে হাঁটা উচিত। যার একেবারে অভ্যাস নেই, সে প্রথমদিকে শুধু বার মিনিট যেন হাঁটে অথবা হাঁটতে হাঁটতে صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ ৩১৩ বার যেন পাঠ করে এবং শুরু ও শেষে একবার করে وَعَلَىٰ إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلَّمَ পাঠ করে নেয়। একটু ধীর স্থির ভাবে পাঠ করাতে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এক কিলোমিটার হাঁটা হয়ে যাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে বাড়তে বাড়তে ৩০ দিনের মধ্যেই প্রতিদিন ৫ কিলোমিটার পর্যন্ত হাঁটার ব্যবস্থা করে নিন। ইসলামী বোনেরা ঘরের চার দেয়ালের মধ্যেই হাঁটতে থাকুন। নিজের ওয়াযীফা গুলো বসে বসে পড়ার পরিবর্তে হাঁটা-চলায় পড়ার অভ্যাস করে নিন। আমার অনুরোধ গ্রহণ করে পায়ে হাঁটুন, অন্যথায় খোদা না করুন, ডাক্তারের কথায় যেন আবার অনুশোচনা ও টেনশনের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে হাঁটার পরিবর্তে দৌড়াতে না হয়।

সাধ্যের চেয়ে বেশি বোঝা

তৃতীয় পারার সূরাতুল বাকারার সর্বশেষ আয়াতে কারীমার মধ্যে আল্লাহ তাআলার রহমতপূর্ণ বাণী:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ কোন
আত্মার উপর বোঝা অপর্ণ করেন না, কিন্তু
তার সাধ্য পরিমাণ। (পারা-৩, সূরা- বাক্বারাহ, আয়াত-২৮৬)

لَا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় আল্লাহ কারো উপর তার শক্তির অধিক বোঝা চাপিয়ে দেননা। কিন্তু আফসোস শত কোটি আফসোস! ঐ লোভী ব্যক্তির জন্য, যে নফসের স্বাদের জন্য একেতো খাবার পেট ভর্তি করে খায়, অপরদিকে শরীরের চাহিদার অতিরিক্ত শুধুমাত্র স্বাদ গ্রহণের জন্য রাত-দিনের বিভিন্ন সময়েও এটা সেটা বিভিন্ন কিছু খেয়ে নিজের পাকস্থলীর উপর সেটার শক্তির অধিক বোঝা চাপিয়ে দিতে থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

উদারগণস্বরূপ বলা যায়, যে ব্যক্তি এক মণ নিতে পারবে তাকে যদি আড়াই মণ তুলে দেয়া হয় তবে সে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাবে। অনুরূপভাবে পাকস্থলীর কাজেরও একটি সীমা আছে। যদি ভালভাবে চিবানো ছাড়া অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য এতে দেয়া হয় তবে বেচারা অবশেষে বস্তুগুলো কিভাবে হজম করতে পারবে? ফলে হজমের ব্যবস্থাপনায় ওলট-পালট অবস্থা হয়ে যাবে। পাকস্থলী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে আর এরপর সমস্ত শরীরকে রোগ-ব্যাধি সরবরাহ করা শুরু করবে। যেমন- মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, ছয়ুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “পাকস্থলী হচ্ছে শরীরের মাঝে হাওজ বা কুয়ার ন্যায়, আর শরীরের নলগুলো (রগ) পাকস্থলীর দিকে ধাবিত রয়েছে। যদি পাকস্থলী সুস্থ থাকে তাহলে রগগুলো (পাকস্থলী হতে) সুস্থতা নিয়ে ফিরে যায় আর যদি পাকস্থলী খারাপ হয় তাহলে রগ রোগ নিয়ে ফিরে যায়।

(শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৭৯৬)

মরজে ইছইয়া কি তরক্কি ছে ছয়া হো জা বালাব,
মুব কো আচ্ছা কীজিয়ে হালত মেরী আচ্ছি নেহী।

আমি খাবার খুব কম খাই

অনেক ইসলামী ভাই এমন রয়েছেন, যারা হয়তো মেদবহুল হয়ে থাকেন কিংবা পেটের রোগে আক্রান্ত। তাদেরকে বলতে শূনা যায়, “আমি খাবার খুব কম খাই”। তাদের মধ্যে অনেকেতো কঠিন হৃদয়ের কারণে মিথ্যা বলাতে নির্ভীক হয়ে থাকে আর কিছু সংখ্যক ভুল ধারণার বশীভূত হয়ে এমন বলে ফেলেন। কিন্তু তাদের সারাদিনের খাদ্যাভ্যাসের প্রতি দৃষ্টি দিলে জানা যাবে যে, তারা যেটাকে “কম খানা” বলছেন, তাতে নাস্তায় ডিম পরাটা, মাখন লাগানো বন দুধের সরসহ হালুয়া, চনাপুরি। অতঃপর সারাদিনের অন্যান্য খাদ্য দু’ একটি ঠান্ডা পানীয়ের বোতল, এক আধটা আইসক্রীম, তিন চারবার চা-বিস্কিট, বার্গার, কেক পিস, সামান্য মিষ্টি ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আর এভাবে পাকস্থলীর ধ্বংস প্রক্রিয়া, ওজন বৃদ্ধি অথবা রোগ-ব্যাধির গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

যদি সত্যিই কারো পেট অল্প খাওয়াতে ভর্তি হয়ে যায়, তবে তারও উচিত, আরো খাবার কম করে নেয়া, যেন ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকে। যেমন- পিঁপড়া নিজের (খাওয়ার) “অভ্যাস” থেকে কম করে এবং হাতি নিজের “মণ” (পরিমাণ খাওয়া) থেকে কম করে।

খোদা হামকো সাহ বোলনে কি দে তওফিক,
তু মুহ সৌছ কর খুলনে কি দে তওফিক।

কম আহার করার সতর্কতা

(১) বাবা কিংবা মা যদি নির্দেশ দেন যে, পেট ভরে খেয়ে নাও। তবে তাঁদের আনুগত্য করুন। (২) যদি কারো চাকরী করেন আর সেখানে কম খেতে চান, এমতাবস্থায় যদি কম খাওয়াতে শরীরে দুর্বলতা আসে যার কারণে ভালভাবে কাজ করতে অপারগ হন তাহলে কম খাওয়ার জন্য মালিকের অনুমতি নেওয়া জরুরী। (৩) অনুরূপভাবে ইসলামী শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা গ্রহণে যদি কম-খাওয়ার কারণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, তাহলে প্রয়োজন অনুসারে খেয়ে নিন। (৪) আপনার মেহমান আপনার সাথে খেতে বসেছেন আর আপনার কম খাওয়ার কারণে এ আশংকা রয়েছে যে, লজ্জায় তিনিও হাত গুটিয়ে নেবেন, তবে সেদিকে লক্ষ্য করে চলুন। (৫) যদি মেযবান (যার ঘরে খাবার খাচ্ছেন) অনুরোধ করেন এবং কোন অপারগতা না থাকে, তাহলে ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকাবস্থায় আরো কিছু পরিমাণ খেয়ে নিন কারণ এটা হল ভদ্রতা। তদুপরি মুসলমানের অন্তর খুশী করা সাওয়াবের কাজ। প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি মুসলমানের পরিবার-পরিজনদেরকে খুশী করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত নির্ধারণ ছাড়া অন্য কিছু পছন্দ করেন না।

(তাবারানী সাগীর, ২য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

কম খাওয়া উত্তম কিন্তু মিথ্যা বলা হারাম

দাওয়াতে যখন মেযবান বলেন: আর অল্প নিন! তখন যদি আপনি খাবার শেষ করে নেন এবং ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও আর খাওয়ার আগ্রহ না থাকে তবে খুব সাবধানে জবাব দেবেন। যেমন- এভাবে বলুন, আল্লাহ্ বরকত দান করুন, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমি আমার হিসাব মত খেয়ে নিয়েছি ইত্যাদি। কখনো মিথ্যা বাক্যাবলী বলবেন না। কম খাওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত মিথ্যা বাক্য সমূহের উদাহরণ হচ্ছে, আমি পেট ভরে খেয়ে নিয়েছি, আমার পেট পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। না না, পেটে আর তিল ধারণের জায়গা নেই। সত্যি বলছি একেবারে ক্ষুধা অবশিষ্ট নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে রাখবেন! মিথ্যা বলা কাবীরা গুনাহ্, হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। তাকওয়ার পথে খুবই সতর্কতার সাথে অগ্রসর হবেন। যেন আবার এমন না হয়, ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার মুস্তাহাব ও উত্তম আমল করতে গেলেন আর নফস আপনাকে সেখান থেকে উঠিয়ে রিয়াকারী, মিথ্যা, অহংকার, মা-বাবার অবাধ্যতা ও মুসলমানকে তুচ্ছ মনে করা ও খারাপ ধারণা পোষণ ইত্যাদি হারাম কাজে লিপ্ত করে জাহান্নামী হওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। কারণ নফস বা কু-প্রবৃত্তির কাজই হচ্ছে মন্দ কাজের প্রতি প্ররোচিত করা। যেমন কুরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয়

রিপুতো মন্দ কাজের বড় নির্দেশদাতা, **إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ**

(পারা- ১৩, সূরা- ইউসুফ, আয়াত- ৫৩)

নফস কি চালছে বাঁচা ইয়া রব,

ইছকে জঞ্জালছে বাঁচা ইয়া রব।

‘নফসকে’ মেরে ফেলার পরিপূর্ণ চেষ্টা করা উচিত। কেননা যে নফসকে মারতে পেরেছে অথবা সেটাকে মন্দ আকাংখা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছে, তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। যেমন খোদায়ে রহমান এর জান্নাতরূপী বাণী হচ্ছে:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
আর সেই ব্যক্তি, যে আপন
প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবার
ভয় করেছে এবং নফসকে (মন)
কু-প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে,
তবে, নিশ্চয় জান্নাতই তার
ঠিকানা। (পারা- ৩০, সূরা- আননাযি‘আত,
আয়াত- ৪০, ৪১)

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ
رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ
عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ
الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى مُحَمَّدٍ

নফস কাকে বলে ?

যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য “পেটের কুফলে মদীনা”
লাগিয়ে ক্ষুধার্ত থাকার বরকতসমূহ লাভ করার জন্য আপনার মন-
মানসিকতা তৈরী হয়, তাহলে এটা স্মরণ রাখবেন, নফসের সাথে প্রচণ্ড
লড়াই করতে হবে। নফস সহজেই আয়ত্বে আসার মত নয়। হযরত
সায়িদুনা বায়েজীদ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “নফস এমন একটি বস্তু, খারাপ
কাজ ছাড়া যেটার শাস্তিই আসে না।” হযরত সায়িদুনা সুলাইমান দারানী
رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: নফসের বিরোধিতা করা খুবই উত্তম আমল।

(কাশফুল মাহজুব, ৩৯৫-৩৯৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ, আল্লাহকে নবী ছে, ফরিয়াদ হে নফস কি বদী ছে।
ঈমা পে বেহতর মওত উ নফস, তেরি না পাক জিন্দেগী ছে।

নফসের জন্য এক বৎসরের ইবাদত থেকে উত্তম

হযরত সায়িদুনা আবু সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন:
“নফসের ইচ্ছা গুলো থেকে কোন একটি ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করা নফসের
জন্য এক বৎসরের রোযা ও এক বৎসরের রাতের ইবাদত থেকেও অধিক
উত্তম।” (জাযবুল কুলুব, ২য় খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

শিয়ালের বাচ্চার আকৃতিতে নফস

বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى অনেক সময় নফসকে, বিশেষ আকৃতিতে দেখেছেন এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ আলইয়ান নসবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন: প্রাথমিক অবস্থায় যখন আমি নফসের ধ্বংস প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে জানতে পারলাম তখন সেটার সাথে আমার ভীষণ শত্রুতা হয়ে গেল। একদা দেখলাম, শিয়ালের বাচ্চার মত একটি প্রাণী আমার কণ্ঠনালী হতে হঠাৎ করে বের হয়ে গেল! আল্লাহ তাআলা আমাকে সেটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন আর বুঝে গেলাম, এটা আমার নফস! আমি সাথে সাথে প্রবল আক্রোশে সেটার উপর ঝাপিয়ে পড়লাম এবং সমস্ত ঘণাকে একত্রিত করে নিজ পায়ে সেটাকে পিষতে লাগলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার! আমি যতই সেটাকে পিষতে থাকি ততই সেটা লম্বা হতে থাকে! আমি বিরক্ত হয়ে বললাম: ওহে নফস! প্রতিটি বস্তু কষ্ট ও আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায় অথচ তুই এর বিপরীত বাড়তে শুরু করেছিস। সেটা জবাব দিল, “আমার ব্যাপারটাই উল্টা। যে বিষয়ে অন্য বস্তু গুলোর কষ্ট হয়, সেগুলো দ্বারা আমি শান্তি লাভ করি, আর যে সব বিষয়ে অন্যদের শান্তি লাভ হয়, আমার সেগুলো দ্বারা কষ্ট হয়!”

(কাশফুল মাহজুব অনূদিত, মুজাহিদাতে নফস অধ্যায়, ৪০৭ পৃষ্ঠা)

নিহাঙ্গ ও আবদাহা মা-রা আগর ছে শেরে নার মা-রা
বড়ে মুজি কো মা-রা নফসে আন্মারা কো গর মা-রা।

খাওয়ার জন্য বাঁচ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! নফসকে হত্যা করা খুবই কঠিন কাজ। তাই বলে তাকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিয়ে চূপ করে বসে থাকলে চলবেনা। যে কোনভাবেই এটাকে আয়ত্বে নিয়ে আসার চেষ্টা করা উচিত। আর এর একটি উপায় এও যে, নফস যা বলে তার বিপরীত কাজ করা। যেমন সেটা ভাল ভাল খাবার, মজাদার খাবারের স্বাদ গ্রহণে যখন পরামর্শ দেয় বা পেট ভরে খাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে, তখন তার কথা মানবেন না। শুধু প্রয়োজন অনুপাতে খাবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

হুযূর দাতা সাহিব رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “ক্ষুধা সিদ্দীক্বীনদের খাবার ও মুরীদদের সুলুক (রীতি-নীতি) এর পথ। আগেকার যুগে লোকেরা জীবিত থাকার জন্য খেতেন অথচ তোমরা খাওয়ার জন্য জীবিত রয়েছ।”

(কাশফুল মাহজুব অনূদিত, ৬০৫ পৃষ্ঠা)

সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্বাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

স্বয়ং রোগী ডাক্তার হলেন

কথিত আছে, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ খাজা মাহবুব্বে ইলাহী নিযামুদ্দীন আওলিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খুবই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। মুরীদরা আরয করল: “হুযূর! এখানে একজন পন্ডিত “ঝাড়-ফুঁকের” কাজ করেন তার চিকিৎসা খুবই প্রসিদ্ধ। যদি অনুমতি দেন তবে তার কাছে আপনাকে নিয়ে যাই।” তিনি বললেন: “আমি চিকিৎসার জন্য কাফিরের নিকট যাব না।” রোগ আরো বৃদ্ধি পেল এবং তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বেহুশ হয়ে গেলেন। মুরীদরা তাঁকে তুলে ঐ “পন্ডিতের” নিকট নিয়ে গেল। সে যখন ফুঁক মারল তখন তাঁর رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হুশ ফিরে আসল আর তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। তিনি সুস্থবোধ করলেন। পন্ডিতকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “চিকিৎসায় তোমার এ যোগ্যতা কিভাবে অর্জিত হল?” সে বলল: “আমার উস্তাদ আমার কাছ থেকে শপথ নিয়েছেন, নফস যা কিছু বলে, এর বিপরীত করবে। তাই আমার যখন ঠান্ডা পানি পান করার ইচ্ছা হয় তখন গরম পানি পান করি। নফস ভাত খেতে চাইলে রুটি খেয়ে নিই। এভাবে নফসের কথার বিপরীত করতে করতে আমার মাঝে এ শক্তি সৃষ্টি হয়েছে।” তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: “এটা বল তো, তোমার নফস তোমাকে মুসলমান হওয়ার জন্য বলে নাকি বলে না?”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

সে বলল: “আমাকে নিষেধ করে,” তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: “এটা মুসলমান হতে নিষেধ করছে, তাই তোমার মূলনীতি অনুযায়ী সেটার কথার বিপরীত কাজ করে তোমার উচিত মুসলমান হয়ে যাওয়া।” একথা তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কিছুটা এরূপ হৃদয়গ্রাহী নিয়মে বললেন: সেটা প্রভাব সৃষ্টিকারী তীর হয়ে তার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে গেল আর সে হঠাৎ বলে উঠল, “আমি আমার কুফর থেকে তাওবা করে মুসলমান হয়ে যাচ্ছি এবং সে পাঠ করতে লাগল:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

এর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ! সে পন্ডিত হযরত খাজা নিয়ামুদ্দীন سے শিখেন الله عزوجل বাহ্যিক রোগের চিকিৎসা করল আর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তার সে উপকারের বিনিময়ে তার আভ্যন্তরীণ রোগের চিকিৎসা করে দিলেন। সে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ শরীরের চিকিৎসা করলেন, তিনি তার রুহের চিকিৎসা করে দিলেন। সে বাহ্যিক রোগ দূর করল, তিনি তার আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ কুফরের রোগ দূর করে দিলেন।

নেগাহে ওলী মে উও তছির দেখি,
বদলতী হাজারো কী তাকদীর দেখি।

দাঁতের মাড়ির ক্যাঙ্কার

চা, পান খাওয়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তি খাবারের সাথে সাথে চা ও পান খাওয়ার পরিমাণ কমানোর মন-মানসিকতা তৈরী করুন। এমন যেন না হয়, আপনি খাবার কমাবেন আর ধোঁকাবাজ নফস আপনাকে ক্ষুধা নিবারণের আশা দিয়ে চা ও পান চিবানোর হার বাড়ানোর বিপদে লিপ্ত করে দিবে। চা গুর্দার জন্য ক্ষতিকারক আর পান খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করার মধ্যেই ফায়দা রয়েছে। যারা এগুলো বেশি পরিমাণে খেয়ে থাকে তাদের মাড়ি, মুখ ও গলার ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বেশি পান খাওয়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তিদের মুখ ভেতরে লাল লাল হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

যদি মাড়িতে রক্ত কিংবা পুঁজ জমে যায় তখন তা ঐ কারণে দেখা যায় না আর ওগুলো নিজের অজান্তে পেটে প্রবেশ করতে থাকে। হয়তো তাদের ঐ সময়ই জানা হবে, আল্লাহ না করুন কোন মারাত্মক রোগ শিকড় গেড়ে বসবে। আর তা তাকে যন্ত্রণা দিতে থাকবে।

নকল খয়েরের ধ্বংসযজ্ঞতা

পাকিস্তানে সম্ভবত পানের খয়ের উৎপন্ন হয় না। সুতরাং সম্পদ লোভী ব্যক্তিবর্গ, যাদের দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা থাকে না ঐ সব লোকেরা মাটির সাথে চামড়ার রং মিশিয়ে “খয়ের” এর মত একটা বস্তু বানিয়ে বিক্রি করে! আর এভাবে বেচারী পান ভক্ষণকারী বিভিন্ন ধরনের রোগের শিকার হয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

খাবার স্বাদ শুধুমাত্র কঠিনালী পর্যন্ত অনুভব হয়ে থাকে

জবের শুকনো রুটি হোক কিংবা ঘিয়ে ভাজা পরাটা, পেটে যাওয়ার সাথে সাথে সবই একাকার হয়ে যায়। যে মাত্র খাবার কঠিনালী থেকে নীচে আসে, তখনই তার স্বাদ নিঃশেষ হয়ে যায়। যা-ই হাতে আসে তা-ই পেটে নিক্ষেপ করা ও চেপে চেপে পেট ভর্তি করে খাওয়াতে শুধুমাত্র জিহ্বারই স্বাদ গ্রহণ হয়ে থাকে। আর স্বাদ গ্রহণ শুধুমাত্র কিছুক্ষণের জন্যই। কিন্তু এ দ্বারা দ্বীনী ও দুনিয়াবী ক্ষতিসমূহ হয়ে থাকে দীর্ঘস্থায়ী। যদি কেউ ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে তবে তার সামনে এ বিষয় প্রকাশ পাবে, দু’মিনিটের স্বাদ লাভের জন্য আখিরাতে দীর্ঘ হিসাব-নিকাশের বোঝা মাথায় নেয়া, এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে বরং কবর পর্যন্ত পিছু ধাওয়াকারী রোগ-ব্যাদিকে আলিঙ্গন করে নেয়া কখনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই “পেটের কুফলে মদীনা” লাগিয়ে কম খাওয়াতেই নিরাপত্তা বিদ্যমান রয়েছে। হযরত সাযিয়্যুনা আবু দারদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “মুহর্তের জন্য কামনা-বাসনার আনুগত্য করা, দীর্ঘস্থায়ী পেরেশানীর কারণ হয়ে থাকে।”

ইয়াউও গোয়ী, ডাট কে খানা খোব সোনা ছুট জায়ে,
দুনিয়াবী লাজ্জাত ছে দিল কাশ মেরা টুট জায়ে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

মজাদার লোকমার অদ্ভুত বাস্তবতা

ভেবে দেখুন! জিহ্বাকে স্বাদদানকারী সুগন্ধে ভরা, ঘিয়ে ভাজা, খুবই মজাদার পরিপাটি খাবার অত্যন্ত আগ্রহ ভরে যদি কেউ মুখে দেয় আর চপ চপ করে চিবিয়ে যেমাত্র কঠনালীর নীচে নেমে যায়, তখনই তার সব স্বাদ শেষ হয়ে যায়। এরপর যদি ঐ মজাদার খাবারই বমিরূপে বের হয়ে আসে, তখন সেটার দিকে তাকাতেও ঘৃণার সৃষ্টি হবে। এটাই হল ঐ স্বাদপূর্ণ খাবারের বাস্তবতা। এছাড়া এ মজাদার খাবারের মর্যাদা কতটুকু তা এ ঘটনা থেকে বুঝার চেষ্টা করুন।

সদয় বিগলিত ঘটনা

একটি মহল্লায় পায়খানা পরিষ্কার করা হচ্ছিল, যে কারণে চারিদিকে মল-মূত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। লোকেরা দুর্গন্ধ এড়ানোর জন্য নাকে রুমাল দিয়ে দ্রুতবেগে সে জায়গা অতিক্রম করে যাচ্ছিল, এমন সময় ঐ মল-মূত্র গুলো তাদেরকে ডাক দিয়ে (আপন অবস্থার ভাষায়) বলতে লাগল: “ওহে পলায়নকারীগণ! একটু থামো! আমাদেরকে চিনে নাও, আমরা কারা? আমরা সেই বস্তু যাদেরকে তোমরা খুবই কষ্টে অর্জন করেছ, অনেক পরিশ্রম করে রান্না করেছ আর খুব মজা করে গো-গ্রাসে খেয়েছ এবং তা দিয়ে নিজের পাকস্থলী ভর্তি করেছ। আফসোস! তোমাদের সাথে মূহুর্তের সংস্পর্শ আমাদের এ অবস্থা করে দিয়েছে! আমাদের কাছ থেকে তোমরা কেন পালাচ্ছ! আমরাতো তোমাদের মজাদার বিরিয়ানী, ঘিয়ে ভাজা পরাটা, এবং পরিপাটি কোরমা।

দেখো মুঝে জু দীদায়ে ইবরত নিগাহ হো।

নিজের অবস্থা সম্পর্কে স্মরণদানকারী চাবুক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুধু নসিহতই নসিহত। খাবার যত উত্তম হবে সেটার পরিণাম ততই মন্দ হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

মানুষ যত মজাদার ও মসলাযুক্ত তেলে ভরা খাবার খায় সেটার পায়খানাও তত বেশি ভীষণ দুর্গন্ধ যুক্ত হয়ে থাকে। অথচ ঘাস ও তৃণলতা ভক্ষণকারী পশুর গোবর মানুষের পায়খানার তুলনায় একেবারে কম দুর্গন্ধযুক্ত হয়। হয়তো একথা গুলো পড়ে বা শুনে কারো মনে খারাপ লাগতে পারে এবং নফসও তাকে রাগান্বিত করার জন্য কুমন্ত্রণা দিতে পারে। তাই তাদের সামনে আমার বিনীত আরয, আপনার অসন্তুষ্টি হওয়াটা একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন, একেবারে অহেতুক। আপনার এ অসন্তুষ্টি হওয়াটাও সরাসরি একটি শিক্ষা। ভেবে দেখুন যে, আমাদের মত গুনাহগার মানুষ খুব অহংকার ও গর্ব করে থাকি। অথচ এটা একবারও ভাবি না, আমার মর্যাদাইবা কি! আমিতো এমন অকর্মণ্য যে, উত্তম খাবারও আমার সংস্পর্শে কিছুক্ষণ থাকার পর এমনভাবে বিলীন ও বিকৃত হয়ে যায়, এখন তা দেখতেতো চাইবই না, এমনকি সেটার আলোচনা শুনাও আমার নিকট অপছন্দীয়। হযরত সায়্যিদুনা তাউস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এক ব্যক্তিকে গর্ব ভরে চলতে দেখে বললেন: এটা (গর্ব ভরে চলা) ঐ ব্যক্তির চালচলন বা কাজ নয়, যার পেটে দুর্গন্ধ বস্তু ভর্তি রয়েছে! হযরত সায়্যিদুনা মুতাররিফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হাজ্জাজ বিন ইউসূফের ফৌজের সেনাপতি মুহাল্লাবকে রেশমী কাপড়ের পোষাক পরিহিত অবস্থায় গর্ব ভরে হাঁটতে দেখে যখন তাকে তার ক্রটি-বিচ্যুতি দেখিয়ে দিলেন, তখন সে বলতে লাগল, “আমাকে চেন না, আমি কে!” তিনি বললেন: “আমি তোকে খুব ভাল ভাবে জানি, পূর্বে তুই একটি নাপাক পানির ফোঁটা ছিলি আর অবশেষে পাঁচা একটি লাশ হবি এবং এটাতো সকলেই জানে যে, তুই পেটের মধ্যে নাপাক বস্তু বহন করে চলা-ফেরা করিস।” এরূপ কড়া কথা শুনে সে লজ্জিত হয়ে গর্ব সহকারে চলা থেকে বিরত রইল। হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন যুবাইর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “অদ্ভুদ ব্যাপার, মানুষ অহংকার করে অথচ সে দু’বার প্রস্রাবের স্থান দিয়ে বের হয়েছে!”

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

আপনি কি কম খাওয়ার অভ্যাস গড়তে চান?

যদি আপনি পেটের কুফলে মদীনা লাগাতে চান অর্থাৎ কম খাওয়ার অভ্যাস গড়তে ও এতে অটল থাকতে মনস্থ করেন তবে আমার এ মাদানী মাশওয়ারা (পরামর্শ) গুলোর উপর আমল করুন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ। অনেক উপকার হবে। নিজের মন-মানসিকতা এভাবে তৈরী করুন, যেভাবে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “পেট ভরে খাবার খাওয়াটাও আখিরাতের হিসাব-নিকাশের ভয়াবহতা ও মৃত্যুর সময় ভীষণ কষ্টের একটি কারণ।” হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আরো বলেন: “অধিক খাবার খাওয়া আখিরাতের সাওয়াবকে কমিয়ে দেয়। সুতরাং তোমরা যে পরিমাণ স্বাদ দুনিয়াতে অর্জন করবে, সে পরিমাণ আখিরাতে কম হয়ে যাবে।”

(মিনহাজুল আবেদীন, ৯৪ পৃষ্ঠা)

ডাটকে খানে কি মস্ববত কলব ছে মেরে নিকাল,
নাযআ মে দে মুঝ কো রাহাত আয় খোদায়ে যুলযালাল।

জাহান্নামীদের খাবার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জিহ্বার কয়েক মিনিটের স্বাদ গ্রহণের জন্য বর্ণিত ভয়ানক বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল না করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পেটের কুফলে মদীনা লাগিয়ে অল্প খাওয়াতেই নিরাপত্তা রয়েছে। পেট ভর্তি করা কিংবা মজাদার বস্তু খাওয়া ও ঠান্ডা পানীয় পান করার প্রতি মনে লালসা হলে তখন হৃদয় কাঁপানো জাহান্নামের কষ্টদায়ক পানাহারের কথা স্মরণ করুন। যেগুলো কাফিরদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। জাহান্নামীদের খাবারের হৃদয় বিদারক পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনা করে আল্লাহ তাআলা সূরা দুখানেরা আয়াত নম্বর ৪৩-৪৬ এর মধ্যে ইরশাদ করেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

নিশ্চয় যাককুম বৃক্ষ, পাপীদের খাদ্য, গলিত তাম্বের ন্যায় পেটগুলোর মধ্যে ফুটে থাকবে, যেমন উত্তপ্ত পানি ফুটে থাকে।

(পারা- ২৫, সূরা-আদ দুখান, আয়াত- ৪৩-৪৬)

إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ ۖ طَعَامُ
الْأَثِيمِ ۖ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي
الْبُطُونِ ۖ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ

জাহান্নামীদের ধ্বংসকারী পানীয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ হচ্ছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং

তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাড়ি-ভূড়িকে টুকর টুকর করে ফেলবে।

(পারা- ২৬, সূরা- মুহাম্মদ, আয়াত- ১৫)

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا
فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

সাপের বিষের পেয়ালা

মুগীস বিন সামী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “যখন কাউকে দোষখে নেয়া হবে, তখন তাকে বলা হবে, অপেক্ষা কর আমি তোমাকে একটি উপহার দিচ্ছি। অতঃপর সাপের বিষ ভর্তি একটি পেয়ালা তাকে দেয়া হবে। যখন সেটা সে নিজের মুখের নিকটবর্তী করবে তখন তার চেহারার মাংস ও হাঁড়গুলো খসে পড়বে।” (আলবরুদুসসা-ফিরাহ, ৪৪২ পৃষ্ঠা)

করম আয্ পায়ে মুস্তফা ইয়া ইলাহী,
জাহান্নাম ছে মুঝ কো বাঁচা ইয়া ইলাহী।

সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। إِنَّ شَأْنَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

বড় ধরণের নেয়ামতের হিসাবও বড় হবে

ঘরের সবাই যদি ঐক্যমত হয় তবে খাবার, তরকারী ইত্যাদিতে যে পরিমাণ তেল, মসলা ব্যবহার করেন তার চেয়ে পরিমাণ কমিয়ে অর্ধেক নিয়ে আসুন। এর ফলে খাবারের স্বাদ কমে যাবে। যখন স্বাদ কমে যাবে তখন খাবারের প্রতি আগ্রহও কমে যাবে। **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** পেটের কুফলে মদীনা লাগানো অর্থাৎ অল্প খাওয়া তখন সহজ হয়ে যাবে। রুটির ছোট্ট টুকরা যা দ্বারা কোন রকমে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করা হয়েছে, সেটোর হিসাব কিয়ামতে হবে না। অন্যথায় মনে রাখবেন! দুনিয়াতে খাবার যত উত্তম ও মজাদার খাবেন কিয়ামতের হিসাবও তদনুযায়ী কঠোর থেকে কঠোরতর হবে। যদি কারো বিরিয়ানী পছন্দনীয় খাদ্য, তার জন্য তুলনামূলকভাবে খিচুড়ীর হিসাব সহজ হবে। কিয়ামতে বিচার ব্যবস্থাও এমন হবে যে, যার যে বস্তু অধিক পছন্দনীয় হবে, সেটা তার জন্য বড় ধরণের নেয়ামত হিসাবে গণ্য করা হবে। যেমন-যার কাছে বিরিয়ানীর তুলনায় খিচুড়ি অধিক পছন্দনীয় তার জন্য খিচুড়ীই হবে বড় নেয়ামত। এরকম ক্ষেত্রে বিরিয়ানীর তুলনায় খিচুড়ীর হিসাবই হবে কঠিন। সাধারণ পানির তুলনায় ঠান্ডা পানির, সাধারণ খাবারের তুলনায় মজাদার খাবারের হিসাব অধিক কঠিনভাবে নেয়া হবে। পোলাও, কোরমা, রুটি ইত্যাদি গরম গরম হলে তখন হিসাব হবে কঠিন আর যদি একেবারে ঠান্ডা ও স্বাদহীন হয়ে যায় তখন হিসাবও হবে সহজ। কারণ যেহেতু নফসের এ ধরণের খাবার পছন্দনীয় হয় না। আহ! প্রতিটি নেয়ামত সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে।

প্রতিটি নেয়ামতের ব্যাপারে তিনটি প্রশ্ন

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: “কিয়ামতের দিন প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারে এ তিনটি প্রশ্ন করা হবে!
(১) তুমি এ বস্তুটি কিভাবে অর্জন করেছ? (২) এটা কোথায় খরচ করেছ?
(৩) কোন নিয়্যতে খরচ করেছ?” (মিনহাজুল আবেদীন, ১০০ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর
নিশ্চয় নিশ্চয় সেদিন তোমাদেরকে
নেয়ামাত সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা
হবে। (পারা-৩০, সূরা- তাকাছুর, আয়াত- ৮)

ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ
عَنِ النَّعِيمِ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর শপথ! দুনিয়ার জাঁকজমকের মধ্যে বিভ্রাট ও ক্ষমতার অধিকারীদের তুলনায় সুনাতের অনুসারী গরীব ও নিঃশ্ব ব্যক্তির হা হা সেদিন অধিক ভাগ্যবান। তারাই আখিরাতে সফলকাম হবে যারা রোগ-ব্যাদি ও বিপদাপদে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ এর আনুগত্য করেছে। একটি শিক্ষণীয় বর্ণনা শুনুন এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। যেমন-

জাথনামে ডুব দেয়া

হযরত সাযিয়্যদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, “তিনি বলেন যে, নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন কাফিরদের মধ্য থেকে ঐ ব্যক্তিকে আনা হবে, যে দুনিয়াতে অনেক বেশী নেয়ামাত দ্বারা ধনবান ছিল।” বলা হবে, “এ ব্যক্তিকে আগুনে ডুবিয়ে দাও।” তাকে আগুনে ডুবিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, “ওহে অমুক! কখনো কি তুমি নেয়ামাত দ্বারা ধনবান হয়েছিলে? তখন সে বলবে, “না, আমি কখনো কোন নেয়ামাত লাভ করিনি।” এরপর মুসলমানদের মধ্য থেকে ঐ ব্যক্তিকে আনা হবে, যে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি মুসিবতগ্রস্ত ও খারাপ অবস্থায় ছিল। বলা হবে, “এ ব্যক্তিকে জান্নাতে একবার ঘুরিয়ে আন।” তাকে জান্নাতে একবার ঘুরিয়ে আনা হবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, “ওহে অমুক! তুমি কখনো কঠোরতা দেখেছ, তুমি কি কখনো মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছ? তখন সে বলবে, না, আমি কখনো কঠোরতা দেখিনি আর না কখনোই আমি মুসিবতে আক্রান্ত হয়েছি।”

(ইবনে মাজহু, ৪র্থ খন্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৩২১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

জানা গেল, জাহান্নামের আগুন এরূপ ভয়ানক যে, তাতে শুধু একটু প্রবেশ করাটা দুনিয়ার সকল জাঁকজমক বিলাসীতা ও শান্তি লাভের কথাকে ভুলিয়ে দেবে আর তার এমন মনে হবে যে, আমি তো সর্বদা পেরেশানিতেই ছিলাম। এছাড়া জান্নাতের মধ্যে একটু প্রবেশ করাটা এরূপ আনন্দদায়ক হবে যে দুনিয়াতে নিঃশ্ব ও বিভিন্ন ধরনের মুসিবতের কারণে খারাপ অবস্থায় জীবন যাপনকারী শুধুমাত্র জান্নাতে একবার প্রবেশ করার কারণে সকল কষ্ট ভুলে যাবে এবং তার এ মন-মানসিকতা তৈরী হবে যে, আমি তো কখনো কষ্টই দেখিনি যে, তা কিরূপ হয়ে থাকে!

মিষাঁ পে ছব খাড়ে হে, আমাল তুল রহে হেঁ,
রাখলো ভরম আল্লাহ্‌রা আগারে কাদেরী কা।

অল্প খাওয়ার অভ্যাস গড়ার নিয়ম

অধিক খাওয়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তি পেটের কুফলে মদীনা লাগিয়ে যদি আবেগের বশীভূত হয়ে হঠাৎ খাবার কমিয়ে দেয়, তাহলে প্রবল আশংকা রয়েছে যে, সে দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়বে আর তার ইবাদতে উৎসাহও কমে যেতে শুরু করবে। এজন্য সামান্য সামান্য করে কমান। যেমন- কেউ একদিনে ১২টি রুটি খায় সে নিজেকে ৬টি রুটি খাওয়ায় অভ্যস্ত করাতে চায় তাহলে ঐ ১২টি রুটিকে ৬০ভাগ করে নিতে হবে আর প্রতিদিন এক টুকর করে কমাতে থাকবে অর্থাৎ প্রথম দিন ৫৯ টুকর খাবে, দ্বিতীয় দিন ৫৮ টুকর, এভাবে একমাসে ৩০ টুকর অর্থাৎ ৬টিতে এসে পৌঁছবে। আর إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ এ উপায়ে দুর্বলতা ইত্যাদিও অনুভূত হবে না। যদি শুধু ভাত খাওয়ার অভ্যাস থাকে তবে সেটা কমানোর ব্যবস্থা এভাবে করা যায়। যেমন- প্রতিদিন এক লোকমা করে কমাতে থাকবে আর এভাবে যে পরিমাণ কম খাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে সে পরিমাণে চলে আসবে। এ উপায়ে অগ্রসর হতে চাইলে প্রথমে অন্তরকে শক্ত রাখতে হবে। আবার যেন এমন না হয়, মজাদার খাবার সামনে এসে গেলে অথবা দাওয়াত খেতে গেলে নফস বলে উঠল, আজকে একটু বেশি করে খেয়ে নাও, আগামী কাল পুনরায় পূর্বের নিয়মে ফিরে যেও।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

তখন যদি নফসের কথা শুনে নেয়া হয় তবে এতে স্থির থাকা কঠিন হয়ে যাবে। যত মজাদার খাবারই সামনে আসুক না কেন সেদিকে দ্রুতক্ষেপ না করে নিজের নিয়মের মধ্যে স্থায়ী থাকার দৃঢ় ইচ্ছা যার থাকে, সেই সফলতা লাভ করতে পারবে। তবে যখন কম খাওয়ায় পাকাপোক্তভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন যদি কখনো দাওয়াত ইত্যাদিতে নির্ধারিত নিয়মের বাইরে সামান্য একটু বেশিও খেয়ে নেয়, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ তবে আর বাঁধা হয়ে দাঁড়াবেনা।

ভাইয়ো বেহনো সভী আদত বানাও ভুক কি
পাওগে রহমত যরা জহমত উঠাও ভুক কি।

খাবারের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নিন

নিজের জন্য খাবারের পরিমাণ (যেমন- অর্ধেক রুটি, এক চামচ ভাত, সাত টুকর কদু (লাউ) শরীফ, বড় হলে একটি অন্যথায় দু'টি মাংসের টুকরা, এক টুকরা আলু, তিন চামচ ঝোল ইত্যাদি) নির্দিষ্ট করে নিন। এতটুকু পরিমাণ খাওয়ার পর চাই যতই ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকুক না কেন আর একটুও বাড়িয়ে খাবেন না। যখনই খেতে বসবেন তখন সম্ভাব্য অবস্থায় সিদ্ধান্তকৃত পরিমাণ খাবার পূর্ব থেকে নিজের প্লেটে আলাদা করে রেখে দিন। পেটের কুফলে মদীনা লাগানোর আগ্রহীদের জন্য সম্ভবত এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি আর নেই। তবে যদি নফস নিজের প্লেটে বেশি পরিমাণ নেয়ার ব্যবস্থাও করিয়ে নেয়, তবে আপনি কমিয়ে নিন। একবার নিয়ে নেয়ার পর চাই লক্ষ্যবাহী ইচ্ছা জাগুক তবুও আর খাবার নেবেন না। অন্যথায় নফস ক্রমাগত তার দাবী বাড়াতে থাকবে! কখনো বলবে আরো এক চামচ ভাত তুলে নাও, আরো এক টুকর মাংস নাও। কখনো বলবে, আলু নাও, আরো এক চামচ ডাল নিয়ে নাও ইত্যাদি নফসের এ দাবীকে একেবারে গুরুত্ব দেবেন না। দাওয়াতেও কম খাওয়ার এ নিয়ম বজায় রাখুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

কেননা “পেটের কুফলে মদীনা” লাগানো অর্থাৎ- ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার অভ্যাস এখনোও পর্যন্ত যার গড়ে উঠেনি সে যদি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বড় খালা বা পেয়ালা থেকে বারংবার অল্প অল্প করে নিতে থাকে তাহলে এ বিষয়ের আশংকা রয়েছে যে, নফস তাকে সে কথা ভুলিয়ে দিয়ে অধিক খাবার খাইয়ে দেবে। যদি এক খালায় সবাই মিলে-মিশে খান, আর নিজস্ব পরিবেশ হয় যেমন- সুনাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলা হয় কিংবা দা’ওয়াতে ইসলামী’র জামিআতুল মদীনার পরিবেশ হয়, তাহলে যে ইসলামী ভাই বা মাদরাসার ছাত্র “পেটের কুফলে মদীনা” লাগাতে ইচ্ছা করেছেন, তিনি “মাদানী ইনআমাত” অনুসারে নিজের মাটির বাসনে প্রয়োজন পরিমাণ খাবার নিয়ে খেতে পারেন তবে বড় বাসনের নিকটে বসেই একসাথে খাবার খাবেন। এ অবস্থায় যদি সাথীদের এটা পছন্দ না হয় তবে সবার সাথে বসে একত্রে বড় খালা থেকেই খেয়ে নিন। এ অবস্থায় সব চেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি হল এটা যে, খাবারের লোকমাকে নির্দিষ্ট করে নিন যেমন ১২ লোকমা যদি অভ্যাস করে থাকেন তাহলে সবার সাথে একত্রে খাওয়ার সময়ও গুণে গুণে ১২ লোকমাই খেয়ে নিন। তাহলে আর কোন সমস্যা হবে না।

ভুক কা ইয়া ইলাহী করিনা মিলে
পেট কা মুজ কো কুফলে মদীনা মিলে
ইসতিকামাত কা মাদানী খাজিনা মিলে
হিরসে লাজ্জাতে দুনিয়া কভী না মিলে।

মিশিয়েও খাবার খেতে পারেন

যদি ঘরে কয়েক রকমের খাবার রান্না করা হয়, যেমন-রুটি, ভাত, তরকারী, সমুচা, মিষ্টি দ্রব্য ইত্যাদি, তবে এরকমও করতে পারেন যে, প্রয়োজন অনুসারে সবকিছু থেকে অল্প অল্প করে এক বাসনেই নিয়ে নিন এবং সবগুলোকে একত্রে মিশিয়ে নিন। যদি এরূপ করাতে মজা কমে যায় তবে অসুবিধা নেই। এতে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ নফস কিছুটা দমে যাবে। কিন্তু সাধারণ দাওয়াতে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

যদি মাদানী পরিবেশের মধ্যেই দাওয়াত হয় এবং আপনার জানা আছে, এভাবে করলে দাওয়াতকারী খারাপ মনে করবেনা, আর রিয়াকারীতে পরিণত হওয়ারও আশংকা নেই তাহলে খাবার একত্রে মিশিয়ে নেয়াতে অসুবিধা নেই। তবে উত্তম হচ্ছে, কোন একজন ইসলামী ভাই দাওয়াতকারীকে একথা বলে দিবেন, “যে যেভাবে খেতে চায়, তাকে সেভাবে খাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিন।” এখন যদি তিনি ঠিক আছে বলে দেন, তাহলে সবার জন্য অনুমতি হয়ে গেল। এক ব্যক্তি সগে মদীনা عَنْهُ (লিখক)-কে বলেছিলেন যে, আমি এক ভদ্রলোককে দেখেছি, যখন দস্তুর খানায় নানা ধরণের খাবার আনা হল তখন তিনি সবকিছু থেকে একটু একটু নিয়ে নিজের বাসনে সবগুলো মিশিয়ে নিলেন। কেউ অবাক হয়ে এর কারণ জানতে চাইলে, তিনি তার জবাবে বললেন: “পেটে গিয়েতো সব খাবার একসাথে মিশেই যায়, আমি না হয় একটু পূর্ব থেকেই মিশিয়ে নিলাম।”

নফস কি চাল্ মে না আয়ে কাশ!
ডাটকে খানা কভী না খায়ে কাশ!

অন্যের উপস্থিতিতে কম খাওয়ার উপায়

অন্যের উপস্থিতিতে রিয়া থেকে বাঁচার জন্য ও মেযবান (দাওয়াতকারী) এর অনুরোধ হতে বাঁচার জন্য একটি নিয়ম এটাও হতে পারে যে, তিন আঙ্গুল দ্বারা ছোট ছোট লোকমা নিয়ে খুব ভালভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে থাকুন আর সর্বদা খাবারের সকল সূনাতের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। বিশেষতঃ দাওয়াতের মধ্যে প্রায় লোকেরা তাড়াতাড়ি খাবার খায়, হয়তো খাবারে মগ্ন থাকায় তারা আপনার প্রতি অমনোযোগী থাকতে পারে। তারপরও যদি আপনি নিজেকে তাড়াতাড়ি অবসর হয়ে যাচ্ছেন মনে করেন তাহলে আস্তে আস্তে হাড্ডি চুষতে থাকুন। আশা করি এভাবে করলে আপনিও সবার সাথে একত্রে খাবার শেষ করতে পারবেন। সবার সামনে তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে নেয়া যদি রিয়া (অর্থাৎ লোক দেখানো) হয়, যেমন আপনার মনে এই খেয়াল আসল যে,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

লোকেরা আমাকে নেক্কার লোক মনে করবে, তবে এরকম করা হারাম ও জাহান্নামে নিষ্ক্ষেপকারী কাজ। রিয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আল্লাহু ঐ আমলকে গ্রহণ করেন না যাতে এক অনু পরিমাণও রিয়া (অর্থাৎ- লোক দেখানোভাব) থাকে।” (আততারগীব ওয়াততারহীব, ১ম খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা) যদি কেউ নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বা শিক্ষক নিজের ছাত্রদের, পীর নিজের মুরীদদের উৎসাহ প্রদানের জন্য নিজের আমল প্রকাশ করে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। তবে এ অবস্থায় ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে যে, সত্যিই কি এ মূহুর্তে নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কিংবা উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্য আছে কিনা। যদি অন্তরের অন্তঃস্থলেও নিজের পুণ্যের প্রসিদ্ধি লাভের বিন্দু মাত্র নিয়ত লুকায়িত থাকে তাহলে তা হবে রিয়াকারী ও জাহান্নামের ভাগীদার হওয়ার উপযোগী কাজ।

সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

ইখলাস ইবাদত কবুল হওয়ার চাবিকাঠি

নিশ্চয় সারাজীবন পেট ভরে খেলেও গুনাহগার হবে না। আর কারো দ্বারা যদি জীবনে একবারও রিয়াকারী হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার মত কাজ সম্পন্ন হয় তাহলে সে গুনাহগার ও জাহান্নামের শাস্তির উপযোগী হবে। ইসলামী ভাইদের সামনেতো নিজেকে সামলিয়ে সামান্য পরিমাণে খেল, যাতে লোকেরা প্রভাবান্বিত হয়ে পরস্পর বলা-বলি করে সাবাস ভাই! এতো দেখি পেটের কুফলে মদীনা লাগিয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

অতঃপর “খাও খাও” করতে করতে ঘরে গেল আর ক্ষুধার্ত বাঘের ন্যায় খাবারের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। এ ধরনের মানুষ পরিপক্ক রিয়াকার ও জাহান্নামের উপযোগী এতে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয় ঐ ইসলামী ভাই খুবই বুদ্ধিমান, যে অন্যদের সামনে এভাবে খাবার খায় যে, তার কম খাওয়াটা যেন কেউ উপলব্ধি করতে না পারে। আর ঘরে খুব ভালভাবে পেটের কুফলে মদীনা লাগিয়ে রাখে। আমল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। কারণ ইখলাস হচ্ছে ইবাদত কবুল হওয়ার চাবিকাঠি।

রিয়াকারীয়ে সে বাঁচা ইয়া ইলাহী, কর ইখলাছ মুজ কো আতা ইয়া ইলাহী।

কম আহারকারীদের পরীক্ষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে পেটের কুফলে মদীনা লাগানো অর্থাৎ কম খাওয়ার অভ্যাস করার জন্য রিয়াযত (সাধনা) করা শুরু করে, তার পরীক্ষা এভাবেও হতে পারে যে, প্রাথমিকভাবে দুর্বলতা অনুভব হবে, মেজাজ খিটখিটে স্বভাবের হয়ে যাবে, অনেক আপনজনেরাও বুঝতে চাইবে না, দুর্বলতা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করবে আর এভাবে তখন মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর কম খাওয়ার বরকতে, হজম ব্যবস্থাপনায় উন্নতি হওয়ার কারণে হয়তো খাবার তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যাবে আর তাড়াতাড়ি ক্ষুধা পেয়ে বসবে। আর এভাবে খাবারের প্রতি আগ্রহ আরো বেড়ে যাবে। এছাড়া যখনই কোথাও খাবার রান্না হবে তখন সেটার সুগন্ধে নাক পর্যন্ত সুগন্ধময় হয়ে যাবে এবং মুখ থেকে লালা গড়িয়ে পড়বে। মন চাইবে, “বসো, আজকে একটু পেট ভরে খেয়েই নাও।” অনুরূপভাবে ঘরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খাবার, সেগুলোর সুগন্ধ বিশেষ করে রমযানুল মোবারকে ইফতারের সময় প্রচণ্ড ক্ষুধা পিপাসা আর সামনে সুস্বাদু খাবারের বড় থালা এবং কোরবানীর ঈদে মাংসের জুপ, শিকের মধ্যে গাঁথা মাংসের ভুনা টুকরাগুলো, ক্ষুধা বৃদ্ধিকারী সুগন্ধে ভরা ধোঁয়া ও নানা ধরনের মসলাযুক্ত তেলে সিক্ত খাবার আপনার পরীক্ষা গ্রহণ করতে থাকবে। কিন্তু আপনি সাহস হারবেন না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

আল্লাহর হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর এই বাণীটি স্মরণ করতে থাকবেন; أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحْسَنُهَا অর্থাৎ- “ইবাদত সমূহের মধ্যে উত্তম ইবাদত হচ্ছে সেটা, যাতে কষ্ট বেশি হয়।” (কাশফুল বিফা, ১ম খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

একধারে ৪০ দিন পর্যন্ত কম আহার করুন

এমনও হতে পারে যে, কয়েকদিন পেটের কুফলে মদীনা লাগানো রইল অতঃপর দৈর্ঘ্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল আর ভালভাবে পানাহারের পূর্বের নিয়ম শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আপনি তবুও সাহস হারাবেন না। চেষ্টা চালিয়ে যান। বারংবার নতুন করে চেষ্টা করতে থাকুন। যেমন- কখনো এরূপ নিয়্যাত করে নিন যে, (বিসমিল্লাহ) এর সাতটি অক্ষরের সম্পর্ক অনুসারে সাত দিন পর্যন্ত পেটের কুফলে মদীনা লাগাব। এভাবে রবিউন নূর শরীফের ১২ দিন, শা'বানুল মুআ'য্যাম এর ১৫ দিন। রমযানুল মোবারকের শেষ ১০ দিন পেটের কুফলে মদীনা লাগিয়ে নিন। চেষ্টা করবেন যেন কখনো একাধারে ৪০ দিন পর্যন্ত কম আহারের সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায়। إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে দৃঢ়তাও অর্জিত হবে। যেমন হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাবিহ্ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “মানুষ যখন কোন বস্তুকে ৪০ দিন পর্যন্ত নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নেয়, তখন আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা সেটাকে (অর্থাৎ ঐ বস্তুকে) তার অভ্যাসে পরিণত করে দেন। (রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ২৪৩ পৃষ্ঠা)

মে কম খানা খানে কি আদত বানা-উ, খোদায়া করম! ইস্তিকামাত ভি পা-উ।

কম খাবারে অভ্যস্ত হওয়ার উপায়

পেটের কুফলে মদীনা অর্জনের জন্য এবং ক্ষুধার চেয়ে কম খাওয়ার যেন অভ্যাস গড়ে উঠে এ নিয়্যতে কখনো কখনো দুই রাকআত ‘সালাতুল হাজাত’ আদায় করুন, আবার কখনো একই ধারাবাহিকতায় পেটের কুফলে মদীনার মধ্যে দৃঢ়তা অর্জনের জন্য ও খাবারের প্রতি লোভ লালসা এবং আগ্রহ দূরীভূত হওয়ার জন্য দোয়া করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসার্বাত)

এছাড়া ফয়যানে সুন্নাতের এ অধ্যায় অর্থাৎ “পেটের কুফলে মদীনা” প্রতি মাসে অথবা যখন খাবার লোভ পুনরায় বাড়তে থাকে তখন কমপক্ষে একবার পড়ে বা শুনে নিন। এছাড়া ইহুইয়াউল উলুম এর তৃতীয় খন্ড থেকেও পেট ভর্তি করে খাওয়ার মুসিবত সম্পর্কিত অধ্যায়গুলো পাঠ করে নিন, إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ অনেক উপকার হবে। আর এ কথা ভালভাবে অন্তরে গঁথে নিন যে, পেটের কুফলে মদীনা অর্থাৎ ক্ষুধার চেয়ে কম খাওয়াটা শুধু কয়েকদিন কঠিন মনে হবে। তাও বেশি হলে ঐ সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ দস্তুরখানার কাছে বসা থাকবেন। দস্তুরখানা উঠিয়ে নেয়ার পর إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ মনোযোগ সরে পড়বে। এরপর পেটের কুফলে মদীনার অভ্যাস হয়ে যাবে এবং সেটার বরকত গুলো নিজেই দেখতে পাবেন। তখন এমনিতেই إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ বেশি খেতে মনও চাইবে না। আপনি সাহস করুন, إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ কষ্টের পর স্বস্তি অর্জন হবেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

(৫) সুতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৬) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

(পারা- ৩০, সূরা- আলাম নাশরাহ, আয়াত- ৫-৬)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

ত্রিভু উপদেশ

যদি কারো ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার এখনও পর্যন্ত কোন মন-মানসিকতা সৃষ্টি না হয়ে থাকে তবে সে যেন তা অর্জন করার চেষ্টা করে। আর এরই মধ্যে যার মাদানী মন-মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে, সে নিজে إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ কুফলে মদীনার ব্যবস্থা করে নেবে এবং পেটের কুফলে মদীনা লাগিয়ে নেবে আর যদি এটার উপর অটল থাকার দৃঢ় সংকল্প করে নেয়, তবে এটার নিয়ম নীতিও সে নিজে বের করে নেবে। আর যে বেচারী “কুকুরের ন্যায় ক্ষুধা” এর রোগে আক্রান্ত ও অধিক খাওয়ার প্রতি লোভী, তার জন্য অগণিত লেখা ও অসংখ্য বায়ানও যথেষ্ট হবে না। হয়তো এলেখাও তার মাথায় ঢুকবে না, শুনেও না শুনার ভান করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

এ নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করার যে কষ্টটুকু হবে তা করাটাও তার মনঃপূত হবেনা। বরং যথাসম্ভব আল্লাহর পানাহ্ সে-“পেটের কুফলে মদীনা” লাগানোর ব্যাপারে সমালোচনা করা শুরু করবে। এ ধরনের মানুষের ব্যাপারে এক বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ একেবারে ঠিকই বলেছেন: “পেট ভরে আহারকারীকে যখন উপদেশ দেয়া হয় তখন তার অন্তর তা গ্রহণই করেনা।” (নুযহাতুল মাজালিস, ১ম খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা) তাই এমন ব্যক্তি নফস ও শয়তানের পরামর্শ অনুযায়ী নিত্য-নতুন স্বাদ গ্রহণের জন্য রাস্তা বের করতে থাকবে আর নানা ধরনের খাবার তৈরী করার নিয়ম জানার জন্য বাজার থেকে বই সংগ্রহ করবে এবং বিভিন্ন তাল-বাহানা করে মজাদার খাবার আনিয়ে বার বার খেতে থাকবে, আর এর বদৌলতে শৌচাগারে বারংবার যাতায়াত করতে থাকে। শরীরে চর্বি জমিয়ে, স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে, ডাক্তারদের নিজের বিধ্বস্ত পেট দেখায় আর চিকিৎসার জন্য পানির মত টাকা পয়সা ব্যয় করতে থাকে। অথচ সে বুঝতে পারছেনো যে, তার রোগের চিকিৎসা স্বয়ং তার কাছেই রয়েছে। যদি পেটের কুফলে মদীনা লাগিয়ে নিত তাহলে রোগ-ব্যাদি ও চিকিৎসা এবং ডাক্তারদের পিছনে পানির মত টাকা খরচ করা থেকে মুক্তি পেত। কিন্তু যে নিজ জীবনের মূল নীতি হিসেবে “বেঁচে থাকার জন্য খাওয়া” এর স্থলে “খানার জন্য বেঁচে থাকা” - কে গ্রহণ করে নিয়েছে, ঐ নির্বোধ আরামদায়ক রোগমুক্ত জীবন যাপনই করতে পারবে না।

ফুল কি পান্তি সে কাট সেক্তা হে হিরে কা জিগর
মরদে নাদা পর কালামে নরমো ও নাযুক বে আছর।

ইয়া রবেব মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তোমাকে আমার প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মোবারক স্কুধা ও সেটার কারণে পবিত্র পেটে বাঁধা নূরানী পাথরের দোহাই দিচ্ছি, আমাদেরকে কম খাওয়া, কম ঘুমানো ও কম কথা বলার নেয়ামতগুলো দ্বারা ধন্য কর। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ ও আওলিয়ায়ে ই'যামের পবিত্র স্কুধার সাদ্কায়ে আমাদের প্রত্যেককে পূণ্যময় স্কুধা ও পেটের কুফলে মদীনা লাগানোর সৌভাগ্য দান কর।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

ইলাহী! পেট কা কুফলে মদীনা কর আতা হামকো,
করম ছে ইস্তিকামাত কা খজীনা কর আতা হামকো।

أَمِينِ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

صَلُّوا عَلَی الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

৫২ টি ঘটনা

(১) সায়্যিদুনা জাবির رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ঘরে দাওয়াত

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: খন্দক যুদ্ধের সময় আমরা খন্দক (গর্ত) খনন করছিলাম। এমতাবস্থায় একটি শক্ত পাথর সামনে পড়ল। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: গর্তের মধ্যে একটি শক্ত পাথর পড়েছে।” বললেন: “আমি নেমে আসছি”। অতঃপর রাসূল صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ উঠলেন এবং (তখন) রাসূল صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র পেটে পাথর বাঁধা অবস্থায় ছিল আর আমরাও তিন দিন থেকে কিছু খায়নি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কোদাল হাতে নিলেন এবং সেই পাথরের উপর আঘাত করতেই পাথরটি ভেঙ্গে চূড়ে মাটির স্তূপে পরিণত হয়ে গেল। আমি আরয করলাম: “ইয়া রাসুলুল্লাহ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকে ঘরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন।” অনুমতি পেয়ে ঘরে এসে আমি আমার বিবি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا কে বললাম: “আমি নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে এ অবস্থায় দেখেছি, আমি সহ্য করতে পারছি না। আপনার নিকট কি কোন খাবারের বস্তু আছে?” জবাব দিলেন, “জব ও একটি ছাগল আছে।” আমি ছাগলটি যবেহ (জবাই) করলাম ও জবগুলো পিষে নিলাম। এমনকি আমরা উভয়ে মিলে মাংস হাড়ির মধ্যে ঢেলে (রান্নার জন্য) চুলায় দিলাম। আমি হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কাছে উপস্থিত হলাম। ঐ সময় আটা নরম হয়ে রুটি প্রস্তুত করার উপযোগী হয়ে গেছে ও হাড়ির মাংস চুলার উপর প্রায় রান্না হয়ে গেছে। (আমি আরয করলাম) ইয়া রাসুলুল্লাহ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ! আমার নিকট সামান্য খাবার আছে। আপনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ তাশরীফ নিয়ে চলুন আর এক বা দু'ব্যক্তিকে সাথে নিন। বললেন: “খাবার কতটুকু?” আমি যখন পরিমাণ বললাম: তখন বললেন: “খাবার অনেক আছে ও উত্তম রয়েছে”। ঘরে গিয়ে (তাকে) বলবে, যেন আমি আসার পূর্বে চুলা থেকে হাড়ি না নামায়, তান্দুর (কাঁচা মাটি দ্বারা প্রস্তুত রুটি পাকানোর চুলা) থেকে রুটি বের না করে।” (অতঃপর) হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, (সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ কে) বললেন: “উঠো!” তখন মুহাজির ও আনসারগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ উঠে দাঁড়ালেন। (সায়্যিদুনা জাবির رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) বলেন আমি “আমার বিবি” رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর নিকট গিয়ে বললাম: তোমার কল্যাণ হোক, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মুহাজির ও আনসারগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ ও যে সকল লোকেরা তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ সাথে ছিলেন তারা সকলে তাশরীফ এনেছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আন্দুর রাজ্জাক)

তিনি বললেন: তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কি আপনাকে খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?” আমি বললাম: “জ্বী।” এরই মধ্যে খাতেমুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ কে) বললেন: “ভেতরে প্রবেশ কর, ভীড় কর না।” রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (স্বীয় মোবারক হাতে) রুটি টুকর করে সেটার উপর মাংস রাখতে আরম্ভ করলেন। যখন রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ রুটি ও মাংস বের করে নিতেন তখন- হাড়ি ও তান্দুরকে ঢেকে দিতেন। আর খাবার সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ কে প্রদান করতেন এবং এরপর ঢাকনা খুলতেন। হুযর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এভাবে রুটি টুকরা করতে আর হাড়ি থেকে মাংস বের করতে থাকেন। অবশেষে সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন অথচ তারপরও খাবার বেঁচে গেল। তখন হুযর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ (তাঁদেরকে) বললেন: “তোমরা নিজেরাও খাও এবং মানুষকে উপহার স্বরূপ দাও, কেননা লোকেরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় রয়েছে।” (সহীহ বুখারী শরীফ, ৫ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪১০১)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ মাদানী ঘটনা থেকে এই শিক্ষা লাভ হল যে, আমাদের খাতেমুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ক্ষুধার্ত থাকটা ছিল নিজের ইচ্ছাধীন। এটাই বর্ণিত ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে বুঝা যাবে যে, যেখানে তিনি ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন ঐ সময়ে একটি মাত্র হাড়ি থেকে অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ কে পরিতৃপ্তভাবে আহার করিয়েছেন। এ মু'জিয়ার মধ্যে রহস্যের হাজার হাজার মাদানী ফুল রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

এটাও একটি মাদানী ফুল যে, আমাদের নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অক্ষম ও অসহায় নন। নিজের পরওয়ারদিগার এর রহমতে উভয় জাহানের ভাণ্ডার সমূহের মালিক ও মুখতার (ক্ষমতাধর)। এ মাদানী ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও অর্জিত হল যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ও সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ খুবই ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করেছেন, ক্ষুধার্ত থেকেও নিজেদের পবিত্র পেটে পাথর বেঁধে নেকীর দাওয়াত চতুর্দিকে প্রসার করেছেন। আর হায় আফসোস! একটু লক্ষ্য করুন; একদিকে আমাদের মত এমন লোকও রয়েছে যে, যারা সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার পথে সামান্যটুকু কষ্টও সহ্য করতে রাজী নই। নিশ্চয় এখন আর কোন নবী আসবেন না। মুসলমানদেরকেই নেকীর দাওয়াতের গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। আল্লাহর শপথ! আজ মুসলমানদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। মসজিদ গুলোর উজাড় অবস্থা (অর্থাৎ মুসল্লী শূন্যতা) দেখে অন্তর কেঁদে উঠে। একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শুনুন:

(২) মাদানী কাফেলা মসজিদ আবাদ করল

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা, সূনাত প্রশিক্ষণের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রসূলের ১২ দিনের মাদানী কাফেলা বাবুল মদীনা করাচী থেকে পাঞ্জাব প্রদেশের একটি শহর ‘সূহা-ওয়া’ এর একটি মসজিদে গিয়ে পৌঁছল। পেলো মসজিদের দরজায় তালা লাগানো ছিল। তৎক্ষণাৎ চাবি সংগ্রহ করা হল। যখন দরজা খোলা হল তখন দেখা গেল, সবকিছুর উপর ধুলা-বালি জমে আছে। অবস্থা দেখে বুঝা গেল, দীর্ঘদিন থেকে মসজিদটি বন্ধ রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমরা সবাই মিলে-মিশে তা পরিষ্কার করে নিলাম। এলাকায়ী দাওয়া করে শহরের লোকদেরকে নেকীর দাওয়াত পেশ করে মসজিদে আসার জন্য অনুরোধ করা হল। আফসোস! আমাদের ইখলাসের মধ্যে ঘাটতি থাকার কারণে একজন মানুষও আমাদের সাথে আসলনা। কিন্তু আমরা সাহস হারায়নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

পাশেই দেখলাম খেলার মাঠ, তাতে কিছু ছেলে খেলাধুলায় ব্যস্ত। আল্লাহর নাম নিয়ে সেই খেলার মাঠে প্রবেশ করলাম এবং ভয়ে ভয়ে খেলারত যুবকদেরকে নেকীর দাওয়াত পেশ করলাম। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** আল্লাহ তাআলার অশেষ শুকরিয়া, আমাদের কথায় তাদের অন্তর নরম হয়ে গেল। কয়েকজন যুবক সাথে সাথে আমাদের সাথে চলে আসলেন। মসজিদে এসে আমাদের সাথে নামায আদায় ও সূন্নাতে ভরা বয়ান শুনান সৌভাগ্য অর্জন করলেন। আমাদের অনুরোধে তারা এ মসজিদকে আবাদ করার নিয়ত করলেন। এ দৃশ্য দেখে সেখানে উপস্থিত প্রায় ৭০ বৎসর বয়সী এক বৃদ্ধ অশ্রুসিক্ত নয়নে বলতে লাগলেন, আমি তো লোকদেরকে মসজিদ আবাদ করার ব্যাপারে সর্বদা বলতে থাকি কিন্তু আমার কথা কে শুনে? **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** আজ আশিকানে রাসূলদের মাদানী কাফেলার বরকতে আমাদের মসজিদ আবাদ হয়ে গেল।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

تَوْبُوْا اِلَى اللهِ! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(৩) ৮০ জন সাথিবা ও সামান্য পরিমাণ খাবার

হযরত সাযিয়দুনা আনাস **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** বলেন: হযরত সাযিয়দুনা আবু তালহা **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** ঘরে গিয়ে হযরত সাযিয়দাতুনা উম্মে সুলাইম **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** কে বললেন: “আমি তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর দুর্বল আওয়াজ শুনলাম, যাতে আমি তাঁর-ক্ষুধার্ত থাকার ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আপনার নিকট কি খাবারের কোন কিছু আছে?” উম্মে সুলাইম **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** বললেন: “জ্বী হ্যাঁ।” অতঃপর তিনি জবের রুটির কিছু টুকরা বের করলেন,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদর শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

আর নিজের ওড়না নিয়ে সেটার এক প্রান্তে রুটি পেঁচিয়ে দিয়ে সেটা আমার কাপড়ের নীচে আঁড়াল করে দিয়ে ওড়নার অন্য প্রান্ত আমার (অর্থাৎ- সাযিয়দুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর) উপর জড়িয়ে/ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর আমাকে রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র দরবারে পাঠালেন। আমি ঐ রুটি নিয়ে হাজির হলাম। তখন দেখলাম, আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অনেক মানুষসহ মসজিদে বসা আছেন। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (গায়বের সংবাদ দেয়াবস্থায়) ইরশাদ করলেন: “তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছে?” আমি আরয় করলাম: “জী হ্যাঁ, ইয়া রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! ইরশাদ করলেন: “খাবার খাওয়ানোর জন্য এসেছ?” আমি আরয় করলাম: “জী সারকার”। প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ কে ইরশাদ করলেন: “চলো।” সবাই চলতে শুরু করলেন আর আমি তাঁদের আগে আগে চলতে লাগলাম। অবশেষে আমি হযরত সাযিয়দুনা আবু তালহা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর নিকট আসলাম এবং অবস্থা সম্পর্কে বললাম। তখন আবু তালহা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: “ওহে উম্মে সুলাইম! رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا নবীকুল সুলতান, সরদারে দোঁজাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ লোকদের সাথে নিয়ে আসছেন, আর আমাদের কাছে এমন কিছু নেই যা তাঁদের সকলকে খাওয়ানো যেতে পারে। হযরত সাযিয়দুনা উম্মে সুলাইম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বললেন: اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّمُ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-ই ভাল জানেন। হযরত সাযিয়দুনা আবু তালহা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ চললেন। অবশেষে নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট উপস্থিত হলেন। প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ তাঁর সাথে ঘরে এসে পৌঁছলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “ওহে উম্মে সুলাইম! رَحِمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا যা কিছু তোমার নিকট রয়েছে তা নিয়ে এসো।” তিনি رَحِمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ঐ রুটি গুলো নিয়ে আসলেন। ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নির্দেশে রুটি টুকর করা হল। অতঃপর হযরত সাযিয়্যাতুনা উম্মে সুলাইম رَحِمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا সে গুলোতে ঘিয়ের বাসন থেকে ঘি লাগালেন। আর তা তরকারী হিসাবে ব্যবহার করলেন। অতঃপর নবী করীম, রউফুর রহীম, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এগুলোর উপর কিছু পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন: “দশজনকে ভেতরে আসার অনুমতি দাও।” তারা দশজনকে ডাকলেন। তাঁরা খেলেন এমনকি পরিতৃপ্ত হয়ে বাইরে চলে গেলেন। পুনরায় বললেন: “আরো দশজনকে ডাক।” তারা দশজনকে ডাকলেন। তাঁরা খানা খেলেন এবং বাইরে চলে গেলেন। পুনরায় বললেন: “আরো দশজনকে ডাক।” শেষ পর্যন্ত দলের সকলে খাবার খেলেন এবং পরিতৃপ্ত হলেন। ঐ দলটি ৭০ কিংবা ৮০ জন সাহাবা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ বিশিষ্ট ছিল। (মুসলিম শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৮, হাদীস নং-২০৪০)

এক বর্ণনা মতে; পর্যায়ক্রমে দশজন করে ভেতরে প্রবেশ করতে থাকেন আর দশজন করে বের হতে থাকেন। অবশেষে তাঁদের মধ্যে কেউই এমন ছিল না, যিনি ভেতরে গিয়ে খাবার খাননি। সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন। তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঐ খাবারকে যখন একত্রিত করলেন তখন তা ততটুকুই ছিল যতটুকু খাওয়ার পূর্বে ছিল। অন্য আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, দশজন করে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ খাবার খেতে থাকেন এমনকি ৮০জন সাহাবা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ খাবার খান। এরপর খাতেমুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ও ঘরের বাসিন্দারা খাবার খেলেন তবুও তা অবশিষ্ট রইলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

আরো এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, “যে খাবার বেঁচে গেছে তা তাঁরা প্রতিবেশীদেরকে দিয়ে দিলেন।” (সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৪০)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মু'জিয়া ছিল, বাহ্যিকভাবে দেখতে সামান্য পরিমাণ খাবার ৮০ জন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ খাওয়ার পরও পূর্বে যতটুকু ছিল ততটুকুই রয়ে গেল। তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয়্যত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সম্মান মর্যাদাই কিরূপ যে, নিজে ক্ষুধার্ত থাকেন আর নিজের গোলামদেরকে প্রচুর পরিমাণে নেয়ামত সমূহ খাওয়ান। হুযুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ঈমান সতেজকারী বাণী হচ্ছে; اِنِّهَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي বর্ণন করি। (বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭১)

রব হে মু'তি ইয়ে হে কাসিম, রিযিক উস কা হে খিলাতে ইয়ে হে
ঠাভা ঠাভা মিঠা মিঠা, পিতে হাম হে পিলাতে ইয়ে হে
উহ কি বখশিশ ইন কা সদকা, দেতা উহ হে দিলাতে ইয়ে হে
اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, সারি কাসরাত পাতে ইয়ে হে
কেহ দো রযা ছে খুশ হো কুশ রাহ, মুবাদাহ রযা কা ছুনাতে ইয়ে হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

(৪) দীর্ঘাকৃতির মাছ

হযরত সাযিয়দুনা আবু আবদুল্লাহ জাবির বিন আবদুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাদের (৩০০ জন) কে কুরাইশদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন আর হযরত সাযিয়দুনা আবু উ'বাইদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে আমাদের সিপাহসালার নিযুক্ত করলেন এবং আমাদেরকে খেজুরের একটি বস্তা পথ খরচা স্বরূপ প্রদান করলেন। হযরত সাযিয়দুনা আবু উ'বাইদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আমাদেরকে (প্রতিদিন) একটি করে খেজুর দিতেন। জিজ্ঞাসা করা হল, “আপনারা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان একটি খেজুর দ্বারা কিতাবে জীবনধারণ করতেন?” তখন বললেন: “আমরা এটাকে চুষতাম যেভাবে শিশু (কোন বস্তু) চুষে এবং এরপর পানি পান করে নিতাম। তখন তা ঐ দিন ও রাত পর্যন্ত আমাদের জন্য যথেষ্ট হত। আমরা নিজেদের বর্শা দ্বারা গাছের পাতা (যেগুলো উট আহার করে) নীচে ফেলতাম আর সেগুলো পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিতাম।” তিনি বলেন: “আমরা সমুদ্রের কিনারা দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন (দূর থেকে) এক পার্শ্বে বালির বড় টিলার ন্যায় কিছু একটি দৃষ্টিগোচর হল। আমরা যখন কাছে পৌঁছলাম তখন দেখতে পেলাম যে, সেটা একটা প্রাণী (যা মৃত), যেটাকে আমরা (মাছ) বলা হয়।” হযরত সাযিয়দুনা আবু উ'বাইদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “এটাতো মৃত বস্তু।” অতঃপর নিজেই বললেন: “না, বরং আমরা আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর (পক্ষ থেকে) প্রেরিত আর আমরা আল্লাহর পথে (ঘর থেকে বের হয়েছি) আর আপনারা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উপায়হীন অবস্থায় রয়েছেন, তাই (এটা) খেয়ে নিন।” আমরা তিনশত জন একমাস এটা খেয়ে কাটিয়েছি। এমনকি আমরা হুঁষ্টপুষ্ট হয়ে গেলাম। আমার স্মরণ আছে, আমরা সেটার চোখের গর্ত থেকে বড় মটকা ভরে ভরে চর্বি বের করতাম। আর আমরা ঐ (মাছ) থেকে ষাড়ের ন্যায় বড় বড় টুকরা কেটে নিতাম। (এ মাছের চোখের বৃত্ত এত বড় ছিল,)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

হযরত সায়্যিদুনা আবু উ'বাইদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আমাদের মধ্য থেকে ১৩ জন কে সেটার চোখের গর্তে বসালেন। (আর তাতে সহজে সবার বসার জায়গা হয়ে গেল।) এটার একটি পাঁজরের হাড় ধরে (কামানের মত) দাঁড় করলাম অতঃপর একটি বড় উটের উপর বসার ঘর স্থাপন করলাম আর ঐ উট এর নীচ দিয়ে চলে গেল। আমরা সেটার শুকনো মাংসের টুকরা পথ খরচের জন্য সাথে রাখলাম। যখন আমরা মদীনায়ে মুনাওওরায় পৌঁছলাম তখন আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট হাজির হলাম এবং হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট এটার আলোচনা করলাম। তখন হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সেটা রিযিক ছিল, যা আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের নিকট ঐ মাংসের কোন অংশ আছে কি? (যদি থাকে) তবে আমাদেরকেও খাওয়াও। আমরা হুযুর পাক صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট ঐ মাছের মাংস পেশ করলাম। তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তা খেলেন। (সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৩৫)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৫) উম্মতের আমানতদার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রেরণা ও আত্মহের প্রতি উৎসর্গ হোন! তাদের এমন নিঃস্ব অবস্থা ছিল, প্রতিদিন শুধু একটি মাত্র খেজুর ও গাছের পাতা খেয়ে আল্লাহর পথে শত্রুদের সাথে লড়াই করতেন আর নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতেন। এখন যে ঘটনা আপনারা লক্ষ করলেন এ অভিযানের নাম ‘সাইফুল বাহর’। এটাকে “জায়সুল উসরাহ্”ও বলা হয়। তিনশত জন বীরের সিপাহসালার হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন আল্ জাররাহ্ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ “আ’শারায়ে মুবাশ্শারাহ্” (জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ১০জন) এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

বারগাহে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ থেকে তাঁকে “আমীনুল উম্মাহ্” (অর্থাৎ- উম্মতের আমানতদার) এই প্রিয় উপাধীটি দান করা হয়েছিল। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় হযরত সায্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে তিনি মুসলমান হয়ে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী, শক্তিমান ও দীর্ঘ দেহী ছিলেন এবং তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলে মাংস কম ছিল। উহদের যুদ্ধের সময় মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মুখমন্ডল মোবারাকে যখন লোহার চুপির দুটি কড়া ঢুকে গিয়েছিল তখন তিনি নিজের দাঁত দ্বারা সেগুলো টেনে বের করেছিলেন, যার কারণে তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সামনের দুটি দাঁত শহীদ হয়ে গিয়েছিল। (আল্ উসাবা, ৩য় খন্ড, ৪৭৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ‘জাইশুল উসরাহ’ এর সময় বৃহৎ আকৃতির মাছ লাভ হওয়া, একমাস পর্যন্ত সাহাবারয়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ সেটা আহার করা, উটের উপর বোঝাই করে সাথে নিয়ে আসা, মদীনায়ে মুনাওয়ারাতেও সাথে করে নিয়ে আসা, মাছের স্বাদের মধ্যে পরিবর্তন না আসা এসব কিছু আল্লাহ্ তাআলার রহমতে সায্যিদুনা আবু উ'বাইদাহ্ বিন জাররাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ও সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ এর বরকত ও কারামত ছিল। আল্লাহ্ তাআলার পথে যে-ই সফর করেন আল্লাহ্ তাআলার অশেষ রহমত তার উপর বর্ষিত হয়, বিপদেও সম্মান অর্জিত হয়, আর শান্তিই শান্তি। প্রত্যেক মুসলমানকে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ এর এসব মহান ত্যাগ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ইসলামের সাহায্যের জন্য সদা প্রস্তুত থাকা উচিত।

أَسْأَلُكَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী'র প্রত্যেকেরই এই মাদানী চিন্তা-ধারা হচ্ছে, “আমাকে নিজের ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

এ মাদানী লক্ষ্য অর্জনের জন্য আশিকানে রাসূলদের মাদানী কাফেলা সমূহ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে সফর করতে থাকে। প্রত্যেক মুসলমানের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে সেটার বরকত সমূহ অর্জন করা উচিত। আল্লাহর পথে সফরে বের হওয়া ঐ পবিত্র সত্তাগণের বিশাল আকৃতির মাছের মাধ্যমে অদৃশ্য থেকে সাহায্যের ঘটনা আপনারাও লক্ষ্য করেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজও যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে ইসলামের সাহায্যে প্রবল আগ্রহ নিয়ে ঘর থেকে বের হয়, সেও বঞ্চিত থাকে না। যেমন- দা'ওয়াতে ইসলামী'র মাদানী কাফেলার ঘটনা শুনুন।

تَوْبًا إِلَى اللَّهِ! اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

(৬) হৃদ রোগী ভাল হয়ে গেল

বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের হৃদপিণ্ডে ব্যথা শুরু হল। ডাক্তার বললেন: ‘আপনার হৃদপিণ্ডের দুটি শিরাই বন্ধ রয়েছে, ANGIOGRAPHY (এনজিওগ্রাফী) করে নিন।’ এ রোগের চিকিৎসার জন্য ক্লিনিকে ভর্তি হলে হাজার হাজার টাকা খরচ হত। এ বেচারা গরীব মানুষ, এত বড় খরচের অংক শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। এক ইসলামী ভাই তাকে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত সমূহ প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলাতে সফর করে সেখানে দোয়া করার জন্য উৎসাহিত করলেন। তাই তিনি তিন দিনের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলেন। ফিরে আসার সময় সুস্থতা অনুভব করলেন। ফিরে এসে যখন পুনরায় পরীক্ষা করালেন তখন সব রিপোর্ট সঠিক পাওয়া গেল। ডাক্তার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: ‘তুমি কি কোথাও চিকিৎসা করিয়েছ? তোমারতো হৃদপিণ্ডের দুটি বন্ধ শিরা পুনরায় চালু হয়ে গেছে? এটা কি করে সম্ভব হল?’ জবাব দিলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ “দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলাতে সফর করে দোয়া করার বরকতে হৃদপিণ্ডের জীবন নাশক রোগ থেকে আমার মুক্তি লাভ হয়েছে।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুল্লাতে কাফিলে মে চলো
দিল মে গর দরদ হো ডরসে রুখ যরদ হো, পাও গে রাহাতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

(৭) ইয়াহুইয়া عَلَيْهِ السَّلَام ও শয়তান

বর্ণিত, হযরত সাযিয়দুনা ইয়াহুইয়া عَلَيْهِ السَّلَام একদা শয়তানের কাছে প্রচুর সংখ্যক ফাঁদ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: এগুলো কি? সে জবাব দিল, এগুলো কামভাব এর জাল, যা দ্বারা আমি মানুষদেরকে শিকার করে থাকি। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام জিজ্ঞাসা করলেন: এগুলোর মধ্যে আমাকে আটকানোর জন্যও কি কোন জাল আছে? সে বলল না, তবে শুধুমাত্র এক রাতে আপনি عَلَيْهِ السَّلَام পেট ভরে খাবার খেয়ে ছিলেন। তখন আমি ঐ রাতে আপনার উপর নামাযকে ভারী করে দিয়েছিলাম। হযরত সাযিয়দুনা ইয়াহুইয়া عَلَيْهِ السَّلَام এ কথা শুনে বললেন: ‘আল্লাহর শপথ! আগামীতে কখনো আমি পেট ভরে খাব না।’ শয়তান বলল: আমিও ভবিষ্যতে কখনো কাউকে এ ধরনের উপকারী কথা বলব না।” (মিনহাজুল আবেদীন, ৯৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

ইবাদতে কখন স্বাদ অর্জিত হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “এটা ঐ নিষ্পাপ সত্ত্বার অবস্থা, যিনি সারাজীবনের মধ্যে একবার মাত্র পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়েছেন। তাহলে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ হবে, যে সারাজীবন শুধুমাত্র একবার পেটকে ক্ষুধার্ত রেখেছে? এ ধরনের পেটুক মানুষ কি ইবাদতের স্বাদ লাভের আকাংখা করতে পারে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

পেট ভরে খাওয়ার কারণে ইবাদতে ঘাটতি আসে। কারণ মানুষ যখন খুব ভালভাবে পরিতৃপ্ত হয়ে খাবার খেয়ে নেয় তখন তার শরীর ভারী হয়ে যায়, চোখ ঘুমে ভরে আসে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অলস হয়ে পড়ে। চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন কাজ-কর্ম করতে পারে না। অধিকাংশ সময় মাটিতে মৃত লাশের ন্যায় পড়ে থাকে। কথিত আছে, যখন তুমি পেটুক হয়ে যাবে তখন তুমি নিজেকে শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় মনে কর। হযরত সায়্যিদুনা আবু সুলাইমান দারানী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বাদ ঐ সময় অনুভব করি, যখন ক্ষুধার কারণে আমার পেট পিঠের সাথে লেগে থাকে। (মিনহাজুল আবেদীন, ৯৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

(৮) দুধ বমি করে দিলেন

একবার আমীরুল মুমীনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর গোলাম তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ খিদমতে দুধ নিয়ে আসল। তিনি তা পান করে নিলেন। গোলাম বলল: আমি পূর্বে যখনই কোন কিছু আপনার নিকট পেশ করতাম তখন আপনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সেটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন, কিন্তু এ দুধের ব্যাপারে আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না? এটা শুনে তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ জিজ্ঞাসা করলেন: এ দুধ কেমন? গোলাম বলল যে, আমি অন্ধকার যুগে এক অসুস্থ ব্যক্তির উপর মন্ত্র পড়ে ফুঁক দিয়েছিলাম, যার বিনিময়ে আজকে সে এ দুধ প্রদান করেছে। হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এ কথা শুনার সাথে সাথে নিজের কণ্ঠ নালীতে আঙ্গুল দিয়ে ঐ দুধ পেট থেকে বের করে দিলেন। অতঃপর খুবই বিনয় সহকারে দরবারে ইলাহীতে আরয করলেন: ‘ইয়া আল্লাহ! যা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল তা আমি করেছি। আর এটার সামান্য পরিমাণ অনেক ক্ষুদ্র অংশ যা রগের মধ্যে রয়ে গেছে তা ক্ষমা করে দাও।’

(মিনহাজুল আবেদীন, ৯৭ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! হযরত সায্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কিরূপ উচ্চ পর্যায়ের মুত্তাকী ছিলেন। কাফিরেরা কুফরী বাক্য পাঠ করে অসুস্থ ব্যক্তিদের ঝাড়-ফুক করে থাকে। অন্ধকার যুগেও এরকম করা হত। এ গোলাম যেহেতু অন্ধকার যুগে ফুক মারার কাজ করেছিল, সে কুফরি মন্ত্র পাঠ করে ফুক দিয়েছে হয়তো, এ ভয়ে সেটার বিনিময়ে অর্জিত দুধ সায্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বমি করে বের করে দিলেন।

ইয়াকিনান মাঝায়ে খওফে খোদা সিদ্দিকে আকবর হে,
হাকিকি আশিকে খায়রুল ওরা সিদ্দিকে আকবর হে।
নিহায়েত মুত্তাকী ও পারসা সিদ্দিকে আকবর হে,
তাকি হে বলকে শাহে আতকিয়া সিদ্দিকে আকবর হে।

(৯) ভুনা ছাগল

হযরত সায্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কিছু মানুষের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের সামনে ভুনাকৃত ছাগল (এর মাংস) রাখা ছিল। তারা তাঁকে খাবার খাওয়ার জন্য আহ্বান করলেন। তখন তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এ কথা বলে খাবার খেতে অস্বীকৃতি জানালেন, প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এ অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কখনো জবের রুটিও পেট ভরে খাননি।

(সহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৪১৪)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

খোদায়া মে উমদা গিজায়ে না খাও
গমে মুস্তফা মে বস আছো বাহাও।

বালসানো রাস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা রَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বিরহ বেদনা এরূপ ছিল, নবীকুল সুলতান, সরদারে দোঁজাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র স্কুধার কথা স্মরণ করে ভূনাকৃত ছাগলের মাংস খেতে অস্বীকার করলেন। আর আহ! অপরদিকে আমাদের ন্যায় নাম মাত্র আশিকরা, যদি জ্বলন্ত কয়লায় ভুনা ছাগলের মাংস বরং বালসানো রানও সামনে এসে যায় তবে ইশক ও প্রেম সবকিছু ভুলে গিয়ে স্কুধার্ত বাঘের ন্যায় সেটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব আর উভয় হাত দ্বারা চুষে চুষে খাবারের মধ্যে এমনভাবে মগ্ন হয়ে যাব যে, সম্ভবত জামাআত সহকারে নামায পড়ার ব্যাপারেও হুশ থাকবেনা। আহ! আজ-কাল প্রায় দাওয়াতে এ রকমই হয়ে থাকে। এমনকি বুয়ুর্গদের ওরশ এর দাওয়াতের ন্যায় নফল কাজ করার সময় আল্লাহুর পানাহ! প্রায় নামাযী খাবারের প্রতি লোভী হওয়ার কারণে জামাআত ছেড়ে দেন। আমার মাদানী অনুরোধ হচ্ছে, যখনই কোন দাওয়াতের আয়োজন করেন, তখন এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, এ সময়ের মধ্যে আবার যেন কোন নামাযের সময় এসে না যায়। যদি খাবারের মাঝে নামাযের সময় চলে আসে তবে দাওয়াতকারী ও মেহমান প্রত্যেকেই লখো ব্যস্ততা সত্ত্বেও খাবার বন্ধ করে দিয়ে তৎক্ষণাৎ মসজিদে চলে যাবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়াত সম্মত কোন অপারগতা থাকবে না ততক্ষণ পর্যন্ত মসজিদের প্রথম জামাআতে অংশগ্রহণ করা ওয়াজিব। যদি ঘরে জামাআত করেও নেন তবুও জামাআত তরকের গুনাহ থেকে রেহাই পাবেন না। এ কথার স্বপক্ষে মুফতীগণ কি বলেন শ্রবণ করুন; বরং কিছু ফুকুহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى এর মতে “ইকামাতের পূর্বে মসজিদে যে আসবেনা সে গুনাহ্গার হবে।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

কুফরের উপর মৃত্যু হওয়ার ভয়

ইফতার পার্টি, দাওয়াতে ওরশ ও না'তের মাহফিল ইত্যাদির কারণে ফরয নামাযে মসজিদের জামাআতে উলা (অর্থাৎ প্রথম জামাআত) পরিত্যাগ করার কোন ধরণের অনুমতি নেই। এমনকি এ হুকুম থেকে তারাও বাদ যাবে না যেসব মানুষ ঘর বা হলরুম কিংবা বাংলোর কম্পাউন্ডে তারাবীর নামাযের জামাআতের ব্যবস্থা করে থাকেন, অথচ নিকটেই মসজিদ বিদ্যমান রয়েছে। এ অবস্থায় তাদের উপরও ওয়াজিব যে, প্রথমে (ইশার) ফরয নামায জামাআতে উলার সাথে মসজিদে আদায় করা। যে সব মানুষ শরীয়াত সম্মত অপারগতা ছাড়া সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ফরয নামায মসজিদে জামাআতে উলার সাথে আদায় করেন না, তাদের ভয় করা উচিত। কারণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: যার এটা পছন্দ হয়, কাল আল্লাহ তাআলার সাথে মুসলমান অবস্থায় সাক্ষাৎ লাভ করবে, তবে সে যেন ঐ পাঁচ ওয়াজু নামায (এর জামাআত) ঐ স্থানে (নিয়মিত আদায়) করে, যেখানে আযান দেয়া হয়। কেননা, আল্লাহ তোমাদের নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জন্য 'সুনানে হুদা' শরীয়াত সম্মত (তথা আইন সম্মত) করেছেন। আর এ (জামাআত সহকারে) নামাযগুলোও সুনানে হুদার অন্তর্ভুক্ত। আর যদি তোমরা নিজেদের ঘরে পড়ে নাও যেভাবে পিছনে থেকে যাওয়া লোকেরা ঘরে নামায পড়ে নেয়, তাহলে তোমরা নিজ নবীর সুনাত পরিত্যাগ করবে, আর যদি নিজ নবীর সুনাত ছেড়ে দাও, তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। (মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৭) এ হাদীসে মোবারাকা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, জামাআতে উলাতে নিয়মিত অংশগ্রহণকারীর ঈমানের সাথে মৃত্যু লাভ হবে এবং যে শরীয়াত সম্মত অপারগতা ছাড়া মসজিদের জামাআতে উলা পরিত্যাগ করে তার জন্য আল্লাহর পানাহ! কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করার ভয় রয়েছে। যারা অহেতুক অলসতাবশতঃ পরিপূর্ণ জামাআত সহকারে নামায আদায় করতে পারেনা তারা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: বাহরুর রা-ইক ও “কুনিয়া” কিতাবে রয়েছে, যদি আযান শুনে দুখূলে মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদে প্রবেশের জন্য ইকামতের অপেক্ষা করে, তবে গুনাহ্গার হবে”। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়াহ, ৭ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা। আল্ বাহরুর রাইক, ১ম খন্ড, ৬০৪ পৃষ্ঠা) ফতোওয়ায়ে রযবীয়াহ শরীফের ঐ পৃষ্ঠাতে রয়েছে, “যে ব্যক্তি আযান শুনে ইকামতের জন্য ঘরে অপেক্ষা করে, তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।” (আল্ বাহরুর রা-ইক, ১ম খন্ড, ৪৫১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে ইকামতের পূর্বে মসজিদে না যায়, কিছু ফুকাহায়ে কিরাম رَحْمَتُهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মতে, সে গুনাহ্গার ও অর্থাৎ সাক্ষীর জন্য অনুপযুক্ত। তাহলে যে কোন অপারগতা ছাড়া ঘরে জামাআত প্রতিষ্ঠা করে অথবা জামাআত ছাড়া নামায আদায় করে কিংবা আল্লাহর পানাহ! নামাযই পড়ে না, তার কি অবস্থা হবে?

ইয়া রব্ব মুস্তফা! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামাআতে উলার প্রথম কাতারে, প্রথম তাকবীরের সাথে আদায় করার সৌভাগ্য সর্বদা নসীব করুন।

اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
মে পাটো নামাযে পড়ে বা জামাত, হো তাওফীক আয়ছি আতা ইয়া ইলাহী।

(১০) ভাবাবেগদূর্ণ খুৎবা

হযরত সাযিয়দুনা খালিদ বিন উমাইর আ'দাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: বসরার শাসক হযরত সাযিয়দুনা উতবা বিন গায়ওয়ান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এক সময় আমাদেরকে এরূপ খুৎবা (ভাষণ) দিলেন, আল্লাহ তাআলার প্রশংসার পর বললেন: “নিশ্চয় দুনিয়া নিজের ধ্বংস হওয়ার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে আর সেটা সীমাহীন দ্রুতবেগে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। তবে শুধু এতটুকু অবশিষ্ট রয়ে গেছে, যতটুকু বাসনের তলানি। (বাসনের তলায় খাবার খাওয়ার পর সামান্য পরিমাণ যা কিছু থেকে যায় সেটাকে তলানি বলে) আর বাসনের মালিক এ থেকে উপকার অর্জন করছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দারুনিন)

তোমরা এ দুনিয়া থেকে ঐ ঘরের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, যেটা কোনদিন ধ্বংস হবেনা। এজন্য তোমাদের কাছে যেটা সবচেয়ে উত্তম বস্তু রয়েছে তা নিয়ে ঐ আখিরাতের ঘরের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। আমাদেরকে এটা বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের কিনারা থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হবে, যেটা সত্তর বৎসর পর্যন্ত নীচের দিকে পড়তে থাকবে কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটা জাহান্নামের তলায় গিয়ে পৌঁছাবেনা। আর আল্লাহর শপথ! এ জাহান্নামকে অবশ্যই ভর্তি করা হবে। তোমরা কি এতে অবাক হচ্ছ? আর আমাদেরকে এটাও বলা হয়েছে যে, “জান্নাতের দরজাগুলোর দুটি প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব ৪০ বৎসরের সমান পথ হবে। এর মধ্যে একটি দিন অবশ্যই এমন আসবে, যখন তা ভীড়ের কারণে পূর্ণ হয়ে যাবে।” আমি আমাকে দেখলাম, আমি নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে ৭ জন মানুষের মধ্যে সপ্তম নম্বরে ছিলাম। আমাদের কাছে গাছের পাতা ছাড়া খাওয়ার জন্য কিছু ছিলনা। এমনকি (পাতা খাওয়ার কারণে) আমাদের ঠোঁটের কোনা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। আমি একটি চাদর পেলাম আর সেটা (মধ্যখানে ছিঁড়ে) নিজের ও সা'দ বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মাঝে বন্টন করে নিলাম। অর্ধেক চাদর আমি লুঙ্গী হিসেবে ব্যবহার করেছি আর অর্ধেক সা'দ বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ। (তখন তা অসচ্ছলতার সময় ছিল) আর আজ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কোন না কোন শহরের শাসক। আমি এ বিষয় থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, আমিতো (ভাল ধারণাবশত) নিজেকে মহান মনে করব কিন্তু আল্লাহর নিকট আমি খুবই তুচ্ছ সাব্যস্ত হব। (মুসলিম শরীফ, ২য় খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৯৬৭)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ নেকীর দাওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রচণ্ড ক্ষুধা সহ্য করেছেন। এমনকি গাছের পাতা খেয়ে ও ভীষণ ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করে ইসলামের বৃক্ষে পানি দিয়েছেন। সত্যিই ঐ সময়ের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। যেমনিভাবে অন্য একটি বর্ণনা থেকেও তা প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন-

(১১) আল্লাহর রাস্তায় সর্বপ্রথম তীর নিষ্ক্ষেপকারী

আশরায়ে মুবাশ্শারার মধ্য থেকে একজন জান্নাতী সাহাবী হযরত সায়িদুনা সা'দ বিন আবী ওয়াককাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি আরবের সে প্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে সর্ব প্রথম তীর নিষ্ক্ষেপ করেছে। আমরা প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে জিহাদ করতাম। আর আমাদের কাছে কাঁটায়ুক্ত গাছের পাতা ছাড়া খাওয়ার জন্য কিছুই থাকত না। শৌচকার্যের সময় আমাদের মল ছাগলের বিষ্টার মত হত। যাতে তৈলাক্ত পদার্থের নাম গন্ধও থাকতনা। (সহীহ বুখারী, ৭ম খন্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৪৫৩)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আরাম লাভ হওয়ার পরও এ সকল সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ প্রবল আত্মহ শেষ হয়ে যাওয়া তো দূরের কথা বিন্দুমাত্র কমেওনি বরং আল্লাহর ভয় আরো বেড়ে গেল এই ভেবে যে, আবার যেন এমন না হয়, আমরা নিজেদেরকে বুয়ুর্গ মনে করে বসব আর আল্লাহ আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও এ সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ এর সদকায় নেকীর দাওয়াত প্রসার করার ব্যাকুলতা ও এর জন্য কতাওবানী দেওয়ার আত্মহ দান করুক। আমীন। প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের উচিত, তিনি যেন নিজের এমন মানসিকতা তৈরী করেন যে, “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে,”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

আর সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আল্লাহর পথে কতাওবানী সমূহের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করার জন্য, দাওয়াতে ইসলামী'র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য লাভ করে, দীন ও দুনিয়ার বরকত সমূহ অর্জন করলেন। মাদানী কাফেলার এক বাহার পেশ করা হচ্ছে:

(১২) হাতের আঁচিল

ঠাণ্ডু আদম সিন্ধু প্রদেশ, এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা, আমি প্রায় দু'বৎসর পর্যন্ত হাতের অসুস্থতার কারণে চিন্তিত ছিলাম। চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা খরচ করেছি। একবার অপারেশনও করিয়েছি কিন্তু যতই চিকিৎসা করছি রোগ ততই বাড়ছিল। অন্তরে এক রকম ভয় এসে গেল, সম্ভবত এর কারণে ক্যান্সার হয়ে যাবে আর আমার হাত শেষ পর্যন্ত কেটে ফেলা হবে। আল্লাহ তাআলা তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সুবায়ী মাজলিশে মুশাওয়ারাত 'বেলুচিস্তানকে' সর্বদা নিরাপদ রাখুন। আমীন। তারা সুবায়ী (প্রাদেশিক) পর্যায়ে কোয়েটাতে দু'দিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এর (২৭-২৮ জুমাদিল উলা, ১৪২৫ হিজরী) আয়োজন করলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমিও সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করলাম। দাওয়াতে ইসলামীর অসংখ্য মাদানী কাফেলা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সর্বদা সফররত থাকে, আর গ্রামে-গঞ্জে, লোকালয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে থাকে। আমি শুনেছি যে, মাদানী কাফেলাতে সফরকারীদের দোয়া সমূহ কবুল হয়। আমিও সাহস করলাম, আর কোয়েটা থেকে দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের ১২ দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। আল্লাহ তাআলার দরবারে মাদানী আকা, প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ওয়াসীলা পেশ করে কেঁদে কেঁদে সেখানে দোয়া করলাম। আমি গুনাহ্গারের উপর দয়া হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার হাত থেকে সবগুলো আঁচিলগুলো ঝরে গেল। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল, যেসব জায়গায় অপারেশন করিয়েছিলাম, সেগুলোর চিহ্ন তো অবশিষ্ট রয়েছে কিন্তু ১২ দিনের মাদানী কাফেলাতে আঁচিলগুলো ঝরে যাওয়ার চিহ্ন পর্যন্তও অদৃশ্য হয়ে গেল! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ اِحْسَانِهِ وَكَرَمِهِ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইব্রশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিকনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
যখম বিগড়ে ভরে ফুড়ে পুসি মিটে, গর হো মাচ্ছে জড়ে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبُ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হরকারে বাগদাদ হুযূরে গউসে পাক رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নফস ও শয়তান থেকে মুক্তির জন্য বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ২৫ বৎসর যাবত ইরাক শরীফের জঙ্গল সমূহে একাকী অবস্থায় সাধনা করতে থাকেন।

তু হে উও গউছ কেহ হার গউছ হে শায়দা তেরা
তু হে উহ গইছ কেহ হার গউছ হে পিয়াসা তেরা।

(১৩) শীতের রাতে ৪০ বার গোঙ্গল

‘বাহ্জাতুল আসরার শরীফে’ রয়েছে: হরকারে বাগদাদ, হুযূরে গউসে পাক رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আমি কারখের জঙ্গল গুলোতে অনেক বছর অবস্থান করেছি। আমি সেখানে গাছের পাতা ও ঘাসের চারা খেয়ে জীবন যাপন করতাম। আমার পরিধানের জন্য এক ব্যক্তি প্রতি বৎসর সুতার তৈরী একটি জুবা দিয়ে যেতেন। আমি দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হাজার চেষ্টা করেছি, আমি একা ও চিন্তিত অবস্থায় থেকেছি। আমার নীরবতার কারণে লোকেরা আমাকে বোবা ও পাগল বলত। কখনো কখনো কাঁটার উপর খালি পায়ে চলতাম, ভয়ানক গুহা ও ভীতিপ্রদ উপত্যকা সমূহে নির্ভয়ে ঢুকে পড়তাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

দুনিয়া সজ্জিত হয়ে আমার সামনে প্রকাশ হত, কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি সেটোর প্রতি মনোনিবেশ করতাম না। আমার নফস কখনো আমার সামনে বিনয়ী ভাব প্রকাশ করত যে, ‘আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।’ আবার কখনো আমার সাথে ঝগড়া করত। আল্লাহ্ আমাকে সেটোর উপর বিজয় দান করতেন। আমি অনেক দিন পর্যন্ত ‘মাদায়েন’ এর বনে অবস্থান করেছি, আর সেখানে নিজের নফসকে সাধনায় নিয়োজিত করে রেখেছিলাম। এক বৎসর যাবত পতিত বস্ত্র সমূহ কুড়িয়ে আহার করতাম ও পানি মোটেই পান করতাম না। অতঃপর এক বৎসর শুধুমাত্র পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতাম আর পতিত বস্ত্র কিংবা অন্য কোন খাদ্য খেতাম না। এরপর এক বৎসর কোন কিছু পানাহার করা ব্যতীত উপবাস অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করতাম। সে সময় আমার উপর কঠিন পরীক্ষা আসত। একবার প্রচন্ড শীতের রাতে এভাবে আমার পরীক্ষা নেয়া হল যে, বার বার চোখে ঘুম আসত আর আমার উপর গোসল ফরয হয়ে যেত। আমি তৎক্ষণাৎ নদীতে যেতাম আর গোসল করে নিতাম। এভাবে এক রাতে শীতের প্রচন্ড (হাঁড় কাঁপানো) ঠান্ডায় ৪০ বার আমি ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করেছি। (বিভাগায়্যরিন আজ্ বাহজাতুল আসরার, ১৬৪, ১৬৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

(১৪) মাটি থেকে খুঁজে খুঁজে পতিত টুকরা খাওয়া

হরকারে বাগদাদ হুযুরে গউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “আমি যখন শহরে খাওয়ার জন্য পতিত টুকরা কিংবা জঙ্গলের কোন ঘাস বা ফুলের পাপড়ী তুলতে চাইতাম আর এমন সময় যদি দেখতাম, অন্য ফকিরও এটা খুঁজছেন, তখন নিজের ইসলামী ভাইকে ঈসার (তথা অপরকে নিজের উপর প্রাধান্য দান) করে তা তুলতাম না বরং ওভাবেই রেখে দিতাম যাতে তারা তুলে নিয়ে যায় আর নিজে ক্ষুধার্ত থাকতাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

যখন ক্ষুধার কারণে দুর্বলতা সীমার বাইরে চলে গেল আর আমি মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে গেলাম তখন “ফুলের বাজার” থেকে একটি খানার বস্ত্র যা মাটিতে পতিত অবস্থায় ছিল তা আমি উঠালাম আর এক কোনায় গিয়ে সেটা খাওয়ার জন্য বসলাম। এরই মধ্যে একজন অনারবী যুবক সেখানে আসল যার কাছে টাটকা রুটি ও ভুনা মাংস ছিল। সে সেখানে বসে তা খেতে লাগল। এটা দেখে আমার খাওয়ার আগ্রহ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল। যখন সে তার খাবার খাওয়ার জন্য লোকমা উঠাত তখন ক্ষুধার অস্থিরতার কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন চাইত যেন মুখ হা করে দিই যাতে সে আমার মুখে লোকমা ঢেলে দেয়। এ সময়ও আমি অত্যন্ত ধৈর্যধারণ করলাম, আর আমার নফসকে ধমক দিয়ে বললাম, “ধৈর্যহারা হবিনা, আল্লাহ্ আমার সাথে আছেন।” আমি আমার এ নীতির উপর অটল রইলাম আর প্রতিজ্ঞা করলাম অবস্থা যা-ই হোক না কেন আমি কিন্তু এ যুবক থেকে চেয়ে কখনো খাব না। হঠাৎ ঐ যুবক আমার দিকে মনোনিবেশ করল, আর বলতে লাগল, “ভাই! আসুন, আপনিও رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খাবারে অংশ গ্রহণ করুন।” আমি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলাম। সে বারংবার অনুরোধ করতে লাগল। আমার নফস আমাকে খাওয়ার জন্য খুবই উৎসাহ দিল কিন্তু আমি তারপরও অস্বীকৃতি জানালাম। কিন্তু ঐ যুবকের বারংবার বলার কারণে আমি সামান্য পরিমাণ খাবার খেয়ে নিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোথাকার বাসিন্দা? আমি বললাম: “জীলানের” সে বলল: আমিও জীলানের অধিবাসী। আচ্ছা, “আপনি সুপ্রসিদ্ধ আবিদ ও যাহিদ, আল্লাহ্র ওলী হযরত সাযিয়্যদ আবদুল্লাহ্ সূমাই রَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নাতি আবদুল কাদির رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে চেনেন?” আমি বললাম: “সেতো আমিই।” একথা শুনে সে অস্থির হয়ে উঠল আর বলতে লাগল, “আমি যখন বাগদাদ আসছিলাম তখন আপনার আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا আপনাকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দেয়ার জন্য আমাকে সোনার আটটি দিনার দিয়ে-ছিলেন। আমি এখানে বাগদাদে এসে আপনাকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খুঁজতে থাকি কিন্তু কেউ আপনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সন্ধান দিতে পারে নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

শেষ পর্যন্ত আমার সব টাকা-পয়সা খরচ হয়ে যায়। আজ তিনদিন থেকে আমি উপবাস। আমি যখন ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে গেলাম এবং প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হল তখন আমি আপনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه আমানত থেকে এ রুটি ও ভুনাকৃত মাংস ক্রয় করলাম। হুযূর! আপনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه আনন্দচিত্তে এটা আহার করুন। কারণ এগুলো আপনারই رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه সম্পদ। প্রথমে আপনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه আমার মেহমান ছিলেন আর এখন আমি আপনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه মেহমান।” অবশিষ্ট টাকা-পয়সা ফেরত দিয়ে বলল: “আমি ক্ষমা প্রার্থী। উপায়হীন অবস্থায় আমি আপনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه টাকা থেকে খাবার কিনেছি।” আমি তার কথায় খুবই খুশী হলাম। আমি অবশিষ্ট খাবার ও আরো কিছু মূল্যবান জিনিস তাকে দান করলাম, সে তা গ্রহণ করল এবং বিদায় নিল। (আজ্জাইল আলা তুবকাতিল হানা-বিলা, ৩য় খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

তলব কা মুহ তো কিস কাবিল হে ইয়া গউছ,

মগর তেরা করম কামেল হে ইয়া গউছ। (হাদায়িখে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ধরণের ক্ষুধা সহ্য করা ও কঠিন মুসিবতে আক্রান্ত হওয়ার পর নিজেরই সম্পদ ফিরে পাওয়ার পরও সেটা দান করে দেয়া সত্যিই অনেক বড় ধরনের ত্যাগের কথা, আর এটা আওলিয়ায়ে কিরামগণের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى অংশ। আমাদের গউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه এর উপবাসকে শত মারহাবা ও তাঁর দানকেও শত কোটি মারহাবা! হায়! এমন যদি হত! আমাদের মাঝেও দানের আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যেত। হায়! হায়! আমাদেরতো পেট ভর্তি করে নেয়ার পর অবশিষ্ট খানাটুকুও দান করার উদ্দীপনা থাকেনা বরং আগামীতে খাওয়ার জন্য সেগুলো ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেই। হায়! এমন যদি হত, দানের মহান সাওয়াব অর্জনের জন্য আমাদেরও মন-মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যেত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(১৫) কঠোরতার পর মহজতা

হযরত আল্লামা ইমাম শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “তাবকাতে কুবরা” নামক গ্রন্থে হুযূর গউসুল আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর এ বাণী উদ্ধৃত করেন, “প্রথম দিকে আমার উপর ভীষণ কঠোরতা আরোপ হয়েছে। যখন কঠোরতা সীমাহীন বৃদ্ধি পেল তখন আমি দুর্বল হয়ে শুয়ে গেলাম আর আমার মুখে কুরআনে পাকের এ দুইটি আয়াত জারী হয়ে গেল।

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: (৫)

সুতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে,

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

(৬) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

(পারা- ৩০, সূরা- আলাম নাশরাহ, আয়াত- ৫-৬)

এ আয়াতগুলোর বরকতে ঐ সকল কঠোরতা আমার কাছ থেকে দূর হয়ে গেল।”

ওয়াহ কিয়া মরতবা আয় গউছ হে বালা তেরা,

উটে উটো কে ছরো হে কদম আলা তেরা। (হাদায়িকে বখশিশ)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় কিছু লাভ করার জন্য কিছু ত্যাগ করতে হয়। আমাদের গউসুল আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজের আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন ও আপন নানাভাজন, আল্লাহর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সন্তুষ্টি অর্জন, নফস ও শয়তানের উপর জয়ী হওয়া, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি থেকে মুক্তি লাভ, গুনাহের রোগ হতে নিজেকে রক্ষা, আল্লাহর সৃষ্টিকে সঠিক পথে আনা, মুবাঞ্জিগের মহান সৌভাগ্য অর্জন করে অসংখ্য সাওয়াব লাভ, নেকীর দাওয়াতের বিশ্বময় প্রসারতা দান ও অসংখ্য কাফিরকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দেয়ার জন্য বছরের পর বছর ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। যাক আমরা হুযূরে গউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ন্যায় সাধনাতো করতে অক্ষম, কিন্তু তারপরও সাহস না হারিয়ে এটাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে কিছু না কিছু অগ্রসর হওয়ার চেষ্টাতো করতে পারি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিভাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

ছাচ হে ইনসান কো কুছ খোকে মিলা করতা হে,
আপ কো খোকে তুঝে পায়েগা জাও ইয়া তেরা। (যওকে নাভ)

ছরকারে বাগদাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ভালবাসা পোষণকারী ইসলামী ভাইয়েরা! গউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ২৫ বৎসর ইরাকের জঙ্গলে অতিবাহিত করেছেন। আর সেখানে অতুলনীয় ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট সহ্য করেছেন। হায়! এমন যদি হত, আমাদেরও কুরআন সুনাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী'র সুনাত প্রশিক্ষণের নিয়তে গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে ও দেশ থেকে দেশে সফরকারী মাদানী কাফেলায় মুসাফির হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হত।

(১৬) প্রতিদিনের খাবার ১০টি মাত্র মুনাফ্কা (বড় কিসমিস)

হযরত আবু আহমদ সগীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমাকে হযরত সায্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ বিন খায়ীফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নির্দেশ দিলেন যে, প্রতি রাতে যেন তাঁর ইফতারীর জন্য ১০টি মুনাফ্কা (বড় কিসমিস) পেশ করি। এক রাতে দয়া করে আমি ১০টির পরিবর্তে ১৫টি মুনাফ্কা হাজির করলাম। তিনি রাগের সাথে আমার দিকে তাকালেন আর বললেন: “তোমাকে ১৫টি আনার নির্দেশ কে দিয়েছে?” তিনি সেখান থেকে-শুধুমাত্র ১০টি খেলেন আর বাকী ৫টি খেলেন না। (রিসালাতুল কুশাইরয়্যাহ, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

মুনাফ্কার (বড় কিসমিস) আশ্চর্যজনক উপকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ প্রতিদিন শুধুমাত্র ১০টি মুনাফ্কা দিয়ে জীবন ধারণ করতেন। আওলিয়ায়ে কিরামদের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى আপন নফসকে শান্তি দেয়ার নিয়ম প্রণালীর প্রতি মারহাবা! তিনি মুনাফ্কা নিবার্চন করে খুবই উত্তম করেছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

শুকনো ছোট আগুরকে কিসমিস ও শুকনো বড় আগুরকে মুনাঙ্কা বলা হয়। ছরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “এটা খাও, এটা (মুনাঙ্কা) উত্তম খাবার, ইহা রগ এবং জোড়া কে মজবুত করে, দুর্বলতা দূর করে, রাগকে ঠাণ্ডা করে, কফ দূর করে, চেহারার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে ও মুখকে সুগন্ধিময় করে তোলে।” (কাশফুল খাফা, ২য় খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৮৪) হযরত মাওলা আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর বর্ণিত হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে যে, (মুনাঙ্কা) দুর্বলতা দূর করে, মেজাজকে শান্ত করে, নিঃশ্বাসকে সুগন্ধিময় করে ও চিন্তা দূর করে। (কানযুল উম্মাল, ১০ম খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৮২৬১)

কিসমিসের পানি পান করা সূনাত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জন্য কিসমিস পানিতে ভিজিয়ে রাখা হত। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সে পানি ঐ দিন, দ্বিতীয় দিন এবং অনেক সময় এর পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত পান করতেন। এর পর এটার ব্যাপারে যখন নির্দেশ দিতেন তখন খাদিমগণ তা পান করে নিতেন কিংবা তা ফেলে দেয়া হত। কারণ পরে তাতে পরিবর্তন এসে যেত। (আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৭, হাদীস- ৩৭১৩) মুনাঙ্কা ঔষধও বটে আবার খাদ্যও। এটা ইচ্ছা করলে যেভাবে আছে সেভাবে কিংবা ছাল ফেলে দিয়ে প্রয়োজন পরিমাণ খেয়ে নিন। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত সায়িয়দুনা ইমাম যুহরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: যার হাদীসে মোবারাকা সমূহ মুখস্ত করার আকাঙ্খা হয়, সে যেন (প্রয়োজন পরিমাণ) মুনাঙ্কা খায়। মুনাঙ্কা দানা সহ খাওয়া যায়। বরং ইমাম যুহরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “মুনাঙ্কার দানা পাকস্থলীর সুস্থতা দান করে। মুনাঙ্কা কয়েক ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। অতঃপর সেটার ছাল ফেলে দিয়ে মজ্জা বের করে নিন। মুনাঙ্কার মজ্জা ফুসফুসের জন্য মহৌষধ ও পুরাতন কাঁশির জন্য ফলদায়ক। গুর্দা ও মূত্রথলির ব্যথা দূর করে, কলিজা ও প্লীহাকে শক্তিশালী করে। পেট নরম করে, পাকস্থলী মজবুত করে এবং হজম শক্তি ঠিক করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (ভাবারানী)

কাঁশির চিকিৎসা

প্রতি দিন ৪০টি কিসমিস (যদি সম্ভব হয় দ্বিগুণ করে নেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই) ও তিনটি বাদাম নিয়ে এগুলোর উপর ১১ বার দরুদ শরীফ পাঠ করে ফুক দিয়ে তা খেয়ে নিন। এরপর দু'ঘণ্টা পানি পান করবেন না। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কাঁশির জন্য খুবই উপকার হবে। কফ বের হয়ে আসবে এবং পুনরায় কফ তৈরী হবে না। (প্রয়োজনবশতঃ কিসমিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন) খুব ছোট বয়সের শিশুদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমাণ কিছুটা কম করে নিন। আরোগ্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত এ চিকিৎসা চালু রাখুন।

লাল মুনাফ্কার উপকারীতা

হযরত মাওলায়ে কায়িনাত, আলিয়্যুল মুরতাদা শেরে খোদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, যে প্রতি দিন ২১টি লাল মুনাফ্কা খাবে, সে ঐ সকল রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে যেগুলোর ব্যাপারে আতংকিত।

(আবু নুআ'যম)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(১৭) বেগুনের আকাঙ্ক্ষা

হযরত সায্যিদুনা আবু নসর তামার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ একদা রাত্রিবেলা হযরত সায্যিদুনা বিশ্বে হাফী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আমাদের ঘরে তাশরীফ আনলেন। আমি ওলী-এ-কামিলের আগমনে আল্লাহ্র শোকর আদায় করলাম। অতঃপর আরয করলাম: “ইয়া সায্যিদী! رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আমাদের এখানে খোরাসান থেকে তুলা এসেছিল, তা দিয়ে আমার মেয়ে সুতা কেটে সেগুলো বিক্রি করে মাংস ক্রয় করেছে। দয়া করে! আমাদের ঘরে ইফতার করে নিন। “তিনি বললেন: যদি আমি কারো ঘরে খাবার খাওয়ার ইচ্ছা করি তাহলে اِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ আপনার এখানেই খাব।” অতঃপর বলতে লাগলেন, “দীর্ঘদিন যাবত বেগুন খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি কিন্তু এখনো খাওয়া হল না।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

আমি বললাম: “ইয়া সাযিদি! رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সৌভাগ্যবশতঃ এ গোষ্ঠে হালাল উপার্জনের বেগুনও দেয়া হয়েছে।” তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: “আমিতো ঐ সময় বেগুন খাব যখন সেটার ভালবাসা আমার অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে।” (রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহর ওলী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নফসের কামনার অনুসরণ করা থেকে কি পরিমাণ সংযমী ছিলেন। নফসের দাবীর কারণে হযরত সাযিদ্‌না বিশর হাফী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দীর্ঘদিন হয়ে গেল, বেগুন খাচ্ছেন না! এসব মহান সত্ত্বাগণের মাদানী ধারণা হচ্ছে এরূপ; নফস যখন বলে ‘খাও’, তখন না খাওয়া, আর যদি বলে ‘খেয়ো না’ তখন খেয়ে নেয়া। মোটকথা তার নফসের ইচ্ছার বিপরীত করতেন।

(১৮) খুব খাও আর পান কর!

কথিত আছে, কয়েক বৎসর থেকে হযরত সাযিদ্‌না বিশর হাফী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বিচিওয়ালা সবজী, যা রান্না করে খাওয়া হয়, যেমন- মটর, কলাই ইত্যাদি খেতে মন চাচ্ছিল কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজের নফসকে দমন করে তা খেলেন না। তাঁর ইন্তিকালের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, “আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?” তিনি জবাব দিলেন, “আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমার সুসংবাদ শুনিয়ে বললেন: আরে ঐ মানুষ! যে দুনিয়াতে না খেয়েছ, না পান করেছে, এখন ভালভাবে খাও আর পান কর।” (রিসালাতুল কুশাইরিয়া, পৃষ্ঠা ৪০৬)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

গদা ভী মুনতাজির হে খুলদ মে নেকো কি দাওয়াত কা,
খোদা দিন খায়র ছে লায়ে সাখী কে ঘর যিয়াফত কা। (হাদয়িকে বখশিশ)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

(১৯) খাবার খাওয়ার উদ্দেশ্য

হযরত সাযিদ্‌দুনা আবু সাঈদ খুয'যার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর বর্ণনা, আমার অভ্যাস ছিল, প্রতি তৃতীয় দিনে খাবার খাওয়া। একদা সফরের সময় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম আর খাবার না খাওয়া অবস্থায় দ্বিতীয়বার তৃতীয় দিন শুরু হয়ে গেল। অনেক ক্ষুধা লেগে ছিল। দুর্বলতার কারণে ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে গেলাম। এরই মধ্যে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এল, “আবু সাঈদ! নফসকে খুশী করার জন্য খানার আকাঙ্ক্ষা করবে নাকি কিছু খাবার ছাড়া দুর্বলতা দূর করতে ইচ্ছুক?” আমি বললাম: “ইয়া আল্লাহ! আমি তো শুধু শক্তি চাই।” তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা যে, “তখন আমার মাঝে এমন শক্তি সৃষ্টি হয়ে গেল, (সেখান থেকে) উঠলাম এবং কোন কিছু পানাহার করা ব্যতীত আরো ১২ মনযিল পথ অতিক্রম করলাম।” (কাশফুল মাহজুব অনূদিত (উর্দু), ৪৫৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ ওয়ালাগণ স্বাদ লাভের জন্য নয় বরং ইবাদাতের শক্তি অর্জনের জন্য খেয়ে থাকেন আর এ কারণে আল্লাহর প্রচুর দয়া তাঁদের উপর হয়, পানাহার করা ব্যতীত তাঁদের রুহানী (আত্মিক) শক্তি অর্জিত হয়ে থাকে। সুতরাং হযরত সাযিদ্‌দুনা আবু সাঈদ খায'যার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ পানাহার ব্যতীত শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রদানকৃত শক্তিতে আরো ১২ মনযিল পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। একদিনে যতটুকু পথ অতিক্রম করা হয় তাকে মনযিল বলা হয়। এটার মানে এ হল, তিনি পানাহার ছাড়া আরো ১২ দিনের পথ অতিক্রম করেছেন!

না হো কার গর নফাসাকা মুঝাপে হিলা,
করম ইয়া ইলাহী! নবী কা ওয়াসিলা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(২০) খাওয়া থেকে বাঁচার জন্য লুকিয়ে গেলেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খায্বার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “একবার (একটি) কাফেলার সঙ্গে সফরের সময় ক্রমাগত উপবাসের এক পর্যায়ে একটি খেজুরের বাগান দৃষ্টি গোচর হল। তখন নফসকে কিছুটা আশ্বস্ত করলাম, আমি এখন খেজুর খাব। কিন্তু আমি নফসের কথা কিভাবে রাখি! কাফেলার লোকেরা তো সেখানেই অবস্থান নিল যেখানে বাগান ছিল। আমি এটা এড়ানোর জন্য একটু দূরে গিয়ে জঙ্গলে (বালির) আড়ালে লুকিয়ে থাকলাম, যাতে নফস খেজুর খাওয়ার দাবী না করে একটু পরেই একজন সফরসঙ্গী খুঁজতে খুঁজতে আমার কাছে এসে বারবার অনুরোধ করে তার সাথে বাগানের দিকে নিয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “আমি যে এখানে আছি তুমি কিভাবে জানতে পারলে?” সে বলল: আমি অদৃশ্য থেকে এ আওয়াজ শুনলাম যে, “আমার এক ওলী অমুক জায়গায় বালির মধ্যে লুকিয়ে আছে, তাঁকে নিজের সাথে নিয়ে এসো।” (তায়কিরাতুল আওলিয়া, ২য় খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

التَّحَنُّنُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী দুনিয়ার অসংখ্য দেশে সুন্নাতের বাহার ছড়াচ্ছে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের এমন-মানসিকতা তৈরী করে নেয়া যে, “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।”

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

(২১) ওলীর সংস্পর্শের ফয়েয

হযরত সাযিদুনা ইবরাহীম খাওয়াস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ একবার জঙ্গলে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি কোথেকে বের হয়ে আসল আর বলতে লাগল, “আমি আপনার সংস্পর্শে থাকতে চাই।” তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ যখন তার দিকে দৃষ্টি দিলেন তখন তাঁর অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হল। এরই মধ্যে সে বলতে লাগল, “আমি খ্রীষ্টান পাদ্রী। রোম থেকে আপনার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সংস্পর্শে থাকার জন্য হাজির হয়েছি।” তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ অন্তরে সৃষ্ট ঘৃণার গোপন রহস্য প্রকাশ পেয়ে গেল। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি কাফির হওয়ার কারণে এমনটা হয়েছিল। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ পাদ্রীকে বললেন: “আমার নিকট পানাহারের কোন কিছু নেই, আবার যেন এমন না হয়, তুমি ক্ষুধায় কষ্ট পাবে।” সে বলতে লাগল, ইয়া সাযিদী! দুনিয়াতে আপনার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এরকম নামের ঢংকা বাজছে আর আপনি এখনো পানাহারের চিন্তায় ব্যস্ত রয়েছেন! তার কথায় তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং তার মনোভাব জানতে পেরে তাকে তাঁর সংস্পর্শে থাকার অনুমতি দিয়ে দিলেন। ৭ দিন ৭ রাত পানাহার করা ব্যতীত কেটে গেল। এখন সে ভয় পেয়ে গেল, আর বলতে লাগল, “ইয়া সাযিদী! এখন এ ব্যাপারটা আমার সয্যের বাইরে চলে গেছে। পানাহারের কোন ব্যবস্থা করে দিন।” তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সিজদায় পড়ে গেলেন আর আল্লাহুর দরবারে আরশ করলেন: “ইয়া আল্লাহ্! এ কাফির আমার ব্যাপারে সু-ধারণা পোষণ করেছে। আমার মান-সম্মান তোমার হাতে, আমাকে এ কাফিরের সামনে অপমান কর না।” দোয়া করে যখন সাজদা থেকে মাথা উঠালেন তখন দেখতে দেখতে একটি ছোট্ট খাবারের থালা সেখানে হাজির হয়ে গেল, যাতে দুইটি রুটি ও দুই গ্লাস পানি রাখা ছিল। পানাহার করে উভয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। আবার ৭ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তারা অন্য কোথাও অবস্থান নিলেন। তখন ঐ পাদ্রী সিজদায় পড়ে দোয়া করল। তৎক্ষণাৎ একটি থালা আত্মপ্রকাশ করল, যাতে ৪ টি রুটি ও ৪ গ্লাস পানি ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه আশ্চর্য হয়ে গেলেন আর এ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এসব থেকে কিছু তিনি খাবেন না, কারণ এ খানা একজন কাফিরের জন্য এসেছে। সে বলতে লাগল, “ইয়া সাযিদ্দী! পানাহার করুন! আর দুইটি বিষয়ের সুসংবাদও শুনুন, একটি হচ্ছে আমি ইসলাম গ্রহণ করছি। এ কথা বলে সে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে নিল। অন্যটি হচ্ছে, আল্লাহর নিকট আপনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه অনেক উঁচু মর্যাদা রয়েছে।” আমি সিজদায় গিয়ে এ দোয়া করেছিলাম, ইয়া আল্লাহ্! প্রিয় মুত্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যদি সত্য রাসূল হয়ে থাকেন তবে আমাকে দুইটি রুটি ও দুই গ্লাস পানি দান কর আর যদি ইবরাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه তোমার ওলী হয়ে থাকেন তবে আরো দুইটি রুটি ও দুই গ্লাস পানি দান কর।” দোয়া শেষ করে যখনই আমি মাথা উঠালাম তখন খানার এ থালা বিদ্যমান দেখতে পেলাম।” হযরত সাযিদ্দুনা ইবরাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه এ কথা শুনার পর খাবার খেলেন আর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ঐ নওমুসলিম বেলায়াতের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হল। (কাশফুল মাহজুব হতে সংকলিত, ৪৩৩-৪৩৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর ওলীগণ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه অনেক অনেক দিন ধরে উপবাসের কষ্ট সহ্য করে থাকেন। তাঁদেরকে সাহায্য করা হয় আর তাঁদের জন্য অদৃশ্য থেকে খাবার দেয়া হয়। সাযিদ্দুনা ইবরাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه এর সংস্পর্শে থেকে কাফিরও আল্লাহর দয়া লাভে সৌভাগ্যবান হলেন আর মুসলমান হয়ে বেলায়াতের মর্যাদা পেয়ে গেলেন। প্রত্যেকের উচিত, মন্দ সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা এবং নেককারদের সংস্পর্শ অবলম্বন করা। হাদীসে পাকে রয়েছে: “উত্তম সহচর সে-ই, যাকে দেখলে তোমাদের অন্তরে আল্লাহর স্মরণ আসে আর তাঁর কথা-বার্তার মাধ্যমে তোমাদের (নেক) আমল বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর আমল তোমাদেরকে আখিরাতের (কথা) স্মরণ করিয়ে দেয়।”

(জামে সগীর, দ্বিতীয় অংশ, ২৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৬৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাব্বাহত)

ইয়াক যামানা ছুবতে বা আউলিয়া, বেহতর আয্ ছদ সালা তাআত বেরিয়া।

(২২) উত্তম সংস্পর্শ উত্তম মৃত্যু

তেলকে গোলাপ ফুলের মধ্যে রেখে দিলে তখন সেটার সংস্পর্শ থেকে তেল গোলাপী রং ধারণ করে। অনুরূপভাবে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী'র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শ থেকে পাথরও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মেহেরবাণীতে মূল্যবান হীরায় পরিণত হয়। আর খুব আলো বিচ্ছুরণ করে মৃত্যুর সময় এমন জাঁকজমকের সাথে মৃত্যুদূতের ডাকে সাড়া দেয় যে, যারা এ অবস্থা দেখে বা শুনে তারা ঈর্ষার আগুনে জ্বলে উঠে আর জীবিত থাকার পরিবর্তে এ ধরণের মৃত্যু নসীব হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতে থাকে। যেমন- টানচুল্লা ইয়ার সিন্ধু প্রদেশ এর এক লোক দা'ওয়াতে ইসলামী'র মাদানী পরিবেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শের বরকতে পাঁচ ওয়াজ্ত নামায নিয়মিতভাবে পড়া শুরু করল আর রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিন দা'ওয়াতে ইসলামী'র উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইতিকাফে আশিকানে রাসূলদের সাথে মসজিদে বসে গেলেন। দশদিনের মধ্যে কিছু সূরা, দোয়া ও সুন্নাত মুখস্ত করে নিলেন। চেহারায় এক মুষ্টি দাঁড়ি ও মাথায় সবুজ ইমামার তাজ সাজানোর নিয়ত করার সাথে সাথে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণ ও মাদানী কাফেলাতে সফর করার জন্যও নাম লিখলেন। মোট কথা তার জীবনে এক আশ্চর্য রকম মাদানী পরিবর্তন এসে গেল। আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শ এসে মাদানী রঙে রঙ্গিন হয়ে গেলেন। গুনাহ্ সমূহ থেকে তাওবা করে সুন্নাতে ভরা জীবন যাপন করা শুরু করে দিলেন। হঠাৎ একদিন তার কাপড়ে আগুন লেগে বেচারার শরীর মারাত্মক ভাবে ঝলসে গেল। হাসপাতালে নেয়া হল। ডাক্তাররা বললেন: তার শরীর ৮০ ভাগ জ্বলে গেছে। এমতাবস্থায়ও যারা তাকে দেখেছে তারাও অবাক হয়ে গেল, কষ্ট প্রকাশ করার পরিবর্তে তিনি যিকির ও দরুদ শরীফ পাঠে মশগুল রয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

ইতিকাহের সময় আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শে থেকে যেসব সূরা ও দোয়া মুখস্ত করেছিলেন তা পড়তে লাগলেন। কম-বেশী ৪৮ ঘন্টা ধরে ক্রমান্বয়ে কুরআনে পাকের সূরা ও দোয়া ইত্যাদি পড়তে থাকেন এবং সকালে ফজরের আযানের সময় উচ্চ স্বরে **إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ** পাঠ শুরু করলেন আর এই অবস্থায় তাঁর রুহ দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে চলে গেল।

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

(২৩) মন্দ সহচর্যে মন্দ মৃত্যু

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যুকালীন তার অবস্থা দেখে আমাদের সু-ধারণা হয়েছে যে, মরহুম জীবন যুদ্ধে সফলকাম হয়ে গেলেন। এখন মন্দ সংস্পর্শ ও পরিবারে মন্দ পরিবেশ, যেমন টিভি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অশ্লীল ছায়াছবি, নাটক দেখা ও গান-বাজনা শুনান ঘৃণ্য অভ্যাসের ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শনকারী, সতর্ককারী মৃত্যুর একটি কম্পন সৃষ্টিকারী ও উপদেশমূলক ঘটনা শুনুন। যেমন- এখন যে ঘটনা আপনারা শুনলেন তাতে ঐ মরহুমের চিকিৎসাকারী ডাক্তারদের বক্তব্য হচ্ছে, “অদ্ভুত ঘটনা এ যে- দাঁওয়াতে ইসলামীওয়াল্লা এ যুবক **مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করাবস্থায় ও কালিমায়ে তায়িবা পাঠরত অবস্থায় যে ওয়ার্ডে মৃত্যুবরণ করেছেন, কিছুদিন পূর্বে এক (মডার্ণ) যুবতীও একই রকম আগুনে দগ্ধ হয়ে এ ওয়ার্ডে এসেছিল। কিন্তু মৃত্যুর সময় ঐ যুবতীর মুখে এ কথাগুলো উচ্চারিত হচ্ছিল: “গান শুনো! গান শুনো! নাচ দেখো! নাচ দেখো!” এভাবে বলতে বলতে ঐ দুর্ভাগা যুবতীর মৃত্যু হয়ে গেল।” যদি ঐ যুবতী মুসলমান হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ বেচারীর গুনাহ ক্ষমা করে দিন। **أُمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দারঈন)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় একদিন না একদিন আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে। হায়! এমন যদি হত। জীবনের শেষ মুহূর্তে কালিমায়ে তায়িযা পড়তে পড়তে, দরুদ ও সালাম পেশ করাবস্থায় প্রিয় আকা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দীদারের মাঝে আমাদের রূহ বের করা হত।

তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী পৃথিবীর অগণিত দেশে সুন্নাতের বাহার ছড়াচ্ছে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজের মধ্যে এ মন-মানসিকতা তৈরী করা যে, “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।” إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

(২৪) ক্ষুধার্ত বাঘ

হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “আমি শায়খ আহমদ হাম্মাদী সার্বখাসী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে তাঁর তাওবার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বলতে লাগলেন, “একবার আমি আমার উটগুলো নিয়ে “সার্বখাস” হতে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে জঙ্গলে একটি ক্ষুধার্ত বাঘ আমার একটি উটকে আহত করে ফেলে দিল এবং এরপর একটি উঁচু টিলার উপর চড়ে গর্জন করতে লাগল। সেটার আওয়াজ শুনতেই অনেক হিংস্র জানোয়ার জড়ো হয়ে গেল। বাঘটি নিচে আসল আর ঐ আহত উটটিকে টেনে ছিঁড়ে ফেলল কিন্তু সেটা নিজে কিছু খেল না বরং পুনরায় টিলার উপর গিয়ে বসল। জড়ো হওয়া হিংস্র জানোয়ারগুলো উটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর ছড়াছড়ি করে খেয়ে ফিরে যেতে লাগল। অবশিষ্ট পরিত্যক্ত মাংস খাওয়ার জন্য বাঘটি নিকটে আসলে একটি লেংড়া শিয়াল দূর থেকে আসতে দেখা গেল। বাঘটি পুনরায় আপন জায়গায় ফিরে গেল। শিয়ালটি প্রয়োজন অনুসারে খেয়ে যখন ক্ষুধা মিটিয়ে চলে গেল, তখন বাঘটি ঐ মাংস থেকে সামান্য পরিমাণ খেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

আমি দূর থেকে এসব কিছু গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করছিলাম। হঠাৎ বাঘটি আমার দিকে আসল আর সুস্পষ্টভাষায় মুখ দিয়ে বলল: “আহমদ! এক লোকমা দান করাতো কুকুরের কাজ, সত্য পথের সাহসী বীরতো নিজের জানও অন্যের জন্য কতাওবান (উৎসর্গ) করে দেয়।” আমি এ অসাধারণ ঘটনায় অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে গেলাম এবং নিজের সকল গুনাহ থেকে তাওবা করলাম ও দুনিয়া বিমুখ হয়ে আমার আল্লাহ তাআলার প্রতি আসক্ত হয়ে গেলাম।” (কাশফুল মাহজুব তাব্বী, অনূদিত, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

মুরগীর তাওয়াক্কুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ক্ষুধার্ত বাঘ নিজের শিকারকৃত পশু অন্য জীব-জন্তুর জন্য দান করে নিজের ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করল। এছাড়া আল্লাহর দানকৃত ক্ষমতায় সেটা কিরূপ জবরদস্ত উপদেশ দিল যে, “একটি লোকমা দান করাতো কুকুরের কাজ, বীর পুরুষের উচিত, নিজের জান কতাওবান করে দেয়া।” কিন্তু হায়! আমাদের মত এ যুগের আমলহীন মুসলমান অন্যকে এক লোকমা দান করাতো দূরের কথা, পারলে আরও অন্যের মুখ থেকে কয়েক লোকমা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের মুখে দেয়ার চেষ্টা করি। শুধু তাই নয়, একটু খাবারের কারণে অনেক সময় হত্যা ও লুটতরাজ করতেও দ্বিধাবোধ করি না। অধিক পরিমাণে খাবার মওজুদ থাকা সত্ত্বেও সামান্য বস্তুর জন্য এসব বিশৃংখলা সৃষ্টি করে চলি। কথিত আছে, “পৃথিবীতে শুধুমাত্র তিনটি প্রাণী এমন রয়েছে, যারা খাবার পুঞ্জিভূত করে। (১) আমাদের ন্যায় গুনাহ্গার) মানুষ (২) ইঁদুর (৩) পিঁপড়া। এরা ছাড়া অন্য কোন প্রাণী অন্য সময়ের জন্য খাবার জমা করে রাখেনা। আপনারা মুরগীর তাওয়াক্কুল লক্ষ্য করেছেন হয়তো। সেটাকে যখন পানির পেয়ালা দেয়া হয় তখন পানি পান করার পর পেয়ালার কিনারায় পা দিয়ে সেটা উল্টিয়ে দেয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

মুরগির আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রয়েছে যে, এখন যখন পানি পান করিয়েছেন তাহলে পিপাসা লাগলে আবারও তিনি পানি পান করাবেন। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেটাকে পানি পান করানোর কাজটাও মানুষের মাধ্যমে করানো হয়। তবে আল্লাহর নেক বান্দাদের তাওয়াক্কুল তো এর চেয়েও অতুলনীয় হয়ে থাকে। তাওয়াক্কুলের এক সংজ্ঞা এটাও যে, “শুধুমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করা আর যা কিছু মানুষের নিকট আছে সেগুলো থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া।” (রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ১৬৯ পৃষ্ঠা, তাওয়াক্কুল অধ্যায়) আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসাকারীদের কি মর্যাদা হয়ে থাকে তা (দেখুন)। যেমন-

(২৫) তাওয়াক্কুলকারী যুবক

হযরত সাযিয়্যুনা ইবরাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “শাম দেশের একজন আল্লাহ ওয়ালা যুবকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাকে বললেন: “আপনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কি আমার সংস্পর্শে থাকাটা পছন্দ করবেন?” আমি বললাম: “আমিতো ক্ষুধার্ত থাকি।” তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: আমিও উপবাস থাকব।” চারদিন এভাবে উপবাস অবস্থায় কেটে গেল। এরপর কোথা থেকে কিছু খাবার আসল। আমি তাঁকে বললাম: আসুন খেয়ে নিন। উত্তর দিলেন, আমি অস্বীকার করেছি কারো মাধ্যমে কোন জিনিস গ্রহণ করব না। আমি আনন্দিত হয়ে বললাম: মারহাবা! আপনি অনেক দরকারী কথা বলেছেন। এটা শুনে তিনি বলতে লাগলেন, “হে ইব্রাহীম! আমার মিথ্যা প্রশংসা করিওনা। কারণ লালন-পালনকারী পরওয়ারদিগার তোমার অবস্থা এবং তাওয়াক্কুল ভালভাবে জানেন। অতঃপর বলতে লাগলেন, “তাওয়াক্কুলের সর্বনিম্নস্তর হচ্ছে, উপবাসের উপর উপবাস থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি মনোনিবেশ না করা।” (রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, তাওয়াক্কুল অধ্যায়, ১৬৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

ছাচ হে ইনসান কো কুচ কুকে মিলা করতা হে,
আপ কো কুকে তুজে পায়ে গা জাও ইয়া তেরা। (ষাওকে না'ত)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইয়া রব্ব মুস্তফা ﷺ আমাদেরকে নফস ও শয়তানের অনিষ্ট হতে রক্ষা কর এবং ক্ষুধার মত মহান নেয়ামত দান করে তোমার ধৈর্যধারণকারী ও শোকর গুজারকারী বান্দা বানাও।

ভুক কি নেয়ামত ছে তু নাওয়ায মওলা,
ছবর কি দৌলত ছে তু নাওয়ায মাওলা।

أَمِينٌ بِجَاذِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(২৬) রিয়ক নিজেই আহারকারীকে খুঁজ ছিল

হযরত সায্যিদুনা আবু ইয়াকুব আকতা বসরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “একবার আমি মক্কা শরীফের অভ্যন্তরে ১০দিন পর্যন্ত উপবাস ছিলাম। যার কারণে আমার মাঝে দুর্বলতা এসে গেল আর আমি এ ধারণা নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেলাম, সম্ভবত সেখানে কোন খাবার পেয়ে যাব, যা খেয়ে আমার দুর্বলতা দূর করব। রাস্তায় পতিত অবস্থায় একটি শালগম দৃষ্টিগোচর হলে তা তুলে নিলাম। সেটা পরিত্যক্ত হয়ে বাসী হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হল, কেউ যেন আমাকে বলছে, “তুমি দশদিন ক্ষুধার্ত থাকার পর এটাই একটি মাত্র শালগম তোমার জন্য ছিলো! আমি সেটা পুনরায় যথাস্থানে রেখে দিলাম এবং মসজিদুল হারাম শরীফে গিয়ে হাজির হলাম। এরই মধ্যে একজন ‘আযমী’ (প্রত্যেক অনারবী লোককে ‘আযমী’ বলা হয়) আমার নিকট এলো আর একটি ছোট্ট সিঙ্কু প্রদান করে বলতে লাগল, “এটা আপনার”। আমি বললাম: “আমার কিভাবে হল?” বলল: “আমরা দশদিন যাবত সমুদ্রে সফররত ছিলাম। একদিন এমন তুফান আসল যে আমাদের নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখন আমরা সবাই একযোগে নির্যত করলাম, যদি আল্লাহ আমাদেরকে (এ বিপদ থেকে) মুক্তি দেন তাহলে আমরা দান-খায়রাত করবো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

আমি নিয়ত এটাও করেছি যে, মসজিদুল হারাম শরীফে যাকে আমি সর্বপ্রথম দেখতে পাব তাকে এটা পেশ করবো। তাই আপনিই সে প্রথম ব্যক্তি যাকে আমি এখানে পেয়েছি।” আমি যখন ছোট সিন্ধুকটি খুললাম, তখন তাতে মিসরের ময়দায় প্রস্তুত কেক, খোসা ছাড়ানো বাদাম ও ক্বান্দ সাফীদ (এক প্রকার মিষ্টি) এর ডালি ছিল। আমি মনে মনে নিজেকে (সম্বোধন করে) বললাম যে, “তোর রিযিক দশদিন থেকে তোর দিকে আসছিল কিন্তু তুই সেটা জঙ্গলে খোঁজার জন্য বের হয়ে গিয়েছিলি!” আমি সেগুলো থেকে অল্প অল্প নিজের জন্য রেখে বাকীগুলো তাকে ফেরত দিয়ে বললাম “আমি গ্রহণ করেছি এখন এগুলো আপনি নিয়ে যান এবং আমার পক্ষ থেকে আপনার বাচ্চাদের উপহার স্বরূপ দিয়ে দেবেন।”

(রিশালাতুল কুশাইরিয়্যাহ্, তাওয়াক্কুল অধ্যায়, ১৬৯-১৭০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার আওলিয়াগণের তাওয়াক্কুল কিরূপ অদ্ভুত হয়ে থাকে। দশদিনের উপবাস থাকা সত্ত্বেও যখন খাবারের বস্তু পেলেন তখনও সামান্যটুকু গ্রহণ করে বাকীগুলো ফেরত দিয়ে দিলেন। এক ওয়াজু খেয়ে নেয়ার পর তাঁদের এটার পরোয়া থাকে না, পরে কি খাব! এ সকল মহান সত্ত্বাদের মন-মানসিকতা এমনভাবে তৈরী হয়ে আছে, আল্লাহ্ যতক্ষণ জীবিত রাখা পছন্দ করেন ততক্ষণের জন্য রিযিক তিনি নিজেই একত্রিত করে দেবেন। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কেউ এমন নেই, যার জীবিকা আল্লাহ্র করণার দায়িত্বে নেই।

(পারা-১২, সূরা- হুদ, আয়াত- ৬)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে একটি মাদানী সুক্ষ বিষয় লক্ষ্যণীয়। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের রুজির ব্যাপার নিজের দায়িত্বে নিয়েছেন কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষমার ব্যাপারে তিনি দায়িত্ব নেননি। তাই ঐ মুসলমান কিরূপ বোকা, যে নির্ধারিত রিয়কের জন্য দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায় কিন্তু অনির্ধারিত ক্ষমা পাওয়ার ব্যাপারে মনকে আল্লাহ্ তাআলার দিকে ঝুঁকায় না। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে আশিকানে রাসূলদের প্রশিক্ষণের জন্য সফররত মাদানী কাফেলাতে আখিরাতে প্রত্যাশা ও ক্ষমা লাভ করার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা প্রদান করা হয়। যেমন-

(২৭) উৎসাহী মুবালাগ

আশিকানে রাসূলদের এক মাদানী কাফেলা জাহ্লাম পাঞ্জাব প্রদেশ এর একটি গ্রামে ১২ দিনের সুনাত প্রশিক্ষণের জন্য পৌঁছল। যে মসজিদে অবস্থান করছিল, সেটার সামনের ঘরে থাকা এক যুবকের উপর একজন আশিকে রাসূল ইনফিরাদী কৌশিশ করতে গিয়ে মাদানী কাফেলাতে সফর করার প্রতি তাকে উৎসাহ প্রদান করলেন। তখন যুবক শুধু ২ দিন সাথে থাকার জন্য রাজী হলেন আর মাদানী কাফেলা ওয়ালাদের সাথে সুনাত শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। শুধুমাত্র দুইদিন মাদানী কাফেলাতে কাটানোর বরকতে তার নিজের মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসে গেল। এখন তিনি নিজের ঘরের লোকদের নামাযের ব্যাপারে উপদেশ দেয়া শুরু করলেন। যেহেতু তিনি ঘরের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাই السنة لله عز وجل তার কথায় প্রায় সকলেই নামায পড়া শুরু করে দিলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী মামার ঘরে গিয়েও নেকীর দাওয়াত পেশ করলেন। তিনি মাদানী কাফেলা থেকে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে ঘরের সবাইকে টিভির ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে ভালভাবে বুঝালেন। যার ফল এই হল যে, টিভিকে ঘর থেকে বের করে দেয়ার মন-মানসিকতা সকলের তৈরী হয়ে গেল। السنة لله عز وجل শেষ পর্যন্ত পরস্পরের ঐক্যমতের মাধ্যমে ঘর থেকে টিভি বের করে দেয়া হল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

পরের দিন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সকালে কাপড় ইঙ্গি করার সময় হঠাৎ তার শরীরের সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে সাথে সাথে তিনি ইন্তেকাল করলেন। পরিবারের লোকদের বর্ণনা যে, আমরা পরিস্কারভাবে শুনেছি যে, ইন্তিকালের সময় তার মুখ সর্বদা কালিমায়ে তায়িয়াবা اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ صَلَّىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ জারী ছিল।

কোয়ী আয়া পাকে চালা গেয়া, কোয়ী উমর ভর ভী না পা ছকা
মেরে মওলা তুজ সে গিলা নেহী, ইয়ে তো আপনা আপনা নসীব হে।

সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

(২৮) ডিম-রুটি

হযরত সাযিয়দুনা আবু তুরাব নখশবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “সফর অবস্থায় আমার নফস শুধু একবার ডিম ও রুটি খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করল। আমি একটি গ্রামে গেলাম। সেখানে এক ব্যক্তি হঠাৎ করে এসে আমাকে ঝাঁপটে ধরল আর চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, “এ ব্যক্তিও চোরদের সাথে ছিল।” মুহূর্তে সেখানে লোকের ভীড় জমে গেল, আর আমাকে চোরদের সাথী মনে করে লোকেরা সত্তরটি চাবুক মারল। এরপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমাকে চিনে বলল: ইনিতো চোর হতে পারে না। ইনি হলেন আবু তুরাব নখশবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ। তখন লোকেরা লজ্জিত হয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইল। তাদের মধ্য থেকে একজন আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন আর মেহেমানদারী করাবস্থায় ঘটনাক্রমে ডিম ও রুটি খাওয়ার জন্য দিলেন। আমি নফসকে খুব করে ধিক্কার দেয়ার পর তাকে সম্বোধন করে বললাম: “সত্তরটি চাবুক খাওয়ার পর এখন তোর দাবী পূরণ হয়েছে, এখন ডিম ও রুটি খেয়ে নে।”

(রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(২৯) সাদা পেয়ালা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই আল্লাহ ওয়ালাগণের রীতি-নীতি এরকম চমৎকারই হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক নিজ দয়ায় তাঁদেরকে নফসের আনুগত্য থেকে রক্ষা করে থাকেন। যার ঘটনা এখনই বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত সাযিয়দুনা আবু তূরাব নখশবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কারামত সম্পন্ন একজন আল্লাহর ওলী ছিলেন। যেমন- একবার মদীনা শরীফে সফরের সময় এক বিজন মরু প্রান্তরে কোন একজন মুরীদ পিপাসার অভিযোগ করল, তখন তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ যমীনে নিজ মোবারক পা দিয়ে আঘাত করলেন। সাথে সাথে মিষ্টি পানির বর্ণা প্রবাহিত হল। এ অবস্থা দেখে অন্য আর এক মুরীদ আরয করল: “আমিতো পেয়ালা দিয়ে পানি পান করব।” তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ যমীনে হাত দিয়ে আঘাত করলেন তখন একটি সাদা পেয়ালা আত্মপ্রকাশ করল। এ ঘটনা বর্ণনাকারী হযরত শায়খ আবুল আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “ঐ সাদা পেয়ালাটি মক্কা শরীফ পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিল।” (ভায়কিরাতুল আওলিয়া, ১ম খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হোগা ছায়রাব সরে কাওসার ও তাসনিম ওহী,
জিস কে হাতো মে মদীনে কা পিয়ালা হোগা।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

কুমন্ত্রণা

ডিম ও রুটি খাওয়ানো কোন গুনাহের কাজ নয়, তাহলে একজন ওলী আল্লাহকে তাঁর এ ইচ্ছার জন্য এমন জবরদস্ত শাস্তি কেন দেয়া হল?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

কুমন্ত্রণার প্রতিকার মূলক জবাব

আল্লাহ্ ওয়ালাগণের رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সাথে এরকম ঘটনা হওয়ার পিছনে কয়েকটি কারণ থাকে। যথা- প্রথমত: তাঁদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া, দ্বিতীয়ত: তাদেরকে পরীক্ষা করা, তৃতীয়ত: এরূপে তাঁদের পদ মর্যাদা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। সাধারণ মুসলমানও তো অনেক সময় বাহ্যিকভাবে নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও বিপদ-আপদের শিকার হয় এবং রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে! এর রহস্যের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, এভাবে তার গুনাহ ক্ষমা করা হয় এবং পদ মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। আশ্বিয়া ও সাহাবায়ে কিরাম এবং শোহাদায়ে কারবালাগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ উপরওতো এরকম অনেক পরীক্ষা এসেছে। স্বয়ং খাতেমুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কেও দুষ্ট কাফিরেরা বিভিন্নভাবে অনেক কষ্ট দিয়েছে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মর্যাদা অনুযায়ী পরীক্ষা

হযরত সায়্যিদুনা সা'দ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন যে, নবী করীম, রউফুর রহীম, হযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট আরয করা হল: “কোন ব্যক্তি কঠিন পরীক্ষায় লিপ্ত হয়?” শ্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “(সর্বপ্রথম) আশ্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَام, অতঃপর তাঁদের পরে যাঁরা সর্ব উৎকৃষ্ট, এরপর তাঁদের পরে যাঁরা সর্ব উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ পদমর্যাদা অনুসারে। আদম সন্তানের সাথে দ্বীনের যেরকম সম্পর্ক হয়ে থাকে, সে হিসেবে তাকে (আপদ ও) মুসীবতে লিপ্ত করে দেয়া হয়। যদি সে দ্বীনের (ব্যাপারে) শক্তিশালী হয়, তবে মুসীবতও তার উপর কঠিন হবে। আর যদি দ্বীনের (ব্যাপারে) দুর্বল হয়, তবে তার উপর মুসিবতও সহজতর করা হয়। এ ধারাবাহিকতা সর্বদা চলতে থাকবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

তাকে মুসিবতের পর মুসিবতে জড়াতে জড়াতে (তার জন্য অবস্থা এমন হয়,) শেষ পর্যন্ত যমীনের উপর সে এভাবে চলে যে, তার আর কোন গুনাহই অবশিষ্ট থাকে না। (জামে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪০৬) যা হোক এসব কিছু আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের ইচ্ছায় হয়ে থাকে আর নেককার বান্দাগণ ধৈর্যধারণ করে সাওয়াবের ভান্ডার কুঁড়িয়ে নিজ অবস্থার কথা এভাবে বলে:

জে সুহনা মেরে দুখ ভিচ রাজী, তে মে ছুখ নু চুল্লে পাওয়া।

অর্থাৎ- আমার প্রিয়তম যখন আমার দুঃখের উপর সন্তুষ্ট

আমি কেন আমার দুঃখের ব্যাপারে অভিযোগ করব।

পেরেশানী ও রোগ-ব্যাদিতে সন্তুষ্ট থাকার ব্যাপারে প্রাসঙ্গিকভাবে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা লক্ষ্য করুন।

(৩০) সর্বদা জ্বর

একদিন তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “মুসলমানের উপর যে মুসীবতই আসে, আল্লাহ সেটার কারণে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।” একথা শুনে হযরত সাযিয়দুনা উবাই ইবনে কা'ব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ দোয়া করলেন, “ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার মৃত্যু পর্যন্ত এমন জ্বর প্রত্যাশা করছি, যা আমাকে নামায, রোযা, হজ্জ ও ওমরা এবং তোমার পথে জিহাদ থেকে বিরত না রাখে।” তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ দোয়া কবুল হল। বর্ণনাকারীর বর্ণনা হচ্ছে, হযরত সাযিয়দুনা উবাই ইবনে কা'ব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর সর্বদা জ্বর থাকত। শেষ পর্যন্ত তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (এ অবস্থায়) ইত্তিকাল হয়ে গেল। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এ অবস্থায়ও মসজিদে নামায পড়ার জন্য হাজির হতেন, রোযা রাখতেন, হজ্জ ও ওমরা করতেন এবং জিহাদ করতেন।” (কানযুল উম্মাল, ৩য় খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৬৩৩)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

জ্বরের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জ্বরের ফযীলতের কথাইবা কি বলব! হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন যে, “হযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সামানে/ উপস্থিতিতে জ্বরের ব্যাপারে একদা আলোচনা চলছিল, তখন এক ব্যক্তি জ্বরকে মন্দ বলল।” খাতেমুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “জ্বরকে মন্দ বলোনা, এজন্য যে, সেটা (মুমিনকে) গুনাহ থেকে এভাবে পবিত্র করে দেয়, যেভাবে আগুন লোহার মরিচাকে পরিস্কার করে দেয়।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৬৯)

ফুঁক দে জু মেরী খুশিয়ো কে চমন কো আকা,
চাক দিল চাক জিগর ছৌজিশে সিনা দেদো।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

(৩১) মসুরের ডালের চরম ফিস

হযরত সাযিয়দুনা ইবরাহীম বিন শায়বান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “আমি চল্লিশ বৎসর যাবত ছাদের নিচে কোন রাত কাটাইনি। আমার সর্বদা পেট ভরে মসুরের ডাল খাওয়ার খুব ইচ্ছা হতো। একবার শাম দেশে রান্নাকৃত মসুরের ডালের পেয়ালা কেউ আমাকে দিল। আমি তা থেকে খেলাম। যখন বাইরে আসলাম তখন এক দোকানে দেখলাম অনেক বোতল লটকানো আছে। আমি মনে করি এগুলো সিরকা (আখ বা আঙ্গুরের টক শরবত) হয়ত। তাই ভালভাবে দেখছিলাম। কেউ বলে উঠল, “আপনি কী দেখছেন, এগুলো হচ্ছে মদ।” আর মটকার দিকে ইশারা করে বলল: “এগুলোতেও মদ রয়েছে।” আমি শরীয়াত বিরোধী কাজ দেখে রাগের বশবর্তী হয়ে পড়লাম আর এ কারণে আমার মধ্যে উত্তেজনা চলে আসল,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

আর আমি দোকান থেকে মদের মটকা বাইরে এনে মাটির উপর ফেলতে শুরু করলাম। আমার সাহসের কারণে দোকানদারের মধ্যে আমার প্রতি ভীতির সঞ্চার হল কারণ সে আমাকে সরকারী লোক মনে করে নিয়েছিল। তাই নিশ্চুপ হয়ে আমার কাণ্ড দেখতে থাকল। যখন আসল ব্যাপার প্রকাশ পেয়ে গেল তখন দোকানদার আমাকে ধরে মিসর ও শামের শাসক ইবনে তুলুনের নিকট সোপর্দ করল। মদের মটকা ভাঙ্গার দায়ে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হল। তাই আমাকে দু’শত বেত্রাঘাত করা হল এবং দীর্ঘ দিনের জন্য জেলখানায় বন্দি করা হল। ছাড়া পাওয়ার উপায় এভাবে হল যে, একবার আমার সম্মানিত ওস্তাদ হযরত সায়্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ মাগরিবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ঐ শহরে আগমন করলেন। তিনি আমার খবর শুনে আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্য জেলাখানায় গেলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি কি অপরাধ করেছ?” বললাম: “পেট ভরে মসুরের ডাল খেয়েছি আর এটার ফিস স্বরূপ বন্দি জীবন লাভ করা ছাড়াও দু’শত বেত্রাঘাত খেয়েছি।” তিনি বললেন: “অপরাধের তুলনায় শাস্তি খুবই সস্তা ও সামান্য (হয়েছে)। এরপর তাঁকে মটকার কাহিনীও বললাম।” তিনি সুপারিশ করে আমাকে মুক্ত করলেন।”

(রিশালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ১৫৩ পৃষ্ঠা, নফসের বিরোধীতা অধ্যায়)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ ওয়ালাগণ নফসের আনুগত্য থেকে সর্বদা বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেন। যদি কখনো নফসের দাবী পূরণ করে বসতেন তখন অনেক সময় কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে যেতেন এবং এর মাধ্যমে তাঁদের পদমর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেয়ে যেত। এসব কিছু আশিক-মাশুকের গোপন ব্যাপার।

মকতবে ইশক কা দসতুর নিরাদা দেখা,

উছ কো ছুটি না মিলী জিছ কো ছবক ইয়াদ রাহা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

(৩২) মাছের কাঁটা

হযরত সায্যিদুনা আবুল খায়র আ'সকালানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কয়েক বৎসর যাবত মাছ খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। অবশেষে হালাল পন্থায় এটার সুযোগ এসে গেল। কিন্তু যেমাত্র খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন তখন মাছের কাঁটা তাঁর আঙ্গুলে ঢুকে গেল। আঘাতপ্রাপ্ত স্থান এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল যে, অবশেষে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হাতই নষ্ট হয়ে গেল। এতে তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয় করলেন: “ইয়া আল্লাহ! এটাতো ঐ ব্যক্তির অবস্থা, যে একটি হালাল বস্তু খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে এবং সেটার দিকে হাত বাড়িয়েছে। এখন ঐ ব্যক্তির কী অবস্থা হবে, যে হারাম বস্তু খাওয়ার ইচ্ছায় সেটার দিকে হাত বাড়াবে।”

(রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ১৪২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহুওয়ালাগণের অবস্থা সাধারণের চেয়ে অন্য রকম হয়ে থাকে। তাঁরা কষ্ট পাওয়ার পর সেটার ভিত্তি কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত তা বের করে ফেলেন এবং খুবই বিনয় প্রকাশ করে তা থেকে তাওবা করে থাকেন। আমাদের সু-ধারণা হচ্ছে, হযরত সায্যিদুনা আবুল খায়র আ'সকালানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর হাতে মাছের কাঁটা পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বিদ্ধ হয়েছে। সাধারণ মানুষেরও মাঝে মাঝে মাছ খাওয়ার সময় গলায় কাঁটা আটকে যায়। যদি কখনো এরূপ হয় তবে ধৈর্য সহকারে সহ্য করা উচিত। কারণ মুসলমানের উপর যে কোন মুসীবতই চলে আসুক না কেন তাতে হয়তো তার গুনাহ মাফ করা হয় কিংবা তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। যেমন-

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার ফযীলত

হযরত সায্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ও সায্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত রয়েছে; খাতেমুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “কোন দুঃখ, কোন ব্যথা, কোন উদ্বেগ-উৎকর্ষা, কোন কষ্ট, কোন দুর্ভোগ ও কোন পেরেশানী মুসলমান পায়না, এমনকি কাঁটাও যা বিদ্ধ হয়, বরং আল্লাহ তাআলা এগুলোর কারণে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।”

(বুখারী শরীফ, ৭ম খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৬৪১-৫৬৪২)

বিপদের রহস্য

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: যখন বান্দার জন্য আল্লাহর জ্ঞানে কোন পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা নির্ধারণ করা হয়, আর সে নিজের আমল দ্বারা ঐ মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনা, তখন আল্লাহ তাআলা তার শরীর কিংবা সম্পদ অথবা আওলাদের উপর মুসীবত আরোপ করেন, অতঃপর তাকে ধৈর্যশক্তি দান করেন। অবশেষে তাকে ঐ মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন, যা তার জন্য আল্লাহর জ্ঞানে নির্ধারিত হয়ে গেছে।

(সুনানে আবু দাউদ, ১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩০৯০)

উও ইশকে হাকীকী কী লজ্জাত নেহী পা ছেকতা,

জু রন্‌জো মুসীবত ছে দোছার নেহী হোতা।

(৩৩) গাজর আর মধু

বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى নফসের খুবই বিরোধীতা করতেন। যেমন- হযরত সায্যিদুনা শায়খ সিররী সাকতী رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى বলেন: আমার নফস ৩০ কিংবা ৪০ বৎসর যাবৎ তাগিদ করছিল, শুধু একটি গাজর মধুতে ভিজিয়ে যেন খাই। কিন্তু اَلْحَسْبُ لِلّٰهِ وَعَزَّوَجَلَّ আমি নফসের কথা রাখিনি।”

(রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদর শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

(৩৪) আজির ফল বের করে ফেললেন

হযরত সাযিয়দুনা জাফর বিন নাসীর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা শায়খ জুনাইদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আমাকে একটি দিরহাম দিয়ে ওয়াযীরী আজির ফল নিয়ে আসার জন্য বললেন। আমি এনে দিলাম। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ইফতারের সময় যখন আজির ফল মুখে দিলেন তখন তৎক্ষণাৎ তা মুখ থেকে বের করে ফেললেন আর কেঁদে দিলেন এবং বললেন: “এখান থেকে আজির ফল সরিয়ে নাও।” আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন: “আমার অন্তর থেকে আওয়াজ এল, “তোমার লজ্জা করেনা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি ইচ্ছা ত্যাগ করার পর পুনরায় তা পূর্ণ করতে যাচ্ছ।” (প্রাগুক্ত, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

কেউ একেবারে সত্যি বলেছেন, “নিজের লাগাম” “খায়েশের” হাতে ন্যস্ত করনা, এটা তোমাকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাবে।”

(প্রাগুক্ত, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

(৩৫) হালুয়া বিক্রোতা লোকমা খাওয়ালেন

শায়খুল মুহাক্কীন, খাতেমুল মুহাদ্দিসীন, হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “আমার পীর-মুর্শিদ সাযিয়দী শায়খ আবদুল ওয়াহ্‌হাব মুত্তাকী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ও তাঁর একবন্ধু একবার দুর্ভিক্ষের সময় মসজিদের কোনায় আলাদাভাবে ইবাদতরত ছিলেন। উভয়ে আগে থেকে পরস্পর এটা নির্ধারণ করেছিলেন যে, আমরা পরস্পর কথা-বার্তা বলব না, কারো কাছ থেকে খাবার চাইব না আর নিজের হাতে কোন কিছু খাব না। অনবরত বিশ দিন এভাবে কেটে গেল। একুশতম দিনে একজন হালুয়া বিক্রোতা মসজিদে এসে উভয়ের মাঝখানে খাবার রেখে চলে গেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

(যেহেতু এটা নির্ধারণ হয়েছিল, নিজের হাতে কিছু খাবে না সুতরাং) তাঁরা উভয়ে এ থেকে কিছু খেলেন না। বাইশতম দিনে সে আবার আসল আর খাবার রেখে চলে গেল। এবারও উভয়ে খাবারে হাত দিলেন না। তেইশতম দিনে ঐ হালুয়া বিক্রেতা এসে স্বয়ং নিজের হাতে লোকমা তৈরী করে তাঁদের উভয়কে খাবার খাওয়ালেন।

(আখবারুল আখইয়ার, ২৭৮ পৃষ্ঠা, মাক্তাবায়ে নুরিয়াহ্ রামাবিয়্যাহ্ সঙ্কর হতে মুদ্রিত)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

(৩৬) মাংসের অকেজো হাঁড়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আ'বদুল ওয়াহ্‌হাব মুত্তাকী কাদিরী, শায়লী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ অনেক বড় উপবাসী আল্লাহ্ তাআলার অলি ছিলেন। কোন একবার সাধনা, কারো নিকট কিছু না চাওয়া ও ক্ষুধার ব্যাপারে আলোচনা শুরু হলে তিনি বললেন: “একটি সময় এমনও ছিল, আমি ‘কসাইয়ের’ ফেলে দেয়া অকেজো হাঁড় ও গমের ক্ষুদ্রাংশ যা ক্ষেতের মধ্যে ফেলে দেয়া হয় তা তুলে নিতাম আর সেগুলো ধুয়ে হাঁড় সাথে সিদ্ধ করে সেটার এক পেয়ালা ঝোল পান করে কাটাতাম। লোকেরা যখন এটা জানতে পারল, তখন তারা নানা ধরনের খাবার দিতে শুরু করল। এ অবস্থা দেখে আমি সেখান থেকে চলে গেলাম। এরপর থেকে কোন জায়গায় ৩ দিনের বেশি অবস্থান না করার নিয়ম করে নিলাম।” (প্রাণ্ডক, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

ভুক কি আদত বনে আওর ইস্তিকামাত ভি মিলে
খাতিমা বিল খাইর হো আল্লাহ! জান্নাত ভি মিলে

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। **إِنَّ شَرَّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

(৩৭) খাবার খাওয়ার পূর্বে ডয়

হযরত সাযিয়দুনা ওয়াহাব বিন ওয়ার্দ **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** একদিন কিংবা দুই দিন অথবা তিনদিন ক্ষুধার্ত থাকার পর একটি রুটি নিতেন আর এভাবে দোয়া করতেন, “ইয়া আল্লাহ্! তুমি জান যে, আমি এটা খাওয়া ছাড়া তোমার ইবাদত করার শক্তি পাব না আর আমার দুর্বল ও পেরেশানগ্রস্থ হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে। ইয়া আল্লাহ্! যদি এ রুটিতে কোন ক্ষতি ও হারাম মিশ্রিত থাকে, তাহলে অজ্ঞাতবস্থায় আমার পেটে প্রবেশ করাতে আমাকে এ খাবারের জন্য পাঁকড়াও কর না।” এ দোয়া করার পর তিনি **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** রুটিটি পানিতে ভিজিয়ে আহার করতেন।

(মিনহাজুল আবেদীন, ৯৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

খাবার খেয়ে কান্না করা উচিত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা-ভাবনা ছাড়া প্রতিটি বস্তু খেতে থাকলে তা দুশ্চিন্তার কারণ হবে। আখিরাতের হিসাবের ব্যাপারে আমাদের ভয় করা উচিত। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** ইহুইয়াউল উলূম এ লিখেছেন, “খাবার খেয়ে ক্রন্দনকারী ও খাবার খেয়ে খেলা-ধূলা, হাসি-তামাশায় লিপ্ত ব্যক্তি উভয়ে এক সমান হতে পারে না।” (ইহুইয়াউল উলূম, ২য় খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আরো বলেন: “মানুষ সন্দেহযুক্ত খাবার খাওয়ার কারণে যেন ইসতিগফার ও আফসোস করে। যাতে তার অশ্রু ও আফসোসের কারণে তার জন্য প্রজ্জলিত জাহান্নামের আগুন নিভে যায়। এরূপ খাবার খাওয়ার কারণে যদি (কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সামনে) পেশ হওয়া লাগে!” কেননা, তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে মাংস হারামের মাধ্যমে পূর্ণ হয়, সেটার জন্য অধিক উপযুক্ত হচ্ছে আগুন।

(শুয়ুবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৭৬১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৩৮) শুকনো রুটির টুকরা

হযরত সাযিয়্যুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: একদিন হযরত সাযিয়্যুনা হারিস বিন আসাদ মুহাসিবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আমার ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর মধ্যে ক্ষুধার চিহ্ন উপলব্ধি করে আরয করলাম: “চাচাজান! আসুন কিছু খেয়ে নিন।” তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আসলেন, ঘরে অন্য কিছু ছিলনা, শুধু প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে বিয়ের খাবার এসেছিল, তাই দিলাম। তিনি এক গ্রাস নিলেন আর কয়েক বার মুখের মধ্যে ঘুরালেন অতঃপর দরজায় গিয়ে (মুখ থেকে) বের করে ফেললেন এবং চলে গেলেন। এর কিছুদিন পর যখন তাঁকে পুনরায় দেখলাম, তখন আমি ঐদিন খাবার না খাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন: “আমার ক্ষুধা পেয়েছিল তাই আমি ইচ্ছা করলাম, তোমার দেয়া খাবার খেয়ে নেব আর তোমাকে খুশী করব। কিন্তু আল্লাহ ও আমার সাথে এ প্রতিজ্ঞা রয়েছে, যে খাবারে “সন্দেহ” থাকবে তা আমার কণ্ঠনালীর নীচে যাবে না। একারণে আমি তা গিলতে পারিনি। আমি বললাম: ঐ খাবার আমার প্রতিবেশীর কাছ থেকে বিয়ে উপলক্ষ্যে এসেছিল। আজকে আমার ঘরে তাশরীফ আনুন।” তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাশরীফ আনলেন। আমি শুকনো রুটির টুকরা পেশ করলাম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তা খেয়ে নিলেন আর বললেন: “দরবেশগণকে এ ধরনের খাবারই পেশ করবে।” (রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ৪২৯-৪৩০ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৩৯) আঙ্গুলের রগ অস্থির হয়ে উঠত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! লক্ষ ক্ষুধা লাগুক না কেন তবুও আল্লাহর ওলীরা رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى সন্দেহযুক্ত খাবার খেতেন না। হযরত সায়্যিদুনা হারিস মুহাসিবী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। হযরত সায়্যিদুনা আবু আলী দাব্বাক্ব رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, “যখনই হযরত সায়্যিদুনা হারিস মুহাসিবী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কোন সন্দেহযুক্ত খাবারের দিকে হাত বাড়াতেন, তখন তাঁর رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ একটি আঙ্গুলের রগ অস্থির হয়ে উঠত। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তখন ঐ খাবার আহার করতেন না।” (প্রোঙ্ক, ৪২৯ পৃষ্ঠা) অনেক আওলিয়ায়ে কিরামগণের رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى এ ধরনের স্পষ্ট কারামত ছিল, তাঁদের হারাম ও সন্দেহপূর্ণ খাবারের ব্যাপারে জানা হয়ে যেত।

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৪০) আবিদ ও আনার গাছ

কথিত আছে, একজন আবিদ কোন এক পাহাড়ে বাস করতেন। সেখানে একটি আনার গাছ ছিল। প্রতিদিন তিনটি আনার তাতে ধরত। তিনি তা খেতেন আর ইবাদত করতেন। আল্লাহ্ একদিন তার কাছ থেকে পরীক্ষা নিতে চাইলেন। পরীক্ষা শুরু হল। একদিন আনার ধরলনা। তিনি ধৈর্য ধরলেন। দ্বিতীয় দিনও এ ঘটনা ঘটল। তৃতীয় দিন (ক্ষুধায়) অস্থির হয়ে পাহাড় থেকে নীচে নেমে গেলেন। সেটার নীচে একজন খ্রীষ্টান বাস করত। তিনি তার কাছে গিয়ে কিছু খাবার চাইলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

সে তাঁকে চারটি রুটি দিল। রুটি দেখে তার কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। আবিদ কুকুরটিকে একটি রুটি দিয়ে দিলেন। কুকুর সেটা খেয়ে পুনরায় তার পিছু নিল। তখন তিনি আর একটি রুটি দিয়ে দিলেন, কুকুর সেটাও খেয়ে ফেলল কিন্তু পিছু ছাড়ল না। এভাবে কুকুরটি যখন চারটি রুটিই খেয়ে নিল এবং তারপরও ঘেউ ঘেউ করা থেকে বিরত রইল না, তখন আবিদ বললেন: “ওহে, মিথ্যা চেষ্টাকারী লোভী! তোর লজ্জা করে না, আমি তোর মালিকের ঘর থেকে ভিক্ষা করে চারটি রুটি নিয়েছি আর তুই আমার কাছ থেকে সবগুলো ছিনিয়ে নিয়েছিস, তারপরও পিছু ছাড়ছিসনা।” (আল্লাহ তাআলার হুকুমে কুকুরের জবান খুলে গেল) কুকুর বলে উঠল, “আমিতো তোর থেকে বেশি নির্লজ্জ নই। যে মালিক বছরের পর বছর ধরে পরিশ্রম ও কষ্ট ছাড়া এমন পবিত্র রিযিক তোকে খাইয়েছে, (সামান্য পরীক্ষায় ফেলে) তিন দিন না দেয়াতে (ক্ষুধায়) এরূপ ভয় পেয়ে গেলি যে, তাঁর শত্রু (খ্রীষ্টান) এর ঘরে ভিক্ষা চাইতে এসেছিস!”

(আহসানুল বিআ, ১৪৪ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে এ শিক্ষা লাভ হল যে, যে আল্লাহ আমাদেরকে এতসব নেয়ামত দান করেন, যদি কখনো তাঁর পক্ষ থেকে কোন পরীক্ষা এসে যায় তখন অধৈর্য প্রদর্শন ও অভিযোগ করার পরিবর্তে ধৈর্য ও সহ্য করা উচিত। এ কথাটা এ ঘটনা থেকে বুঝে নিন

(৪১) সুলতান মাহমুদ ও আয়ায আর তিঙ্ক শশার টুকরা

বর্ণিত, প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল বাদশাহ সুলতান মাহমুদ গযনবী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিকট কেউ একদা কিছু শশা (কাকড়ি) নিয়ে হাজির হল। সুলতান শশাগুলো (কাকড়িগুলো) গ্রহণ করলেন আর দাতাকে পুরস্কৃত করলেন। অতঃপর নিজের হাতে শশার (কাকড়ির) একটি টুকরা কেটে নিজের অতি প্রিয়ভাজন গোলাম আয়াযকে প্রদান করলেন,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

আয়ায মজা করে খেতে লাগল। এরপর সুলতান আর একটি ছিলকা কাটলেন আর নিজে খাওয়া শুরু করলেন। তখন দেখা গেল, তা এরূপ তিতা ছিল, মুখে রাখা কঠিন। সুলতান অবাক দৃষ্টিতে আয়াযের দিকে দেখলেন আর বললেন: “আয়ায! এরূপ তিতা শশা (কাকড়ি) তুমি কিভাবে খেয়েছ? বাহ! তোমার চেহারায়তো বিন্দুমাত্র বিরক্তির চিহ্নও প্রকাশ পেলনা?” আয়ায বলল: “আলীজা! শশা (কাকড়ি) সত্যিই খুবই তিতা ছিল। যখন মুখে দিলাম তখন আমার জ্ঞান বলে উঠল, ফেলে দে,” কিন্তু ইশক বলে উঠল, “আয়ায খবরদার! এটা ঐ হাত প্রদত্ত শশা, যে হাত দ্বারা প্রতিদিন মিষ্টি বস্তু সমূহ খেয়েছিস। যদিওবা একদিন তিজ্ঞ বস্তু দিয়েছে তাতে কি হয়েছে! এটা ফেলে দেয়া ভালবাসার বহির্ভূত কাজ হবে। তাই ইশকের পথ-নির্দেশনা অনুযায়ী আমি শশার তিতা টুকরাগুলি হাসিমুখে খেয়ে নিলাম।” (রাহুবারে শিন্দেগী, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ রকম মর্যাদাবান মুসলমানদের মত আমাদেরও স্বভাব হওয়া উচিত। যে আল্লাহ আমাদের উপর অগণিত দয়া করেছেন, যদি কখনো তাঁর পক্ষ থেকে কোন মুসীবত ও হঠাৎ দুর্ঘটনাও এসে পড়ে, তবে সেটাকে হাসি মুখে গ্রহণ করে নেয়া উচিত। খাঁটি প্রেমিক সে নয়, যে প্রিয়তমের পক্ষ থেকে ভালবাসা ও প্রেম পাওয়ার কারণে কৃতজ্ঞ থাকে। খাঁটি প্রেমিক সেই, যে প্রিয়তমের পক্ষ থেকে ধিক্কার পাওয়ার পরও তার প্রতি কৃতজ্ঞ ও জান উৎসর্গকারী হয়ে থাকে।

উও ইশকে হাকীকী লজ্জাত নেহী পা হুকতা,
জু রনজো মুসীবত ছে দো-ছার নেহী হোতা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

(৪২) খ্রীষ্টান পাদ্রীর ইসলাম গ্রহণ

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ একজন খ্রীষ্টান পাদ্রীকে ‘ইনফিরাদী কৌশিশ’ করে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সে বলল: “হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ ﷺ এর মু’জিয়া ছিল, ৪০ দিন পর্যন্ত তিনি কিছু খেতেন না আর এ চরম উৎকর্ষতা শুধুমাত্র নবী ﷺ কিংবা সিদ্দীকেরই থাকতে পারে।” ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: “যদি আমি ৫০ দিন পর্যন্ত উপবাস থাকতে পারি তবে তুমি কুফর ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে যাবে?” এবং একথা মেনে নেবে যে, ইসলামই সত্য আর তুমি মিথ্যার পক্ষালম্বনকারী?” সে জবাব দিল, “হ্যাঁ”। সুতরাং ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তখন থেকে তার কাছেই রয়ে গেলেন আর ৫০ দিন পর্যন্ত কিছু খেলেন না। এরপর আরো ১০ দিন বাড়িয়ে মোট ৬০ দিন পর্যন্ত উপবাস রইলেন। ঐ পাদ্রী এ কারামত দেখে মুসলমান হয়ে গেল। (ইহু ইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে কেউ এটা ভাববেন না, ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আল্লাহ্র পানাহ! হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ ﷺ হতে মর্যাদায় এগিয়ে গেছেন। ইসলাম স্বীকৃত আকীদা (বিশ্বাস) এটা হচ্ছে, কোন নবী ﷺ হতে অন্য কেউ উত্তম হতে পারেনা। আর যে নবী নয় এমন ব্যক্তিকে নবী ﷺ হতে যে উত্তম মনে করে, সে কাফির। আসলে কথা হচ্ছে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ঐ পাদ্রী এ রকম মনে করত যে, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ ﷺ এর পর বর্তমানে আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কোন গোলাম ৪০ দিন উপবাস থাকতে পারবেইনা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

এজন্য ঐ বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কারামত দেখিয়ে তার ভুল ধারণা দূর করলেন যে, ৪০ দিন উপবাস থাকা হযরত সায়্যিদুনা ইসা عَلِ تَبِيَّتْنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام এর বিশেষত্ব নয়, বরং তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বুত, মাহবুবে রব্বুল ইয়যত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর গোলামগণ ৪০ দিন নয় মাত্র ৬০ দিন উপবাস থাকার পরও বেঁচে থাকতে সক্ষম।

চাহে তো ইশারো ছে আপনে কায়াহী পলট দে দুনিয়া কি,
ইয়ে শান হে খিদমত গারো কি ছরকার কা আলম কিয়া হোগা।

(৪৩) মাছ-ভাত

বসরার এক বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ব্যাপারে কথিত আছে, ২০ বৎসর যাবত তাঁর নফস মাছ-ভাত ও রুটি খাওয়ার ইচ্ছা করছিল কিন্তু তিনি নিজের নফসকে এমনভাবে দমন করতে থাকেন যে, এগুলো ইহজীবনে আর খেলেনই না। তাঁর ইন্তিকালের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ্ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন: “আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে যেসব নেয়ামত দান করা হয়েছে তা বলার বাইরে। সর্বপ্রথম আমাকে মাছ-ভাত ও রুটি দিয়ে বলা হয়েছে, আজকে যত মন চায় খাও। (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! নফসের আনুগত্য যারা করেন না আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁদের কিরূপ উচ্চ মর্যাদা লাভ হয়ে থাকে। যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নফসকে দমন করে দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ উপভোগ করা থেকে বেঁচে থেকে ক্ষুধা সহ্য করার ক্ষেত্রে কৃতকার্য হয়ে যান তাঁদেরকে মোবারকবাদ। যেহেতু মৃত্যুর পর তাঁদেরকে জান্নাতের মহান নেয়ামত সমূহ প্রদান করা হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

যেমন- আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

আহার কর, পান কর তৃপ্তি সহকারে
পুরস্কার সেটারই, যা তোমরা বিগত
দিন গুলোতে আগে প্রেরণ করেছো।
(পারা- ২৯, সূরা- হাক্বকাহ, আয়াত- ২৪)

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا
أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

(৪৪) অন্তরের জন্য লাভজনক

হযরত সাযিয়্যুনা শায়খ আবু সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “নফসের কোন ইচ্ছা বর্জন করা, অন্তরের জন্য এক বৎসরের রোযা ও রাত্রি জাগরণ থেকেও অধিক লাভজনক। (প্রোগুক্ত, ৩য় খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৪৫) জান্নাতের ওলীমা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “আখিরাতে পথের যাত্রী বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَتُهُمْ اللهُ تَعَالَى নফসের ইচ্ছা সমূহ পূর্ণ করা থেকে বেঁচে থাকতেন। কেননা মানুষ যদি ইচ্ছা অনুযায়ী মজাদার বস্তু খেতে থাকে তখন এতে তার নফসের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হয় আর তার হৃদয় কঠোর হয়ে যায়। এছাড়া সে দুনিয়ার মজাদার বস্তুগুলোর প্রতি এমনভাবে মিশে যায়, দুনিয়ার স্বাদের বস্তুগুলোর আকর্ষণ তার অন্তরে বাসা বাঁধে আর সে আল্লাহর সাক্ষাৎ ও তাঁর মহান দরবারে হাজির হওয়ার কথা ভুলে বসে। তার জন্য দুনিয়া “জান্নাত” ও মৃত্যু “জেলখানা” হয়ে যায়। যে নিজের নফসের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করে আর সেটাকে স্বাদের বিষয়গুলো থেকে বঞ্চিত রাখে, তবে দুনিয়া তার জন্য জেলখানা হয়ে যায় আর সে তাতে এমন অনুভব করে যেন তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

এখন তার নফস দুনিয়া থেকে স্থানান্তরিত হতে ও মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনের বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হওয়াকে ভালবাসে। এ কথার দিকে ইশারা করে হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহুইয়া মুআয রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “ওহে সিদ্দীকগণের দল! জান্নাতের ওলীমা খাওয়ার জন্য নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখো। কেননা নফসকে যতটুকু ক্ষুধার্ত রাখা যায়, ততটুকু খাবারের ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়।” (অর্থাৎ যখন প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগে তখন খাবার খাওয়াতে বেশি স্বাদ অনুভব হয়। এটার অভিজ্ঞতা প্রায় রোযাদারদের হয়ে থাকে। সুতরাং দুনিয়াতে বেশি ক্ষুধার্ত থাকো, যাতে জান্নাতের মহান নেয়ামত সমূহের ভালভাবে স্বাদ গ্রহণ করতে পার)। (প্রাণজ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

(৪৬) রোদ্রে শুকানো আটা

হযরত সায়্যিদুনা উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আটা খামির করে রোদ্রে শুকিয়ে আহার করতেন আর বলতেন “একটি রুটির টুকরা ও লবণ খেয়ে দিন কাটানো উচিত। যাতে কিয়ামতের দিন ভুনা মাংস ও ভাল ভাল খাবার পাওয়া যায়।” (ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

(৪৭) ৪০ বছর যাবত দুধ পান করেননি

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত; তাঁর নফস ৪০ বছর যাবত দুধ পান করার ইচ্ছাপোষণ করছিল। কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তা পান করেননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

একদিন উপহারস্বরূপ কেউ কিছু খেজুর দিলেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ শিষ্যদের তা প্রদান করে বললেন: আপনারা খেয়ে নিন, আমি ৪০ বছর যাবত খেজুর (খাওয়াতো দূরের কথা) স্বাদও গ্রহণ করিনি।” (প্রাঞ্জল, ১০১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৪৮) মাংস-রুটি

হযরত সাযিয়দুনা উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সাত বৎসর যাবত মাংস খাওয়ার ইচ্ছাকে এড়িয়ে যান। অতঃপর একদিন রুটি ও মাংসের একটি টুকরা ক্রয় করলেন। মাংসের টুকরা ভুনে রুটির উপর রাখলেন। এরই মধ্যে এক ইয়াতীম ছেলে সেখানে উপস্থিত হল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাকে রুটি ও মাংসের টুকরা দিয়ে দিলেন। অতঃপর কাঁদতে লাগলেন আর ২৯ পারার সুরাতুদ দাহর এর ৮নং আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করতে লাগলেন -

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

এবং আহার করায় তাঁর
ভালবাসার উপর মিস্কীন,
ইয়াতীম ও বন্দীকে।

(পারা- ২৯, সূরা- দাহর, আয়াত- ৮)

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ

عَلَى حَبِّهِ مِسْكِينًا

وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

হযরত সাযিয়দুনা উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এরপর কখনো রুটি ও ভুনা মাংসের স্বাদ গ্রহণ করেননি। (প্রাঞ্জল, ২১১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

(৪৯) ভয়াবহ ধূলাঝড়

হযরত সাযিয়্যুদুনা উত্বাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: অনেক বৎসর ধরে আমার নফস খেজুর খাওয়ার ইচ্ছা করছিল। আমি একদিন কিছু খেজুর কিনে ইফতার করার জন্য রাখলাম। এরই মধ্যে এমন ভয়াবহ ধূলাঝড় শুরু হল যে, চতুর্দিক অন্ধকারে ছেঁয়ে গেল। যার ফলে মানুষের মধ্যে ভয়-ভীতির সঞ্চার হল। এ অবস্থা দেখে আমি নিজেকে সম্বোধন করে বললাম: “এটা তোর সাহস ও (নফসের আনুগত্য করে) খেজুর কেনার কারণে হয়েছে, আর তোর গুনাহের কারণে লোকেরা ধূলাঝড়ে আক্রান্ত হয়েছে। অতঃপর প্রতিজ্ঞা করলাম, এখন আর এগুলোর স্বাদ গ্রহণ করবনা।” (প্রাণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সাযিয়্যুদুনা উত্বাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর এটা বিনয় ছিল, ধূলাঝড় যখন আসল তখন এর জন্য নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। বুয়ুর্গগণের বরকতে বিপদ-আপদ আসেনা, দূর হয়। এটা অসম্ভব নয় যে, ভূমিকম্প আসছিল আর তা তাঁর বরকতে ধূলাঝড়ে রূপ নিল! বর্ণিত আছে, “নেককার বান্দাদের আলোচনাকালে রহমত অবতীর্ণ হয়।” (কাশফুল খিফা, ২য় খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৭২) যখন শুধু আলোচনা করাতে রহমত নাযিল হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে তাহলে যেখানে আল্লাহ তাআলার ওলীর পুন্যবান সত্ত্বা বিদ্যমান থাকবেন, সেখানে রহমতের অবস্থা কি ধরনের হতে পারে!

জু ওলিয়ো কে মাযারো পর মুসলমা আতে যাতে হে
খোদা কি রহমতো সে হিসসা ওয়াফির উহ পাতে হে

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

(৫০) সবুজ পেয়ালা

হযরত সাযিয়দুনা শফীক বিন ইবরাহীম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “আমি একদা মক্কা শরীফে হুযর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র জন্মস্থানের নিকট হযরত সাযিয়দুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ রাস্তার ধারে বসে কাঁদছিলেন। আমি তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কাছে গিয়ে বসলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, “ওহে আবু ইস্হাক! (এটা তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ উপনাম ছিল) কেন কাঁদছেন?” তিনি বললেন: “ভাল”। আমি আমার কথা দুই তিনবার বলার পর তিনি বললেন: “ওহে শফীক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ! আমার কথার গোপনীয়তা রক্ষা করবে তো।” আমি বললাম: “যা মন চায় বলে দিন!” তিনি বললেন: “আমার নফস ৩০ বৎসর থেকে সিকবাজ (সিরকা, মাংস ও সুগন্ধিযুক্ত মসলা দ্বারা তৈরী তরকারী) খাওয়ার আগ্রহে অস্থির ছিল। কিন্তু আমি তাকে দমন করতে থাকি। গতরাতে যখন আমি বসাবস্থায় ছিলাম তখন আমার ঘুম এসে গেল। এক যুবককে সবুজ পেয়ালা হাতে দেখলাম, যা থেকে ঐ তরকারি সুগন্ধ উঠছিল। আমি সাহস করে তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম। তখন সে (যুবক) ঐ পেয়ালা আমার দিকে অগ্রসর করে বলল: “ওহে ইবরাহীম! رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খেয়ে নিন!” আমি বললাম: “আমি খাবনা। আমি এটা আল্লাহর জন্য ত্যাগ করেছি।” সে বলল: “আল্লাহই আপনাকে এটা দান করেছেন, খেয়ে নিন।” আমার কাছে এর কোন প্রত্যুত্তর ছিলনা, তাই আমি কেঁদে ফেললাম। তখন সে বলল: “খেয়ে নিন, আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন।” আমি বললাম: “আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চয়তা মিলবেনা কোথেকে এসেছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের পেটে ঢালবে না।” সে বলল: “খেয়ে নিন! আল্লাহ আপনাকে নিরাপত্তা দান করুন, আমাকে এ খাবার দিয়ে বলা হয়েছে যে, ওহে খিজির عَلَيْهِ السَّلَامُ! এটা নিয়ে যাও আর ইবরাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নফসকে খাওয়াও।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

কারণ আল্লাহু তাঁকে (সিকবাজ হতে) বিরত রাখার ক্ষেত্রে, এ দীর্ঘ ধৈর্যের কারণে তাঁর উপর অনুগ্রহ করেছেন। ওহে ইবরাহীম! رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه আমি ফিরিশতাগণকে বলতে শুনছি, “যাকে দান করা হয়, আর সে যদি না নেয় তবে এরপর চাইলেও তাকে আর তা দেয়া হবে না।” আমি বললাম: “যদি ব্যাপার এমন হয় তবে আল্লাহু তাআলার সাথে কৃত ওয়াদার কারণে আপনার সম্মুখে আমি খাবনা। অতঃপর যখন আমি ফিরে তাকালাম, তখন দেখলাম এক যুবক তাকে কোন বস্তু দিয়ে বলছে: “ওহে খিযির عَلَيْهِ السَّلَام! তাঁকে আপনি খাইয়ে দিন। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه আমাকে লোকমা দিতে থাকেন। এ অবস্থায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি যখন উঠলাম তখনও আমার মুখে সেটার স্বাদ বিদ্যমান ছিল। সায়্যিদুনা শফীক رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه বলেন: “আমি আরয় করলাম: “আপনার হাত দেখি!” আমি তাঁর رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه হাত ধরলাম এবং তাতে চুমু দিলাম।”

(ইহুয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ১০০-১০১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহু তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ঈমানের সাথে মৃত্যুর আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه নফসের ইচ্ছা গুলোকে কিভাবে পদদলিত করেছেন। ৩০ বৎসর ধরে ‘সিকবাজ’ খাওয়ার আকাজ্জাকে দমন করে রেখেছেন। আল্লাহুর রহমতে হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلَيْهِ السَّلَام তাসরীফ আনলেন এবং তাঁকে নিজের পবিত্র হাতে ‘সিকবাজ’ খাওয়ালেন। হযরত সায়্যিদুনা খিযির عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহুর একজন নবী, যিনি এখনও পার্থিব জীবনের অধিকারী। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام এর বরকতের একটি মাদানী ফুল পেশ করছি। এটাকে নিজ অন্তরের মাদানী পুষ্পস্তবকে অবশ্যই সাজিয়ে নিন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

যেমন- ‘তফসীরে সাভী শরীফে’ রয়েছে, যে কেউ হযরত সায্যিদুনা খিযির عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম কুনইয়াত (উপনাম) পিতার নাম, ও উপাধী মনে রাখবে, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ, তার ঈমানের সাথে মৃত্যু লাভ হবে। তাঁর নাম, কুনইয়াত, পিতার নাম ও উপাধী: “আবুল আব্বাস বালইয়া বিন মালকান আল্ খিদ্দার।” (তফসীরে সা-ভী, ২য় খন্ড, ১২০৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৫১) নফসের সাথে কথোপকথন

হযরত সায্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানীফা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর শাহ্যাদা হযরতে সায্যিদুনা হাম্মাদ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “আমি হযরত সায্যিদুনা দাউদ তাই رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর খিদমতে হাজির হলাম। তাঁর ঘর থেকে আওয়াজ আসছিল, “ওহে নফস! তুই গাজর খাওয়ার ইচ্ছা করেছিলি, আমি খাইয়ে দিয়েছি, পুনরায় তুই খেজুর খেতে চাচ্ছিস, আল্লাহ্র শপথ! তোকে কখনো খেজুর খাওয়াব না।” আমি সালাম করে ভেতরে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ একা ছিলেন। (অর্থাৎ তিনি নিজের নফসের সাথে কথা বলছিলেন) (প্রাণ্ডক্ত, ১০১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৫২) সবজী খাব না

হযরত সায্যিদুনা মালিক বিন দায়গম رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: একবার আমি বসরার বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন এক তরকারীর দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল, আমার নফস দাবী করে বসল যে, আজকে রাতে এ সবজী খাওয়াও। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, ৪০ রাত পর্যন্ত এ সবজী খাবনা।

(প্রাণ্ডক্ত, ১০১ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল্লা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

নামাযের জন্য আতর লাগানো মুস্তাহাব

সদরুল আফজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সাযিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ উক্ত আয়াতে করীমার টীকায় লিখেছেন: অর্থাৎ পোষাকের সাজ সজ্জা। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী মাথায় চিরুনী করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদিও সাজ সজ্জার অন্তর্ভুক্ত আর সুন্নাত হল বান্দা সুন্দর আকৃতি ও অবস্থায় নামাযের জন্য হাজির হবে। কেননা, নামাযে রবের সাথে মুনাজাত তথা কথাবার্তা হয়ে থাকে। তাই সাজ-গোজ করা আতর ব্যবহার করা মুস্তাহাব। মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে: “জাহেলী যুগে দিনে পুরুষেরা এবং রাতে মহিলারা উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করত।” এই আয়াতটিতে সতর ঢাকার এবং কাপড় পরিধান করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতটিতে এর দলিল রয়েছে যে, নামায ও তাওয়াফ সহ যে কোন অবস্থায় সতর ঢাকা ওয়াযিব।


(খায়িমুল ইরফান, ২৪৮ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

নামাযীর সামনে দিয়ে গমন করা মারাত্মক গুনাহ

(১) ছরকারে মদীনা, সুলতানে বা-করীনা, করারে কলব ও সীনা ফয়যে গঞ্জীনা ছাহেবে মুয়াত্তর পসীনা, বায়েছে নুযূলে সকীনা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যদি কেউ জানত যে, আপন নামাযী ভাইয়ের সামনে দিয়ে আড়াল হয়ে গমন করার মধ্যে কী (রকম গুনাহ) রয়েছে, তাহলে সে এক কদম চলা থেকে এক শত বছর দাঁড়িয়ে থাকাকাটা উত্তম মনে করত।” (সুনানে ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, ৫০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৪৬) (২) হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা কা'বুল আহবার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেছেন: নামাযীর সামনে দিয়ে গমনকারী যদি জানত, এতে তার কী ধরনের গুনাহ রয়েছে, তাহলে সে মাটিতে ধসে যাওয়াকে গমন করা থেকে উত্তম মনে করত। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ১ম খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭১) নামাযীর সামনে দিয়ে গমনকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে গুনাহগার। কিন্তু নামায আদায়কারী ব্যক্তির নামাযে এর কারণে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হবে না।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা)



ফয়যানে রমযান

এই অধ্যায়ে রয়েছে

ফয়যানে রমযান
শরীফ

রোযার আহকাম

ফয়যানে তারাবীহ

ফয়যানে
লাইলাতুল ক্বদর

ফয়যানে ইতিকাক

ফয়যানে
সৈদুল ফিতর

নফল রোযার বর্ণনা

রোযাদারদের
১২টি ঘটনা

ইতিকাককারীদের
৪১টি মাদানী বাহার

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

ফয়যানে রমযান

শয়তান লাখো কুমন্ত্রণা দিলেও আপনি সাহস করে এই অধ্যায় প্রতি বছর সম্পূর্ণ পড়ে নিন, তবেই এর বরকত আপনি নিজ চোখে দেখবেন।

দরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “নিশ্চয় কিয়ামতের দিন মানুষদের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই হবে, যে আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশী দরুদ শরীফ পাঠ করবে।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস-৪৮৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দয়ালু আল্লাহ তাআলার কোটি কোটি ইহসান হচ্ছে তিনি আমাদেরকে রমযান মাসের মতো মহান নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। রমযানের কল্যাণ সম্পর্কে কী বলবো? এর প্রতিটি মুহূর্তই রহমতে পরিপূর্ণ। এ মাসে প্রতিদান ও সাওয়াব অনেকগুণ বেড়ে যায়। নফলের সাওয়াব ফরযের সমান, আর ফরযের সাওয়াব সত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়; বরং এ মাসে রোযাদারের ঘুমও ইবাদতে গণ্য হয়। আরশবহনকারী ফেরেশতারা রোযাদারদের দোয়ার সাথে ‘আমীন’ বলেন। এক হাদীসে পাক অনুযায়ী, রমযানের রোযাদারের জন্য সমুদ্রের মাছগুলো ইফতারের সময় পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে।

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

ইবাদতের দরজা

রোযা গোপন ইবাদত, কেননা আমরা প্রকাশ না করলে কেউ এ কথা জানতে পারে না যে, আমরা রোযা রেখেছি কিনা। আল্লাহ গোপন ইবাদতকে বেশি পছন্দ করেন। একটি হাদীস শরীফ অনুসারে, “রোযাকে ইবাদতের দরজা বলা হয়েছে।” (আল জামেউস সগীর, ১৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪১৫)

কুরআন অবতরণ

এ মোবারক মাসের একটি বৈশিষ্ট্য হল, আল্লাহ তাআলা এতে কুরআন পাক নাযিল করেছেন। সুতরাং পবিত্র কুরআনে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল ও রমযান মাস সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: রমযান

মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে- মানুষের জন্য হিদায়াত ও পথ-নির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণী সমূহ।

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেনো অবশ্যই সেটার রোযা পালন করে। আর যে কেউ

অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে, তবে ততসংখ্যক রোযা অন্য দিনগুলোতে (পূর্ণ করবে)। আল্লাহ (তাআলা)

তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কঠিন (ক্লেশ) চান না। আর এজন্য যেন তোমরা সংখ্যা পূরণ

করবে এবং আল্লাহ (তাআলার) মহিমা বর্ণনা করবে এর উপর যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন এবং

যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হও। (পারা-২, সূরা-বাকারা, আয়াত-১৮৫)

شَهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ

الْقُرْآنَ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ

بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَ

الْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ

الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ

مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ

أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا

اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসার্বাত)

রমযানের সংজ্ঞা

এ পবিত্র আয়াতগুলোর প্রাথমিক অংশে **شَهْرُ رَمَضَانَ** (অর্থাৎ-এই রমযান মাস) এর ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** তাফসীরে নঈমীতে লিখেছেন: **رَمَضَانَ** শব্দটি হয়তো **رَضِيَ** শব্দের মতো **আল্লাহু তাআলার** নাম। যেহেতু, এ মাসে দিনরাত **আল্লাহু তাআলার** ইবাদত করা হয়, সেহেতু এ মাসকে ‘রমযান’ অর্থাৎ **আল্লাহু তাআলার** মাস বলা হয়। যেমন- মসজিদ ও কা’বাকে ‘**আল্লাহু তাআলার** ঘর বলা হয়। কারণ, সেখানে **আল্লাহু তাআলার**ই কাজ পালন করা হয়। তেমনিভাবে রমযান **আল্লাহু তাআলার** মাস। কারণ, এ মাসেও **আল্লাহু তাআলার**ই কাজ হয়ে থাকে। রোযা ও তারাবীহ ইত্যাদি **আল্লাহু তাআলার**ই জন্য; কিন্তু রোযা রাখাবস্থায় যেই বৈধ চাকুরী, বৈধ ব্যবসা ইত্যাদি করা হয়, তাও **আল্লাহু তাআলার** ইবাদত বলে গণ্য হয়। এ কারণে এই মাসের নাম ‘মাহে রমযান’ অর্থাৎ ‘**আল্লাহু তাআলার** মাস। অথবা এটা **رَمَضَاءُ** থেকে নির্গত। **رَمَضَاءُ** বলে হেমন্ত কালের বৃষ্টিকে। যা দ্বারা পৃথিবী ধুয়ে যায়, আর বসন্তকালের শস্য খুব বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সুতরাং এ মাসও হৃদয়ের ময়লা-আবজনা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়। এর ফলে আমল সমূহের শস্যক্ষেত সবুজ ও সজীব থাকে, এ কারণে এটাকে ‘রমযান মাস’ বলে। “শ্রাবণে প্রতিদিন বৃষ্টি চাই, ভাদ্র মাসে চাই ‘চারদিন’ আর আশ্বিনে চাই একদিন।” এ একদিনের বৃষ্টিতে ক্ষেতের ফসল পেকে যায়। সুতরাং অনুরূপভাবে, এগার মাস নিয়মিতভাবে নেক কার্যাদি অব্যাহত রাখা হয়, তারপর রমযানের রোযাগুলো এই নেক কাজগুলোর শস্যক্ষেতের ফসল পাকিয়ে দেয়। অথবা এটা **رَمَضٍ** (রামধ্বন) থেকে গঠিত। এর অর্থ ‘উষ্ণতা’ কিংবা ‘জ্বলে যাওয়া’। যেহেতু এ মাসে মুসলমানগণ ক্ষুধা ও পিপাসার তাপ সহ্য করে, কিংবা এটা গুনাহগুলো জ্বালিয়ে দেয় সেহেতু সেটাকে ‘রমযান’ বলা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

(‘কানযুল উম্মাল’-এর অষ্টম খন্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে: ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “এ মাসের নাম ‘রমদ্বান’ রাখা হয়েছে, কেননা, এটা গুনাহ সমুহকে জ্বালিয়ে দেয়।”)

মাসগুলোর নামকরণের কারণ

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: কোন কোন তাফসীরকারক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেছেন: “যখন মাসগুলোর নাম রাখা হলো, তখন যে মৌসুমে যে মাস ছিলো, সে অনুসারেই ওই মাসের নাম রাখা হয়েছে। যে মাস গরমের মৌসুমে ছিলো, সে মাসকে ‘রমযান’ বলা হয়েছে। যা বসন্ত কালে ছিলো সেটাকে রবীউল আউয়াল, যে মাস শীতের মৌসুমে ছিলো, যখন পানি জমে বরফ হয়ে যাচ্ছিলো, সেটাকে জমাদিউল উলা বলা হলো। ইসলামে প্রতিটি নামের পিছনে কোন না কোন কারণ থাকে। বস্তুত ‘নাম’ কাজ অনুসারেই রাখা হয়। অন্যান্য পরিভাষাগুলোতে এমনটি থাকে না। আমাদের দেশে মুর্খের নাম ‘মুহাম্মদ ফাযিল’ (জ্ঞানীগুণী মুহাম্মদ) আর ভীরু ও কাপুরকুষের নাম ‘শের বাহাদুর’ও রাখা হয়ে থাকে। এছাড়াও কুৎসিৎ চেহারা সম্পন্ন মানুষকে বলা হয় ‘ইউসুফ খান’; কিন্তু ইসলামে এ দোষটা নেই। ‘রমদ্বান’ বহু বৈশিষ্ট্যের ধারক। এ কারণে এর নাম ‘রমদ্বান’ হয়েছে। (তাফসীরে নঈমী, ২য় খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

تَوَبُّوا إِلَى اللهِ! أَسْتَغْفِرُ اللهَ

স্বর্ণের দরজা বিশিষ্ট পরিবেশ

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, মক্কী মাদানী সুলতান, রহমতে আলামিয়ান হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যখন রমযান মাসের প্রথম রাত আসে, তখন আসমান ও জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাব্দাতুদ দারইন)

আর সেগুলো সর্বশেষ রাত পর্যন্ত বন্ধ করা হয় না। যে কোন বান্দা এ বরকতময় মাসের যে কোন রাতে নামায পড়ে, তবে আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি সিজদার পরিবর্তে (অর্থাৎ বিনিময় স্বরূপ) তার জন্য পনের শত নেকী লিপিবদ্ধ করেন। আর তার জন্য জান্নাতে লাল পদ্মরাগ পাথরের মহল তৈরী করেন, যার ষাট হাজার দরজা থাকবে, প্রতিটি দরজার কপাট স্বর্ণের তৈরী হবে, যাতে লাল বর্ণের পদ্মরাগের পাথর খচিত থাকবে। সুতরাং যে কেউ রমযানের প্রথম রোযা রাখে তার জন্য আল্লাহ তাআলা রমযানের শেষ দিন পর্যন্ত গুনাহ মাফ করে দেন এবং তার জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকেন। রাত ও দিনে যখনই সে সিজদা করে তার ওই প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে তাকে (জান্নাতে) একেকটা এমন গাছ দান করা হবে, সেটার ছায়া অতিক্রম করতে ঘোড়ার আরোহীকে পাঁচশ' বছর দৌড়াতে হবে।”

(শয়ারুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩৬৩৫)

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার কতোই মহান করুণা যে, তিনি আপন হাবীব, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ওসীলায় এমন মাহে রমযান দান করেছেন যে, এ সম্মানিত মাসে জান্নাতের সমস্ত দরজা খুলে দেয়া হয়, নেকীর প্রতিদান এতো বেশি বেড়ে যায় যে, বর্ণিত হাদীস অনুসারে ‘রমযানুল মোবারক’ এর রাতগুলোতে নামায সম্পন্নকারীকে প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে পনের শত নেকী দান করা হয়। অনুরূপভাবে, জান্নাতের আযীমুশশান পরিবেশের অতিরিক্ত প্রদান করা হবে। এ বরকতময় হাদীসে রোযাদারদের জন্য এ মহা সুসংবাদও রয়েছে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ ﷺ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শে থাকাবস্থায় মাহে রমজানুল মোবারকের বরকত অর্জনের মন-মানসিকতা খুব বেশি করে তৈরী হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

অন্যথায় খারাপ সংস্পর্শে থেকে এই মোবারক মাসে অধিকাংশ লোক গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আসুন! গুনাহের সাগরে ডুবন্ত এক চিত্রশিল্পীর জীবনী পড়ুন যাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ মাদানী রঙে রঙ্গিন করে দিয়েছে। যেমন-

আমি একজন চিত্রশিল্পী ছিলাম

আওরঙ্গি টাউন বাবুল মদীনা করাচী এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে: আফসোস! শত কোটি আফসোস!! আমি একজন চিত্রশিল্পী ছিলাম। মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম ও ফ্যাশনের কাজ করতে করতে আমার জীবনের খুব মূল্যবান সময় বরবাদ হয়ে যাচ্ছিল। অন্তর ও মস্তিস্কের মধ্যে এমন অলসতার পর্দা পড়ে গিয়েছিল যে, নামায পড়ার সৌভাগ্য হত না, গুনাহ করার পরও অনুশোচনা জাগত না। সাহরায়ে মদীনা টুল প্লাজা সুপার হাইওয়ে বাবুল মদীনা করাচীতে বাবুল ইসলামে অনুষ্ঠিত তিন দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় (১৪২৪ হিজরী ২০০৩ ইং) অংশগ্রহণ করার জন্য এক জিম্মাদার ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে খুব উৎসাহিত করেন। সৌভাগ্যের বিষয়! তাতে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হল। তিন দিনের ইজতিমা শেষে হৃদয়গ্রাহী দোয়াতে আমার নিজের বিগত গুনাহের উপর খুবই ঘৃণা ও অনুশোচনা হল। আমি আমার জযবাকে আর ধরে রাখতে পারলাম না, খুব কাঁদলাম। আর এই কাঁদটা আমার কাজে এসে গেল। اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ পেয়ে গেলাম। আমি গান-বাজনা ও আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান থেকে তাওবা করলাম এবং মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের জন্য আবশ্যিক করে নিলাম। ২৫শে ডিসেম্বর ২০০৪ ইং তারিখে আমি যখন মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য রওয়ানা হচ্ছিলাম তখন আমার ছোট বোনের ফোন আসল। সে বুক ভরা কান্নার আওয়াজে আমাকে তার এক অন্ধ মেয়ের জনৈক সংবাদ শুনাল। আর সাথে এটাও বলল যে, ডাক্তার বলেছেন, এই বাচ্চার কখনো দৃষ্টিশক্তি আসবে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

ততটুকু বলেই তার কথা আটকে গেল এবং ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি এতটুকু বলে তাকে সান্ত্বনা দিলাম যে, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ, মাদানী কাফেলায় দোয়া করব। আমি মাদানী কাফেলায় নিজে খুব দোয়া করলাম এবং আশিকানে রাসূলদের দিয়েও দোয়া করলাম, যখন মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে আসলাম তখন ফিরার দ্বিতীয় দিন আমার ছোট বোনের আনন্দে ভরা হাসি মিশ্রিত ফোন আসল এবং সে খুশি মনে এই আনন্দের সংবাদটুকু শুনাল যে, الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আমার অন্ধ মেয়ের চোখে দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে এবং ডাক্তার এই বলে আশ্চর্য হল যে, এটা কিভাবে সম্ভব! কেননা আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর কোন চিকিৎসাই ছিল না। এই বর্ণনা দেয়ার সময় الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আমি বাবুল মদীনা করাচীর এলাকায়ী মুশাওয়ারাত এর একজন রোকন হিসেবে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার সৌভাগ্য অর্জনের চেষ্টা করছি।

আফাতু হে না উর, রাখ করম পর নজর
রৌশন আখে মিলে, কাফিলে মে চলো।
আপকো ডাক্তর, নে গো মাযুস কর,
ভী দিয়া মত চরে কাফিলে মে চলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ কতই প্রিয়! এর সংস্পর্শে এসে সমাজের না জানি কত অসংখ্য পথহারা মানুষ সৎচরিত্রবান হয়ে সুল্লাতে ভরা সম্মানের জীবন অতিবাহিত করছে! আর মাদানী কাফেলার বাহারতো আপনাদের সামনেই আছে। যেভাবে মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে অনেকের দুনিয়াবী সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সেভাবে নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুপারিশে আখিরাতের বিপদগুলোও আনন্দে পরিণত হয়ে যাবে।

টুট যায়েগে গুনাহগারো কে ফাওরান কয়দো বন্দ,
হাশর কো খুল যায়েগি তাক্বত রাসুলুল্লাহ কি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

পাঁচটি বিশেষ দয়া

হযরত সাযিয্দুনা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার উম্মতকে রমযান মাসে পাঁচটি এমন বিষয় দান করা হয়েছে, যেগুলো আমার পূর্বে অন্য কোন নবী عَلَيْهِ السَّلَامُ পায়নি ”

- ১/ যখন রমযানুল মোবারকের প্রথম রাত আসে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন। আর যার প্রতি আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি দেন তাকে কখনো আযাব দিবেন না।
- ২/ সন্ধ্যায় তাদের মুখের গন্ধ (যা ক্ষুধার কারণে সৃষ্টি হয়) আল্লাহ তাআলার নিকট মেশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধিময় হয়।
- ৩/ ফেরেশতাগণ প্রত্যেক দিনে ও রাতে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকেন।
- ৪/ আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন: “আমার নেক বান্দাদের জন্য সুসজ্জিত হয়ে যাও! শীঘ্রই তারা দুনিয়ার কষ্টের বিনিময়ে আমার ঘর ও দয়ার মধ্যে শান্তি পাবে।”
- ৫/ যখন রমযান মাসের সর্বশেষ রাত আসে তখন আল্লাহ তাআলা সবাইকে ক্ষমা করে দেন।”

উপস্থিতদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে আরম্ভ করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! এটা কি ‘লাইলাতুল ক্বদর?’ ইরশাদ করলেন: “না”। তোমরা কি দেখনি, শ্রমিকগণ যখন নিজের কাজ সম্পন্ন করে নেয়, তখন তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হয়?”

(আজররীব ওয়াআররীব, ২য় খন্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা, হদীস-৭)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

‘সগীরা’ গুনাহের কাফফারা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, হযুর পুরনূর, শাফিয়ে ইয়াউমুন নূশুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “পাঁচ ওয়াক্তের নামায, এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত, এক রমযান মাস থেকে পরবর্তী রমযান মাস পর্যন্ত গুনাহ্ সমূহের কাফফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ কবীরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা হয়।”

(সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৩)

তাওবার পদ্ধতি

سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ রমযানুল মোবারকে রহমতের মুসলধারে বৃষ্টি ও সগীরা গুনাহের কাফফারার মাধ্যম হয়ে যায়। ‘কবীরা’ গুনাহ তাওবা মাধ্যমে ক্ষমা হয়ে যায়।

তাওবা করার পদ্ধতি হচ্ছে

যে গুনাহ্ হয়েছে, বিশেষভাবে ওই গুনাহ্ উল্লেখ করে মনে মনে তার প্রতি ঘৃণা ও ভবিষ্যতে সেটা থেকে বেঁচে থাকার অঙ্গীকার করে তাওবা করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, মিথ্যা বলা এটা ‘কবীরা গুনাহ্।’ সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার মহান দরবারে আরয করবে: “ইয়া আল্লাহ্! আমি এ যে মিথ্যা বলেছি, তা থেকে তাওবা করছি। ভবিষ্যতে বলবোনা।” তাওবা করার সময় অন্তরে মিথ্যা বলার প্রতি ঘৃণা, আর ‘ভবিষ্যতে বলবো না’ কথাটা বলার সময় অন্তরে এ দৃঢ় ইচ্ছাও থাকবে যে, ‘যা কিছু মুখে বলছি, তেমনি করবো।’ তখনই হবে ‘তাওবা’। যদি বান্দার হক বিনষ্ট করে থাকে, তবে তাওবার সাথে সাথে ওই বান্দার নিকট থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়াও জরুরী।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

تُوبُوا إِلَى اللهِ! اسْتَغْفِرُ اللهُ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীস শরীফের কিতাব সমূহে রমযান শরীফের ফযীলতসমূহ যথেষ্ট পরিমাণে বর্ণিত হয়েছে। রমযানুল মোবারকে এতো বেশি পরিমাণ বরকত ও রহমত রয়েছে যে, আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এ পর্যন্ত ইরশাদ করেছেন যে, যদি বান্দাগণ জানতো রমযান কি, তাহলে আমার উম্মত আশা করতো, “আহ! সারা বছরই যদি রমযান হতো?”

(সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৮৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জান্নাতরূপী বাণী

হযরত সাযিয়্যুনা সালমান ফারসী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ শা'বান মাসের শেষ দিনে ইরশাদ করেছেন: “হে লোকেরা! তোমাদের নিকট মহান ও বরকতময় মাস এসেছে। মাসটি এমন যে, তাতে একটি রাত (এমনি) রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। এ (বরকতময়) মাসের রোযা আল্লাহ্ তাআলা ফরয করেছেন। আর সেটার রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত-বান্দেগী করা ‘তাতাওভু’^২ (অর্থাৎ সুন্নাত) যে ব্যক্তি এতে নেক কাজ (নফল ইবাদত) করলো, তা হলো ফরয ইবাদতের সমান। আর যে ব্যক্তি ফরয আদায় করেছে, তা হলো সত্তর ফরযের সমান। এ মাস ধৈর্যের। আর ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। আর এ মাস হচ্ছে সমবেদনা প্রকাশ ও উপকার সাধনের মাস। এ মাসে মু'মিনদের জীবিকা বাড়িয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি এতে রোযাদারকে ইফতার করায়, তা তার গুনাহ্ সমূহের জন্য (মাগফিরাত)। তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে। আর যে ইফতার করায় সে তেমনি সাওয়াব পাবে যেমন পাবে রোযা পালনকারী, তার রোযা পালনকারীর সাওয়াবে কোনরূপ কমতি হবে না। আমরা আরয করলাম: “ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের এমন জিনিস নেই, যা দিয়ে ইফতার করাবে,

^২ এখানে রাতে জাগ্রত হয়ে ইবাদত করা মানে তারাযীর নামায পড়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

হযূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আল্লাহ্ তাআলা এ সাওয়াব ওই ব্যক্তিকে দিবেন, যে এক ঢোক দুধ, কিংবা একটা খেজুর অথবা এক ঢোক পানি দ্বারা রোযাদারকে ইফতার করায়। আর যে ব্যক্তি রোযাদারকে পেট ভরে আহার করায়, তাকে আল্লাহ্ তাআলা আমার ‘হাওয়’ থেকে পান করাবেন। ফলে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটা হচ্ছে ওই মাস, যার প্রথমাংশ (অর্থাৎ-প্রথম দশদিন) ‘রহমত’, সেটার মধ্যভাগ (অর্থাৎ মধ্যভাগের দশদিন) ‘মাগফিরাত’ এবং শেষাংশ (অর্থাৎ শেষ দশদিন) ‘জাহান্নাম থেকে মুক্তি (নাজাত)’। যে ব্যক্তি তার কর্মচারীর উপর এ মাসে কাজকর্ম সহজ করে দেয়, আল্লাহ্ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। এ মাসে চারটি কাজ বেশি পরিমাণে কর, সেগুলোর দু’টি হচ্ছে এমন যে, সে দুটি দ্বারা তোমরা আপন রবকে সন্তুষ্ট করতে পারবে। আর অবশিষ্ট দুটির প্রতি তো তোমরাই মুখাপেক্ষী। সুতরাং যে দু’টি কাজ দ্বারা তোমরা আপন প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করতে পারবে, সে দুটি হচ্ছে- (১) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই) মর্মে সাক্ষ্য দেয়া এবং (২) ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর যে দুটি থেকে তোমরা বাঁচতে পারোনা, সেগুলো হচ্ছে: (১) আল্লাহ্ তাআলার মহান দরবারে জান্নাত আশা করা এবং (২) জাহান্নাম থেকে আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করা। (সহীহ ইবনে খুযাইমা, ১৮৮৭ পৃষ্ঠা, ৩য় খন্ড)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষণ যে হাদিসে পাক বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে মাহে রমযানুল মোবারকের রহমত, বরকত ও মহত্তের আলোচনা করা হয়েছে। এ বরকতময় মাসে কলেমা শরীফ বেশি পরিমাণে পড়ে ‘ইসতিগফার’ অর্থাৎ বারবার তাওবা করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত। আর এ দুটি কাজ থেকে কোন অবস্থাতেই উদাসীন হওয়া উচিত না। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার দরবারে জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্য বেশি পরিমাণে প্রার্থনা করা চাই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

রমযান মোবারকের চারটি নাম

اللَّهُمَّ! মাহে রমযানেরও কেমন কল্যাণ (ফয়যান)! হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ‘তাহসীরে নঈমী’ শরীফে বর্ণনা করেন: “এ বরকতময় মাসের সর্বমোট চারটি নাম রয়েছে- (১) মাহে রমযান, (২) মাহে সবর, (৩) মাহে মুওয়াসাত (সমবেদনা জ্ঞাপন ও উপকার সাধনের মাস) এবং (৪) মাহে ওয়াসআতে রিয়ক (জীবিকা প্রশস্ত হবার মাস)।” তিনি আরো লিখেছেন: “রোযা হচ্ছে ধৈর্য, যার প্রতিদান- স্বয়ং মহান আল্লাহ। আর তা এই মাসেই পালন করা হয়। এ কারণে সেটাকে ‘মাহে সবর’ বলা হয়। ‘মুওয়াসাত’ মানে উপকার করা। যেহেতু, এ মাসে সমস্ত মুসলমানের সাথে, বিশেষ করে পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা বেশি সাওয়াবের কাজ। তাই সেটাকে ‘মাহে মুওয়াসাত’ বলা হয়। এতে জীবিকা প্রশস্ত হয়। ফলে গরীবরাও নেয়ামত ভোগ করে। এজন্য এর নাম রিয়ক প্রশস্ত হওয়ার মাসও।

(তাহসীরে নঈমী, ২য় খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা)

রমযানুল মোবারকের ১৩টি মাদানী ফুল

(এই সকল মাদানী ফুল তাহসীরে নঈমী ২য় খন্ড থেকে নেয়া হয়েছে)

- (১) কাঁবা শরীফ মুসলমানদেরকে তার কাছে ডেকে রহমত প্রদান করে, কিন্তু এটা (মাহে রমযান) এসে রহমত বন্টন করে। এ বিষয়টা এমন যেন সেটা (কাঁবা) একটা কূপ, আর এটা (রমযান শরীফ) হচ্ছে সমুদ্র। অথবা ওটা (অর্থাৎ কাঁবা) হচ্ছে সমুদ্র আর এটা (অর্থাৎ রমযান) হচ্ছে বৃষ্টি।
- (২) প্রতিটি মাসে বিশেষ বিশেষ কিছু দিন-তারিখ রয়েছে। আর তারিখগুলোর মধ্যেও বিশেষ মুহূর্তে ইবাদত-বন্দেগী করা হয়। যেমন-ঈদুল আযহার কয়েকটা (বিশেষ) তারিখে হজ্জ, মুহররমের দশম দিন উত্তম, কিন্তু রমযান মাসে প্রতিদিন ও প্রতিটি মুহূর্তে ইবাদত করা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

রোযা ইবাদত, ইফতার ইবাদত, ইফতারের পর তারাবীর জন্য অপেক্ষা করা ইবাদত, তারাবীহ পড়ে সেহেরীর জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে ঘুমানো ইবাদত, তারপর সেহেরী খাওয়াও ইবাদত। মোটকথা, প্রতিটি মুহুর্তে আল্লাহ তাআলার শান ও মহা বদান্যতাই নজরে পড়ে।

- (৩) ‘রমযান’ হচ্ছে একটা ‘ভাট্টি’। ভাট্টি হল অপরিষ্কার লোহাকে পরিষ্কার এবং পরিষ্কার লোহাকে মেশিনের যন্ত্রাংশে পরিণত করে দামী করে দেয়, আর স্বর্ণকে অলংকারে পরিণত করে ব্যবহারের উপযুক্ত করে দেয়, তেমনিভাবে রমযান মাস গুনাহগারদের পবিত্র করে এবং নেককার লোকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়।
- (৪) রমযানে নফলের সাওয়াব ফরযের সমান এবং ফরযের সাওয়াব সত্তর গুণ বেশি পাওয়া যায়।
- (৫) কিছু সংখ্যক আলিম বলেছেন, “যে ব্যক্তি রমযানে মৃত্যুবরণ করে, তাকে কবরে প্রশ্ন করা হয় না।”
- (৬) এ মাসে শবে কুদর রয়েছে। আগের আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, কুরআন রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

নিশ্চয় আমি সেটাকে কুদর

রাত্রিতে অবতরণ করেছি।

(পারা-৩০, সূরা-কুদর, আয়াত-১)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي
 لَيْلَةِ الْقَدْرِ

উভয় আয়াতকে মিলালে বুঝা যায় যে, শবে কুদর রমযান মাসেই। আর তা ২৭তম রাতে হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। কেননা, লায়লাতুল কুদর এর মধ্যে ৯টি বর্ন আছে, আর এ শব্দ দু’টি সূরা কুদরে তিনবার করে ইরশাদ হয়েছে। যার গুণফল দাঁড়ায় ২৭ (সাতাশ)। সুতরাং বুঝা গেলো সেটা (শবে কুদর) ২৭ তম রাতেই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

- (৭) রমযান মাসে শয়তানকে বন্দী করা হয়, দোযখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, জান্নাতকে সুসজ্জিত করা হয় এবং দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। এ কারণে, এসব দিনে সৎকর্ম অধিক ও গুনাহ কমে যায়। যে সব লোক গুনাহ করেও নেয়, তারা ‘নফসে আন্মারা’ কিংবা ‘নিজেদের সাথী শয়তান’ (সঙ্গে অবস্থানকারী শয়তান) পথভ্রষ্ট করার কারণে করে থাকে।
- (৮) রমযানে পানাহারের হিসাব হয় না।
- (৯) কিয়ামতে রমযান ও কুরআন রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে। রমযান বলবে: “ওহে আমার মালিক! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত রেখেছিলাম।” আর কুরআন আরয করবে: “ওহে আমার রব! আমি তাকে তিলাওয়াত ও তারাবীর মাধ্যমে ঘুমাতে দেইনি।
- (১০) রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ রমযানুল মোবারকে প্রত্যেক কয়েদীকে মুক্ত করে দিতেন এবং প্রত্যেক ভিখারীকে দান করতেন। মহা মহিম প্রতিপালকও রমযান মাসে দোষখীদেরকে মুক্তি দেন। সুতরাং রমযানে নেক কাজ করা এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।
- (১১) কুরআন শরীফে শুধু ‘রমযান’ শরীফের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেটার ফযীলতসমূহই বর্ণিত হয়েছে। অন্য কোন মাসের নাম ও ফযীলত সুস্পষ্টভাবে নেই। মাসগুলোর মধ্যে কুরআন শরীফে শুধু রমযান মাসের নাম নেয়া হয়েছে, নারীদের মধ্যে শুধু বিবি মরিয়ম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর নাম এসেছে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শুধু হযরত সাযিয়্যুনা যায়দ ইবনে হারিসا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর নাম নেয়া হয়েছে, যার কারণে ওই তিন জনের মহত্ব জানা গেলো।
- (১২) রমযান শরীফে ইফতার ও সেহেরীর সময় দোয়া কবুল হয়; (অর্থাৎ ইফতারের সময় ও সেহেরী খাওয়ার পর।) এ মর্যাদা অন্য কোন মাসে নেই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

(১৩) (রমযান) শব্দের মধ্যে পাঁচটি বর্ণ আছে: ر দ্বারা رَحْمَتِ ٱللهِ (আল্লাহ তাআলার রহমত) বুঝায়, مিম দ্বারা مَحَبَّتِ ٱللهِ (মাওলার ভালবাসা) বুঝায়, ٱফ দ্বারা ٱفِ ٱللهِ (আল্লাহ তাআলার বদান্যতার দায়িত্ব) বুঝায়, ٱন দ্বারা ٱنِ ٱللهِ (আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তা) এবং ن দ্বারা نُورِ ٱللهِ (আল্লাহ তাআলার নূর) বুঝায়। তদুপরি, রমযানে পাঁচটি ইবাদত বিশেষভাবে সম্পন্ন হয়: (১) রোযা, (২) তারাবীহ, (৩) তিলাওয়াতে কুরআন, (৪) ইতিকাফ এবং (৫) শবে কুদরের ইবাদত। সুতরাং যে কেউ সত্য অন্তরে এ পাঁচটি ইবাদত করবে সে ওই পাঁচটি পুরস্কারের উপযুক্ত হবে। (তাফসীরে নঈমী, ২য় খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

জান্নাতকে সাজানো হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারককে স্বাগত জানানোর জন্য সারা বছরই জান্নাতকে সাজানো হয়। সুতরাং হযরত সায্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “নিশ্চয় জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে আগামী বছর পর্যন্ত রমযানুল মোবারকের জন্য সাজানো হয়।” আরো ইরশাদ করেন: “রমযান শরীফের প্রথম দিন জান্নাতের গাছগুলোর নিচে থেকে (সুন্দর চোখ বিশিষ্ট) ছরদের উপর বাতাস প্রবাহিত হয়, আর তারা আরয করে: “হে পরওয়ারদিগার! তোমার বান্দাদের মধ্যে এমনসব বান্দাদেরকে আমাদের স্বামী করিও, যাদেরকে দেখে আমাদের চক্ষুগুলো জুড়ায়। আর তারাও যখন আমাদেরকে দেখে তখন তাদেরও চক্ষু জুড়ায়।” (শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩৬৩৩) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ জান্নাতের বৈশিষ্ট্যের কথা কী বলব! আহ! আমাদের যদি বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দেয়া হয় ও জান্নাতুল ফিরদাউসে মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশী হওয়া নসীব হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের উপর কেমন কেমন দয়া বর্ষিত হয় তার একটি মাদানী বলক আপনারা শুনুন:

জান্নাতে প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার সুসংবাদ

ইসলামী ভাই ও বোনদের ফ্রী দরসে নিয়ামী (অর্থাৎ আলিম কোর্স) করানোর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** তত্ত্বাবধানে “জামেয়াতুল মদীনা” নামে অনেক জামেয়া (বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। **১৪২৭ হি:** সালে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ঐ সকল জামেয়াতুল মদীনার (বাবুল মদীনা করাচীতে) প্রায় ১৬০ জন ছাত্র ১২ মাসের জন্য **আল্লাহ তাআলার** রাস্তায় সফর করে। শুরুতে তাদেরকে মাদানী কাফেলা কোর্স করানো হয়। এই কোর্স করানো অবস্থায় ছাত্রদের মাঝে ইসলামের খিদমত করার জযবা (আগ্রহ) এমনভাবে বৃদ্ধি পেল যে তাদের জযবায় মদীনা শরীফের ১২ চাদের আলো লেগে গেল। আর তাদের মধ্যে প্রায় ৭৭ জন ছাত্র নিজেদেরকে সারাজীবনের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হিসেবে পেশ করে দিল! মহান ত্যাগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উৎসাহের কারণ এটা ছিল, স্বপ্নে নবীকুল সুলতান, **মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দীদার দ্বারা এক আশিকে রাসূলের চক্ষুদয় শীতল হয়ে যায়। নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মোবারক ঠোঁটদয় নড়ে উঠল, আর রহমতের ফুল বারতে লাগল, শব্দগুলো এভাবে ইরশাদ হল: যারা নিজেদেরকে সারাজীবনের জন্য পেশ করে দিয়েছে, আমি তাদেরকে জান্নাতের মধ্যে আমার সাথে রাখব।” স্বপ্নদ্রষ্টা আশিকে রাসূল ইসলামী ভাইয়ের মনে তখন এই আশা জাগল যে, আহ! শত কোটি আফসোস! আমিও যদি ঐ সৌভাগ্যশালী ইসলামী ভাইদের অন্তর্ভুক্ত হতাম! প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমার মনের এই আক্বা জেনে ফেললেন আর ইরশাদ করলেন: “যদি তুমিও তাদের দল-ভূক্ত হতে চাও তবে নিজেকে সারা জীবনের জন্য পেশ করে দাও।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

ছরে আরশ পর হে তেরি গুজার,
দিলে ফরশ পর হে তেরি নজর
মালাকুতো মুলক মে কুয়ি শাই,
নেহী উহ জো তুঝ পে ইয়া নেহী

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূলের মহা সু-সংবাদের প্রতি মোবারকবাদ! আল্লাহ তাআলার রহমতের প্রতি দৃষ্টি রেখে খুব দৃঢ়ভাবে আশা করা যায় যে, যে সকল ভাগ্যবানদের ব্যাপারে এই মাদানী স্বপ্ন দেখানো হয়েছে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ তাদের জীবনে শেষ পরিণাম ঈমানের সাথে হবে এবং তারা প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর করুণায় জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশী হতে পারবে। তবে আমাদের এটা মনে রাখা উচিত, উম্মতের স্বপ্ন শরীয়াতের শরীয়াত দলীল নয়। স্বপ্নের মাধ্যমে দেওয়া সুসংবাদের ভিত্তিতে কাউকে নিশ্চিত জান্নাতী বলা যাবে না।

ইযনে ছে তেরে ছরে হাশর কাহী কাশ! ছয়র,
ছাখ আভারকো জান্নাত মে রাখখো গা ইয়া রব।

প্রতি রাতে ষাট হাজার গুনাহগারের মুক্তি লাভ

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “রমযান শরীফের প্রতিটি রাতে আসমানে সুবহে সাদিক পর্যন্ত একজন আহ্বানকারী এ বলে আহ্বান করে, “হে কল্যাণকামী! আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হও এবং আনন্দিত হয়ে যাও! ওহে অসৎকর্মপরায়ণ! অসৎকর্ম থেকে বিরত হও এবং শিক্ষা গ্রহণ করো। কেউ মাগফিরাত চাওয়ার আছো কি? তার দরখাস্ত পূরণ করা হবে। কেউ তাওবাকারী আছো কি? তার তাওবা কবুল করা হবে। কেউ প্রার্থনাকারী আছো কি? তার দোয়া কবুল করা হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

কোন দোয়া চাওয়ার কেউ আছে কি? তার প্রার্থনা পূরণ করা হবে। আল্লাহ তাআলা রমযানুল মোবারকের প্রতিটি রাতে ইফতারের সময় ষাট হাজার গুনাহগারকে দোযখ থেকে মুক্তি দান করেন। আর ঈদের দিন সমগ্র মাসের সমসংখ্যক গুনাহগারকে ক্ষমা করা হয়।” (দুররে মনসুর, ১ম খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

হে মদীনার আশিকরা! রমযান মাসের শুভাগমন কি জিনিষ? আমরা গরীবদের ভাগ্য জেগে ওঠে। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও বদান্যতায় রহমতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। আর মাগফিরাতের মুক্তিনামা বেশি পরিমাণে বন্টন করা হয়। আহ! আমরা গুনাহগারগণ যদি মাহে রমযানের মাধ্যমে প্রিয় আকা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর রহমতপূর্ণ হাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তির আদেশ নামা পেয়ে যেতাম! ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه রসূলে করীম ﷺ এর মহান দরবারে আরয করেছেন:

তামান্না হে ফরমাইয়ে রোযে মাহশার,
ইয়ে তেরী রেহাঈ কী চিট্ঠী মিলী হে।

প্রতিদিন দশলক্ষ গুনাহগারকে দোযখ থেকে মুক্তিদান

আল্লাহ তাআলার দান, দয়া ও ক্ষমার কথা উল্লেখ করে এক জায়গায় নবী করীম, রউফুর রহীম, ছয়ুর পুরনূর ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন রমযানের প্রথম রাত আসে, তখন আল্লাহ তাআলা আপন সৃষ্টির দিকে দয়ার দৃষ্টি দেন। বস্তুতঃ যখন আল্লাহ তাআলা কোন বান্দার দিকে দয়ার দৃষ্টি দেন, তাকে কখনো আযাব দিবেন না। আর প্রতিদিন দশলক্ষ (গুনাহগারকে) জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন। (এভাবে) যখন ঊনত্রিশতম রাত আসে তখন গোটা মাসে যতসংখ্যক লোককে মুক্তিদান করেছেন, তার সমসংখ্যক মানুষকে ওই রাতে মুক্তিদান করেন। অতঃপর যখন ঈদুল ফিতরের রাত আসে তখন ফেরেশতাগণ আনন্দ প্রকাশ করে। আর আল্লাহ তাআলা আপন নূরকে বিশেষভাবে বিচ্ছুরিত করেন এবং ফেরেশতাদেরকে বলেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

“হে ফেরেশতার দল! ওই শমিকদের কি প্রতিদান হতে পারে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছে? ফেরেশতাগণ আরয করেন: “তাকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হোক।” আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: “আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি-আমি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম।”

(কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৭০২)

জুমার দিনের প্রতিটি মুহূর্তে দশ লক্ষ জাহান্নামীর মাগফিরাত

হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আল্লাহ তাআলা মাহে রমযানে প্রতিদিন ইফতারের সময় এমন দশলক্ষ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন, যাদের গুনাহের কারণে জাহান্নাম অনিবার্য (ওয়াজিব) হয়েছিলো। অনুরূপভাবে, জুমার রাতে ও জুমার দিনে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সূর্যাস্ত থেকে আরম্ভ করে জুমার দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত) প্রতিটি মুহূর্তে এমন দশলক্ষ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়, যারা শাস্তির উপযোগী বলে সাব্যস্ত হয়েছিল।”

(কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৭১৬)

‘ইসইয়াঁ হে কভী হাম নে কানারা নাহ কিয়া,
পর তু নে দিল আ-যুরদাহ হামারা না কিয়া।
হামনে তো জাহান্নাম কী বহত কী তাজভীয,
লে-কিন তেরী রহমত নে গাওয়ারা না কিয়া।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লিখিত বরকতময় হাদীসগুলোতে মহামহিম শ্রষ্টার কতোই মহান পুরস্কার ও বদান্যতার কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রতিদিন এমন দশলক্ষ গুনাহগারকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যারা তাদের গুনাহের কারণে জাহান্নামের উপযোগী হয়েছিল। তাছাড়া, জুমার রাতে ও জুমার দিনে তো প্রতিটি মুহূর্তে দশলক্ষ করে পাপী দোষখের শাস্তি থেকে মুক্ত বলে সাব্যস্ত হয়ে যায়। তদুপরি, রমযানুল মোবারকের শেষ রাতের তো কতোই সুন্দর বাহার!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসার্বাত)

গোটা রমযানে যতসংখ্যক লোককে ক্ষমা করা হয়েছিলো ততসংখ্যক পাপী ওই এক রাতে দোযখের শাস্তি থেকে মুক্তি পায়। আহ! যদি আল্লাহ তাআলা আমরা গুনাহগার-পাপীদেরকেও ওই মাগফিরাত-প্রাপ্তদের মধ্যে शामिल করে নিতেন।

জব কাহা ‘ইসইয়া’ ছে মাইনে সখ্ত লা-চার মে হৌ,
জিনকে পাঙ্গে কুছ নেহী হায় উন্ খরীদারো মে হৌ।
তেরী রহমত কে লিয়ে शामिल গুনাহ্গারৌ মে হৌ,
বোল উঠি রহমত নাহ্ ঘাব্রা মাই মদদগারৌ মে হৌ।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

কল্যাণই কল্যাণ

আমীরুল মু‘মিনীন হযরত সাযিয়দুনা উমর ফারুককে আযম রَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “ওই মাসকে স্বাগতম, যা আমাদেরকে পবিত্রকারী! গোটা রমযান মাস কল্যাণই কল্যাণ। দিনের বেলায় রোযা হোক, কিংবা রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত। এ মাসে ব্যয় করা জিহাদে অর্থ ব্যয় করার মত মর্যাদা রয়েছে।” (তাম্বীছল গাফিলীন, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

ব্যয়কে বাড়িয়ে দাও

হযরত সাযিয়দুনা দ্বামুরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “মাহে রমযানে পরিবারের লোকজনের ব্যয়কে বাড়িয়ে দাও। কেননা, মাহে রমযানে খরচ করা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় খরচ করার মতোই।” (আল জামেউস সগীর, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস-২৭১৬)

বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট হরেরা

হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যখন রমযান শরীফের প্রথম তারিখ আসে,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

তখন মহান আরশের নিচে থেকে মাসীরাহ নামক বাতাস প্রবাহিত হয়, যা জান্নাতের গাছপালাকে নাড়া দেয়। ওই বাতাস প্রবাহিত হওয়ার কারণে এমন মনোরম উচ্চস্বর ধ্বনিত হয়, যার চেয়ে উত্তম সুর আজ পর্যন্ত কেউ শুনেনি। ওই সুর শুনে (সুন্দর চোখ বিশিষ্ট) হুরেরা বেরিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত তারা জান্নাতের উঁচু উঁচু মহলগুলোর উপর দাঁড়িয়ে যায়। আর বলে, “কেউ আছে, যে আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাদের প্রার্থী হবে, যাতে তার সাথে আমাদের বিবাহ হয়?” তারপর ওই হুরগুলো জান্নাতের দারোগা (হযরত) রিদ্ওয়ান عَلِيَّ بْنِ أَبِي رَيْثَانَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ কে জিজ্ঞাসা করে: “আজ এ কেমন রাত?” হযরত রিদ্ওয়ান عَلِيَّ بْنِ أَبِي رَيْثَانَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ তদুত্তরে বলেন: “হ্যাঁ! এটা মাহে রমযানের প্রথম রাত। জান্নাতের দরজাগুলো নব্বিয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উম্মতের রোযাদারের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে।”

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস-২৩)

দুটি অন্ধকার দূরীভূত হয়

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত সাযিয়দুনা মুসা কলীম উল্লাহ عَلِيَّ بْنِ أَبِي رَيْثَانَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ কে ইরশাদ করেন: আমি উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে দুটি ‘নূর’ (জ্যোতি) দান করেছি। যাতে তারা দু’টি অন্ধকারের বিপদ থেকে নিরাপদে থাকে। সাযিয়দুনা মুসা কলীম উল্লাহ عَلِيَّ بْنِ أَبِي رَيْثَانَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ আরয করলেন: “ইয়া আল্লাহ! ওই নূর দু’টি কি কি?” ইরশাদ হলো, রমযানের নূর” ও “কুরআনের নূর”। সাযিয়দুনা মুসা কলীম উল্লাহ عَلِيَّ بْنِ أَبِي رَيْثَانَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ আরয করলেন: “অন্ধকার দু’টি কি কি?” ইরশাদ করলেন: “একটা কবরের, আর অপরটা কিয়ামতের।”

(দুররাহুমানসিহীন, ৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ তাআলা মাহে রমযানের প্রতি গুরুত্বারোপকারীর উপর কি পর্যায়ের দয়া প্রদর্শনকারী! উল্লেখিত দু’টি বর্ণনায় মাহে রমযানের কতো বড় বড় দয়া ও কল্যাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দারইন্নি)

রমযান মাসের প্রতি গুরুত্বারোপকারী মাত্রই রোযা পালন করে, পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করে এবং জান্নাতগুলোর চিরস্থায়ী নেয়ামতগুলো অর্জন করে। তাছাড়া, দ্বিতীয় বর্ণনায় দু’টি ‘নূর’ ও দু’টি ‘অন্ধকার’-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্ধকার দূর করার জন্য আলো জরুরী। পরম করুণাময় আল্লাহ এই মহান দয়ার উপর কোরবান হয়ে যাই! তিনি আমাদেরকে কুরআন ও রমযানের দু’টি ‘নূর’ দান করেছেন, যাতে কবর ও কিয়ামতের ভয়ানক অন্ধকার দূর হয়ে যায় এবং আলোই আলো হয়ে যায়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রোযা ও কুরআন সুপারিশ করবে

রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন মুসলমানের জন্য সুপারিশের সামগ্রী তৈরী করবে। হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বলেন: ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “রোযা ও কুরআন বান্দার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে।” রোযা আরম্ভ করবে: “হে দয়ালু প্রতিপালক! আমি আহার ও প্রবৃত্তিগুলো থেকে দিনে তাকে বিরত রেখেছি। আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল করো!” কুরআন বলবে: “আমি তাকে রাতের বেলায় ঘুমাতে দেইনি। আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল করো।” সুতরাং উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।”

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ২য় খন্ড, ৫৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৬৩৭)

ক্ষমা করার অজুহাত

আমিরুল মু’মিনীন হযরত মাওলায়ে কায়িনাত আলী মুরতাজা শেরে খোদা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “যদি আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে শান্তি দেয়ার উদ্দেশ্য থাকতো, তাহলে ‘রমযান’ ও ‘সূরা ইখলাস শরীফ’ কখনো দান করতেন না।”

(নুযহাতুল মাজালিস, ১ম খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

ঢরথা কেহ ঙসইয়া কী ছাজা আব হোগী ইয়া রৌজে জযা,
দী উনকী রহমত নে ছদা ইয়ে ভী নেহী, উও ভী নেহী।

(হাদায়িখে বখশিশ)

লক্ষ রমযানের সাওয়াব

হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি মক্কা শরীফে রমযান মাস পেলো, রোযা রাখলো এবং রাতে যথাসম্ভব জেগে জেগে ইবাদত করলো, আল্লাহ তাআলা তার জন্য অন্য জায়গার এক লক্ষ রমযান মাসের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। আর প্রতিদিন একটা গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব, প্রতি রাতে একটা গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব, প্রতিদিন জিহাদে ঘোড়ার উপর সাওয়ারী দেয়ার সাওয়াব এবং প্রতিটি দিনে ও রাতে সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন।” (ইবনে মাজাহ, ৩য় খন্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩১১৭)

আহ! যদি ঙ্দ মদীনায় হত!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মক্কায়ে মুকাররামা মহামহিম ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র জন্মভূমি। রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ওসীলায় কি পরিমাণ দয়া করেছেন যে, তাঁর প্রিয় মাহবুব রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কোন গোলাম (উম্মত) যদি রমযান মাসে মক্কা শরীফে অতিবাহিত করে এবং সেখানে রোযা পালন করে তারাবীহ পড়ে, তবে তাকে অন্যান্য স্থানের এক লক্ষ রমযান মাসের সমান সাওয়াব দান করা হবে, প্রতিটি দিন ও রাতে একটি করে গোলাম আযাদ করার সাওয়াব এবং একেকটা নেকী অতিরিক্ত দান করেন। আহ! আমাদেরও যদি রমযান মাস মক্কায়ে মুকাররামায় অতিবাহিত করার মহা সৌভাগ্য হয়ে যেতো!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আম্বুর রায্জাক)

আর তাতে প্রতি মুহূর্ত ইবাদত করার সামর্থ্য হয়ে যেতো! তারপর রমযান অতিবাহিত করে সাথে সাথে ঈদ উদযাপনের জন্য আমাদের প্রিয় আক্বা নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরানী রওয়ায় হাযির হয়ে “ঈদের বখশিশ” ভিক্ষা চাওয়ার সৌভাগ্য হত ও রহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দয়ার সাগরে ঢেউ এসে যেতো! আহ! ‘হযুর’ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরানী হাত থেকে যদি আমরা গুনাহগারগণ ‘ঈদের বখশিশ’ পেতাম! এ সবকিছু হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বদান্যতায়ই সম্ভব!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

বিশ্বনবী ﷺ ইবাদতের জন্য তৎপর ও প্রস্তুত হওন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযান মাসে আমাদের উচিত হবে আল্লাহ তাআলার খুব বেশি ইবাদত করা এবং এমন প্রতিটি কাজও করা চাই, যাতে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর মাহবুব খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সন্তুষ্টি রয়েছে। কারণ, এ মাসেও যদি কেউ তার ক্ষমা করিয়ে নিতে না পারে, তবে সে আর কবে করাবে? আমাদের প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এ মাস আসার সাথে সাথেই আল্লাহ তাআলার ইবাদতে বেশি মাত্রায় মগ্ন হয়ে যেতেন। যেমনিভাবে উম্মুল মু‘মিনীন সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: “যখন রমযান আসতো, তখনই আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মহামহিম আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও তৎপর হয়ে যেতেন। আর গোটা মাসেই নিজের বিছানা মোবারকের উপর তাশরীফ আনতেন না।”

(দুররে মানসুর, ১ম খন্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইব্রশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

প্রিয় নবী ﷺ রমযানে বেশি পরিমাণে দোয়া করতেন

তিনি আরো বলেন: “যখন রমযান মাসের শুভাগমন হতো তখন নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রং মোবারক পরিবর্তন হয়ে যেতো। আর হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বেশি পরিমাণে নামায পড়তেন, খুব কান্নাকাটি করে দোয়া করতেন এবং আল্লাহ তাআলার ভয় হুযুরকে আচ্ছন্ন করত।” (শুয়ারুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩৬২৫)

প্রিয় নবী ﷺ রমযানে বেশি পরিমাণে দান করতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ পবিত্র মাসে বেশী পরিমাণে দান-সদকা করাও সুন্নাত। হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله تعالى عنه বলেন: “যখন রমযান মাস আসে তখন প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ প্রত্যেক কয়েদীকে মুক্তি দিয়ে দিতেন এবং প্রত্যেক ভিখারীকে দান করতেন।” (দুররে মানসুর, ১ম খন্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা)

সবচেয়ে বেশি দানশীল

সায়িয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله تعالى عنه বর্ণনা করেছেন: নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি দানশীল। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দানশীলতার সমুদ্রে তখন বেশি ঢেউ ছিলো। যখন (রমযান মাসে) হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَامُ রমযানের প্রত্যেক রাতে সান্নাতির জন্য হাযির হন এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁর সাথে কুরআন পাঠের অবতারণা করেন। সুতরাং রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! সবেগে প্রবাহমান বাতাসের চেয়েও বেশী পরিমাণে কল্যাণের ক্ষেত্রে দান করতেন।” (সহীহ বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬)

হাত উঠা কর এক টুকড়া আয় করীম,
হে ছখী কে মাল মে হকদার হাম। (হাদায়িকে বখশিশ)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدًا

হাজার গুণ সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযান মাসে সৎ কার্যাদির সাওয়াব খুব বেশি হয়ে যায়। সুতরাং এ মাসে অধিক থেকে অধিকতর সৎ কাজ করতে চেষ্টা করুন। সুতরাং হযরত সাযিদুনা ইব্রাহীম নাখই رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “রমযান মাসে একদিন রোযা রাখা (অন্য সময়) এক হাজার রোযা রাখার চেয়ে উত্তম। রমযান মাসে একবার ‘তাসবীহ’ পাঠ করা (অর্থাৎ سُبْحَانَ اللَّهِ বলা) অন্য মাসে এক হাজার বার তাসবীহ পাঠ করা (অর্থাৎ سُبْحَانَ اللَّهِ বলার) চেয়ে উত্তম। রমযান মাসে এক রাকআত নামায পড়া, রমযান ব্যতীত অন্য মাসের এক হাজার রাকআত অপেক্ষা উত্তম।

(আদ দুররুল মানসুর, ১ম খন্ড, ৪৫৪ পৃষ্ঠা)

রমযানে যিকিরের ফযীলত

হযরত আমীরুল মু‘মিনীন সাযিদুনা উমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রহমতপূর্ণ বাণী:

ذَكَرُ اللَّهُ فِي رَمَضَانَ يُعْفَرُ لَهُ وَسَائِلُ اللَّهِ فِيهِ لَا يَخِيبُ

অনুবাদ:- “রমযান মাসে আল্লাহ তাআলার যিকিরকারীকে ক্ষমা করা হয় এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনাকারী বঞ্চিত থাকে না।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৬২৭)

সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও আল্লাহ তাআলার যিকির

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ওইসব লোক কতইনা সৌভাগ্যবান, যারা এ বরকতময় মাসে বিশেষ করে যিকির ও দরুদের মাহফিলে এবং সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে আর আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে নিজেদের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল প্রার্থনা করে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ مُحَمَّدًا ۖ তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার যিকির দ্বারা সাজানো। কেননা তিলাওয়াত, না'ত শরীফ, সুন্নাতে ভরা বয়ান, দোয়া, সালাত ও সালাম ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহ তাআলার যিকির এর অন্তর্ভুক্ত। দা'ওয়াতে ইসলামীর ইজতিমার বরকতের একটি বলক শুনুন। যেমন-

ছয়টি কন্যা সন্তানের পর পুত্র সন্তান

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা নিজের ভাষায় বর্ণনা করছি: সম্ভবত ২০০৩ সালের কথা। এক ইসলামী ভাই আমাকে তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তিনদিনের আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় (সাহরায়ে মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া মুলতানে) অংশগ্রহণ করার জন্য দা'ওয়াত পেশ করেন। আমি তাকে বললাম, ভাই! আমি ছয়টি কন্যা সন্তানের বাবা, আমার ঘরে বর্তমানে আরো একটি সন্তান আসার অপেক্ষায় আছে, দোয়া করবেন যাতে এবার আমার পুত্র সন্তান হয়। ঐ ইসলামী ভাই অতি বিনয়ের সাথে ইনফিরাদী কৌশল করতে করতে বললেন, سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ! আপনারতো এখন তিনদিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা খুবই জরুরী। হজ্জের পর উপস্থিত লোকসংখ্যার দিক থেকে আশিকানে রসুলদের সবচেয়ে বড় ইজতিমা মুলতান শরীফে এসে দোয়া করুন, না জানি কার দোয়ার সদকায় আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তার কথা আমার হৃদয়ে খুবই প্রভাব ফেলল। আর আমি সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় (মুলতান শরীফ) উপস্থিত হয়ে গেলাম। সেখানকার মনোরম দৃশ্যাবলী বর্ণনা করার মত ভাষা আমার নেই। আমার জীবনে এই প্রথমবারের মত খুব বেশি আত্মার প্রশান্তি মিলল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইজতিমার কিছুদিন পর আল্লাহ তাআলা আমাকে চাঁদের মত ফুটফুটে একটি মাদানী মুন্না (ছেলে সন্তান) দান করেন। ঘরের সকলের আনন্দ বর্ণনা করার সীমা নেই। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। আল্লাহ তাআলা আমাকে পরবর্তীতে আরো একটি পুত্র সন্তান দান করে ধন্য করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই বর্ণনাটি দেয়ার সময় আমি দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলে মাদানী কাফেলার যিম্মাদার হিসেবে খিদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ ও সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় কেন রহমত বর্ষণ হবে না! কেননা জানি না ঐ সকল আশিকানে রসূলদের মধ্যে কতজন আল্লাহ তাআলার ওলী রয়েছেন। আমার আকা আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “জামাআতের মধ্যে বরকত রয়েছে আর দোয়ায়ে

مَجْمَعُ مُسْلِمِينَ أَقْرَبَ بِقَبُولِ

(অর্থাৎ- মুসলমানদের সমাবেশে দোয়া করাটা কবুল হওয়ার খুবই কাছাকাছি) ওলামায়ে কিরামগণ বলেন: যেখানে ৪০ জন নেককার মুসলমান একত্রিত হয়, তাদের মধ্যে একজন অবশ্যই আল্লাহ তাআলার ওলী থাকেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড-২৪, ১৮৪ পৃষ্ঠা, তাফসীরে শরহে জামি সগীর, হাদীস নং-৭১৪, ১ম খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা দারুল হাদীস, মিশর ব্যাখ্যায় বর্ণিত) মূল কথা হল: দোয়া কবুল হওয়ার কোন চিহ্ন যদিও দেখা না যায় তবুও অভিযোগের শব্দাবলী মুখে উচ্চারণ না করা চাই। আমাদের কোন কথায় আমাদের কল্যাণ আছে তা আমাদের চেয়ে আল্লাহ তাআলা অধিক ভালো জানেন। আমাদেরকে প্রতিটা মুহুর্তে আল্লাহ তাআলার শোকর গুজার বান্দা হয়ে থাকা চাই। তিনি ছেলে সন্তান দান করলেও শোকর, মেয়ে দান করলেও শোকর, উভয়টি দান করলেও শোকর, আর একেবারে না দিলেও সদা সর্বদা শোকর আদায় করাই উচিত। ২৫ পারা সুরায়ে শূরা এর ৪৯ ও ৫০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

কানযুল ঈমান থেকে
অনুবাদ: আল্লাহ তাআলারই
 জন্য আসমানসমূহ ও
 যমীনের রাজত্ব। তিনি সৃষ্টি
 করেন যা ইচ্ছা করেন।
 যাকে চান কন্যা সন্তান সমূহ
 দান করেন এবং যাকে চান
 পুত্র সন্তান সমূহ দান
 করেন। অথবা উভয়ই
 যুক্তভাবে প্রদান করেন— পুত্র
 ও কন্যা সন্তান। যাকে চান
 বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়
 তিনি জ্ঞানময়, শক্তিমান।
 (পারা-২৫, সূরা-শূরা, আয়াত-৪৯, ৫০)

بِإِذْنِ مَلِكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ
 إِنَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ
 الذُّكُورَ ۖ أَوْ يَزْوِجُهُمْ
 ذُكْرَانًا وَإِنَاءً وَيَجْعَلُ
 مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ
 عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

সদরুল আফযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: তিনি মালিক, নিজের অনুগ্রহকে যেভাবে চান বণ্টন করেন। যে যা চায় দান করেন। নবীগণের মধ্যে এই সব অবস্থা আমরা দেখতে পাই। হযরত সাযিয়দুনা লুত عَلِي نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ ও হযরত সাযিয়দুনা শোয়াইব عَلِي نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এর শুধুমাত্র কন্যা সন্তানই ছিল। কোন ছেলে সন্তান ছিল না। হযরত সাযিয়দুনা ইবরাহীম عَلِي نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এর শুধুমাত্র ছেলে সন্তান ছিল মেয়ে ছিল না। প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ কে আল্লাহ তাআলা ৪ জন শাহযাদা ও ৪ জন শাহযাদী দিয়েছেন এবং হযরত সাযিয়দুনা ইয়াহইয়া عَلِي نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ ও হযরত ঈসা عَلِي نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এর কোন সন্তানই ছিলনা। (খাযাইনুল ইরফান, ৭৭৭ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

রমযানের পাগল

এক ব্যক্তি, যার নাম ছিলো মুহাম্মদ। গোটা বছর নামায পড়তো না। যখন রমযান শরীফের বরকতময় মাস আসতো, তখন সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করত এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিতভাবে পড়তো। এমনকি গত বছরের নামাযগুলোও কাযা আদায় করে দিতো। লোকেরা তাকে বলত: “তুমি এমন করো কেন?” সে বলত: “এ মাসটা হচ্ছে রহমত, বরকত, তাওবা ও মাগফিরাতের। হতে পারে আল্লাহ তাআলা আমাকে আমার এ ‘আমলের কারণে ক্ষমা করবেন।’ যখন তার ইনতিকাল হলো, তখন কেউ তাকে স্বপ্নে দেখলো আর বললো: আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বললো: “আমার মহামহিম আল্লাহ আমাকে রমযান শরীফের প্রতি সম্মান দেখানোর কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” (দুররাভুন্নাসিহীন, ৮ম পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ তাআলা রমযান মাসের প্রতি গুরুত্বারোপকারীকে কতো উচ্চ পর্যায়ের দয়া করেছেন! বছরের অন্যান্য মাসকে বাদ দিয়ে শুধু রমযান মাসে ইবাদতকারীকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ ঘটনা থেকে কেউ আবার একথা বুঝে বসবেন না যে, ‘এখনতো আল্লাহরই পানাহ সারা বছরের নামায থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেলো! শুধু বরকতময় রমযান মাসেই রোযা-নামায পালন করে নিবো। আর সোজা জান্নাতে চলে যাবো।’

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃতপক্ষে ক্ষমা করা ও আযাব দেওয়া এ সবকিছু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি ইচ্ছা করলে কাউকে বাহ্যতঃ কোন ছোট নেক আমলের উপর ভিত্তি করেই দয়া করে ক্ষমা করে দেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

আর তিনি চাইলে কাউকে আবার তার বড় বড় নেক আমল থাকা সত্ত্বেও কোন একটা ছোট গুনাহের উপর ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে পাকড়াও করে নিবেন। যেমন ওয় পারা সুরা বাকারা ২৮৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন
আর যাকে ইচ্ছা করবেন শাস্তি
দিবেন; (পারা-৩, সুরা-বাকারা, আয়াত-২৮৪)

فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ
يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ط

তু বে-হিসাব বখশ্ কেহু হ্যায় বে-শুমার জুরম,
দে-তা হৌ ওয়াস্তাহ তুবে শাহে হিয়ায কা।

তিনটি জিনিসের মধ্যে তিনটি জিনিস গোপন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন নেকীই ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। জানিনা, আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে কোন নেকীটা পছন্দ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, কোন ছোট থেকে ছোটতর গুনাহও না করা চাই। জানিনা, কোন গুনাহের উপর আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হয়ে যান। আর তাঁর কষ্টদায়ক শাস্তি এসে আমাদের ঘিরে ফেলে। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খলীফা, ফকীহে আযম সায়্যিদুনা আবু ইউসূফ মুহাম্মদ শরীফ, মুহাদ্দিসে কুটলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন: “আল্লাহ তাআলা তিনটি জিনিসের মধ্যে তিনটি জিনিসকে গোপন রেখেছেন: (১) নিজের সন্তুষ্টিকে নিজের আনুগত্যের মধ্যে, এবং (২) নিজের অসন্তুষ্টিকে নাফরমানীর মধ্যে এবং (৩) নিজের ওলীগণকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে।” একথা উদ্ধৃত করার পর ফকীহে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “প্রতিটি নির্দেশ পালন করা ও প্রতিটি নেকীকে কাজে পরিণত করা চাই। কারণ, একথা জানা নেই, কোন পাপের উপর তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে যান! হোক না ওই পাপা অতি ছোট। যেমন, (বিনানুমতিতে) কারো কাঠি (Toothpick) দিয়ে খিলাল করা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

এটা বাহ্যিকভাবে অতি মা'মুলী বিষয়। কিংবা কোন প্রতিবেশীর মাটি দ্বারা তার অনুমতি ছাড়া নিজের হাত পরিস্কার করা। এটাও একটা নগণ্য বিষয়। কিন্তু এটাও হতে পারে, এ মন্দ কাজটিতেই মহান আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। সুতরাং এমন ছোট ছোট কাজ থেকেও বিরত থাকা চাই।” (আখলাকুস সালিহীন, ৫৬ পৃষ্ঠা)

কুকুরকে পানি পানকারীগিকে ক্ষমা করা হয়েছে

হে রহমত প্রার্থীরা! যখন আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করতে চান তখন বাহ্যিকভাবে যতই ছোট নেকীই হোক না কেন, তিনি সেটার উপর ভিত্তি করে দয়া পরবশ হয়ে যান। সুতরাং এ প্রসঙ্গে বহুসংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন-এক নারীকে শুধু এজন্যই ক্ষমা করা হয়েছে, সে এক পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে ছিল। (বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৩২১) এক হাদীসে নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর ﷺ ইরশাদ করেছেন: এক ব্যক্তি রাস্তা থেকে একটা গাছকে এ জন্য সরিয়ে দিয়েছে, পথচারীগণ যেন তা দ্বারা কষ্ট না পায়। আল্লাহ তাআলা খুশী হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (মুসলিম শরীফ, ১৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯১৪) অন্য এক বিশুদ্ধ হাদীস শরীফের দাবী অনুসারে ‘নম্রতা’ (অর্থাৎ ঋণ আদায়ের ব্যাপারে শিথিলতা) অবলম্বনকারী এক ব্যক্তিকে নাজাত দানের ঘটনাও এসেছে। (বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৭৮) আল্লাহ তাআলার রহমতের ঘটনাবলী আলোচনা করতে গেলে সেগুলোর সংখ্যা এতো বেশী হয়, আমরা সেগুলো এ ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করতে পারবনা,

মুযদাহবাদ আয় ‘আছিয়ো! যাতে খোদা গাফফার হে,
তাহনিয়াত আয় মুজরিমো! শাফি’ শাহে আবরার হে।

(হাদায়েখে বখশিশ)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

আযাব থেকে মুক্তি লাভের কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন আল্লাহ তাআলা দয়া করতে চান তখন যেকোন একটা আমলকে নিজের দরবারে কবুল করেন তারপর ওই কারণে তাঁর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এখন একটা বরকতময় হাদীস পেশ করা হচ্ছে, যাতে এমন কতগুলো লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা কোন না কোন নেকীর কারণে আল্লাহ তাআলার পাকড়াও থেকে বেঁচে গেছে। আর আল্লাহ তাআলার রহমত তাদেরকে আবৃত করেছে। যেমন: হযরত সাযিয়্যুনা আবদুর রহমান ইবনে সামুরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: একদা খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাশরীফ আনলেন আর ইরশাদ করলেন: “আজ রাতে আমি এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছি। তা হচ্ছে:

- (১) এক ব্যক্তির রুহ কজ করার জন্য ‘মালাকুল মওত’ عَلَيْهِ السَّلْوَ وَالسَّلَام আসলো, কিন্তু তার মাতা পিতার আনুগত্য করা (অর্থাৎ আনুগত্যের সাওয়াব) সামনে এসে দাঁড়ালো এবং সে বেঁচে গেলো।
- (২) এক ব্যক্তিকে কবরের আযাব ঘিরে ফেললো, কিন্তু তার অযু (রুপী নেকী) তাকে রক্ষা করলো।
- (৩) এক ব্যক্তিকে শয়তান ঘিরে ফেললো, কিন্তু আল্লাহ তাআলার যিকির (রুপী নেকী) তাকে রক্ষা করে নিলো।
- (৪) এক ব্যক্তিকে আযাবের ফেরেশতারা ঘিরে ফেলল, কিন্তু তাকে (তার) নামায (রুপী নেকী) রক্ষা করলো।
- (৫) এক ব্যক্তিকে দেখলাম, পিপাসায় কাতর হয়ে তার জিহ্বা বের হয়ে যাচ্ছিলো। আর একটা হাওযে পানি পান করার জন্য যাচ্ছিলো, কিন্তু তাকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছিলো। এর মধ্যে তার রোযা এসে গেলো। আর (এ নেকী) তাকে পরিতৃপ্ত করে দিলো।
- (৬) এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যেখানে সম্মানিত নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام গোল হয়ে বসে আছেন। সেখানে সে তাঁদের নিকট যেতে চাচ্ছিলো। কিন্তু তাকে (সেখান থেকে) তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছিলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

- এর মধ্যে তার ‘জানাবাতের ফরজ গোসল’ এসে হাযির হলো। আর (তার এ নেকী) তাকে আমার নিকটেই বসিয়ে দিলো।
- (৭) এক ব্যক্তিকে দেখলাম, তার সামনে ও পিছনে, ডানে ও বামে, উপরে ও নিচে অন্ধকারই অন্ধকার। সে ওই অন্ধকারে হতভম্ব ও পেরেশান। তখন তার হজ্জ ও ওমরা সামনে এসে গেলো। আর (এ নেকী) তাকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে পৌঁছিয়ে দিলো।
- (৮) এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে মুসলমানদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলো, কিন্তু কেউ তার সাথে কথা বলতে রাজি না। তখন ‘আত্মীয়দের প্রতি সদ্যবহাররূপী নেকীটা মু’মিনদেরকে বললো: “তোমরা তার সাথে কথাবার্তা বলো।” সুতরাং মুসলমানরা তার সাথে কথা বলতে আরম্ভ করলো।
- (৯) এক ব্যক্তির শরীর ও চেহারার দিকে আগুন এগিয়ে আসছিল। আর সে তার হাতে তা দূর করতে চাচ্ছিলো। তখন তার সদকা এসে পড়লো এবং তার সামনে ঢাল হয়ে তার মাথার উপর ছায়া হয়ে গেলো।
- (১০) এক ব্যক্তিকে ‘যাবানিয়া’ (অর্থাৎ আযাবের বিশেষ ফেরেশতাগণ) চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললো। কিন্তু তার ‘সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎকাজে বাধা প্রদান’ (রূপী নেকী) এসে হাযির হল আর তা তাকে রক্ষা করলো এবং রহমতের ফেরেশতাদের হাতে সোপর্দ করে দিলো।
- (১১) এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে হাঁটুর উপর ভর করে বসা ছিলো। কিন্তু তার ও আল্লাহ তাআলার মধ্যভাগে পর্দা ছিলো। অতঃপর তার সৎচরিত্র আসলো। এ (নেকী) তাকে রক্ষা করে নিলো এবং আল্লাহ তাআলার সাথে মিলিয়ে দিলো।
- (১২) এক ব্যক্তিকে দেখলাম তার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হচ্ছে। তখন তার মধ্যে ‘আল্লাহ তাআলার ভয়’ (তাকওয়া) এসে পড়লো। আর এ (মহান নেকীর বরকতে) তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

- (১৩) এক ব্যক্তির নেকীর ওজন হালকা ছিলো। কিন্তু তার দানশীলতা এসে পড়লো এবং নেকীর ওজন ভারী করে দিলো।
- (১৪) এক ব্যক্তি জাহান্নামের কিনারায় দাঁড়ানো ছিলো; অতঃপর ‘আল্লাহ তাআলার ভয়’ (রূপী নেকী) আসলো এবং সে বেঁচে গেলো।
- (১৫) এক ব্যক্তি জাহান্নামে পতিত হলো; কিন্তু তার ‘আল্লাহ তাআলার ভয়ে বিসর্জনকৃত অশ্রু’ এসে গেলো। আর (এ অশ্রুর বরকতে) সে বেঁচে গেলো।
- (১৬) এক ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর দাঁড়ানো ছিলো এবং গাছের ডালের মতো কাঁপছিলো; কিন্তু তার ‘আল্লাহ তাআলার প্রতি ভাল ধারণা যে, “তিনি তাকে দয়াই করবেন” তার (এ নেকী) তাকে রক্ষা করলো এবং সে পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেলো।
- (১৭) এক ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চলছিলো। তখন তার নিকট ‘আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা’ (রূপী নেকী) এসে পড়লো। আর (এ নেকী) তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পুলসিরাত পার করিয়ে দিলো।
- (১৮) আমার উম্মতের এক ব্যক্তি জান্নাতের দরজাগুলোর নিকট পৌঁছলো। ওইসব দরজা তার জন্য বন্ধ ছিলো। তখন তার ‘اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُ فِيهَا أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُ فِيهَا أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُ فِيهَا أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُ فِيهَا’ মর্মে-সাম্প্য দেয়া (নেকীটি) আসলো। আর তার জন্য জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হলো এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।

চোগলখোরীর ডয়ঙ্কর শাস্তি!

- (১৯) কিছু মানুষের ঠোট কাটা হচ্ছিলো। আমি জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَامُ কে জিজ্ঞাসা করলাম: ওরা কারা? বললো: “এরা মানুষের মাঝে চোগলখোরী করতো।”

গুনাহের অপবাদের ডয়ঙ্কর শাস্তি!

- (২০) কিছু মানুষকে তাদের জিহবার সাথে লটকিয়ে রাখা হয়েছিলো। আমি জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَامُ কে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। বললো: “তারা বিনা কারণে মানুষের বিরুদ্ধে গুনাহের অপবাদ দিত।” (শরহুস সুদূর, ১৮২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

ফোন নেকীই ছেড়ে দেয়া উচিত নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! পিতামাতার আনুগত্য, অযু, নামায, আল্লাহ তাআলার যিকির, হজ্জ ও ওমরা, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার, সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজে বাধাদান, সদকা, সৎচরিত্র, দানশীলতা, আল্লাহ তাআলার ভয়ে কান্নাকাটি, তদুপরি আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালো ধারণা ইত্যাদি নেকীর কারণে আল্লাহ তাআলা আযাবে লিগু লোকদেরকে দয়া করেছেন এবং তিরস্কার ও শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছেন। মোটকথা, এটা হচ্ছে তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতার বিষয়। তিনি মহামহিম মালিক ও খোদ মুখতার। যাকে চান ক্ষমা করে দেন। যাকে চান শাস্তি দেন। এসবই তাঁর ন্যায় বিচার। যেখানে তিনি একটা মাত্র নেকীর উপর খুশী ও দয়াপরবশ হয়ে ক্ষমা করে দেন, সেখানে কখনো আবার কোন একটা মাত্র গুনাহের উপর অসন্তুষ্ট হলে তাঁর জালালিয়তে চেউ খেলে। অতঃপর তাঁর পাকড়াও কঠোর হয়ে থাকে। যেমন- এখন উল্লেখকৃত দীর্ঘ হাদীসের শেষভাগে চোগলখোরদের (অর্থাৎ যারা একজনের কথা অন্যজনকে লাগিয়ে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করায়) এবং অন্যের প্রতি গুনাহের অপবাদ রচনাকারীদের পরিণতি আমাদের প্রিয় আক্বা তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয়যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ স্বচক্ষে দেখে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। (অর্থাৎ যেখানে একটা নেকীর কারণে নাজাত হতে পারে, সেখানে কোন একটা গুনাহের কারণে পাকড়াও হতে পারে। সুতরাং বিবেকবান হচ্ছে সে-ই, যে কোন একটা মাত্র ছোট নেকী হলেও সেটা বর্জন না করে। কারণ, হয়তো এ নেকী তার নাজাতের ওসীলা হয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে গুনাহ যতোই সামান্য হোক না কেন, তা কখনোই করবে না।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

৪টি ঘটনা

(১) কবরে আগুন জ্বলে উঠলো!

হযরত সাযিয়্যুনা আমর ইবনে শুরাহবীল رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: এমন একজন লোকের ইনতিকাল হলো, যাকে লোকেরা মুত্তাকী মনে করত। যখন তাকে দাফন করে দেয়া হলো, তখন তার কবরে আযাবের ফেরেশতারা আসল, আর বলতে লাগল: “আমরা তোমাকে আল্লাহ তাআলার আযাবের একশ চাবুক মারব।” সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বললো: “আমাকে কেন মারবেন? আমি তো পরহিয়গার লোক ছিলাম।” তখন তারা বললো: “আচ্ছা চলো, পঞ্চাশটাই মারব।” কিন্তু সে অব্যাহতভাবে তর্ক করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ফেরেশতারা ‘এক চাবুকে’ নেমে আসলেন। সুতরাং তাঁরা একটা চাবুক মেরে দিলেন। যার ফলে সম্পূর্ণ কবরে আগুন জ্বলে উঠল। আর ওই লোকটা জ্বলে ছাই হয়ে গেল। তারপর তাকে জীবিত করা হল। তখন সে ব্যথায় কাতর হয়ে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করলো, “শেষ পর্যন্ত আমাকে এ চাবুকটা কেন মারা হলো?” তখন তাঁরা বললেন: “একদিন তুমি অযু ছাড়া নামায পড়েছিলে। আরেকদিন এক মযলুম (অত্যাচারিত) তোমার নিকট সাহায্য চেয়েছিল, তুমি তাকে সাহায্য করোনি।” (শরহুস সুদূর, ১৬৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ তাআলা নারায় হলে তিনি নেককার ও পরহিয়গার লোককেও পাকড়াও করেন এবং সেও কবরের শাস্তিতে পাকড়াও হয়ে যায়। ইয়া আল্লাহ! আমাদের শোচনীয় অবস্থার উপর দয়া করো! اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ!

(২) ওজনের সময় অসতর্ক হওয়ার কারণে শাস্তি

হযরত সাযিয়্যুনা হারিস মুহাসিবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “একজন ফসল পরিমাপকারী ওই কাজ ছেড়ে দিলো এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

সে যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন তার এক বন্ধু তাকে স্বপ্নে দেখল এবং বলল: “অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করলেন? সে বলল: “আমার ওই পাল্লা, যা দিয়ে আমি ফসল ইত্যাদির ওজন করতাম, তাতে আমার অসাবধানতার কারণে কিছু মাটির মতো জিনিষ লেগে গিয়েছিল, যার আমি পরোয়াই করিনি ও পরিস্কার করিনি। ফলে প্রতিবার মাপার সময় ওই মাটির পরিমাণ মাল কম হতে যাচ্ছিল। এ অপরাধের শাস্তিতে আমি খেফতার হয়েছি। (আখলাকুস সালেহীন, ৫৬ পৃষ্ঠা)

(৩) কবর থেকে চিৎকারের শব্দ

এমনি আরেক ব্যক্তিও তার দাঁড়ি-পাল্লা থেকে মাটি ইত্যাদি পরিস্কার করত না এবং এমনিতেই মাল মেপে দিয়ে দিত। যখন সে মরে গেলো, তখন তার কবরেও আযাব শুরু হয়ে গেল। এমনি লোকজন তার কবর থেকে শোর-চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পেতো। কিছু নেককার বান্দা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى কবর থেকে শোর-চিৎকারের আওয়াজ শুনে দয়াপর্বশ হলেন। আর ওই লোকটির জন্য মাগফিরাতের দোয়া করলেন। তখন সে দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা তার আযাবকে দূর করে দিলেন।

(আখলাকুস সালেহীন, ৬৫ পৃষ্ঠা)

হারাম উপার্জন কোথায় যায়?

এ ভয়ানক ঘটনা থেকে ওইসব লোক যেনো অবশ্যই শিক্ষা অর্জন করে, যারা ওজনে কারচুপি করে কম দেয়। ওহে মুসলমানরা! ওজনে কারচুপি করে মাপলে বাহ্যিকভাবে এমন লাভ দিয়ে কী করবে? দুনিয়ায়তো এ ধরণের অর্থ-সম্পদ ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। হতে পারে ডাক্তারদের ফিস, রোগের ঔষধ, পকেটমার, চোর কিংবা ঘুষখোরদের হাতে এসব টাকা চলে যাবে। আল্লাহর পানাহ! তারপর আখিরাতের কঠিন শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী, কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কড়ী।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

আগুনের দুটি পাহাড়

তাফসীরে রুহুল বয়ানে বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি ওজনে কম দেয়, কিয়ামতের দিন তাকে দোযখের গভীরে নিক্ষেপ করা হবে। আর আগুনের দুটি পাহাড়ের মাঝখানে বসিয়ে নির্দেশ দেয়া হবে এ পাহাড় দুটি ওজন করো। যখন ওজন করতে থাকবে, তখন আগুন তাকে জ্বালিয়ে দিবে।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ১০ম খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীরভাবে মনোযোগ দিন! একটু চিন্তা করুন তো! সৎক্ষিপ্ত জীবনে কয়েকটা ধ্বংসশীল টাকা উপার্জনের জন্য যদি ওজনে কারচুপি করেন, তাহলে কেমন কঠিন শাস্তির হুমকি এসেছে? আজ সামান্যতম গরম সহ্য হচ্ছে না, আর জাহান্নামের আগুনের পাহাড়ের উত্তাপ কিভাবে সহ্য হবে। আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে, নিজের অবস্থার প্রতি দয়া করে সম্পদের লোভ থেকে দূরে সরে পড়ুন! অন্যথায় অবৈধ মাল উভয় জাহানে শাস্তিরই মাধ্যম হিসেবে পরিণত হবে।

(৪) খড়কুটার বোঝা

হযরত সাযিয়দুনা ওহাব ইবনে মুনাবিহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: বনী ইসরাঈলের এক যুবক সকল গুনাহ থেকে তাওবা করল। অতঃপর সত্তর বছর যাবৎ নিয়মিতভাবে ইবাদতে মশগুল রইল। দিনের বেলায় রোযা রাখত, রাত জেগে ইবাদত করত। তার তাকওয়ার এ অবস্থা ছিলো যে, কোন ছায়ায় বিশ্রাম নিত না, কোন ভাল খাবার খেত না। যখন তার মৃত্যু হল, এক বন্ধু তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল: আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করলেন? সে বললো: “আল্লাহ তাআলা আমার হিসাব নিলেন। তারপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু আফসোস! একটা খড়কুটা, যা আমি সেটার মালিকের অনুমতি ছাড়া নিয়ে ছিলাম এবং তা দ্বারা দাঁত খিলাল করেছিলাম। ওই খড়কুটার মালিক থেকে ক্ষমা চাওয়া বাকী ছিলো। আফসোস! শত আফসোস!! সেটার কারণে আমাকে এখনো পর্যন্ত জান্নাত থেকে বিরত রাখা হয়েছে।” (তাম্বীহুল মুগতারীন, ৫১ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দারইন)

পাপ শুধু পাদই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভয়ে কেঁপে উঠুন! যখন পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার জালালিয়তের ঢেউ খেলে, তখন এমন গুনাহের জন্য পাকড়াও করা হয়, যাকে সামান্য মনে হয়। যেমন এখন যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, একজন আবিদ ও দুনিয়া ত্যাগী, নেক বান্দাকে শুধু এবং শুধু এ জন্য জান্নাত থেকে বিরত রাখা হয়েছে, সে একটা নগণ্য খড়কুটা মালিকের অনুমতি ছাড়া তা দ্বারা খিলাল করেছিল। আর মাফ করানো ছাড়াই তার ইনতিকাল হয়ে গেছে এবং আটকা পড়েছে। আসুন, আমরাও একটু চিন্তা করি! গভীরভাবে দৃষ্টি দিই! একটা খড়ের টুকরা কি জিনিষ? আজকালতো জানিনা, লোকেরা কত মূল্যবান আমানত খিয়ানত করে যাচ্ছে এতে সামান্য দ্বিধাও করছে না।

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

বিনা কারণে ঋণ পরিশোধে দেরী করা গুনাহ

ওহে মুসলিম সমাজ! ভয় করো! বান্দাদের হক বা প্রাপ্যের বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। আমরা যদি কোন বান্দার হক আত্মসাৎ করে নিই, কিংবা তাকে গালি দিই, চোখ রাঙ্গিয়ে ভয় দেখাই, ধমক দিই, রাগ দেখাই ও শাসিয়ে দিই, যার কারণে তার মনে দুঃখ পায়। মোট কথা, যেকোনভাবেই হোক না কেন শরীয়াত সম্মত অনুমতি ছাড়া কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকি কিংবা শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করি, এ সবই বান্দার হক বা প্রাপ্য বিনষ্ট করা। মনে রাখবেন! যদি আপনি কারো নিকট থেকে ঋণ নিয়ে থাকেন এবং পরিশোধ করার জন্য আপনার নিকট টাকা না থাকে, কিন্তু ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করা যেতে পারে, তাহলে তাও করতে হবে। ঋণ পরিশোধ করার সম্ভাব্য উপায় থাকা সত্ত্বেও, ঋণদাতার নিকট থেকে সময় চেয়ে নেয়া ছাড়াই আপনি ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত বিলম্ব করতে থাকবেন, ততক্ষণ গুনাহগার হবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “এ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

এখন চাই আপনি জেগে থাকুন কিংবা ঘুমন্ত, একেকটা মুহুর্তে গুনাহ লিপিবদ্ধ করা হবে। এ বিষয়টা এভাবে বুঝুন! যেমন- ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আপনার গুনাহের মিটার ঘুরতে থাকবে। হে নিরাপত্তা দাতা ও রক্ষাকারী! তোমারই পানাহ চাচ্ছি! যখন ঋণ পরিশোধ করায় বিলম্বের এমন শাস্তি তখন যে সম্পূর্ণ ঋণই আত্মসাৎ করে বসে তার কি অবস্থা হবে?

তিন পয়সার শাস্তি

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ঋণ পরিশোধে অলসতাকারী, মিথ্যা বাহানা উপস্থাপনকারী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: য়ায়েদ পাপী, কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী, জালিম, মিথ্যুক এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। তার জন্য এর চেয়ে বেশি আর কি (খারাপ) উপাধী হতে পারে। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় এবং মানুষের ঋণ তার উপর বাকী থাকে, তবে তার (যায়েদ) সমস্ত নেকী কর্তৃদাতাকে কর্জের বিনিময় স্বরূপ দিয়ে দেওয়া হবে। কিভাবে দেওয়া হবে, এটাও শুনে নিন। অর্থাৎ প্রায় তিন পয়সার কর্জের বিনিময়ে সাতশত জামাআত সহকারে আদায়কৃত নামায দিয়ে দিতে হবে। যখন এই ঋণ আত্মসাৎকারীর কোন নেকী বাকী থাকবে না, ঋণদাতার গুনাহকে ঋণ গ্রহীতার মাথার উপর বোঝাই করে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৫তম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)

মত দবা করযা কেছী কা না বাকার,
রৌয়ী গা দোযখ মে ওয়ার ন যার যার

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ! اسْتَغْفِرُ اللَّهُ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে কোন অবস্থাতেই, দুনিয়ায় কারো দায়িত্বে অণু পরিমাণ যুলুমকারী, যতক্ষণ পর্যন্ত মযলুমকে মেনে করে নিবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মুক্তিলাভ করা অসম্ভব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

অবশ্য, আল্লাহ্ যদি চান, তবে নিজের অনুগ্রহ ও দয়ায় কিয়ামতের দিন যালিম ও ময়লুমের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দিবেন। অন্যথায়, ওই ময়লুমকে যালিমের নেকী গুলো অর্পণ করা হবে। যদি তাতেও ময়লুম কিংবা ময়লুমদের প্রাপ্য পরিশোধ না হয়, তবে ময়লুমদের গুনাহ যালিমের মাথার উপর রেখে দেয়া হবে। আর এভাবে ওই যালিম যদিও দুনিয়ায় নেককার ও পরহিযগার হয়ে বড় বড় নেকী নিয়ে কিয়ামতে এসে থাকে, তবে বান্দাদের হকগুলো বিনষ্ট করার কারণে একেবারে অসহায় হয়ে যাবে। আর এ কারণে তাকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى (আল্লাহ্ তাআলার পানাহ!)

কিয়ামতে সহায়-সম্বলর্থীন কে?

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসূলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ কে জিজ্ঞাসা করে ইরশাদ করেছেন: “তোমরা কি জানো, গরীব কে? সাহাবা কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আরয করলেন: “ইয়া রাসূলাল্লাহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ! আমাদের মধ্যে গরীব তো সে-ই, যার নিকট দিরহাম (টাকা-পয়সা) ও পার্থিব মাল-সামগ্রী নেই।” তখন হযুর ইরশাদ করলেন: “আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গরীব হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত নিয়ে আসবে, কিন্তু সাথে সাথে এটাও আসবে, সে কাউকে গালিও দিয়েছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করেছে, কাউকে খুন করেছে, কাউকে মেরেছে, তারপর ওইসব গুনাহের পরিবর্তে তার নেকীগুলো নিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর, যখন তার নেকীগুলো শেষ হয়ে যাবে, অথচ প্রাপক আরো প্রাপ্য পাবে, তখন ওইসব ময়লুমের গুনাহ্ নিয়ে বিনিময় হিসেবে তাকে অর্থাৎ যালিমকে অর্পণ করা হবে। তারপর ওই যালিম লোকটিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।” (সহীহ মুসলিম, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস-২৫৮১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

‘যালিম’ দ্বারা উদ্দেশ্য কে?

মনে রাখবেন! এখানে ‘যালিম’ মানে শুধু খুনী, ডাকাত কিংবা সন্ত্রাসীরাই নয়, বরং যে ব্যক্তি কারো সামান্য হকও বিনষ্ট করেছে, যেমন: কারো এক পয়সা খেয়ে ফেলেছে, শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া কাউকে ধমক দিয়েছে, অথবা ঠাট্টা করেছে, রাগ করে তাকিয়েছে ইত্যাদি তবুও সে যালিম আর যার উপর যুলম করা হয়েছে সে মযলুম। এখন এটা অন্য কথা, এ মযলুমও যদি ঐ ‘যালিমের’ কোন হক বিনষ্ট করে থাকে, এমতাবস্থায় উভয়ে একে অপরের হকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ‘যালিম’ও, ‘মযলুম’। এমনই কিছু লোক হবে, যারা কারো হকের বেলায় ‘যালিম’ এবং কারো হকের বেলায় ‘মযলুম’ হবে। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ আনিস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করবেন: “কোন দোষখী দোষখে এবং কোন জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বান্দার হকের বিনিময় দিবে না।” অর্থাৎ যে কারো হকই যে কেউ গ্রাস করেছে সেটার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত কেউ জাহান্নাম কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আখলাকুস সালিহীন, ৫৫ পৃষ্ঠা) (বান্দার হক সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ‘জুলুমের পরিণতি’ নামক রিসালাটি অবশ্যই পড়ে নিন।

ইয়া আল্লাহ! আমাদের সকল মুসলমানকে একে অপরের হক বিনষ্ট করা থেকে রক্ষা করো! আর এ বিষয়ে যেসব ভুলত্রুটি হয়ে গেছে, তা পরস্পর ক্ষমা করিয়ে নেয়ার তওফীক দান করো!

اٰمِيْنَ بِجَاۗءِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلٰی مُحَمَّدٍ

রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করার ফরযালত

যেই সৌভাগ্যবান মুসলমান রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করে, সে কবরের প্রশ্নাবলী থেকে রেহাই পেয়ে যায়। আর সে কবরের আযাব থেকেও বেঁচে যায়। তদুপরি, তাকে জান্নাতের উপযোগী সাব্যস্ত করা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ এর অভিमत হচ্ছে: “যে মু’মিন এ মাসে মৃত্যুবরণ করে, সে সোজা জান্নাতে প্রবেশ করে। এমনকি তার জন্য দোযখের দরজা বন্ধ।” (আনীসুল ওয়াইযীন, ২৫ পৃষ্ঠা)

তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সুসংবাদ

হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “রমযানের শেষ মুহূর্তে যার মৃত্যু আসে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যার মৃত্যু আরাফার দিন (অর্থাৎ ৯ই যিলহাজ্জ) শেষ হবার মুহূর্তে আসে, সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যার মৃত্যু, সদকা দেয়া অবস্থায় এসেছে, সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস-৬১৮৭)

কিয়ামত পর্যন্ত রোযার সাওয়াব

উম্মুল মুমিনীন সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যার রোযা পালন অবস্থায় মৃত্যু হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত রোযার সাওয়াব দান করবেন।” (আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খাতাব, ৩য় খন্ড, ৫০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৫৫৭) سَيُحَنُّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ রোযাদার কেমনই সৌভাগ্যবান! যদি রোযা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত রোযা রাখার সাওয়াবের অধিকারী হয়ে যাবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

হযরত সাযিয়্যুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ইরশাদ করতে শুনেছি: “এই রমযান তোমাদের কাছে এসেছে, এতে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয় ও জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে বন্দী করে ফেলা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

ঐ লোকই বঞ্চিত, যে রমযানকে পেয়েও ক্ষমা করিয়ে নিতে পারেনি। কেননা যখন তার রমযানে ক্ষমা হয়নি তখন আবার কখন হবে?”

(মাজমাউয যাওয়ানিদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৫, হাদীস নং-৪৭৮৮)

জান্নাতের দরজাগুলো খুলে যায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযান মাস আসলে তো রহমত ও জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামে তালা পড়ে যায় আর শয়তানদেরকে বন্দি করে দেয়া হয়। যেমন: হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ কে সুসংবাদ শুনিয়ে ইরশাদ করলেন: “রমযান মাস এসে গেছে, যা খুবই বরকতময়! আল্লাহ তাআলা এটার রোযাগুলো তোমাদের উপর ফরয করেছেন। এ মাসে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, আর অবাধ্য শয়তানদেরকে বন্দি করে রাখা হয়। এতে আল্লাহ তাআলার একটা রাত হচ্ছে ‘শবে ক্বদর’, যা হাজার মাসের চেয়েও বেশী মর্যাদাবান। যে ব্যক্তি সেটার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে-ই বঞ্চিত। (সুনানে নাসায়ী, ৪র্থ খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা)

শয়তানকে শিকলে বন্দি করা হয়

হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: প্রিয় আকা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: যখন রমযান মাস আসে তখন আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। (বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ৬২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৯৯) অন্য এক বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, শয়তানকে শিকলে বন্দি করা হয়। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়। (সহীহ মুসলিম, ৫৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০৭৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

শয়তান বন্দী হওয়া সত্ত্বেও গুনাহ কিভাবে সংগঠিত হয়?

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমূল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رحمته الله تعالى عليه বলেন: সত্য কথা হল, রমযান মাসে আসমানের দরজাও খুলে দেয়া হয় যার দ্বারা আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত পৃথিবীতে বর্ষিত হয়, এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় যার কারণে জান্নাতে অবস্থানকারী হুঁর গিলমানদের জানা হয়ে যায় যে, পৃথিবীতে রমযান মাস আগমন করেছে আর তারা রোজাদারদের জন্য দোয়াতে মশগুল হয়ে যায়। রমযান মাসে বাস্তবিকই জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, যার কারণে এই মাসে শুধু গুনাহগার নয় বরং কাফিরদের কবরেও দোষখের গরম পৌঁছে না। মুসলিম সমাজে যে কথার প্রচলন রয়েছে, রমযান মাসে কবর আযাব হয় না, তাঁর উদ্দেশ্য এটাই; আর বাস্তবেই ইবলিশ শয়তান তার সমস্ত বংশধরকেসহ বন্দী করা হয়। এই মাসে যারা গুনাহ করে থাকে তারা নিজের নফসে আশ্রয়ার ধোঁকার কারণেই করে থাকে। শয়তানের ধোঁকার কারণে নয়। (মিরাতুল মানাজীহ, ৩য় খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

গুনাহতো হ্রাস পেতেই থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে কোন অবস্থায় সাধারণত: এটাই দেখা যায়, রমযান মাসে আমাদের মসজিদগুলো অন্যান্য মাসের তুলনায় বেশী জমজমাট হয়ে যায়। নেকীর কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকে। এতটুকু তো অবশ্যই থাকে, রমযান মাসে পাপ কার্যাদির ধারাবাহিকতা কিছুটা হলেও কমে যায়।

যখনই শয়তান মুক্তি পায়

রমযান মাস বিদায় নিতেই শয়তান মুক্ত হয়ে যায়। ফলে গুনাহের জোর খুব বেড়ে যায়। ঈদের দিনে গুনাহ তো এতো বেশী পরিমাণে সম্পন্ন হয় যে, যেই সিনেমা হলগুলো গোটা বছরে কখনো পূর্ণ হয়নি, সেগুলোতেও ‘হাউজ ফুল’ এর বোর্ড লটকিয়ে দেয়া হয়। গোটা বছরে যেসব তামাশার মেলা বসেনি সেগুলোও ঈদের দিন অবশ্যই বসে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

এমনি যেনো এক মাসের বন্দির কারণে শয়তান সীমাহীন ক্ষিপ্ত ছিলো, আর মাহে রমযানের সমস্ত অপরাগতার প্রতিকার সে ঈদের দিনেই করে নিতে চাচ্ছে! সমস্ত বিনোদন কেন্দ্র বে-পর্দা নারী ও পুরুষদের দ্বারা ভর্তি হয়ে যায়। সমস্ত নাট্যাগলে প্রচন্ড ভিড় জমে যায়; বরং ঈদের জন্য নতুন নতুন ফিল্ম ও নতুন নতুন নাটক লাগানো হয়। আহা! শয়তানের হাতে মুসলমান খেলনায় পরিণত হয়ে যায়! কিন্তু কিছু সংখ্যক সৌভাগ্যবান মুসলমান এমনও আছেন, যারা আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে উদাসীন হয় না, শয়তানের ধোঁকার শিকার হয় না। এখন মাহে রমযানের প্রতি গুরুত্ব প্রদানকারী একজন অগ্নিপূজারীর ঈমান উদ্দীপক ঘটনা পেশ করা হচ্ছে:

অগ্নিপূজারীর উপর দয়া

বোখারা শহরে এক অগ্নিপূজারী বাস করতো। একবার রমযান শরীফে সে তার ছেলেকে সাথে নিয়ে মুসলমানদের বাজার অতিক্রম করছিলো। তার ছেলে কোন খাবার প্রকাশ্যভাবে খাওয়া শুরু করে দিলো। অগ্নিপূজারী যখন এটা দেখলো, তখন তার ছেলেকে একটা থাপ্পড় দিল আর কঠোরভাবে শাসিয়ে দিয়ে বললো: “রমযান মাসে মুসলমানদের বাজারে প্রকাশ্যভাবে খাবার খেতে তোঁর লজ্জা হচ্ছে না?” ছেলেটি জবাবে বললো: “আব্বাজান! আপনিও তো রমযান মাসে খাবার খান!” পিতা বললো: “আমি গোপনে আমার ঘরে খাবার খাই।” মুসলমানদের সামনে খাইনা। আর এ বরকতময় মাসের অসম্মান করিনা।” কিছু দিন পর ওই লোকের মৃত্যু হলো। একজন লোক তাকে স্বপ্নে দেখলো-সে জান্নাতে ঘোরাফেরা করছে। এটা দেখে সে খুবই অবাক হলো আর জিজ্ঞাসার সুরে বললো: “তুমিতো অগ্নিপূজারী ছিলে! জান্নাতে কিভাবে আসলে?” সে বলতে লাগলো, “বাস্তবিকই আমি অগ্নিপূজারী ছিলাম। কিন্তু যখন আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো; তখন আল্লাহ রমযানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে আমাকে ঈমানের মহা সম্পদ দিয়ে এবং মৃত্যুর পর জান্নাত দান করে ধন্য করেছেন।” (নুযহাতুল মাজলিস, ১ম খন্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তার সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

রমযান মাসে প্রকাশ্যে পানাহারের দুনিয়ার শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! রমযান মাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে একজন অগ্নিপূজারীকে আল্লাহ তাআলা না শুধু ঈমানরূপী সম্পদ দান করেছেন বরং তাকে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতরাজি দ্বারাও ধন্য করেছেন। এ ঘটনা থেকে আমাদের বিশেষ করে ওইসব উদাসীন ইসলামী ভাইদের শিক্ষা গ্রহণ করা চাই, যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও রমযানুল মোবারকের প্রতি মোটেই সম্মান প্রদর্শন করে না। প্রথমত তারা রোযা রাখেনা, তদুপরি, আরো দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে- রোযাদারদের সামনেই তারা সিগারেট পান করে, পান চিবুয়, এমনকি কেউ কেউ তো এতোই দুঃসাহসী ও নির্লজ্জ যে, প্রকাশ্যে পানি পান করে বরং খাবার খেতেও লজ্জাবোধ করে না। মনে রাখবেন! সম্মানিত ফকীহগণ رَحْمَةُ اللهِ تَمَلَى বলেন: “যে ব্যক্তি রমযানুল মোবারকে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই প্রকাশ্যভাবে জেনে বুঝে পানাহার করে তাকে (ইসলামী বাদশাহর পক্ষ থেকে) হত্যা করা হবে।”

(রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা)

আপনি কি মরবেন না?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! গভীরভাবে চিন্তা করুন! যখন রোযা না রাখার দুনিয়াতেই এমন কঠিন শাস্তি সাব্যস্ত হয়েছে (এ শাস্তি অবশ্য ইসলামী শাসকই দিতে পারেন) তখন আখিরাতের শাস্তি কি পরিমাণ ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক হবে? মুসলমানরা! হুঁশে আসুন! কবে নাগাদ এ দুনিয়ায় উদাসীন থাকবেন? আপনারা কি মরবেন না? এ দুনিয়ায় কি আপনারা সব সময় এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে ঘুরতে থাকবেন? মনে রাখবেন! একদিন অবশ্যই মৃত্যু আসবে। আপনাদের জীবনের বাঁধনগুলো ছিন্ন করে নরম ও আরামদায়ক বিছানা থেকে উঠিয়ে মাটির উপর শায়িত করে ছাড়বে। উত্তম হাওয়া শীতল শীতল ও প্রত্যেক প্রকারের বাদ্যযন্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত কক্ষ গুলো থেকে বের করে অন্ধকার কবরে পৌঁছিয়ে দিবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

এরপর অনুশোচনা করলে কোন কাজে আসবেনা। এখনো সময় আছে। গুনাহ থেকে সত্য অন্তরে তাওবা করে নিন। আর রোযা-নামাযের অনুসারী হয়ে যায়।

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী,
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কাড়ী।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহে ভরা জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জগতে কল্যাণ নছিব হবে। আপনাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য একটি অত্যন্ত সুন্দর মাদানী বাহার পেশ করছি।

সুন্নাতে ডরা বয়ানের বরকত

পাকিস্তানের এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারসংক্ষেপ এই! “আমি ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত ১টি রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম। সম্প্রতি সংগঠিত ফিৎনা-ফ্যাাসাদ থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে পরিবারের লোকেরা পাকিস্তানের বাহিরে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অতঃপর ০৩/১১/১৯৯০ ইং তারিখে আমি ওমান দেশের মসকটে অবস্থিত একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকুরী নিলাম। ১৯৯২ সালে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত একজন ইসলামী ভাই কাজের জন্য আমাদের ফ্যাক্টরীতে যোগ দিল। তাঁর ইনফিরাদী কৌশিশে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি নামাযী হয়ে গেলাম। ফ্যাক্টরীর পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ ছিল। শুধু আমাদের বিভাগই ধরুন। যেখানে ৮/৯টি টেপ রেকর্ডার ছিল। যেগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় যেমন উর্দু, পাঞ্জাবী, পুস্তু, হিন্দী এবং বাংলা ইত্যাদি ভাষায় উটু আওয়াজে গান বাজনা চালানো হত। দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকে রাসূল ইসলামী ভাইয়ের সংস্পর্শের বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি গান বাজনা থেকে মুক্ত হই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

উভয়ের পরামর্শক্রমে আমরা দুই জনে মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত সূন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট সমূহ চালাতে আরম্ভ করে দিলাম। শুরুতে কিছু কিছু লোক আমাদের বিরোধীতাও করেছিল, কিন্তু আমরা সাহস হারাইনি। ﷺ সূন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট চালানোর বরকতে আমার নিজের উপরও এর প্রভাব প্রতিফলিত হতে লাগল। বিশেষত: (১) কবরের প্রথম রাত (২) রঙ্গিন দুনিয়া (৩) হতভাগা দুলহা (৪) কবরের চিৎকার (৫) ৩টি কবর ইত্যাদি নামের বয়ানের ক্যাসেট আমাকে প্রভাবিত করেছিল। (এই সমস্ত বয়ানের ক্যাসেট নিজ নিজ দেশের মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়ে দিয়ে সংগ্রহ করুন।) আখিরাতে প্রস্তুতির মাদানী বাসনার সন্ধান পাওয়া গেল এবং আমার অন্তর গুনাহকে ঘৃণা করতে লাগল। এ সময় আরো কিছু ভাই সূন্নাতে ভরা বয়ানে প্রভাবিত হয়ে কাছে এসে বন্ধু হয়ে গেল। যার প্রচেষ্টায় আমাদের মাদানী পরিবর্তন হল সেই আশিকে রাসূল (ইসলামী ভাই) চাকুরী ছেড়ে পাকিস্তানে ফিরে গেল। আমরা পাকিস্তান থেকে সূন্নাতে ভরা বয়ানের ৯০টি ক্যাসেট চেয়ে আনালাম। প্রথমে আমাদের ফ্যাক্টরীতে ৫০/৬০ জন ভাই নামাযী ছিল। বয়ান শুনে শুনে নামাযীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ﷺ ২০০ থেকে ২৫০ তে পৌঁছল। আমরা ৪০০ ওয়ার্ড এর মূল্যবান সাউন্ডবক্স কিনে আমাদের ঘরের দেয়ালে বসিয়ে দিলাম এবং ধুমধাম করে ক্যাসেটসমূহ চালাতে লাগলাম। প্রতিদিন সকাল ৭টা হতে ৮টা পর্যন্ত কুরআনে পাকের তিলাওয়াত, ৮টা হতে ৯টা পর্যন্ত না'তে মুস্তফা এবং ৯টা হতে ১০টা পর্যন্ত সূন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট চালানোর নিয়ম করে নিলাম। ধীরে ধীরে আমাদের নিকট ৫০০টি ক্যাসেট জমা হয়ে গেল। আমি সহ ৫ জন ইসলামী ভাই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে গেলাম। ﷺ মসজিদ দরস দেয়ার কেন্দ্রে পরিণত হল। অতঃপর ধীরে ধীরে আমাদের ফ্যাক্টরীতে সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমা শুরু হয়ে গেল। ইজতিমায় কমবেশী ২৫০ জন ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

মাদরাসাতুল মদীনাও প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। চারিদিকে সুন্নাতের বাহার আসতে লাগল। অনেক ইসলামী ভাই নিজেদের মুখে মাদানী আক্বা, হুয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন দাঁড়ি মোবারক রেখে দিল। ২০/২৫ জন ইসলামী ভাইয়ের মাথায় পাগড়ী তাজ শোভা পাচ্ছিল। আমাদের ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার প্রথম প্রথম ক্যাসেট চালানোর ব্যাপারে নিষেধ করত। কিন্তু বয়ানের ক্যাসেটের শব্দ তার কানে মধু বর্ষণ করল এবং أَحْسَدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ অবশেষে তিনিও প্রভাবিত হলেন শুধু প্রভাবিত নয় বরং নামাযীও হয়ে গেলেন এবং এক মুষ্টি (সুন্নাত) মোতাবেক দাঁড়িও রেখে দিলেন। ঐ ইসলামী ভাই আরো বয়ান করেন, বর্তমানে আমি পাকিস্তানে চলে এসেছি এবং এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় বাবুল মদীনা করাচীর ডিভিশন মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসাবে সুন্নাতের খিদমতে নিয়োজিত রয়েছি। যেহেতু মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট সমূহ আমার ভাগ্যকাশের মাদানী পরিবর্তনের চাঁদ উদয় করে দিল এজন্য আমার আশা হচ্ছে প্রত্যেক ইসলামী ভাই বোন কমপক্ষে দৈনিক একটি সুন্নাতে ভরা বয়ানের বা মাদানী মুযাকারার ক্যাসেট শুনার অভ্যাস গড়ে তুলুন। তাহলে দেখবেন إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ সেই বরকত মিলবে যে উভয় জগতে বিপদমুক্ত হয়ে যাবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত বয়ানের ক্যাসেট শুনারও কি পরিমাণে বরকত রয়েছে। এসব ভাগ্যবানদেরই সম্ভব, অন্যথায় অনেক লোককে এমনও দেখা যায় যারা অনেক বছর ধরে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হয়, কিন্তু তারা মাদানী রঙ্গে রঙ্গীন হয় না। সম্ভবতঃ তার একটি বড় কারণ এটাও হতে পারে, সে বসে গভীর ভাবে বয়ান শুনেনা। বেপরওয়া ভাবে এদিক সেদিক তাকিয়ে তাকিয়ে বা কথাবার্তা বলতে বলতে শুনলে বয়ানের বরকত কিভাবে মিলবে? অলসতা সহকারে নছীহত শোনা কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। মুসলমানদের এই স্বভাব থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। যেহেতু আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাদের নিকট কোন নতুন উপদেশ আসে, তখন সেটা তারা শুনেনা, কিন্তু খেলা কৌতুকচ্ছলে। তাদের অন্তর খেলাধূলায় পড়ে রয়েছে।

(পারা-১৭, সূরা আযিয়া, আয়াত-২,৩)

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ
مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ
يَلْعَبُونَ ۗ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ۗ

এজন্য একনিষ্ঠতার সাথে সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনার অভ্যাস গড়ে নিন। اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ আপনাদের সেই বরকত অর্জন হবে যাতে আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন। সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেটের বরকতের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে (বয়ানের ক্যাসেটের কারিশমা) নামক রিসালা (৫৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত) মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদীয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পড়ে নিন। (মজলিসে মাকতাবাতুল মদীনা)

সারা বছরের নেকী সমূহ বরবাদ

হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “নিশ্চয় জান্নাতকে মাহে রমযানের জন্য বছরের শুরু থেকে অন্য বছর পর্যন্ত সাজানো হয়। অতঃপর যখন রমযান আসে তখন জান্নাত বলে: “ইয়া আল্লাহ্! আমাকে এ মাসে তোমার বান্দাদের থেকে (আমার মধ্যে বসবাসকারী) দান করো!” আর ‘হুরেরা’ বলে: “হে আল্লাহ্! এ মাসে আমাদেরকে আপনার বান্দাদের থেকে স্বামী দান করো!” তারপর খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিলি আলামীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ মাসে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করেছে, কোন নেশার বস্তু পান করেনি, কোন মু’মিনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়নি, এ মাসে কোন গুনাহের কাজ করেনি, তবে আল্লাহ্ তাআলা প্রতিটি রাতের বিনিময়ে একশ’ হরের সাথে তার বিয়ে করিয়ে দিবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আর তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণ, রূপা, পদ্মারাগ ও পান্নার এমন মহল তৈরী করবেন, যদি সমগ্র দুনিয়া একত্রিত হয়ে এ মহলের মধ্যে এসে যায়, তাহলে ওই মহলের এতটুকু জায়গা দখল করবে, যতটুকু জায়গা দুনিয়ায় ছাগলের বেষ্টনী-বেড়া ঘিরে থাকে। আর যে ব্যক্তি এ মাসে কোন নেশার বস্তু পান করে কিংবা কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়, অথবা এ মাসে কোন গুনাহের কাজ করে, আল্লাহ তাআলা তার এক বছরের আমল (নেকী) বিনষ্ট করে দিবেন। সুতরাং তোমরা রমযানের বেলায় অলসতা করতে ভয় করো। কেননা, এটা আল্লাহ তাআলার মাস। আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য ১১ মাস (সৃষ্টি) করেছেন। যাতে তোমরা সেগুলোতে নেয়ামতগুলোর স্বাদ গ্রহণ করতে পারো, আর নিজের জন্য একটা মাত্র মাসকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তোমরা রমযান মাসের বেলায় ভয় করো।” (মুজাম্মুল আওসাত, ২য় খন্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৬৮৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, যেখানে মাহে রমযানুল মোবারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারীদের জন্য পরকালীন পুরস্কার ও সম্মানের সুসংবাদ দিয়েছেন, সেখানে বরকতময় মাসের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনকারী তাতে গুনাহের কাজ সম্পন্নকারীদের জন্য শাস্তির হুমকিও এসেছে। এ হাদীসে পাকে নেশাদায়ক বস্তু পান করা ও মু'মিনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে রাখবেন! মদ হচ্ছে সব-ধরণের অপকর্মের মূল। মদ পান করা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। হযরত সাযিয়্যুদুনা জাবির رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে জিনিষ বেশী পরিমাণে নেশার উদ্বেক করে সেটি সামান্যতম পরিমাণও হারাম।”

(আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৬৮১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

দোযখীদের রক্ত ও পুঁজ

মু'মিনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হারাম এবং জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে: “যে ব্যক্তি কোন মু'মিন সম্পর্কে এমন কথা বলল, যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাআলা ওই (অপবাদদাতা)-কে ততক্ষণ পর্যন্ত ‘রাদগাতুল খাবাল’-এ রাখবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তার শাস্তি পূর্ণ না হয়।” (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৫৯৭) (রাদগাতুল খাবাল হচ্ছে জাহান্নামের ওই স্থান, যেখানে দোযখীদের রক্ত ও পুঁজ জমা হয়।) (মিরাতুল মানাজ্জিহ, ৫ম খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, হযরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “এমনকি সে নিজের কথিত কথা থেকে বের হয়ে আসবে।” অর্থাৎ সেই গুনাহ থেকে তাওবার মাধ্যমে কিংবা যেই শাস্তির সে হকদার হয়েছিল তা ভোগ করার পর সে পবিত্র হবে। (আশিয়াতুল লুমআত, ৩য় খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা)

রমযানে পাপাচারী

সায়িদাতুনা উম্মে হানী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত: আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার উম্মত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মাহে রমযানের প্রতি কর্তব্য পালন করতে থাকবে।” আরয করা হলো: “ইয়া রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! রমযানের প্রতি কর্তব্য পালন না করলে তাদের অপমানিত হওয়া কি?” হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “ওই মাসের মধ্যে তাদের হারাম কাজ করা।” তারপর ইরশাদ করলেন: “যে ব্যক্তি এ মাসে ঘিনা করেছে কিংবা মদ পান করেছে, আগামী রমযান পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা ও যত সংখ্যক আসমানী ফেরেশতা রয়েছে সবাই তার উপর লানত করে। সুতরাং ওই ব্যক্তি যদি পরবর্তী রমযান মাস আসার পূর্বে মারা যায়, তবে তার নিকট এমন কোন নেকী থাকবেনা, যা তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাতে পারে। সুতরাং তোমরা মাহে রমযানের ব্যাপারে ভয় করো। কেননা, যেভাবে এ মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় নেকী (সাওয়াব) বৃদ্ধি করে দেয়া হয় তেমনি গুনাহগুলোর বিষয়ও।” (তাবারানী কৃত মুজামে সগীর, ৯ম খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৪৮৮)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

ওহে (যারা গুরুত্ব দিচ্ছে না) তোমরা সাবধান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভয়ে কেঁপে উঠুন! মাহে রমযানের গুরুত্ব না দেয়ার মতো জঘন্য কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করো! এ বরকতময় মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় যে ভাবে নেকী বৃদ্ধি করা হয়, তেমনিভাবে অন্যান্য মাসের তুলনায় গুনাহ্ সমূহের ধবংসাত্মক প্রভাবও বৃদ্ধি করা হয়। মাহে রমযানে মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারীতো এতোই হতভাগ্য যে, আগামী রমযানের পূর্বে মৃত্যু মুখে পতিত হলে তখন তার নিকট এমন কোন নেকী থাকবে না, যা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে। মনে রাখবেন! চোখের যিনা হচ্ছে কুদৃষ্টি, হাতের যিনা হচ্ছে- পরনারীকে কিংবা যৌন প্রবৃত্তিসহকারে ‘আমরাদ’ (দাঁড়ি গজায়নি এমন বালক)-কে স্পর্শ করা। সুতরাং খবরদার! সাবধান! বিশেষ করে, মাহে রমযানে নিজেকে নিজে কুদৃষ্টি ও বালকের প্রতি যৌন-প্রবৃত্তি সহকারে দৃষ্টিপাত থেকে বিরত রাখুন! যথাসম্ভব চক্ষুদ্বয়কে কুফলে মদীনা লাগিয়ে নিন অর্থাৎ দৃষ্টিকে নত রাখার পূর্ণাঙ্গ চেষ্টা চালান। আফসোস! শত কোটি আফসোস! কখনো কখনো নামাযী এবং রোযাদারও মাহে রমযানের অসম্মান করে পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাআলার ক্রোধের শিকার হয়ে দোযখের আযাবে গ্রেফতার হয়ে যায়।

কলবের উপর কালো দাগ পড়ে যায়

হাদীস মোবারকে এসেছে যে, “যখন কোন মানুষ গুনাহ্ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। দ্বিতীয়বার গুনাহ্ করলে ২য় বার কালো দাগ পড়ে, এমনিভাবে তার অন্তর (দাগে দাগে) কালো হয়ে যায়। তখন ভাল কথাও তার অন্তরে কোন প্রভাব বিস্তার করে না।” (দ্রুয়ে মনছুর, ৮ম খন্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা) এখন স্পষ্ট যে, যার অন্তর কালো হয়ে গেছে তার অন্তরে ভালো কথা, উপদেশ কোথায় প্রভাব ফেলবে?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

রমযান মাস হোক কিংবা রমযান ব্যতীত অন্য মাস হোক এ ধরনের মানুষের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তার অন্তর নেকীর দিকে ঝুঁকেই না। যদিও সে নেকীর দিকে এসেও যায় তাহলে প্রায় তার অন্তর সে ময়লার কারণে নেকীর সাথে ভালভাবে লাগতে পারে না এবং সে সূন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার বাহানা বের করার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। তার অন্তর তাকে লম্বা আশার স্বপ্ন দেখায়, অলসতা তাকে ঘিরে রাখে, আর সেই দুর্ভাগা সূন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে ছিটকে পড়ে। রমযান মাসের মোবারক সময়গুলো মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ রাত এ সমস্ত লোকেরা খেলাধুলা, গান বাজনা, তাস, দাবা, গল্প ইত্যাদিতে নষ্ট করে দেয়।

কলবের কালো দাগের চিকিৎসা

এই কালো অন্তরের (কলবের) চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরী। এই চিকিৎসার একটি কার্যকরী মাধ্যম হচ্ছে পীরে কামেল। অর্থাৎ কোন বুয়ুর্গ ব্যক্তির হাতে হাত রেখে বায়আত গ্রহণ করা, যিনি পরহিযগার ও সূন্নাতে র অনুসারী। যার সাক্ষাত আল্লাহ ও রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর স্মরণ করিয়ে দেয়। যার কথা নামায ও সূন্নাতে র প্রতি ধাবিত করে। যার সংস্পর্শ মৃত্যু ও আখিরাতের প্রস্তুতির প্রেরণা বৃদ্ধি করে। যদি সৌভাগ্যবশত এ ধরনের পীরে কামেল মিলে যায় তাহলে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ কলবের কালো দাগের চিকিৎসা অবশ্যই হয়ে যাবে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট পাপী মুসলমানকে এই কথা বলার অনুমতি নেই যে, “তার অন্তরে মোহর অঙ্কিত হয়েছে” বা তার কলব কালো হয়ে গেছে” তাই নেকীর দা’ওয়াত তাকে প্রভাবিত করছে না। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা এ কথার উপর ক্ষমতা রাখেন যে, তাকে তাওবার তাওফিক দিতে পারেন, যাতে সে সঠিক পথে আসতেও পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরের কালিমা দূর করুন! آمين بجاه النبي الأمين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

একটা শিক্ষামূলক ঘটনা পেশ করছি; তা শুনুন এবং আল্লাহ তাআলার ভয়ে কেঁপে উঠুন! বিশেষ করে ওইসব লোক এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা রোযা পালন করা সত্ত্বেও তাশ, দাবা, লুডু, ভিডিও-গেমস, ফিল্ম, নাটক, গান-বাজনা ইত্যাদি মন্দ কাজের মধ্যে রাত দিন মগ্ন থাকেন। বর্ণিত আছে:

কবরের ডয়ানক দৃশ্য

একদা হযরত সাযিয়দুনা আলী মুরতাজা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ! কবর যিয়ারত করার জন্য কূফার কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে একটা নতুন কবরের উপর তার দৃষ্টি পড়লো। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মনে তার (কবরের মৃত) অবস্থাদি জানার কৌতুহল সৃষ্টি হলো। মহামহিম আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে আরয করলেন: “হে মহামহিম আল্লাহ! এ মৃতের অবস্থা আমার সামনে প্রকাশ করে দাও!” তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে তাঁর ফরিযাদ মঞ্জুর হলো। আর দেখতে দেখতেই তাঁর ও ওই মৃতের মধ্যবর্তী যতো পর্দা ছিলো সবই তুলে ফেলা হলো। তখন এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাঁর সামনে আসল। কী দেখলেন? দেখলেন, মৃত লোকটি আগুনের লেলিহানের মধ্যে ডুবে রয়েছে। আর কেঁদে কেঁদে তার দরবারে ফরিযাদ করছিলো:

يَا عَلِيُّ! أَنَا غَرِيبٌ فِي النَّارِ وَحَرِيبٌ فِي النَّارِ

অর্থাৎ- “হে আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ! আমি আগুনে ডুবে গেলাম এবং আগুনে জ্বলছি।” কবরের ডয়ানক দৃশ্য ও মৃতের আর্ত-চিৎকার ও কষ্টদায়ক ফরিযাদ হায়দারে কাররার হযরত আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে অস্থির করে তুললো। তিনি আপন দয়াবান প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত উঠালেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ওই মৃতের ক্ষমার জন্য দরখাস্ত পেশ করলেন। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: “হে আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ! আপনি তার পক্ষে সুপারিশ করবেন না। কেননা, রোযা রাখা সত্ত্বেও লোকটি গুনাহ থেকে বিরত থাকতো না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দারইন্নি)

দিনের বেলায় রোযা তো রেখে নিতো, কিন্তু রাতে পাপাচারে লিপ্ত থাকতো।” মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা আলী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এ কথা শুনে আরো দুঃখিত হলেন এবং সিজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে আরয করতে লাগলেন, “ইয়া আল্লাহ্! আমার মান সম্মান তোমার কুদরতের হাতে! এ বান্দা বড় আশা নিয়ে আমার কাছে সাহায্যের আবেদন করেছে। আমার মালিক! তুমি আমাকে তার সামনে অপমানিত করো না! তার অসহায়ত্বের উপর দয়াবান হও এবং এ বেচারাকে ক্ষমা করে দাও!” হযরত আলী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করছিলেন। আল্লাহ তাআলার রহমতের সাগরে চেউ উঠল আর আহ্বান আসলো, “ওহে আলী! رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ আমি তোমার আন্তরিক দোয়ার কারণে তাকে ক্ষমা করে দিলাম।” সুতরাং এ মৃতের উপর থেকে আযাব তুলে নেয়া হলো।” (আনীসুল ওয়ায়েযীন, ২৫ পৃষ্ঠা)

কিউ নাহ্ মুশকিল কুশা কহৌঁ তোম কো!

তোম নে বিগড়ী মেরী বানায়ী হে।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

মৃতদের সাথে কথোপকথন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাওলা আলী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মহত্ব ও উচ্চ মর্যাদার কথা কী বলবো? আল্লাহ তাআলার দানক্রমে, তিনি رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ কবরবাসীদের সাথেও কথা বলতেন। এখানে আরো একটি ঘটনা পেশ করা হচ্ছে: যেমন- হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুযুতী শাফিয়ী رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: “হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ ইবনে মুসাইযাব رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “আমরা আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলা আলী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর সাথে কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হযরত আলী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

অর্থাৎ- তোমাদের উপর সালাম ওহে কবরবাসী! এবং আল্লাহ তাআলার রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

তোমরা কি আমাদেরকে তোমাদের অবস্থাদি সম্পর্কে জানাবে? না আমরা তোমাদেরকে আমাদের খবরাখবর জানাব? বর্ণনাকারী বলেন: আমরা একটা কবরের ভিতর থেকে আওয়াজ শুনলাম:

وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

অর্থাৎ- হে আমীরুল মুমিনীন رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ! আপনাদের উপর সালাম, আল্লাহ তাআলার রহমত ও বরকতসমূহ বর্ষিত হোক।

আপনি আমাদেরকে বলুন, আমাদের পর দুনিয়ার মধ্যে কি ঘটেছে? তদুত্তরে তিনি বললেন, তোমাদের বিবিগণ নতুন বিয়ে করেছে, তোমাদের ধন-সম্পদ বণ্টন হয়ে গেছে, তোমাদের ছেলেমেয়েরা এতিমদের দলভুক্ত হয়ে গেছে, ওই ঘর, যা তোমরা তৈরী করেছিলে, সেগুলোতে তোমাদের শত্রুরা বসবাস করছে। এখন শোনাও তোমাদের নিজেদের অবস্থা!” তদুত্তরে এক কবর থেকে আওয়াজ আসলো: “কাফন ফেটে গেছে, চুলগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, চামড়াগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, চোখগুলো চেহারাগুলোর উপর থেকে বের হয়ে গেছে এবং নাকের ছিদ্রগুলো পুঁজে ভর্তি হয়ে গেছে, যেমন কাজ করেছি, তেমনি ফল পাচ্ছি। যা ছেড়ে এসেছি তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আর এখন কৃতকর্মগুলোর বিনিময়ে আযাবে বন্দী হয়ে আছি।” (অর্থাৎ যার কৃতকর্ম ভালো হবে, সে আখিরাতে আরাম পাবে, আর মন্দ কাজ সম্পন্নকারী আপন কৃতকর্মের কুফল ভোগ করবে।) (শরহুস সুদূর, ২০৯ পৃষ্ঠা)

রমযানের রাতগুলোতে খেলাধুলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লিখিত ঘটনা দুটিতে আমাদের শিক্ষার জন্য অগণিত মাদানী ফুল রয়েছে। জীবিত মানুষ খুব হেলোদুলে চলে; কিন্তু মৃত্যুর শিকার হয়ে যখন কবরে নামিয়ে দেয়া হয়, তখন চোখগুলো বন্ধ হবার পরিবর্তে বাস্তবিক পক্ষে খুলেই যায়। সৎকার্যাদি ও আল্লাহ রাস্তায় প্রদত্ত সম্পদ তো কাজে আসে; কিন্তু যা কিছু সম্পদ রেখে যায় তাতে মঙ্গলের সম্ভাবনা খুব কমই থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

কারণ, ওয়ারিশগণের দিক থেকে এ আশা খুব কমই করা হয় যে, তারা তাদের মরহুম প্রিয়জনের আখিরাতের মঙ্গলের জন্য বেশি মাল খরচ করবে, বরং মৃত্যুবরণকারী যদি হারাম ও অবৈধ মাল, যেমন-গুনাহের উপকরণাদি-বাদ্যযন্ত্র, ভিডিও গেমসের দোকান, মিউজিক সেন্টার, হারাম মিশ্রিত মালের ব্যবসা ইত্যাদি রেখে যায়, তবে তার জন্য মৃত্যুর পর কঠিন ও করুণ শাস্তি অবধারিত। ‘কবরের ভয়ানক দৃশ্য’ নামক ঘটনায় রমযানুল মোবারকের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনকারীর ভয়ানক পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আফসোস! শত আফসোস!! রমযানুল মোবারকের পবিত্র রাতগুলোতে আমাদের কিছু সংখ্যক যুবক ইসলামী ভাই মহল্লায় ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলায় মশগুল থাকে, খুব শোর-চিৎকার করে। অনুরূপভাবে, এসব হতভাগা লোক নিজেরা তো ইবাদত থেকে বঞ্চিত থাকে, এবং অন্যান্য লোকের জন্যও সীমাহীন পেরেশানীর কারণ হয়ে যায়। না নিজেরা ইবাদত করে, না অন্যান্য লোককে ইবাদত করতে দেয়। এ ধরনের খেলাধুলা আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে উদাসীনকারী। নেককার লোকেরা সর্বদা এসব খেলাধুলা থেকে দূরে থাকেন। নিজেদের খেলাতো দূরের কথা, এমন খেলা তামাশা দেখেনও না; বরং এ ধরনের খেলাধুলার কথাবর্তা (COMMENTARY)ও শুনেন না। সুতরাং আমাদেরও এসব কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষ করে রমযানুল মোবারকের বরকতময় মুহূর্তগুলোকে এভাবে কখনো বিনষ্ট করা উচিত নয়।

রমযান মাসে সময় অতিবাহিত করার জন্য.....

এছাড়া এ ধরনের বহু মূর্খলোকও দেখা যায়, তারা যদিও রোযা রেখে নেয়, কিন্তু ওইসব বেচারার সময় কাটে না। সুতরাং তারাও রমযানের মর্যাদাকে একদিকে রেখে দিয়ে হারাম ও নাজায়য কাজের আশ্রয় নিয়ে সময় ‘কাটায়’। আর এভাবে রমযান শরীফে দাবা, তাস, লুডু, গান-বাদ্য, ইত্যাদিতে কিছু লোক বেশি মাত্রায় জড়িয়ে পড়ে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

মনে রাখবেন, যদিও দাবা ও তাস ইত্যাদির উপর কোন ধরণের বাজি কিংবা শর্ত না লাগানো হয় তবুও এ খেলা অবৈধ; বরং তাসের মধ্যে যেহেতু প্রাণীর ছবিও থাকে, সেহেতু আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى جُزْأًا জুয়া ছাড়া তাস খেলাকেও হারাম লিখেছেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)

উত্তম ইবাদত কোনটি?

হে জান্নাতপ্রার্থী রোযাদার ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারকের পবিত্র মুহূর্তগুলোকে অনর্থক কথাবার্তা ও কার্যাদির মধ্যে বিনষ্ট হওয়া থেকে বাঁচান। জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সেটাকে অমূল্য সম্পদ মনে করুন। তাস খেলা ও ফিলোর গানগুলোর মাধ্যমে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে কুরআন তিলাওয়াত এবং যিকির ও দরুদের মধ্যে সময় কাটানোর চেষ্টা করো! ক্ষুধা-পিপাসার কঠোরতা যতোই বেশি অনুভূত হবে ততোই ধৈর্যধারণের জন্য اِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ সাওয়াবও বেশি পাবেন। যেমন, বর্ণিত আছে: اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ احْتُمْا য়াতে কষ্ট বেশি হয়।” (কাশফুল খিফা ও মুযীলুল আলবাস, ১ম খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৫৯) ইমাম শরফুদ্দীন নববী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন: “যে ইবাদতের মধ্যে কঠোর পরিশ্রম ও টাকা বেশি খরচ হয় এতে সাওয়াব ও ফযীলত বেশি হয়।” (শরহে সহীহ মুসলিম লিন নববী, ১ম খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা) ওলীয়ে কামিল হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম ইবনে আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন: “দুনিয়ার মধ্যে যেই সৎকর্ম যতো কঠিন হবে, কিয়ামতের দিন নেকীগুলোর পাল্লাও ততো বেশি ভারী হবে।” (তায়কিরাতুল আওলিয়া, ৯৫ পৃষ্ঠা) এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেলো, আমাদের জন্য রোযা রাখা যতো কঠিন। পাপীষ্ট, নফস প্রবৃত্তির জন্য যতো অসহনীয় হবে। اِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ কিয়ামতের দিন আমলের পাল্লায় ততো বেশি ভারী হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

রোযা পালনকালে বেশি ঘুমানো

হুজ্জাতুল ইসলাম সায্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কীমিয়ায়ে সা‘আদাত’ কিতাবে লিখেছেন: “রোযাদারের জন্য সুন্নাত হচ্ছে দিনের বেলায় বেশিক্ষণ না ঘুমানো; বরং জাগ্রত থাকা, যাতে ক্ষুধা ও দুর্বলতার প্রভাব অনুভব হয়।” (কীমিয়ায়ে সা‘আদাত, ১৮৫ পৃষ্ঠা) (যদিও কম শোয়া উত্তম তারপরও প্রয়োজনীয় ইবাদত করার পর কোন ব্যক্তি শুয়ে থাকলে এতে সে গুনাহগার হবে না।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি রোযা পালনকালে দিনভর ঘুমে সময় অতিবাহিত করে দেয়, সে রোযার মর্যাদা বা কিতাবে পাবে? একটু চিন্তা করুন তো! ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তো বেশি ঘুমাতেও নিষেধ করেছেন। কারণ তাতে অনর্থক সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। সুতরাং যারা খেল তামাশা ও হারাম কাজে সময় নষ্ট করে তারা কতোই বঞ্চিত ও হতভাগা! এ বরকতময় মাসের প্রতি যত্নবান হোন! এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন! এতে খুশী মনে রোযা রাখুন! আর আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করুন!

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! রমযানের কল্যাণের স্রোতধারা থেকে প্রতিটি মুসলমানকে উপকৃত ও ধন্য করো! এ বরকতময় মাসের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার সৌভাগ্য আমাদেরকে দান করো! এর প্রতি অশালীনতা প্রদর্শন করা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখো!

اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযান মাসের সম্মান লাভের জন্য ও অন্তরের আগ্রহকে বাড়াতে বরকত লাভ করা ও নেকী অর্জন এবং নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা‘ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশকে আপন করে নিন এবং আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। اِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ। সেই সফলতা পাবেন যা দেখে আপনি আশ্চর্য হবেন। এক আশিকে রাসূল এর চমৎকার ঘটনা শুনুন ও আন্দোলিত হোন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার পুরস্কার

এক ইসলামী ভাই এর বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী ইনআমাত আমার প্রিয় এবং দৈনন্দিন “ফিকরে মদীনা” করা প্রায় আমার অভ্যাস। একবার আমি তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতের তরবীয্যতের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সুবায়ে বেলুচিস্তান সফরে ছিলাম। সে সময় আমি গুনাহগারের জন্য দয়ার দরজা খুলে গেল। الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ যখন আমি ঘুমালাম তখন আমার ভাগ্য চমকে উঠল। স্বপ্নে নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাশরীফ আনলেন। তখন ঘর আলোকজ্জল হয়ে উঠল আর খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঠোট মোবারক নড়াচড়া করলেন, রহমতের ফুল বর্ষণ হলো। তার বর্ণিত শব্দগুলো কিছুটা এরকম: “যারা মাদানী কাফেলায় দৈনন্দিন ‘ফিকরে মদীনা’ করে আমি তাদেরকে আমার সাথে জান্নাতে নিয়ে যাবো।”

শুকরিয়া কিউ কর আদা হো আপ কা ইয়া মুস্তফা
কে পড়ছি খুলদ মে আপনা বানায় শুকরিয়া

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

ফিকরে মদীনা কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের দুনিয়া ও আখিরাত কল্যাণময় করার জন্য প্রশ্নাকারে ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, জামেয়ার ছাত্রদের জন্য ৯২টি, জামেয়ার ছাত্রীদের জন্য ৮৩টি, মাদানী মুন্না (বাচ্চা) দের জন্য ৪০টি মাদানী ইনআমাত পেশ করা হয়েছে। মাদানী ইনআমাতের রিসালা মাকতাবাতুল মদীনায় পাওয়া যায়। দৈনিক ফিকরে মদীনার মাধ্যমে তা পূর্ণ করে মাদানী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আপনার এলাকার দা’ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারের নিকট জমা করতে হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

নিজের আমলের ব্যাপারে হিসাব করা, কবর ও হাশরের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা এবং নিজের ভাল-মন্দ কাজের হিসাব নেয়ার নিয়তে মাদানী ইনআমাত রিসালা পূর্ণ করাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে ফিকরে মদীনা বলা হয়। আপনিও রিসালা সংগ্রহ করুন। এখন থেকে যদি পূরণ করতে ইচ্ছা না হয় তবে না করুন। অন্তত এটা করুন যে, ওলীয়ে কামিল, আশিকে রাসূল, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ২৫ তারিখ ওরুছ শরীফের নিছবতে দৈনন্দিন ২৫ সেকেন্ড মাদানী ইনআমাত রিসালা দেখুন। إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ দেখতে দেখতে পড়ার, পড়তে পড়তে ফিকরে মদীনা করার এবং ঐ রিসালা পূরণ করার মন-মানসিকতা তৈরী হবে। আর যদি মাদানী ইনআমাত রিসালা পূরণ করার অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকত নিজ চোখে দেখতে পাবেন।

মাদানী ইনআমাত পর করতা হ্যায় জো কুয়ি আমল,
মাগফিরাত কর বেহিসাব উছকি খোদায়ে লাম ইয়া বাল।

أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইলম অর্জনের মাধ্যমে গুনাহ বাড়ে যায়

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি ইলম তালাশে জুতা অথবা মৌজা বা কাপড় পরিধান করে, (সে) আপন ঘরের টোকাঠ থেকে বের হতেই তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।”

(আল মু'জামুল আওসাত, ৪র্থ খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৭২২)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রোযার আহকাম (হানাফী) ^২

দরুদ শরীফের ফযালত

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ ইবনে মনসুর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যখন ওফাত প্রাপ্ত হন, তখন একজন শীরাযবাসী লোক তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন- তিনি শীরাযের জামে মসজিদের মেহরাবে দাঁড়ানো। আর তাঁর পরনে ছিলো উন্নতমানের পোশাক। মাথার উপর মুক্তা খচিত তাজ শোভা পাচ্ছিলো। স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা বলল: “হযরত কেমন আছেন?” তিনি বললেন: “আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমার উপর দয়া করেছেন। আমাকে তাজ পরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।” লোকটি বললো: “কি কারণে?” বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর বেশি পরিমাণে দরুদে পাক পড়তাম, বস্তুত: এই আমলটা কাজে এসেছে।” (আল কাউলুল বদী, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

^২ ফয়যানে সুন্নাতে সব জায়গায় মাসআলা মাসায়েল হানাফী মাযহাব অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এজন্য শাফেয়ী, মালেকী হাম্বলী মাযহাবের ইসলামী ভাইয়েরা ফিকহী মাসআলার ক্ষেত্রে নিজ নিজ মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের মতামত গ্রহণ করবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

আল্লাহ্ তাআলার কত বড় দয়া! তিনি আমাদের মাহে রমযানুল মোবারকের রোযা ফরয করে আমাদের জন্য তাকওয়া ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিলো, যাতে তোমরা পরহিযগারী লাভ করো, গণনার দিনসমূহ! সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ অসুস্থ হয়, কিংবা সফরে থাকে, তবে ততসংখ্যক রোযা অন্যান্য দিনগুলোতে, আর যারা তা পালন করার শক্তি রাখে না, তবে বিনিময়ে একজন মিসকীনের খাবার, অতঃপর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেকী বেশী পরিমাণে করে, তবে তা তার জন্য উত্তম, আর রোযা রাখা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানো।

(পারা-২, সূরা বাকার, আয়াত-১৮৩-১৮৪)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ
تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٣﴾

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

রোযা করার উপর ফরয?

তাওহীদ ও রিসালাতকে বিশ্বাস করা ও দ্বীনের সব জরুরী বিষয়ের উপর ঈমান আনার পর যেভাবে প্রত্যেক মুসলমানের উপর নামায ফরয বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, অনুরূপভাবে রমযান শরীফের রোযাও প্রত্যেক মুসলমান (নর ও নারী) বিবেকসম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্কের উপর ফরয। ‘দুররে মুখতার’ এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, রোযা ২য় হিজরীর ১০ই শা’বানুল মুআয্যামে ফরয হয়েছে।

(রদুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা)

রোযা ফরয হবার কারণ

ইসলামে বেশিরভাগ কাজ কোন না কোন মহান ব্যক্তির ঘটনাকে জীবিত রাখার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। যেমন: সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে হাজীদের ‘সাইঈ’ হযরত সায্যিদাতুনা হাজেরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর স্মৃতিময়ী। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا তাঁর কলিজার টুকরো হযরত সায্যিদুনা ইসমাঈল জবীহুল্লাহ عَلِيٌّ نَبِيُّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এর জন্য পানি তালাশ করতে গিয়ে এ দুটি পাহাড়ের মাঝখানে সাতবার প্রদক্ষিণ করেছেন ও দৌঁড়ায়েছেন। আল্লাহ তাআলার নিকট হযরত সায্যিদাতুনা হাজেরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর এ কাজটা অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে। তাই এই ‘সুন্নাতে হাজেরা’ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا কে আল্লাহ তাআলা স্থায়ীত্ব দানের জন্য হাজীগণ ও ওমরা পালনকারীদের জন্য ‘সাফা’ ও ‘মারওয়ার’ সাঈকে (প্রদক্ষিণ করাকে) ওয়াজিব করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে, রমযানের দিনগুলোতে কিছুদিন রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হেরা পর্বতের গুহায় অতিবাহিত করেছিলেন। তখন হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত থাকতেন, আর রাতে আল্লাহ তাআলার যিকরে মশগুল থাকতেন। তাই আল্লাহ তাআলা ওই দিন গুলোর স্মরণকে তাজা করার জন্য রোযা ফরয করেছেন; যাতে তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাতেও স্থায়ী হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

সম্মানিত নবীগণ এর রোযা

রোযা পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যেও ছিলো। তবে তাদের রোযার ধরণ আমাদের চেয়ে ভিন্ন ছিলো। বর্ণনাগুলো থেকে বুঝা যায় যে, হযরত সাযিয়দুনা আদম সফিয়ুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام (প্রত্যেক মাসের) ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা রাখতেন। (কানযুল ওম্মাল, ৮ম খন্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪১৮৮) হযরত সাযিয়দুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام (দুই ঈদ ছাড়া) সব সময় রোযা পালন করতেন। (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭১৪) হযরত ইসা عَلَيْهِ السَّلَام সব সময় রোযা রাখতেন কখনো ছাড়তেন না। (কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪৬২৪) হযরত সাযিয়দুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام একদিন পর পর একদিন রোযা রাখতেন। (মুসলিম শরীফ, ৫৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৮৯) হযরত সাযিয়দুনা সুলায়মান عَلَيْهِ السَّلَام মাসের শুরুতে তিন দিন, মাসের মধ্যভাগে তিন দিন এবং মাসের শেষভাগে তিন দিন (অর্থাৎ মাসে ৯ দিন) রোযা রাখতেন।

(কানযুল ওম্মাল, ৮ম খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪৬২৪)

রোযাদারের ঈমান কতোই পাকাপোক্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রচন্ড গরম, পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে যাচ্ছে, ওষ্ঠদ্বয় শুকিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু পানি থাকা সত্ত্বেও রোযাদার সেদিকে দেখছেও না। খাদ্য মওজুদ আছে; ক্ষুধার প্রচন্ডতার অবস্থা খুবই শোচনীয়! কিন্তু খাবারের দিকে হাত বাড়াচ্ছে না। আপনি অনুমান করুন। ওই ব্যক্তির ঈমান পরম করুনাময় আল্লাহ তাআলার উপর কতই পাকাপোক্ত। কেননা, সে জানে, তার কার্যকলাপ সমগ্র দুনিয়া থেকে তো গোপন থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট গোপন থাকতে পারে না। আল্লাহ তাআলার উপর তার পূর্ণ বিশ্বাসই হচ্ছে রোযা পালনের কারণ। কেননা, অন্যান্য ইবাদত কোন না কোন প্রকাশ্য কাজ দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, কিন্তু রোযার সম্পর্ক হচ্ছে হৃদয়ের সাথে। তার অবস্থা মূলত: আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

যদি সে গোপনে পানাহার করে ফেলে, তবুও লোকজন একথাই মনে করবে যে, সে রোযাদার। কিন্তু সে একমাত্র ‘আল্লাহ তাআলার ভয়’-এর কারণে পানাহার থেকে নিজেকে বিরত রাখছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্ভব হলে নিজের ছেলেমেয়েদেরকে তাড়াতাড়ি রোযা রাখতে অভ্যস্ত করে তুলুন যাতে তারা যখন বালিগ হবে তখন রোযা পালনে কষ্ট অনুভব না হয়। যেমন সম্মানিত ফকীহগণ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন: “সন্তানের বয়স যখন দশ বছর হয়ে যায় এবং তার মধ্যে রোযা রাখার শক্তি হয়, তখন তার দ্বারা রমযানুল মোবারকে রোযা পালন করাবেন। যদি পূর্ণ শক্তি হওয়া সত্ত্বেও রোযা না রাখে, তবে মারধর করে রাখাবেন। যদি রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে কাযার নির্দেশ দিবেন না; কিন্তু নামায শুরু করে ভেঙ্গে ফেললে পুনরায় পড়াবেন।”

(রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

রোযা রাখলে কি মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে?

সাধারণ লোকদের মধ্যে এ ধারণা পাওয়া যায় যে, রোযা রাখলে মানুষ নাকি দুর্বল হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে; অথচ এমন নয়। এ প্রসঙ্গে ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ঈমান তাজাকারী ঘটনা পেশ করা হচ্ছে-সুতরাং ‘আল মালফুয, ২য় খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে: তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “এক বছর রমযানুল মোবারক থেকে কিছু পূর্বে মরহুম পিতা ইসলামী তর্কশাস্ত্রের মহান ইমাম সায়্যিদুনা মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ স্বপ্নে তাশরীফ আনলেন। আর বললেন: “পুত্র! আগামী রমযান শরীফে তুমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়বে, কিন্তু মনে রেখো! কোন রোযা যেনো কাযা না হয়ে যায়। সুতরাং পিতা মহোদয়ের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বাস্তবিকই রমযানুল মোবারকে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম, কিন্তু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কোন রোযা ছুটেনি। رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ রোযার বরকতে আল্লাহ আমাকে সুস্থতা দান করলেন। সুস্থতা পাবো না কেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত
ইরশাদ করেছেন: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَرْثَاً- তোমরা রোযা
রাখো সুস্থতা লাভ করো!) অর্থাৎ রোযা রাখলে সুস্থ হয়ে যাবে।

(দুররে মনসুর, ১ম খন্ড)

রোযা রাখলে সুস্বাস্থ্য পাওয়া যায়

এ প্রসঙ্গে আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কায়িনাত, আলী মুরতাজা, শেরে খোদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম, রউফুর রহীম, ছয়র পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুস্থতা প্রদানকারী বাণী: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বনী ইস্রাইলের এক নবী عَلَيْهِ السَّلَام وَالسَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, “আপনি আপনার সম্প্রদায়কে খবর দিন, যে বান্দা আমার সন্তুষ্টির জন্য এক দিনের রোযা রাখে, আমি তার শরীরকে সুস্থতা দান করবো, তাকে মহা প্রতিদানও দিবো।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯২৩)

পাকস্থলীর ফুলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মহামহিম আল্লাহ তাআলারই জন্য সমস্ত প্রশংসা! বরকতময় হাদীস শরীফ সমূহ থেকে বুঝা যায় যে, রোযা সাওয়াব ও প্রতিদানের সাথে সাথে সুস্বাস্থ্য অর্জন করারও মাধ্যম। এখনতো চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও তাঁদের গবেষণায় এ বাস্তবতাটুকু মেনে নিতে শুরু করেছে। যেমন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মূর প্যালিড বলেন: “আমি ইসলামী বিষয়াদি পড়ছিলাম। যখন রোযা সম্পর্কে পড়লাম তখন খুশিতে মেতে উঠলাম। ইসলাম তো সেটার অনুসারীদেরকে এক মহান ব্যবস্থাপনা দিয়েছে! আমার মধ্যে আগ্রহ জন্মালো। সুতরাং আমিও মুসলমানদের মতো রোযা রাখতে শুরু করে দিলাম। দীর্ঘ দিন যাবত আমার পাকস্থলীতে ফুলা ছিলো। কিছু দিনের ব্যবধানে আমার কষ্ট কম অনুভূত হলো। আমি রোযা রাখতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত এক মাসের মধ্যে আমার রোগ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলো।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

চাঞ্চল্যকর রহস্য উদ্‌ঘাটন

হল্যান্ডের পাদ্রী ‘এলফ গাল’ বলেন: “আমি সুগার (ডায়াবেটিক), হৃদরোগ ও পাকস্থলীর রোগীকে নিয়মিতভাবে ত্রিশ দিন রোযা পালন করলাম। ফলশ্রুতিতে ডায়াবেটিক রোগীদের ‘সুগার’ নিয়ন্ত্রণে এসে গেল, হৃদ-রোগীদের আশংকা ও হৃদযন্ত্রের ফুলা দূরীকরণে এবং পাকস্থলীর রোগীদের সর্বাপেক্ষা বেশী উপকার হয়েছে। একজন ইংরেজ মানসিক রোগ-বিশেষজ্ঞ ‘সিগম্যান্ড ফ্রাইড’ এর বর্ণনা, “রোযার ফলে দেহের খিচুঁনী, মানসিক চাপ (অস্থিরতা) এবং মানসিক অন্যান্য রোগ দূর হয়ে যায়।”

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান টিম

পত্রিকার এক রিপোর্ট অনুযায়ী জার্মানী, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞদের এক পরীক্ষা-টিম রমযানুল মোবারকে পাকিস্তান আসলে তারা ‘বাবুল মদীনা’ করাচী, ‘মারকাযুল আউলিয়া’ লাহোর এবং ‘মুহাদ্দিসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নগরী ‘সরদার আবাদ’ (ফয়সালাবাদ) কে বেছে নিলেন। গবেষণা করার পর তারা যে রিপোর্ট পেশ করলেন। রিপোর্টটা এরূপ ছিলো: “যেহেতু মুসলমান নামায পড়ে ও রমযানুল মোবারকে সেটার প্রতি বেশী যত্নবান হয়, সেহেতু অযু করার ফলে নাক-কান-গলার রোগগুলো কমে যায়। তাছাড়া, মুসলমান রোযার কারণে কম আহার করে। ফলে পাকস্থলী, কলিজা, হৃদয় ও শরীরের জোড়াগুলোর রোগে কম আক্রান্ত হয়।”

খুব বেশি আহার করলে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার সত্তায় কোনরূপ রোগই নেই, বরং সেহেরী ও ইফতারের বেলায় অসতর্কতার কারণে, তাছাড়া, উভয় ওয়াক্তে বেশি পরিমাণে তেল-চর্বিযুক্ত খাদ্য খেলে এবং রাতের বেলায় কিছুক্ষণ পর পর খাবার খেতে থাকার কারণে রোযাদার অসুস্থ হয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

সুতরাং সেহেরী ও ইফতারের সময় পানাহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। রাতের বেলায় পেটের মধ্যে খাদ্যের এতো বেশী ভাঙার তৈরী করে নেয়া উচিত নয় যেনো সারা দিন ঢেকুরই উঠতে থাকে আর রোযা পালনকালে ক্ষুধা ও পিপাসা অনুভবই না হয়। কেননা, যদি ক্ষুধা-পিপাসা অনুভবই না হয়, তাহলে রোযার তৃপ্তিই বা কি রইলো? রোযার মজাই তো এতে যে, তীব্র গরম হবে, পিপাসার চোটে ঠোট দুটি শুকিয়ে যাবে এবং ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়ে যাবে। আর এমনি অবস্থায় আহা! যদি মদীনা মুনাওয়ারার প্রিয় প্রিয় তাপ ও মিষ্টি মিষ্টি রোদের স্মরণ হয়ে যায়! আহা! কারবালার উত্তপ্ত ময়দান এবং সেখানে নুবুয়তের বাগানের সুবাসিত নব-প্রক্ষুটিত ফুলগুলোর তিন দিনের ক্ষুধা-পিপাসার কারণে অস্থিরতার কথা, মদীনার প্রকৃত মাদানী মুন্নীগণ ও মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ক্ষুধা পীড়িত, পিপাসার্ত ও নির্যাতিত শাহযাদাদের স্মরণ কষ্ট দিতে থাকে, আর যখন ক্ষুধা ও পিপাসা কিছুটা বেশী কষ্ট দেয়, তখন নবীকুল সুলতান, সরদারে দোঁজাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্রতম পেটে বাঁধা পাথরও স্মরণে এসে যায়, তবে তখন বলার আর কী থাকবে? সুতরাং প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবিকপক্ষে রোযা এমনি হওয়া চাই যে, আমরা আমাদের আকা ও ইমামগণের সুন্দর সুন্দর স্মরণে হারিয়ে যাবো।

কেইসে আকাও কা হো বান্দা রযা,

বোল বালে মেরি সারকারো কে। (হাদায়িখে বখশিশ)

বিনা অপারেশনে জন্ম হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার নুরানিয়্যাত ও রুহানিয়্যাত লাভ করার জন্য এবং মাদানী মন মানসিকতা তৈরী করার জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং সুন্নাহের প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরের সৌভাগ্য অর্জন করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহ এবং মাদানী কাফেলারও কি সুন্দর বাহার ও বরকত রয়েছে। যেমন- হায়দারাবাদের (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের) এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ: সম্ভবতঃ ১৯৯৮ সালের ঘটনা। আমার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা ছিল। সময় পূর্ণ হয়ে গেল। ডাক্তার বলেছিল, সম্ভবত অপারেশন করতে হবে। তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক তিন দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা (সাহরায়ে মদীনা মূলতান) সন্নিহিত ছিল। ইজতিমার পর সুন্নাতের প্রশিক্ষণের ৩০ দিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সফর করার আমার নিয়ত ছিল। ইজতিমায় রওয়ানা হওয়ার সময় কাফেলার সামগ্রী নিয়ে হাসপাতাল পৌঁছলাম। যেহেতু আমার পরিবারের অন্যান্য লোকেরা হাসপাতালে সাহায্য সহযোগীতার জন্য উপস্থিত ছিল। আমার স্ত্রী অশ্রুসিক্ত নয়নে আমাকে সুন্নাতে ভরা ইজতিমার (মূলতানের) জন্য বিদায় জানাল। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম আমাকেতো এখন আন্তর্জাতিক সুন্নাতের ভরা ইজতিমায় এরপর সেখান থেকে ৩০ দিন মাদানী কাফেলা অবশ্যই সফর করতে হবে। আহ! এর বরকতে (আমার স্ত্রীর) নিরাপদে যেন সন্তান প্রসব হয়ে যায় আমি গরীবের কাছে তো অপারেশনের খরচও নেই। সর্বোপরী আমি মদীনা তুল আউলিয়া মূলতান শরীফে উপস্থিত হয়ে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় খুব দোয়া করলাম ইজতিমার শেষে অশ্রু সজল দোয়ার পর ঘরে ফোন করলাম। তখন আমার আন্মাজান বললেন: “মোবারক হোক! গত রাতে আল্লাহ তাআলা তোমাকে বিনা অপারেশনে একটি চাঁদের মত মাদানী মুন্নী দান করেছেন। আমি খুশী হয়ে বললাম: “আন্মাজান! আমার জন্য কি নির্দেশ?” আমি কি এসে যাব নাকি ৩০ দিনের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হব? আন্মাজান বললেন: “বেটা! বিনা দ্বিধায় মাদানী কাফেলায় সফর কর।” নিজের মাদানী মুন্নীকে দেখার ইচ্ছাকে অন্তরে চেপে রেখে

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! আমি ৩০ দিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাব্বাহাত)

مَا دَانِي كَافِي لَآي سَفَرِ رَءِ نِيَّيْتِ رَءِ بَرَكَتِ ؤَامَارِ
সমস্যা সমাধান হয়ে গেল। মাদানী কাফেলার বরকতের কারণে পরিবারের সকলের খুব মাদানী মন মানসিকতা সৃষ্টি হল। এমনকি আমার বাচ্চার মা বলতে লাগল, আপনি যখন মাদানী কাফেলায় মুসাফির হন তখন আমি আমার বাচ্চাসহ নিজেদের নিরাপদ মনে করি।

অপারেশান না হো কোয়ি উলজান না হো,
গমকে ছায়ে ঢলি, কাফেলে মে চলো।
বিবি বাচ্ছে সভী খুব পায়ে খুশী,
খায়রাত ছে রহে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَ مُحَمَّدٍ

পূর্ববর্তী গুনাহের কাফফারা

হযরত সাযিয়দুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রেখেছে, সেটার সীমারেখা চিনেছে এবং যা থেকে বিরত থাকা চাই, তা থেকে বিরত থেকেছে, তবে সে (যেসব গুনাহ) ইতোপূর্বে করেছে, সেগুলোর কাফফারা হয়ে গেল।”

(আল ইহসান বিতরতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ৫ম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩৪২৪)

রোযার প্রতিদান

হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “মানুষের প্রতিটি সৎকর্মের বিনিময় (সোওয়াব) দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত দান করা হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

(অর্থাৎ- কিন্তু রোযা এর ব্যতিক্রম; সেটা আমার জন্য। আমিই তার প্রতিদান দিবো)।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন: “বান্দা তার ইচ্ছা ও আহ্বার শুধু আমারই কারণে ছেড়ে দেয়। রোযাদারের জন্য দুটি খুশী একটা ইফতারের সময়, অন্যটা আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতের সময়। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট মুশক (এক প্রকার উন্নত মানের সুগন্ধি) অপেক্ষাও বেশি উত্তম।” (সহীহ মুসলিম, ৫৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৫১) আরো ইরশাদ করেছেন: “রোযা হচ্ছে ঢাল। আর যখন কারো রোযার দিন আসে তখন সে না অনর্থক কথা বলে, না শোর-চিৎকার করে। অতঃপর যদি কেউ তাকে গালি গালাজ করে, কিংবা ঝগড়া-বিবাদ করতে উদ্যত হয়, তখন সে যেনো এ কথা বলে দেয়, “আমি রোযাদার।”

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৬২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৯৪)

রোযার বিশেষ পুরস্কার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লিখিত বরকতময় হাদীস শরীফ গুলোতে রোযার কয়েকটি বিশেষত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। কতোই প্রিয় সুসংবাদ ঐ রোযাদারের জন্য, যে তেমনভাবে রোযা রেখেছে, যেমন রোযা রাখা কর্তব্য। অর্থাৎ পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে নিজের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও গুনাহের কাজগুলো থেকে বিরত রেখেছে। এমন রোযা, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও দয়ায় রোযাদারদের জন্য সমস্ত গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। তাছাড়া, হাদীসে মোবারকের এ বাণীতো বিশেষভাবে দেখার মতোই, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন মহান প্রতিপালকের সুগন্ধময় বাণী শুনছেন: اَرْفَأُكُمْ وَأَنَا أَجْرِي بِهِ অর্থাৎ- ‘রোযা আমার জন্য আর সেটার প্রতিদান আমি নিজেই দিবো।’ হাদীসে কুদসীর এ ইরশাদে পাককে কোন কোন সম্মানিত মুহাদ্দিস رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى ও পড়েছেন। যেমন তাফসীরে নঈমী ইত্যাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায় “রোযার প্রতিদান আমি নিজেই হব।” سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ রোযা রেখে রোযাদার খোদ আল্লাহ তাআলাকে পেয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাবাদাতুদ দারঈন)

সৎকাজের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনে করীমের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা এসেছে, যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবে, সে জান্নাত পাবে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারাই সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সেরা। তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে, বসবাসের বাগানসমূহ, যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান। সেগুলোর মধ্যে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর উপর সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে আপন রবকে ভয় করে।

(পারা-৩, সূরা-বায়িনা, আয়াত-৭,৮)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ
الْبَرِيَّةِ ﴿٢٤﴾ جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٢٥﴾

সাহাবা ব্যতীত অন্য কারো জন্য

(رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) বলা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল, যে رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ শুধু সাহাবীর নামের সাথে নির্ধারিত। বা উল্লেখিত আয়াতের শেষাংশ: -

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

(অর্থাৎ- আল্লাহ তাআলা তাদের উপর সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট)। এটা তার জন্য, যে আপন মহামহিম আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে।)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

ওই সাধারণ লোকদের ভুল ধারণার মূলেৎপাটন করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলার ভয় রাখেন এমন প্রতিটি মু'মিনের জন্য এ মহা সুসংবাদ অবতীর্ণ হয়েছে। যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, সে رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ এর অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে সাহাবী ও সাহাবী নয় এমন কারো কথা বিশেষ করে বলা হয়নি। প্রত্যেক সাহাবী ও প্রত্যেক ওলীর জন্য رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ লিখা ও বলা একেবারে সাঠিক ও বৈধ। যিনি ঈমান সহকারে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রকাশ্য জীবদ্দশায় একটা মুহূর্তের সঙ্গও লাভ করেছেন, কিংবা দেখেছেন, আর ঐ ঈমানের উপর ইন্তেকাল করেছেন, তিনিই সাহাবী। বড় থেকে বড়তর ওলীও সাহাবীর মর্যাদা পেতে পারেন না। প্রতিটি সাহাবী ন্যায়পরায়ণ ও অকাট্যভাবে জান্নাতী। তাঁদের নামের সাথে যখন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ লিখা হবে, তখন অর্থ হবে ‘আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর যখন সাহাবী নন এমন কারো জন্য লিখা কিংবা বলা হবে, তখন দোয়া সূচক অর্থ হবে। অর্থাৎ “আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন!” رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর কথাতে প্রাসঙ্গিকভাবে এসে গেলো, আসলে এটা বলার উদ্দেশ্য ছিলো যে, নামায, হজ্জ, যাকাত, গরীবদের সাহায্য, রোগীদের দেখা-শোনা, মিসকীনদের খবরাখবর নেয়া ইত্যাদি সবই সৎকাজ। এগুলোর বিনিময়ে জান্নাত পাওয়া যায়, কিন্তু রোযা এমন এক ইবাদত যার বিনিময়ে জান্নাতের মহান স্রষ্টা অর্থাৎ খোদ্ প্রকৃত মালিক আল্লাহকেই পাওয়া যায়। যেমন বলা হয়-

আমার মুক্তার মালিককেই দরকার

একবার সুলতান মাহমুদ গযনবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ কিছু মূল্যবান মণিমুক্তা তাঁর মন্ত্রীদের সামনে ছুঁড়ে মারলেন। আর বললেন: “কুঁড়িয়ে নিন!” একথা বলে তিনি সামনের দিকে চলে গেলেন। কিছুদূর যাবার পর ফিরে দেখলেন, “আয়ায ঘোড়ায় চড়ে তাঁর পিছনে পিছনে চলে আসছে। বললেন, “আয়াজ! তোমার কি মণি-মুক্তার দরকার নেই?” আয়াজ বললো: “আলীজাহ! যারা মণিমুক্তার প্রার্থী ছিলো, তারাতো নিয়েছে, আমারতো মণিমুক্তার মালিককেই দরকার।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

আর জান্নাত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর

এ ধারাবাহিকতায় একটি বরকতময় হাদীসও শুনুন! হযরত সাযিয়দুনা রাবী‘আ ইবনে কা‘আব আসলামী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন:

“একবার আমি হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে অযু করলাম। তখন রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ খুশী হয়ে ইরশাদ করলেন: سَلِّ رَيْبَعُهُ (তুমি কি চাও, চেয়ে নাও!) হযরত রবীয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আরয় করলেন: أَرَأَيْتَ فِي الْجَنَّةِ? ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! জান্নাতে আপনার সঙ্গে আপনার প্রতিবেশী হয়ে থাকতে চাই।” প্রকৃত পক্ষে তিনি যেন আরয় করছিলেন:

তুঝ্‌ ছে তুঝী কো মাঙ্গ লৌ তো ছব কুছ মিল জায়ে,
সও সুওয়া-লৌ ছে ইয়েহী এক সাওয়াল আছা হে।

রহমতের সাগরে আরো বেশি পরিমাণে ঢেউ উঠল! হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: أَوْعَيْزُ ذُكْ! (অর্থাৎ আরো কিছু চাওয়ার আছে কি?) আমি আরয় করলাম: “ব্যস! শুধু এতটুকুই!” অর্থাৎ: ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ! জান্নাতুল ফিরদাউসে আপনার প্রতিবেশীত্ব চাওয়ার পর এখন দুনিয়া ও আখিরাতের আর কোন্‌ নেয়ামতই বাকী রইলো, যা আমি প্রার্থনা করবো?”

তুঝ্‌ ছে তুঝী কো মাঙ্গকর মাঙ্গলী ছারি কায়েনাত,
মুঝা ছা কোয়ী গদা নেহী, তুম ছা কোয়ী ছখী নেহী।

যখন হযরত সাযিয়দুনা রাবী‘আ ইবনে কা‘আব আসলামী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ জান্নাতে সঙ্গ প্রতিবেশীত্ব চাইলেন, আর অন্য কিছু চাইতে অস্বীকার করলেন, তখন এর উপর হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: فَأَعْيَيْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ অর্থাৎ- নিজের সত্তার উপর বেশি পরিমাণে নফল নামায দ্বারা আমাকে সাহায্য করো! (মুসলিম, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৯) অর্থাৎ আমি তোমাকে জান্নাত তো দান করেই দিয়েছি এখন তুমিও এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বেশি পরিমাণে নফল ইবাদত করতে থাকো!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

যা চাওয়ার, চেয়ে নাও

سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! এ বরকতময় হাদীস তো ঈমানই সতেজ করে দিলো। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যেহেতু কোনরূপ শর্তারোপ ও বিশেষীকরণ ব্যতিরেকেই, নিঃশর্তভাবে বলেছেন, চাও কি চাওয়ার আছে? সেহেতু তা একথাই সুস্পষ্ট করে দেয় যে, সমগ্র বিষয়টিই হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরানী হাতে রয়েছে। যা চায়, যাকেই চায়, আপন মহামহিম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে দান করে দেন। আল্লামা বুছীরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কসীদায়ে বোরদা শরীফে বলেন:

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَصَرَفْتَهَا

وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ النَّوْحِ وَالْقَلَمِ

অর্থাৎ- ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দুনিয়া ও আখিরাতে আপনারই দানের অংশ মাত্র। আর লওহ ও কলমের জ্ঞান তো আপনার জ্ঞান মোবারকের একটা অংশ মাত্র। (আশআতুল লুমআত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা৪২৪-৪২৫)

আগর খাইরিয়্যতে দুনিয়া ও ওকবা আঅযু দারী,
বদরগাহ্শ্ বইয়াদে হার ছেহ্ ‘মান’ খাহী তামান্নাকুন।

অর্থ: যদি দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল চাও তবে এ আরশরূপী আস্তানায় এসো! আর যা চাওয়ার আছে চেয়ে নাও!

খালিকে কুলনে আপকো মালিকে কুল বানা দিয়া,
দোনো জাঁহা দে দিয়ে কবযা ও ইখতিয়ার মে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

জান্নাতী দরজা

হযরত সায্যিদুনা সাহল ইবনে আবদুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “নিশ্চয় জান্নাতে একটা দরজা আছে, যাকে ‘রাইয়ান’ বলা হয়। এটা দিয়ে কিয়ামতের দিন রোযাদাররাই প্রবেশ করবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করবে না। বলা হবে: ‘রোযাদারগণ কোথায়?’ অতঃপর এসব লোক দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ ওই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। যখন রোযাদাররা প্রবেশ করবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। তারপর ওই দরজা দিয়ে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।” (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৯৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ রোযাদাররা বড়ই সৌভাগ্যবান। কিয়ামতের দিনে তাদেরকে বিশেষভাবে সম্মান করা হবে। অন্যান্য সৌভাগ্যবানগণও দলে দলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে, কিন্তু রোযাদারগণ বিশেষভাবে ‘বাবুর রাইয়ান’ দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

একটা রোযার ফরীলত

হযরত সায্যিদুনা সালমা ইবনে কায়সার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একদিনের রোযা পালন করেছে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে রাখবেন যেমন একটা কাক, যা সেটার শৈশব থেকে উড়তে আরম্ভ করে, শেষ পর্যন্ত বুড়ো হয়ে মরে যায়।” (মুসনাদে আবী ইয়াল্লা, ১ম খন্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯১৭)

কাকের বয়স

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাক দীর্ঘায়ুসম্পন্ন পাখী, ‘গুনিয়াতুত তোয়ালিবীন’ এর মধ্যে রয়েছে, “কথিত আছে যে, কাকের বয়স পাঁচশ বছর পর্যন্ত হয়।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

লাল পদ্মরাগ মণির প্রাসাদ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সাযিয়্যুদুনা উমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি মাহে রমযানের একটা মাত্র রোযাও নীরবতা এবং শান্তভাবে রেখেছে, তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর লাল পদ্মরাগ-মণি কিংবা সবুজ পান্না দিয়ে তৈরী করা হবে।”

(মাজমাউয যাওয়ানিদ, ৩য় খন্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৭৯২)

শরীরের যাকাত

হযরত সাযিয়্যুদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাণ্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি বস্তুর জন্য যাকাত রয়েছে, শরীরের যাকাত হচ্ছে রোযা। আর রোযা হচ্ছে ধৈর্যের অর্ধেক।”

(ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৪৫)

ঘুমানোও ইবাদত

হযরত সাযিয়্যুদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আওফা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “রোযাদারের ঘুমানো ইবাদত, তার নীরবতা হল তাসবীহ পাঠ করা, তার দোয়া কবুল এবং তার আমল মকবুল।” (শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯৩৮) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ রোযাদার কি পরিমাণ সৌভাগ্যবান! তার ঘুমানো ইবাদত, তার নীরবতা মানে তাসবীহ পাঠ করা, দোয়া ও নেক আমলসমূহ আল্লাহ তাআলার দরবারে মকবুল।

তেরে করম ছে আয় করীম! কোন ছি শাই মিলি নেহী
বুলি হামারি তঙ্গ হ্যায়, তেরে ইহা কমী নেহী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাসবীহ পড়ে

উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদাতুনা আয়েশা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে বান্দা রোযা পালনরত অবস্থায় ভোরে জাগ্রত হয়, তার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাসবীহ পড়ে এবং প্রথম আসমানের অবস্থানকারী ফেরেশতা তার জন্য সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করে, যদি সে এক অথবা দুই রাকআত নামায পড়ে তবে আসমানে তার জন্য আলো উজ্জাসিত হয়ে যায়। আর হুরদের মধ্য থেকে তার স্ত্রীরা বলে, “হে আল্লাহ! তাকে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দাও! আমরা তার সাক্ষরতের জন্য খুবই আগ্রহী।” আর যদি সে اللهُ تَعَالَى كَيْفَ أَوْ كَيْفَ أَوْ كَيْفَ أَوْ كَيْفَ অথবা اللهُ تَعَالَى كَيْفَ অথবা اللهُ تَعَالَى كَيْفَ পড়ে, তবে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার সাওয়াব সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত লিখতে থাকে।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৫৯১)

রোযাদারের জন্য তো মহা সৌভাগ্যই! তার জন্য আসমানের দরজা খুলে যায়, তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করে, প্রথম আসমানের অবস্থানকারী ফেরেশতারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন। নামায পড়লে তার জন্য আসমানে আলো উজ্জাসিত হয়। হুরেরা, যারা তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে, তারা জান্নাতে তার আগমনের অপেক্ষা করে। اللهُ تَعَالَى كَيْفَ অথবা اللهُ تَعَالَى كَيْفَ অথবা اللهُ تَعَالَى ক়িফে বললে সত্তর হাজার ফেরেশতা সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার সাওয়াব লিখতে থাকেন।

জান্নাতী ফল

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হতে বর্ণিত: খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

“যাকে রোযা পানাহার থেকে বিরত রেখেছে, যার প্রতি মনের আত্মহ ছিলো, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতী ফলমূল আহাির করাবেন আর জান্নাতী পানীয় পান করাবেন।” (শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯১৭)

স্বর্ণের দস্তুরখানা

হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য স্বর্ণের একটা দস্তুরখাবার রাখা হবে, অথচ লোকজন (হিসাব নিকাশের জন্য) অপেক্ষমান থাকবে।” (কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৬৪)

সাত প্রকারের আমল

হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আল্লাহ তাআলার নিকট ‘কাজসমূহ’ সাত প্রকার। দু’টি ওয়াজিবকারী, দু’টির প্রতিদান (সেগুলোর) মতোই, একটা আমলের প্রতিদান সেটার দশগুণ বেশি। একটা আমলের প্রতিদান সাতশত গুণ পর্যন্ত, আরেক আমলের প্রতিদান তেমন, যেটার সাওয়াব আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।” যে দু’টি ‘আমল’ কাজ ওয়াজিবকারী। সে দু’টি হচ্ছে: (১) ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলার সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করেছে যে, আল্লাহ তাআলার ইবাদত নিষ্ঠার সাথে করেছে এবং কাউকে তাঁর সাথে শরীক করেনি, অতএব তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়েছে। (২) যে আল্লাহ তাআলার ইবাদত এমতাবস্থায় করেছে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করেছে। তার জন্য দোযখ ওয়াজিব হয়েছে। (৩) আর যে ব্যক্তি একটা গুনাহ করেছে, সেটার সমসংখ্যক (অর্থাৎ একটি গুনাহের) শাস্তি পাবে। (৪) আর যে ব্যক্তি শুধু সৎকাজের ইচ্ছা করেছে, তাহলে একটা নেকীর সাওয়াব পাবে আর (৫) যে ব্যক্তি নেকীর কাজটি করে নিয়েছে, তাহলে সে দশ (নেকীর সাওয়াব) পাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

(৬) তাছাড়া, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় আপন সম্পদ ব্যয় করেছে, তখন তার ব্যয়কৃত একটা মাত্র দিরহামকে সাতশ দিরহামে, এক দিনারকে সাতশ দিনারে বর্ধিত করা হবে। (৭) রোযা আল্লাহ তাআলার জন্য। তা পালনকারীর সাওয়াব আল্লাহ তাআলার নিকট। তা পালনকারীর সাওয়াব আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।”

(কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৬১৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যার ইস্তিকাল ঈমানের উপর হবে সে হয়তো আল্লাহ তাআলার রহমতে হিসাব ছাড়া, অথবা আল্লাহ তাআলারই পানাহ! গুনাহ সমূহের শাস্তি হলেও শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ তাআলার পানাহ যার মৃত্যু কুফরের উপর হয়, সে সর্বদা দোযখেই থাকবে। যে ব্যক্তি একটা গুনাহ করেছে, সে একটা গুনাহরই শাস্তি পাবে। আল্লাহ তাআলার রহমতের প্রতি কুরবান হয়ে যাই! শুধু নেকীর নিয়ত করলেই একটা নেকীর সাওয়াব পাওয়া যায়। আর নেকী সম্পন্ন করে নিলেতো সাওয়াব দশগুণ, আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয়কারীকে সাতশ গুণ এবং রোযাদারের কতো বড়ো মর্যাদা যে, তার সাওয়াব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।

অসংখ্য প্রতিদান

হযরত সাযিয়দুনা কা'আবুল আহবার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “কিয়ামতের দিন একজন আহ্বানকারী এ বলে আহ্বান করবে, “প্রতিটি আমলকারী কে তার আমল এর সমান সাওয়াব দেয়া হবে, কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানীগণ ও রোযাদারগণ ব্যতীত। তাদেরকে অফুরন্ত ও হিসাব ছাড়া সাওয়াব দান করা হবে।”

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯২৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ায় যেমন চাষ করবেন, তেমন ফসল পাবেন। সম্মানিত আলিমগণ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এবং রোযাদারগণ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। কিয়ামতের দিন তাদেরকে অসংখ্য প্রতিদান দান করা হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (অবরানী)

জন্ডিস ভাল হয়ে গেল

রোযার বরকত পেতে এবং নিজের অভ্যন্তরে ইলমে দ্বীন দ্বারা আলোকিত করার জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশকে আপন করে নিন। নিজের সংশোধনের জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে মাদানী ইনআমাতের রিসালা সংগ্রহ করে তা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আপনার এলাকার দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারের নিকট জমা দিন এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরকে আপনার অভ্যাসে পরিণত করুন। মাদানী কাফেলার কি চমৎকার বাহার রয়েছে! যেমন- হায়দারাবাদ বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের এক ইসলামী ভাইয়ের কিছু বয়ান এই রকম ছিল যে, সম্ভবতঃ ১৯৯৪ সালের কথা। আমার বাচ্চার মায়ের জন্ডিস খুব বেড়ে গিয়েছিল। সে বাবুল মদীনা করাচীতে নিজের বাপের বাড়ীতে চিকিৎসারত ছিল। আমি ৬৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফরে ছিলাম, আর এরই মধ্যে বাবুল মদীনা করাচীতে উপস্থিত হয়ে ফোনে যোগাযোগ করলাম অবস্থা খুবই দুশ্চিন্তাজনক ছিল। BILROBIN বিপদজনক অবস্থায় পৌঁছল। প্রায় ২৫টি গ্লুকোজের স্যালাইন দেয়া সত্ত্বেও কোন উল্লেখযোগ্য উপকার হয়নি। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি মাদানী কাফেলার একজন মুসাফির। আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শে আছি اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ভাল হয়ে যাবে। এরপর আমি নিয়মিত যোগাযোগ রাখলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দিন দিন রোগ ভাল হতে লাগল। ৫ম দিন বাবুল মদীনা করাচী থেকে দূরে সফর ছিল। আমি যখন ফোন করলাম, তখন আমি এই আনন্দময় সংবাদ শুনতে পেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ জন্ডিস টেস্টের রিপোর্ট একেবারে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে এবং ডাক্তার স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করতে করতে আমি খুশিমনে আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলায় রওয়ানা হয়ে গেলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

জাওয়া বীমার হায় করজ কা বার হায়, আ-ও ছব গম মিঠে কাফিলে মে চলো।
কালো ইরকান হায় কিউ পেরিশান, পায়গা ছিহাতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

জাহান্নাম থেকে দূরে

হযরত সাযিয়দুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার পথে একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ তাআলা তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখবেন।” (সহীহ বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৮৪০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেখানে রোযা রাখার অগণিত ফযীলত রয়েছে, সেখানে কোন বিশুদ্ধ কারণ ছাড়া রমযানুল মোবারকের রোযা না রাখার ব্যাপারে কঠোর শাস্তির হুমকিও এসেছে। রমযান শরীফের একটা রোযা, যে কোন শরীয়াতসম্মত ওযর ছাড়াই জেনে বুঝে ছেড়ে দেয়, তবে যদি সারা বছরও রোযা রাখে তবুও এ-ই ছেড়ে দেয়া একটা রোযার ফযীলত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

একটা রোযা না রাখার ক্ষতি

হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি রমযানের এক দিনের রোযা শরীয়াতের অনুমতি ও রোগাক্রান্ত হওয়া ছাড়া ভেঙ্গেছে (অর্থাৎ রাখেনি) তাহলে, সমগ্র মহাকাল যাবৎ রোযা রাখলেও সেটার ‘কাযা’ আদায় হবে না। যদিও পরবর্তীতে রেখেও নেয়।” (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৩৪) (অর্থাৎ ওই ফযীলত, যা রমযানুল মোবারকে রোযা রাখার বিনিময়ে নির্ধারিত ছিলো, এখন সেটা কোন মতেই পেতে পারে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

আমাদের কখনোই অলসতার শিকার হয়ে রমযানের রোযার মতো মহান নেয়ামত ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না। যেসব লোক রোযা রেখে কোন বিশুদ্ধ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই ভঙ্গ করে বসে, তারা যেনো আল্লাহ তাআলার কহর ও গযবকে ভয় করে। যেমন-

উপুড় করে লটকানো মানুষ

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা বাহেলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে এ কথা ইরশাদ করতে শুনেছি: “আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন স্বপ্নে দুজন লোক আমার নিকট আসলো। আর আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের উপর নিয়ে গেলো। আমি যখন পাহাড়ের মাঝামাঝি পৌঁছলাম, তখন খুব ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেলাম।” আমি বললাম: “এসব কিসের আওয়াজ?” তখন আমাকে বলা হলো, “এটা জাহান্নামীদের আওয়াজ।” তারপর আমাকে আরো সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন আমি এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের রগদ্বারা গোড়ালীতে বেঁধে উপুড় করে লটকানো হয়েছে, আর ওইসব লোকের চিবুকগুলো চিরে ফেলা হয়েছে। ফলে সেগুলো থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিলো। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এরা কারা? তদুত্তরে, আমাকে বলা হলো: “এসব লোক রোযা ভঙ্গ করতো-এরই পূর্বে যখন রোযার ইফতার করা হালাল।” (অর্থাৎ ইফতারের পূর্বে রোযা ভঙ্গ করে ফেলত)

(সহীহ ইবনে হাক্কান, ৯ম খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস-৭৪৪৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানের রোযা শরীয়াতসম্মত অনুমতি ছাড়া, না রাখা কবীরা গুনাহ (মহাপাপ, যা তাওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না)। আর রোযা রেখে শরীয়াত সম্মত অপারগতা ছাড়া ভঙ্গ করাও জঘন্য গুনাহ। সময় হবার পূর্বে ইফতার করার অর্থ হচ্ছে রোযাতো রেখে নিয়েছে, কিন্তু সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে জেনে বুঝে কোন বিশুদ্ধ অপারগতা ছাড়াই ভঙ্গ করে ফেললো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

এ হাদীসে পাকে যে আযাবের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা রোযা রেখে ভঙ্গ করে ফেলার ব্যাপারে। আর যে ব্যক্তি কোন শরীয়াত সম্মত ওয়র ছাড়া রমযানের রোযা ছেড়ে দেয়, তারও এ শাস্তির হুমকিতে ভীত হওয়া চাই। নবীকুল সুলতান, সরদারে দোঁজাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ওসীলায় আমাদেরকে কহর ও গযব (ক্রোধ) থেকে রক্ষা করো!

أَمِينِ بِجَا وَالنَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

তিনজন হতভাগা

হযরত সাযিযদুনা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি রমযান মাস পেয়েছে আর সেটার রোযা রাখেনি, সেই ব্যক্তি হতভাগা। যে ব্যক্তি আপন মাতাপিতাকে কিংবা উভয়ের একজনকে পেয়েছে কিন্তু তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেনি, সেও হতভাগা, আর যার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করেনি, সেও হতভাগা।”

(মাজমাউয যাওয়ানিদ, ৩য় খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৭৭৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

নাক মাটিতে মিশে যাক

হযরত সাযিযদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ওই ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, যার নিকট আমার নাম নেয়া হয়েছে, কিন্তু সে আমার উপর দরুদ পড়েনি এবং ওই ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, যে রমযানের মাস পেয়েছে, অতঃপর তার মাগফিরাত হওয়ার পূর্বে সেটা অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর ওই ব্যক্তির নাক ধুলোয় মলিন হোক, যার নিকট তার পিতামাতা বার্ষিক্যে পৌঁছেছে এবং তার পিতামাতা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়নি। (অর্থাৎ বৃদ্ধ মাতাপিতার খিদমত করে জান্নাত অর্জন করতে পারেনি।) (মুসনাদে আহমদ, ৩য় খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৪৫৫)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রোযার তিনটি স্তর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার জন্য প্রকাশ্য শর্ত যদিও এটাই যে, রোযাদার ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকবে, তবুও রোযার জন্য কিছু অভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীও রয়েছে। যেগুলো জানা জরুরী, যাতে প্রকৃত অর্থে আমরা রোযার বরকতসমূহ লাভ করতে পারি। যেমন- ১/ সাধারণ লোকদের রোযা, ২/ বিশেষ লোকদের রোযা এবং ৩/ বিশেষতম লোকদের রোযা।

১. সাধারণ লোকদের রোযা

‘সওম’ বা রোযার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা। সুতরাং শরীয়াতের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলে। এটাই হচ্ছে সাধারণ মানুষের রোযা।

২. বিশেষ লোকদের রোযা

পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা হচ্ছে বিশেষ লোকদের রোযা।

৩. বিশেষতম লোকদের রোযা

নিজেদেরকে সমস্ত বিষয় থেকে বিরত রেখে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করা। এটাই হচ্ছে বিশেষতম লোকদের রোযা। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রয়োজন হচ্ছে-পানাহার ইত্যাদি থেকে “বিরত থাকার” সাথে সাথে নিজের শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও রোযার আওতাভুক্ত রাখা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

হযরত দাতা হযুর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বাণী

হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: রোযার বাস্তবতা হচ্ছে-‘বিরত থাকা’। আর বিরত থাকারও অনেক পূর্বশর্ত রয়েছে। যেমন, পাকস্থলীকে পানাহার থেকে বিরত রাখা, চোখকে কু-প্রভৃতির দৃষ্টি থেকে বিরত রাখা, কানকে গীবত শোনা থেকে, জিহ্বাকে অনর্থক কথাবার্তা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী কথাবার্তা বলা থেকে এবং শরীরকে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশের বিরোধীতা থেকে বিরত রাখা হচ্ছে রোযা। যখন বান্দা এসব পূর্বশর্তের অনুসরণ করবে, তখনই সে প্রকৃতপক্ষে রোযাদার হবে। (কাশফুল মাহজুব, ৩৫৩-৩৫৪ পৃষ্ঠা)

আফসোস! শত কোটি আফসোস! আমাদের অনেক ইসলামী ভাই রোযার নিয়মাবলীর একেবারে ধার ধারে না। তারা শুধু ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকাকেই বড় বাহাদুরী মনে করে। রোযা রেখে এমন অনেক কাজ করে বসে, যেগুলো শরীয়াত বিরোধী। এভাবে ফিকহ শাস্ত্র অনুসারে রোযাতো হয়ে যাবে, কিন্তু এমন রোযা রাখলে আত্মার অবস্থার পরিবর্তন ও প্রশান্তি অর্জিত হতে পারে না।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রোযা রেখেও গুনাহ! তাওবা!! তাওবা!!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার ওয়াস্তে শোচনীয় অবস্থার জন্য ভীত হোন! গভীরভাবে চিন্তা করুন, যে রোযাদার এ মাসে দিনের বেলায় পানাহার ছেড়ে দেয়, অথচ এ পানাহার রমযান শরীফের মাসটির পূর্ববর্তী দিনটিতেও করা একেবারে বৈধ ছিলো; কিন্তু রমযান মাসে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তারপর নিজেই চিন্তা করে নিন যে, যে সব জিনিস রমযান শরীফের পূর্বে হালাল ছিলো, তা যখন এ বরকতময় মাসের পবিত্র দিন গুলোতে হারাম করা হয়েছে, তখন যেসব বস্তু রমযান মোবারকের পূর্বেও হারাম ছিলো,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

যেমন- মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, ঝগড়া-বিবাদ, গালি-গালাজ, দাঁড়ি মুন্ডানো, মাতাপিতাকে কষ্ট দেয়া, শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত মানুষের মনে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি এই রমযান মাসে কেন আরো কঠোরভাবে হারাম হবে না? অর্থাৎ রোযাদার যখন রমযান শরীফের মাসে হালাল ও পবিত্র খাদ্য ও পানীয় ছেড়ে দেয়, তখন সে মিথ্যা, চুগলখোরী, গালি-গালাজ, দাঁড়ি মুন্ডানো ইত্যাদি হারাম কাজ কেন ছাড়বে না? এখন বলুন! যে ব্যক্তি পাক ও হালাল খাদ্য-পানীয় ছেড়ে দেয়, কিন্তু হারাম ও নাপাক কথাবার্তা ছাড়ে না, যেমন-মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, ওয়াদাতজ করা, গান-বাজনা শোনা, কুদৃষ্টি দেয়া, গালি-গালাজ করা, ঝগড়া-বিবাদ করা, দাঁড়ি মুন্ডানো ইত্যাদি পূর্বের ন্যায় অব্যাহত রাখে, সে কি ধরণের রোযাদার?

আল্লাহ্ তাআলার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই

মনে রাখবেন! নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর

ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি খারাপ কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ কর্ম পরিহার করবে না, আল্লাহর তাআলার নিকট তার ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার কোন প্রয়োজন আল্লাহ্ তাআলার কাছে নেই।” (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯০৩) অন্য এক স্থানে ইরশাদ করেছেন: “শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম রোযা নয়, বরং রোযা হচ্ছে, অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা।”

(হাকিম কৃত মুত্তাদরাক, ২য় খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৬১১)

আমি রোযাদার

রোযাদারের উচিত হচ্ছে- সে রোযা পালনকালে যেখানে পানাহার ছেড়ে দেয়, সেখানে মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা, ঝগড়া-বিবাদ ও গালি-গালাজ, ইত্যাদির গুনাহও ছেড়ে দিবে। এক জায়গায় নবীকুল সুলতান, সরদারে দৌ'জাহান, মাহবুবে রহমান ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমাদের সাথে যদি কেউ ঝগড়া করে গালি দেয়, তবে তোমরা তাকে বলে দাও, “আমি রোযাদার।” (আন্তরগীব ওয়াত্তারহীব, ১ম খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

রোযার ইফতার তোকে দিয়েই করবো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল তো উল্টো ঘটনা নজরে পড়ছে বরং এখনতো বাস্তবিক অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, যখন কেউ কারো সাথে ঝগড়া করে বসে, তখন গর্জে ওঠে এমনি বলে ফেলে, “চুপ হয়ে যা! নতুবা মনে রাখিশ! আমি রোযাদার। আর এ রোযার ইফতার তোকে দিয়েই করবো।” অর্থাৎ তোকে খেয়ে ফেলবো। আল্লাহ তাআলার পানাহ! তাওবা!! তাওবা!!! এ ধরণের কথা কখনো মুখ থেকে বের না হওয়া চাই; বরং বিনয়ই প্রকাশ করা চাই। এসব বিপদ থেকে আমরা শুধু তখনই বাঁচতে পারবো, যখন নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়মিতভাবে রোযা পালনের চেষ্টা করাবো।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রোযার সংজ্ঞা

সুতরাং এখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোযা অর্থাৎ দেহের সমস্ত অঙ্গকে গুনাহ থেকে রক্ষা করা’ এটা শুধু রোযার জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং সারা জীবনই ওইসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা জরুরী। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন আমাদের অন্তরগুলোতে আল্লাহ তাআলার ভয় পাকাপোক্ত হয়ে যাবে। আহ! কিয়ামতের ওই বেহুঁশকারী দৃশ্য স্মরণ করুন, যখন চতুর্দিকে নফসী নফসী’ এর অবস্থা হবে, সূর্য-আগুন বর্ষণ করবে, জিহ্বাগুলো পিপাসার তীব্রতার কারণে মুখ থেকে বের হয়ে পড়বে, স্ত্রী স্বামী থেকে, মা তার কলিজার টুকরা সন্তান থেকে, পিতা আপন পুত্র, আপন চোখের মণি থেকে পালাবে, অপরাধী-পাপীদেরকে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে, তাদের মুখের উপর মোহর চেপে দেয়া হবে এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের গুনাহসমূহের তালিকা শূন্যে থাকবে, যা কুরআন পাকের সূরা ‘ইয়াসীন’-এ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদে শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

আজ আমি তাদের মুখগুলোর উপর মোহর করে দিবো। আর তাদের হাতগুলো আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পাগুলো তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে।

(পারা-২৩, ইয়াসিন, আয়াত-৬৫)

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ

وَتَكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ

أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾

হায়! দুর্বল ও অক্ষম মানুষ! কিয়ামতের ওই কঠিন সময় সম্পর্কে নিজের হৃদয়কে সজাগ করুন। সর্বদা নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টায় অব্যাহত রাখুন। এখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোযার বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হচ্ছে-

চোখের রোযা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চোখের রোযা এভাবে রাখতে হবে যে, চোখ যখনই দৃষ্টিপাত করবে তখন শুধু বৈধ বিষয়াদির প্রতি করবে। চোখ দ্বারা মসজিদ দেখুন! কুরআন মজীদ দেখুন! আউলিয়া কিরাম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى এর মাযারগুলোর ঘিয়ারত করো! সম্মানিত ওলিগণ (আল্লাহ তাআলা তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুন) ও নেকবান্দাদের দীদার করো! (আল্লাহ দেখালে) কা'বা-ই-মুআযযামার رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى আলোকময় মহল দেখুন! মক্কা মুকাররমার رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى সুবাসিত গলিগুলো ও সেখানকার উপত্যকা এবং পাহাড়গুলো দেখুন! সোনালী জালিগুলোর আলোর ছড়াছড়ি দেখুন! জান্নাতের প্রিয় বাগানের বাহার দেখুন! খুশবুদার মদীনার ঘরবাড়ী ও দেয়ালগুলো দেখুন! সবুজ সবুজ গম্বুজ ও মিনারগুলো দেখুন! প্রিয় মদীনার ময়দান ও বাগান দেখুন! হৃয়র মুফতীয়ে আযমে হিন্দ সায়িদুনা মুস্তফা রযা খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে আরয করেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ وَرُحْمَتُهُ عَلَيَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দারইন্দি)

কুছ এয়সা করদে মেরে কিরদিগার আঁখো মে,
হামীশাহ্ নকশ রহে রুয়ে ইয়ার আঁখো মে।
উনহী না দেখা তো কিছ্ কাম কী হ্যায় ইয়েহ আখো?
কেহ্ দেখনে কী হ্যায় সারী বাহার আখোঁ মে। (ছামানে বখশিশ শরীফ)

প্রিয় রোযাদাররা! চোখের রোযা রাখুন! অবশ্যই রাখুন! বরং রোযাতো চব্বিশ ঘন্টা, ত্রিশ দিন ও বার মাসই রাখা চাই। আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত পবিত্র চোখগুলো দিয়ে কখনোই ফিল্ম দেখবেন না, নাটক দেখবেন না, না-মুহরিম নারী (পরনারী)দের দিকে তাকাবেন না। যৌন প্রবৃত্তি সহকারে ‘আমরাদ’ অর্থাৎ দাঁড়ি গজায়নি এমন বালকদের দিকে তাকাবেন না। কারো বিবস্ত্র লজ্জাস্থানের দিকে দেখবেন না। আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেয় এমন খেলাধুলা ও তামাশা, যেমন- প্রতিযোগীতা, বানরের নাচ ইত্যাদি দেখবেন না। (সেগুলোকে নাচানো ও নাচ দেখা উভয়ই অবৈধ)। ক্রিকেট, কাবাডী, ফুটবল, হকি, তাস, দাবা, ভিডিও গেমস, টেবিল-টেনিস, ইত্যাদি খেলা দেখবেন না। (যখন দেখারই অনুমতি নেই তখন খেলার কিভাবে অনুমতি থাকবে?) তাছাড়া, ওগুলোর মধ্যে কিছু খেলাতো এমনই রয়েছে, যা যৎসামান্য কাপড় কিংবা হাফ পেন্ট পরে খেলা হয়। যার ফলে হাঁটু, বরং (আল্লাহ তাআলার পানাহ!) রান পর্যন্ত খোলা থাকে। বস্তুত: এভাবে অপরের সামনে রান ও হাঁটু খোলা রাখা গুনাহ! অন্য কাউকে এমতাবস্থায় দেখাও গুনাহ! কারো ঘরে বিনা অনুমতিতে উঁকি মেরে দেখা, কারো চিঠি (উভয় পক্ষের অনুমতি ব্যতীত) দেখবেন না। কারো ডায়েরীর লিখা অনুমতি ছাড়া দেখবেন না। আর মনে রাখবেন! হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে: “যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের চিঠি বিনা অনুমতিতে দেখে, সে যেনো আগুনই দেখে।” (হাকিম কৃত মুত্তাদারাক, ৫ম খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৭৭৯)

উঠে না আঁখ কভী ভী গুনাহ কি জানিব,
আতা করম ছে হো এইছি হামে হায়া ইয়া রব!
কেছি কি খামিয়া দেখে না মেরি আঁখে আওর,
সুনে না কান ভী আয়বু কা তায়কিরা ইয়া রব!
দেখাদে এক ঝলক ছবজ ছবজ গুমদ কি,
বস্ উনকে জালওয়ো মে আ-যায়ে ফের কাযা ইয়া রব!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

কানের রোযা

কানের রোযা হচ্ছে, শুধু আর শুধু বৈধ কথাবার্তা শুনবেন। যেমন- কান দ্বারা তিলাওয়াত ও না'তগুলো শুনবেন। সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনবেন। আযান ও ইকামত শুনবেন ও জবাব দিবেন। কিরাত শুনবেন। ভালো ভালো কথা শুনবেন। গান-বাজনাদি, অনর্থক কিংবা অশ্লীল গল্প শুনবেন না। কারো গীবত (পরনিন্দা) চুগলখোরী শুনবেন না। কারো দোষচর্চা কখনো শুনবেন না। দু'জন লোক পৃথক হয়ে গোপনে আলাপ করছে, সেগুলো কান লাগিয়ে শুনবেন না। তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী হচ্ছে: “যে ব্যক্তি কোন দলের কথা কান লাগিয়ে শুনে এবং ঐ দল তা অপছন্দ করে তবে কিয়ামতের দিনে তার কানে গলিত গরম শিশা ঢেলে দেয়া হবে।” (আল মুজামুল কবীর, ১১তম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

সুনে না ফাহশ কালামী না গীবত ও চুগলী
 তেরি পছন্দ কি বা-তে ফকত শূনা ইয়া রব!
 আন্ধিরে কবর কা দিল ছে নেহি নিকালতা ডর
 করোগা কিয়া জো তু নারাজ হো গেয়া ইয়া রব!
 রসুলে পাক আগর মছকুরাতে আ-যায়ে
 তো গোরে তীরা মে হোযায়ে চান্দনা ইয়া রব!

জিহ্বার রোযা

জিহ্বার রোযা হচ্ছে জিহ্বা শুধু ভালো ও বৈধ কথা বার্তার জন্যই নড়াচড়া করবে। যেমন-জিহ্বা দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত করুন। যিকর ও দরুদ পড়ুন, না'ত শরীফ পড়ুন, দরস দিন, সুন্নাতে ভরা বয়ান করো! নেকীর দা'ওয়াত দিন! ভালো ভালো ও প্রিয় প্রিয় ধর্মীয় কথাবার্তা বলুন! খবরদার! গালি-গালাজ, মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, অনর্থক বক বক ইত্যাদি দ্বারা যেনো মুখ নাপাক না হয়। চামচ যদি আবজ্জনায়ে ফেলে দেয়া হয়, তাহলে দু/এক গ্লাস পানি দ্বারা ধুয়ে নিলে পবিত্র হয়ে যাবে; কিন্তু জিহ্বা অশ্লীলতা দ্বারা নাপাক হয়ে গেলে সাত-সমুদ্রের পানি দ্বারাও পবিত্র করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

জিহ্বাকে হিফযত না করার ক্ষতি

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ কে একদিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন, আর ইরশাদ করলেন: “যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে অনুমতি না দেই, ততক্ষণ পর্যন্ত ইফতার করবে না।” সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ রোযা রাখলেন যখন সন্ধ্যা হলো, তখন সমস্ত সম্মানিত সাহাবী একেকজন করে মহান বরকতময় দরবারে হাযির হয়ে আরয করতে থাকেন: “ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি রোযা রেখেছি। এখন আমাকে ইফতার করার অনুমতি দিন!” হুযুর পুরনূর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাঁকে অনুমতি দিতেন। একজন সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হাযির হয়ে আরয করলেন: “ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমার পরিবারে দু'জন যুবতী কন্যাও রয়েছে, যারা রোযা রেখেছে এবং আপনার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মহান দরবারে আসতে লজ্জাবোধ করছে। তাদেরকে ইফতার করার অনুমতি দিন, যাতে তারাও ইফতার করতে পারে। খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁর দিক থেকে নূরানী চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। সাহাবী দ্বিতীয়বার আরয করলেন। হুযুর পুনরায় চেহারায়ে আনওয়ার ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর সাহাবী তৃতীয়বার যখন কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন, তখন অদৃশ্যের সংবাদদাতা রাসূল তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বয়ত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “ওই কন্যাদ্বয় রোযা রাখেনি। তারা কেমন রোযাদার? তারা সারা দিন মানুষের মাংস খেয়েছে। যাও! তাদের দুজনকে নির্দেশ দাও, তারা যদি রোযা রাখে তবে যেনো বমি করে দেয়।” ওই সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী শুনালেন। তারা উভয়ে বমি করলো। বমি থেকে রক্ত ও মাংসের টুকরা বের হলো। ওই সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতময় দরবারে ফিরে আসলেন এবং সে অবস্থা আরয করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

হরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসূলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “ওই সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতের হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ, যদি এতটুকু এদের পেটের মধ্যে থেকে যেতো, তাহলে তারা উভয়কে আগুন গ্রাস করতো।” (কেননা তারা গীবত করেছিলো।) (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ৩য় খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৫)

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: যখন তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ওই সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে চেহারা মোবারক ফিরিয়ে দিলেন, তখন তিনি সামনে আসলেন এবং আরয করলেন, “হে রাসূলুল্লাহ ﷺ! তারা উভয়ে মারা গেছে।” কিংবা বললেন, “তারা উভয়ে মুম্ব্ব অবস্থায়।” তখন রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “তাদের দুজনকে আমার নিকট নিয়ে আস! তারা উভয়ে হাযির হলো। রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ একটা পাত্র আনালেন। আর তাদের একজনকে নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করলেন: “এর মধ্যে বমি করো!” সে রক্ত ও পুঁজ বমি করলো, শেষ পর্যন্ত পাত্রটি ভরে গেলো। তারপর হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অপর জনকে নির্দেশ দিলেন। তুমিও এর মধ্যে বমি করো।” সেও এভাবে বমি করলো। মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “এরা উভয়ে আল্লাহ তাআলার হালাল কৃত বস্তুগুলো (অর্থাৎ খাদ্য ও পানীয় ইত্যাদি) থেকে রোযা (বিরত) ছিল, কিন্তু যেসব কাজকে আল্লাহ তাআলা রোযা ছাড়া অন্য সময়েও হারাম করেছেন ওইসব হারাম বস্তু দ্বারা রোযা ভঙ্গ করে ফেলেছে। ফলে এমনি হয়েছে যে, এক জন অপর জনের সাথে বসে, উভয়ে মিলে মানুষের মাংস খেতে আরম্ভ করেছে।” (অর্থাৎ লোকজনের গীবতে লিপ্ত হয়েছে।)

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

হযুর মুস্তফা জানে রহমত ﷺ এর ইলমে গায়েব (অদৃশ্য জ্ঞান)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট হলো, আল্লাহ তাআলার দানক্রমে আমাদের প্রিয় আকা নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন গোলামদের (উম্মত) সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে জানেন। এ কারণেই তো ওই কন্যা দুটি সম্পর্কে মসজিদ শরীফে বসে বসে অদৃশ্যের সংবাদগুলো বলে দিলেন। এ ঘটনা থেকে একথাও জানা গেলো যে, গীবত ও অন্যান্য গুনাহ সম্পন্ন করলে সরাসরি সেটার প্রভাব রোযার উপরও পড়তে পারে। যার কারণে রোযার কষ্ট বৃথা যেতে পারে। যে কোন অবস্থায়, রোযা হোক কিংবা না-ই হোক উভয় অবস্থায় জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখতে হবে। যদি এই তিন মূলনীতিকে সামনে রাখা হয়, তবে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ বড় উপকার হবে। (১) মন্দ কথা বলা সর্বাবস্থায়ই মন্দ, (২) অনর্থক কথার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম এবং (৩) ভাল কথা নিশুপ থাকা অপেক্ষা উত্তম। এক পাঞ্জাবী কবি অতি প্রিয় কথাই বলেছেন।

মেরি যবান পে কুফলে মদীনা লাগ যায়ে,
ফুয়ুলে গুয়ি ছে বাঁচতা রহো ছাদা ইয়া রব!
করে না তঙ্গ খিয়ালতে বদ কভী করদে,
শুউর ও ফিকির কো পাকিজগী আতা ইয়া রব!
বাওয়াজে নাযা সালামত রহে মেরা ঈমান
মুখে নসীব হো কালিমা হায় ইলতিজা ইয়া রব!

দু'হাতের রোযা

হাতের রোযা হচ্ছে- যখনই হাত ওঠবে, তখন যেন সৎকার্যাদির জন্য ওঠে। যেমন হাতে কুরআন মজীদ স্পর্শ করবেন। সৎ লোকদের সাথে করমর্দন (মুসাফাহ) করবেন। রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

“আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষণকারী যখন একত্রিত হয়, মুসাফাহা করে এবং নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে, তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।” (মুসনাদে আবি ইয়াল, ৩য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৯৫১) সম্ভব হলে কোন এতিমের মাথায় স্নেহভরে হাত বুলিয়ে দিবেন। ফলে, হাতের নিচে যতো চুল আছে প্রত্যেক চুলের পরিবর্তে একেকটা নেকী পাওয়া যাবে। (ছেলে কিংবা মেয়ে) তখন পর্যন্ত এতিম থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না-বালেগ থাকে, যখনই বালেগ হয়ে যায়, তখন থেকে এতিম থাকবে না। ছেলে ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে বালেগ আর মেয়ে নয় বছর থেকে ১৫ বছরের মধ্যে বালেগা হয়।) খবরদার! কারো উপর যেনো জুলুমবশত: হাত না ওঠে। ঘুষ লেনদেন করার জন্য হাত উঠাবেন না। কারো মাল চুরি করবেন না, তাস খেলবেন না, কোন পর নারীর সাথে করমর্দন করবেন না। (বরং কামভাবের আশংকা থাকলে ‘আমরাদ’ (দাঁড়ি গজায়নি এমন বালক) এর সাথে হাত মিলাবেন না। তারা যাতে মনে কষ্ট না পায়, সেভাবে সুকৌশলে তাদের থেকে পাশ কাটিয়ে চলবেন।)

হামীশা হাত ভালায়ি কে ওয়াসেতে উঠে,
বাঁচানা যুলমো ছিতমছে মুঝে সদা ইয়া রব!
কহি কা মুঝকো গুনাহো নে আব নেহি ছোড়া
আযাবে নার ছে বাহরে নবী বাঁচা ইয়া রব!
ইলাহী একভী নেকী নেহি হয় নামে মে
ফকত হয় তেরিহি রহমত কা আছেরা ইয়া রব!

পায়ের রোযা

পায়ের রোযা হচ্ছে-পা ওঠালে শুধু নেক কাজের জন্যই ওঠাবেন। যেমন পা চালালে মসজিদের দিকে চালাবেন। আউলিয়া কিরামের رَحْمَتُهُمُ اللهُ تَعَالَى মাযারগুলোর দিকে চালাবেন। সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দিকে চালাবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য মাদানী কাফেলাগুলোতে সফর করার জন্য চালাবেন। নেক লোকদের সঙ্গে দিকে চলবেন। কারো সাহায্যের জন্য যাবেন। আহ! সম্ভব হলে মক্কায় মুকাররামা رَمَضَانَ شَرِيْفًا وَ تَعَطُّلًا ও মদীনা মুনাওয়ারার رَمَضَانَ شَرِيْفًا وَ تَعَطُّلًا দিকে যাবেন। মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফার দিকে যাবেন। তাওয়াফ ও সাঈতে চলবেন। কখনো সিনেমা হলের দিকে যাবেন না। দাবা, লুডু, তাস, ক্রিকেট, ফুটবল, ভিডিও গেমস ও টেবিল-টেনিস ইত্যাদি খেলাধুলার দিকে যাবেন না। আহ! পা যদি কখনো এমনিভাবেও চলতো যে, ব্যস, মুখে মদীনা-ই-মদীনা হবে, আর সফরও হবে মদীনা শরীফের দিকে।

রহে ভালায়ি কি রাহো মে গামজন হারদম,
করে না রুখ মেরে পা-ও গুনাহ কা ইয়া রব!
মদীনে যায়ে ফের আ-য়ে দো-বারা ফের যায়ে,
ইছি মে উমর গুজার যায়ে ইয়া খোদা ইয়া রব!
বাকীয়ে পাক মে মাদফন নসীব হো যায়ে,
বরায়ে গাউছো রযা মুর্শিদি যিয়া ইয়া রব।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবিকই রোযার বরকত সেই সময়ই পাওয়া যাবে যখন আমরা শরীরের সমস্ত অঙ্গের রোযা পালন করবো। অন্যথায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছাড়া অন্য কিছু অর্জন হবে না। যেমন- হযরত আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “অনেক রোযাদার এমন আছে যে, তাদেরকে তাদের রোযা ক্ষুধা তৃষ্ণা ছাড়া অন্য কিছুই দেয়না এবং অনেক দাঁড়ানো (তাহাজ্জুদ গুজার) ব্যক্তি এমন যে, তাকে তার এই জাগরণ দাঁড়ানো ছাড়া অন্যকিছুই দেয় না। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৬৯০) অর্থাৎ কিছু কিছু লোক আছে যারা রোযা রাখে কিন্তু নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যেহেতু মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে না তাই তারা রোযার নূরানিয়্যাত ও তার মূল স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে। সাথে সাথে যে সমস্ত লোক শুধু শুধু গল্প গুজব করে রাত অতিবাহিত করে, তাদের সময় নষ্ট ও আখিরাতের ক্ষতি ছাড়া কিছুই হয় না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

K.E.S.C তে চাকুরী হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার জ্যোতি ও রুহানী শক্তি পাওয়া ও মাদানী যেহেন বানানোর জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হোন এবং সুন্নাতে প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলাতে আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরের সৌভাগ্য অর্জন করুন। দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহ এবং মাদানী কাফেলা সমূহের অসংখ্য মাদানী বাহার ও বরকত রয়েছে তা শুনুন! যেমন আউরঙ্গী টাউন (বাবুল মদীনা করাচীর) এক যিম্মাদার ইসলামী ভাই মাদানী পরিবেশে আসার ও রুজীর সন্ধানের ধারা ঠিক করতে পারার ঘটনা এভাবে বয়ান করেছে। ১৯/৬/০৩ তারিখে এক ভাই দাওয়াত দেওয়াতে তিনি দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার প্রতি আগ্রহী হলেও তা স্থায়ী হয়নি। বেকারত্বের কারণে পেরেশান ছিল। “এক ইসলামী ভাই এর “ইনফিরাদী কৌশিশ” এর ফলে মাদানী কাফেলা কোর্সের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মারকায ফয়যানে মদীনায় অংশগ্রহণ করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শের বরকতে আমি গুনাহগারের উপর মাদানী রং ধরে গেল এবং বাঁচার পথ শিখিয়ে দিল। মাদানী কাফেলা কোর্স সম্পূর্ণ করার ২য় বা ৩য় দিন কোন এক ইসলামী ভাই বললেন যে কে.ই.এস.সি এর কাজের লোকের প্রয়োজন। আমি দরখাস্ত জমা দিয়েছি আপনিও দরখাস্ত জমা দিন। আমি বললাম আজকাল দরখাস্তে চাকুরী কোথায় হচ্ছে? সুপারিশ বরং আত্মীয়তার কারণেই চাকুরী পাওয়া যায়। আমার কাছে তো এর কিছুই নেই। অবশেষে তার জোরাজুরিতে আমি দরখাস্ত জমা দিলাম। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হল। এরপর মৌখিক পরীক্ষা এরপর মেডিকেল টেস্ট হল। অসংখ্য প্রভাববিস্তারকারীর দরখাস্ত থাকা সত্ত্বেও আমি সব জায়গায় উত্তীর্ণ হলাম। ফাইনাল ইন্টারভিউর দিন আমার স্ত্রী জোর দিয়ে বলল যে প্যান্টশার্ট পরে যান। কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শের বরকতে ইংরেজী পোশাক বাদ দিয়েছিলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

এজন্য সাদা পায়জামা পাঞ্জাবী পরে (ইন্টারভিউর জন্য) পৌঁছে গেলাম। অফিসার আমার মাদানী লেবাস দেখে আমাকে কিছু ইসলাম সম্পর্কিত প্রশ্ন করলেন। যেগুলোর উত্তর আমি খুব সহজভাবেই দিয়ে দিলাম। কেননা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি এগুলো সব মাদানী কাফেলা কোর্সেই শিখেছিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কোন সুপারিশ ও ঘুষ ছাড়া আমার চাকুরী হয়ে গেল। আমার স্ত্রী মাদানী কাফেলা কোর্স ও মাদানী পরিবেশের বরকত দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রেমিক হয়ে গেল। এই বর্ণনা দেয়া অবস্থায় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর এলাকায়ী মুশাওওয়ারাত এর খাদিম নিগরান হিসেবে নিজের এলাকায় সুন্নাতের ঢংকা বাজাচ্ছি এবং মাদানী ইন্আমাত ও মাদানী কাফেলার সাড়া জাগানোর চেষ্টা চালাচ্ছি।

নওকরি চাহিয়ে, আয়ে আয়ে কাফেলে মে চলে, কাফেলে মে চলো।
তঙ্গদস্তি মিঠে, দাওরে আফত হঠে লেনে কো বরকতে কাফেলে মে চলো।

রোযার নিয়ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার জন্যও এমনিভাবে নিয়ত করা পূর্বশর্ত যেভাবে নামায ও যাকাত ইত্যাদির জন্য পূর্বশর্ত। সুতরাং যদি কোন ইসলামী ভাই কিংবা বোন রোযার নিয়ত ছাড়া সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একেবারে পানাহার বর্জন করে থাকে, তবে তাদের রোযা হবে না। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৩১ পৃষ্ঠা) রমযান শরীফের রোযা হোক কিংবা নফল অথবা নির্দিষ্ট কোন মান্নতের রোযা অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার জন্য কোন নির্দিষ্ট দিনের রোযার মান্নত করে, যেমন- নিজের কানে শুনতে পায় এমন আওয়াজে বলে, “আমার উপর এ বছর আল্লাহ তাআলার জন্য রবিউন নূর (রবিউল আউয়াল) শরীফের প্রত্যেক সোমবারের রোযা ওয়াজিব।” তখন এটা ‘নির্ধারিত মান্নত’ হলো। আর এ মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব হয়ে গেলো। এ তিন ধরনের রোযার জন্য সূর্যাস্ত থেকে পরদিন ‘শরীয়াতসম্মত অর্ধ দিবস’ (যাকে দ্বাহওয়ায়ে কুবরা বলা হয়) এর পূর্ব পর্যন্ত সময়-সীমার মধ্যে নিয়ত করে নিলে রোযা হয়ে যাবে। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

শরীয়াতসম্মত অর্ধ দিবস সম্পর্কে জানার পদ্ধতি

হয়তো আপনার মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ‘শরীয়াত সম্মত অর্ধ দিবস’ এই সময় কোনটি? এর জবাব হচ্ছে, যদি ‘শরীয়াত সম্মত অর্ধ দিবস’ সম্পর্কে জানতে চান, তবে ওই দিন সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টুকুর পরিমাণ ঠিক করে নিন। আর ওই পূর্ণ সময়-সীমাকে সমান দু’ভাগ করে নিন। প্রথমার্ধ শেষ হতেই ‘শরীয়াত সম্মত অর্ধ দিবস’ এর সময় শুরু হলো। যেমন-আজ সুবহে সাদিক হয়েছে ঠিক পাঁচটার সময়। আর সূর্যাস্ত হলো ঠিক ছয়টার সময়। সুতরাং উভয়ের মধ্যকার সময় হলো সর্বমোট ১৩ ঘন্টা। এটাকে দু’ভাগ করুন। তাহলে উভয় অংশে হয় সাড়ে ছয় ঘন্টা। এখন সুবহে সাদিকের ৫ টার পরবর্তী প্রাথমিক সাড়ে ছয় ঘন্টা যোগ করুন। তখন এভাবে ওই দিনের সাড়ে এগারটার সময় ‘শরীয়াত সম্মত অর্ধ দিবস’ শুরু হয়ে গেলো। সুতরাং এখন ওই তিন ধরনের রোযার নিয়্যত বিশুদ্ধ হতে পারে না। (রুদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা) উপরোল্লিখিত তিন ধরনের রোযা ব্যতীত ওই অন্যান্য যত ধরনের রোযা হবে ওই সবেবের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে- অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়-সীমায় নিয়্যত করে নিবেন। যদি সুবহে সাদিক হয়ে যায়, তখন তার নিয়্যত হবে না। যেমন রমযানের কাযা রোযা, কাফ্ফারার রোযা, নফল রোযার কাযা, (নফল রোযা আরম্ভ করলে ওয়াজিব হয়ে যায়।) এমনকি শরীয়াত সম্মত কোন ওযর ছাড়া ভঙ্গ করা গুনাহ্। যদি যে কোন ভাবে তা ভেঙ্গে যায় চাই ওযরের কারণে ভঙ্গ হোক, চাই বিনা ওযরে হোক, যে কোন অবস্থায়ই সেটার কাযা করে দেয়া ওয়াজিব। ‘অনির্ধারিত মান্নতের রোযা’ (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার জন্য রোযার মান্নত করলো, কিন্তু দিন নির্ধারণ করেনি।) তবে তা পূরণ করাও ওয়াজিব। আর আল্লাহ তাআলার জন্য কৃত প্রতিটি বৈধ মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব। যখন এ কথা মুখ থেকে এতটুকু আওয়াজে বলে থাকে, যা নিজে শুনতে পায়। যেমন এভাবে বললো: “আল্লাহ তাআলার জন্য আমি একটি রোযা রাখব।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

এখন যেহেতু এতে দিন নির্ধারণ করেন নি, কোন দিন রাখবেন, সেহেতু জীবনে যখনই মান্নতের নিয়্যত দ্বারা রোযা রেখে নিবেন, মান্নত পূরণ হয়ে যাবে। মান্নতের জন্য মুখে বলা পূর্বশর্ত। এটাও পূর্বশর্ত যে, কমপক্ষে এতটুকু আওয়াজে বলবেন যেন নিজে শুনতে পান। মান্নতের শব্দাবলী এতটুকু আওয়াজেতো বলেছেন যে, নিজে শুনতে পান, কিন্তু বধিরতা কিংবা কোন ধরনের শোরগোল ইত্যাদির কারণে শুনতে পাননি, তবুও মান্নত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। তা পূরণ করাও ওয়াজিব। এসব রোযার নিয়্যত রাতেই করে নেয়া জরুরী। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

রোযার নিয়্যতের বিশটি মাদানী ফুল

- (১) রমযানের রোযা ও ‘নির্ধারিত মান্নত ও নফল রোযার জন্য নিয়্যতের সময়সীমা হচ্ছে-সূর্যাস্তের পর থেকে পরদিন ‘দ্বাহওয়ায়ে কুবরা’ অর্থাৎ ‘শরীয়াত সম্মত অর্ধ দিবস’ এর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। এ পূর্ণ-সময়ের মধ্যে আপনি যখনই নিয়্যত করে নিবেন, এ রোযাগুলো বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা)
- (২) ‘নিয়্যত’ মনের ইচ্ছার নাম। মুখে বলা পূর্বশর্ত নয়। কিন্তু মুখে বলা মুস্তাহাব। যদি রাতে রমযানের রোযার নিয়্যত করেন, তাহলে এভাবে বলবেন:

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ

অর্থাৎ- আমি নিয়্যত করলাম, আল্লাহ তাআলার জন্য কাল এ রমযানের ফরয রোযা রাখবো।

- (৩) যদি দিনের বেলায় নিয়্যত করেন তাহলে এভাবে বলবেন:

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرَضِ رَمَضَانَ

অর্থাৎ- আমি আল্লাহ তাআলার জন্য আজ রমযানের ফরয রোযা রাখার নিয়্যত করলাম। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

- (৪) আরবীতে নিয়্যতের বাক্যগুলো দ্বারা নিয়্যত করলে তা নিয়্যত বলে তখনই গণ্য হবে, যখন সেগুলোর অর্থও জানা থাকে। আর একথাও স্মরণ রাখবেন যে, মুখে নিয়্যত করা চাই, যে কোন ভাষায় হোক, এটা তখনই কাজে আসবে, যখন অন্তরেও নিয়্যত উপস্থিত থাকে।

(রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

- (৫) নিয়্যত নিজের মাতৃভাষায়ও করা যেতে পারে। আরবী কিংবা অন্য কোন ভাষায় নিয়্যত করার সময় অন্তরে ইচ্ছা থাকতে হবে। অন্যথায় খামখেয়ালীবশত: শুধু মুখে বাক্যগুলো বললে নিয়্যত বিশুদ্ধ হবে না। হ্যাঁ মনে করো! যদি মুখে নিয়্যতের বাক্যগুলো বললেন কিন্তু পরবর্তীতে নিয়্যতের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্তরেও নিয়্যত করে নিয়েছেন, তাহলে এখন নিয়্যত শুদ্ধ হলো।

(রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

- (৬) যদি দিনের বেলায় নিয়্যত করলেন, তবে জরুরী হচ্ছে এ নিয়্যত করবে যে, ‘আমি ভোর থেকে রোযাদার’। যদি এভাবে নিয়্যত করেন, ‘আমি এখন থেকে রোযাদার, ভোর থেকে নয় তাহলে রোযা হবে না।’ (আল জাওহারাতুন্নায়েরাহ, ১ম খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

- (৭) দিনের বেলায় কৃত ওই নিয়্যতই বিশুদ্ধ যে, “সুবহে সাদিক থেকে নিয়্যত করার সময় পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করে এমন কোন কাজ পাওয়া না যায়।” অবশ্যই যদি সুবহে সাদিকের পর ভুলবশত: পানাহার করে বসেছে কিংবা স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছে, তবুও নিয়্যত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ, ভুলবশত: যদি কেউ তৃপ্তি সহকারে পানাহারও করে, তবুও রোযা ভঙ্গ হয় না। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)

- (৮) আপনি যদি এভাবে নিয়্যত করে নেন, “আগামীকাল কোথাও দাওয়াত থাকলে রোযা রাখবো না। অন্যথায় রোযা রাখবো।” এ নিয়্যতও বিশুদ্ধ নয়। মোটকথা এমতাবস্থায় আপনি রোযাদার হলেন না। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

- (৯) মাহে রমযানের দিনে রোযার নিয়্যত করলেন না, এমনও না যে, আপনি রোযাদার না, যদিও জানা আছে যে, এটা বরকতময় রমযানের মাস। তাহলে রোযা হবে না। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল্লা)

- (১০) সূর্যাস্তের পর থেকে আরম্ভ করে রাতের কোন এক সময়ে নিয়্যত করলেন। এরপর আবার রাতের বেলায় পানাহার করলেন, তাহলে নিয়্যত ভঙ্গ হয়নি। ওই প্রথম নিয়্যতই যথেষ্ট, নতুনভাবে নিয়্যত করা জরুরী না। (আল জাওহারাভূন নাইয়েরাহ, ১ম খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা)
- (১১) আপনি রাতে রোযার নিয়্যত তো করে নিলেন, অতঃপর রাতেই পাক্ষা ইচ্ছা করে নিলেন যে, রোযা রাখবেন না, তাহলে আপনার পূর্ববর্তী নিয়্যত ভঙ্গ হয়ে গেছে। যদি নতুনভাবে নিয়্যত না করেন, আর দিনভর রোযাদারদের মতো ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত রয়ে গেলেন, তবুও রোযা হবে না। (রাদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)
- (১২) নামাযের মধ্যভাগে কথা বলার নিয়্যত (বা ইচ্ছা) করলেন, কিন্তু কথাবার্তা বলেন নি, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়নি। এভাবে রোযা পালনকালে রোযা ভঙ্গ করার শুধু নিয়্যত করে নিলে রোযা ভঙ্গ হয়না, যতক্ষণ না রোযা ভঙ্গকারী কোন কাজ করে নিবেন। (আল জাওহারাভূনাইয়েরা, ১ম খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ শুধু এ নিয়্যত করে নিয়েছেন, ‘ব্যাস! এক্ষুনি আমি রোযা ভঙ্গ করে নিচ্ছি। তাহলে এভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ হবে না, যতক্ষণ না কঠনালী ভেদ করে কোন জিনিস নিচের দিকে নামানো হয়, কিংবা না এমন কোন কাজ করবে, যার কারণে রোযা ভেঙ্গে যায়।
- (১৩) সেহেরী খাওয়াও নিয়্যতের শামিল, চাই রমযানের রোযার জন্য হোক, চাই অন্য কোন রোযার জন্য হোক। অবশ্য, সেহেরী খাওয়ার সময় যদি এ ইচ্ছা থাকে যে, ভোরে রোযা রাখবে না, তবে এ সেহেরী খাওয়া নিয়্যত নয়। (আল জাওহারাভূন নাইয়েরাহ, ১ম খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা)
- (১৪) রমযানুল মোবারকের প্রতিটি রোযার জন্য নতুন করে নিয়্যত করা জরুরী। প্রথম তারিখে কিংবা অন্য কোন তারিখে যদি পূর্ণ রমযান মাসের রোযার নিয়্যতও করে নেয়া হয়, তবুও এ নিয়্যত শুধু ওই এক দিনের জন্য নিয়্যত হিসেবে গণ্য হবে; অবশিষ্ট দিন গুলোর জন্য হবে না। (আল-জাওয়াহারাভূন নাইয়েরাহ, ১ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

- (১৫) রমযান, ‘নির্ধারিত মান্নত’ এবং নফল রোযা পালন ব্যতীত অবশিষ্ট রোযাগুলো, যেমন, রমযানের রোযার কাযা, অনির্ধারিত মান্নত ও নফল রোযার কাযা (অর্থাৎ নফলী রোযা রেখে ভঙ্গ করে ফেললে সেটার কাযা) আর নির্ধারিত মান্নতের রোযার কাযা ও কাফফারার রোযা এবং হজ্জে ‘তামাত্তু’^২ এর রোযা-এ সব ক্ষেত্রে সুবহে সাদিকের আলো চমকিত হবার সময় কিংবা রাতে নিয়্যত করা জরুরী। আর এটাও জরুরী যে, যেই রোযা রাখবে বিশেষ করে ওই রোযারই নিয়্যত করবে। যদি ওই রোযাগুলোর নিয়্যত দিনের বেলায় (অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে আরম্ভ করে ‘দ্বাহওয়া-ই- কুবরার’ পূর্বক্ষণ পর্যন্ত) করে নেয়, তবে নফল হলো। তবুও সেগুলো পূরণ করা জরুরী। ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে। যদিও একথা আপনার জানা থাকে যে, আপনার যেই রোযা রাখার ইচ্ছা ছিলো এটা ওই রোযা নয়, বরং নফলই। (দুরেরে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)
- (১৬) আপনি এটা মনে করে রোযা রাখলেন যে, আপনার দায়িত্বে রোযার কাযা রয়েছে, এখন রেখে দেয়ার পর জানতে পারলেন যে, ধারণা ভুল ছিলো। যদি তাৎক্ষণিকভাবে ভঙ্গ করে নেন, তবে কোন ক্ষতি নেই।

^২ হজ্জ তিন প্রকার: (১) কিরান, (২) তামাত্তু, (৩) ইফরাদ। হজ্জে কিরান ও তামাত্তু করার পর শোকরিয়া স্বরূপ হজ্জের কোরবানী করা ওয়াজিব; কিন্তু ইফরাদকারীর জন্য মুস্তাহাব। যদি কিরান ও তামাত্তুকারী খুব বেশী মিসকীন ও অভাবী হয়, কিন্তু কিরান বা তামাত্তুর নিয়্যত করে নিয়েছে, এখন তার নিকট কোরবানীর উপযোগী পশুও নেই, টাকাও নেই এবং এমন কোন সামগ্রীও নেই, যা বিক্রি করে কোরবানীর ব্যবস্থা করতে পারে, এমতাবস্থায় কোরবানীর পরিবর্তে দশটা রোযা রাখা ওয়াজিব হবে, তিনটা রোযা হজ্জের মাসগুলোতে, অর্থাৎ ১ম শাওয়াল-ই-মুকাররাম থেকে ৯ই যিলহজ্জ পর্যন্ত ইহরাম বাঁধার পর ওই হজ্জে যখনই চায়, রেখে দিবে। ধারাবাহিকভাবে রাখা জরুরী নয়। মাঝখানে বাদ দিয়েও রাখতে পারে। এতে ৭, ৮, ও ৯ ই যিলহজ্জ রাখা ভালো। তারপর ১৩ই যিলহজ্জের পর অবশিষ্ট ৭টা রোযা যখনই চায় রাখতে পারে। ঘরে ফিরে গিয়ে রাখাই উত্তম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

অবশ্য উত্তম হচ্ছে পূর্ণ করে নেয়া, যদি জানতে পারার পর তাৎক্ষণিকভাবে ভঙ্গ না করেন, তবে এখন রোযা অপরিহার্য হয়ে গেলো। সেটা ভঙ্গ করতে পারবেন না। যদি ভঙ্গ করেন তবে কাযা ওয়াজিব হবে। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

(১৭) রাতে আপনি কাযা রোযার নিয়ত করলেন। এখন ভোর আরম্ভ হয়ে যাবার পর সেটাকে নফল রোযা হিসেবে রাখতে চাইলে রাখতে পারবেন না। (রদ্দুল মুহতার সম্মিলিত দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

(১৮) নামাযের মধ্যভাগেও যদি রোযার নিয়ত করেন; তবে এ নিয়ত বিশুদ্ধ। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

(১৯) কয়েকটা রোযা কাযা হয়ে গেলে নিয়তের মধ্যে এটা থাকা চাই’ এ রমযানের প্রথম রোযার কাযা, দ্বিতীয় রোযার কাযা।’ আর যদি কিছু এ বছরের কাযা হয়ে যায়, কিছু পূর্ববর্তী বছরের বাকী থাকে, তবে এ নিয়ত এভাবে হওয়া চাই’ এ রমযানের কাযা, ওই রমযানের কাযা।’ আর যদি দিন নির্ধারণ না করেন, তবুও বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

(২০) আল্লাহর পানাহ! আপনি রমযানের রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে (অর্থাৎ জেনে বুঝে) ভেঙ্গে ফেলেছেন। এমতাবস্থায় আপনার উপর ওই রোযার কাযা এবং (যদি কাফফারার শর্তাবলী পাওয়া যায়) কাফফারার ষাটটা (৬০) রোযাও। এখন আপনি একষট্টিটা (৬১) রোযা রেখে দিলেন। কাযার দিন নির্দিষ্ট করলেন না। এমতাবস্থায় কাযা ও কাফফারার উভয়টি সম্পন্ন হয়ে যাবে। (

আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

দাঁড়িওয়ালী কন্যা!

রোযা ও অন্যান্য আমলের নিয়ত শিখার উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করার জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলগণের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করণ এবং উভয় জগতের বরকত লাভ করণ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

আপনাদের উৎসাহের জন্য অত্যন্ত চমৎকার ও সুগন্ধময় মাদানী বাহার পেশ করছি। যেমন- নিচুড়লাইন বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারমর্ম এই যে, একবার আশিকানে রাসূলদের তিন দিনের মাদানী কাফেলায় প্রায় ২৬ বছরের এক ইসলামী ভাইও সফরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি দোয়াতে অত্যন্ত অস্থির হয়ে কান্নাকাটি করছিলেন। এর কারণ জানতে চাইলে বলেন: আমার একটি মাত্র মাদানী মুন্নী (মেয়ে) আছে যার মুখমন্ডলে দাঁড়ি গজাতে শুরু করেছে, এজন্য আমি অত্যন্ত চিন্তিত। এল্পরে বা টেষ্টের মাধ্যমে এর কারণ ধরা পড়ছেনা এবং কোন চিকিৎসা কাজে আসছেনা। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মাদানী কাফেলার অংশগ্রহণকারীরা তার মাদানী মুন্নীর (মেয়ের) জন্য দোয়া করেন। সফর সম্পূর্ণ হওয়ার পর যখন দ্বিতীয় দিন সেই দুঃখী ইসলামী ভাই এর সাক্ষাত হল তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে এই সুসংবাদ শুনালেন যে, বাচ্চার মা বলল যে, আপনি মাদানী কাফেলায় সফর করার ২য় দিনই اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশ্চর্যজনকভাবে মেয়ের দাঁড়ি এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল যে যেন আগে কখনো ছিলই না।

হোগা লুতফে খোদা, আ-ও ভাই দোয়া, মিলকে ছারে করে কাফিলে মে চলো, গমছে রোতে ছয়ি, জান খুতে ছয়ে, মারহাবা! হাছ পড়ে! কাফিলে মে চলো।

দুখপানকারী শিশুদের জন্য ১৬টি মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী কাফেলার কি বাহার রয়েছে। বাচ্চাদের বিভিন্ন রোগ থেকে বাঁচানোর জন্য প্রথমেই যে সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় তা যথেষ্ট। এই মর্মে এখানে ১৬টি মাদানী ফুল দেখুন।

- (১) ছেলে বা মেয়ে জন্ম হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ সাতবার (প্রথমে ও শেষে একবার করে দরুদ শরীফ) পড়ে যদি বাচ্চাকে ফুঁক দেয়া হয় তাহলে اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ বালিগ হওয়া পর্যন্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

- (২) জন্ম হওয়ার পর বাচ্চাকে প্রথমে নিমপাতার সাথে লবণ মিশিয়ে গরম পানি দিয়ে গোসল দিন, এরপর শুধু পানি দ্বারা গোসল দিন। তাহলে ﷺ বাচ্চা ঘা, বিচি, ফোড়া ইত্যাদি চর্মরোগ থেকে মুক্ত থাকবে।
- (৩) লবণ মিশ্রিত পানি দিয়ে কিছুদিন বাচ্চাদের গোসল করাতে থাকুন যা বাচ্চাদের সুস্থতার জন্য অত্যন্ত উপকারী।
- (৪) গোসলের পর সরিষার তেল মালিশ করা বাচ্চাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য উত্তম।
- (৫) বাচ্চাদের প্রত্যেকদিন দুধ পান করানোর পূর্বে দৈনিক ২/৩ বার এক আঙ্গুল মধু মুখে দেয়া যথেষ্ট উপকারী।
- (৬) দোলনায় দোল দেওয়ার সময় বা বিছানায় শোয়ার সময় অথবা কোলে নিয়ে খেলাধুলার সময় সর্বদা বাচ্চার মাথা উপরের দিকে রাখুন। মাথা নিচু ও পা উচু হতে দিবেন না, তা ক্ষতিকর।
- (৭) বাচ্চাকে জন্ম হওয়ার পর বেশি গরম আলোকিত স্থানে রাখলে বাচ্চার দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হয়ে যায়।
- (৮) যখন শিশুর দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়ে যায় এবং দাঁত বের হবার উপক্রম হয় তখন দাঁতে মোরগের চর্বি লাগিয়ে দিন।
- (৯) দৈনিক ২/১ বার মাড়িতে মধু লাগান এবং বাচ্চার মাথা, ঘাঁড়ে তেল মালিশ করা উপকারী।
- (১০) যখন দুধ ছাড়ানোর সময় আসবে এবং বাচ্চা খাবার খেতে শুরু করে তবে খুব সাবধান! তাকে কোন শক্ত কিছু চিবাতে দিবেন না। খুব নরম ও দ্রুত হজম হয় এমন খাবার খাওয়ান।
- (১১) গরু ছাগলের দুধ পান করাতে থাকুন।
- (১২) চাহিদা মোতাবেক এই বয়সে বাচ্চাদের ভাল খাবার দিন, যাতে এই বয়সে শরীরে শক্তি বৃদ্ধি হয়। বাচ্চা যদি জীবিত থাকে তবে তা ﷺ সারা জীবন কাজে আসবে।
- (১৩) বাচ্চাদের বারবার খাবার না দেয়া উচিত। যতক্ষণ প্রথম খাবার হজম না হয় দ্বিতীয়বার খাবার কখনো দিবেন না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

- (১৪) টক, মিষ্টি ও ঝালের অভ্যাস থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করা খুব প্রয়োজন এই জিনিষগুলো স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।
- (১৫) বাচ্চাকে শুকনো ও তরতাজা ফল খাওয়ানো খুবই ভাল।
- (১৬) যত ছোট বয়সে খতনা করা যায় তত উত্তম। কষ্টও কম হয় এবং আঘাত দ্রুত শুকিয়ে যায়।

গর্ভবর্তী মা ও বাচ্চার হিফাজতের রুহানী ব্যবস্থাপত্র

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ এটা কোন একটি কাগজে ৫৫ বার লিখে বা লিখিয়ে নিয়ে প্রয়োজন মত তাবিজের ন্যায় ভাঁজ করে মোম বা প্লাষ্টিক দিয়ে জাম করে কাপড়, রেক্সিন বা চামড়া দিয়ে সেলাই করে গর্ভবর্তী মহিলারা গলায় বুলাবে বা বাহুতে বাঁধবে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ গর্ভও ঠিক থাকবে এবং বাচ্চাও বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকবে। যদি اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ৫৫ বার (শুরু ও শেষে একবার দরুদ শরীফ) পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে রেখে দিন এবং বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে বাচ্চার মুখে লাগিয়ে দিন তবে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ বাচ্চা মেধাবী হবে এবং রোগ মুক্ত থাকবে। যদি তা পড়ে যাইতুন শরীফের তেলে ফুঁক দিয়ে বাচ্চার শরীরে হালকাভাবে মালিশ করে দেয়া যায় তাহলে তা খুবই উপকারী হয়। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ কীট পতঙ্গ ও অন্যান্য বিষাক্ত, পোকা মাকড় বাচ্চা থেকে দূরে থাকবে। এইভাবে পড়া যাইতুন তৈল বড়দের শারীরিক ব্যথার মালিশের জন্য কাজে আসে।

সেহেরী খাওয়া সুন্নাত

আল্লাহ তাআলার কোটি কোটি দয়া যে, তিনি আমাদেরকে রোযার মতো মহান নেয়ামত দান করেছেন। আর সাথে সাথে শক্তি অর্জনের জন্য সেহেরীর শুধু অনুমতি দেন নি, বরং এতে আমাদের জন্য সাওয়াব রেখে দিয়েছেন। নবীকুল সুলতান, সরদারে দোঁজাহান, মাহবুবে রহমান, হুযর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যদিও আমাদের মতো পানাহারের মুখাপেক্ষী নন,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দার’ইন্নি)

তবুও আমাদের প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমরা গোলামদের খাতিরে সেহেরী করতেন, যাতে প্রিয় গোলামগণ তাদের দয়ালু মুনিব, সৃষ্টিকুলের বাদশাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাত মনে করে সেহেরী করে নেয়। অনুরূপভাবে তারা দিনের বেলায় রোযা পালনে শক্তির সাথে সাথে সুন্নাতের উপর আমল করার সাওয়াবও পেয়ে যায়। কোন কোন ইসলামী ভাইকে দেখা যায় যে, কখনো কখনো তাঁরা সেহেরী করেন না। তখন সকালে নানা ধরনের কথা রচনা করে আর এভাবে বলে বেড়াতে শোনা যায়, “আমরা তো সেহেরী ছাড়াই রোযা রেখে ফেলেছি।” তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আশিকরা! সেহেরী ছাড়া রোযা রাখার মধ্যে গর্বের কিছুই নেই, যার উপর গর্ব করা হচ্ছে বরং সেহেরীর সুন্নাত হাতছাড়া হয়ে যাবার জন্য লজ্জিত হওয়া চাই। আফসোস করা চাই। কারণ, মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর এক মহা সুন্নাত হাতছাড়া হয়ে গেছে।

হাজার বছরের ইবাদত অপেক্ষাও উত্তম

হযরত সাযিদুনা শায়খ শরফুদ্দীন ওরফে বাবা বুলবুল শাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আমাকে তাঁর রহমত দ্বারা এতো বেশি শক্তি দান করেছেন যে, আমি পানাহার এবং কোন আসবাবপত্র ছাড়াই জীবন যাপন করতে পারি। কিন্তু যেহেতু এসব বিষয় বর্জন করা আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাত নয়, সেহেতু আমি এগুলো থেকে বিরত থাকি। আমার নিকট সুন্নাতের অনুসরণ হাজার বছরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।” মোট কথা সমস্ত কর্মের সৌন্দর্য তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

ঘুমানোর পর সেহেরীর অনুমতি ছিলো না

প্রাথমিক অবস্থায় রাতে ঘুম থেকে ওঠে সেহেরী করার অনুমতি ছিলো না। রোযা পালনকারীর জন্য সূর্যাস্তের পর শুধু ওই সময় পর্যন্ত পানাহার করার অনুমতি ছিলো, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে না পড়ে। যদি ঘুমিয়ে পড়ে তবে পুনরায় জাগ্রত হয়ে পানাহার করা নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপন প্রিয় বান্দাদের উপর মহা অনুগ্রহ করেছেন- সেহেরীর অনুমতি দান করেছেন। তার কারণ এটা এমনই ছিলো, যেমন ‘কানযুল ঈমান’ শরীফের তফসীর ‘খাযাইনুল ইরফানে’ হযরত সদরুল আফযিল মাওলানা সাযি়দ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ উল্লেখ করেছেন:

সেহেরীর অনুমতির ঘটনা

হযরত সাযি়দুনা সারমাহ্ ইবনে কায়স رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا পরিশ্রমী লোক ছিলেন। একদিন রোযা পালনকালে আপন জমিতে সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় ঘরে আসলেন। তার সম্মানিতা স্ত্রী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর নিকট খাবার চাইলেন তখন তার স্ত্রী রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। চোখে ঘুম এসে গেলো। খাবার তৈরী করে যখন তাঁকে জাগ্রত করলেন, তখন তিনি আহার করতে অস্বীকার করলেন। কেননা, তখনকার সময় (সূর্যাস্তের পর) ঘুমিয়ে পড়ে এমন লোকের জন্য পানাহার নিষিদ্ধ ছিল। তাই তিনি পানাহার ছাড়াই পরদিনও রোযা রেখে দিলেন। ফলে তিনি দুর্বল হয়ে বেহুশ হয়ে পড়লেন। সুতরাং তাঁর প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আহার করো ও পান করো, যতক্ষণ না তোমাদের জন্য প্রকাশ পেয়ে যায় সাদা রেখা কালো রেখা থেকে ফজর হয়ে। অতঃপর রাত আসা পর্যন্ত রোযা পূরণ করো।

(পারা-২, সূরা-বাকারা, আয়াত-১৮৭)

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ
اتَّمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

এ পবিত্র আয়াতে রাতকে কালো রেখা ও সোবহে সাদিককে সাদা রেখার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের জন্য রমযানুল মোবারকের রাতগুলোতে পানাহার করা মুবাহ। (অর্থাৎ বৈধ সাব্যস্ত হলো।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ থেকে একথাও জানা গেলো যে, ফজরের আযানের সাথে রোযার সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ ফযরের আযান চলাকালে পানাহার করার কোন বৈধতাই নেই। আযান হোক কিংবা না-ই হোক, আপনার কানে, আওয়াজ আসুক কিংবা না-ই আসুক! সোবহে সাদিক শুরু হতেই আপনার পানাহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

সেহেরীর ফযালত সম্পর্কে ৯টা বরকতময় হাদীস

- (১) “সেহেরী খাও! কারণ সেহেরীতে বরকত রয়েছে।”
(সহীহ বুখারী, ৬৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯২৩)
- (২) “আমাদের ও কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সেহেরী খাওয়া।” (আল ইহসান বিতরতীবে সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, ৫৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০৯৬)
- (৩) “আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ সেহেরী আহারকারীদের উপর রহমত নাযিল করেন।” (সহীহ ইবনে হাব্বান, ৫ম খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪৫৮)
- (৪) নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান, হুযর পুরনুর
رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে নিজের সাথে যখন কোন সাহাবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
সেহেরী খাওয়ার জন্য ডাকতেন, তখন ইরশাদ করতেন, “এসো!
বরকতের খাবার খেয়ে যাও!”
(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৪৪)
- (৫) “রোযা রাখার জন্য সেহেরী খেয়ে শক্তি অর্জন করো, আর দিনে
(অর্থাৎ দুপুরে) আরাম (অর্থাৎ দুপুরে বিশ্রাম) করে রাতে ইবাদত
করার জন্য শক্তি অর্জন কর!”
(সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৬৯৩)
- (৬) “সেহেরী বরকতের বস্তু, যা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দান
করেছেন। এটা কখনো ছাড়বে না।”
(নাসায়ী আসসুনানুল কুবরা, ২য় খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪৭২)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

(৭) “তিনজন লোক যতটুকু খেয়ে নিবে, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ তাদের কোন হিসাব নিকাশ হবে না। এ শর্তে যে, খাদ্য যদি হালাল হয়। তারা হলো; (১) রোযাদার, (২) সেহেরী আহারকারী ও (৩) মুজাহিদ, যে আল্লাহ তাআলার পথে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা-রক্ষীর কাজ করে।”

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-০৯)

(৮) “সেহেরী হচ্ছে সম্পূর্ণটাই বরকত। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো না। চাই এমনই অবস্থা হয় যে, তোমরা এক টোক পানি পান করে নিবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ সেহেরী আহারকারীদের উপর রহমত প্রেরণ করেন।”

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৪র্থ খন্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৩৯৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর এসব বাণী থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, সেহেরী আমাদের জন্য একটা বড় নেয়ামত, যা দ্বারা অগণিত দৈহিক ও আত্মিক উপকার পাওয়া যায়। এ কারণে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সেটাকে বরকতময় খাবার বলেছেন। যেমন-

(৯) হযরত সায্যিদুনা ইরবাব ইবনে সারিয়াহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেছেন, একবার রমযানুল মোবারকে মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকে নিজের সাথে সেহেরী খাওয়ার জন্য ডাকলেন। আর ইরশাদ করলেন: “এসো! মোবারক খাবারের জন্য।” (সুনানে আবু দাউদ, খন্ড ২য়, ৪৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৪৪)

রোযার জন্য কি সেহেরী পূর্বশর্ত?

কারো মনে যেন এ ভুল ধারণা না আসে যে, সেহেরী রোযার জন্য পূর্বশর্ত। বাস্তবে এমন নয়, বরং সেহেরী ছাড়াও রোযা শুদ্ধ হবে। কিন্তু জেনে বুঝে সেহেরী না করা উচিত নয়। কারণ, এটা একটা মহান সুনাত থেকে বঞ্চিত হওয়া। এটাও যেনো মনে থাকে যে, সেহেরীতে প্রচুর পরিমাণে খাওয়া জরুরী নয়। কয়েকটা খেজুর ও পানিই যদি সেহেরীর নিয়তে খেয়ে নেয়া হয় তবেও যথেষ্ট বরং খেজুর ও পানি দ্বারা সেহেরী করা তো সুনাতই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

খেজুর ও পানি দ্বারা সেহেরী খাওয়া সুন্নাত

যেমন, হযরত সাযিয়দুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সেহেরীর সময় আমাকে ইরশাদ করতেন: “আমি রোযা রাখতে চাই, আমাকে কিছু আহার করাও।” সুতরাং আমি কিছু খেজুর এবং একটা পাত্রে পানি পেশ করতাম।”

(নাসাঈকৃত আসসুনানুল কোবরা, ২য় খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪৭৭)

صَلُّوا عَلَى الْخَيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

খেজুর হচ্ছে সর্বোত্তম সেহেরী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, রোযাদারের জন্য একেতো সেহেরী করা সুন্নাত দ্বিতীয়ত: খেজুর ও পানি দিয়ে সেহেরী করা সুন্নাত; বরং খেজুর দিয়ে সেহেরী করার জন্য তো তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রক্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাদের উৎসাহিত করেছেন। যেমন সাযিয়দুনা সা-ইব ইবনে ইয়াযীদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তাজেদারে মদীনা, সুরুরে কলবো সীনা খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: نِعْمَ السُّحُورُ التُّبْرُ (অর্থাৎ খেজুর হচ্ছে সর্বোত্তম সেহেরী।)”

(আত্তারহীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১২)

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন: نِعْمَ السُّحُورُ الْبُومِنِ التُّبْرُ (অর্থাৎ- খেজুর হচ্ছে মু'মিনের সর্বোত্তম সেহেরী।)”

(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৩, হাদীস নং-২৩৪৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খেজুর ও পানি একত্রে খাওয়াও সেহেরীর জন্য পূর্বশর্ত নয়। সামান্য পানিও যদি সেহেরীর নিয়তে পান করা হয়, তবে তা দ্বারাও সেহেরীর সুন্নাত পালন হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

সেহেরীর সময় কখন হয়?

আরবী ভাষায় প্রসিদ্ধ কিতাব ‘কামূস’ (অভিধান) এর মধ্যে ‘সাহার’ সম্পর্কে লিখা হয়েছে, “সাহার” ওই খাবারকে বলে, যা ভোর বেলায় খাওয়া হয়।” হানাফী মাযহাবের মহান পেশাওয়া হযরত মাওলানা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “কারো কারো মতে সেহেরীর সময় অর্ধরাত থেকে শুরু হয়।” (মিরকাতুল মাফাতীহ, শরহে মিশকাতিল মাসাবীহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)

সেহেরী দেরীতে খাওয়া উত্তম

যেমন হাদীসে মোবারকে ইরশাদ হয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা ইয়া'লা ইবনে মুররাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “তিনটি জিনিসকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন: ১. ইফতারে তাড়াতাড়ি করা, ২. সেহেরীতে দেরী করা ৩. নামাযে দাঁড়ানোর সময় হাতের উপর হাত রাখা।” (আভারগীব ওয়াভারহীব, ২য় খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-০৪)

‘সেহেরীতে দেরী’ বলতে কোন সময়টিকে বুঝায়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সেহেরীতে দেরী করা মুস্তাহাব। দেরীতে সেহেরী করলে বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। এখানে মনে এ প্রশ্নও জাগতে পারে যে, ‘দেরী’ বলতে কোন সময়ের কথা বুঝায়। হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাফসীরে নঈমীতে লিখেছেন, “এটা দ্বারা রাতের ষষ্ঠ অংশ বুঝায়।” তার পরও মনে প্রশ্ন থেকে যায়- “রাতের ষষ্ঠ অংশ কীভাবে বুঝা যায়?” এর জবাব হচ্ছে, ‘সূর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়সীমাকে রাত বলে।’ যেমন- কোন দিন সন্ধ্যা সাতটার সময় সূর্য অস্ত গেলো। তারপর চারটার সময় সোবহে সাদিক হলো। এভাবে সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে যে নয় ঘন্টার বিরতি অতিবাহিত হলো সেটাকেই রাত বলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

এখন রাতের এ ৯ ঘন্টাকে সমান ছয়ভাগে ভাগ করো! প্রতিটি ভাগ দেড় ঘন্টারই হয়ে থাকে। এখন রাতে শেষ দেড় ঘন্টা (রাত আড়াইটা থেকে ৪টা পর্যন্ত) এর মধ্যে সুবহে সাদিকের পূর্বে যখনই সেহেরী করবেন, তা-ই দেরীতে সেহেরী করা হলো। সেহেরী ও ইফতারের সময় সাধারণত: প্রত্যেকদিন পরিবর্তিত হতেই থাকে। বর্ণিত নিয়মানুসারে যখনই চান রাতের ষষ্ঠ অংশ বের করতে পারেন। যদি রাতে সাহরী করে নেন, আর রোযার নিয়্যতও করে ফেলে থাকেন, বরং সাধারণ লোকের পরিভাষায় ‘রোযাবন্ধ’ও করে ফেলে থাকেন, তবুও রাতের বাকী অংশ সুবহে সাদিক শেষ হওয়া পর্যন্ত যখনই চান পানাহার করতে পারেন। নতুনভাবে নিয়্যত করার দরকার নেই।

ফজরের আযান নামাযের জন্যই, সেহেরীখাওয়া বন্ধ করার জন্য নয়

সেহেরীতে এতো বিলম্বও করবেন না যে, সোবহে সাদিক হয়ে গেলো কিনা সন্দেহ হয়ে যায়। যেমন, কেউ কেউ সুবহে সাদিকের পর ফজরের আযান হচ্ছে, এদিকে সে কিন্তু পানাহার করতেই থাকে। যদি আহার না করে, তবে পানি পান করে হলেও অবশ্যই তখন সেহেরী খাওয়া শেষ করে থাকে। আহা! বেচারাগণ এভাবে সেহেরী খাওয়া তো করে, কিন্তু রোযাকে এভাবে তারা একেবারে খোলা অবস্থায়ই ছেড়ে দেয়। বস্তুত: এভাবে হবেই না। সারা দিন ক্ষুধা-পিপাসা ছাড়া কিছুই তার হস্তগত হয় না। সেহেরী খাওয়ার শেষ সময়ের সম্পর্ক আযানের সাথে নয়, সুবহে সাদিকের আগেভাগেই পানাহার বন্ধ করা জরুরী। যেমন- ইতোপূর্বে উল্লেখিত পবিত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় গত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানকে ‘সুস্থ বিবেক’ দান করো! আর সঠিক সময়ের জ্ঞান অর্জন করে রোযা-নামায ইত্যাদি ইবাদত বিশুদ্ধভাবে পালন করার তওফীক দান করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

পানাহার বন্ধ করে দিন

আজকাল ইলমে দ্বীন থেকে দূরে থাকার কারণে সাধারণ মানুষের নিকট এ নিয়ম প্রচলিত আছে যে, তারা আযান বা সাইরেন এর উপর সেহেরী ও ইফতারের সময় ঠিক করে। বরং কিছু লোক এমন আছে যারা ফজরের আযান দেয়া অবস্থায় সেহেরী খাওয়া শেষ করে। এই সাধারণ ভুলকে দূর করার জন্য কতইনা উত্তম হত যে, যদি রমযানুল মোবারক মাসে প্রত্যেকদিন সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পূর্বে প্রত্যেক মসজিদে উঁচু আওয়াজে এইভাবে ৩ বার ঘোষণা করে দেয়া। “রোযাদারগণ! আজ সেহেরীর শেষ সময় (যেমন) ৪টা ১২ মিনিটে। সময় শেষ হয়ে এসেছে। দ্রুত পানাহার বন্ধ করে দিন। অবশ্যই আযানের জন্য অপেক্ষা করবেন না। (সেহেরী খাওয়ার সময় শেষ হয়ে গেলে) আযান ফযরের নামাযের জন্য দেয়া হবে।” প্রত্যেকেই এই কথা বুঝা দরকার যে ফযরের আযান অবশ্যই অবশ্যই সুবহে সাদিকের পরই হতে হবে। এবং তা সেহেরী খাওয়া বন্ধ করার জন্য নয়। বরং শুধুমাত্র ফযরের নামাযের জন্যই দেয়া হয়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মাদানী কাফেলার নিয়ন্ত্রণ করার সাথে সাথেই

সমস্যার সমাধান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকুন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ। দুনিয়া আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ লাভ হবে। আপনাদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য মাদানী বাহারের একটি ফুল আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি: যেমন- লাডি, বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা নিজস্বভাবে উপস্থাপন করছি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

“আমার বড় ভাই এর বিবাহের দিন নিকটবর্তী হচ্ছে, খরচের ব্যবস্থা ছিল না। আমি অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে গেলাম। ঋণ নেয়ার জন্যও মন চাইছে না। যদি শোধ করতে দেবী হয় তাহলে আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর বদনাম হবে। একদিন খুব চিন্তিত অবস্থায় যোহরের নামায আদায় করলাম এবং মনে মনে নিয়ত করলাম, যদি টাকার ব্যবস্থা হয় তবে মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করব। নামায শেষ করার পর এখনো নামাযীদের সাথে মোলাকাত, মোসাফাহা ও ইনফিরাদী কৌশিশেই ব্যস্ত ছিলাম, ইতোমধ্যে ইমাম সাহেব যিনি আমার জ্যাঠা হন এবং আমার এই পেরেশানী সম্পর্কেও অবগত। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ চাওয়া ব্যতীত তিনি নিজে নিজে আমাকে টাকা দেওয়ার ওয়াদা করলেন। আমি ২য় দিনই মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়তের বরকতে আমার চিন্তা দূর হয়ে গেল। বিয়ের তারিখ সন্নিহিত হতেই আমি কর্জের মধ্যে ছিলাম কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বড় ভাইজানের বিবাহও হয়ে গেল এবং ঋণও শোধ হয়ে গেল।

কলবভী শাদ হো, ঘরভী আবাদ হো, শাদীয়াভী রচে কাফিলো মে চলো,
করজ উত্তর যায়েগা যখম ভর যায়েগা, ছব বালায়ে ঠলে কাফিলে মে চলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ছোট ভাই এর মাদানী কাফেলা সফরের নিয়তের বরকতে ঋণ আদায় করার ব্যবস্থা, টাকার ব্যবস্থা ও বড় ভাই এর বিবাহের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল।

ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার আমল

প্রত্যেক নামাযের পর শুরুতে ও শেষে একবার করে দরুদ শরীফ সহ সাতবার সূরায়ে কুরাইশ পড়ে দোয়া করুন। পাহাড় সমান ঋণ হলেও اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ আদায় হয়ে যাবে। এই আমল উদ্দেশ্য সফল হওয়া পর্যন্ত জারী রাখুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (অবারণী)

ঋণ পরিশোধের অর্থীফা

اللَّهُمَّ اَكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

অর্থ: “ইয়া আল্লাহ! আমাকে হালাল রিযিক দিয়ে হারাম থেকে বাঁচাও। আর তোমার দয়া আর মেহেরবানীতে তুমি ছাড়া অন্য কারো কাছে অমুখাপেক্ষী বানাও।” উল্লেখিত দোয়া উদ্দেশ্যে সফল হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পর ১১ বার করে এবং সকালে ১০০ বার ও সন্ধ্যায় ১০০ বার (শুরুতে ও শেষে একবার করে দরুদ শরীফসহ) দৈনিক পাঠ করুন। বর্ণিত আছে যে, এক দরিদ্র গোলাম হযরত আলী মুরতাজা শেরে খোদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর দরবারে আরয করলেন, “আমি নিজেকে আযাদ করার যে চুক্তি করেছি সে মত টাকা দিতে অপারগ। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “আমি তোমাকে কিছু কালিমা শিখাব যা হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকে শিখিয়েছেন। যদি তোমার উপর সীর পাহাড় সমান ঋণ থাকে তবুও আল্লাহ তাআলা তোমার পক্ষ থেকে আদায় করে দিবেন। তুমি এটা বল: -

اللَّهُمَّ اَكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

অর্থ: “ইয়া আল্লাহ! আমাকে হালাল রিযিক দিয়ে হারাম থেকে বাঁচাও। আর তোমার দয়া ও মেহেরবানীতে তুমি ছাড়া অন্য কারো কাছে অমুখাপেক্ষী বানাও।” (জামে ভিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৫৭৪)

মাদানী আবেদন: এই আমল শুরু করার পূর্বে হযুর গউছে পাক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কমপক্ষে ১১ টাকা নজর নিয়াজ (ফাতিহা) দিন, আর কাজ হয়ে গেলে কমপক্ষে ২৫ টাকার নজর নিয়াজ হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ইছালে সাওয়াব উদ্দেশ্যে বণ্টন করে দিন। (উল্লেখিত টাকার পরিমাণ রিসালা, কিতাবও বণ্টন করা যেতে পারে।)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

সকাল ও সন্ধ্যার পরিচয়

অর্ধরাতের পর থেকে সূর্যের প্রথম আলো চাইশানো পর্যন্ত সকাল। আর যোহরের সময় থেকে আরম্ভ করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে সন্ধ্যা বলা হয়। মাদানী পরামর্শ: পেরেশানগ্রস্থ ইসলামী ভাইদের উচিত যে দাওয়াতে ইসলামী সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করে সেখানে দোয়া করা। আর যদি নিজে অপারগ যেমন যদি ইসলামী বোন হয়, তাহলে ঘর থেকে অন্য কাউকে সফরে পাঠিয়ে দেয়া।

ইফতারের বর্ণনা

যখন সূর্যাস্তের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন ইফতার করতে দেৱী করা উচিত নয়; না সাইরেনের অপেক্ষা করবেন, না আযানের। তাৎক্ষণিকভাবে কোন কিছু পানাহার করে নিবেন। কিন্তু খেজুর অথবা খোরমা অথবা পানি দ্বারা ইফতার করা সুন্নাত। খেজুর খেয়ে অথবা পানি পান করার পর এই দোয়াটি পড়বেন ৯

ইফতারের দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ أَمِنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

অর্থ: ইয়া আল্লাহ্ তাআলা! নিশ্চয় আমি রোযা রেখেছি, আমি তোমারই উপর ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করছি এবং তোমারই রিযিক দ্বারা ইফতার করেছি। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা)

৯ ইফতারের দোয়া সাধারণত: ইফতারের পূর্বে পড়ার প্রচলন আছে, কিন্তু ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তার ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ৩য় খন্ড, ৬০১ পৃষ্ঠা তাঁর গবেষণালব্দ মাসআলা এটাই পেশ করেছেন যে, দোয়া ইফতারের পরে পড়া হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

ইফতারের জন্য আযান শর্ত নয়

ইফতারের জন্য আযান শর্ত নয়। না হলে ঐ সমস্ত এলাকায় রোযা কেমনে খুলবে যেখানে মসজিদ নেই বা আযানের শব্দ আসে না। মূলতঃ মাগরিবের আযান দেয়া হয় মাগরিবের নামাযের জন্য। যেখানে মসজিদ আছে সেখানে-ই এ নিয়ম চালু করা যাবে। যখনই সূর্যাস্তের ব্যাপারে নিশ্চিত হোন তখন উঁচু আওয়াজে! عَلَى الْحَبِيبِ! বলার পর এইভাবে তিন বার ঘোষণা করে দেয়া যেতে পারে, “রোযাদারগণ! ইফতার করে নিন।”

ইফতারের ১১টি ফযীলত

(১) হযরত সায্যিদুনা সাহল ইবনে সা'দ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “মানুষ সব সময় মঙ্গল সহকারে থাকবে যতদিন তারা ইফতারে তাড়াতাড়ি করবে।”

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৯৫৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই সূর্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়, তখনই দেরী না করে খেজুর অথবা পানি ইত্যাদি দ্বারা ইফতার করে নিন এবং দোয়াও ইফতার করেই করুন, যাতে ইফতারে কোন রকম দেরী না হয়।

(২) রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আমার উম্মত আমার সূনাতের উপর থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইফতারের সময় আকাশে তারকা উদিত হবার জন্য অপেক্ষা করবে না।”

(আল ইহসান বিতরতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ৫ম খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫০১)

(৩) হযরত সায্যিদুনা আবু ছুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, ছযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “আমার বান্দাদের মধ্যে বেশি প্রিয় হচ্ছে সে-ই, যে ইফতারে তাড়াতাড়ি করে।”

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭০০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করা, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

প্রিয় হতে চাইলে ইফতারের সময় কোন প্রকারের ব্যস্ততা রাখবেন না। ব্যাস! তাৎক্ষণিকভাবে ইফতার করে নিন!

(৪) হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে এভাবে দেখিনি যে, তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইফতারের পূর্বে মাগরিবের নামায আদায় করেছেন বরং এক টোক পানি হলেও (যথাসময়ে) পান করে নিয়েছেন। অথচ ইফতার করে নিতেন।

(আন্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯১)

(৫) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “এ দ্বীন ততদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন পর্যন্ত লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করতে থাকবে। কারণ, ইহুদী ও খৃষ্টানরাই দেরীতে (ইফতার) করে থাকে।”

(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৫৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ পবিত্র হাদীসেও ইফতার তাড়াতাড়ি করার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে। ইফতারে দেরী করা যেহেতু ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাজ, সেহেতু তাদের মতো কাজ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

(৬) হযরত সায়্যিদুনা যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:

অর্থ: যে ব্যক্তি কোন ধর্মীয় যোদ্ধা কিংবা হাজীকে সামগ্রী (পাথের) যোগান দিয়েছে, কিংবা তার পিছনে তার পরিবার-পরিজনের দেখাশুনা করেছে, অথবা কোন রোযাদারকে ইফতার করিয়েছে, সেও তার সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে- তাদের সাওয়াবে কোনরূপ কম করা হবে না।

(নাসায়ীকৃত আসসুনানুল কুবরা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৬, হাদীস নং-৩৩০০)

مَنْ جَهَّزَ عَازِيًا أَوْ حَاجًّا أَوْ
خَلْفَةً فِي أَهْلِهِ أَوْ فَطَّرَ صَائِبًا
كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ جُورِهِمْ شَيْءٌ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! কতোই প্রিয় সুসংবাদ! গাজী (ধর্মীয় যোদ্ধা) কে জিহাদের সামগ্রী যোগান দাতাকে গাজীরই মতো, হজ্জ যাত্রীকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য হজ্জের আর ইফতারের ব্যবস্থাকারীকে রোযাদারের মতো সাওয়াব দেয়া হবে। দয়ার উপর দয়া হচ্ছে এ যে, ওইসব লোকের সাওয়াবের মধ্যেও কোনরূপ কম করা হবে না। এটাতে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তবে উল্লেখ্য যে, হজ্জ ও ওমরার জন্য ভিক্ষা করা হারাম। এ ভিক্ষাকারীকে ভিক্ষা দেয়াও গুনাহ।

ইফতার করানোর মহা ফযীলত

- (৭) হযরত সাযিয়্যুনা সালমান ফারসী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; ভাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য কিংবা পানীয় দ্বারা (কোন মুসলমান) কে রোযার ইফতার করালো, ফেরেশতাগণ মাহে রমযানের সময়গুলোতে তার জন্য ইস্তিগফার করেন। আর (হযরত) জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَامُ শবে ক্বদরে তার জন্য ইস্তিগফার করেন।” (তাবরানী আল-মু'জামুল কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬১৬২)
- سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! কোরবান হোন আল্লাহ তাআলার রহমতের উপর! কোন ইসলামী ভাই মাহে রমযানে যদি কোন রোযাদার ইসলামী ভাইকে এক আধটা খেজুর দ্বারা এক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করান, তবে তার জন্য আল্লাহ তাআলার নিষ্পাপ ফেরেশতাগণ রমযানুল মোবারকের সময়গুলোতে আর ফেরেশতাদের সরদার হযরত সাযিয়্যুনা জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَامُ শবে ক্বদরে মাগফিরাতের দোয়া করেন। (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলারই অনুগ্রহের জন্য)।

জিব্রাইল কর্তৃক মুসাফাহার নমুনা

- (৮) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে রমযানে রোযার ইফতার করায়, রমযানের সমস্ত রাতে ফেরেশতাগণ তার উপর দরুদ (রহমত) প্রেরণ করেন,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

আর শবে কুদরে জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام তার সাথে মোসাফাহা করেন। বস্তুতঃ যার সাথে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام মোসাফাহা করেন, তার চোখ দুটি আল্লাহ তাআলার ভয়ে অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং তার হৃদয় গলে যায়। (কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৬৫৩)

রোযাদারকে পানি পান করানোর ফরযীনত

(৯) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, “যে ব্যক্তি রোযাদারকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে আমার ‘হাওয়’ থেকে পান করাবেন। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত কখনো পিপাসার্ত হবে না।”

(সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৮৭)

(১০) হযরত সায্যিদুনা সালমান ইবনে আমের رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রোযার ইফতার করে, তবে সে যেনো খেজুর কিংবা খোরমা দিয়ে ইফতার করে। কারণ, তা হচ্ছে বরকত। আর তা না হলে পানি দ্বারা করবে, তাতো পবিত্রকারী।”

(জামে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৯৫)

এ হাদীসে পাকে এ উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, সম্ভব হলে খেজুর কিংবা খোরমা দিয়ে যেনো ইফতার করানো হয়। কারণ, এটা সুন্নাত। আর যদি খেজুর পাওয়া না যায়, তবে যেনো পানি দিয়ে ইফতার করে নেয়া হয়। এটাও পবিত্রকারী।

(১১) হযরত সায্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নামাযের পূর্বে তাজা-ভেজা খেজুর সমূহ দ্বারা ইফতার করতেন। এটা না থাকলে কয়েকটা খোরমা দিয়ে আর তাও না থাকলে কয়েক (গ্লাস) পানি দ্বারা ইফতার করে নিতেন। (সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৭, হাদীস নং-২৩৫৬)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

এ হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে: খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুয়নিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ প্রথমত: তাজা-ভেজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতে পছন্দ করতেন, যদি তা না থাকতো তবে শুকনা খেজুর (খোরমা) দিয়ে, তাও না থাকলে পানি দিয়ে ইফতার করতেন। সুতরাং আমাদের প্রচেষ্টাও এটাই থাকা উচিত। আমরাও ইফতারের জন্য মিষ্ট মিষ্ট খেজুর পাওয়া গেলে, যা নবী করীম, রউফুর রহীম, হুয়ুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রিয় সুন্নাত, তা দিয়ে; এটা পাওয়া না গেলে, খোরমা দিয়ে, আর তাও পাওয়া না গেলে পানি দ্বারা ইফতার করে নিবো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বরকতময় হাদীস সমূহে সেহেরী ও ইফতারের ক্ষেত্রে খেজুর ব্যবহারের প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। খেজুর খাওয়া, খেজুর ভিজিয়ে সেটার পানি পান করা, তা দ্বারা চিকিৎসাপত্র নির্ণয় করা-এ সবই সুন্নাত। মোটকথা, এতে অসংখ্য বরকত রয়েছে। এতে অগণিত রোগের চিকিৎসা রয়েছে। যেমন-

খেজুরের ২৫ টি মাদানী ফুল

(১) আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “উন্নতমানের ‘আজওয়াহ’ (মদীনা মুনাওয়ারার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান খেজুরের নাম) এর মধ্যে প্রতিটি রোগের আরোগ্য রয়েছে।” আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর বর্ণনা অনুসারে, “সাতদিন যাবত প্রতিদিন সাতটি করে ‘আজওয়াহ’ খেজুর খেলে ‘কুষ্ঠরোগ’ (সাদারোগ) দূরীভূত হয়।”

(ওমদাতুল কানী, ১৪ খন্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৭৬৮)

(২) তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রক্বুল ইয়ুযত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আজওয়া খেজুর জান্নাত থেকে।” এটা বিষ-আক্রান্তকে আরোগ্য দান করে।” (ভিরমিযী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৭৩) বুখারী শরীফের বর্ণনানুসারে, যে ব্যক্তি সকালে ৭টা ‘আজওয়া’ খেজুর খেয়ে নেয়, ওই দিন যাদু এবং বিষ তাকে ক্ষতি করতে পারবে না।” (সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৫৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৪৪৫)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

- (৩) সাযিয়দুনা আবু ছুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, খেজুর খেলে ‘কুলাজ’ রোগ (কুলাজকে ইংরেজীতে APPENDIX বলা হয়) হয় না।” (কানযুল ওম্মাল, ১০ম খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪১৯১)
- (৪) তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “সকালে নাস্তা রূপে খেজুর খাও! এর ফলে পেটের ক্রিমি মরে যায়।”
(জামেউস সগীর, ৩৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৩৯৪)
- (৫) হযরত সাযিয়দুনা রবী ইবনে হাসীম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “আমার মতে গর্ভবতী নারীর জন্য খেজুর অপেক্ষা, আর অন্যান্য রোগীর মধু অপেক্ষা উত্তম অন্য কোন বস্তুর মধ্যে শেফা (আরোগ্য) নেই।”
(দুররে মানসুর, ৫ম খন্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা)
- (৬) সাযিয়দী মুহাম্মদ আহমদ যাহবী رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “গর্ভবতীকে খেজুর আহার করানো হলে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ পুত্রসন্তান প্রসব করবে, যে সুশ্রী, ধৈর্য এবং পরম স্বভাবের হবে।”
- (৭) যে ব্যক্তি উপবাসের কারণে দুর্বল হয়ে গেছে, তার জন্য খেজুর অত্যন্ত উপকারী, কেননা, এটার মধ্যে খাদ্যপ্রাণ (খাদ্যের উপাদান) ভরপুর রয়েছে। তা আহার করলে তাড়াতাড়ি শক্তি ফিরে আসে। সুতরাং খেজুর দ্বারা ইফতার করার মধ্যে এ রহস্যও রয়েছে।
- (৮) রোযায় তাৎক্ষণিকভাবে বরফের ঠান্ডা পানি পান করে নিলে গ্যাস সৃষ্টি হয়ে পাকস্থলী ও কলিজা ফুলে যাবার আশংকা বেশি থাকে।
খেজুর খেয়ে ঠান্ডা পানি পান করলে ক্ষতির আশংকা মুক্ত হওয়া যায়। অবশ্য, খুব বেশি ঠান্ডা পানি পান করা যে কোন সময়েই ক্ষতিকর।
- (৯) খেজুর ও খিরা অথবা শসা অনুরূপভাবে খেজুর ও তরমুজ একসাথে খাওয়া সুন্নাত। এতে ও হিকমতের মাদানী ফুল রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের পালনের জন্য এ সুন্নাতটাই যথেষ্ট। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে, “এতে জৈবিক ও দৈহিক দুর্বলতা দূর হয়ে যায়। মাখনের সাথে খেজুর খাওয়াও সুন্নাত।

(সুনানে ইবনে মাজাহ ৪র্থ খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৩৩৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

এক সাথে পুরাতন ও তাজা খেজুর আহার করাও সুন্নাত। ‘ইবনে মাজাহ’ শরীফে আছে-যখন শয়তান কাউকে এমন করতে দেখে তখন এ বলে (আফসোস করে) “পুরাতনের সাথে নতুন খেজুর খেয়ে মানুষ মজবুত দেহ বিশিষ্ট হয়ে গেলো।”

(সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৩৩০)

- (১০) খেজুর খেলে পুরাতন ‘কোষ্টকাঠিন্য’ দূর হয়ে যায়।
- (১১) হৃদরোগ এবং যকৃত মুত্রথলী, প্লীহা ও অস্ত্রের রোগ-ব্যাদির জন্য খেজুর উপকারী। এটা কফ বের করে দেয়। মুখের শুষ্কতা দূর করে। যৌন শক্তি বৃদ্ধি করে এবং প্রস্রাব সহজে বের হতে সাহায্য করে।
- (১২) হৃদরোগ ও চক্ষুর কালো ছানি রোগের জন্য খেজুরকে দানা সহকারে পিষে খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- (১৩) খেজুরকে ভিজিয়ে সেটার পানি পান করে নিলে, কলিজার রোগ-ব্যাদি দূর হয়ে যায়। আমাশয় রোগের জন্যও এ পানি উপকারী। (রাতে ভিজিয়ে ভোরের নাস্তায় ওই পানি পান করবেন, কিন্তু ভেজানোর জন্য ফ্রিজের মধ্যে রাখবেন না।)
- (১৪) খেজুরকে দুধের সাথে গরম করে খাওয়া সর্বোত্তম শক্তিশালী খাদ্য। এ খাদ্য রোগের পরবর্তী দুর্বলতা দূর করার জন্য খুবই উপকারী।
- (১৫) খেজুর আহার করলে আঘাত তাড়াতাড়ি পূর্ণ হয়ে যায়।
- (১৬) প্লীহা রোগীর জন্য খেজুর উত্তম ঔষধ।
- (১৭) তাজা-পাকা খেজুর ‘হলদে’ (যা বমির সাথে তিক্ত পানি বের হয়) ‘এসিডিটি’ শেষ করে।
- (১৮) খেজুরের বিচিগুলোকে আগুনে পুড়ে সেগুলো দিয়ে মাজন তৈরী করে নিন। এটা দাঁতগুলোকে উজ্জল করে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।
- (১৯) খেজুরের পোড়া বিচির ছাই লাগালে আঘাতের রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং আঘাত তাড়াতাড়ি বেরে ওঠে।
- (২০) খেজুর বিচিকে আগুনে ফেলে ধোঁয়া নিলে অর্শ্বরোগের ক্ষতগুলো শুকিয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাযাদাতুদ দার'ইন্দি)

- (২১) খেজুর গাছের শিকড়গুলো কিংবা পাতাগুলোর পোড়া ছাই দ্বারা মাজন তৈরী করে দাঁত মাজলে দাঁতের ব্যথা দূর হয়। শিকড় ও পাতাগুলো সিদ্ধ করে তা দ্বারা কুলি করলেও দাঁতের ব্যথা দূর হয়।
- (২২) যে ব্যক্তির খেজুর খেলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া **SIDE EFFECT** দেখা দেয়, সে আনারের রস কিংবা পোস্তা-দানা অথবা কালো মরিচের সাথে খেলে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ উপকার পাওয়া যাবে।
- (২৩) আধ-পাকা ও পুরাতন খেজুর একসাথে খেলে ক্ষতি করে। অনুরূপভাবে, খেজুরের সাথে আঙ্গুর কিংবা কিসমিস বা মুনাঙ্কা মিলিয়ে খাওয়া, খেজুর ও ডুমুর ফল একসাথে খাওয়া, রোগ উপশম হবার সাথে সাথেই দুর্বলতার সময় বেশী খেজুর খাওয়া এবং চোখের রোগে খেজুর খাওয়া ক্ষতিকর। একই সময়ে পাঁচ তোলা (অর্থাৎ-প্রায় ৬০ গ্রাম) অপেক্ষা বেশী খেজুর খাবেন না। পুরাতন খেজুর খাওয়ার সময় ছিড়ে ভিতরে দেখে নেয়া সুন্নাত। কেননা, তাতে কখনো কখনো ছোট ছোট লাল বর্ণের পোকা থাকে। সুতরাং পরিস্কার করে খাবেন। যেই খেজুরের ভিতর পোকা হওয়ার সম্ভাবনা হয় তা পরিস্কার ছাড়া খাওয়া মাকরুহ। (আউনুল মারুদ, ১০ম খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা) বিক্রেতা খেজুরকে উজ্জল করার জন্য বেশীরভাগ সময় সরিষার তেল লাগায়। সুতরাং উত্তম হচ্ছে খেজুরকে কয়েক মিনিট পানিয়ে চুবিয়ে রাখা। যাতে মাছির আবর্জনা ও ধুলি-বালি আলাদা হয়ে যায়। গাছ-পাকা খেজুর বেশী উপকারী।
- (২৫) মদীনা মুনাওয়ারার খেজুরের বিচি এদিক-সেদিক ফেলবেন না। কোন আদব সম্পন্ন জায়গায় অথবা সমুদ্রে ফেলবেন কিংবা বপন করে দিবেন। অথবা যাঁতাকল দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে ডিব্বায় ভরে রেখে দিবেন এবং সুপারীর স্থলে ব্যবহার করে সেগুলোর বরকত লুফে নিবেন। ‘মদীনা মুনাওয়ারা’ হয়ে আসা যে কোন জিনিস চাই তা দুনিয়ার যে কোন ভূখন্ডের হোক না কেন, মদীনা পাকের আকাশের নিচে প্রবেশ করতেই সেটা মদীনার হয়ে যায়। সুতরাং আশেকগণ সেটার প্রতি আদব করেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযাদার কতোই সৌভাগ্যবান যে, সে সব সময় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে থাকে। এমনকি যখন ইফতারের সময় আসে তখন সে যে কোন দোয়াই করুক, আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতায় তা কবুল করে নেন। যেমন সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; রহমাতুল্লিল আলামীন, সাযিয়দুল মুরসালীন, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لِدَعْوَةٍ مَا تُرَدُّ

অর্থ: নিশ্চয় রোযাদারের জন্য ইফতারের সময় এমন একটি দোয়া থাকে, যা ফিরিয়ে দেয়া হয় না (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯)

হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না: (১) রোযাদারের, (ইফতারের সময়), (২) ন্যায় বিচারক বাদশাহের এবং (৩) ময়লুমের। এ তিন জনের দোয়া আল্লাহ তাআলা মেঘ থেকে ও অনেক উঁচু তুলে নেন এবং আসমানের দরজা তার জন্য খুলে দেয়া হয় এবং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: “আমি আমার সম্মানের শপথ করছি! আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য করবো, যদিও কিছু দেরিতে হয়।”

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৫২)

আমরা পানাহারে লিপ্ত থেকে যাই

প্রিয় রোযাদার! আপনাকে ধন্যবাদ! আপনার জন্য এ সুসংবাদ রয়েছে যে, ইফতারের সময় যে দোয়াই করেন কবুল হবার মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু আফসোস! আজকাল আমাদের অবস্থা কিছুটা এমনই আশ্চর্যজনক হয়ে গেছে যে, দোয়ার সময় দোয়া করবেন না। ইফতারের সময় আমাদের ‘নফস’ বড়ই পরীক্ষায় পড়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

কেননা, সাধারণতঃ ইফতারের সময় আমাদের সামনে নানা প্রকার ফলমূল, কাবাব, সামুসা, পেয়াজু-বুট ইত্যাদির সাথে সাথে, গরমের মৌসুম হলে তো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা শরবতের গ্লাস মওজুদ থাকে। ক্ষুধা-পিপাসার তীব্রতার কারণে আমরা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত তো হয়ে থাকি। ব্যাস! সূর্য অস্ত যেতেই খাদ্য ও শরবতের উপর এমনিভাবে ঝাপিয়ে পড়ি যে, দোয়ার কথাও মনে থাকে না; দোয়া দোয়াই থেকে যায়। আমাদের অগণিত ইসলামী ভাই ইফতারের সময় পানাহারে এতো বেশি মগ্ন হয়ে যায় যে, তাঁরা মাগরিবের নামাযও পুরোপুরি পান না; বরং আল্লাহর পানাহ! কেউ কেউ তো এতো বেশি অলসতা করে যে, ঘরে ইফতার করে সেখানেই জামাআত ছাড়া নামায পড়ে নেয়। তাওবা! তাওবা!! ওহে জান্নাত প্রার্থীরা! এতটুকু অলসতা করবেন না! জামাআত সহকারে নামায পড়ার কঠিন তাকীদ এসেছে। আর সর্বদা মনে রাখবেন! কোন শরীয়াতের বাধ্যবাধকতা ছাড়া মসজিদে নামাযের জামাআত ছেড়ে দেয়া গুনাহ।

ইফতারের সতর্কতা সমূহ

উত্তম হচ্ছে এই যে, ১টি বা অর্ধেক খেজুর দ্বারা ইফতার করে দ্রুত মুখ পরিষ্কার করে নিবেন এবং জামাআতে শরীক হবেন। আজকাল মানুষ মসজিদে ফলমূল খেয়ে মুখ ভালভাবে পরিষ্কার না করে দ্রুত জামাআতে শরীক হয়ে যায়। অথচ খাবারের সামান্য অংশ কিংবা স্বাদ মুখে না থাকা চাই। যেহেতু তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “কিরামান কাতেবীনের (তথা আমল লিপিবদ্ধকারী দুজন সম্মানিত ফেরেশতা) নিকট এর চেয়ে কোন অসহ্য কিছু নেই, তারা যার নিকট নির্দিষ্ট থাকে তিনি এমন অবস্থায় নামায পড়তে দেখেন, তার দাঁতের ভিতর কিছু (খাদ্য কণা) লেগে থাকে।” (তবরানী কবীর, ৪র্থ খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৬১) আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: অনেক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায় ফেরেশতা তার মুখের সাথে নিজের মুখ রাখে,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

বান্দা যা পড়ে তা তার মুখ থেকে ফেরেশতার মুখে প্রবেশ করে, সে সময় যদি কোন খাদ্য কণা তার মুখে থাকে তাহলে তাতে ফেরেশতার এত কষ্ট হয় যে, যা অন্য কোন কিছুতে এত কষ্ট হয় না। রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রাতে নামাযের জন্য দাঁড়ায় তাহলে সে যেন মিসওয়াক করে নেয়। কেননা সে যখন নিজ নামাযে কিরাত পড়ে তখন ফেরেশতা তার মুখ ঐ বান্দার মুখের সাথে রাখে এবং যা ঐ বান্দার মুখ থেকে বের হয় তা ঐ ফেরেশতার মুখে প্রবেশ করে।” (কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা) আর ইমাম তাবরানী কবীরের মধ্যে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন, দুই ফেরেশতার নিকট এর চেয়ে বেশি কঠিন কোন বস্তু নেই যে তারা নিজ সাথীকে নামায পড়তে দেখে, যে অবস্থায় তার দাঁতের ভিতর খাদ্যের অংশ থাকে।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ৬২৪ ও ৬২৫ পৃষ্ঠা) মসজিদে ইফতারকারীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখ পরিষ্কার করতে কষ্টকর হয়। ভালভাবে পরিষ্কার করতে গেলে জামাআত শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য পরামর্শ রইলো যে শুধুমাত্র এক বা অর্ধেক খেজুর খেয়ে পানি পান করে নিন। পানি মুখের ভিতর ভালভাবে ঘুরিয়ে কুলি করে নিবেন। যাতে খেজুরের মিষ্টি স্বাদ ও অংশ দাঁত থেকে ছুটে পানির সাথে পেটের ভিতর চলে যায়। প্রয়োজন হলে দাঁতে খিলালও করে নিবেন। যদি মুখ পরিষ্কার করার সুযোগ না থাকে তখন সহজ ব্যবস্থা হল শুধু পানি দিয়ে ইফতার করে নিন। ঐ সমস্ত রোযাদার আমার নিকট খুব প্রিয়, যারা রকমারী ইফতারীর থালা ফেলে সূর্য ডোবার পূর্বে মসজিদের প্রথম কাতারে খেজুর পানি নিয়ে বসে যায়। এভাবে ইফতার দ্রুত শেষ হয়। মুখ পরিষ্কার করাও সহজ এবং প্রথম কাতারে প্রথম তাকবীরের সাথে জামাআতের সাথে নামায আদায় করাও নছীব হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

ইফতারের দোয়া

এক-আধটা খেজুর ইত্যাদি দিয়ে রোযার ইফতার করে নিন! তারপর দোয়া অবশ্যই করে নিবেন। কমপক্ষে এক/দুইটি দোয়া মাসূরা পড়ে নিন। প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বিভিন্ন সময় যেসব পৃথক পৃথক দোয়া করেছেন, তন্মধ্যে কমপক্ষে একটা দোয়া তো মুখস্থ করে নেয়া চাই। আর সেটা পড়ে নেয়া চাই। ইফতারের পরবর্তী একটা প্রসিদ্ধ দোয়া (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অন্য একটা বর্ণনা দেখুন! যেমন- আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় এসেছে, মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, ছয়ুবে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইফতারের সময় এ দোয়া পড়তেন:

اللَّهُمَّ لَكَ صُتُّ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

অর্থ: “ইয়া আল্লাহ! তোমারই জন্য আমি রোযা রাখলাম এবং তোমারই প্রদত্ত রিযিকের মাধ্যমে ইফতার করলাম।”

(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৫৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লিখিত বরকতময় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইফতারের সময় দোয়া ফেরত দেয়া হয় না। কোন কোন সময় দোয়া কবুল হওয়াও তা প্রকাশ পাবার উপর প্রভাব ফেলে। এ ভিত্তিতে আমাদের ইসলামী ভাইদের মনে একথা আসে যে, দোয়া শেষ পর্যন্ত কবুল হয় না কেন? হাদীসে মোবারকে তো দোয়া কবুল হবার সুসংবাদ এসেছে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকাশ্যতঃ বিলম্বের কারণে ভয় পাবেন না। সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা ইসলামী দর্শন শাস্ত্রের ইমাম সায়্যিদুনা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ‘আহসানুল বিআ লি আদাবিদুআ’ নামক কিতাবের ৭ম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

দোয়ার তিনটি উপকারিতা

তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: বান্দার দোয়ার তিনটি অবস্থার যে কোন একটা অবশ্যই হয়: (১) তার গুনাহ ক্ষমা করা হয়, (২) তার উপকার করে এবং (৩) তার জন্য আখিরাতে কল্যাণ সঞ্চয় করা হয়। সুতরাং বান্দা যখন আখিরাতে তার দোয়া গুলোর সাওয়াব দেখবে, যেগুলো দুনিয়ায় প্রতিদান পেয়েছিল, তখন এ কামনাই করবে, ‘আহ! দুনিয়ায় যদি আমার কোন দোয়ারই প্রতিদান দেয়া না হতো, আর সবই এখানকার (অর্থাৎ আখিরাতে) জন্য থেকে যেতো!’

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

দোয়ার মধ্যে পাঁচটা সৌভাগ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দোয়া বিনষ্ট তো হয়ই না। দুনিয়ায় সেটার প্রকাশ যদি নাও পায়, তবুও আখিরাতে সাওয়াব ও প্রতিদান তো পাওয়া যাবেই। সুতরাং দোয়ার মধ্যে অলসতা করা উচিত নয়।

পাঁচটি মাদানী ফুল

(১) প্রথম উপকার হচ্ছে-আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালন করা হয়। তাঁর নির্দেশ হচ্ছে: “আমার নিকট দোয়া করতেই থাকো। যেমন- কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

“আমার নিকট চাও! আমি কবুল

করবো। (পারা-২৪, মুমিন, আয়াত-৬০)

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ط

(২) দোয়া প্রার্থনা করা সুন্নাত। কারণ, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুয়ুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বেশির ভাগ সময় দোয়া করতেন। তাই দোয়া করার মধ্যে ‘সুন্নাতকে জীবিত করার সৌভাগ্যও লাভ হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরদুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরদুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

(৩) দোয়া করার মধ্যে নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবের রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আনুগত্যও পাওয়া যায়। কারণ, তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন গোলামদেরকে দোয়া করার তাকীদ দিতে থাকেন।

(৪) দোয়াকারী ইবাদতপরায়ণ লোকদের দলভুক্ত হয়ে যায়। কারণ, দোয়া নিজেই একটি ইবাদত বরং ইবাদতের মগজই। যেমন- নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান বাণী:

অর্থ: দোয়া হচ্ছে ইবাদতের মগজ।

(তিরমিযী শরীফ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪৩, হাদীস নং-৩৩৮২)

الدُّعَاءُ مَخُّ الْعِبَادَةِ

(৫) দোয়া প্রার্থনা করলে হয়তো তার গুনাহ ক্ষমা হয়, কিংবা দুনিয়াতেই তার সমস্যাদির সমাধান তারপর ওই দোয়া তার জন্য আখিরাতে ভান্ডার হয়ে যায়।

জানিনা কোন গুনাহ হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দোয়া করার মধ্যে আল্লাহ তাআলা এবং তার প্রিয় হাবীব, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আনুগত্যও রয়েছে, দোয়া করা সুনাতও। দোয়া করলে ইবাদতের সাওয়াবও পাওয়া যায়। তাছাড়া, দুনিয়া ও আখিরাতে বহু উপকারও অর্জিত হয়। কোন কোন লোককে দেখা গেছে যে, তারা দোয়া কবুল হবার জন্য খুব তাড়াহুড়া করে; বরং আল্লাহ তাআলার পানাহ! একথা বলে যে, ‘আমরা তো এত দীর্ঘদিন যাবৎ দোয়া করে আসছি, বুয়ুর্গদের দ্বারাও দোয়া করলাম, কোন পীর ফকীর বাদ দিলাম না? এসব ওযীফাও পড়ি, ওই সব দৈনিন্দন ওযীফাদি পড়ি, অমুক অমুক মাযারেও গেলাম, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমার চাহিদা পূরণই করেন না।’ বরং কেউ কেউ একথাও বলে বেড়াতে শূনা যায়, “জানিনা এমন কোন গুনাহ হয়ে গেলো, যার শাস্তি পাওয়া যাচ্ছে?”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

নামায না পড়া যেনো কোন জুলই নয়

এ ধরণের অভ্যুদ কথ্য বার্তা যারা বলে তাদেরকে যদি বলেন: “ভাই! আপনি সম্ভবত: নামায পড়েন?” তখন জবাব পাওয়া যায়, “জী, না।” আপনি দেখলেন তো! মুখে তো অনায়াসে বের হয়ে যাচ্ছে, “আমার দ্বারা এমন কোন গুনাহ সম্পন্ন হয়েছে, যার শাস্তি আমি পাচ্ছি?” আর নামাযের ক্ষেত্রে তার অলসতা তো তার নজরেই পড়ছে না। আল্লাহ তাআলার পানাহ! নামায না পড়া যেনো তার দৃষ্টিতে কোন গুনাহই না। আরে! নিজের ছোট্ট দেহটিরপ্রতি যদি সামান্য দৃষ্টিই দিতো! দেখুন না! মাথার চুল ইংরেজী, খৃষ্টানদের মতো, মাথাও খোলা, পোষাকও ইংরেজী, চেহারা মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শত্রু তথা অগ্নিপূজারীদের মতো; অর্থাৎ- নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান সুন্নাত দাঁড়ি মোবারক চেহারায় নেই। জীবন যাপনের রীতিনীতি ইসলামের শত্রুদের মতোই। নামায পর্যন্ত পড়ে না; অথচ নামায না পড়া জঘন্য গুনাহ। দাঁড়ি মুভানো হারাম। তদুপরি, দিনভর মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, ওয়াদা ভঙ্গ, মন্দ ধারণা, কুদৃষ্টি, পিতামাতার নাফরমানী, গালি-গালাজ, ফিল্ম-ড্রামা, গান-বাদ্য ইত্যাদি, জানিনা আরো কতো ধরণের গুনাহ করা হচ্ছে! কিন্তু এসব গুনাহ সাহেবের নজরেই পড়ছে না। এতো বেশি গুনাহ করা সত্ত্বেও শয়তান উদাসীন করে ছাড়ে। মুখে এসব অভিযোগপূর্ণ কথা উচ্চারিত হয়।

যেই বন্ধুর কথা আমরা মানি না, তিনি কি আমাদের কথা শুনবেন?

একটু চিন্তা করুন না! আপনার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু আপনাকে কোন কাজের জন্য কয়েকবার বললো; কিন্তু আপনি তার কাজটি করে দিলেন না। আর যদি আপনার কোন কাজ ওই বন্ধুর মাধ্যমে করাতে হয়, তাহলে একথা সুস্পষ্ট যে, আপনি প্রথমেই চিন্তা করবেন যে, ‘আমি তো তার কাজ একটাও করিনি, এখন সে আমার কাজটি কেন করবে?’

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

যদি আপনি সাহস করে অনুরোধ করতে পারবেন। আর সে বাস্তবিকই আপনার কাজ করেনি, তবুও আপনি অভিযোগ করতে পারবেন না। কারণ, আপনিও তো আপনার বন্ধুর কোন কাজ করেননি। এখন ঠান্ডা মাথায় ও স্থিরভাবে চিন্তা করো! আল্লাহ তাআলা কতো কাজ করতে বলেছেন! কতো বিধান জারী করেছেন! কিন্তু আপনি নিজে তাঁর কোন্ কোন্ বিধান পালন করছেন? চিন্তা করলে বুঝা যাবে তাঁর কতো বিধান পালনে কতো ত্রুটি হয়েছে! আশাকরি, এ কথা বুঝে এসে গেছে যে, নিজে তো আপন মহামহিম প্রতিপালকের নির্দেশাবলী পালন করবেন না, আর তিনি যদি কোন কথা (অর্থাৎ দোয়া) এর প্রভাব প্রকাশ না করেন, তখন অভিযোগ নিয়ে বসে যান! দেখুন না! আপনি যদি আপনার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কোন কথা বারংবার প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে হতে পারে যে, তিনি আপনার বন্ধুত্বেরই ইতি টানবে; কিন্তু আল্লাহ তাআলা বান্দাদের উপর কি পরিমাণ দয়াবান! লাখো বার তাঁর মহান নির্দেশের অমান্য করছে, তবুও তিনি আপন বান্দাদের তালিকা থেকে বাদ দেন না। তিনি দয়া ও করুণা করেই থাকেন। একটু চিন্তা করুন! যে সব বান্দা উপকারের কথা ভুলে গিয়ে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করছে, যদি তিনিও শাস্তি স্বরূপ নিজের উপকারাদি তাদের দিক থেকে বন্ধ করে দেন, তাহলে তাদের কি পরিণতি হবে? নিশ্চয় তাঁর দয়া ছাড়া এক কদমও উঠানো সম্ভব না। আরে! তিনি যদি আপন মহান নেয়ামত বাতাসকে, যা একেবারে বিনামূল্যে দান করছেন, যদি কয়েকটা মিনিটের জন্য বন্ধ করে রাখেন, তখন তো লাশের স্তম্ভ পড়ে যাবে!!!

দোয়া দেরীতে কবুল হওয়ার একটি কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় দোয়া দেরীতে কবুল হওয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ ও হিকমত থাকে, যা আমরা বুঝতে পারি না। রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুয়নিবীন, রাসুলে আমীন, হযুর পুরনূর

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

“যখন আল্লাহ তাআলার কোন প্রিয় বান্দা দোয়া করে তখন আল্লাহ তাআলা জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে ইরশাদ করেন: থামো! এখন প্রদান করো না, যেন পুনরায় প্রার্থনা করে কেননা আমি তার আওয়াজকে পছন্দ করি”। আর যখন কোন কাফির বা ফাসিক দোয়া করে, ইরশাদ করেন: হে জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام তার কাজ তাড়াতাড়ি করে দাও যেন আর প্রার্থনা না করে। কেননা আমি তার আওয়াজকে অপছন্দ করি।

(কানযুল উম্মাল, ২য় খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩২৬১)

ঘটনা: হযরত সাযিয়্যুনা ইয়াহিয়া বিন সাঈদ বিন কাত্তান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আল্লাহ তাআলাকে স্বপ্নে দেখলেন, আরয করলেন: ইয়া আল্লাহ! আমি অনেক দোয়া করি আর তুমি কবুল করো না? আদেশ হল: ‘হে ইয়াহিয়া! আমি তোমার আওয়াজকে পছন্দ করি তাই তোমার দোয়া কবুল হওয়ার মধ্যে বিলম্ব করি।’ (আহসানুল বিআ, ৩৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত হাদীস শরীফ ও ঘটনাটিতে এটা বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার আপন নেক বান্দাদের কাকুতি-মিনতি সূলভ দোয়া পছন্দ। তবে এই কারণে অনেক সময় দোয়া কবুল হওয়াতে দেরী হয়। এখন এই হিকমতকে আমরা কিভাবে বুঝতে পারব। অবশ্য দোয়াতে তারাছড়া করা উচিত নয়। আহসানুল ভিআ নামক কিতাবের ৩৩ পৃষ্ঠায় দোয়া আদবের বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত রয়িছুল মুতাকাল্লিমীন মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন:

যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি পেতে চায় তার দোয়া কবুল হয় না

(দোয়ার নিয়মাবলীর মধ্যে এটাও রয়েছে যে) দোয়া কবুল হবার ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি চায়বে না। হাদীস শরীফে রয়েছে-আল্লাহ তাআলা তিনজনের দোয়া কবুল করেন না: (১) যে ব্যক্তি গুনাহের দোয়া করে। (২) যে ব্যক্তি এমন কিছু চায়, যা দ্বারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয় এবং (৩) যে ব্যক্তি কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি চায়। যেমন বলে ‘আমি দোয়া করছি, কিন্তু কবুল হচ্ছে না।’ (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

এ হাদীসে পাকে বলা হয়েছে যে, না জায়িয় কাজের দোয়া না করা চাই। কারণ, তা কবুল হয় না। তাছাড়া, কোন নিকটাত্মীয়ের হক বিনষ্ট হচ্ছে এমন কিছুর জন্যও প্রার্থনা না করা চাই, আর দোয়া কবুল হওয়ারও তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়। অন্যথায় দোয়া কবুল করা হবে না। ‘আহসানুল ভিআ লিআদাবিদদোয়ায়’ এর উপর আ’লা হযরত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ পার্শ্ব ও পাদটীকায় লিখেছেন। এক জায়গায় দোয়া কবুল হবার ক্ষেত্রে তাড়াছড়াকারীদেরকে তিনি নিজের বিশেষ ও অতীব জ্ঞানগত ভঙ্গিতে বুঝিয়েছেন। যেমন আমার আক্বা আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন:

অফিসারদের নিকট গৌ বারংবার গিয়ে ধাক্কা খাও, কিন্তু.....

‘সগানে দুনিয়া’^২ (অর্থাৎ পার্থিব অফিসারদের করুণা) প্রার্থীদেরকে অর্থাৎ তাদের নিকট থেকে সার্থোদ্বারে ইচ্ছুকগণ একে একে তিন তিন বছর পর্যন্ত আশাবাদী হয়ে অতিবাহিত করে থাকে। সকাল-সন্ধ্যা তাদের কাছে ছুটাছুটি করে। আর তারা (অফিসারগণ) ফিরে তাকাইনা কথাও বলতে দেয়না বরং তিরস্কার করে, বিরক্ত হয়, নাক-দু কুচকায়, তবুও হতাশ হয় না, নিজ পকেটের টাকা খরচ করে, নিজ ঘর থেকে খাবার খায়ে, পরিশ্রমও নিষ্ফল হয় ও তদসংক্রান্ত সব কষ্ট মাথা পেতে নেয়। এভাবে সেখানে অফিসারদের নিকট ধাক্কা খেতে খেতে) বছরের পর বছর অতিবাহিত করে অথচ এখনো যেনো প্রথম দিনই! কিন্তু এরা (পার্থিব অফিসারদের নিকট ধাক্কা খোরগণ) না হতাশ হয়,

^২ ‘সগান’ শব্দটি ‘সগ’ এর বহুবছন। ‘সগ’ ফার্সিতে কুকুরকে বলে। যেহেতু আল্লাহ ওয়ালাগণ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ক্ষমতাসীনদের নিকট থেকে দূরে থাকেন, কেননা, এ স্তরের লোকেরা সাধারণত: যুলুম-অত্যাচার ও গর্ব-অহংকার থেকে বাঁচতে পারে না। ক্ষমতার নেশায় জানিনা এসব শাসক নিজেদেরকে কি মনে করে বসে? সেহেতু আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাদেরকে ‘সাগানে দুনিয়া’ (দুনিয়ার কুকুর) বলে সম্বোধন করেছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

না অফিসারদের পিছন ছাড়ে। আর ‘আহকামুল হাকিমীন’ (শাসকদের শাসক), আকরামুল আকরামীন (সর্বাপেক্ষা বেশি সম্মানের মালিক) থেকে দূরে সরে যায়। আর আল্লাহ তাআলার পবিত্র দরবারের দরজায় বা কে আসে? আর আসলেও বিরক্তবোধ করে, ভয় পায়, কাল না হয়ে আজ হয়ে যাক। এক সপ্তাহ কিছু ওয়াজিফা পাঠ করলেই অভিযোগ করতে শুরু করে। ভাই ওয়াজিফা পড়েছিলাম কোন প্রভাব দেখা যায়নি। এই নির্বোধ নিজের জন্য কবুল হওয়ার দরজা নিজে বন্ধ করে নেয়। তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন:

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعْوَتُ قَلَمٍ يَسْتَجِبُ لِي

অর্থ: “যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাড়াছড়ো না কর ততক্ষণ তোমাদের দোয়া কবুল হয়, আর এটা বলো না, আমি দোয়া করেছিলা কবুল হয়নি।” (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৩৪০)

কেউ কেউ তো এমনভাবে সীমা অতিক্রম করে ফেলে (অর্থাৎ আয়ত্বের বাইরে চলে যায়) যে, আমল ও দোয়া সমূহের প্রভাবের প্রতি অবিশ্বাসী, বরং আল্লাহ তাআলার বদান্যতায় প্রতিশ্রুতির প্রতি নির্ভরহীনতা, আল্লাহ তাআলার পানাহ! এমন লোকদেরকে বলা যায়, “ওহে নির্লজ্জ লোকেরা! নিজের বগলের স্রাব নাও! যদি তোমাদের সম মর্খাদাবান কোন বন্ধু তোমাকে হাজারো বার কোন কাজের জন্য বলে, আর তুমি তার একটা কাজও করলে না, তাহলে তুমি নিজের কাজ করতে তাকে বলতে চাও তবে প্রথমে তো তুমি লজ্জাবোধ করবে, (আর চিন্তা করবে যে,) ‘আমিতো তার কোন কথাই রাখিনি, এখন কোন মুখে তাকে আমার কাজের জন্য বলবো?’ আর যদি কোন বড় উদ্দেশ্যই থাকে, তাকে বলেও ফেলো, আর সে যদি তোমার কাজ না করে, তবে তুমি সেটাকে মোটেই অভিযোগের বিষয় বলে মনে করবে না।’ কারণ তো নিজেই বুঝতে পারছো যে, আমি (তার কাজ) কবে করেছিলাম, যার ভিত্তিতে সে আমার কাজও করে দিতো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

এখন যাচাই করো! তোমরা নিঃশর্ত মালিক এর কতগুলো বিধান পালন করছো? তাঁর নির্দেশ পালন না করা আর নিজের দরখাস্তের যে কোন অবস্থাতেই মঞ্জুরী চাওয়া কতোই নির্লজ্জতা!!!

ওহে নির্বোধ! তারপর পার্থক্য দেখ! নিজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত গভীরভাবে দৃষ্টি কর। একেকটি রুদে কতো হাজার কতো লক্ষ বরং অগণিত নেয়ামত রয়েছে? তুমি ঘুমিয়ে থাক, আর তাঁর নিষ্পাপ (ফেরেশতারা) তোমাকে রক্ষার জন্য পাহারা দিচ্ছেন! তুমি গুনাহ করছ! আর (এতদসত্ত্বেও) মাথা থেকে পা পর্যন্ত সুস্থতা ও আরাম! বালা-মুসিবত থেকে নিরাপত্তা, আহারের হজম, দেহের অতিরিক্ত জিনিষের (অর্থাৎ শরীরের ভিতরকার আবর্জনা) অপসারণ, রক্ত সঞ্চালন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শক্তি, চোখে জ্যোতি, হিসাববিহীন দয়া, প্রার্থনা ছাড়াই তোমার উপর নেমে আসছে। তারপরও যদি তোমার কোন ইচ্ছা পূরণ না হয়, তবে কোন মুখে অভিযোগ করছ? তুমি কি জান? তোমার মঙ্গল কিসের মধ্যে? তুমি কি জান? কেমন কঠিন বিপদ আসার ছিলো? কিন্তু ওই (তোমার দৃষ্টিতে কবুল হয়নি এমন) দোয়া কেন দূরীভূত করেছে? তুমি কি জান? ওই দোয়ার পরিবর্তে তোমার জন্য কেমন সাওয়াব জমা হচ্ছে? তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কবুল হবার এ তিনটি ধরণ রয়েছে, যে গুলোর মধ্যে প্রতিটির পরবর্তী সেটার পূর্ববর্তী অপেক্ষা উত্তম। হ্যাঁ! বিশ্বাস না হলে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ! তুমি মরেছিলে! অভিশপ্ত শয়তান তোমাকে তার মতো করে নিয়েছে। আল্লাহ তাআলারই পানাহ! তাঁরই পবিত্রতা এবং তিনি মহান। ওহে অধম মাটি! ওহে নাপাক পানি! নিজের মুখটি দেখ! আরও মহা মর্যাদায় গভীরভাবে চিন্তা কর! তিনি তাঁর দরবারে হাযির হবার, আপন পাক ও মহান নাম নেয়ার, তাঁর দিকে মুখ করার এবং তাঁকে ডাকার জন্য তোমাকে অনুমতি দিচ্ছেন! লাখে ইচ্ছা এ মহা অনুগ্রহের উপর কুরবান (উৎসর্গ)।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

ওহে ধৈর্যহীন! একটু ভিক্ষা চাওয়া শিখে নাও! এ উচ্চ-মর্যাদাশীল আস্তানার মাটির উপর লুটিয়ে পড়! আর জড়িয়ে থাক! এক নজরে তাকিয়ে থাক! হয়তো এক্ষুণি দিচ্ছেন! বরং আহ্বান করার ও তাঁর দরবারে মুনাজাত করার তৃপ্তিতে এমনিভাবে ডুবে যাও যেনো ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা কিছু স্মরণ না থাকে! নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস কর! এ দরজা থেকে কখনো বঞ্চিত হয়ে ফিরবে না! যে ব্যক্তি দাতার দরজার কড়া নাড়া দেয়, সেটা খুলে যায়। আর শক্তি-সামর্থ্য মহামহিম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসে।

দোয়া কবুলে বিলম্ব হওয়া তো দয়াই

হযরত সাযিয়দুনা মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন:

“ওহে প্রিয়! তোমার প্রতিপালক বলেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি
দোয়া কবুল করি আহ্বানকারীর
যখন সে আমাকে আহ্বান করে।

(সূরা-বাকারা, আয়াত-১৮৬, পারা-২)

أَجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি
কতোই উত্তম কবুলকারী।

(সূরা-ছফ্ফাত, আয়াত-৭৫, পারা-২৩)

فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
আমার নিকট দোয়া প্রার্থনা করো!
আমি কবুল করবো!

(পারা-২৪, সূরা মু'মিন, আয়াত-৬০)

أَدْعُونِي
أَسْتَجِبْ لَكُمْ

তাই নিশ্চিতভাবে বুঝে নাও, তিনি তোমাকে তাঁর দরজা থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং আপন প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। তিনি নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং

ভিক্ষুককে তিরস্কার করো না।

(পারা-৩০, সূরা-ওয়াদ্ দোহা, আয়াত-১০)

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা কীভাবে তোমাকে আপন বদান্যতার দস্তুরখাবার থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন? বরং তিনি তোমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখেন। কারণ, তোমার দোয়া কবুল করার বেলায় বিলম্ব করেন। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার জন্য সমস্ত প্রশংসা। (আহসানুল বিআ, ৩৩ পৃষ্ঠা)

“ইরকুন্নিছা” নামক পায়ের ব্যথা সেরে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলার আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করে সেখানে দোয়াকারীদের সমস্যা দীর সমাধানের অনেক ঘটনা শুনতে পাওয়া যায়। এক ইসলামী ভাই এর বয়ান নিজস্ব ভাষায় বলার সৌভাগ্য অর্জন করছি। আমাদের মাদানী কাফেলা টুটা শহরে অবস্থান করছিল। সফরকারী ইসলামী ভাইদের মধ্যে একজন ‘ইরকুন্নিছা’ নামক পায়ের প্রচণ্ড ব্যথায় ভোগ ছিল। বেচারী ব্যথার যন্ত্রণায় অসহ্য হয়ে ছটফট করত। একবার ব্যথার যন্ত্রণায় সারারাত ঘুমাতে পারলনা। মাদানী কাফেলার শেষ দিন আমীরে কাফেলা বললেন: আসুন আমরা সবাই তার জন্য দোয়া করি। অতএব দোয়া শুরু হল। ঐ ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দোয়া করা অবস্থায় ব্যথা কমতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যে ‘ইরকুন্নিছা’ নামক ব্যথা সম্পূর্ণভাবে চলে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সেই কাফেলার পর থেকে আজকের বর্ণনা পর্যন্ত অনেক দিন অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু আমি আর ২য় বার ইরকুন্নিছা নামক ব্যথার ভোগান্তির শিকার হইনি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই ঘটনা বর্ণনার সময় আমার এলাকায়ী মাদানী কাফেলা যিম্মাদার হিসাবে মাদানী কাফেলার খিদমত করার সুযোগ মিলেছে।

গরহো ইরকুন নিছা ইয়া আরেবী কোয়ী ছা
পাও গিয়ে সিহ্যাতি কাফিলে মে চলো।
দূর বিমারিয়া, আওর পেরিশানিয়া,
হোগী বস ছল পড়ে কাফিলে মে চলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী কাফেলার বরকতে ইরকুন্নিহার মত কষ্টদায়ক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। ইরকুন্নিহার পরিচয় হল এই রোগে রান থেকে পায়ের টাখনু পর্যন্ত মারাত্মক ব্যথা অনুভব হয়। তা এক বছরের কমে আরোগ্য হয় না।

‘ইরকুন্নিহার ২টি রহানী চিকিৎসা’

(১) ব্যথার স্থানের উপর হাত রেখে শুরুতে ও শেষে দরুদ শরীফ পড়ে সূরা ফাতিহা ১ বার ও ৭ বার নিলোজ দোয়াটি পড়ে ফুঁক দিবেন।

اللَّهُمَّ اذْهَبْ عَنِّي سُوْمًا جَدًّا

অর্থ: ইয়া আল্লাহ! আমার থেকে রোগটি দূর করে দাও। যদি অন্য কেউ ফুঁক দেয় তবে عَنِّي এর স্থলে عُنِّي বলবে। (সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত)

(২) সাতবার পড়ে গ্যাস হোক বা পেটে পিঠে কষ্ট হোক, কিংবা কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে তবে এর উপর ফুঁক দিবেন।
 ۱۰ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ফলপ্রসূ হবে। (চিকিৎসার সময়কাল: ভাল হওয়া পর্যন্ত)

রোযা ভঙ্গকারী ১৪ টি কারণ

- (১) পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়; যদি রোযাদার হবার কথা স্মরণ থাকে। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা)
- (২) ছক্কা, সিগারেট, চুরুট ইত্যাদি পান করলেও রোযা ভেঙ্গে যায়, যদিও নিজের ধারণায় কণ্ঠনালী পর্যন্ত ধোঁয়া পৌঁছেনি।
 (বাহারে শরীয়াত, ৫ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)
- (৩) পান কিংবা নিছক তামাক খেলেও রোযা ভেঙ্গে যায়। যদিও আপনি সেটার পিক বারংবার ফেলে দিয়ে থাকেন। কারণ, কণ্ঠনালীতে সেগুলোর হালকা অংশ অবশ্যই পৌঁছে থাকে। (প্রাগুক্ত)
- (৪) চিনি ইত্যাদি, এমন জিনিষ, যা মুখে রাখলে গলে যায়, মুখে রাখলো আর থুথু গিলে ফেললো এমতাবস্থায় রোযা ভঙ্গ হবে। (প্রাগুক্ত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

- (৫) দাঁতগুলোর মধ্যভাগে কোন জিনিষ ছোলা বুটের সমান কিংবা তদপেক্ষা বেশি ছিল। তা খেয়ে ফেললো। কিংবা কম ছিলো; কিন্তু মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে ফেললো। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা)
- (৬) দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে তা কণ্ঠনালীর নিচে নেমে গেলো। আর রক্ত থুথু অপেক্ষা বেশি কিংবা সমান অথবা কম ছিলো, কিন্তু সেটার স্বাদ কণ্ঠে অনুভূত হলো। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং যদি কম ছিলো আর স্বাদও কণ্ঠে অনুভূত হয়নি, তাহলে এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গবে না। (দুররে মুখতার, রদুল মুখতার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৮)
- (৭) রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ‘দুস’^২ নিলো, কিংবা নাকের ছিদ্র দিয়ে ঔষধ প্রবেশ করালো, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৪)
- (৮) কুলি করছিলো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানি কণ্ঠনালী বেয়ে নিচে নেমে গেলো। কিংবা নাকে পানি দিলো; কিন্তু তা মগজে পৌঁছে গেলো। তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু যদি রোযাদার হবার কথা ভুলে যায়, তবে রোযা ভাঙ্গবে না। যদিও তা ইচ্ছাকৃত হয়। অনুরূপভাবে রোযাদারের দিকে কেউ কোন কিছু নিক্ষেপ করলো, আর তা তার কণ্ঠে পৌঁছে গেলো। তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।
(আল জাওয়াজুন নাইয়ারাহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৮)
- (৯) ঘুমন্ত অবস্থায় পানি পান করলে, কিছু খেয়ে ফেললো, অথবা মুখ খোলা ছিলো; পানির ফোঁটা কিংবা বৃষ্টি অথবা শিলাবৃষ্টি কণ্ঠে চলে গেলো, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।
(আল-জাওয়াজুন নাইয়ারাহ, ১ম খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)
- (১০) অন্য কারো থুথু গিলে ফেললো। কিংবা নিজেরই থুথু হাতে নেয়ার পর গিলে ফেললো, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।
(আমলগীরী, ১ম খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)

^২ অর্থাৎ কোন ঔষধের ফিতা কিংবা সিরিঞ্জ পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালো, আর তা সেখানে স্থায়ীও হলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

- (১১) যতক্ষণ পর্যন্ত থুথু কিংবা কফ মুখের ভিতর বিদ্যমান থাকে। তা গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয় না। বারংবার থুথু ফেলতে থাকা জরুরী নয়।
- (১২) মুখে রঙ্গিন সূতা ইত্যাদি রাখার ফলে থুথু রঙ্গিন হয়ে গেলো। তারপর ওই রঙ্গিন থুথু গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে।
(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)
- (১৩) চোখের পানি মুখের ভিতর চলে গেলে আর সেটা গিলে ফেললেন। যদি এক/দু’ ফোটা হয় তবে রোযা ভাঙ্গবে না। আর যদি বেশি হয়। যারফলে সেটার লবণাক্ততা মুখে অনুভূত হয়। তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। ঘামেরও একই বিধান। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)
- (১৪) মলদ্বার বের হয়ে গেলো। এমতাবস্থায় বিধান হচ্ছে, তখন খুব ভাল করে কোন কাপড় ইত্যাদি দিয়ে তা মুছে ফেলার পর দাঁড়াতে যাতে সিজ্ততা বাকী না থাকে। আর যদি কিছু পানি অবশিষ্ট ছিলো, আর দাঁড়িয়ে গেলো, যার কারণে পানি ভিতরে চলে গেলো, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। এ কারণে সম্মানিত ফকীহগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেছেন: “রোযাদার পানি ব্যবহারের সময় নিবে না।” (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)

রোযাবস্থায় বমি হলে!

কখনো যদি রোযার সময় বমি হয়, তখন লোকেরা চিন্তিত হয়ে যায়, আবার কেউ কেউ মনে করে যে, রোযা পালন কালে এমনিতে নিজে নিজে বমি হয়ে গেলেও রোযা ভেঙ্গে যায়। অথচ তেমন নয়। যেমন সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যার মাহে রমযানে আপনা আপনি বমি এসে যায়, তার রোযা ভাঙ্গে না। আর যে ব্যক্তি সেচ্ছায় বমি করে তার রোযা ভেঙ্গে যায়।”

(কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৮১৪)

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন: “যার আপনা আপনি বমি এসেছে তার উপর কাযা নেই। আর যে জেনে বুঝে বমি করেছে সে কাযা করবে।”

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭২০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দার’ইন্দিন)

বমির ৭টি নিয়মাবলী

- (১) রোযা অবস্থায় যদি এমনিতেই কয়েকবার বমি এসে যায়। (চাই বালতি ভরে হোক)-এর কারণে রোযা ভাঙ্গে না।
(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা)
- (২) যদি রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় (জেনে বুঝে) বমি করলো, আর যদি তা মুখ ভর্তি করে আসে, (মুখ ভর্তির সংজ্ঞা সামনে আসছে), তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (প্রাগুক্ত)
- (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে মুখভর্তি বমি হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ সময় রোযা ভেঙ্গে যাবে যখন বমির সাথে খাবার অথবা পানি বা হলুদ ধরনের তিক্ত পানি অথবা রক্ত আসে।
- (৪) যদি বমিতে শুধু কফ বের হয়, তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না।
(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা)
- (৫) ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলো; কিন্তু সামান্য বমি আসলো, মুখ ভর্তি হয়ে আসেনি, তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা)
- (৬) মুখভর্তি অপেক্ষা কম বমি হলে মুখ থেকে ফিরে গেলো। কিংবা নিজেই ফিরিয়ে দিয়েছে। এমতাবস্থায়ও রোযা ভাঙ্গবে না। (প্রাগুক্ত)
- (৭) অনিচ্ছাকৃত মুখভর্তি বমি হয়ে গেলো রোযা ভাঙ্গবে না। অবশ্য, যদি তা থেকে একটা বুটের সমানও গিলে ফেলা হয়, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর এক বুটের পরিমাণের চেয়ে কম হলে রোযা ভাঙ্গবে না।
(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা)

মুখভর্তি বমির সংজ্ঞা

মুখভর্তি বমির অর্থ হচ্ছে-সেটা অনায়াসে চলে আসে, যা চেপে রাখা যায় না। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)

অযুবস্থায় বমির পাঁচটি শরয়ী বিধান

- (১) অযু অবস্থায় (জেনে বুঝে করণক কিংবা নিজে নিজে হয়ে যাক উভয় অবস্থায়) যদি মুখভর্তি বমি আসে, আর তাতে খাদ্য, পানীয় কিংবা হলদে বর্ণের তিক্ত পানি আসে তবে অযু ভেঙ্গে যাবে।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

- (২) যদি মুখভর্তি কফ-বমি হয়, তবে অযু ভাঙ্গবে না। (প্রাগুক্ত)
- (৩) প্রবাহমান রক্ত বমি হলে অযু ভেঙ্গে যাবে।
- (৪) প্রবাহমান রক্তবমি তখনই অযু ভেঙ্গে ফেলবে, যখন রক্ত থুথু অপেক্ষা বেশি হয়। (রুদে মুহতার, ১ম খন্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ রক্তের কারণে বমি লাল হয়ে যায়। তখন রক্ত বেশি বলে গণ্য হবে।
এমতাবস্থায় অযু ভেঙ্গে যায়। আর যদি থুথু বেশি হয় রক্ত কম হয়, তবে অযু ভাঙ্গবে না। রক্ত কম হওয়ার চিহ্ন হচ্ছে-পূর্ণ বমি, যাতে থুথু থাকে, তা হলদে বর্ণের হবে।
- (৫) যদি বমিতে জমাট বাঁধা রক্ত বের হয়, আর তা পরিমাণে মুখভর্তি থেকে কম হয়, তবে অযু ভাঙ্গবে না। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)

প্রয়োজনীয় নির্দেশনা

মুখভর্তি বমি, (কফ ব্যতীত) একেবারে প্রস্রাবের মতোই নাপাক। এর কোন ছিটা কাপড় কিংবা শরীরের উপর না পড়া চাই। এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো! আজকাল লোকেরা এ ক্ষেত্রে বড়ই অসতর্কতা দেখায়। কাপড়ে ছিটা পড়ুক তাতে কোন পরোয়াই করে না। আর মুখ ইত্যাদির উপর যেই নাপাক বমি লেগে যায় তাও নির্দিধায় নিজের কাপড় দ্বারা মুছে নেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রত্যেক প্রকারের অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করো!

ভুলবশতঃ পানাহার করলে রোযা ভাঙ্গে না

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, হরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে রোযাদার ভুলবশতঃ পানাহার করেছে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কারণ, তাকে আল্লাহ তাআলা পানাহার করিয়েছে। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৩৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

রোযা ভঙ্গ হয় না এমন জিনিসের ব্যাপারে ২১ নিয়মাবলী

(১) ভুলবশতঃ আহার করলে, পান করলে কিংবা স্ত্রী-সহবাস করলে রোযা ভাঙ্গে না, চাই ওই রোযা ফরয হোক কিংবা নফল।

(আদ-দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা)

(২) কোন রোযাদারকে এসব কাজ করতে দেখলে স্মরণ করিয়ে দেয়া ওয়াজিব। যদি আপনি স্মরণ করিয়ে না দেন তবে গুনাহগার হবেন। হ্যাঁ, যদি রোযাদার খুবই দুর্বল হয়, কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিলে পানাহার ছেড়ে দিবে, যার ফলে তার দুর্বলতা এতোই বেড়ে যাবে যে, তার জন্য রোযা রাখা কঠিন হয়ে যাবে,

আর পানাহার করে নিলে রোযাও ভালোভাবে পূর্ণ করে নিবে এবং অন্যান্য ইবাদতও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারবে, (যেহেতু সে ভুলে পানাহার করছে, এ কারণে তার রোযাও পূর্ণ হয়ে যাবে।) এমতাবস্থায়, স্মরণ করিয়ে না দেয়াই উত্তম। কোন কোন মাশাইখ কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم বলেন: “যুবককে দেখলে স্মরণ করিয়ে দিবেন, আর বৃদ্ধকে দেখলে স্মরণ করিয়ে না দিলেও ক্ষতি নেই।” কারণ, যুবক বেশিরভাগই শক্তি শালী হয়ে থাকে। আর বুড়ো হয় বেশিরভাগ দুর্বল। সুতরাং বিধান হচ্ছে এ যে, যৌবন ও বার্ধক্যের কোন কথা এখানে নেই, বরং সক্ষম হওয়া ও দুর্বলতাই এখানে বিবেচ্য। অতএব যুবকও যদি এ পরিমাণ দুর্বল হয়, তবে স্মরণ করিয়ে না দেয়ার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। আর বয়স্ক অথচ যদি শক্তিশালী হয় তবে স্মরণ করিয়ে দেয়া ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রোযার কথা মনে থাকা সত্ত্বেও যদি মাছি কিংবা ধুলিবাণি কিংবা ধোঁয়া কর্তৃনালী দিয়ে ভিতরে চলে যায়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয় না, চাই ধুলি আটার হোক, যা চাক্কি পেষণ কিংবা আটা মেশিনে নেয়ার সময় উড়ে থাকে, চাই ফসলের ধুলি হোক, চাই বাতাসে মাটি উড়ে আসুক, কিংবা পশুর খুর ও পা থেকে আসুক।

(আদ দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

- (৪) অনুরূপভাবে, বাস কিংবা গাড়ির ধোঁয়া অথবা সেগুলোর কারণে ধুলি ওড়ে কণ্ঠনালীতে পৌঁছে, যদিও রোযাদার হবার কথা স্মরণ ছিলো, তবুও রোযা ভঙ্গবে না।
- (৫) যদি এমন হয় যে, বাতি জ্বলছে, আর সেটার ধোঁয়া নাকে প্রবেশ করেছে, তবু রোযা ভঙ্গবে না। হ্যাঁ, যদি লোবান কিংবা আগর বাতি জ্বলতে থাকে আর রোযার কথা মনে থাকা সত্ত্বেও মুখ সেটার নিকটে নিয়ে গিয়ে নাক দ্বারা ধোঁয়া টানে, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।
(রদুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা)
- (৬) শিঙ্গা লাগালো^২ কিংবা তেল অথবা সুরমা লাগালো, তাহলে রোযা ভঙ্গবে না; যদিও তেল কিংবা সুরমার স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভূত হয়, এমনকি যদি থুথুর মধ্যে সুরমার রং দেখা যায়, তবুও রোযা ভঙ্গবে না। (আল-জাওহারাভূন নাইয়ারাহ, ১ম খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা)
- (৭) গোসল করলে পানির শীতলতা, ঠান্ডা ভিতরে অনুভূত হলেও রোযা ভঙ্গবে না। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা)
- (৮) কুলি করে পানি ফেলে দিলো। শুধু কিছুটা আর্দ্রতা মুখে অবশিষ্ট রয়ে গেলে, থুথুর সাথে তা গিলে ফেলল, রোযা ভঙ্গবে না।
(রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)
- (৯) ঔষধ দাঁতে কাটলো, কণ্ঠনালীতে সেটার স্বাদ অনুভূত হলেও রোযা ভঙ্গবে না। (প্রাগুক্ত)
- (১০) কানে পানি ঢুকে গেলে, রোযা ভঙ্গ হয় না, বরং খোদ পানি ঢাললেও রোযা ভঙ্গবে না। (আদ দুরকুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)
- (১১) খড়কুটা দ্বারা কান চুলকালো, ফলে ওই খড়কুটার ময়লা লেগে গেলে, আর ওই খড়কুটাটি পুনরায় কানে দিলো। সে কয়েকবার এমন করলেও রোযা ভঙ্গবে না। (প্রাগুক্ত)
- (১২) দাঁত কিংবা মুখে হালকা এমন কোন জিনিষ অজানাবশত: রয়ে গেলে, যা থুথুর সাথে নিজে নিজেই নিচে নেমে যায়। বাস্তবেও তা নেমে গেছে। তবুও রোযা ভঙ্গবে না। (প্রাগুক্ত)

^২ এটা ব্যথার চিকিৎসার একটা বিশেষ পদ্ধতি, যাতে ছিদ্র শিং ব্যথাগ্রস্থ স্থানে রেখে মুখ দিয়ে শরীরের দুষ্টিত রক্ত টেনে বের করা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

- (১৩) দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে কণ্ঠনালী পর্যন্ত গেলে, কিন্তু কণ্ঠনালী অতিক্রম করে নিচে নামেনি। এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গেনি।
(ফতহুল কদীর, ২য় খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা)
- (১৪) মাছি কণ্ঠনালীতে চলে গেলে রোযা ভাঙ্গবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)
- (১৫) ভুল করে খাবার খাচ্ছিলো। মনে হতেই লোকমা ফেলে দিলে কিংবা পানি পান করছিলো, স্মরণ হতেই মুখের পানি ফেলে দিলো। তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। কিন্তু যদি মুখের ভিতরের লোকমা কিংবা পানি স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গিলে ফেলে তবে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (প্রাগুক্ত)
- (১৬) সুবহে সাদিকের পূর্বে আহার কিংবা পান করছিলো, আর ভোর হতেই (অর্থাৎ সেহেরীর সময়সীমা শেষ হতেই) মুখের ভিতরের সবকিছু ফেলে দিল, তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না, আর যদি গিলে ফেলে তবে ভেঙ্গে যাবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)
- (১৭) গীবত করলে রোযা ভাঙ্গবে না। (আদ দুররুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা) যদিও গীবত জঘন্য কবীরা গুনাহ্। কুরআন মজীদে গীবত সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, ‘তা মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতোই।’ আর হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, ‘গীবত যেনা থেকেও জঘন্যতর।’ (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ৩য় খন্ড, ৩৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৬) অবশ্য, গীবতের কারণে রোযার নূরানিয়্যাত শেষ হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়াত, ৫ম খন্ড, ৬১১ পৃষ্ঠা)
- (১৮) ‘জানাবত’ (অর্থাৎ গোসল ফরয হবার) অবস্থায় কারো ভোর হলো, বরং গোটা দিনই ‘জুনুব’ (অর্থাৎ গোসল বিহীন) রয়ে গেলো, তবুও রোযা ভাঙ্গেনি। (আদ দুররুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা) কিন্তু এত দীর্ঘক্ষণ যাবত ইচ্ছাকৃতভাবে (অর্থাৎ জেনে বুঝে) গোসল না করা, যাতে নামায কাযা হয়ে যায়, গুনাহ ও হারাম। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, “যে ঘরে ‘জুনুবী’ থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।” (বাহারে শরীয়াত, ৫ম খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

- (১৯) সরিষা কিংবা সরিষার সমান কোন জিনিষ চিবাতে, আর থুথুর সাথে কণ্ঠনালী দিয়ে নিচে নেমে গেলে, তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। কিন্তু যদি সেটার স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভূত হয়, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (ফতহুল কাদীর, ২য় খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)
- (২০) থুথু কিংবা কফ মুখে আসলে সেটা গিলে ফেললো, রোযা ভাঙ্গবে না। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)
- (২১) অনুরূপভাবে নাকে শ্লেষ্মা জমা হয়ে রইলো। তা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে টেনে গিলে ফেললেও রোযা ভাঙ্গবে না। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

রোযার মাকরুহ সমূহ

এখন রোযার মাকরুহ সমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে, যে সব কাজ করলে রোযা বিশুদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সেটার নূরানিয়্যাত চলে যায়। প্রথমে তিনটি হাদীস শরীফ দেখুন, তারপর ফিকহ শাস্ত্রের বিধানাবলী আরম্ভ করা হবে।

- (১) হযরত সায্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: ‘যে ব্যক্তি (রোযা রেখে) খারাপ কথা ও খারাপ কাজ পরিহার করেনি, তার ক্ষুধার্ত থাকা আল্লাহ তাআলার কাছে কোন প্রয়োজন নেই। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯০৩)
- (২) হযরত সায্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “রোযা হচ্ছে ঢাল, যতক্ষণ না সেটাকে ছিদ্র করে না দাও।” আরম্ভ করা হলে, “কোন জিনিষ দিয়ে ছিদ্র করা হয়?” ইরশাদ করলেন: “মিথ্যা কিংবা গীবত দ্বারা।” (আস্তারগীব ওয়াস্তারহীব, ২য় খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-০৩)
- (৩) হযরত সায্যিদুনা আমের ইবনে রবীআহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; “আমি অনেকবার মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে রোযা পালনকালে মিসওয়াক করতে দেখেছি।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭২৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

রোযার মাকরুহ সমূহের ১২টি নিয়মাবলী

- (১) মিথ্যা, চোগলখোরী, গীবত, কুদৃষ্টি, গালিগালাজ করা, শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত কারো মনে কষ্ট দেয়া ও দাঁড়ি মুন্ডানো ইত্যাদি কাজ এমনিতেতো অবৈধ ও হারাম বা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, রোযাবস্থায় আরো মারাত্মক হারাম। সেগুলোর কারণে রোযা মাকরুহ হয়ে যায়।
- (২) রোযাদারের জন্য কোন জিনিষকে বিনা কারণে স্বাদ গ্রহণ করা ও চিবুনো মাকরুহ। স্বাদ গ্রহণের জন্য ওযর হচ্ছে, যেমন কোন নারীর স্বামী বদ-মেযাজী তরকারী ইত্যাদিতে লবণ কমবেশি হলে রাগ করবে। এ কারণে স্বাদ গ্রহণে ক্ষতি নেই। চিবুনের জন্য ওযর হচ্ছে, এতোই ছোট শিশু আছে যে রুটি চিবুতে পারে না; এমন কোন নরম খাদ্যও নেই যা তাকে খাওয়ানো যাবে; না আছে কোন ঋতুস্রাব^২ কিংবা নিফাসসম্পন্ন নারী অথবা এমন কেউ নেই, যে তা চিবিয়ে দিবে, তাহলে শিশুকে খাওয়ানোর জন্য রুটি ইত্যাদি চিবানো মাকরুহ নয়। (আদ দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা) কিন্তু এ ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বণ করবে। যদি কণ্ঠনালী দিয়ে কিছু নিচে নেমে যায় তবে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

স্বাদ গ্রহণ কাকে বলে?

স্বাদ গ্রহণের অর্থও তা নয়, যা আজকাল সাধারণ পরিভাষায় বলা হয়। অর্থাৎ আজকাল বলতে শোনা যায়, ‘কোন জিনিষের স্বাদ বুঝার জন্য তা থেকে কিছুটা খেয়ে নেয়া যাবে।’ এমন করা হলে মাকরুহ কিভাবে? বরং রোযাই ভেঙ্গে যাবে; এবং কাফ্ফারার শর্তাবলী পাওয়া গেলে কাফ্ফারাও অপরিহার্য হয়ে যাবে। স্বাদ নেয়ার অর্থ হচ্ছে-শুধু জিহ্বায় রেখে স্বাদ বুঝে নিবেন। আর সাথে সাথে তা থুথুর সাথে ফেলে দিবেন, তা থেকে যেন কণ্ঠনালী দিয়ে কিছু নিচে যেতে না পারে।

^২ ঋতুস্রাব ও প্রসবোত্তরকালীন রক্তক্ষরণকালে (হায়য ও নিফাসসম্পন্ন) নারীর জন্য রোযা, নামায ও তিলাওয়াত না-জায়য ও গুনাহ। নামায তার জন্য মাকরুহ; কিন্তু পাক হয়ে যাবার পর রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

- (৩) যদি কোন জিনিষ কিনলো আর সেটার স্বাদ দেখা জরুরী। কারণ, স্বাদ না দেখলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায় স্বাদ পরীক্ষা করতে সমস্যা নেই, অন্যথায় মাকরুহ। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)
- (৪) স্ত্রীকে চুমু দেয়া ও আলিঙ্গন করা এবং স্পর্শ করা মাকরুহ নয়; অবশ্য যদি এ আশঙ্কা থাকে, বীর্যপাত হয়ে যাবে, কিংবা সহবাসে লিপ্ত হয়ে যাবে তাহলে করা যাবে না। আর ঠোঁট ও জিহ্বা শোষণ করা রোযার মধ্যে নিঃশর্তভাবে মাকরুহ। অনুরূপভাবে ‘মুবাশারাতে ফাহিশাহ (অর্থাৎ বিবস্ত্রাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী পরস্পর যৌনাঙ্গ লাগানো মাকরুহ)।^২
(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা)
- (৫) গোলাপ কিংবা মুশক ইত্যাদির ড্রাগ নেয়া, দাঁড়ি ও গোঁফে তেল লাগানো ও সুরমা লাগানো মাকরুহ নয়। (আদ দুবরুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা)
- (৬) রোযা রাখা অবস্থায় যে কোন ধরণের আতরের ড্রাগ নেয়া যেতে পারে। আর কাপড়েও ব্যবহার করা যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা)
- (৭) রোযা পালনকালে মিসওয়াক করা মাকরুহ নয় বরং অন্যান্য দিনগুলোতে যেমন সূনাত তেমনি রোযায়ও সূনাত। মিসওয়াকও শুষ্ক হোক কিংবা ভেজা, যদিও পানি দ্বারা নরম করে নেয়া হয়, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পূর্বে করুক কিংবা পরে করুক, কোন সময় বা কোন অবস্থাতেই মাকরুহ নয়। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা)
- (৮) বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে এ কথা প্রসিদ্ধ, রোযাদারের জন্য দুপুরের পর মিসওয়াক করা মাকরুহ। এটা আমাদের হানারফী মাযহাবের মাসআলা বিরোধী কথা। (প্রাগুক্ত)
- (৯) যদি মিসওয়াক চিবুলে আঁশ ছুটে যায়, স্বাদ অনুভূত হয়, এমন মিসওয়াক রোযা পালনকালে ব্যবহার করা উচিত নয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংশোধিত, ১০ম খন্ড, ৫১১ পৃষ্ঠা) যদি রোযার কথা স্বরণ থাকা সত্ত্বেও মিসওয়াকের কোন আঁশ কিংবা কোন অংশ কঠনালীর নিচে নেমে যায়, তবে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

^২ বিবাহের নিয়ত সম্পর্কিত বিষয় সমূহ জানার জন্য ফাতাওয়ায়ে রযবীয়াহ, ২৩ খন্ডের ৩৮৫-৩৮৬ পৃষ্ঠায় ৪১, ৪২ নম্বর মাসআলা অধ্যয়ন করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

- (১০) অযু ও গোসল ব্যতীত ঠান্ডা পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কুল্লি করা কিংবা নাকে পানি দেয়া অথবা ঠান্ডার খাতিরে গোসল করা বরং শরীরের উপর ভেজা কাপড় জড়ানো মাকরুহ নয়। অবশ্য পেরেশানীভাব প্রকাশের জন্য ভেজা কাপড় জড়ানো মাকরুহ, ইবাদত পালনে মনকে সঙ্কুচিত করা ভালো কথা নয়। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা)
- (১১) কোন কোন ইসলামী ভাই বারংবার থুথু ফেলতে থাকে। হয়তো সে মনে করে, রোযা পালনকালে থুথু গিলে ফেলা উচিত নয়। মূলত: এমন নয়। অবশ্য, মুখে থুথু একত্রিত করে গিলে ফেলা-এটাতো রোযা ছাড়া অন্য সময়েও অপছন্দনীয় কাজ। আর রোযা পালনকালে মাকরুহ। (বাহারে শরীয়াত, ৫ম খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা)
- (১২) রমযানুল মোবারকের দিনগুলোতে এমন কোন কাজ করা জায়য নেই, যার কারণে এমন দুর্বলতা এসে যায়, রোযা ভেঙ্গে গেছে কিনা এমন ধারণা জন্মে। সুতরাং রুটি প্রস্তুতকারকের উচিত হচ্ছে, দুপুর পর্যন্ত রুটি পাকাবে, তারপর বিশ্রাম নিবে। (দুররুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা) এ বিধান রাজমিস্ত্রি, মজদুর ও অন্যান্য পরিশ্রমী লোকদের জন্যও। বেশি দুর্বলতার সম্ভাবনা হলে কাজের পরিমাণ কমিয়ে নিন, যাতে রোযা সম্পন্ন করতে পারেন।

আগম্যান থেকে কাগজের টুকরো পড়ল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার শরয়ী বিধান সমূহ শিখার প্রেরণা জাগানোর জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীতে আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করুন। একবার সফর করে অভিজ্ঞতা অর্জন করুন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ আপনার সেই সমস্ত দ্বীনি উপকার অর্জন হবে যা দেখে আপনি আশ্চর্য হবেন। আপনাদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য মাদানী কাফেলার একটি বাহার আপনাদের শূনাচ্ছি। যেমন কাসবা কালুনী বাবুল মদীনা, করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা, আমাদের বংশে অনেক মেয়ে সন্তান ছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

চাচার ঘরে ৭ মেয়ে, বড় ভাইয়ের ঘরে ৯ মেয়ে, আমার বিবাহ হল আমারও কন্যা সন্তান জন্ম নিল। সবাই চিন্তা করতে লাগল। বর্তমান সময়ে সাধারণ খেয়াল মত সকলে বুঝে নিল, কেউ যাদু করে বংশ বিস্তারের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। আমি মান্নত করলাম আমার যদি ছেলে হয় তাহলে আমি ৩০ দিন মাদানী কাফেলায় সফর করব। আমার বাচ্চার মা একবার স্বপ্নে দেখল, আসমান থেকে কোন কাগজের টুকরো তার কাছে এসে পড়ল। তা উঠিয়ে দেখল সেখানে লিখা ছিল “বেলাল”। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ৩০ দিন মাদানী কাফেলার বরকতে আমার ঘরে মাদানী মুন্না (ছেলে) জন্ম হল। তাও আবার ১টি নয় পরপর দুটি মাদানী মুন্নার (ছেলের) জন্ম হল। আল্লাহ্ তাআলার দয়া আর মেহেরবানী দেখুন। ৩০ দিনের মাদানী কাফেলার বরকত শুধু আমার কাছে সীমাবদ্ধ ছিল না। আমাদের বংশে যাদের ছেলে ছিল না। তাদের প্রত্যেকের ছেলে সন্তান জন্ম নিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই বর্ণনা দেয়ার সময় আমি এলাকার মাদানী কাফেলার যিম্মাদার হিসাবে মাদানী ফুল সংগ্রহের চেষ্টা করে যাচ্ছি।

আকে তুম বাআদব, দেখলো ফজলো রব, মাদানী মুন্নে মিলে কাফিলে মে চলো,
খুটি কিসমত খরি, গৌদ হোগি হরি, মুন্না মুন্নি মিলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّدٍ

আল্লাহ্ তাআলার দরবারে চাওয়ার পর

উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়া ও পুরস্কার !

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী কাফেলার বরকতে কিভাবে মনের আকা পূর্ণ হয়। আকার শুকনো বাগান তরতাজা হয়ে যায়। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকের মনের আকা পূর্ণ হতে হবে এটা জরুরী নয়। বারবার এরকম হয় যে বান্দা যা চায় তা তার জন্য কল্যাণকর নয় তাই তার দোয়া পূর্ণ করা হয় না। তার মুখে চাওয়ার পর সেটা না পাওয়াটাই তার জন্য পুরস্কার। যেমন-কেউ ছেলের জন্য দোয়া করল, কিন্তু মাদানী মুন্নী (মেয়ে) হল এবং এটাই তার জন্য উত্তম। যেমন- আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর হয়। (পারা-২, বাকরা, আয়াত-২১৬)

عَسَىٰ أَنْ تَحِبُّوا شَيْئًا
وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

কন্যা সন্তানের ফযীলত

মনে রাখবেন! কন্যা সন্তানের ফযীলত কোন অংশে কম নয়। এই ব্যাপারে ৩টি হাদীস শরীফ শুনুন:-

- (১) যে ব্যক্তি নিজের তিনজন কন্যা সন্তানের লালন পালন করে সে জান্নাতে যাবে এবং তাকে এমন মুজাহিদের সাওয়াব দান করবে, যে মুজাহিদ জিহাদ অবস্থায় রোযা রাখে ও নামায কায়েম করে।
(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ৩য় খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৬ দারুল কুতবিল ইলমিয়া বৈরুত)
- (২) যার তিনজন কন্যা বা তিনজন বোন থাকে এবং সে তাদের সাথে সদাচারণ করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
(জামে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯১৯, দারুল ফিকর, বৈরুত)
- (৩) যে ব্যক্তি তিন জন কন্যা বা বোনকে এভাবে লালন-পালন করে যে তাদেরকে শিষ্টাচার (আদব) শিখায় এবং তাদের উপর দয়া করে এমনকি আল্লাহ তাআলা তাদের অমুখাপেক্ষী করে দেয় (অর্থাৎ তারা সাবালেগা হয়ে যায় বা তাদের বিবাহ হয়ে যায় বা তারা মাল-সম্পদের মালিক হয়ে যায়)। (লুমআত এর পাদটিকা, ৪র্থ খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা) তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেন। তাহেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ এর এই ইরশাদ শুনে সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন। যদি কোন ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তান লালন পালন করে? তখন রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: তার জন্যও একই প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে। এমনকি সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ বলেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

যদি ১ জনের কথা জিজ্ঞাসা করত তখনও মদীনার তাজদার, রহমতের ভাষার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ একই কথা বলতেন। (ইমাম বগভীর কৃত শরহুস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৩৫১) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: আমার নিকট এক মহিলা তার দুই মেয়েকে নিয়ে ভিক্ষার জন্য আসল (এমন কিছু ওয়ার (কারণ) রয়েছে যখন ভিক্ষা করা বৈধ। ঐ মহিলা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا সে অবস্থায় পৌঁছেছে। তাই তার জন্য ভিক্ষা করা জায়েয ছিল) (মিরাতুল মানাযিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৪৫ পৃষ্ঠা) তখন একটি খেজুর ছাড়া আমার কাছে আর কিছু ছিল না। সেই একটি খেজুরই আমি তাকে দিয়ে দিলাম। তখন ঐ মহিলা সে একটি খেজুরকে (দুভাগ করে) নিজে না খেয়ে দু' মেয়ের মধ্যে বন্টন করে দিল এবং মেয়েদের সাথে চলে গেল। এরপর যখন রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন আমি এই ঘটনা রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে আরয করলাম। তখন রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “যে ব্যক্তিকে কন্যা প্রদানের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হয় এবং তিনি তাদের (কন্যাদের) সাথে ভাল আচরণ করেন তাহলে ঐ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুনের মধ্যখানে ঢাল হয়ে যাবে।” (সহীহ মুসলিম, ৪১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৬২৯, দারে ইবনে হাযম, বৈরুত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ ও সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহে কেন রহমত নাযিল হবে না, ঐ আশিকানে রাসুলদের মধ্যে জানিনা কত আউলিয়ায়ে কিরাম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ রয়েছে। আমার আকা, আ'লা হযরত رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: জামাআতের মধ্যে বরকত রয়েছে এবং মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ দোয়া কবুলের কাছাকাছি। (অর্থাৎ মুসলমানদের জামাআতে দোয়া করাটা কবুল হওয়ার নিকটবর্তী।) ওলামায়ে কিরাম বলেন: যেখানে ৪০ জন নেককার মুসলমান একত্রিত হয় তাদের মধ্যে অবশ্যই একজন আল্লাহ তাআলার ওলী থাকেন। (ফতযায়ে রযবীয়া সংশোধিত, ২৪ খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা, তাইহির শরহে জামে সগীর, হাদীস নং-৭১৪ এর ব্যাখ্যা উদ্ধৃত, ১ম খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা, তাবয়া দারুল হাদীস মিশর হতে প্রকাশিত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

ধরে নিলাম, যদিও বা দোয়া কবুল হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা না যায় তবুও অভিযোগের কোন শব্দ যেন মুখে আনা না হয়। আমাদের মঙ্গল কোথায় আছে তা আমাদের চেয়ে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। আমাদের অবশ্যই সবসময় তার কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে থাকা উচিত। তিনি যদি ছেলে দান করে তাতেও শোকর, মেয়ে দিলেও শোকর, উভয়টি দিলেও শোকর, না দিলেও শোকর সদা সর্বদা কৃতজ্ঞতা আর কৃতজ্ঞতা এবং শোকর আদায় করাই উচিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

আল্লাহ তাআলারই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। তিনি সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা। যাকে চান কন্যা সন্তান সমূহ দান করেন এবং যাকে চান পুত্র সন্তান সমূহ দান করেন। অথবা উভয়ই যুক্তভাবে প্রদান করেন— পুত্র ও কন্যা সন্তান। যাকে চান বন্দ্য করে দেন। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময়, শক্তিমান।

(সূরা-শূরা, আয়াত-৪৯-৫০, পারা-২৫)

ط
 لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 يَخْلُقْ مَا يَشَآءُ يُهَبُّ لِمَنْ
 يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ
 الذُّكُوْرَ ﴿٤٩﴾ اَوْ يَزُوْجَهُمْ ذُّكْرًا
 وَّاِنَاثًا وَّيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ
 عَقِيْمًا ﴿٥٠﴾ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾

দরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: তিনি মালিক, নিজের অনুগ্রহকে যেভাবে চান, বণ্টন করেন। যে যা চায় দান করেন। নবীগণের মধ্যে এই সব অবস্থা আমরা দেখতে পাই। হযরত সাযিয়দুনা লুত عَلِيْ يٰسِيْنَ وَعَلَيْهِ السَّلَام ও হযরত সাযিয়দুনা শোয়াইব عَلِيْ يٰسِيْنَ وَعَلَيْهِ السَّلَام এর শুধুমাত্র কন্যা সন্তানই ছিল, কোন ছেলে ছিল না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

হযরত সাযিয়দুনা ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَامُ এর শুধুমাত্র ছেলে সন্তান ছিল মেয়ে ছিলনা। রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুয়নিবীন, রাসুলে আমীন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে আল্লাহ তাআলা ৪ জন শাহজাদা ও ৪ জন শাহজাদী দিয়েছেন এবং হযরত সাযিয়দুনা ইয়াহইয়া عَلَيْهِ السَّلَامُ ও হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَامُ কে কোন সন্তানই দেননি। (খাযাইনুল ইরফান, ৭৭৭ পৃষ্ঠা)

রোযা না রাখার ওযর সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন ওইসব অপরাগতার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যেগুলোর কারণে রমযানুল মোবারকে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে, অপরাগতার কারণে রোযা মাফ নয়। ওই অপরাগতা দূরীভূত হয়ে যাবার পর সেটার কাযা রাখা ফরয। অবশ্য, এ কাযার কারণে গুনাহ হবে না। যেমন, ‘বাহারে শরীয়াতে’ ‘দুররে মুখতার’ এর বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে, সফর, গর্ভ, সন্তানকে স্তনের দুধ পান করানো, রোগ, বার্ধক্য, প্রাণ-নাশের ভয়, জোর-যবরদস্তি, পাগল হয়ে যাওয়া ও জিহাদ এ সবই রোযা না রাখার ওযর। এসব ওযরের কারণে যদি কেউ রোযা না রাখে, তবে সে গুনাহগার নয়। যদি কেউ প্রাণে মেরে ফেলার কিংবা কোন অঙ্গ কেটে ফেলার অথবা মারাত্মকভাবে প্রহারের বাস্তবিক পক্ষেই হুমকি দিয়ে বলে, “রোযা ভেঙ্গে ফেল।” আর রোযাদারও জানে, একথা যে বলছে সে যা বলছে তাই করে ছাড়বে, এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গা কিংবা না রাখা গুনাহ নয়। ‘জোর-যবরদস্তি মানে এটাই।’ (দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)

সফরের সংজ্ঞা

সফরের মধ্যেও রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। সফরের পরিমাণও জেনে নিন! সাযিয়দী ও মুরশিদী ইমামে আহলে সুন্নাত আ’লা হযরত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এর গবেষণা অনুসারে শরীয়াত সম্মত সফরের পরিমাণ হচ্ছে-সাতাল্ল মাইল তিন ফরলঙ্গ (অর্থাৎ- প্রায় ৯২ কিলোমিটার)।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

যে কেউ এতটুকু দূরত্বে সফর করার উদ্দেশ্যে আপন শহর কিংবা গ্রামের বসতি থেকে দূরে যায়, সে তখন শরীয়াতের দৃষ্টিতে মুসাফির। তার জন্য রোযা কাযা করার অনুমতি রয়েছে। আর নামাযেও কসর করবে। মুসাফির যদি রোযা রাখতে চায় তবে রাখতে পারবে; কিন্তু চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযে কসর করা তার জন্য ওয়াজিব। কসর না করলে গুনাহগার হবে। অজ্ঞতাবশত: যদি পূর্ণ (চার) রাকআত পড়ে নেয়, তবে ওই নামাযকে পুনরায় পড়া ওয়াজিব। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংশোধিত, ৮ম খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ জানা না থাকার কারণে আজ পর্যন্ত যতো নামাযই সফরে পূর্ণভাবে আদায় করেছে সেগুলোর হিসাব করে চার রাকাত ফরয কসরের নিয়তে দু দু রাকাত করে পুনরায় পড়তে হবে। হাঁ, মুসাফির মুকীম ইমামের পিছনে ফরয চার রাকাত পূর্ণ পড়তে হয়। সুন্নাতসমূহ ও বিতরের নামায পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। কসর শুধু যোহর, আসর ও ইশার ফরয রাকাত গুলোতেই করতে হয়। অর্থাৎ এগুলোতে চার ফরযের স্থানে দু'রাকাত সম্পন্ন করা হবে। অবশিষ্ট সুন্নাতসমূহ এবং বিতরের রাকাত গুলো পুরোপুরিই পড়তে হবে। অন্য কোন শহর কিংবা গ্রাম ইত্যাদিতে পৌঁছার পর যতক্ষণ ১৫ দিন থেকে কম সময়ের জন্য অবস্থান করার নিয়ত করে নেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ‘মুসাফির’ই বলা হবে এবং তার জন্য মুসাফিরের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে। আর যদি মুসাফির সেখানে পৌঁছে ১৫ দিন কিংবা আরো বেশি সময় অবস্থান করার নিয়ত করে নেয়, তাহলে এখন মুসাফিরের বিধানাবলী শেষ হয়ে যাবে এবং তাকে ‘মুকীম’ বলা হবে।^২ এখন তার রোযাও রাখতে হবে, নামাযেও কসর করবে না।

(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড)

^২ সফর সম্পর্কিত বিধানাবলী বিস্তারিত জানার জন্য ‘বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ‘মুসাফিরের নামাযের বর্ণনা’ শীর্ষক অধ্যায়টি পাঠ করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

সামান্য অসুস্থতা কোন অপারগতা নয়

যদি কোন ধরনের অসুখ হয় এবং যদি এ অবস্থায় তার রোযা রাখলে রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার বা দেৱীতে সুস্থতা লাভ করার প্রবল ধারণা হয় তবে তার জন্য রোযা না রেখে পরবর্তীতে তা কাজা করার অনুমতি রয়েছে। (এর বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে) কিন্তু আজকাল দেখা যায় মানুষ সামান্য সর্দি, জ্বর, মাথা ব্যাথার কারণে রোযা ছেড়ে দেয় অথবা আল্লাহ তাআলারই পানাহ রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলে, এ রকম কখনো না হওয়া চাই, যদি কেউ কোন বিশুদ্ধ শরয়ী কারণ ছাড়া রোযা রাখা ছেড়ে দেয়, যদি ও সে পরবর্তীতে সারাজীবনও রোযা রাখে তবুও ঐ একটি রোযার ফযীলত কখনো লাভ করতে পারবে না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেহেতু ‘রোযা না রাখার ওয়র সমূহের’ বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসবে, তিনটি বরকতময় হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে:

সফরে ইচ্ছা হলে, রোযা রাখো, নতুবা ছেড়ে দাও

- (১) উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বর্ণনা করেছেন, “হযরত সাযিয়্যুনা হামযা ইবনে আমর আসলামী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বেশি রোযা রাখতেন। তিনি তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে জিজ্ঞাসা করে আরয করলেন: “আমি কি সফরে রোযা রাখবো?” হযরত رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “ইচ্ছা হলে রাখো, আর ইচ্ছা না হলে রেখোনা।” (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৪৩)
- (২) হযরত সাযিয়্যুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “১৬ রমযানুল মোবারক ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাথে আমরা জিহাদে গেলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রোযা রেখেছিলেন, আর কেউ কেউ রাখেননি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

তখন রোযাদারগণ যারা রোযা রাখেনি তাদের প্রতি দোষারোপ করেনি এবং যারা রোযাদারনা তারাও রোযাদারদের বিরুদ্ধে দোষারূপ করেননি, একে অপরের বিরোধিতা করেননি।”

(মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, ৫৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১১৬)

- (৩) হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক কাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আল্লাহু তাআলা মুসাফির থেকে অর্ধেক নামায ক্ষমা করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায দু’রাকাত পড়বে।) আর মুসাফির ও স্তন্যদাত্রী এবং গর্ভবতীর রোযা ক্ষমা করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ- তখন রোযা না রাখার অনুমতি দিয়েছেন। পরবর্তীতে সে পরিমাণ রোযা কাযা আদায় করবে।) (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস-৭১৫)

রোযা না রাখার অনুমতি সম্বলিত ৩টি বিধান

(কিন্তু ওই অপারগতা শেষ হয়ে যাবার পর প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একটি করে রোযা কাযা করতে হবে।)

- (১) মুসাফিরের জন্য রোযা রাখা ও না রাখার মধ্যে নিজের স্বাধীনতা রয়েছে। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা)
- (২) যদি স্বয়ং ওই মুসাফিরের জন্য এবং তার সফরসঙ্গীদের জন্য রোযা ক্ষতিকর না হয়, তবে সফরে রোযা রাখা উত্তম। আর উভয়ের কিংবা তাদের কোন একজনের জন্য ক্ষতিকারক হয়, তাহলে রোযা না রাখা উত্তম। (দুররুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা)
- (৩) মুসাফির ‘দ্বাহওয়ায়ে কুবরা’^২ এর পূর্বক্ষণে মুকীম হিসেবে অবস্থান করলো, এখনো পর্যন্ত কিছুই খায়নি, এমতাবস্থায় রোযার নিয়ত করে নেয়া ওয়াজিব। (আল-জাওয়াহারাতুন নাইয়েরাহ, ১ম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা) যেমন, আপনার ঘর বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ শহর চট্টগ্রামে।

^২ দ্বাহওয়ায়ে কুবরা এর সংজ্ঞা রোজার নিয়তের বর্ণনার মধ্যে পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

আপনি ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দিকে রওনা হলেন। সকাল দশটার সময় পৌঁছে গেলেন। আর সুবহে সাদিক থেকে রাস্তায় কোন কিছু পানাহার করেননি। এমতাবস্থায় রোযার নিয়্যত করে নিন।

(৪) দিনে যদি সফর করেন, তবে ওই দিনের রোযা না রাখার জন্য আজকের সফর ওযর নয়। অবশ্য, যদি সফরের মধ্যভাগে ভঙ্গ করেন তবে কাফফারা অপরিহার্য হবে না, কিন্তু গুনাহ্ অবশ্যই হবে।
(রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা) আর রোযা কাযা করা ফরয হবে।

(৫) যদি সফর শুরু করার পূর্বে ভেঙ্গে ফেলে, তারপর সফর করে, তাহলে (যদি কাফফারার শর্তাবলী পাওয়া যায়, তবে) কাফফারাও অপরিহার্য হবে। (প্রাগুক্ত)

(৬) যদি দিনের বেলায় সফর শুরু করে, (সফরের মধ্যভাগে রোযা না ভাঙ্গে) আর ঘরে কিছু জিনিষ ভুলে ফেলে যাওয়ায়, সেটা নেয়ার জন্য ফিরে আসে, এখানে এসে যদি রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তবে (শর্তাবলী পাওয়া গেলে) কাফফারাও ওয়াজিব হবে। যদি সফরের মাঝখানে ভেঙ্গে ফেলতো তবে শুধু কাযা ফরয হতো। যেমন, ৪ নং নিয়মাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ফতোওয়ানে আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা)

(৭) কাউকে রোযা ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য করা হয়েছে, তাহলে রোযাতো ভাঙতে পারে, কিন্তু ধৈর্যধারণ করলে সাওয়াব পাবে।

(রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)

(৮) সাপ দংশন করেছে। আর প্রাণ বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে। এমতাবস্থায় রোযা ভাঙতে পারবে। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)

(৯) যেসব লোক এসব অপারগতার কারণে রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তাদের উপর সেগুলোর কাযা দেয়া ফরয। আর এসব কাযা রোযার মধ্যে ধারাবাহিকতা ফরয নয়। যদি ওই রোযাগুলো কাযা করার পূর্বে নফল রোযা রাখে তাহলে সেগুলো নফলই হবে। কিন্তু বিধান হচ্ছে অপারগতা (ওযর) দূরীভূত হবার পর পরবর্তী রমযানুল মোবারক আসার পূর্বেই কাযা রোযা রেখে নেয়া।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ يُجْعَلُ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে; “যার উপর বিগত রমযানুল মোবারকের রোযা বাকী থেকে যায়, আর সে তা পালন না করে, তার এ রমযানুল মোবারকের রোযা কবুল হবে না।” (মাজমাউয যাওয়াদি, ৩য় খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা) যদি সময় অতিবাহিত হতে থাকে, কিন্তু কাযা রোযা রাখেনি, শেষ পর্যন্ত পরবর্তী রমযান শরীফ এসে গেছে, এমতাবস্থায় কাযা রোযা রাখার পরিবর্তে প্রথমে এ রমযানুল মোবারকের রোযা রাখবে। এমনকি রোগী নয় এমন লোক ও মুসাফির কাযার নিয়্যত করলো, তবুও তা কাযা হলো না, বরং তা ওই রমযান শরীফের রোযাই হলো। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা)

(১০) গর্ভবর্তী কিংবা স্তনের দুধ পান করায় এমন নারী, নিজের কিংবা শিশুর প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকে, তবে রোযা রাখবে না। যদি মা গর্ভবর্তী হোক কিংবা দুধ পানকারী নারী মা যদিও রমযানুল মোবারকের মধ্যে দুধপান করানোর চাকুরী করুক।

(দুররে মুখতার ও রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা)

(১১) ক্ষুধা কিংবা পিপাসা এতোই তীব্র হলো যে, প্রাণ নাশের ভয় নিশ্চিত হয়ে গেছে, কিংবা বিবেকশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবার আশংকা করা হয়, তাহলে রোযা রাখবে না। (দুররে মুখতার, রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)

(১২) রোগীর রোগ বেড়ে যাওয়ার বা আরোগ্য হবার, অথবা সুস্থ লোক রোগী হয়ে পড়ার অধিকাংশ ধারণা হয়ে যায়, তবে সেদিনের রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। (তবে পরবর্তীতে কাযা রেখে নিবে।)

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা)

(১৩) এসব অবস্থায় ‘অধিকাংশ ধারণার’ শর্তারোপ করা হয়েছে, নিছক সন্দেহ যথেষ্ট নয়। ‘অধিকাংশ ধারণার তিনটি ধরণ রয়েছে: (১) যদি তার প্রকাশ্য চিহ্ন পাওয়া যায়, (২) যদি ওই লোকটির নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাকে এবং (৩) কোন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুসলমান ফাসিক নয় এমন চিকিৎসক তাকে বলে আর যদি এমন হয়, কোন চিহ্ন নেই, অভিজ্ঞতাও নেই, আর না এ ধরণের চিকিৎসক তাকে বলেছে, বরং কোন কাফির কিংবা ফাসিক চিকিৎসকের কথায় রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে তাহলে (শর্তাবলী পাওয়া গেলে) কাযার সাথে কাফফারাও অপরিহার্য হবে। (রদে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

- (১৪) হায়েয কিংবা নিফাসের (যথাক্রমে মাসিক ঋতুস্রাব ও প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ) অবস্থায় নামায ও রোযা পালন করা হারাম। কুরআনের তিলাওয়াত কিংবা কুরআনে পাকের পবিত্র আয়াত অথবা সেগুলোর অনুবাদ স্পর্শ করা সবই হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৮৮ ও ৮৯ পৃষ্ঠা)
- (১৫) ‘হায়েয’ ও ‘নিফাস’ সম্পন্ন নারীর জন্য স্বাধীনতা রয়েছে গোপনে খাবে কিংবা প্রকাশ্যে। রোযাদারের মতো থাকা তার জন্য জরুরী নয়। (আল জাওহারাতুন নাইয়ারাহ, ১ম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা)
- (১৬) কিন্তু গোপনে খাওয়া উত্তম। বিশেষ করে হায়েয সম্পন্নীর জন্য।
(বাহারে শরীয়াত, ৫ম খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা)
- (১৭) ‘শায়খে ফানী’ অর্থাৎ ওই বয়োবৃদ্ধ লোক, যার বয়স এতাই ভারী হয়েছে, এখন ওই বেচারী দিন দিন দুর্বলই হতে চলেছে, যখন সে একেবারেই রোযা রাখতে অক্ষম হয়ে যায়, অর্থাৎ না এখন রোযা রাখতে পারছে, না ভবিষ্যতে রোযা রাখার শক্তি আসার আকা আছে, এমতাবস্থায় তার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। সুতরাং প্রতিটি রোযার পরিবর্তে (ফিদিয়া স্বরূপ) এক ‘সদকায়ে ফিতর’^২ পরিমাণ মিসকিনকে দিয়ে দিবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা)
- (১৮) যদি এমন বয়স্ক হয় যে, গরম অবস্থায় রোযা রাখতে অপারগ, তাহলে রাখবে না। কিন্তু শীতে রাখা ফরয। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৭২ পৃষ্ঠা)
- (১৯) যদি ফিদিয়া দেয়ার পর রোযা রাখার শক্তি এসে যায়, তবে প্রদত্ত ফিদিয়া নফল সদকা হয়ে গেলো, কিন্তু ওই রোযাগুলোর কাযা রেখে নিবেন। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা)
- (২০) এ স্বাধীনতা রয়েছে, চাই রমযানের শুরুতে পুরো রমযানের ফিদিয়া এক সাথে দিয়ে দিক কিংবা শেষ ভাগে দিক। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা)
- (২১) ফিদিয়া দেয়ার সময় এটা জরুরী নয়, যতোটা ফিদিয়া হবে ততোটা মিসকিনকে আলাদা আলাদাভাবে দিবে, বরং একই মিসকিনকে কয়েকদিনের ফিদিয়াও দেয়া যাবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা)

^২ ‘সাদকায়ে ফিতর’ হচ্ছে সোয়া দুই সের অর্থাৎ প্রায় দুই কিলো পঞ্চাশ গ্রামের সমান আটা, অথবা তার মূল্য পরিমাণ টাকা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

- (২২) নফল রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে শুরু করার পর পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ভেঙ্গে ফেললে কাযা ওয়াজিব হবে। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪১১ পৃষ্ঠা)
- (২৩) যদি আপনি এ ধারণা করে রোযা রাখলেন, আপনার দায়িত্বে কোন কাযা রোযা রয়ে গেছে, কিন্তু রোযা শুরু করার পর জানতে পারলেন, আপনার উপর কোন প্রকারের কোন রোযা কাযা নেই। এখন যদি তাৎক্ষণিকভাবে ভেঙ্গে ফেলেন, তবে কোন কিছুই নেই। আর যদি একথা জানার পর তাৎক্ষণিকভাবে না ভাঙ্গেন, তবে পরে ভাঙ্গতে পারবেন না। ভাঙ্গলে কাযা ওয়াজিব হবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪১১ পৃষ্ঠা)
- (২৪) নফল রোযা ইচ্ছাকৃত ভাবে ভাঙ্গেনি, বরং অনিচ্ছাকৃত ভাবে ভেঙ্গে গেছে। যেমন- রোযা পালন কালে মহিলাদের হায়েয এসে গেলো, তবু ও কাযা ওয়াজিব। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা)
- (২৫) ঈদুল ফিতরের একদিন কিংবা ঈদুল আযহার চারদিন, অর্থাৎ ১০, ১১, ১২ ও ১৩ ই যিলহজ্জ থেকে কোন একটি দিনের নফল রোযা রাখলে, এ রোযাটি পূর্ণ করা ওয়াজিব নয় কেননা এ পাঁচ দিনে রোযা রাখা হারাম ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে না; বরং সেটা ভেঙ্গে ফেলাই ওয়াজিব। যদি এ দিনগুলোতে রোযা রাখার মান্নত মানেন, তাহলে মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব। কিন্তু ওই দিনগুলোতে নয়, বরং অন্যান্য দিনে। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা)
- (২৬) নফল রোযা বিনা ওযরে ভেঙ্গে ফেলা না জায়িব। মেহমানের সাথে যদি না খায় তবে তার খারাপ লাগবে, অনুরূপভাবে, মেহমান না খেলে মেজবান মনে কষ্ট পাবেন। সুতরাং নফল রোযা ভাঙ্গার জন্য এটা একটা ওযর। سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ শরীয়াতে মুসলমানের সম্মান করার ব্যাপারে কতই গুরুত্ব রয়েছে) এ শর্তে যে, তার পূর্ণ ভরসা আছে যে, সে তা পুনরায় রেখে নিবে। আর দ্বি-প্রহর এর পূর্বে ভাঙ্গতে পারবে, পরে নয়। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা)
- (২৭) দাওয়াতের কারণে “দ্বাহওয়ায়ে কুবরা” এর পূর্বে রোযা ভেঙ্গে ফেলা যাবে যখন মেযবান শুধুমাত্র তার উপস্থিতিতে রাজী না হন বরং তার না খাওয়ার কারণে নারাজ হন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

তবে শর্ত হচ্ছে তার পূর্ণ ভরসা আছে, সে তা পুনরায় রেখে নিবে, এমতাবস্থায় রোযা ভঙ্গতে পারবে এবং এটার কাযা আদায় করবে। কিন্তু যদি দা'ওয়াতকারী তার শুধুমাত্র উপস্থিতিতে রাজী হয়ে যান এবং তার না খাওয়াতে নারাজ না হন তবে রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি নেই।

(ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা, কুয়েটা)

(২৮) নফল রোযা সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর মাতাপিতা নারায় হলে ভঙ্গতে পারে। এমতাবস্থায় আসরের পূর্ব পর্যন্ত ভঙ্গতে পারে, আসরের পরে পারবে না। (দুররে মুখতার, রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১৪)

(২৯) নারী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল, মান্নত ও শপথের কাফফারার রোযা রাখবে না। রেখে নিলে স্বামী ভঙ্গিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ভঙ্গলে কাযা ওয়াজিব হবে। আর সেটার কাযা করার সময়ও স্বামীর অনুমতির দরকার হবে। কিংবা স্বামী ও তার মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেলে, অর্থাৎ তালাকে বাইন^২ দিয়ে দিলে, কিংবা মৃত্যু হয়ে গেলে, অথবা রোযা রাখলে স্বামীর কোন ক্ষতি না হলে, যেমন সে সফরে গেলে কিংবা অসুস্থ থাকলে, অথবা ইহরাম অবস্থায় থাকলে, এসব অবস্থায় অনুমতি ছাড়াও কাযা রোযা রাখতে পারবে; এমনকি সে নিষেধ করলেও স্ত্রী রেখে দিতে পারবে। অবশ্য ওই দিনগুলোতে নফল রোযা স্বামীর অনুমতি ছাড়া রাখতে পারে না।

(রদে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা)

(৩০) রমযানুল মোবারক ও রমযানুল মোবারকের কাযার জন্য স্বামীর অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই, বরং সে নিষেধ করলেও রাখবে।

(দুররে মুখতার, রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা)

(৩১) আপনি যদি কারো কর্মচারী হন, কিংবা তার নিকট শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন, তাহলে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখতে পারেন না। কেননা, রোযার কারণে কাজে অলসতা আসবে। অবশ্য, রোযা রাখা সত্ত্বেও যদি আপনি নিয়ম-মাফিক কাজ করতে পারেন, তার কাজে কোনরূপ ত্রুটি না হয়, তাহলে নফল রোযার জন্য অনুমতির দরকার নেই। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা)

^২ তালাকে বাইন ওই তালাককে বলে, যার কারণে স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে বেরিয়ে যায়। তখন স্ত্রী পুনরায় স্বামীকে গ্রহণ করতে পারে না আর স্বামী তার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

- (৩২) নফল রোযার জন্য মেয়ে পিতা থেকে, মা পুত্র থেকে এবং বোন ভাই থেকে অনুমতি নেয়ার দরকার নেই। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা)
- (৩৩) মাতা-পিতা যদি মেয়েকে নফল রোযা রাখতে নিষেধ করে এ কারণে যে, তার রোগের আশঙ্কা আছে, তবে মাতাপিতার কথা মানবে। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা)

কাযা সম্পর্কে ১২টি নিয়মাবলী

(এখন ওইসব বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে, যে কাজ করলে শুধু কাযা অপরিহার্য হয়। কাযা করার পদ্ধতি হচ্ছে প্রতিটি রোযার পরিবর্তে রমযানুল মোবারকের পর কাযার নিয়তে একটি করে রোযা রাখা।)

- (১) এটা ধারণা ছিলো, সেহরীর সময় শেষ হয়নি। তাই পানাহার করেছে, স্ত্রী সহবাস করেছে। পরে জানতে পারলো, তখন সেহরীর সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় রোযা হয়নি, এ রোযার কাযা করা জরুরী। অর্থাৎ ওই রোযার পরিবর্তে একটা রোযা রাখতে হবে।
(রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা)
- (২) খাবার খাওয়ার জন্য কঠোরভাবে বাধ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ শরীয়াত সম্মত বাধ্যবাধকতা (কেউ হত্যা কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলার হুমকি দিয়ে বললো: “রোযা ভেঙ্গে ফেল।” যদি রোযাদার নিশ্চিতভাবে মনে করে, সে যা বলছে তা করেই ছাড়বে। তাহলে শরীয়াতসম্মত বাধ্য করণ পাওয়া গেলো। এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে এ রোযার কাযা করে দেয়া অপরিহার্য। এখন যেহেতু বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তাই শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। (দুররে মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)
- (৩) ভুলবশত: পানাহার করেছে কিংবা স্ত্রী সহবাস করেছিলো, অথবা এমনভাবে দৃষ্টি করেছে, বীর্যপাত হয়েছে, কিংবা স্বপ্নদোষ হয়েছে, অথবা বমি হয়েছে, এসব অবস্থায় এ ধারণা করল যে, রোযা ভেঙ্গে গেছে, তাই এখন স্বেচ্ছায় পানাহার করে নিল। কাজেই, এখন শুধু কাযা ফরয হবে। (দুররে মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

- (৪) রোযারত অবস্থায় নাকে ঔষধ দিলে রোযা ভেঙ্গে যায়। এর কাযা অপরিহার্য। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)
- (৫) পাথর, কঙ্কর (এমন) মাটি যা সাধারণত খাওয়া হয়না, তুলা, ঘাস, কাগজ ইত্যাদি এমন জিনিষ আহার করলো, যে গুলোকে মানুষ ঘৃণা করে, এ গুলোর কারণেতো রোযা ভেঙ্গে গেলো, কিন্তু শুধু কাযা করতে হবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা)
- (৬) বৃষ্টির পানি কিংবা শিলাবৃষ্টি নিজে নিজেই কণ্ঠনালীতে প্রবেশ করলো এতে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা অপরিহার্য হবে।
(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৭৮ পৃষ্ঠা)
- (৭) খুব বেশি ঘাম কিংবা চোখের পানি বের হলে আর তা গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে। (প্রাগুক্ত)
- (৮) ধারণা করলো যে এখনো রাত বাকী আছে তাই সেহেরী খেতে থাকল; পরে জানতে পারল সেহেরীর সময় শেষ, তবে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা করতে হবে। (রদ্দুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা)
- (৯) একইভাবে ধারণা করলো সূর্য ডুবে গেছে, পানাহার করে নিল। পরক্ষণে জানতে পারলো, সূর্য ডুবেনি। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে। কাযা করে নিতে হবে। (রদ্দুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা)
- (১০) যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই সাইরেনের আওয়াজ বেজে ওঠে কিংবা মাগরিবের আযান শুরু হয়ে যায়, আর আপনি রোযার ইফতার করে নেন এবং পরে আপনি জানতে পারলেন, সাইরেন কিংবা আযান সময়ের পূর্বেই শুরু হয়েছিলো। এতে যদিও আপনার দোষ থাকুক বা নাই থাকুক, তবুও রোযা ভেঙ্গে যাবে, কাযা করতে হবে।
(রদ্দুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)
- (১১) আজকাল যেহেতু উদাসীনতার ছড়াছড়ি, সেহেতু প্রত্যেকের উচিত নিজেই নিজের রোযার হিফায়ত করা। সাইরেন, রেডিও টিভির ঘোষণা বরং মসজিদের আযানকেও যথেষ্ট বলে মনে করার পরিবর্তে নিজেই সেহেরী ও ইফতারের সময় সঠিকভাবে জেনে নিন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

(১২) অযু করছিলেন। নাকে পানি দিলেন এবং তা মগজ পর্যন্ত গুঠে গেলো কিংবা কণ্ঠনালী দিয়ে নিচে নেমে গেলো। রোযাদার হবার কথাও স্মরণ ছিলো। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা ওয়াজিব। হ্যাঁ, তখন যদি রোযাদার হবার কথা স্মরণ না থাকে তবে রোযা ভাঙ্গবে না। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা)

কাফফারার বিধান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারকের রোযা রেখে কোন সঠিক অপারগতা ছাড়া জেনে বুঝে ভেঙ্গে ফেললে কোন কোন অবস্থায় কাযা, আর কোন কোন অবস্থায় কাযার সাথে কাফফারাও অপরিহার্য হয়ে যায়। এখানে তার বিধানাবলী বর্ণনা করা হবে। তবে এর পূর্বে জেনে নিন কাফফারা কি?

রোযার কাফফারার পদ্ধতি

রোযা ভাঙ্গার কারণে কাফফারা হচ্ছে-সম্ভব হলে একটা বাঁদী (ক্রীতদাসী) কিংবা গোলাম (ক্রীতদাস) আযাদ করবে। তা করতে না পারলে, যেমন-তার নিকট না ক্রীতদাসী বা ক্রীতদাস আছে, না এত সম্পদ আছে যে, ক্রয় করতে পারবে, অথবা টাকা তো আছে, কিন্তু দাস-দাসী পাওয়া যাচ্ছে না, যেমন-আজকাল দাস-দাসী পাওয়া যায় না, তাহলে ধারাবাহিকভাবে দু'মাস অর্থাৎ ষাটটি রোযা-রাখবে। তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে ষাটজন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে খাবার খাওয়াবে। এক্ষেত্রে এটা জরুরী, যাকে এক বেলা খাবার খাইয়েছে, তাকেই দ্বিতীয় বেলা খাবার খাওয়াবে। এটাও হতে পারে, ষাটজন মিসকীনকে একেকটা সদকায়ে ফিতর, অর্থাৎ প্রায় ২ কিলো থেকে ৮০ গ্রাম কম পরিমাণ গম অথবা এর মূল্য প্রদান করবে। একজন মিসকীনকে একত্রে ষাটটি (৬০) সদকায়ে ফিতর দিতে পারবে না। হ্যাঁ, এটা হতে পারে, একজন মিসকীনকে ষাট (৬০) দিন যাবত প্রতিদিন একেকটা সদকা-ই-ফিতর দিবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

রোযাগুলো পালন কালে (কাফ্ফারা আদায়কালীন সময়ে) যদি মাঝখানে একটি রোযাও ছুটে যায়, তবে পুনরায় শুরু থেকে ষাটটি (৬০) রোযা রাখতে হবে; পূর্বকার রোযাগুলো হিসাবে ধরা হবে না, যদিও ঊনষাটটা (৫৯) রেখে থাকে; চাই রোগ ইত্যাদি কোন ওযর (অপারগতার) কারণেই ছুটে যাক না কেন? হ্যাঁ, অবশ্য নারীর যদি হায়য এসে যায়, তবে হায়যের কারণে রোযা ছুটে গেলে, সেটাকে বিরতি হিসেবে গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ হায়যের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রোযাগুলো মিলে ষাটটি পূর্ণ হয়ে গেলে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা) কেউ রাত থেকে রোযার নিয়্যত করেছে, তারপর সকালে কিংবা দিনের কোন সময় বরং ইফতারের এক মুহূর্ত পূর্বে কোন বিশুদ্ধ অপারগতা ব্যতিরেকেই এমন কোন বস্তু দ্বারা, যাকে মানুষ ঘৃণা করে না। (যেমন-খাদ্য, পানি, চা, ফলমূল, বিস্কুট, শরবত, মধু, মিষ্টি ইত্যাদি) ইচ্ছাকৃতভাবে খেয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে, তবে রমযান শরীফের পর ওই রোযার কাযার নিয়্যতে একটা রোযাও রাখতে হবে। আর সাথে কাফ্ফারাও দিতে হবে, যার পদ্ধতি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

কাফ্ফারা সম্পর্কে ১১ টি নিয়মাবলী

(১) রমযানুল মোবারকে কোন বিবেকবান, বালেগ, মুকীম (অর্থাৎ মুসাফির নয় এমন লোক) রমযানের রোযা আদায় করার নিয়্যতে রোযা রাখলো। আর কোন বিশুদ্ধ অপারগতা ব্যতিরেকে (জেনেবুঝে) স্ত্রী সঙ্গম করলে কিংবা করালে। অথবা অন্য কোন স্বাদের কারণে কিংবা ঔষধ হিসেবে খেলো বা পান করলো। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে। তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই অপরিহার্য হবে।

(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)

(২) যেখানে রোযা ভাঙ্গলে কাফ্ফারা অপরিহার্য হয়, সেখানে পূর্ব শর্ত হচ্ছে-রাত থেকেই রমযানের রোযার নিয়্যত করে নেয়া। যদি দিনে নিয়্যত করে এবং ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে কাফ্ফারা অপরিহার্য নয়, শুধু কাযা যথেষ্ট। (আল জাওহারাছুন নাইয়ারাহ, ১ম খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

(৩) মুখ ভরে বমি হলে কিংবা ভুলবশতঃ আহার করলে কিংবা স্ত্রী সহবাস করলে। এসব অবস্থায় তার জানা ছিলো যে, রোযা ভাঙ্গে নি, তবুও সে আহার করে নিয়েছে, এমতাবস্থায় কাফফারা অপরিহার্য নয়।

(রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা)

(৪) স্বপ্নদোষ হয়েছে আর জানা ছিলো যে, তার রোযা ভাঙ্গেনি, তারপরেও আহার করে নিয়েছে, তবে কাফফারা অপরিহার্য।

(রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা)

(৫) নিজের থুথু ফেলে পুনরায় তা চেষ্টে নিলো। কিংবা অপরের থুথু গিলে ফেললে। কিংবা দ্বীনি কোন সম্মানিত (বুয়ুর্গ) ব্যক্তির থুথু তাবাররুফ হিসেবে গিলে ফেললে কাফফারা অপরিহার্য। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা) তরমুজের ছিলকা খেয়েছে। তা শূক্ষ হোক কিংবা এমন হয় যে, লোকজন তা খেতে ঘৃণা করে, তাহলে কাফফারা দিতে হবে না, অন্যথায় জরুরী। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা)

(৬) চাউল, কাঁচা ভুট্টা, মশুর কিংবা মুগ ডাল খেয়ে নিয়েছে। এমতাবস্থায় কাফফারা অপরিহার্য নয়। এ বিধান কাঁচা যবেরও। কিন্তু ভুনা হলে কাফফারা অপরিহার্য। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা)

(৭) সেহেরীর লোকমা মুখে ছিলো। সুবহে সাদিকের সময় হয়ে গেছে কিংবা ভুলবশতঃ খাচ্ছিলো, লোকমা মুখে ছিলো, হঠাৎ স্মরণ হয়ে গেলো, তারপরেও গিলে ফেলেছে, এ দুটি অবস্থায় কাফফারা ওয়াজিব। আর যদি লোকমা মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে ফেললো, তাহলে শুধু কাযা ওয়াজিব, কাফফারা নয়।

(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)

(৮) পালাক্রমে জ্বর আসতো। আজ পালার দিন ছিলো। তাই জ্বর আসবে ধারণা করে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভেঙ্গে ফেললো। তাহলে এমতাবস্থায় কাফফারা থেকে অব্যাহতি মিলবে। (অর্থাৎ: কাফফারার প্রয়োজন নেই।) অনুরূপভাবে, নারীর নির্ধারিত তারিখে হায়য (ঋতুস্রাব) হতো। আজ ঋতুস্রাবের দিন ছিলো। সুতরাং স্বেচ্ছায় রোযা ভেঙ্গে ফেললো; কিন্তু হায়য আসেনি। তাহলে, কাফফারা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। (অর্থাৎ কাফফারার প্রয়োজন নেই।)

(দুরের মুখতার, রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

- (৯) যদি দুটি রোযা ভাঙ্গে তবে দুটির জন্য দুটি কাফ্ফারা দিবে, যদিও প্রথমটির কাফ্ফারা এখনো আদায় করেনি। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা) যখন দুইটি দুই রমযানের হয়। আর যদি উভয় রোযা এক রমযানের হয়, প্রথমটার কাফ্ফারা আদায় করা না হয়, তবে একটি কাফ্ফারা উভয় রোযার জন্য যথেষ্ট। (আল-জাওহারাভুন নাইয়ারাহ, ১ম খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা)
- (১০) কাফ্ফারা অপরিহার্য হবার জন্য এটাও জরুরী যে, রোযা ভাঙ্গার পর এমন কোন কাজ সম্পন্ন হয়নি, যা রোযার পরিপন্থি (রোযা ভঙ্গকারী), কিংবা বিনা ইচ্ছায় এমন কোন কাজ পাওয়া যায়নি, যার কারণে রোযা ভাঙ্গার অনুমতি পাওয়া যেতো, উদাহরণস্বরূপ, ওই দিন নারীর হায়য কিংবা নিফাস এসে গেছে, কিংবা রোযা ভাঙ্গার পর ওই দিনই এমন রোগ হয়েছে, যাতে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে, তাহলে কাফ্ফারা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং সফরের কারণে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না, যেহেতু এটা ইচ্ছাকৃত কাজ।
(আল-জাওহারাভুন নাইয়ারাহ, ১ম খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা)
- (১১) যে অবস্থায় রোযা ভাঙ্গলে কাফ্ফারা দেয়া আবশ্যিক হয়না, এতে শর্ত হল, একবার এই রকম হয়েছে এবং নাফরমানীর ইচ্ছা করে না, যদি নাফরমানীর ইচ্ছা থাকে তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।
(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা)

রোযা নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাও

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল ইসলামী জ্ঞান থেকে মুসলমানরা একেবারে দূরে সরে যাচ্ছে। আর এমন এমন ভুল করছে, কখনো কখনো ইবাদতই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আফসোস! বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে শুধু আর শুধু দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করা হচ্ছে। আহা! এখন সুন্নাত শেখার জন্য, ইবাদতের বিধানাবলীর জ্ঞানার্জনের জন্য কারো কাছে সময় এবং আগ্রহ নেই, বরং যদি কোন শুভাকাঙ্খী ইসলামী ভাই বুঝানোর চেষ্টা করে সেটাও তার অপছন্দনীয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

ইবাদতগুলো সম্পর্কেও এ পরিমাণ ভুল কথাবার্তা ভরে গেছে, আল্লাহ তাআলার পানাহ! সেহেরী ও ইফতারের সম্পর্কেও লোকেরা নানা ধরণের কথাবার্তা বলে থাকে। এর উপর জেদও করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ; সেহেরীর শেষ সময় সম্পর্কে কিছু লোক বলে বেড়ায়: ‘যতক্ষণ পর্যন্ত ভোর হয়ে ভোরের আলো এতটুকু পরিষ্কার হয়ে যায়, পিঁপড়া নজরে আসতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেহেরীর শেষ সময় বাকী থাকে!!! অনুরূপভাবে, কিছুলোক একথা বুঝে যে, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত ফযরের আযানের আওয়াজ আসতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করাতে অসুবিধা নেই। যেখানে কয়েকটা আযানের আওয়াজ আসে, সেখানে সর্বশেষ আযানের আওয়াজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করতে থাকবে।’ কেমন আজব তামাশার কথা! একটু চিন্তাতো করো! যদি আপনি এমন জায়গায় থাকেন যেখানে আযানের আওয়াজ আসেনা, তখন আপনি কি করবেন? আল্লাহ তাআলার ইবাদতের আগ্রহ পোষণকারীরা! নিজেদের ইবাদতগুলোকে কয়েকটা মিনিট অলসতার কারণে বরবাদ করবেন না। সেটা পুনরায় গভীরভাবে দেখুন। এ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

এবং আহার করো ও পান করো,
যতক্ষণ না তোমাদের জন্য প্রকাশ
পেয়ে যায় সাদা রেখা কালো রেখা
থেকে ফজর হয়ে। অতঃপর রাত
আসা পর্যন্ত রোযা পূরণ করো।

(পারা-২, সূরা-বাকারা, আয়াত-১৮৭)

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ
اتَّبِعُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

প্রকাশ থাকে, এ পবিত্র আয়াত না পিঁপড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, না ফজরের আযানের কথা, বরং সুবহে সাদিকের কথা উল্লেখ রয়েছে। অতএব আযানের অপেক্ষা করবেন না। নির্ভরযোগ্য ‘সময় সূচি’ এর মধ্যে সুবহে সাদিক ও সূর্যাস্তের সময় দেখে সেটা অনুযায়ী সেহেরী ও ইফতার করবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের মূল শরীয়াত ও সুন্নাত মোতাবেক মাহে রমযানুল মোবারকের সম্মান করার, তাতে রোযা রাখার, তারাবীহ সম্পন্ন করার, কালামে পাক তেলাওয়াত ও বেশি পরিমাণে নফল নামায আদায় করার তওফীক দান কর! আমাদের ইবাদত সমূহ কবুল কর! আর তোমার অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা আমাদের মাগফিরাত কর।

اٰمِيْنَ بِجَاٰءِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি পরিবর্তন হয়ে গেলাম

তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে ও মাদানী কাফেলা সম্পর্কে কি বলব? উৎসাহ সৃষ্টির জন্য একটি ঘটনা শুনুন! শালিমার টাউন মারকাযুল আউলিয়া লাহোর এর এক ইসলামী ভাই এর কিছু বর্ণনা এই রকম ছিল। আমি একজন সুস্থ মস্তিস্ক কিন্তু বিকৃত চিন্তার মানুষ ছিলাম। সিনেমা, নাটকে অভ্যস্ত ছিলাম সাথে সাথে যুবতী মেয়েদের সাথে রসিকতা ও বদমাইশী এবং যুবকদের সাথে বন্ধুত্ব (সারারাত পর্যন্ত তাদের সাথে বেপরওয়া চলাফেরা) আমার অভ্যাস ছিল। আমার খারাপ চলাফেরার জন্য আমার বংশের লোকেরা আমার কাছ থেকে সর্বদা দূরে থাকত। আমি ঘরে আসলে ভয় পেত। এমনকি তাদের সন্তানকে আমার থেকে দূরে রাখত। আমার পাপের ভরা অন্ধকার রাত শেষ হয়ে বসন্তের প্রভাত এইভাবে উদিত হল, একজন দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকে রাসূলের শুভ দৃষ্টি আমার উপর পড়ল। তিনি অত্যন্ত ভালবাসার মাধ্যমে নিজের ইনফিরাদী কৌশল করে আমাকে মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য অনুরোধ করেন। তার কথাগুলো আমার মনের মধ্যে গঁথে গেল এবং আমার মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন হল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলগণের সাহচর্য আমি পাপীর অন্তরে মাদানী পরিবর্তন এনে দিল। গুনাহ থেকে তাওবার উপহার এবং সুন্নাতে ভরা মাদানী পোশাকের জয়বা পেলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

মাথায় সবুজ পাগড়ী পরিধান করছি এবং আমার মত গুনাহগার লোক সূনাতের মাদানী ফুল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। যে সমস্ত প্রিয়জন ও আত্মীয় স্বজনরা আমাকে দেখে দূরে সরে পড়ত اللَّحْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ তারা এখন আমার সাথে আলিঙ্গন করে। প্রথমে আমি বংশে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক ছিলাম। اللَّحْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলার বরকতে এখন সকলের প্রিয় লোকে পরিণত হয়েছি।

জব তক বিকে না থে কুয়ি পুছতা না থা,
তুনে খরীদ কর মুঝে আনমৌল কর দিয়া।

বেনামাযীদের সাথে বসা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! অসৎ সঙ্গের দ্বারা কি মারাত্মক ক্ষতি হয়। অসৎ সঙ্গের প্রভাবে বিকৃত মানুষকে মানুষ থুথু দেয়। আর সৎ সঙ্গের কি বরকত রয়েছে গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকে এবং মানুষও ভালবাসে। সর্বদা এমন সঙ্গ নেয়া উচিত। যাতে ইবাদত করার আগ্রহ ও সূনাতের উপর আমল করার প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। বন্ধু এমনই হওয়া চাই যাকে দেখে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ হয়, তার কথা দ্বারা সৎকাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। দুনিয়ার আকর্ষণ কমে যায় ও আখিরাতের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। সাথী এমন হওয়া চাই যার কারণে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। বেহায়াপনা চলাফেরাকারী, ফ্যাশন প্রিয় ও বেনামাযীদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকা উচিত। বেনামাযীদের ব্যাপারে এক প্রশ্নের উত্তরে আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: (বেনামাযীদের) কোমলভাবে মসজিদে না যাওয়ার ব্যাপারে কুরআনে আজিম ও হাদিসে পাকের মধ্যে যে সমস্ত কঠিন কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ আছে তা বার বার শুনিয়ে দেয়া। যার অন্তরে ঈমান আছে তার অবশ্যই উপকার হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

এবং বুঝাও যেহেতু বুঝানো

মুসলমানদেরকে উপকার দেয়।

(পারা-২৭, সূরা-যারিয়াত, আয়াত-৫৫)

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى

تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

আল্লাহ তাআলার কালাম ও তার বিধান স্মরণ করুন, অবশ্যই ঐগুলোর স্মরণ ঈমানদারদের উপকার দেয়। আর যে ব্যক্তি কোনভাবে না মানে এবং সে যদি কাউকে ভয় করে, তাহলে তাকে তার মাধ্যমে ভয়ভীতি দেখিয়ে বা জোর করিয়ে মানাতে বাধ্য করুন। এতে করে যদি সে নিয়ন্ত্রণে না আসে তাহলে তার সাথে সালাম, কথা-বার্তা, মেলা-হৈশা বন্ধ করে দিন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং

যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে

দিবে, অতঃপর স্মরণে আসতেই

যালিমদের নিকটে বসোনা!

(পারা-৭, সূরা-আনআম, আয়াত-৬৮)

وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ

الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯১-১৯২ পৃষ্ঠা)

ইসলামের প্রকৃতি

ইসলামে ‘লজ্জা’কে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন- হাদীস শরীফে রয়েছে: “নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ধর্মের একটি প্রকৃতি, স্বভাব (তথা উত্তম বৈশিষ্ট) রয়েছে, আর ইসলামের প্রকৃতি হচ্ছে ‘লজ্জা’।” (সুনানে ইবনে মাযাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১৮১, দরুল মা’রিফাত, বৈরুত) অর্থাৎ- প্রত্যেক উম্মতের কোন না কোন বিশেষ স্বভাব (বৈশিষ্ট) থাকে। যা অন্যান্য বৈশিষ্টের উপর প্রাধান্য পায়। আর ইসলামের ঐ স্বভাবটি হচ্ছে ‘লজ্জা’।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আজ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

ফয়যানে তারাবীহ

দরুদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رضي الله تعالى عنه বলেন: “দোয়া আসমান ও যমীনের মধ্যখানে বুলন্ত থাকে! তা থেকে কিছুই উপরে যায়না (অর্থাৎ দোয়া কবুল হয় না) যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আপন নবীর উপর দরুদ পাঠ করবে না।”

(জামে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৮৬)

صَلُّوا عَلَى الْخَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

সুন্নাতের ফযীলত

রমযানুল মোবারকে যেখানে আমরা অগণিত নেয়ামত পেতে পারি, সেগুলোর মধ্যে ‘তারাবীর সুন্নাত’ অন্যতম। সুন্নাতের মহত্ত্বের কথা কি বলবো? ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসে, সে আমাকে ভালবাসে, আর যে আমাকে ভালবাসে, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।”

(জামে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬৮৭)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

রমযানে ৬১ বার খতমে কুরআন

তারাবীহ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তাতে কমপক্ষে একবার খতমে কুরআনও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আমাদের ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى রমযানুল মোবারকে ৬১ বার কুরআন করীম খতম করতেন: ৩০ খতম দিনে, ৩০ খতম রাতে আর একবার তারাবীহের নামাযে। তাছাড়া, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى ৪৫ বছর ইশার অযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা) এক বর্ণনায় অনুযায়ী ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى জীবনে ৫৫ বার হজ্ব করেছেন আর যে স্থানে তিনি ইস্তিকাল করেছেন সেখানে তিনি সাত হাজার বার কুরআন মজিদ খতম করেছেন। (উকুদুন হিমান, ২২১ পৃষ্ঠা)

কুরআন তিলাওয়াত ও আহলুল্লাহ

আমার আকু আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বর্ণনা করেন: “ইমামদের ইমাম সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى পূর্ণ ৩০ বছর পর্যন্ত প্রতি রাতে এক রাকাতে কুরআন মজিদ খতম করতেন।” (সংশোধিত ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ৪৭৬ পৃষ্ঠা) ওলামায়ে কিরাম رَحْمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ বলেন: সলফে সালেহীনদের পূর্ববর্তী বুয়ুর্গদের দের رَحْمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ এর মধ্যে কোন কোন ইমাম রাত ও দিনে ২ খতম দিতেন। কেউ কেউ চার খতম কেউ কেউ আট খতম দিতেন। ইমাম আব্দুল ওহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى এর মিয়ানুশ শরীয়া এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, সায়্যিদী আলী মারছফী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ একরাত একদিনে ৩ লাখ ৬০ হাজার বার কুরআন খতম করতেন। (আল মিজানুশ শরীয়াতুল কুবরা, ১ম খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা) হাদিসে পাকে উল্লেখ আছে, আমিরুল মু'মিনীন হযরত শেরে খোদা আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বাম পা রেকাবে (ঘোড়ার পিঠে উঠার পা-দানীতে) রেখে কুরআন মজীদ শুরু করতেন আর ডান পা রেকাবে পৌঁছার পূর্বেই কুরআন খতম হয়ে যেত।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংশোধিত, ৭ম খন্ড, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসার্বাত)

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيَّهِ السَّلَامُ নিজ বাহন প্রস্তুত করতে বলতেন এবং এর উপর জীন (বসার গদি) দেওয়ার পূর্বে তিনি যবুর শরীফ খতম করে নিতেন।” (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪১৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন কোন ইসলামী ভাইয়ের এই ধারণা আসতে পারে, একদিনে কয়েকবার নয় বরং মুহূর্তের মধ্যে কুরআনে পাক বা যাবুর শরীফ খতম কিভাবে সম্ভব? তার উত্তর হল: এটা আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمُ এর কারামত ও হযরত দাউদ عَلَيَّهِ السَّلَامُ এর মু'জিয়া। আর মু'জিয়া ও কারামত হচ্ছে তাই, যা স্বভাবগত ভাবে অসম্ভব।

হরফ চিবুনো

আফসোস! আজকাল ধর্মীয় বিষয়াদিতে অলসতার ছড়াছড়ি। সাধারণত: তারাবীহ'র মধ্যে কুরআন মজীদ একবারও বিশুদ্ধ অর্থে খতম হচ্ছে না। কুরআনে পাক 'তারতীল' সহকারে, অর্থাৎ থেমে থেমে পড়া চাই। কিন্তু বর্তমান অবস্থা হচ্ছে যদি কেউ এমনি করে তবে লোকেরা তার সাথে তারাবীহ পড়ার জন্য প্রস্তুতও থাকে না। এখন ওই হাফিয়াকে পছন্দ করা হয়, যে তারাবীহ থেকে তাড়াতাড়ি অবসর করে দেয়। মনে রাখবেন, তারাবীহ ছাড়াও তিলাওয়াতে হরফ চিবুনো হারাম। যদি তাড়াতাড়ি পড়ার মধ্যে হাফিয় সাহিব পূর্ণ কুরআন মজীদ থেকে শুধু একটা হরফও চিবিয়ে ফেলে, তবে খতমে কুরআনের সুন্নাত আদায় হবে না। সুতরাং কোন আয়াতে কোন হরফ 'চিবিয়ে' ফেলা হলে কিংবা সেটার আপন 'মাখরাজ' (উচ্চারণের স্থান) থেকে উচ্চারিত না হয়, তবে লোকজনকে লজ্জা না করে পুনরায় পড়ে নিবেন। আর শুদ্ধ করে পড়ে নিয়ে তারপর সামনে বাড়বেন। অন্য এক আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে, হাফিয়দের কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে, যারা তারতীল সহকারে পড়তেই জানে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

তাড়াতাড়ি না পড়লে বোচারা ভুলে যায়। এমন হাফিযদের খিদমতে সমবেদনামূলক মাদানী পরামর্শ রইলো যেন তাঁরা লোকজনকে লজ্জা না করেন, বরং তাজভীদ সহকারে পড়ান এমন কোন কারী সাহিবের সাহায্য নিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপন হিফয ঠিক করে নিন। ‘মাদ ও লীন’^২ এর প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী। তাছাড়া মদ, গুনাহ, ইযহার, ইখফা ইত্যাদির প্রতিও যত্নবান হোন। ‘বাহারে শরীয়াত’ প্রণেতা সদরুশ শরীয়া, খলীফায়ে আ’লা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه বলেন: “ফরয নামাযগুলোতে ধীরে ধীরে কিরাত সম্পন্ন করবেন। আর তারা বীহতে মাঝারী ধরণের, আর রাতের নফলগুলোকে তাড়াতাড়ি পড়ার অনুমতি রয়েছে; কিন্তু এমনি পড়বেন যেন বুঝা যায়। অর্থাৎ কমপক্ষে ‘মদ’ এর যে পর্যায় কুরীগণ রেখেছেন, তা আদায় করবেন। অন্যথায় হারাম। কেননা, তারতীল সহকারে (অর্থাৎ খুব ধীরে) কুরআন পড়ার নির্দেশ রয়েছে। (দুররে মুখতার, রদুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা) আল্লাহ তাআরার বাণী:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর

কুরআনকে খুব থেমে থেমে পড়ো।

(সূরা-মুযাম্মিল, আয়াত-৪, পারা-২৯)

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا ۝

আমার আক্কা আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه জালালাইন শরীফের হাশিয়া কামালাইন এর বরাত দিয়ে তারতিল এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বর্ণনা করেন: “অর্থাৎ কুরআন মজীদ এভাবে ধীরে ধীরে থেমে থেমে পাঠ করুন যাতে শ্রোতা তার আয়াত ও শব্দ গননা করতে পারে।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংশোধিত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা) এছাড়াও ফরয নামাযে এমনভাবে পৃথক পৃথকভাবে পাঠ করতে হবে যাতে প্রতিটি বর্ণ বুঝা যায়। তারা বীর নামাযকে মধ্যমভাবে আর রাতের নফল নামায সমূহে এতটুকু দ্রুত পড়তে পারবে যাতে সে নিজে বুঝতে পারে। (দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা)

^২ او, এর পূর্বে পেশ, يٰ এর পূর্বে যের এবং الف এর পূর্বে যবর হলে সেটাকে মাদ এবং و او, ও يٰ سাকিনের পূর্বে যবর হলে সেটাকে লীন বলে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ يُجْعَلُ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দা'রাইন)

‘মাদারেকুত তানযিল’ এ বর্ণিত আছে: কুরআনকে ধীরে ধীরে খেমে খেমে পড়ুন” তার অর্থ এই যে প্রশান্তির সাথে প্রতিটি হরফকে পৃথক পৃথক ভাবে ওয়াকফকে ঠিক রেখে এবং সকল হরকত আদায় করার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখা।” তারতীল শব্দটি এই মাসআলার উপর জোর দিচ্ছে, এই কথা তিলাওয়াতকারীদের স্মরণ রাখা জরুরী। (তাফসীরে মাদারেকুত তানযীল, ৪র্থ খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা, সংশোধিত ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৭৮ ও ২৭৯ পৃষ্ঠা)

তারাবীহ পারিশ্রমিক ছাড়া পড়বেন

যিনি পড়বেন ও যিনি পড়বেন উভয়ের মধ্যে ইখলাস থাকা জরুরী। যদি হাফিয নিজের দ্রুততা দেখানো, সুন্দর কণ্ঠের বাহবা পাবার এবং নাম ফুটানোর জন্য কুরআন পাক পড়ে, তবে সাওয়াবতো দূরের কথা, উল্টো রিয়াকারীর গুনাহে নিমজ্জিত হবে। অনুরূপভাবে, পারিশ্রমিকের লেনদেনও না হওয়া চাই। বেতন সাব্যস্ত করাকে পারিশ্রমিক বলেনা, বরং এখানে তারাবীহ পড়ানোর জন্য এজন্যই আসে, এখানে কিছু পাওয়া যায় একথা জানা আছে, যদিও আগেভাগে সাব্যস্ত না হয়; সুতরাং এটাও পারিশ্রমিক নেয়া হলো। পারিশ্রমিক টাকারই নাম নয়, বরং কাপড় কিংবা ফসল ইত্যাদির আঙ্গিকে পারিশ্রমিক নিলে তাও পারিশ্রমিক হয়ে থাকে। অবশ্য, যদি হাফিয সাহিব বিশুদ্ধ নিয়ত সহকারে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেন, “আমি কিছুই নিবোনা”, কিংবা যিনি পড়বেন তিনি বলে দেন, “কিছুই দিবোনা” তারপর হাফিয সাহিবের খিদমত করেন, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। বরকতময় হাদীসে আছে: أَتَيْنَا الْأَعْمَالَ بِاللَّيْلِ অর্থাৎ “কর্মফল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল।” (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-০১)

তিলাওয়াত, যিকির ও নাত এর পারিশ্রমিক হারাম

আমার আক্বা, আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দরবারে পারিশ্রমিক দিয়ে মুতের ইছালে সাওয়াবের জন্য খতমে কুরআন এবং আল্লাহু তাআলার যিকির কুরআনের বিধান সম্পর্কে যখন ফতোওয়া চাওয়া হলো,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

তখন তদুত্তরে বললেন: “তिलाওয়াতে কুরআন ও যিকিরে ইলাহীর উপর পারিশ্রমিক দেয়া ও নেয়া উভয়ই হারাম। লেনদেনকারী উভয়ই গুনাহগার হবে। যখন এ লেনদেনকারী উভয়ই হারাম সম্পাদনকারী হলো, তখন কোন্ জিনিষের সাওয়াব মৃতের জন্য পাঠাবেন? গুনাহের কাজের উপর সাওয়াবের আশা করা আরো বেশি জঘণ্য ও মারাত্মক হারাম। যদি লোকেরা চায়, ইছালে সাওয়াব হোক, শরীয়াতসম্মত বৈধ পস্থাও অর্জিত হোক, তবে সেটার পদ্ধতি হচ্ছে এই যারা পড়ছে তাদেরকে ঘন্টা/দু’ঘন্টার জন্য চাকুরে হিসেবে নিয়োগ করে নিন। যেমন, যিনি পড়াবেন তিনি বললেন, “আপনাকে আমি আজ অমুক সময় থেকে অমুক সময়ের জন্য এ বেতনে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করলাম। আমি যে কাজই চাই আপনার দ্বারা সম্পন্ন করাবো।” সে বলবে, “আমি গ্রহণ করলাম।” এখন সে ততটুকু সময়ের জন্য ‘কর্মচারী’ নিয়োজিত হয়ে গেলো। এখন তিনি যে কাজই চান, করাতে পারেন। এরপর তাকে বলবেন, “অমুক মৃতের জন্য কুরআন করীম থেকে এতটুকু কিংবা এতবার কলেমা-ই-তায়িবা অথবা দরুদে পাক পড়ে দিন।” এটা হচ্ছে, বৈধ পস্থা।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ১৯৩-১৯৪ পৃষ্ঠা)

তারাবীহর পারিশ্রমিক নেয়ার শরীয়াত সম্মত হীলা

এ বরকতময় ফতোওয়ার আলোকে তারাবীহর জন্য হাফয সাহেবের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, মসজিদের কমিটির লোকেরা পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে হাফয সাহেবকে মাহে রমযানুল মোবারকে ইশার নামাযের ইমামতির জন্য নিয়োগ করে নিবেন। আর হাফয সাহেব আনুসঙ্গিকভাবে তারাবীহও পড়িয়ে দিবেন। কেননা, রমযানুল মোবারকে তারাবীহও ইশার নামাযের সাথেই शामिल থাকে। অথবা এমন করো! মাহে রমযানুল মোবারকে প্রতিদিন তিন ঘন্টার জন্য (যেমন- রাত ৮-০০টা থেকে ১১-০০ পর্যন্ত) হাফয সাহেবকে চাকুরীর প্রস্তাব দিয়ে বলবেন, আমরা যে কাজই করতে বলি তা করতে হবে। বেতনের অংকও বলে দিবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

যদি হাফিয সাহিব মঞ্জুর করেন, তাহলে তিনিতো কর্মচারীই হয়ে গেলেন। এখন প্রতিদিন হাফেয সাহেবের ওই তিন ঘন্টার ভিতর ডিউটি লাগিয়ে দিবেন। তিনি তারাবীহও পড়িয়ে দিবেন। একথা মনে রাখবেন, ইমামত হোক কিংবা খেতাবত হোক। অথবা মুয়াজ্জিনের কাজ কিংবা অন্য কোন ধরণের মজদুরী কাজের জন্য পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে নিয়োগদানের সময় একথা জানা থাকবে, এখানে পারিশ্রমিক কিংবা বেতনের লেনদেন নিশ্চিত তাহলে আগেভাগেই পারিশ্রমিকের অংক নির্ধারণ করে নেয়া ওয়াজিব। অন্যথায় লেনদেনকারী উভয়ই গুনাহগার হবেন। অবশ্য যেখানে পারিশ্রমিকের আগে থেকেই নির্ধারিত অংক জানা থাকে, (যেমন, বাসের ভাড়া, কিংবা বাজারে বস্তা ভর্তি করা, বহন করে নিয়ে যাওয়ার অংক ইত্যাদি) সেখানে বারবার নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই। একথাও মনে রাখবেন, যখন হাফিয সাহিবকে (কিংবা যাকে যে কাজের জন্য) মজদুর নিয়োগ করেছেন, তখন একথা বলে দেয়া জায়িয় নয়, আমরা যা উপযুক্ত হবে তাই দিয়ে দিবো, বরং সুস্পষ্টভাবে অংকের পরিমাণ বলে দিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা আপনাকে ১২ হাজার টাকা দিবো। এটাও জরুরী, হাফেয সাহেবও সম্মতি প্রকাশ করবেন। এখন ১২ হাজার দিতেই হবে, চাঁদা সংগ্রহ হোক কিংবা নাই হোক। অবশ্য, হাফিয সাহিবের দাবী ছাড়াও যদি নিজেদের ইচ্ছানুসারে নির্ধারিত অংকের চেয়ে বেশি দেন, তবেও জায়েয। যেসব হাফেয সাহেব কিংবা নাতখা পারিশ্রমিক ছাড়া তারাবীহ, কুরআন খানি কিংবা নাতখানিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন না, লজ্জার কারণে তারা যেন না জায়িয় কাজ করে না বসেন। সাযিদ্দী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى এর নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসারে কাজ করে হালাল রুজি অর্জন করো! আর যদি একেবারে বাধ্য হয়ে না যান তবে হীলা দ্বারা অর্থ উপার্জন করা থেকেও বিরত থাকুন। কারণ, “জিসকা আমল হো বে গরয, উস কী জাযা কুছ আওর হয়।” অর্থাৎ যার কাজ হয় নিষ্টাপূর্ণ তার প্রতিদানই ভিন্ন ধরণের। একটা পরীক্ষিত বিষয় হচ্ছে— যেই অর্থ নিশ্চিত পাওয়া যাবে, তা গ্রহণ না করলে যথেষ্ট বাহবা পাওয়া যায়। আর ওই বেচারাও জানিনা নিজেকে রিয়াকারী থেকে কিভাবে বাঁচায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

সৌভাগ্যক্রমে, এমন প্রেরণা অর্জিত হোক, বর্ণিত পদ্ধতিতে অর্থ নিয়ে নিন আর গোপনে তা সদকা করে দিন। কিন্তু নিজের নিকটাত্মীয় ইসলামী ভাই, বরং ঘরের এক সদস্যকেও বলবেন না। অন্যথায় রিয়াকারী থেকে বাচাঁ কঠিন হয়ে যাবে। মজাতো এতেই রয়েছে, বান্দা জানবে না কিন্তু তা মহান আল্লাহ জানবেন।

মেরা হার আমল বস তেরে ওয়াস্তে হো, কর ইখলাস অ্যায়াসা আতা ইয়া ইলাহী।

খতমে কুরআন ও হৃদয়ের নম্রতা

যেখানে তারাবীতে একবার কুরআনে পাকের খতম করা হয়, সেখানে উত্তম হচ্ছে ২৭ শে রমজান রাতে খতম করা। হৃদয়ের নম্রতা ও বিষাদ সহকারে খতম করা। এ অনুভূতি যেন হৃদয়কে চিন্তিত করে তোলে, আমি কি প্রকৃত অর্থে কুরআন পাক পড়েছি? আমি তো (ভালভাবে) শূনি, ভুল ছিলো। শত কোটি আফসোস! দুনিয়ার বড়লোকের কথাতো খুব মন লাগিয়ে শোনা হয়, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় আমাদের প্রিয় আল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণী মনোযোগ সহকারে শূনি। তৎসঙ্গে এ দুঃখও যেনো নাড়া দেয়, আফসোস! এখনতো মাহে রমযানুল মোবারক আর কয়েক ঘন্টার অতিথি হিসেবে রয়ে গেলো। জানিনা, আগামী বছর সেটার শুভাগমনের সময় সেটার রহমতগুলো লুফে নেয়ার জন্য আমি জীবিত থাকবো কিনা? এ ধরণের চিন্তা অন্তরে এনে নিজেই নিজের বেপরোয়া কাজগুলোর জন্য লজ্জিত হবেন। সম্ভব হলে কান্না করবেন। কান্না না আসলে কান্নার ভান করবেন। কারণ, ভালো লোকদের অনুসরণও ভালো। যদি কারো চোখ থেকে কুরআনের ভালবাসা ও রমযানের বিদায়-বিষাদে এক আধ ফোঁটা চোখের পানি টপকে পড়ে আর মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়, তবে এর কারণে মহামহিম ক্ষমাশীল আল্লাহ সবাইকে ক্ষমা করে দিবেন।

লাজ রাখ লে গুনাহগারোঁ কী, নাম রাহমান হ্যা তেরা ইয়া রব!

আয়ব মেরে না খোল মাহশার মে, নাম সান্তার হ্যা তেরা ইয়া রব!

বে ছবব বখশ দে না পুছ আমল নামে গাফফার হ্যা তেরা ইয়া রব!

তু করীম আওর করীম ভী অ্যায়াসা কেহু কোই নেহী জিসকা দোসরা ইয়া রব!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

তারাবীর জামাআত ‘বিদআতে হাসানা’ নতুন প্রচলিত পূণ্যময় কাজ

নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান, প্রিয় মুস্তফা ﷺ নিজেও তারাবী পড়েছেন এবং এটাকে খুব পছন্দও করেছেন। কুরআনের ধারক, মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার ﷺ এর মহান বাণী: “যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে রমযানে রাত্রি জাগরণ করে তার পূর্বাপর গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।” উম্মতের উপর তারাবী ফরয করে দেয়া হয় কিনা এই আশঙ্কায় প্রিয় আক্বা ﷺ বাদ দিতেন, অতঃপর আমীরুল মু'মিনীন সাযিয়দুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাঁর খিলাফতের সময় মাহে রমযানুল মোবারকের একরাতে মসজিদে দেখতে পেলেন, কেউ একাকী আবার কেউ জামাআতে (তারাবিহ) পড়ছেন। এটা দেখে তিনি বললেন, আমি চাচ্ছি, সবাইকে এক ইমামের সাথে একত্রিত করে দেয়াই উত্তম হবে। তাই তিনি হযরত সাযিয়দুনা উবাই ইবনে কা'ব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে সবার ইমাম করে দিলেন। অতঃপর যখন দ্বিতীয় রাতে তাশরীফ আনলেন, তখন দেখলেন লোকেরা জামাআত সহকারে (তারাবিহ) আদায় করছেন। (তিনি খুব খুশী হলেন) আর বললেন نَعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ অর্থাৎ এটা উত্তম বিদআত।

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং -২০১০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ! নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর ﷺ আমাদের প্রতি কতোই খেয়াল রেখেছেন। শুধু এ আশঙ্কায় তারাবিহ সবসময় পড়েননি, তা আবার উম্মতের উপর ফরয হয়ে যায় কিনা। এ হাদিসে পাক থেকে কিছু সংখ্যক কুমন্ত্রণার চিকিৎসাও হয়ে গেলো। যেমন, তারাবীর নিয়ম মোতাবেক জামাআত খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ ও জারী করতে পারতেন, কিন্তু করেননি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

অনুরূপভাবে; ইসলামে ভাল পদ্ধতির প্রচলনের জন্য তাঁর গোলামদেরকে সুযোগ করে দিলেন যে কাজ তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত, ছয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ করেন নি, ওই কাজ সাযিয়দুনা ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ শুধু আপন ইচ্ছায় করেন নি, বরং আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কিয়ামত পর্যন্ত ভালো ভালো কাজ চালু করার জন্য নিজের পবিত্র প্রকাশ্য জীবদ্দশায়ই অনুমতি দান করেছিলেন। যেমন- প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “কেউ ইসলামে উত্তম পদ্ধতি আবিষ্কার করে সে সেটার সাওয়াব পাবে এবং যারা এরপর সে অনুযায়ী আমল করবে, তাদের সাওয়াবও পাবে কিন্তু আমলকারীর সাওয়াব থেকে কিছুই কম হবেনা। আর যে ব্যক্তি ইসলামে খারাপ পন্থা আবিষ্কার করবে, তজ্জন্য তার গুনাহ হবে এবং তাদের গুনাহ ও তার উপর বর্তাবে যারা এরপর তদনুযায়ী আমল করবে, কিন্তু তাদের গুনাহে কোনরূপ কম করা হবে না।”

(সহীহ মুসলিম, ১১৪৩৮ পৃষ্ঠা, ১০১৭ নং হাদীস)

১২ টি বিদআতে হাসনা

এ হাদিসে মোবারক থেকে বুঝা গেলো, কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামে ভালো ভালো নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করার অনুমতি রয়েছে। আর الْحَسَنَاتُ আবিষ্কারও করা হচ্ছে। যেমন- (১) হযরত সাযিয়দুনা ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তারাবীহর জামাআতের সাথে যথা নিয়মে গুরুত্বের সাথে ব্যবস্থা করেছেন। আর নিজেই সেটাকে ভাল বিদআত সাব্যস্ত করেছেন। এ থেকে একথাও বুঝা গেলো, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রকাশ্য বেসাল শরীফের পর সাহাবায়ে কেলাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ যে ভালো নতুন কাজ জারী করেছেন, সেটাকে বিদআতে হাসানা বলা হয়। (২) মসজিদে ইমামের জন্য তাকযুক্ত মেহরাব ছিলোনা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

সর্বপ্রথম হযরত সাযিয়্যুদুনা ওমর ইবনে আবদুল আযীয رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ মসজিদে নববী শরীফ رَاوَدَهُ اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا এর মধ্যে মেহরবাব বানানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এ নতুন আবিষ্কার (বিদআত হাসানা) এর এতোটুকু গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়েছে, এখন সারা দুনিয়ার মসজিদের পরিচয় হয় এরই মাধ্যমে। (৩) অনুরূপভাবে মসজিদগুলোর উপর গম্বুজ ও মিনার নির্মাণও পরবর্তী সময়ের আবিষ্কার, বরং কা'বার মিনারগুলোও ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ও সাহাবা ই কেলামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ যুগে ছিলো না। (৪) ঈমানে মুফাস্সাল। (৫) ঈমানে মুজমাল। (৬) ছয় কলেমা, সেগুলোর সংখ্যা এবং ধারাবাহিকতা যেমন- প্রথম এটা দ্বিতীয় এটা ও সেগুলোর নাম। (৭) কুরআনে পাকের ত্রিশ পারা বানানো, যের যবর পেশ লাগানো, সেগুলোতে রুকূ বানানো, ওয়াকফ চিহ্ন লাগানো, এবং নুকতাগুলো লাগানোও পরবর্তীতে হয়েছে এবং সুন্দর সুন্দর কপি করে ছাপানো ইত্যাদিও। (৮) বরকতময় হাদীসগুলোর কিতাবাকারে ছাপানো, সেগুলোর সনদ বা সূত্রগুলো যাচাই বাছাই করা, সেগুলোর মধ্যে সহীহ, হাসান (সঠিক ও বিশ্বাস), যঈফ ও মওদূ' (দূর্বল ও বানোয়াট) ইত্যাদির প্রকারভেদ করা। (৯) ফিকহ, উসূলে ফিকহ ও ইলমে কালাম (ইসলামী যুক্তিশাস্ত্র)। (১০) যাকাত ও ফিতরা প্রচলিত মুদ্রা (ফটো সম্বলিত টাকার নোট) দ্বারা পরিশোধ করা। (১১) উট ইত্যাদির পরিবর্তে জাহাজ ও বিমানযোগে হজ্জের সফর করা। (১২) শরীয়াত ও তরীকতের চার সিলসিলা, অর্থাৎ হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী, অনুরূপভাবে কাদেরী, নকশবন্দী, সোহরাওয়ার্দী ও চিশ্তী।

সকল বিদআত পথভ্রষ্টতা নয়

কারো মনে এ প্রশ্ন আসতে পারে, হাদিসে পাকে বর্ণিত হয়েছে:

(১) كُنْ بِدَعْوَةِ ضَلَالَةٍ وَكُنْ ضَالًّا قُبُ النَّارِ “প্রত্যেক বিদআত (নতুন বিষয়) পথভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতা জাহান্নামে (নিয়ে যাবে)।”

(সুনানে নাসায়ী, ২য় খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

(২) شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - অর্থাৎ- ‘সবচেয়ে মন্দ কাজ হচ্ছে নতুন কাজ উদ্ভাবন করা, আর প্রত্যেক বিদআত (নতুন কাজ) ভ্রষ্টতা।’ (সহীহ মুসলিম শরীফ, ৪৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৮৬৭)

এই হাদীস শরীফের অর্থ কি? এর জবাব হচ্ছে: হাদীসে পাকই সঠিক (সত্য)। এখানে বিদআত-এ সাইয়েয়াহ অর্থাৎ মন্দ বিদআত। নিশ্চয়ই এমন প্রতিটি বিদআত মন্দ, যা কোন সুন্নাতের পরিপন্থী কিংবা সুন্নাতকে বিলীন করে। যেমন- অন্য হাদীস সমূহে এই মাসআলার আরো বেশি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। যেমন তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: ‘ঐ সমস্ত গোমরাহকারী বিদআত, যাতে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অসন্তুষ্ট। সে সমস্ত ভ্রান্ত বিদআত প্রচলনকারীর উপর সেই বিদআত আমলকারীর সমান গুনাহ অর্পিত হবে। আমলকারীর গুনাহে কোন কমতি হবে না।’ (জামে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৬৮৬) অপর হাদীসে পাকে আরো স্পষ্টভাবে দেখুন। যেমন উম্মুল মু’মিনীন সায়্যিদাতুনা মা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসূলে আমীন, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: **অনুবাদ:** যে আমাদের ধর্মে এমন নতুন কথা বা কাজ সৃষ্টি করবে যা ধর্মের মূলে নেই তা বাতিল। (সহীহ বুখারী শরীফ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ২১১, হাদীস নং-২৬৯৭) এই সমস্ত হাদীসে মোবারাকার মাধ্যমে বুঝা গেল, এমন নতুন কাজ যা সুন্নাত থেকে দূরে সরিয়ে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়, যার ভিত্তি ধর্মে নেই তা “বিদআতে সায়্যিআ” তথা “মন্দ বিদআত”। যদি ধর্মে এমন নতুন কাজ যা সুন্নাতের উপর আমল করার ক্ষেত্রে সহযোগীতা করে আর যার ভিত্তি ধর্মে আছে তা হচ্ছে “বিদআত-এ হাসানা” তথা ভাল বিদআত। যেমন সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ هাদীসে পাক: **كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ**, এর ব্যাখ্যায় বলেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

যেই বিদআত সুন্নাতের মূলনীতি ও মৌলিক নিয়মাবলীর অনুরূপ ও তদনুযায়ী অনুমান করা হয়েছে, (অর্থাৎ শরীয়াত ও সুন্নাতের পরিপন্থী নয়) তাকে ‘বিদআত-এ হাসানা’ বলা হয়। আর যা সুন্নাতের বিপরীত হয় তাকে পথভ্রষ্টকারী বিদ’আত (বিদআতই সায়িয়া) বলা হয়।

(আশি’আতুল লোমআত, ১ম খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

বিদআতে হাসানা ব্যতীত মানুষ চলতে পারেনা

যে কোন অবস্থায় ভাল ও মন্দ বিদআতগুলোর পার্থক্য জানা জরুরী। অন্যথায় কিছু ভালো ভালো বিদ’আত এমনও রয়েছে, যদি সেগুলোকে শুধু এজন্য ছেড়ে দেয়া হয় যে, ‘কুর’নে ছালাছাহ’ অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ পবিত্র যুগগুলোতে ছিলোনা, তাহলে দ্বীনের বর্তমান জীবন ব্যবস্থা ই চলতে পারেনা। যেমন দ্বীনী মাসআলাগুলো, সেগুলোর মধ্যে দরসে নেযামী, কুরআন ও হাদীস সমূহ এবং ইসলামী কিতাবগুলো প্রেসে ছাপানো ইত্যাদি। এসব কাজই বিদ’আত ই হাসানারই অর্ন্তভুক্ত। যা হোক, মহামহিম আল্লাহর দানক্রমে, তাঁর প্রিয় হাবীব, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর ﷺ নিশ্চয় এসব ভালো ভালো কাজের আপন প্রকাশ্য জীবনেই প্রচলন করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপন প্রিয় মাহবুব, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর গোলামদের জন্য সাওয়াবে জারিয়া (অব্যাহত সাওয়াব) অর্জনের জন্য অগণিত সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগণও সদকায়ে জারিয়ার খাতিরে, যা শরীয়াতের পরিপন্থী নয়, এমন নতুন নতুন আবিষ্কারকে অব্যাহত রেখেছেন। কেউ আযানের আগে দরুদ ও সালাম পড়ার প্রচলন করে দিয়েছেন, কেউ ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ উদ্‌যাপনের সুন্দর সুন্দর পন্থা বের করেছেন, তারপর তাতে আলোকসজ্জা করা, সবুজ সবুজ পতাকা সজ্জিত করে, ‘মারহাবা মারহাবা’ আক্বাশ বাতাস মুখরিতকারী শ্লোগান সহকারে, মাদানী জুলুস বের করার আমেজ শুরু করে দিয়েছেন, কেউ গেয়ারভী শরীফ,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

কেউ বুয়ুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى ওরস শরীফ প্রচলন করেছেন, আর এখনো এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দাওয়াতে ইসলামীর ইসলামী ভাইয়েরা ইজতিমাগুলোতে اللهُ اَكْبَرُ (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার যিকর করো) এবং صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! (অর্থাৎ হাবীবের উপর দরুদ পাঠ করো।) এর নারা লাগানো (শ্লোগান দেয়া) এর একেবারে নতুন নিয়ম বের করে আল্লাহ আল্লাহ যিকির এবং দরুদ ও সালামের মধুমাখা সুন্দর নিয়ম চালু করেছেন।

আল্লাহ করম এয়সা করে তুবা পে জাহাঁ মে,
আয় দাওয়াতে ইসলামী তেরি ধুম মাচী হো।

সবুজ গম্বুজের ইতিহাস

সবুজ গম্বুজ, যার দীদারের জন্য প্রতিটি আশিকের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে থাকে, আর চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে যায়, এটাও বিদআতে হাসানা। কেননা নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রকাশ্য বেসাল শরীফের অনেক বছর পর তা নির্মিত হয়েছে। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুটা জেনে নিন। খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রওয়া শরীফের উপর সর্ব প্রথম গম্বুজ শরীফ নির্মিত হয় ৬৭৮ হিজরী/ ১২৬৯ খৃষ্টাব্দে এবং সেটার উপর হলদে রং লাগানো হয়। আর তা তখন হলদে গম্বুজ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলো। তারপর যুগ পরিবর্তন হতে লাগলো ৮৮৮ হিজরী/ ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে কালো পাথর দিয়ে নতুন গম্বুজ তৈরি করা হলো। আর সেটার উপর সাদা রং লাগানো হলো। আশিকগণ সেটাকে ‘আলকুব্বাতুল বায়দ্বা’ অথবা ‘গুম্বাদে বায়দ্বা’ অর্থাৎ ‘সাদা গম্বুজ’ বলতে লাগলো। ৯৮০ হিজরী/ ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে চূড়ান্ত সুন্দর গম্বুজ নির্মাণ করা হলো। আর সেটাকে রংবেরং এর পাথর দিয়ে সাজানো হলো। তখন সেটার এক রং রইলনা। সম্ভবত: স্থাপত্য শিল্পের চিত্তাকর্ষক ও দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার মতো দৃশ্যের কারণে সেটা রংবেরংয়ের গম্বুজ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারননী)

১২৩৩ হিজরী/ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সেটা নির্মাণ করা হলো। এরপর এ পর্যন্ত কেউ তাতে পরিবর্তন করেনি। অবশ্য, সবুজ রং এই সৌভাগ্য পেতে লাগলো, তা রংকর্মীদের হাতের মাধ্যমে সেটার গায়ে লেগে যায়। ‘গুম্বদে খাদ্বরা’ (সবুজ গুম্বদ) যা নিঃসন্দেহে বিদআত-এ হাসানা তা আজ সারা দুনিয়ার মুসলমানদের প্রত্যাবর্তনের বরকতময় স্থান, চোখের জ্যোতি এবং হৃদয়ের প্রশান্তি। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ সেটাকে দুনিয়ার কোন শক্তি বিলীন করতে পারবেনা। যে সেটাকে বিরোধীতার কারণে নিশ্চিহ্ন করতে চাইবে, আল্লাহ তাআলার পানাহ! সে নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

গুম্বদে খাদ্বরা! খোদা তুঝকো সালামত রাখখে,
দেখ লে-তে হ্যাঁ তুঝে পিয়াস বুঝা লেতে হ্যাঁ।

এগুলোর মতো সমস্ত নতুন আবিষ্কৃত নেক কাজের বুনিয়াদ ওই হাদিসে পাক যা মুসলিম শরীফের বর্ণনায় ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে ইরশাদ হয়েছে: যে কেউ ইসলামে ভালো পদ্ধতি চালু করে, সে তার সাওয়াব পাবে এবং তাদের সাওয়াবও যারা এর পর তদনুযায়ী আমল করবে।^২

দিদারে মুস্তফা ﷺ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আকিদা ও আমল পরিশুদ্ধ করার এবং ধর্মীয় জরুরী বিষয়াদী জানার জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ দাওয়াতে ইসলামী আহলে হকদের সুন্নাতে ভরা সংগঠন। এর একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন ও আন্দোলিত হোন।

^২ মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর প্রসিদ্ধ কিতাব ‘জাআল হকু’ বিদআত ও বিদআতের প্রকারভেদ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য সেটা অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

যেমন- তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর ৩ দিনের আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা শেষে (মুলতান) থেকে আশিকানে রাসূলগণের অসংখ্য মাদানী কাফেলা সুন্নাতে প্রশিক্ষণের জন্য শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে সফরে রওয়ানা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ১৪২৬ হিজরীতে আগরাতাজ কলনী বাবুল মদীনা করাচী এর একটি মাদানী কাফেলা সফরের নিয়ম মোতাবেক একটি মসজিদে অবস্থান করছিল। রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ল তখন মাদানী কাফেলায় অংশগ্রহণকারী এক নতুন ইসলামী ভাইয়ের ভাগ্য চমকে উঠল। আর তার স্বপ্নযোগে তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দিদার নসীব হয়ে গেল। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর সত্যতা মনে প্রাণে জেনে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলেন।

কুয়ি আয়া পা-কে চালা গেয়া কুয়ি উমর ভরভী না পা হুকা,
ইয়ে বড়ে করমকে হি ফয়সেলে ইয়ে বড়ে নসীব কি বাত হে।

নেককারদের ভালবাসার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আশিকানে রাসূলদের সহচার্যের বরকতে এক সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই এর জীবনে ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসূলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত নসীব হল। এজন্য সর্বদা উত্তম সঙ্গ বেছে নেয়া চাই ও ভাল লোকদের ভালবাসা চাই। মাদানী কাফেলায় সফরকারী সৌভাগ্যবানদের ও নেককার লোকদের মুহাব্বত করার উত্তম সুযোগ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য নেককার লোকদের ভালবাসার সাতটি ফযীলত শুনুন এবং আন্দোলিত হোন। (১) আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ইরশাদ করবেন: ওরা কোথায়, যারা আমার সম্মানার্থে একে অপরকে ভালবাসত, আজ আমি তাদেরকে আমার (আরশের) ছায়াতলে রাখব। আজ আমার (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নেই।

(সহীহ মুসলিম, ১৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৬৬)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

(২) আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: যে সমস্ত লোক আমার জন্য পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা রাখে এবং আমারই জন্য একে অপরের কাছে বসে এবং পরস্পরের মধ্যে মেলাহৈশা করে আর টাকা খরচ করে, তাদের জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজিব হয়ে গেল। (মুআজ্জ, ২য় খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮২৮) (৩) আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: যে সমস্ত লোক আমার সম্মানের জন্য একে অপরের সাথে মুহব্বত রাখে তাদের জন্য নূরের মিস্বর হবে যা দেখে নবী ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন অর্থাৎ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবেন।) (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৯৭, দারুল ফিকর, বৈরুত) (৪) দু'ব্যক্তি একে অপরকে আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে মুহাব্বত করল যাদের একজন পূর্বে ও অপরজন পশ্চিমে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা উভয়কে একত্রিত করবেন এবং ইরশাদ করবেন: এই সেই ব্যক্তি যাকে তুমি আমার জন্য ভালবাসতে। (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯০২২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত) (৫) জান্নাতে ইয়াকুত পাথরের স্তম্ভ রয়েছে যার উপর জবরজদ পাথরদ্বারা নির্মিত বালাখাবার রয়েছে, আর সেটা এমনই উজ্জ্বল যেন আলোকিত নক্ষত্রের মত। লোকেরা আরজ করলেন: ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ! ঐ ঘরে কে থাকবে? হযুর ﷺ ইরশাদ করলেন: ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ তাআলার জন্য পরস্পরের মধ্যে মুহাব্বত রেখেছে, একই জায়গায় বসে, একে অপরের সাথে মিলাহিশা করেছে। (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯০০২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত) (৬) আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে মুহাব্বতকারী আরশের পাশে ইয়াকুত পাথরের চেয়ারে বসা থাকবে। (আল মুজামুল কবির, ৪র্থ খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯৭৩, দারুল ইহইয়ায়িত তারাসিল আরবী, বৈরুত) (৭) যে ব্যক্তি কারো সাথে আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে ভালবাসা রাখে, আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে শত্রুতা রাখে, আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে দান করে, আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে বিরত থাকে তাহলে সে নিজের ঈমান পরিপূর্ণ করল।

(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৬৮১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

তারাবীর ৩৫ টি মাদানী ফুল

- (১) তারাবীহ্ প্রত্যেক বিবেকবান ও বালেগ ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (দুররুল মুখতার: ২য় খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা) সেটা বর্জন করা জায়িয নেই।
- (২) তারাবীর নামায বিশ রাকাত। সাযিয়্যুনা ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর শাসনামলে বিশ রাকাতই পড়া হতো।
(আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী: ২য় খন্ড, ৬৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৪৬১৭)
- (৩) তারাবীর জামাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কেফায়া।
সুতরাং যদি মসজিদের সবাই তারাবীর জামাআত ছেড়ে দেয় তবে সবাই তিরস্কারযোগ্য কাজ করলো। (অর্থাৎ মন্দ কাজ করলো)।
আর যদি কয়েকজন লোক জামাআত সহকারে পড়ে, তবে যারা ইশাকী পড়েছে, তারা জামাআতের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হয়েছে।
(হেদায়া ১ম খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)
- (৪) তারাবীর নামাযের সময় হল ইশার ফরয নামায পড়ার পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত। ইশার ফরয আদায় করার পূর্বে পড়ে নিলে বিশুদ্ধ হবে না। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)
- (৫) ইশার ফরয ও বিতরের পরও তারাবী পড়া যায়। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা) যেমন, কখনো ২৯শে রমযান চাঁদ দেখার সাক্ষী পেতে দেরী হলে এমনই ঘটে থাকে।
- (৬) মুস্তাহাব হচ্ছে; তারাবীতে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করা।
যদি অর্ধ রাতের পরেও পড়ে তবুও মাকরুহ হবে না।
(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৫ পৃষ্ঠা)
- (৭) তারাবীহ্ ছুটে গেলে তার কাযা নেই। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা)
- (৮) উত্তম হচ্ছে— তারাবীর বিশ রাকাত নামায দুই দুই রাকাত করে দশ সালাম সহকারে সম্পন্ন করা। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৫ পৃষ্ঠা)
- (৯) তারাবীর ২০ রাকাত নামায এক সালাম সহকারে সম্পন্ন করা যায়, কিন্তু এমন করা মাকরুহ। প্রতি দু'রাকাত পর কাদাহ করা (বসা) ফরয।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

প্রত্যেক কাদায় (আন্তাহিয়্যাত) এর পর দরুদ শরীফ ও পড়বে। আর বিজেড়া রাকাত অর্থাৎ ১ম, ৩য়, ৫ম, ইত্যাদিতে সানা পড়বে, আর ইমাম আউযু বিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহও পড়বেন।

(আদদুররুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা)

(১০) যখন দু’ দু’ রাকাত করে পড়ছে, তখন প্রতি দু’ রাকাতে পৃথক পৃথক নিয়ত করবে। আর যদি বিশ রাকাতের একসাথে নিয়ত করে নেয়, তবেও জায়য। (আদদুররুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা)

(১১) বিনা ওযরে তারাবীহ বসে পড়া মাকরুহ। বরং কোন কোন সম্মানিত ফকীহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى মতে তো নামাযই হবে না।

(আদদুররুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা)

(১২) তারাবীহ জামাআত সহকারে মসজিদে আদায় করা উত্তম। যদি জামাআত সহকারে ঘরে পড়ে নেয়, তবে জামাআত বর্জনের গুনাহ হবেনা। কিন্তু ওই সাওয়াব পাবেনা, যা মসজিদে পড়লে পেত। (আলমগীরি, ১ম খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা) মসজিদে ইশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করে ঘরে পরিবার পরিজন নিয়ে তারাবীর নামাজ আদায় করা যাবে। যদি শরয়ী গ্রহণ যোগ্য ওযর ব্যতীত ঘরে বা অন্য কোথাও ইশার ফরজ নামাজের জামাআত আদায় করা হয় তাহলে ওয়াজিব ছেড়ে দেয়ার গুনাহ হবে।

(১৩) না বালেগ ইমামের পিছনে শুধু না বালেগরাই তারাবী পড়তে পারবে।

(১৪) বালেগের তারাবীহ (বরং যেকোন নামায, এমনকি নফলও) না বালেগের পিছনে আদায় হবে না।

(১৫) তারাবীতে কমপক্ষে একবার কুরআন পাক পড়া ও শূনা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (সংশোধিত ফতোয়ায়ে রযাবীয়া, ৭ম খন্ড, ৪৫৮ পৃষ্ঠা)

(১৬) যদি শর্তাবলী বিশিষ্ট হাফিয পাওয়া না যায় কিংবা অন্য কোন কারণে খতম করা সম্ভব না হয়, তবে তারাবীতে যেকোন সূরা পড়তে পারবে। তবে সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত দু’বার পড়ে নিন, এভাবে বিশ রাকাত স্মরণ রাখা সহজ হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

- (১৭) একবার بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ উচ্চ আওয়াজে পড়া সুনাত। প্রত্যেক সুরার শুরুতে আন্তে পড়া মুস্তাহাব। পরবর্তী যুগের ফকীহগণ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى খতমে তারাবীতে তিনবার কুল হুয়াল্লাহু শরীফ পড়া মুস্তাহাব বলেছেন। তাছাড়া উত্তম হচ্ছে, খতম করার তারিখে সর্বশেষ রাকাতে الم থেকে مَفْلُحُونَ পর্যন্ত পড়া।
(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা)
- (১৮) যদি কোন কারণে তারাবীর নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে যেই পরিমাণ কুরআন মজীদ ওই রাকাতগুলোতে পড়েছিলো সে পরিমাণ পুনরায় পড়বে, যাতে খতম অসম্পূর্ণ থেকে না যায়। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)
- (১৯) ইমাম ভুলবশত: কোন আয়াত কিংবা সূরা ছেড়ে আগে বেড়ে গেলে, তখন মুস্তাহাব হচ্ছে সেটা প্রথমে পড়ে নিবে, তারপর সামনে বাড়বে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)
- (২০) পৃথক পৃথক মসজিদে তারাবীহ পড়তে পারে, যদি খতমে কুরআনের ক্ষতি না হয়। উদাহরণ স্বরূপ, তিনটি মসজিদ এমন, সে গুলোতে প্রতিদিন সোয়া পারা পড়া হয়, সুতরাং তিনটিতেই পালা করা যেতে পারে।
- (২১) দু রাকাতের পর বসতে ভুলে গেলে। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় রাকাতের সিজদা করবে না, বরং বসে যাবে এবং শেষভাগে ‘সিজদায়ে সাহু’ আদায় করবে। আর যদি তৃতীয় রাকাতের সিজদা করে নেয় তবে চার রাকাত পূর্ণ করবে, কিন্তু এগুলো দু’রাকাত হিসেবে গণ্য হবে। অবশ্য যদি দু রাকাত পড়ে কাদাহ করতো, তবে চার রাকাত বলে গণ্য হতো। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)
- (২২) তিন রাকাত পড়ে সালাম ফেরালো। যদি দ্বিতীয় রাকাতে না বসে থাকে, তবে কিছুই হলো না। এগুলোর পরিবর্তে দু রাকাত পুনরায় পড়বে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)
- (২৩) সালাম ফেরানোর পর কেউ বলছেন দু রাকাত হয়েছে। আবার আর কেউ বলছে তিন রাকাত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

- এমতাবস্থায় ইমামের যা স্মরণ পড়বে, তাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি ইমামও সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন, তবে তাদের মধ্যে যার কথার উপর নির্ভর করা যায় তার কথা মেনে নিবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)
- (২৪) যদি মুসল্লীদের সন্দেহ হয়। বিশ রাকাত হলো? না আঠার রাকাত। তাহলে দুরাকাত পৃথক পৃথকভাবে পড়ে নিবেন।
(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)
- (২৫) উত্তম হচ্ছে- প্রতি দু'রাকাত সমান হওয়া। এমন না হলেও কোন ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে প্রতি দু'রাকাতে প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতের কিরাত সমান হবে। দ্বিতীয় রাকাতের কিরাত প্রথম রাকাত অপেক্ষা বেশী না হওয়া চাই। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)
- (২৬) ইমাম ও মুক্তাদী প্রতি দু'রাকাতের প্রথম রাকাতে সানা পড়বেন।
(ইমাম **أَعُوذُ بِاللَّهِ** এবং **بِسْمِ اللَّهِ** ও পড়বেন এবং আন্তাহিয়াতের পর দরুদে ইব্রাহিম আর দোয়াও পড়বেন।)
- (২৭) যদি মুক্তাদীদের উপর ভারী অনুভূত হয় তাহলে তাশাহুদের পর **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ** এর উপর সংক্ষিপ্ত করবেন।
(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা)
- (২৮) যদি ২৭ তারিখ (কিংবা এর পূর্বে) কুরআন পাক খতম হয়ে যায়, তবুও রমযানের শেষ দিন পর্যন্ত তারাবী পড়তে থাকবেন। এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)
- (২৯) প্রতি চার রাকাতের পর ততটুকু সময় পর্যন্ত বিশ্রামের জন্য বসা মুস্তাহাব, যতক্ষণ সময় চার রাকাত পড়তে লেগেছে। এ বিরতিকে 'তারভীহা' বলে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)
- (৩০) তারভীহা এর মধ্যভাগে ইখতিয়ার রয়েছে- চাই নিশ্চুপ বসে থাকুক, কিংবা যিকির, দরুদ ও তিলাওয়াত করুক অথবা একাকী নফল পড়ুক। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

নিম্নলিখিত ত্র্যপবীহ পড়তে পারে:

سُبْحَانَ ذِي الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْعُظْمَى وَالْهَيْبَةِ
وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ ۝ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا
يَمُوتُ سُبُّوهُ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ۝ اللَّهُمَّ اجِرْنِي مِنَ النَّارِ
يَا مُجِيرِيَا مُجِيرِيَا مُجِيرِيَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

- (৩১) বিশ রাকাত শেষ হয়ে যাওয়ার পর পঞ্চম তারভীহাতেও (বসা) মুস্তাহাব। যদি লোকজন তা ভারী মনে করেন তবে পঞ্চমবার বসবেন না। (আলমগীরি, ১ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)
- (৩২) কিছু সংখ্যক মুক্ততাদী বসে থাকে। যখন ইমাম রুকুতে যাবার নিকটে হন তখন দাঁড়িয়ে যায়। এটা মুনাফিকদের মতো কাজ। যেমন- আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং
(মুনাফিক) যখন নামাযে দন্ডায়মান
হয় তখন দাঁড়ায় অলসভাবে।

(পারা-৫, সূরা-নিসা, আয়াত-১৪২)

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
قَامُوا كَسَالِيٍّ

ফরযের জামাআতেও যদি ইমাম রুকু থেকে উঠে যায়, তবে সিজদা ইত্যাদিতে তাৎক্ষণিকভাবে শরীক হয়ে যাবেন। অনুরূপভাবে, ইমাম যদি কাদায়ে উলা (প্রথম বা মধ্যবর্তী বৈঠক) এ থাকেন তবুও তাঁর দাঁড়ানোর অপেক্ষা করবেন না, বরং শামিল হয়ে যাবেন। যদি কাদায় শামিল হন, কিন্তু ইমাম দাঁড়িয়ে গেলেন, তাহলে ‘আজ্জাহিয়াত’ পূর্ণ না করে দাঁড়াবেন না।

(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা। গুনীয়াতুল মুতায্মায়ালী, ৪১০ পৃষ্ঠা)

- (৩৩) রমযান শরীফে বিতর জামাআত সহকারে পড়া উত্তম। কিন্তু যে ব্যক্তি ইশার ফরয জামাআত ছাড়া পড়ে সে যেন বিতর ও একাকী পড়ে। (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ لَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দার্বিন)

(৩৪) এক ইমামের পিছনে ইশার ফরয, দ্বিতীয় ইমামের পিছনে তারাবীহ এবং তৃতীয় ইমামের পিছনে বিতর পড়লে ক্ষতি নেই।

(৩৫) হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ফরয ও বিতরের জামাত পড়াতেন আর হযরত উবাই ইবনে কাব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তারাবীহ পড়াতেন। (আলমগীরি, ১ম খন্ড ১১৬, পৃষ্ঠা)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ্ তাআলা! আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণ, নিষ্ঠাবান ও বিশ্বুদ্ধভাবে পড়েন এমন হাফেয সাহেবের পিছনে নিষ্ঠা ও দৃঢ়চিত্তে প্রতি বছর তারাবী আদায় করার সৌভাগ্য দান করুন এবং কবুল কর! اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ!

ক্যান্সার রোগী সুস্থ হয়ে গেল

دَاوُّوْا تَهٗ اِسْلَامِيْمِيْرَ الْوَعْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! দাওয়াতে ইসলামীর উপর আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অশেষ দয়া আর মেহেরবানী রয়েছে যে, বারবার শুনে আসছি, ডাক্তাররা যে রোগের চিকিৎসা নেই বলে ঘোষণা দিয়েছেন, মাদানী কাফেলায় দোয়ার বরকতে তার চিকিৎসা হয়ে যায়। যেমন- মায়ীপুর বাবুল মদীনা, করাচীর এক ইসলামী ভাই এই ঈমান তাজাকারী ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন যার সার সংক্ষেপ এই রকম: হাকিছবে বাবুল মদীনা করাচীর এক স্থায়ী ইসলামী ভাইয়ের ক্যান্সার রোগ ছিল। তিনি তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সফরের সময়কালে বেচারা যথেষ্ট আফসোস ও হতাশার মধ্যে ছিল। কাফেলায় অংশগ্রহণকারী ইসলামী ভাইয়েরা সম্মিলিতভাবে তার জন্য দোয়া করেন। একদিন সকালবেলা বসতে না বসতেই তার হঠাৎ বমি হতে লাগল এবং মাংসের একটি টুকরা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসল। বমির পর সে সুস্থতা অনুভব করল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে এসে যখন ডাক্তারের সাথে দেখা করল এবং পুনরায় পরীক্ষা করাল তখন অতি আশ্চর্যের বিষয় ছিল, মাদানী কাফেলায় সফরের কারণে তার ক্যান্সার রোগ ভাল হয়ে গেল। صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে।

আলসার ও ক্যান্সার ইয়া হো দরদে কোমর
দেগা মাওলা শিফা, কাফিলে মে চলো।
দূর বীমারিয়া আওর পেরেশানিয়া,
হো বা ফদলে খোদা, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

লোকদের থেকে না চাওয়ার ফরীলত

হযরত সাযিয়্যদুনা সাওবান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, শ্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমাকে এই কথার নিশ্চয়তা দিবে যে, মানুষের কাছ থেকে কিছু চাইবে না, তবে আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।” হযরত সাযিয়্যদুনা সাওবান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আরয করলেন: আমি এই কথার নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে (আমি কারো কাছ থেকে কিছু চাইব না)। এমনকি তিনি কখনো কারো কাছ থেকে কোন কিছু চাননি।

(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৬৪৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

ফয়যানে লাইলাতুল ক্বদর

দরুদ শরীফের ফযীলত

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হযুর পুরনূর ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন হাজার বার দুরুদে পাক পাঠ করলো, সে যতক্ষণ পর্যন্ত আপন ঠিকানা জান্নাতে না দেখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবেনা।”

(আভারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২২)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ! লাইলাতুল ক্বদর অত্যন্ত বরকতময় রাত। সেটাকে লাইলাতুল ক্বদর এজন্য বলা হয়, এতে সারা বছরের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ ফিরিশ্তাগণ রেজিস্টারগুলোতে আগামী বছর সংগঠিত হবে এমন বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করে নেন। যেমন- তাফসীরে সাবী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৩৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে: **أَيُّ إِظْهَارٍ هَٰؤُلَاءِ دَوَائِبِ الْمَلَكَةِ الْأَعْلَى**
অর্থ: “তাকদীরের বিষয়াবলীকে নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের রেজিস্টারে প্রকাশ করে দেয়া হয়।” তাছাড়া আরো অনেক মর্যাদা এ মোবারক রাতের রয়েছে। প্রসিদ্ধ মুফাসসির মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: “এ রাতকে লাইলাতুল ক্বদর কয়েক কারণে বলা হয়: (১) এতে আগামী বছরের ভালমন্দ নির্ধারিত করে ফেরেশতাদের হাতে অর্পন করা হয়। ক্বদর মানে তাকদীর (নির্ধারণ করণ) অথবা ক্বদর মানে সম্মান অর্থাৎ সম্মানিত রাত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

(২) এতে কুদর বা সম্মানিত কুরআন নাযিল হয়েছে। (৩) যে ইবাদত এ রাতে করা হয়, তাতে মর্যাদা রয়েছে। (৪) কুদর অর্থ সংকীর্ণতা, অর্থাৎ ফেরেশতা এ রাতে এতো বেশি পরিমাণে আসে যে, পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে যায়, জায়গা সংকুলান হয়না। এ সব কারণে সেটাকে শবে কুদর অর্থাৎ সম্মানিত রাত বলে। (মাওয়াইযে নঈমিয়া, ৬২ পৃষ্ঠা)

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে: “যে ব্যক্তি এ রাতে ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে, তার সারা জীবনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২০১৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

تُؤْتُوا إِلَى اللَّهِ! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

৮৩ বছর ৪ মাস ইবাদতের চেয়ে বেশি সাওয়াব

অতএব এ পবিত্র রাতকে কখনোই অলসতার মধ্যে অতিবাহিত করা উচিত হবেনা। এ রাতে ইবাদতকারীকে এক হাজার মাস অর্থাৎ ৮৩ বছর ৪ মাস অপেক্ষা ও বেশি ইবাদতের সাওয়াব দান করা হয় এবং বেশি পরিমাণ কত তা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ ﷺ ভাল জানেন। এই রাতে হযরত জিব্রাঈল ﷺ ও ফেরেশতারাব অবতীর্ণ হয়। অতঃপর ইবাদতকারীদের সাথে মুছাফাহা করেন। এই মোবারক রাতে প্রতিটি মুহূর্ত শান্তি আর শান্তি। এটা সুবহে সাদিক পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। এটা আল্লাহ তাআলার বিশেষ দয়া। এ মহান রাত শুধু আপন প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ওসীলায় হুযূরের উম্মতকে দান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে পাকে ইরশাদ করেছেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

কানযুল ইম্যান থেকে অনুবাদ:

আল্লাহ তাআলার নামে আরম্ভ, যিনি পরম করুণাময়, দয়ালু নিশ্চয় আমি সেটাকে ক্বদর রাত্রিতে নাযিল করেছি। আপনি জেনেছেন ক্বদর রাত্রি কি? ক্বদর রাত হচ্ছে— হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এতে ফেরেশতাগণ ও জিব্রীঈল অবতীর্ণ হয় আপন রবের নির্দেশে, প্রতিটি কাজের জন্য, তা হচ্ছে— শান্তি ভোর চমকিত হওয়া পর্যন্ত। (পারা-৩০, সুবাতুল ক্বদর)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
 وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ
 شَهْرٍ ۚ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ
 فِيهَا يَأْتِينَ رَبَّهُمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
 سَلَّمَ ۗ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শবে ক্বদর কতই গুরুত্বপূর্ণ রাত! এর বরকত প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা পূর্ণ একটা সূরা নাযিল করেছেন, যা আপনি এখন দেখলেন। এ বরকতময় সূরায় আল্লাহ তাআলা এ মোবারক রাতের কয়েকটা বিশেষত্ব ইরশাদ করেছেন। সম্মানিত মুফাসসিরগণ (আল্লাহ তাআলা তাঁদের উপর দয়া করুন) এই সূরায় ক্বদর প্রসঙ্গে বলেন: “এ রাতে আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদকে লওহ-ই-মাহফুয থেকে প্রথম আসমানে নাযিল করেছেন। তারপর প্রায় ২৩ বছর সময় ধরে আপন প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর উপর ক্রমান্বয়ে নাযিল করেছেন। (তাফসীরে সানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৩৯৮ পৃষ্ঠা)

হৃষুর ﷺ দুঃখিত হলেন

তাফসীরে আযীযীতে বর্ণিত আছে: যখন আমাদের নবী করীম, রউফুর রহীম, হৃষুর পুরনূর ﷺ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পূর্ববর্তী সম্মানিত নবীগণের عَلَيْهِمُ السَّلَامُ উম্মতদের দীর্ঘায়ু ও আপন উম্মতের স্বপ্নায়ু দেখলেন,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

তখন উম্মতের প্রতি দয়ালু ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতময় হৃদয়ে স্নেহের ঢেউ উঠলো। আর তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দুগুণিত হলেন এ ভেবে “আমার উম্মত যদিও খুব বড় বড় ইবাদতও করে তবুও তো তাদের সমান করতে পারবে না। তাই আল্লাহ তাআলার রহমতের ঢেউ উঠল। তিনি আপন প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে লাইলাতুল কুদর দান করলেন। (তাক্বসীরে আযীযী, ৪র্থ খন্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা)

ঈমান উদ্দিপক ঘটনা

সূরা কুদর এর শানে নুযূল (অবতরণের কারণ) বর্ণনা করতে গিয়ে কিছু সংখ্যক সম্মানিত মুফাসসির رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى অত্যন্ত ঈমান উদ্দিপক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেটার বিষয়বস্তু কিছুটা এমন, হযরত শামউন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হাজার মাস ধরে এ ভাবে ইবাদত করেছেন, রাত জেগে জেগে ইবাদত করতেন আর দিনের বেলায় রোযা রাখতেন এবং আল্লাহ তাআলার পথে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদও করতেন। তিনি এতো শক্তিশালী ছিলেন, যে লোহার ভারী, মজবুত শিকলগুলোকে নিজ হাতে ভেঙ্গে ফেলতেন। নিকৃষ্ট কাফিরগণ যখন দেখলো, হযরত শামউন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত কাজে আসছেনা, তখন পরস্পর পরামর্শ করার পর অনেক ধন সম্পদের লোভ দেখিয়ে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ স্ত্রীকে এ কথায় কুপরামর্শ দিল, যেন সে কোন রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় সুযোগ পেলে তাঁকে খুবই মজবুত রশি দিয়ে ভালভাবে বেঁধে তাদের হাতে অর্পণ করে দেয়। অবিশ্বস্ত স্ত্রী তাই করল। যখন তিনি জাগ্রত হলেন এবং নিজেকে রশিতে বন্দী পেলেন, তখন সাথে সাথে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নাড়া দিলেন, তখন দেখতে না দেখতেই রশিগুলো ছিঁড়ে গেলো। আর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মুক্ত হয়ে গেলেন। তারপর আপন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে কে বেঁধেছে? অবিশ্বস্ত স্ত্রী বিশ্বস্তার কৃত্রিম ভঙ্গিতে মিথ্যা বলে দিলো আমি তো আপনার শারীরিক শক্তির পরীক্ষা করছিলাম, আপনি নিজেকে এসব রশি থেকে মুক্ত করাতে পারেন কিনা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

কথা শেষ হলো। একবার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও অবিশ্বস্ত স্ত্রী সাহস হারায়নি। আর নিয়মিত এ সুযোগের অপেক্ষায় রইলো যে, কখন তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে এবং তাঁকে বেঁধে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত পুনরায় সে সুযোগ পেয়ে গেলো। তাই তিনি যখন গভীর নিদ্রায় বিভোর হলেন, তখন ওই যালিম স্ত্রী অত্যন্ত চালাকীর সাথে তাঁকে লোহার শিকল দিয়ে ভালভাবে বেঁধে ফেললো। যখনই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলো, তখন তিনি শিকলের একেকটা কড়া ছিন্ন করে ফেললেন এবং সহজে মুক্ত হয়ে গেলেন। স্ত্রী এটা দেখে অবাক হয়ে গেলো। কিন্তু পুনরায় প্রতারণা করে একই কথা আবার বলতে লাগল, “আমি আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম।” কথা প্রসঙ্গে (হযরত) শাম'উন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাঁর স্ত্রীর নিকট নিজের রহস্য খুলে দিলেন, “আমার উপর আল্লাহ তাআলা বড়ই অনুগ্রহ, তিনি আমাকে তাঁর বেলায়াতের মর্যাদা দান করেছেন। আমার মাথার চুল ছাড়া আমার উপর দুনিয়ার কোন জিনিষ প্রভাব ফেলতে পারবেনা। চালাক স্ত্রী সমস্ত কথা বুঝতে পারলো। আহ! তাকে দুনিয়ার ভালবাসা অন্ধ করে ফেলেছিলো। শেষ পর্যন্ত সুযোগ পেয়ে সে তাঁকে তার আটটি বাবরী চুল^২ দিয়ে বেধে নিলো, যেগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল মাটি পর্যন্ত। তিনি ঘুম ভাঙতেই খুব শক্তি প্রয়োগ করলেন, কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলো। দুনিয়ার ধন সম্পদের নেশায় অন্যায়ভাবে স্বামীকে শত্রুদের হাতে অর্পন করে দিলো। দুষ্ট কাফিরগণ হযরত শাম'উন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে একটা খামের সাথে বেঁধে ফেললো, আর অত্যন্ত নির্মম ও হিংস্রতার সাথে তাঁর নাক ও কান কেটে ফেললো, চোখ দুটি বের করে ফেললো। নিজ কামিল ওলীর অসহায় অবস্থার উপর মহামহিম আল্লাহর গযবের সাগরে চেউ খেললো। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা ওই যালিমদেরকে জমিনের ভিতর ধসিয়ে দিলেন। আর দুনিয়ার লালসার শিকার অবিশ্বাসী হতভাগা স্ত্রীও আল্লাহ তায়ালার গযবের তাজাল্লীতে ধ্বংস হয়ে গেল। (মুকাশাফাতুল কুবুব, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

^২ ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এ দীর্ঘ চুলের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি পূর্ববর্তী উম্মতের বুয়ুর্গ ছিলেন। আমাদের প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর চুলের সূন্নাত সর্বোচ্চ কাঁধ পর্যন্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আমাদের বয়সতো খুবই কম

সম্মানিত সাহাবা ই কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যখন হযরত সাযিয়দুনা শামউন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ইবাদত, জিহাদ এবং বিভিন্ন কষ্ট ও মুসীবতের বর্ণনা শুনলেন তখন হযরত শামউন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ উপর তাঁদের বড় ঈর্ষা হলো। নবী করীম, রউফুর রহীম, হযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতময় দরবারে আরয করলেন: “ইয়া রাসূলুল্লাহ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমরাতো অতি অল্প বয়সই পেয়েছি। তা থেকেও একটা অংশ ঘুমে চলে যায়। কিছুটা চলে যায় জীবিকার সন্ধানে, রান্না বান্না ও পানাহারে, আর অন্যান্য পার্থিব কাজকর্মে কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। তাই আমরাতো হযরত শামউন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মতো ইবাদত করতে পারি না। এভাবে বনী ইস্রাঈল ইবাদতে আমাদের থেকে এগিয়ে যাবে। রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসূলে আমীন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এটা শুনে দুঃখিত হলেন। তখনই হযরত সাযিয়দুনা জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام হুযূরের মহান দরবারে হাযির হলেন। আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সূরা ক্বদর পেশ করলেন। আর সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করলেন: “প্রিয় হাবীব صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপনি দুঃখিত হবেন না। আপনার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ উম্মতকে আমি প্রতি বছর এমন এক রাত দান করেছি যে, যদি তারা ওই রাতে আমার ইবাদত করে, তবে তা হযরত শামউন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষাও বেশি হবে। (তাফসীরে আযীযী, ৪র্থ খন্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা)

আহ! আমাদের নিকট গুরুত্ব কিসের?

اللَّهُمَّ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসূলে আমীন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উম্মতের উপর কি পরিমাণ দয়াবান! আর আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ওসীলায় কতোই মহান দয়া করেছেন!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

যদি গভীর মনোযোগ দিয়ে শবে ক্বদরের ইবাদত করে নেই, তবে এক হাজার বছরের ইবাদতের চেয়েও বেশি সাওয়াব পেয়ে যাব। কিন্তু আহ! আমাদের নিকট শবে ক্বদরের গুরুত্ব কোথায়? একজন সম্মানিত সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর আফসোসের কারণে আমরা এতো বড় পুরস্কার কোনরূপ প্রার্থনা ছাড়াই পেয়ে গেলাম। তাঁরা এর প্রতি মর্যাদাও দিয়েছেন কিন্তু আমরা উদাসীনরা ইবাদতের সময়ও পাইনা। আহ! প্রতি বছরই পাই এমন মহান পুরস্কারকে আমরা অলসতার হাতে অর্পণ করে দিই।

মাদানী ইনআমাত রিসালার বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তরে শবে ক্বদরের সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন।

السَّلَامُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ সুন্নাতে ভরা জীবন যাপন করার জন্য ইবাদত ও চরিত্র গঠনের ইসলামী ভাইদের ৭২টি ও ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, ইলমে দীন অর্জনকারী ছাত্রদের জন্য ৯২টি ও ছাত্রীদের জন্য ৮৩টি মাদানী মুন্না মুন্নীদের জন্য ৪০টি ‘মাদানী ইনআমাত’ প্রশ্নের আকৃতিতে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। ফিকরে মদীনা (তথা নিজ আমলের হিসাব) করতে করতে দৈনন্দিন ‘মাদানী ইনআমাত’ রিসালা পূরণ করে দা'ওয়াতে ইসলামীর নিজ এলাকার জিম্মাদারকে প্রত্যেক মাদানী মাস তথা আরবী মাসের প্রথম তারিখে জমা করিয়ে দিন। জানিনা মাদানী ইনআমাত কত ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের জীবনে মাদানী ইনকিলাব সৃষ্টি করেছেন। তার একটি বাহার শুনুন! যেমন নিউ করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের কিছু বর্ণনা এ রকম ছিল, এলাকার মসজিদের ইমাম সাহিব যিনি দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত তিনি ইনফিরাদী কৌশিাশ করে আমার বড় ভাইজানকে মাদানী ইনআমাত রিসালার একটি কপি উপহার দিলেন। তিনি সেটা ঘরে নিয়ে এসে যখন পড়লেন তখন আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এই সংক্ষিপ্ত রিসালায় একজন মুসলমানের ইসলামী জীবন ধারণের অত্যন্ত মজবুত সূত্র দেয়া আছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

মাদানী ইনআমাত রিসালা পাওয়ার বদৌলতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَعَوَّلَىٰ তার নামায পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হলো এবং নামায জামাআত সহকারে আদায় করার জন্য মসজিদে উপস্থিত হতে লাগল। এখন তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী হয়ে গেছেন। দাঁড়িও রেখে দিলেন এবং মাদানী ইনআমাত রিসালাও পূরণ করেন।

মাদানী ইনআমাতকে আমেল পে হারদম হার ঘড়ি,
ইয়া ইলাহী! খুব বরছা রহমতো কি তু ঝড়ি।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيَّ مُحَمَّد

মাদানী ইনআমাত রিসালা পূরণ কারীদের জন্য বড় সুসংবাদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাদানী ইনআমাত রিসালা পূরণকারী কি রকম সৌভাগ্যবান তার ধারণা এই মাদানী বাহার থেকে অনুমান করুন। যেমন- হায়দারাবাদ, বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের এক ইসলামী ভাই এর একটি ঘটনার বয়ান এ রকম ছিল, ১৪২৬ হিজরীর রজবুল মুরাজ্জব মাসের এক রাতে স্বপ্নযোগে প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মহান যিয়ারত আমার নসীব হয়ে গেল। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ঠোঁট মোবারক নড়ে উঠল এবং রহমতের ফুল ঝড়তে লাগল। শব্দগুলো ছিল এই রকম, “যে ব্যক্তি এই মাসে নিয়মিত মাদানী ইনআমাত সম্পর্কিত ফিকরে মদীনা করবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।”

মাদানী ইনআমাত কি ভী মারহাবা কিয়া বাত হে,
কুরবে হককে তালিবুকে ওয়াস্তে ছাওগাত হে।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيَّ مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

সমস্ত কল্যাণ থেকে কে বঞ্চিত?

হযরত সাযিয়দুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “যখন একবার মাহে রমযান তাশরীফ আনলো তখন রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “তোমাদের নিকট একটি মাস এসেছে, যাতে একটি রাত এমনও রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাত থেকে বঞ্চিত রইলো, সে যেনো সব কিছু থেকে বঞ্চিত রইলো। আর এর কল্যাণ থেকে যে বঞ্চিত থাকে একমাত্র সেই প্রকৃতপক্ষে বঞ্চিত।”

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খণ্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১৬৪৪)

এক হাজার শাহজাদা

সূরা কুদরের অন্য এক শানে নুযুল হচ্ছে, প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত সাযিয়দুনা কাবুল আহবার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: বনী ইস্রাঈলে এক সৎচরিত্রবান বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহ তাআলা ওই যুগের নবীর عَلَيْهِ السَّلَام প্রতি ওহী প্রেরণ করেন, অমুককে বলো, তার কি ইচ্ছা তা পেশ করতে। যখন তিনি সংবাদ পেলেন, তখন আরয় করলেন, হে আমার মালিক! আমার আকাজ্জা হচ্ছে, আমি আমার সমস্ত সম্পদ, সন্তান ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করবো। আল্লাহ তাআলা তাকে এক হাজার পুত্র সন্তান দান করলেন। সে তার একেকজন শাহজাদাকে তার সম্পদ সহকারে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত করলেন। তারপর তাদেরকে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় মুজাহিদ বানিয়ে প্রেরণ করতেন। সে এক মাস জিহাদ করতো এবং শহীদ হয়ে যেতো। তারপর দ্বিতীয় শাহজাদাকে সেনা বাহিনীতে যোগদানের জন্য তৈরী করতেন। এভাবে প্রতি মাসে একেকজন শাহজাদা শহীদ হয়ে যেতো। তার পাশাপাশি বাদশাহ নিজেও রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং দিনের বেলায় রোযা রাখতেন। এক হাজার মাসে তাঁর এক হাজার শাহজাদা শহীদ হলো। তারপর নিজে অগ্রসর হয়ে জিহাদ করলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। লোকজন বলতে লাগলো:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

“এ বাদশাহর সমান মর্যাদা কেউ পেতে পারেনা। তখন আল্লাহ তাআলা

এ আয়াত নাযিল করেছেন: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: শবে ক্বদর হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম।)

অর্থাৎ- এ রাত ওই বাদশাহর হাজার মাস যাবত যে রাত জাগরণ, দিনে রোযা এবং জান, মাল ও সন্তানগণ সহকারে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদ করে অতিবাহিত করেছে, তা অপেক্ষাও উত্তম।

(তাফসীরে কুরত্বী, ২০ তম খন্ড, পারা ৩০, ১২২ পৃষ্ঠা)

হাজার শহরের বাদশাহী

হযরত সাযিয়্যুনা আবু বকর ওয়ার্বরাক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন:

“হযরত সাযিয়্যুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর রাজ্যে পাঁচশ শহর ছিলো। আর সাযিয়্যুনা যুল কারনাসিন عَلَيْهِ السَّلَام এর রাজ্যেও পাঁচশ শহর ছিলো। এভাবে এ দু'জনের রাজ্যে এক হাজার শহর হলো। সুতরাং আল্লাহ তাআলা এই এক রাতের ইবাদতকে, যে সেটা পাবে, তার জন্য এ দু'টি রাজ্য অপেক্ষাও উত্তম করেছেন।

(তাফসীরে কুরত্বী, ২০ তম খন্ড, পারা ৩০, ১২২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ রাত সব দিক দিয়ে মঙ্গল ও শান্তির জামিনদার। এ রাত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রহমতই রহমত। সম্মানিত মুফাসসিরীনগণ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ বলেন: “এ রাত সাপ, বিচ্ছু, বিপদাপদ ও শয়তান থেকেও নিরাপদ। এ রাতে শান্তিই শান্তি।”

পতাকা উড়ানো হয়

বর্ণিত আছে, “শবে ক্বদরে সিদ্রাতুল মুত্তাহার ফেরেশতাদের দল হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام এর নেতৃত্বে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। তাঁদের সাথে চারটি পতাকা থাকে। একটি পতাকা হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রওযায়ে মোবারকের উপর, একটি পতাকা বায়তুল মুকাদ্দাসের ছাদের উপর, একটি পতাকা কাবা শরীফের ছাদের উপর এবং আরেকটা পতাকা তুরে সিনার উপর উড়িয়ে দেয়া হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

তারপর এ ফেরেশতাগণ মুসলমানদের ঘরে গিয়ে প্রত্যেক মু'মিন নর ও নারীকে সালাম বলে। আর বলে, সালাম (সালাম আল্লাহ তাআলার সিফাতী নাম) তোমাদের উপর শান্তি প্রেরণ করেন। কিন্তু যেসব ঘরে মদ্যপায়ী ও শূকরখোর কিংবা কোন শরীয়াতসম্মত কারণ ছাড়া আপন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী থাকে ওই সব ঘরে এসব ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। (তাকসীরে সাজী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৪০১ পৃষ্ঠা) অন্য এক বর্ণনায় এটাও এসেছে, এসব ফেরেশতার সংখ্যা পৃথিবীর কঙ্কর অপেক্ষাও বেশী হয়ে থাকে। এরা সবাই শান্তি ও রহমত নিয়ে অবতীর্ণ হয়। (তাকসীরে দুররে মনসুর, ৮ম খন্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা)

সবুজ পতাকা

অন্য এক দীর্ঘ হাদীস, যা হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বর্ণনা করেছেন: হরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: ‘যখন শবে কুদর আসে তখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام একটা সবুজ পতাকা নিয়ে ফেরেশতাদের খুব বড় দল সহকারে পৃথিবীতে অবতরণ করেন।’ আর ওই সবুজ পতাকাকে কাবা শরীফের উপর উড়িয়ে দেন। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর ১০০ পাখা আছে। সেগুলো থেকে শুধু দুটি পাখা এ রাতে খুলে থাকে। ওই পাখা দুটি পূর্ব ও পশ্চিম সহ সব প্রান্তে বিস্তৃত হয়ে যায়। তারপর হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেন। যে কোন মুসলমান আজ রাতে জাহ্রত থেকে নামায কিংবা আল্লাহ তাআলার যিকরে মশগুল থাকে, তাকে সালাম করো, তার সাথে মুসাফাহা করো। তাছাড়া তাদের দোয়ায় যেন আমীনও বলে। সুতরাং ভোর পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা চালু থাকে। ভোর হতেই হযরত সাযিয়্যুনা জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ফিরিশতাদেরকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ফেরিশতাগণ আরম্ভ করেন, “হে জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام! আল্লাহ তাআলা তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উম্মতের চাহিদাগুলো সম্পর্কে কি করলেন?”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: আল্লাহ তাআলা তাদের উপর বিশেষ দয়ার দৃষ্টি করেন। আর চার ধরণের লোকদের ব্যতীত সমস্ত লোককে ক্ষমা করে দেন। সাহাবায়ে কেবল রাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! ওই চার ধরণের লোক কারা? ইরশাদ করলেন: “(১) মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, (২) মাতাপিতার অবাধ্য, (৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্কারী এবং (৪) ওইসব লোক যারা পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করে ও পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করে।

(গুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৬৯৫)

হতভাগা লোক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! শবে ক্বদর কি পরিমাণ সম্মানিত রাত। এ রাতে প্রতিটি বিশেষ ও সাধারণ লোককে ক্ষমা করে দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও মদ্যপানে অভ্যস্ত, মাতাপিতার অবাধ্য, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্কারী, পরস্পর কোন শরীয়াতসম্মত কারণ ছাড়া হিংসা পোষণকারী আর এ কারণে পরস্পর সম্পর্ক ছিন্কারীকে এ সাধারণ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়।

তাওবা করে নাও!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার আজাবকে ভয় করার জন্য কি একথা যথেষ্ট নয়। যে শবে ক্বদরের মতো বরকতময় রাতেও যেসব অপরাধীকে ক্ষমা করা হচ্ছে না, তারা কি পরিমাণ জঘন্য অপরাধী হবে? অবশ্য যদি এসব গুনাহ থেকে সত্য অন্তরে তাওবা করে নেয়া হয়, আর বান্দার হক সমূহের বিষয়গুলো নিস্পত্তি করে নেয়া হয়, তবে আল্লাহ তাআলার দয়া ও রহমত অসীম।

ঝগড়ার কুফল

হযরত সায়্যিদুনা ওবাদা ইবনে সামিত رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন যাতে আমাদেরকে শবে ক্বদর সম্পর্কে বলবেন (তা কোন রাত?) দু'জন মুসলমান পরস্পর ঝগড়া করছিলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: আমি এজন্য এসেছিলাম যে, তোমাদেরকে শবে কুদর সম্পর্কে বলবো। কিন্তু অমুক ব্যক্তি ঝগড়া করছিলো। এ কারণে সেটার নির্দিষ্টকরণ তুলে নেয়া হয়েছে। আর হতে পারে এতে মঙ্গল থাকবে। এখন শবে কুদরকে (শেষ দশদিনের) (২৯তম), (২৭তম), (২৫তম) রাতে তালাশ করো।

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২০২৩)

আমরাতো ভদ্রের সাথে ভদ্র আর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ হাদীস মোবারকে আমাদের জন্য কি পরিমাণ শিক্ষা রয়েছে? তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। শবে কুদর কোন রাতে? দু'জন মুসলমানের ঝগড়ার কারণে বাধা হয়ে দাঁড়াল এবং সব সময়ের জন্য শবে কুদরকে গোপন করে দেয়া হলো। এ থেকে অনুমাণ করণ মুসলমান পরস্পর ঝগড়া করা রহমত থেকে দূরে ছিটকে পড়ার কি ধরণের কারণ হয়ে যায়। আহ! এখন মুসলমানদেরকে কে বুঝাবে? আজকালতো মুসলমানকে বড় গর্ব সহকারে একথা বলতে শোনা যায়, মিঞা! এ দুনিয়াতেতো ভদ্র হয়ে জীবন যাপন করাই যায়না। আমরাতো ভালোর সাথে ভাল আর খারাপের সাথে খারাপ। শুধু এটা বলে ক্ষান্ত হয়না, বরং এখনতো মামুলী কথার উপর ভিত্তি করেও প্রথমে গালমন্দ, তারপর হাতহাতি, এরপর ছুরি চালনা, বরং গোলাগুলি পর্যন্ত হয়ে যায়। আফসোস! মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আজ মুসলমান কখনো পাঠান হয়ে, কখনো পাঞ্জাবী দাবী করে, কখনো মুহাজির হয়ে, কখনো সিন্ধী ও বেলুচী জাতীয়তাবাদের শ্লোগান দিয়ে একে অপরের গলা কাটছে, একে অপরের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে শুধু বংশীয় ও ভাষাগত পার্থক্যের ভিত্তিতে যুদ্ধ বিগ্রহ করে যাচ্ছে। মুসলমান ভাইয়েরা! আপনারাতো একে অপরের রক্ষক ছিলেন। আপনারাদের কি হয়েছে?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “মুমিনদের উদাহরণ শরীরের মতোই। যদি একটা অঙ্গ কষ্ট পায়, তবে সমগ্র দেহই কষ্ট অনুভব করে।” (সহীহ বোখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৬০১১)

একজন কবি কতোই চমৎকার ভাবে বুঝিয়েছেন:

মুবতলায়ে দরদ কোয়ী ওযো হো রোতী হে আখঁ
কিছ কদর হামদরদ ছারে জিসম কি হোতী হে আখঁ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পরস্পরের সাথে ঝগড়া করার পরিবর্তে একে অপরের প্রতি সমবেদনা ও সহযোগীতা করা উচিত। মুসলমান একে অপরকে প্রহার ও হত্যাকারী, লুণ্ঠনকারী এবং এক অপরের দোকান ও আসবাবপত্রে অগ্নি সংযোগকারী হতে পারে না।

মুসলমান, মু'মিন, মুজাহিদ ও মুহাজিরের সংজ্ঞা

সায়িয়দুনা ফুদ্বাইলাহ ইবনে ওবায়দ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: রাহমাতুল্লিলি আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের সময় ইরশাদ করেছেন: “তোমাদেরকে কি মু'মিন সম্পর্কে বলবো না?” তারপর ইরশাদ করেছেন: “মু'মিন হচ্ছে সে যার পঞ্চ ইন্দ্রিয় অন্য মুসলমানের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপদ থাকে। আর ‘মুসলমান’ হচ্ছে সে, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে। ‘মুজাহিদ’ হচ্ছে সে, যে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের ক্ষেত্রে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে। আর ‘মুহাজির’ হচ্ছে সে, যে গুনাহ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে বিরত থাকে।” (হাকিমকৃত মুত্তাদরাক, ১ম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা) আরও ইরশাদ করেছেন: “কোন মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয়, সে কোন মুসলমানের দিকে (কিংবা তার সম্পর্কে) এমনি ইশারা-ইঙ্গিতে কাজ করবে, যা তার মনে কষ্টের কারণ হয়, আর এটাও হালাল নয়, এমন কোন কাজ করা হবে, যা অপর কোন মুসলমানকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে।” (ইত্তিহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, ৭ম খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাব্বাত)

তরিকে মুস্তফা কো ছোড়না হে ওয়াজহে বরবাদী
ইছি ছে কওম দুনিয়া মে হোয়ী বে ইকতিদার আপনি।

অসহনীয় চুলকানী

হযরত সাযিদুনা মুজাহিদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “আল্লাহ তাআলা কোন কোন দোষখীকে এমন চুলকানীতে আক্রান্ত করবেন, চুলকাতে চুলকাতে তাদের মাংস খসে পড়বে, এমনকি তাদের হাড়গুলো প্রকাশ পেয়ে যাবে। তারপর আহ্বান শোনা যাবে, ‘বলো, এ কষ্ট কেমন লাগছে? তারা বলবে, ‘অত্যন্ত মারাত্মক ও অসহনীয়।’ তারপর তাদেরকে বলা হবে: “দুনিয়ায় তোমরা মুসলমানদেরকে যে নির্যাতন করতে, এটা তারই শাস্তি।” (ইত্তেহাফুছ সাদাতুল মুত্তাকীন, ৭ম খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

কষ্ট দূর করার সাওয়াব

প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে ঘুরতে দেখেছি। সে যেরকম ইচ্ছা সেদিকে চলে যাচ্ছিলো। জানো কেন? শুধু এজন্য, সে এ দুনিয়ায় একটা গাছ রাস্তা থেকে একারণে কেটে ফেলেছে যেন মুসলমানগণ পথ চলতে কষ্ট না পায়।” (সহীহ মুসলিম শরীফ, ১৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯১৪)

যুদ্ধ করতে হলে, নফসের সাথে করো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ বরকতময় হাদীসগুলো থেকে শিক্ষা অর্জন করো! আর পরস্পরের সাথে ঝগড়া ও লুট-মার থেকে বিরত থাকুন! যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হয়, তবে অবিশ্বস্ত শয়তানের সাথে করুন, নফসে আন্মারার সাথে লড়াই করুন। জিহাদের সময় দ্বীনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। তবে মুসলমান পরস্পর ভাই হয়ে থাকুন। পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করার বড় ক্ষতি তো আপনারা শূনেছেন, শবে ক্বদরের নির্দিষ্টকরণ উঠিয়ে নেয়া হলো,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

যার সন্ধান আমাদেরকে মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুয়ুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দিতে যাচ্ছিলেন। এটা ছাড়াও পরম্পর যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে আমাদেরকে কতোই বড় বড় নেয়ামত ও রহমত থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে! আল্লাহ তাআলা আমাদের দুরাবস্থার উপর দয়া করো! আর একথাটুকু বুঝার সামর্থ্য দান করুন, আমরা যদিও পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বেলুচী, সারাইকী ও মুহাজির ইত্যাদি জাতি-গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক রাখি, (এর দ্বারা বিভেদ বৈষম্য বুঝানো হয়েছে) কিন্তু আমরাই হলাম প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর গোলাম। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ না পাঠান, না পাঞ্জাবী, না বেলুচী, না সিন্ধী, কিন্তু হুয়ুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তো আরবী। আহ! আমরা যদি প্রকৃত অর্থে প্রিয় আক্কা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ এর দয়ার চাদর ধরে থাকতাম! আর সমস্ত বংশীয় ও ভাষাগত বিরোধ ভুলে গিয়ে এক ও নেক হয়ে যেতাম!

ফরদে কায়ম রব্বতে মিল্লাত ছে হে তানহা কুহ নেহী,
মওজ হে দরিয়া মে আওর বীরুনে দরিয়া কুহ নেহী।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

মাদানী ইনআমাত রিসালা দেখে

প্রিয় আক্কা ﷺ মুচকি হাসি দিলেন

دَا'وَيَا تَهُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তাঁ'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে কোন প্রকারের ভাষা গত বা জাতিগত মতভেদ নেই। প্রত্যেক ভাষার মানুষ ও প্রত্যেক জাতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর চাদরে আশ্রয় নিয়ে থাকে। আপনিও সর্বদা দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। এবং ইশকে রসূলে বিভোর হয়ে জীবন যাপনের জন্য নিজেকে মাদানী ইনআমাত মোতাবেক সাজিয়ে নিন। মনোযোগের জন্য একটি সুন্দর সুগন্ধীয় মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাম্বাদাতুদ দারুইন)

যেমন- ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫ হতে শুরু হওয়া তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে মাদানী কাফেলা কোর্স করার জন্য আগত রাওয়াল পিন্ডির এক মুবাল্লিগের ঘটনার সারাংশ এই, আমি আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় ঘুমিয়ে ছিলাম। কপালের চোখ বন্ধ হয়ে গেলে, অন্তরের চোখ খুলে গেল। স্বপ্নের জগতে দেখলাম নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ একটি উঁচু জায়গায় বসে আছেন পাশেই মাদানী ইনআমাত রিসালার বস্তা রাখা হল। খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মুচকি হেসে হেসে মাদানী ইনআমাত একেকটি রিসালা গভীরভাবে দেখতে লাগলেন। অতঃপর আমার চোখ খুলে গেল।

মাদানী ইনআমাত ছে আত্তার হাম কো পিয়ার হে
ইনশাআল্লাহ দো জাহা মে আপনা বেড়া পার হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

যাদুকরও ব্যর্থ

হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল হক্কী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ वर्णना করেন: “এটা নিরাপত্তা প্রদানকারী রাত। অর্থাৎ এতে অনেক কিছু থেকে নিরাপত্তা পাওয়া যায়। এ রাতে রোগ শোক, অনিষ্ট এবং বিপদাপদ থেকেও নিরাপত্তা রয়েছে। অনুরূপভাবে, ঝড় ও বিজলী ইত্যাদি, এমন জিনিস, যেগুলোর কারণে ভয় সৃষ্টি হয়, সেগুলোকে থেকেও নিরাপত্তা থাকে, বরং এ রাতে যা কিছু নাযিল হয়, তাতে শান্তি লাভ ও কল্যাণ থাকে। তাতে শয়তানের অনিষ্ট করার কোন ক্ষমতা থাকে না, তাতে যাদুকরের যাদু চলে না। ব্যাস! এ রাতে শান্তিই শান্তি। (ফুহুল বয়ান, ১০ম খন্ড, ৪৮৫ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

শবে ক্বদরের নিদর্শন

হযরত সাযিয়্যুনা ওবাদাহ ইবনে সামিত رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয়যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতময় দরবারে শবে ক্বদর সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: শবে ক্বদর রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের মধ্যে বিজোড় রাতগুলোতে ২১, ২৩, ২৫, ২৭ কিংবা ২৯ শে রমযান রাতে হয়ে থাকে। তাই যে কেউ ঈমান সহকারে সাওয়াবের নিয়াতে এ রাতগুলোতে ইবাদত করে, তার বিগত সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। সেটা বুঝার জন্য এটাও রয়েছে, ওই মোবারক রাত খোলাখুলি, সুস্পষ্ট এবং পরিস্কার ও স্বচ্ছ থাকবে। এতে না বেশি গরম থাকে, না বেশি ঠান্ডা, বরং এ রাত মাঝারী ধরণের হয়ে থাকে। এমন মনে হয় যেনো তাতে চাঁদ খোলাখুলি ভাবে উদিত। এ পূর্ণ রাতে শয়তানদেরকে আসমানের তারা ছুঁড়ে মারা হয়। আরো নিদর্শনের মধ্যে এও রয়েছে, এ রাত অতিবাহিত হবার পর যেই ভোর আসে, তাতে সূর্য আলোকরশ্মি ছাড়াই উদিত হয়, আর তা এমন হয় যেনো চৌদ্দ তারিখের চাঁদ। আল্লাহু তাআলা ওই দিন সূর্যোদয়ের সাথে শয়তানকে বের হতে বাধা দেন। (এ দিন ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক দিনে সূর্যের সাথে সাথে শয়তানও বের হয়ে পড়ে)

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৮ম খন্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২২৮২৯)

সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে যায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদিসে পাকে বর্ণিত রয়েছে, রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতগুলো কিংবা শেষ রাত, চাই তা ত্রিশতম রাতই হোক, এ রাতগুলোর মধ্যে যে কোন একটি রাত শবে ক্বদর। এ রাতকে গোপন রাখার মধ্যে হাজারো হিকমত রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে নিশ্চয় একটি হল, মুসলমান প্রতিটি রাত এ রাতের খোঁজে আল্লাহু তাআলার ইবাদতের মধ্যে এ ভেবে অতিবাহিত করার চেষ্টা করবে, জানিনা কোন রাত শবে ক্বদর হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

এ হাদিসে পাকে শবে ক্বদরের কিছু নিদর্শন ও বর্ণনা করা হয়েছে। এ চিহ্নগুলো ছাড়াও অন্যান্য বর্ণনায় শবে ক্বদরের আরো আলামত বর্ণিত হয়েছে। এ আলামত বুঝা সবার জন্য সম্ভব নয়, বরং এটা শুধু অন্তর দৃষ্টিসম্পন্নরাই বুঝতে পারেন। আল্লাহ তাআলা আপন বিশেষ বান্দাদের উপর সেগুলো প্রকাশ করেন। শবে ক্বদরের একটা চিহ্ন হল, এ রাতে সমুদ্রের লোনা পানি মিষ্টি হয়ে যায়। তাছাড়া মানুষ ও জিন ছাড়া সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু আল্লাহ তাআলার মহত্ব স্বীকার করে সিজদাবনত হয়ে যায়, কিন্তু এ দৃশ্য সবাই দেখতে পায়না।

ঘটনা

হযরত সাযিয়্যুনা ওবাইদ ইবনে ইমরান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “আমি এক রাতে লোহিত সাগরের তীরে ছিলাম। আর ওই লোনা পানি দিয়ে অযু করছিলাম। যখন আমি ওই পানি স্বাদ গ্রহণ করলাম তখন ওই পানিকে মধুর চেয়েও মিষ্টি পেলাম। আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হলাম। আমি যখন সাযিয়্যুনা ওসমান গনী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করলাম, তখন তিনি বললেন, “হে ওবায়দা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ! সেটা শবে ক্বদর হবে। তিনি আরো বললেন: “যে ব্যক্তি এই রাতে আল্লাহ তাআলার স্বরণের মধ্যে অতিবাহিত করে সে যেনো হাজার মাস থেকে বেশী সময় ইবাদত করলো। আর আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।” (তাযকিরাতুল ওয়াইযীন, ৬২৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

ঘটনা

হযরত সাযিয়্যুনা ওসমান ইবনে আবিল আস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর গোলাম তাঁর নিকট আরয করলেন: “হে আমার মুনিব! رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ নৌকা চালাতে চালাতে আমার জীবনের একটা অংশ অতিবাহিত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইব্রশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

আমি সমুদ্রের পানিতে একটা অবাক বিষয় অনুভব করেছি, যা আমার বিবেক মেনে নিতে অস্বীকার করছে।” তিনি বললেন: “ওই আশ্চর্যজনক বিষয় কি?” আরয় করলো: “হে আমার মুনিব! প্রতি বছর একটা এমন রাতও আসে, যাতে সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে যায়।” তিনি গোলামকে বললেন: “এবার খেয়াল করো। যখনই পানি মিষ্টি হয়ে যায়, তখনই জানাবে।” যখন রমযানের ২৭ তম রাত আসলো, তখন গোলাম মুনিবের দরবারে আরয় করলো: “মুনিব! আজ সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে গেছে।” (ক্বতুল বয়ান, ১০ম খন্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

আমরা নিদর্শন কেন দেখিনা?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শবে ক্বদরের বিভিন্ন চিহ্ন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের হৃদয়ে এ প্রশ্ন জাগতে পারে, আমাদের জীবনের অনেক সংখ্যক বছর অতিবাহিত হয়েছে। প্রতি বছর শবে ক্বদর আসতে থাকে। তবু এর কারণ কি? আমরা কখনো কেন সেটার নিদর্শন দেখতে পেলাম না? এর জবাবে ওলামা-ই-কেরাম বলেন: “এসব বিষয়ের জ্ঞান সবার থাকে না। কেননা, সেগুলোর সম্পর্ক কাশ্ফ ও কারামাতের সাথে। তাতো সেই দেখতে পারে, যে অন্তদৃষ্টির মতো নেয়ামত লাভ করেছে যে সব সময় আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অমান্যের অমঙ্গলের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে এমন পাপী লোক এসব দৃশ্য কিভাবে দেখতে পাবে?”

কবি বলেন:

আখ্ ওয়ালা তেরে জওবন কা তামাশা দেখে,
দীদায়ে কাওর কো কেয়া আয়ে নযর কেয়া দেখে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

বিজোড় রাতগুলোতে তালাশ করো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার নিজ ইচ্ছায় শবে কুদর কে গোপন রেখেছেন। সুতরাং আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারিনা কোন রাত শবে কুদর? উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাযিয়দুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: “আমার মাথার মুকুট, খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “শবে কুদরকে রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতগুলোতে, অর্থাৎ একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাইশ ও উনত্রিশ তম রাতে খোজ করো।” (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২০২০)

শেষ সাত রাতে তালাশ করো

হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বর্ণনা করেন: তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বুয়ত, মাহবুববে রক্বুল ইয্যত رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ থেকে কয়েকজন সাহাবীকে শেষ সাত রাতে শবে কুদর দেখানো হয়েছে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমি দেখছি, তোমাদের স্বপ্ন আখেরী সাত রাতে এক ধরণের হয়ে গেছে। ইশারণে এটার তালাশকারী যেনো সেটাকে আখেরী সাত রাতে তালাশ করে।”

(সহীহ বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ৬৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২০১৫)

শবে কুদর গোপন কেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার পবিত্র নিয়ম হচ্ছে— তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নিজ ইচ্ছায় বান্দাদের নিকট থেকে গোপন রেখেছেন। যেমন, বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা নিজের সন্তুষ্টিকে নেক কাজের মধ্যে, নিজের অসন্তুষ্টিকে গুনাহের মধ্যে এবং আপন ওলীগণকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে গোপন রেখেছেন। এর মূল কারণ হচ্ছে— বান্দা যেনো কোন নেক কাজকে ছোট মনে করে ছেড়ে না দেয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

কেননা, সে জানে না, আল্লাহ তাআলা কোন নেকীর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। হতে পারে, নেকী বাহ্যিকভাবে অতি নগণ্য দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেটা দ্বারা আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে যান। অনেক হাদীস শরীফ থেকে একথাই জানা যায়। যেমন- কিয়ামতের দিন এক পাপী নারীকে শুধু এ নেকীর প্রতিদান হিসেবে ক্ষমা করে দেয়া হবে, সে এক পিপাসার্ত কুকুরকে দুনিয়ায় পানি পান করিয়েছিলো। অনুরূপভাবে, নিজের অসন্তুষ্টিকে পাপের মধ্যে গোপন রাখার রহস্য হচ্ছে— বান্দা যেনো কোন গুনাহকে ছোট মনে করে সম্পন্ন করে না বসে, বরং প্রতিটি গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকে। যেহেতু বান্দা জানে না, আল্লাহ তাআলা কোন্ গুনাহের কারণে নারায় হয়ে যাবেন? সুতরাং সে প্রতিটি গুনাহ থেকে বিরতই থাকবে। অনুরূপভাবে, আউলিয়া কেরামকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বান্দাদের মধ্যে এজন্য গোপন রেখেছেন যেন মানুষ প্রতিটি নেক মুসলমানের প্রতি যত্নবান হয়, সম্মান বজায় রাখে, আর একথা চিন্তা করে, হতে পারেন তিনি আল্লাহ তাআলার ওলী। আর প্রকাশ থাকে, যখন আমরা নেক লোকদের প্রতি সম্মান করতে শিখে যাবো, মন্দ ধারণার অভ্যাস পরিহার করবো, সমস্ত মুসলমানকে নিজের চেয়ে ভালো মনে করতে থাকবো, তখন আমাদের সমাজও সংশোধন হয়ে যাবে। আর إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ আমাদের শেষ পরিণতিও ভাল হবে।

হিকমতের মাদানী ফুল

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তার প্রসিদ্ধ তাফসীর ‘তাফসীরে কবীর’ এর মধ্যে লিখেছেন: আল্লাহ তাআলা শবে কুদরকে কয়েকটি কারণে গোপন রেখেছেন।

প্রথমত: যেভাবে অন্যান্য জিনিসকে গোপন রেখেছেন, যেমন আল্লাহ তাআলা নিজের সন্তুষ্টিকে আনুগত্যপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে গোপন রেখেছেন, যাতে বান্দা প্রতিটি আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত হয়। নিজের অসন্তুষ্টিকে গুনাহের কাজের মধ্যে গোপন রেখেছেন, যাতে প্রতিটি গুনাহ থেকে বিরত থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

আপন ওলীগণকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে গোপন রেখেছেন, যাতে লোকেরা সবার প্রতি সম্মান দেখায়। দোয়া কবুল হওয়াকে দোয়া গুলোর মধ্যে গোপন রেখেছেন, যাতে সব ধরণের দোয়া খুব বেশি পরিমাণে করে। ইসমে আজমকে নাম সমূহের মধ্যে গোপন রেখেছেন, যাতে সব ধরনের নাম মোবারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। ‘সালাতে ওসত্বা’ (মধ্যবর্তী নামায) কে নামাযগুলোর মধ্যে গোপন করেছেন, যাতে নামাযগুলোর প্রতি যত্নবান হয়, তাওবা কবুল হওয়াকে গোপন রেখেছেন, যাতে বান্দা প্রত্যেক প্রকারের তাওবা সর্বদা করতে থাকে, মৃত্যুর সময়কে গোপন রেখেছেন, যাতে (শরীয়াতের বিধানাবলী বর্তায় এমন) বিষয় বান্দা ভয় করতে থাকে। অনুরূপভাবে, শবে ক্বদরকে গোপন রেখেছেন, যাতে রমযানের সকল রাতের প্রতি সম্মান দেখায়।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, “যদি আমি শবে ক্বদরকে নির্দিষ্ট করে দিতাম, অথচ আমি তোমাদের গুনাহের কথাও জানি, তবে যদি কখনো যৌন তাড়না তোমাকে এ রাতে গুনাহের নিকটে নিয়ে ছেড়ে দিতো, তবে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতে। আর তোমার এ রাত সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও গুনাহ করে নেয়া, না জেনে গুনাহ করার চেয়ে বেশী জঘন্য হয়ে যেতো। সুতরাং এ কারণে আমি সেটাকে গোপন রেখেছি। বর্ণিত আছে: হরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মসজিদ শরীফে তাশরীফ আনলেন। দেখলেন এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে। তখন ইরশাদ করলেন: হে আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাকে জাগাও, যাতে অযু করে নেয়। হযরত আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাকে জাগালেন। তারপর আরয করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপনিতো নেক কাজের প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশি আগ্রহী ও তৎপর। আপনি (নিজে) কেন তাকে জাগালেন না? ইরশাদ করলেন: এজন্য, সে তোমার কথা মানতে অস্বীকার করলে তা কুফরী হবে না, কিন্তু আমার আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করলে তা কুফর হয়ে যেতো সুতরাং আমি তার পাপের বোঝা হালকা করার জন্য এমন করেছি।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

সুতরাং যখন তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর এমন অবস্থা তখন এটার উপর মহান প্রতিপালকের দয়ার অনুমান করো, তা কেমন হবে? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: “যদি তুমি শবে কুদর সম্পর্কে জানতে এবং তাতে ইবাদত করতে, তবে হাজার মাস থেকে বেশি সাওয়াব অর্জন করতে। আর যদি তাতে গুনাহ করে বসতে, তবে হাজার মাসের চেয়েও বেশী শাস্তি পেতে। শাস্তি দূর করা সাওয়াব উপার্জন করার চেয়ে উত্তম।

তৃতীয়ত: আমি এ রাতকে গোপন রেখেছি, বান্দা যাতে সেটার তালাশ করতে গিয়ে পরিশ্রম করে। আর এ পরিশ্রমের সাওয়াব অর্জন করে।

চতুর্থত: যখন বান্দার মনে শবে কুদর কোনটি সে সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস হবেনা, তবে রমযানুল মোবারকের প্রতিটি রাতে আল্লাহ তাআলার বন্দেগীতে থাকবে— এ আশায়! এ রাতটিই শবে কুদর হতে পারে। এদের সম্পর্কেও তো আল্লাহ তাআলা ফিরিশ্তাদেরকে এ কথা বলবে, তোমরাই তো এ (মানব জাতি) সম্পর্কে বলেছিলে, “তারা ঝগড়া করবে, রক্তপাত করবে।” অথচ এরা তো এ ধারণাকৃত রাতে পরিশ্রম করে যাচ্ছে। যদি আমি তাকে এ রাতের জ্ঞান দিয়ে দিতাম, তবে কেমন হতো। তাই এখানে আল্লাহ তাআলার ওই বানীর রহস্য প্রকাশ পেয়েছে, যা তিনি ফেরেশতাদের জবাবে ইরশাদ করেছিলেন, যখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইরশাদ করেছেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি
পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি
নিয়োগকারী। (পারা- ১, সূরা- বাকরা, আয়াত- ৩০)

إِنِّي جَاعِلٌ فِي
الْأَرْضِ خَلِيفَةً

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

তখন ফেরেশতাগণ আরম্ভ করল:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তারা বললো: এমন কাউকে কি প্রতিনিধি করবেন, যে তাতে ফ্যাসাদ ছড়াবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? আর আমরা আপনার প্রশংসা সহকারে আপনার স্তুতিগান করি এবং আপনারই প্রশংসা ঘোষণা করি।

(পারা- ১, সূরা- বাকারা, আয়াত- ৩০)

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

তাই ইরশাদ করলেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: বললেন, আমি যা জানি তা তোমরা জানো।

(পারা- ১, সূরা- বাকারা, আয়াত- ৩০)

قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

সুতরাং আজ এ মহান বাণীর রহস্য প্রকাশ পেলো।

(তফসীরে কবীর, ১১তম খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা)

বছরের যে কোন রাত শবে ক্বদর হতে পারে

অতএব অগণিত উপকারের ভিত্তিতে শবে ক্বদরকে গোপন রাখা হয়েছে, যাতে আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগনের তালাশে গোটা বছরই লেগে থাকে। অনুরূপভাবে তারা সাওয়াব অর্জনের চেষ্টার মধ্যে লেগে থাকে। শবে ক্বদরের নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে সম্মানিত আলিমগণের رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى অনেক মতভেদ দেখা যায়। কিছু সংখ্যক বুয়ুর্গের رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى মতে শবে ক্বদর পুরো বছর ঘুরে থাকে। যেমন, হযরত সাযিয়্যুদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: শবে ক্বদর ওই ব্যক্তিই পেতে পারে, যে গোটা বছরই রাতের বেলায় ইবাদত করে। এ অভিমতকে সমর্থন করে ইমামুল আরিফীন সাযিয়্যুদুনা শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى বলেন: “আমি শা’বানুল মু’আযযমের ১৫ তম রাত (অর্থাৎ শবে বরাত) অন্য একবার শা’বানুল মু’আযযমের ১৯ তম রাতে শবে ক্বদর পেয়েছি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (অবারানী)

তাছাড়া রমযানুল মোবারকের ১৩ তম রাত এবং ১৮তম রাতেও দেখেছি। আর রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোতে দেখেছি। তিনি আরো বলেন: যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শবে কুদর রমযানুল মোবারকের মধ্যেই পাওয়া যায়, তবুও আমার অভিজ্ঞতাতো এটাই যে, এটা পূর্ণ বছরই ঘুরতে থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট এক রাতে শবে কুদর হয়না।

রহমতে কাওনাইন ﷺ ও শাইখাইন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا তাশরীফ আনলেন

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে রমযানুল মোবারকের ইতিকাফের অনেক বাহার হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ভাইয়েরা মসজিদে ও ইসলামী বোনেরা ‘মসজিদে বায়তে’ (ঘরের নির্ধারিত স্থানে) ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং অনেক নূর অর্জন করেন। উৎসাহের জন্য একটি বাহার আপনাদের পেশ করছি; যেমন- তৌশিল লিয়াকতপুর, জিলা রহিম ইয়ারখান পাঞ্জাবের এক হালকা কাফেলা যিম্মাদার নওজোয়ান ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা। তিনি বলেন: আমি সিনেমার এতই ভক্ত ছিলাম, আমাদের গ্রামের সিডির দোকানের অর্ধেক দেখে ফেললাম। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ তালবানী গ্রামের মাদানী মসজিদে ১৪২২ হি: মোতাবেক ২০০১ সালে রমযান মোবারকের শেষ দশ দিনে আমার ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হল। দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলদের সহচার্যের বরকত আমি কি বয়ান করব! ২৭শে রমযান মোবারককে ভুলা যায় না। এমন ঈমান উজ্জলকারী ঘটনা নেয়ামতের শুরুরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে বর্ণনা করছি। সারা রাত জাগ্রত থেকে আমি খুবই কেঁদে কেঁদে ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসূলদের সরদার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দিদার ভিক্ষা চেয়েছি। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ ভোরের সময় আমার জন্য দয়ার বিশেষ দরজা খুলে গেল। আমি নিজেকে স্বপ্নের জগতে মসজিদের ভিতর দেখলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

ইতোমধ্যে ঘোষণা হল: “নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাশরীফ আনছেন ও নামাযের ইমামতি করবেন।” এর কিছুক্ষণ পরেই তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শাইখাইন তথা হযরত আবু বকর ছিদ্দিক ও ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا সহ তাশরীফ আনলেন। আর আমার চোখ খুলে গেল। শুধু একটু খানি জলওয়া দেখতেই সেই সুন্দর আলোর আভা কোথায় চলে গেল। এতেই অন্তর একেবারে শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। চোখ থেকে আনন্দ অশ্রুর প্রবাহিত হতে লাগল। এমনকি কাঁদতে কাঁদতে আমার হেচকী উঠে গেল।

ইতনি দের তক হো দিদে মুসহাফে আরেয নসীব,
হেফয করলো নাযেরা পড় পড়কে কুরআনে জামাল।

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ এই ঘটনার পর আমার অন্তরে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পেল বরং আমি দা'ওয়াতে ইসলামীরই একজন ভক্ত হয়ে গেলাম। ঘর থেকে আমি বাবুল মদীনা করাচীর দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং দরসে নিজামী করার জন্য জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হলাম। আমি এই ঘটনা বর্ণনা দেয়ার সময় দরজায়ে উলাতে ইলমে দ্বীন অর্জন করার সাথে সাথে সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী যেলী হালকার কাফেলার যিম্মাদার হিসাবে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের সাড়া জাগানোর চেষ্টা করছি।

জলওয়ায়ে ইয়ার কি আরজু হে আগার মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাফ
মিঠে আক্বা করোগে করম কি নযর মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাফ।

ইমাম আযমের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দু'টি অভিমত

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ থেকে এ প্রসঙ্গে দু'টি অভিমত বর্ণিত হয়েছে: (১) শবে কুদর রমযানুল মোবারকেই রয়েছে। কিন্তু কোন রাতটি তা নির্ধারিত নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

সায়্যিদুনা ইমাম আবু ইউসুফ ও সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মতে, রমযানুল মোবারকের শেষ পনের রাতের মধ্যে শবে কুদর হয়। (২) সায়্যিদুনা ইমাম আবু হানিফা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর এক প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে: শবে কুদর পুরো বছরই ঘুরতে থাকে, কখনো মাহে রমযানুল মোবারকে হয়, কখনো অন্যান্য মাসে। এ অভিমত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও সায়্যিদুনা ইকরামা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ থেকেও বর্ণিত। (ওমদাতুল কারী, ৮ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২০১৫) সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মতে, শবে কুদর রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনে রয়েছে আর তার দিনটি নির্দিষ্ট। এতে কিয়ামত পর্যন্ত কোন পরিবর্তন হবে না। (ওমদাতুল কারী, ৮ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২০১৫)

শবে কুদর পরিবর্তন হয়

সায়্যিদুনা ইমাম মালিকের رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ মতে: শবে কুদর রমযানুল মোবারকের আখেরী দশদিনের বিজোড় রাতগুলোর মধ্যে হয়। কিন্তু এর জন্য কোন একটি রাত নির্ধারিত নেই। প্রতি বছর এ বিজোড় রাতগুলোর মধ্যে ঘুরতে থাকে। অর্থাৎ: কখনো ২১শে, কখনো ২৩শে, কখনো ২৫শে, কখনো ২৭ শে এবং কখনো ২৯ শে রমযানুল মোবারকের রাতে শবে কুদর হয়। (তাক্বীমের সাজী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৪০০ পৃষ্ঠা)

আবুল হাসান ইরাকী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এবং শবে কুদর

কিছু সংখ্যক বুয়ুর্গ হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল হাসান ইরাকী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর বাণী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি যখন থেকে বালগ হয়েছি, তখন থেকে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি শবে কুদর দেখিনি এমন কখনো হয়নি। তারপর আপন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, “কখনো যদি রবিবার কিংবা বুধবার ১লা রমযান হতো, তবে ২৯ তম রাত্রি, যদি সোমবার ১লা রমযান হতো, তবে ২১শে রাত, ১ম রোযা মঙ্গল কিংবা জুমার দিন হলে ২৭ শে রাত, ১লা রমযান বৃহস্পতিবার হলে ২৫শে রাত এবং ১ম রমযান শনিবার হলে ২৩ শে রাত্রি শবে কুদর পেয়েছি।

(নূহাতুল মাজলিস, ১ম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

২৭শে রাত শবে ক্বদর

যদিও বুয়ুর্গানে দ্বীন এবং মুফাসসিরগণ ও মুহাদ্দিসগণ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى শবে ক্বদর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে, তবুও প্রায় সবার অভিমত হচ্ছে, প্রতি বছর শবে ক্বদর ২৭ শে রমযানুল মোবারকের রাতেই হয়ে থাকে। হযরত সাযিয়্যুনা উবাই ইবনে কা'ব رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ২৭ শে রমযানুল মোবারকের রাতকেই শবে ক্বদর বলেন। (তাফসীর-ই-সাজী, খন্ড ৬ষ্ঠ, ২৪০০ পৃষ্ঠা)

ছয়ুর গাউসে আযম সাযিয়্যুনা শায়খ আবদুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ও উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ও এ কথাই বলেছেন। হযরত সাযিয়্যুনা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “শবে ক্বদর রমযান শরীফের ২৭তম রাতে হয়ে থাকে। নিজের কথার সমর্থনে তিনি দুটি দলীল বর্ণনা করেন: (১) লাইলাতুল ক্বদর শব্দ দুটিতে ৯ টা বর্ণ রয়েছে। এ কলেমা সূরা ক্বদরে তিনবার ইরশাদ হয়েছে। এভাবে ‘তিনকে নয় দিয়ে গুণ করলে গুণফল হয় ২৭। এটা এ কথার দিকে ইঙ্গিত বহন করেছে যে, শবে ক্বদর ২৭শে রমযানুল মোবারকে হয়ে থাকে। (২) অপর ব্যাখ্যা এটা বলেন: এ সূরা মোবারকায় ত্রিশটি পদ রয়েছে। তন্মধ্যে ২৭তম বর্ণ হচ্ছে, আরবী পদটি, যা দ্বারা ‘লাইলাতুল ক্বদর’ বুঝানো হয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নেককার লোকদের জন্য এ ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, রমযান শরীফের ২৭শে রাতই শবে ক্বদর হয়। (তাফসীরে আযীযী, ৪র্থ খন্ড, ৪৩৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলা শবে ক্বদরকে গোপন রেখে যেনো আপন বান্দাদেরকে প্রতিটি রাতে কিছু না কিছু ইবাদত করার প্রতি উৎসাহ দান করেছেন। যদি তিনি শবে ক্বদরের জন্য কোন একটি রাতকে নির্ধারণ করে দিয়ে সুস্পষ্টভাবে সেটার জ্ঞান আমাদেরকে দিয়ে দিতেন, তবে আবার একথার সম্ভাবনা থাকতো। আমরা বছরের অন্যান্য রাতের ক্ষেত্রে উদাসীন হয়ে যেতাম, শুধু ওই এক রাতের প্রতি গুরুত্ব দিতাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এখন যেহেতু সেটাকে গোপন রাখা হয়েছে, সেহেতু বুদ্ধিমান হচ্ছে সে-ই, যে সারা বছর ওই মহান রাতের তালাশে থাকে, ‘জানি না কোন রাতটি হবে কুদর।’ বাস্তবিকপক্ষে যদি কেউ সত্য অন্তরে সেটা সারা বছরই তালাশ করে তবে আল্লাহ তাআলা কারো পরিশ্রমকে নষ্ট করেন না। তিনি অবশ্যই আপন অনুগ্রহ ও বদান্যতায় তাকে ওই রাতের সৌভাগ্য দান করবেন।

প্রতিরাত ইবাদতে অতিবাহিত করার সহজ ব্যবস্থাপনা

“গারা-ইবুল কুরআন” ১৮৭ পৃষ্ঠায় একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে, যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেনো শবে কুদর পেয়ে গেছে। তাই প্রতি রাতে এ দোয়া পড়ে নেয়া চাই:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ،

سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

(অর্থ:- সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ কেউ নেই।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র, যিনি সন্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।) আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি প্রার্থীরা! সম্ভব হলে সারা বছরই প্রত্যেক রাতে কিছু না কিছু পূণ্যময় কাজ অবশ্যই করে নেয়া চাই। কারণ, জানি না কখন শবে কুদর হয়ে যায়। প্রতিটি রাতে দুটি ফরয নামায আসে মাগরিব ও ইশা। কমপক্ষে এ উভয় নামাযের জামাআতের প্রতি খুবই গুরুত্ব দেয়া চাই। কারণ, শবে কুদরে যদি ওই দু’ ওয়াজ নামাযের জামাআত ভাগ্যে জুটে যায়, তবে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ আমাদের নৌকা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে, বরং প্রতিদিনই ইশা ও ফজরের নামাযের জমাআতের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার অভ্যাস গড়ে নিন। হুরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাআত সহকারে পড়েছে, সে যেনো অর্ধ রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করেছে, সে যেনো পুরো রাতই জাগ্রত থেকে ইবাদত করেছে।” (সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৬৫৬) ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাআত সহকারে পড়েছে, নিশ্চয় সে যেনো লাইলাতুল কুদর থেকে নিজের অংশ অর্জন করে নিয়েছে।

(আল জামিউল সগীর, ৫৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৮৭৯৬)

২৭ তম রাতের প্রতি গুরুত্ব দিন

আল্লাহ তাআলা রহমতের সন্ধানকারীরা! যদি সারা বছরই জামাআতে নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে নেয়া হয়, তবে শবে কুদরে এ দু’টি নামাযের জামায়াতের সৌভাগ্যও মিলে যাবে। আর রাতভর শুয়ে থাকা সত্ত্বেও إِنَّ شَأْنَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ প্রতিদিনের মতো শবে কুদরেও পুরো রাত ইবাদত করার সাওয়াব পাওয়া যাবে।

আগর কুদর দানী তো হার শব শবে কুদর আস্ত।

অর্থাৎ: মূল্যায়ন করতে জানলে প্রতিটি রাতই শবে কুদর।

যেসব রাতে শবে কুদর হবার বেশী সম্ভাবনা রয়েছে, যেমন রমযানুল মোবারকের শেষ দশ রাত কিংবা কমপক্ষে সেগুলোর বিজোড় রাতগুলো, ওইগুলোর মধ্যে ইবাদতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া চাই। বিশেষ করে ২৭ তম রাত। শবে কুদর সম্পর্কে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ধারণা এটাই। এ রাতকে তো অলসতার মধ্যে কাটানো মোটেই উচিত হবে না। ২৭ তম রাত বিশেষ করে তাওবা, ইস্তিগফার এবং বারংবার যিকির ও দরুদ শরীফ পাঠের মধ্যে কাটানো উচিত।

শবে কুদরে পড়ুন

আমিরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কাইনাত আলী মুরতাজা শেরে খোদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “যে কেউ শবে কুদরে সূরা কুদর সাতবার পড়বে, আল্লাহ তাআলা তাকে প্রত্যেক বালা মুসীবত থেকে নিরাপত্তা দান করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

আর সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য জান্নাত প্রাপ্তির দোয়া করেন। যে ব্যক্তি (সারা বছরে যখনই) জুমার দিন জুমার নামাযের পূর্বে তিনবার সূরা কুদর পড়ে আল্লাহ তাআলা ওই দিনে সমস্ত নামায সম্পন্নকারীর সংখ্যার সমান নেকী তার আমল নামায় দান করেন।” (নূযহাতুল মাজলিস, ১ম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা)

শবে কুদরের দোয়া

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: ‘আমি আমার মাথার মুকুট, মি'রাজের দুলাহা, নবী করীম, রউফুর রহীম, ছয়র পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতময় দরবারে আরয করলাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! যদি আমি শবে কুদর সম্পর্কে জানতে পারি তবে আমি কি পড়বো? খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “এভাবে দোয়া প্রার্থনা করো: اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ - ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা পছন্দ করো। তাই আমাকে ক্ষমা করো।” (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৫২৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহ! প্রত্যেক রাতে আমরাও যদি এ দোয়া কমপক্ষে একবার করে পড়ে নিই। তাহলে কখনোতো শবে কুদর ভাগ্যে জুটে যাবে। অন্যথায়, কমপক্ষে ২৭ শে রমযানের রাতে এ দোয়া বারবার পড়া উচিত। এছাড়াও, ২৭ শে রাতে আল্লাহ তাআলা সামর্থ্য দিলে রাত জেগে বেশী পরিমাণে দরুদ ও সালাম পাঠ করবেন। যিকির ও না'তের মাহফিলে সম্ভব হলে শরীক হবেন। আর নফল ইবাদতের মধ্যে সারারাত কাটানোর চেষ্টা করবেন।

শবে কুদরের নফল সমূহ

হযরত সাযিয়দুনা ইসমাঈল হক্কী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ তাফসীর-ই-রুহুল বয়ান এর মধ্যে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন: “যে ব্যক্তি শবে কুদরের নিয়তে নিষ্ঠা সহকারে নফল পড়বে, তার পূর্বাপর গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (রুহুল বয়ান, ১০ম খন্ড, ৪৮০ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

হযর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যখন রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিন আসতো তখন ইবাদতের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নিতেন। সেগুলোর মধ্যে রাতে জাহ্রত থাকতেন। নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে জাগাতেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১৭৬৮)

হযরত সায়িয়্যুনা ইসমাঈল হককী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেছেন: বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এ দশ দিনের প্রতিটি রাতে দু'রাকাত নফল নামায শবে কুদরের নিয়্যতে পড়তেন। তাছাড়া কিছু সংখ্যক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি থেকে উদ্ধৃত, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে দশটি আয়াত এ নিয়্যতে পড়ে নিবে, সে সেটার বরকত ও সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে না। আর ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: শবে কুদরের নামায কমপক্ষে দু'রাকাত, বেশীর চেয়ে বেশী ১০০০ রাকাত। মাঝারী পর্যায়ের হচ্ছে ২০০ রাকাত। প্রত্যেক রাকাতে মাঝারী পর্যায়ের কিরাত হচ্ছে সূরা ফাতিহার পর একবার সূরা কুদর ও তিনবার সূরা ইখলাস পড়বেন। আর প্রত্যেক দু'রাকাতের পর সালাম ফেরাবেন। সালামের পর ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবেন। তারপর নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাবেন। এভাবে, নিজের শত রাকাত, কিংবা তদপেক্ষা কম বা বেশীর, যে নিয়্যত করেছেন তা পূরণ করবেন। সুতরাং এমনি করা এ শবে কুদরের মহা মর্যাদা, যা আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন: আর যা তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এতে রাত জাগরণের কথা ইরশাদ করেছেন: অতএব এতটুকু যথেষ্ট হবে।

(রুহুল বয়ান, ১০ম খন্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় এ রাত বরকতের বর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। যেমন রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “তোমাদের উপর এমন এক মাস এসেছে, যাতে একটি রাত এমনও আছে, যা হাজার মাস থেকে উত্তম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

যে এ রাত থেকে বঞ্চিত রয়েছে, সে পূর্ণ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। (যে শবে কুদরের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রইল, সে আসলেই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রইল।) (মিশকাত, ১ম খন্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১৯৬৪)

এমন রহমত ও বরকতসম্পন্ন রাতকে অবহেলায় কাটিয়ে দেয়া বড়ই বঞ্চিত হবার প্রমাণ। তাই সবার জন্য উচিত শবে কুদরকে পূর্ণ রমযানুল মোবারকে তালাশ করা। অন্যথায় কমপক্ষে ২৭ শে রাতকে অবশ্যই ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করবেন। ইয়া আল্লাহ আপন প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ওসীলায় আমরা গুনাহ্গারদেরকে লাইলাতুল কুদরকে মূল্যায়ন করার (মর্যাদা ও সম্মান দেয়ার) এবং তাতে বেশীর চেয়ে বেশী পরিমাণে আপনার ইবাদত করার তাওফীক দান করুন।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

লাইলাতুল কুদর মে মাতলাঈল ফযরে হক,

মাজ কি ইস্তিকামাত পে লাখো সালাম। (হাদায়িখে বখশিশ)

জাগ্রত অবস্থায় দিদার নসীব হল... কায়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলা সমূহে আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরে অভ্যস্ত হয়ে যান। إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ। শবে কুদর পাওয়ার সৌভাগ্য হবে। উৎসাহের জন্য আপনাদের খিদমতে মাদানী কাফেলার একটি সুন্দর সুগন্ধময় মাদানী ফুল উপস্থাপন করছি। যেমনিভাবে নতুন করাচীর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারমর্ম ছিল এই রকম, “আমি প্রথমবার ১২ দিনের মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। নওয়াব শাহ বাবুল মদীনা করাচীর এক মসজিদে আমাদের মাদানী কাফেলা অবস্থান নিল। নেকীর দিকে আগ্রহ কম হওয়ার কারণে আমার মন লাগছিল না। একদিন মসজিদের উঠানে রুটিন মোতাবেক সুন্নাতে ভরা হালকা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ইতোমধ্যে রোদ আসল। এক ইসলামী ভাই উঠে মসজিদের ভিতর চলে গেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাবাদাতুদ দারঈন)

কিছুক্ষণ পরে মসজিদের ভিতর থেকে উচু স্বরে একটি আওয়াজ হল। সকলে সেদিকে দৃষ্টিপাত করল। ইতোমধ্যে সেই ইসলামী ভাই কাঁদতে কাঁদতে বাইরে আসলেন এবং বলতে লাগলেন: এই এক্ষুনি জাহ্রত অবস্থায় আমি সবুজ পাগড়ী বিশিষ্ট উজ্জল চেহারার অধিকারী এক বুয়ুর্গ ব্যক্তিকে দেখলাম যিনি এইভাবে কিছু বললেন: “আঙ্গিনায় রোদে বসে সুন্নাত প্রশিক্ষণার্থীরা বেশি সাওয়াব অর্জন করছে।” এই কথা শুনে মাদানী কাফেলায় অংশগ্রহণকারী সকলেই অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং আমিও অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে গেলাম আর আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, এখন থেকে কখনো দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ ছাড়ব না। أَلْحَسْبُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ এখনতো মাদানী কাফেলায় সফর করাটা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। একবার আমাদের মাদানী কাফেলা মীরপুর খাস (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এ অবস্থান করছিল। এক আশিকে রাসূল বললেন: তাহাজ্জুদ নামাযের সময় আমি দেখলাম কাফেলার সকল ইসলামী ভাইয়ের উপর আলো (নূর) বর্ষণ হচ্ছে। এতে আরো বেশি প্রেরণা পেলাম। أَلْحَسْبُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ এই ব্যান দেয়ার সময় আমি দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের মাদানী ইনআমাতের এলাকায়ী যিম্মাদার হিসেবে মাদানী সুবাস ছড়ানোর সৌভাগ্য অর্জন করছি।

অর্ধেক রোদে বসবেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দয়ার বৃষ্টি কিভাবে বর্ষিত হচ্ছে! সম্ভবত তা গরমের দিন ছিল না এবং সকালের ঠান্ডা ঠান্ডা রোদে দিওয়ানাগণ সুন্নাতের প্রশিক্ষণে ব্যস্ত ছিল। তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা খুবই মজবুত ছিল। অন্যথায় বিনা কারণে কঠিন রোদে সুন্নাত শিক্ষার হালকা লাগানো ঠিক নয়, এতে একাগ্রতা অর্জন হয় না এবং শিক্ষাতে ভুল বুঝার সম্ভাবনা থাকে। ইলমে দ্বীন বা দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের জন্য পরিপূর্ণ মনোরম পরিবেশ হওয়া চাই। শরীরের কোন অংশে যদি রোদ এসে পড়ে, তখন সুন্নাত হচ্ছে, সেখান থেকে সরে বসবে। অর্থাৎ হয়ত পরিপূর্ণ ছায়াতে কিংবা পূর্ণ রোদে চলে যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত:
মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: ‘যখন কোন ব্যক্তি ছায়াতে থাকে আর ছায়া সরে যায়, সে কিছু ছায়াতে আর কিছু রোদে থাকে তাহলে সেখান থেকে উঠে যাবে।’
(সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৮২১)

আউলিয়া কা করম খুব লুটেঙ্গে হাম,
আও মিলকার চলে কাফিলে মে চলো।
ধুপ মে ছাও মে জাউ মে আউ মে,
সব ইয়ে নিয়্যত করে কাফিলে মে চলো।
হোতি হে সব সূনে নূর কি বারিশ,
সব নাহানে চলে কাফিলে মে চলো।

৫টিকে ৫টির পূর্বে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃশয়ই জীবন অতি সংক্ষিপ্ত, যে সময়টুকু মিলেছে তা শতভাগই মিলেছে। পরবর্তীতে আরো সময় পাওয়ার আশা করাটা ধোঁকা মাত্র। জানা নেই, পরবর্তী মুহুর্তে আমরা মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গনবদ্ধ হতে পারি। রহমতে আলাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনী আদম, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “৫টি বস্তুকে ৫টি বস্তুর পূর্বে মূল্যবান মনে কর। (১) যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে। (২) সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে। (৩) সম্পদশালীত্বকে অভাবভের পূর্বে। (৪) অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে। (৫) জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।”

(আল মুসতাদরাফ, ৫ম খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৯১৬, দারুল মারিফাত, বৈরুত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

ফয়যানে ইতিকাফ

হযরত সাযিয়্যুনা আবু দারদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: প্রিয় আকা, উভয় জাহানের দাতা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:

অর্থ: যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার সকালে এবং দশবার সন্ধ্যায় দরুদ শরীফ পড়বে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করবে।
(মাজমা'উয্ যাওয়ালেদ: খন্ড ১০ম, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১৭০২২)

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ
عَشْرًا وَحِينَ يُسِيءُ عَشْرًا
أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারকের বরকত সম্পর্কে কি বলবো! এমনি তো রমযানের প্রতিটি মুহূর্ত রহমতে পরিপূর্ণ, প্রতিটি মুহূর্ত অশেষ বরকত দ্বারা ভরপুর। কিন্তু এ সম্মানিত মাসে শবে কুদর সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব রাখে। সেটা পাবার জন্য নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মাহে রমযানের পুরো মাসও ইতিকাফ করেছেন। আর শেষ দশদিনের ইতিকাফ তো হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ খুবই গুরুত্ব দিতেন। এমনি একবার কোন বিশেষ সমস্যার কারণে হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ রমযানুল মোবারকে ইতিকাফ করতে পারেননি। তাই শাওয়ালুল মুকাররামের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করেছিলেন। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২০৩১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

এক বার সফরের কারণে রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইতিকাফ করতে পারেননি। তাই হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পরবর্তী রমযান শরীফে বিশ দিন ইতিকাফ করেছেন। (জামে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৮০৩)

ইতিকাফ পুরাতন ইবাদত

পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের মধ্যেও ইতিকাফের প্রচলন ছিলো। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেছেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

এবং আমি তাগীদ করেছি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আমার ঘরকে পবিত্র করো তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকুকারী ও সিজদাকারীদের জন্য।

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১২৫)

وَعَهْدَنَا إِلَىٰ آبِرَاهِمَ وَ
إِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهَّرْنَا بَيْتِي
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

মসজিদকে পরিষ্কার রাখার হুকুম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামায ও ইতিকাফের জন্য কা'বা শরীফের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য স্বয়ং কা'বার মালিক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হুকুম করা হচ্ছে। প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: জানা গেল, মসজিদের পবিত্র ও পরিষ্কার রাখতে হবে। এতে ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু আনা যাবে না। এটা আশ্বিয়ায়ে কেরামের সুনাত। আরও জানা গেল, ইতিকাফ ইবাদত। এবং পূর্বের উম্মতের নামাযের মধ্যে রুকু ও সিজদা উভয়টি ছিল। এটাও বুঝা গেল যে, মসজিদ সমূহের মোতাওয়াল্লী থাকা চাই এবং মোতাওয়াল্লী মুত্তাকি পরহিযগার হওয়া জরুরী। আরও আগে বলেন: তাওয়াফ, নামায, ইতিকাফ, খুবই পুরাতন ইবাদত। যা হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর সময়েও ছিলো। (মুরুল ইরফান, ২৯ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

দশ দিনের ইতিকাফ

এরপর থেকে নবী করীম, রউফুর রহীম, ছয়র পুরনূর ﷺ নিয়মিত প্রতি রমযান শরীফের শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন। আর এ মহান সূন্নাতকে জীবিত রাখার জন্য মুমিনদের মায়েরা রَضَوْا اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ ও ইতিকাফ করতেন। যেমন- উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাযিাদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: “আমার মাথার মুকুট মি'রাজের দুলহা, খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন এ পর্যন্ত, আল্লাহ্ তাআলা ছয়র পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে (জাহেরী) ওফাত দান করেছেন। তারপর ছয়র পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অনুসরণে হুযুরের পবিত্র বিবিগণ رَضَوْا اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ ইতিকাফ করতে থাকেন। (রুখারী, ১ম খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২০২৬)

আশিকদের দারুণ আগ্রহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনি তো ইতিকাফের অগণিত ফযীলত রয়েছে, কিন্তু আশিকদের জন্য তো এ কথাই যথেষ্ট, শেষ দশদিনের ইতিকাফ সূন্নাত। এটা কল্পনা করলেও এ প্রেরণা সৃষ্টি হয়, আমরা ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাষার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রিয় সূন্নাত পালন করছি। আশিকদের খেয়ালতো এটাই থাকে, অমুক অমুক কাজ আমাদের প্রিয় আক্বা, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ করেছেন। ব্যাস্! এ কারণে আমাদেরকেও সেগুলো করতে হবে। কিন্তু আমল করার জন্য এটা আবশ্যিক, আমাদের জন্য যেন কোন শরয়ী বাঁধা না থাকে যেমন, ইতিকাফে মসজিদে খাট বিছানো মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, ছয়রে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ থেকে প্রমাণ আছে, কিন্তু আমরা বিছাতে পারব না কারণ এতে নামাযীর জায়গা ছোট হয়ে যাবে এবং এটা মুসলমানের জন্য ক্ষোভেরও কারণ হতে পারে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

উট নিয়ে ঘোরাফেরার রহস্য

হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله تعالى عنهما অতি মাত্রায় সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন। তিনি যখনই কোন সুন্নাত সম্পর্কে অবগত হতেন, তখনই সেটা পালনের ক্ষেত্রে কোনরূপ অলসতা করতেন না। একদা কোন এক স্থানে তিনি رضي الله تعالى عنه উটনি নিয়ে ঘোরাফেরা করছিলেন। লোকজন তা দেখে আশ্চর্য হলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: একদা আমি নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صلى الله تعالى عليه وآله وسلم কে এখানে এভাবে দেখেছিলাম। তাই আজ আমি এ জায়গায় **তুয়ুর** صلى الله تعالى عليه وآله وسلم এর কাজটিই সম্পন্ন করছি। (আশ শিফা, ২য় খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা)

বাতাতাহো তুম কো মে কিয়া কর রাহা হো
মে ফিরে জু নাকে কে লাগওয়া রাহাহো
মুঝে শাদমানী ইসি বাত কি হে
মে সুন্নাত কা উন কি মযা পা রাহা হো।

এক বার ইতিকাফ করেই নিন

প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم এর সুন্নাতের আশিকগণ! যদি কোন বিশেষ বাধ্যবাধকতা না থাকে, তবে মাহে রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হাতছাড়া করা মোটেই উচিত হবেনা। কমপক্ষে জীবনে একবার হলেও প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করে নেয়া চাই। এমনিতে মসজিদে পড়ে থাকা বড় সৌভাগ্যের বিষয়। ইতিকাফকারী যেনো আল্লাহ তাআলার মেহমানই হয়ে থাকেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য নিজেকে অন্য সব কাজকর্ম থেকে মুক্ত করে মসজিদেই অবস্থান করেন। ফতোওয়ায়ে আলমগীরিতে বর্ণিত হয়েছে, ইতিকাফের উপকারিতা একেবারে স্পষ্ট। কেননা, এতে বান্দা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

আর দুনিয়ার ঐসব কাজকর্ম থেকে আলাদা হয়ে যায়। ইতিকারফকারীর সম্পূর্ণ সময়টুকু প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নামাযের মধ্যে অতিবাহিত হয়। (কেননা, নামাযের জন্য অপেক্ষা করাও নামাযের মতো সাওয়াব।) মূলত: ইতিকারফের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জামাআত সহকারে নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। ইতিকারফকারীরা ঐসব (ফেরেশতার) সাথে সামঞ্জস্য রাখে, যারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অমান্য করেন না এবং যে নির্দেশই তাঁরা পান, তাই পালন করেন, আর তাঁদেরই সাথে সামঞ্জস্য রাখে, যারা রাতদিন আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন এবং তাতে বিরক্তি বোধ করেন না। (ফাতোওয়ানে আলমগীরি, ১ম খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)

এক দিনের ইতিকারফের ফযীলত

যে ব্যক্তি রমযানুল মোবারক ছাড়াও শুধু একদিন মসজিদে নিষ্ঠার সাথে ইতিকারফ করে, তার জন্যও অসংখ্য সাওয়াবের সুসংবাদ রয়েছে। ইতিকারফের প্রতি উৎসাহিত করে নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একদিন ইতিকারফ করবে, আল্লাহ তাআলা তার ও জাহান্নামের মধ্যভাগে তিনটি খন্দককে অন্তরাল করে দিবেন, যেগুলোর দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের দূরত্ব অপেক্ষাও বেশী হবে।”

(আদ দুররে মনছুর, ১ম খন্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা)

পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ

উম্মুল মু'মিনীন সায়িদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত: খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন:-

مَنْ اعْتَكَفَ اِيَّانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থ: যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং সাওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে ইতিকারফ করে তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

(জামিউস সগীর, ৫১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৮৪৮০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

প্রিয় আক্কা ﷺ এর ইতিকাহের স্থান

হযরত সাযিয়্যদুনা নাফি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: হযরত সাযিয়্যদুনা আবুদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বর্ণনা করেন: তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয়্যুত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মাহে রমযানের শেষ দশ দিনে ইতিকাহ করতেন। হযরত সাযিয়্যদুনা নাফি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: হযরত সাযিয়্যদুনা আবুদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا আমাকে মসজিদের ওই স্থান দেখিয়েছেন, যেখানে আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইতিকাহ করতেন।

(সহীহ মুসলিম, ৫৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৭১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদে নবভী শরীফ عَلِ صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام এর মধ্যে যেখানে আমাদের আক্কা হুয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইতিকাহ করার জন্য খেজুর শরীফের কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরী কৃত চৌকি বিছাতেন, সেখানে স্মৃতি স্বরূপ একটা মোবারক স্তম্ভ ‘সুতুনে সরীর’ নামে এখনো স্থাপিত রয়েছে। সৌভাগ্যবান যিয়ারতকারীরা বরকত হাসিলের জন্য সেখানে নফল নামায আদায় করেন।

সারা মাস ইতিকাহ

আমাদের প্রিয় আক্কা, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সব সময় সচেষ্ট ও তৎপর থাকতেন। বিশেষ করে রমযান শরীফ বেশী পরিমাণে ইবাদতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন। যেহেতু মাহে রমযানেই শবে কুদরকে গোপন রাখা হয়েছে, সেহেতু এ মোবারক রাতকে তালাশ করার জন্য হুয়র পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ একবার পুরো বরকতময় মাসই ইতিকাহ করেছিলেন। যেমন- হযরত সাযিয়্যদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদর শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

একদা ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ১লা রমযান থেকে ২০ শে রমযান পর্যন্ত ইতিকাফ করার পর ইরশাদ করলেন: “আমি শবে কুদর তালাশ করতে গিয়ে রমযানের প্রথম দশদিনের ইতিকাফ করলাম। তারপর মধ্যবর্তী দশদিনের ইতিকাফ করেছি। অতঃপর আমাকে বলা হয়েছে, শবে কুদর শেষ দশ দিনে রয়েছে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকাফ করতে চাও করে নাও।” (সহীহ মুসলিম, ৫৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৬৭)

তুর্কী তাবুর মধ্যেই ইতিকাফ

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ একটি তুর্কী তাবুর মধ্যে রমযানুল মোবারকের প্রথম দশ দিন ইতিকাফ করলেন, তারপর মধ্যবর্তী দশ দিনের, তারপর পবিত্রতম মাথা বের করলেন আর বললেন: “আমি প্রথম দশদিনের ইতিকাফ শবে কুদর তালাশ করার জন্য করেছি। তারপর একই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় দশ দিনের ইতিকাফ করলাম। তারপর আমাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সংবাদ দেয়া হয়েছে, শবে কুদর শেষ দশ দিনে রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকাফ করতে চায়, সে যেন শেষ দশ দিন ইতিকাফ করে। এজন্য আমাকে প্রথমে শবে কুদর দেখানো হয়েছিলো, তারপর তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এখন এটা দেখেছি, আমি শবে কুদরের ভোরে ভেজা মাটিতে সিজদা করছি। তাই এখন তোমরা শবে কুদরকে শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোতে তালাশ করো।” হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “ওই রাতে বৃষ্টি হয়েছে। পানি মসজিদ শরীফের ছাদ টপকে পড়ছিলো। ২১শে রমযানুল মোবারকের ভোরে আমার চোখ দুটি দিয়ে প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে এমতাবস্থায় দেখেছি, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কপাল মোবারকের উপর কাদা মাটির নিশানা ছিলো। (মিশকাত, ১ম খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৮৬)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

ইতিকাহের মহান উদ্দেশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও প্রতিবছর না হলেও অন্তত জীবনে একবার সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আদায়ের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ রমযান ইতিকাহ করা উচিত। আপনারা দেখলেন তো! রমযানুল মোবারকে ইতিকাহ করার সর্বাপেক্ষা বড় উদ্দেশ্য শবে কুদর তালাশ করা। আর সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে, শবে কুদর রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোতে হয়। এ হাদীস শরীফ থেকে একথাও জানা গেল, ওই বার শবে কুদর একুশে রমযান ছিলো। কিন্তু এ কথা বলা, ‘শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতগুলোতে সেটা তালাশ করো!’ সুস্পষ্ট করে দেয়, কখনো ২১শে, কখনো ২৩শে, কখনো ২৫শে, কখনো ২৭শে আর কখনো ২৯শে রমযানের রাত। মুসলমানদেরকে শবে কুদরের সৌভাগ্য লাভ করার জন্য শেষ দশ দিনের ইতিকাহ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা, ইতিকাহকারী দশ দিনই মসজিদে অবস্থান করে। আর দশ দিনের মধ্যে কোন এক রাত শবে কুদর হবেই। সুতরাং সে এ রাতটি মসজিদে অতিবাহিত করার ক্ষেত্রে সফলকাম হয়ে যায়। আরেকটি রহস্য এ হাদীস শরীফ থেকে এটাও বুঝা যায়, ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মাটির উপরও সিজদা করতেন। তাই সরাসরি মাটির উপর সিজদা করা সুন্নাতে। মাটির কণা আমার প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরানী কপালের সাথে অনায়াসে লেগে গিয়েছিলো।

কোন অন্তরাল ছাড়া মাটির উপর সিজদা করা মুস্তাহাব

اللَّهُ أَكْبَرُ! তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সরলতাকে কতোই পছন্দ করতেন! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার দরবারে সিজদায় আপন কপাল মাটিতে রাখা আর কপালের সাথে পবিত্র মাটির কণাগুলো লেগে যাওয়া রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অনেক বড় বিনয় ছিলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

ফুকাহায়ে কিরামরা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন: মাটির উপর কোন অন্তরাল ছাড়া (অর্থাৎ জায়নামায, কাপড় ইত্যাদি) ছাড়া সিজদা করা মুস্তাহাব। (মারাক্কিউল ফালাহ, ৩য় খন্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা) “মুকাশাফাতুল কুলুব” এর মধ্যে বর্ণিত আছে: হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى শুধু মাটির উপরই সিজদা করতেন। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৮১ পৃষ্ঠা)

দুই হজ্জ ও দুই ওমরার সাওয়াব

হযরত সাযিয়্যুনা আলী মুরতাজা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: **أَرْثُ: مَنْ اعْتَكَفَ فِي رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ** যে ব্যক্তি রমযান মাসে (দশদিনের) ইতিকাফ করলো, সে দুই হজ্জ ও দুই ওমরা আদায়কারীর ন্যায় সাওয়াব পেল।

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৯৬৬)

গুনাহ থেকে বেঁচে যাওয়া

হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: প্রিয় আব্বা, মাদানী মুস্তফা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: **هُوَ يَغْرِفُ الذُّنُوبَ يُجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا** **أَرْثُ:** ইতিকাফকারী গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। তার জন্য সমস্ত নেকী লিখা হয়, যেমন সেগুলোর সম্পাদনকারীর জন্য লিখা হয়।

(ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৮১)

নেকী না করেও সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইতিকাফের এক বড় উপকার হচ্ছে, যতদিন মুসলমান ইতিকাফে থাকবে, ততদিন গুনাহ সমূহ থেকে বেঁচে যাবে। আর যেই গুনাহ সে বাইরে থাকলে করতো সেগুলো থেকেও বেঁচে যাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

কিন্তু এটা আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত, বাইরে থাকলে সে যেসব নেকী করতো, ইতিকাহফের কারণে তা সম্পন্ন করতে পারেনি, কিন্তু সেগুলোর সাওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। আর সে যা আমল করবে সেগুলোর সাওয়াব তো পাবেই। উদাহরণস্বরূপ, কোন ইসলামী ভাই রোগীদের দেখাশুনা করত, কিন্তু ইতিকাহফের কারণে সে তা করতে পারল না, তাহলে সে সেটার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে না, বরং সেটার অনুরূপ সাওয়াবই পেতে থাকবে, যেমনিভাবে সে তা নিজে সম্পন্ন করতো।

প্রতিদিন হজ্জের সাওয়াব

হযরত সাযিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত,
“ইতিকাহফকারী প্রতিদিন একটি হজ্জের সাওয়াব পায়।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯৬৮)

ইতিকাহফের সংজ্ঞা

“মসজিদে আল্লাহ তাআলার সত্ত্বষ্টির নিয়্যতে অবস্থান করাকে ইতিকাহফ বলে। এর জন্য মুসলমান বিবেকবান, জনাবত (ওই নাপাকী, যার কারণে গোসল ফরয হয়), হায়য ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া পূর্বশর্ত। বালেগ হওয়া পূর্বশর্ত নয়, বরং না-বালেগও, যে বোধ শক্তি রাখে, যদি ইতিকাহফের নিয়্যতে মসজিদে অবস্থান করে, তবে সেই ইতিকাহফ বিশুদ্ধ। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২১১ পৃষ্ঠা)

ইতিকাহফের শাব্দিক অর্থ

ইতিকাহফ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ‘ধর্না দেয়া।’ অর্থাৎ ইতিকাহফকারী আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁর ইবাদত করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকে। তার এই একাগ্রদৃষ্টি থাকে, যেন কোন ভাবে তার প্রতিপালক তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

এখনতো ধর্মীর দরজায় বিছানা পেতে দিয়েছে

হযরত সাযিয়ুনা আতা খোরাসানী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: “ইতিকারকারীর উদাহরণ ওই ব্যক্তির মতো, যে আল্লাহ তাআলার দরজায় এসে পড়েছে আর এ কথা বলছে, “হে আল্লাহ! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে নড়বোনা।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৪২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯৭০)

হাম সে ফকির ভি আব ফিরিকো উঠতে হোঙ্গে
আব তো গানি কে দার পর বিসতার জমা দিয়ে হে।

ইতিকারের প্রকারভেদ

ইতিকার তিন প্রকার: (১) ওয়াজিব ইতিকার, (২) সুন্নাত ইতিকার এবং (৩) নফল ইতিকার।

ওয়াজিব ইতিকার

ইতিকারের মান্নত করল। অর্থাৎ মুখে বললো: “আমি আল্লাহ তাআলার জন্য অমুক দিন কিংবা এতো দিনের জন্য ইতিকার করবো।” যতো দিনের জন্য বললো: ততদিনের ইতিকার করা তার জন্য ওয়াজিব। একথা বিশেষভাবে মনে রাখবেন, যখনই যে কোন ধরণের মান্নতই করা হয়, তখন তাতে মুখে মান্নত শব্দটি উচ্চারণ করা পূর্বশর্ত; শুধু মনে মনে মান্নতের ইচ্ছা কিংবা নিয়ত করলে মান্নত শুদ্ধ হবে না। (বিশুদ্ধ না হলে এমন মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব নয়।) (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৩০ পৃষ্ঠা)

সুন্নাত ইতিকার

মান্নতের ইতিকার পুরুষ মসজিদে করবে আর মহিলারা ‘মসজিদে বাইতে’ করবে। (এতেও রোজা রাখা শর্ত)। (মহিলা ঘরে যে জায়গাটা নামাযের জন্য নির্ধারণ করে নেয়, সেটাকে ‘মসজিদে বাইত’ বলে।) রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের ইতিকার ‘সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়াহ’ (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৩০ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

অর্থাৎ- গোটা শহরে কোন একজন করে নিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেউই না করে, তখন সবাই গুনাহগার হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৫ম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা) এই ইতিকারফের মধ্যে এটাও জরুরী যে, রমযানুল মোবারকের ২০ তারিখের সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে মসজিদে ইতিকারফের নিয়ত সহকারে উপস্থিত হতে হবে। আর ২৯শে রমযান চাঁদ দেখার পর কিংবা ৩০শে রমযান সূর্যাস্তের পর মসজিদ থেকে বের হবে। যদি ২০ রমযানের সূর্যাস্তের পর মসজিদে প্রবেশ হয়, তবে ইতিকারফের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় হবে না; বরং সূর্যাস্তের আগে মসজিদে প্রবেশ করেছিলো, কিন্তু নিয়ত করতে ভুলে গেল। অর্থাৎ অন্তরে নিয়ত করেনি। (নিয়ত অন্তরের ইচ্ছাকে বলা হয়।) এমতাবস্থায়ও ইতিকারফের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় হয়নি। যদি সূর্যাস্তের পর নিয়ত করে তবে নফল ইতিকারফ হবে। মনে মনে নিয়ত করে নেয়াই যথেষ্ট, মুখে বলা পূর্বশর্ত নয়। অবশ্য, নিয়ত অন্তরে উপস্থিত থাকা জরুরী। সাথে সাথে মুখেও এভাবে বলে নেয়া অতি উত্তম।

ইতিকারফের নিয়ত এভাবে করুন

“আমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিন সুন্নাতে ইতিকারফের নিয়ত করছি।

নফল ইতিকারফ

মান্নত (ওয়াজিব) ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ব্যতীত যেই ইতিকারফ করা হয় তা মুস্তাহাব। (অর্থাৎ- নফল) ও সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা। (বাহারে শরীয়াত, ৫ম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা) এর জন্য রোযা এবং কোন সময়ের শর্তারোপ করা হয় না। যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, ইতিকারফের নিয়ত করে নিবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে থাকবেন। যখন মসজিদ থেকে বের হয়ে আসবেন, তখনই ইতিকারফ শেষ হয়ে যাবে। আমার আকা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: গ্রহণযোগ্যমতানুসারে নফল ইতিকারফের জন্য রোযা শর্ত নয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

এক মুহূর্তের জন্য হলেও যখন (মসজিদে) প্রবেশ করবেন ইতিকাহফের নিয়্যত করে নিবে। নামাযের জন্য অপেক্ষা ও ইতিকাহফ উভয়ের সাওয়াব পেয়ে যাবেন। (ফতোওয়ায়ে রজবীয়া, সংশোধিত, ৫ম খন্ড, ৬৭৪ পৃষ্ঠা) অন্য এক জায়গায় বলেন: যখন মসজিদে যাবেন, ইতিকাহফের নিয়্যত করে নিবে। যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাহফের সাওয়াব পাবেন। (ফতোওয়ায়ে রজবীয়া, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা৯৮) ইতিকাহফের নিয়্যত করা কোন কঠিন কাজ নয়। নিয়্যত অন্তরের ইচ্ছাকেই বলা হয়। যদি অন্তরের মধ্যে আপনি এ ইচ্ছা করে নেন, “আমি সুন্নাত ইতিকাহফের নিয়্যত করছি,” এটাই যথেষ্ট। আর যদি অন্তরে নিয়্যত উপস্থিত থাকে, মুখেও একই শব্দাবলী উচ্চারণ করে নিলেন, তাহলে বেশী উত্তম। আপন মাতৃভাষায়ও নিয়্যত হতে পারে। আর যদি আরবী ভাষায় নিয়্যত মুখস্ত করে নেন, তাহলে বেশী ভাল। সম্ভব হলে আপনি আরবী ভাষায় এ নিয়্যত মুখস্ত করে নিবেন। যেমন- ‘আল-মলফূয’, ২য় খন্ড, ২৭২ পৃষ্ঠায় আছে:

نَوَيْتُ سُنَّةَ الْإِعْتِكَانِ

অর্থ: - আমি সুন্নাত ইতিকাহফের নিয়্যত করলাম।

মসজিদে নবতী শরীফ رَادِيَ اللهُ عَنْهُ وَتَعْظِيْمًا এর প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ দরজা ‘বাবুর রহমত’ দিয়ে প্রবেশ করলে সামনেই সুতুন মোবারকের উপর নজর পড়বে, স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য যার উপর প্রাচীন যুগ থেকে স্পষ্টাক্ষরে نَوَيْتُ سُنَّةَ الْإِعْتِكَانِ লিখা রয়েছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই আপনি কোন ইবাদত, যেমন- নামায, রোযা, ইহরাম ও তাওয়াফে কাবা ইত্যাদির আরবীতে নিয়্যত করবেন, তখন এ কথার বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন যে, এ আরবী বাক্যগুলির অর্থও যেনো আপনি বুঝতে পারছেন। কারণ, নিয়্যত অন্তরের ইচ্ছাকেই বলা হয়। যদি আপনি নির্দিষ্ট আরবী নিয়্যতের শব্দাবলী উচ্চারণ করে নিলেন, কিংবা কিতাব দেখে দেখে পড়ে নিলেন, কিন্তু আপনার ধ্যান অন্য কোন দিকে ছিল,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

ওই ইচ্ছা উপস্থিত না থাকে তাহলে নিয়্যত মোটেই হবে না। উদাহরণ স্বরূপ আপনি মসজিদে প্রবেশ করে اِلَّاغْتِرَابُ বললেন: তখন অন্তরেও এ ইচ্ছা থাকা অপরিহার্য, “আমি ইতিকাহফের নিয়্যত করছি।” এ কথা বিশেষভাবে খেয়াল করে নিন, এটা রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনের ইতিকাহফ নয়; এটা নফল ইতিকাহফ, আর এক মুহুর্তের জন্যও করা যায়। আপনি যখনই মসজিদ থেকে বের হবেন এ নফল ইতিকাহফ তখনই শেষ হয়ে যাবে।

মসজিদে পানাহার করা

মনে রাখবেন! মসজিদের ভিতর পানাহার করা ও ঘুমানো শরীআত মতে জায়েজ নেই। যদি ইতিকাহফের নিয়্যত করে নেন, তবে আনুষঙ্গিকভাবে পানাহার ও ঘুমানোর অনুমতি হয়ে যাবে। আমাদের দেশে বেশীরভাগ মসজিদে দরুদ সালামের ওযীফা আদায় করা হয়, তারপর পানিতে ফঁকু দিয়ে তা পান করে আমাদের ইসলামী ভাইয়েরা যদি ইতিকাহফের নিয়্যত না করে তাহলে সে মসজিদে পানি পান করতে পারবে না। অনুরূপভাবে, রমযানুল মোবারকে মসজিদের ভিতর ইফতার করা হয়। অবশ্য যে ব্যক্তি ইতিকাহফের নিয়্যত করে আছে, সেই মসজিদের ভিতর ইফতার করতে পারে। তেমনিভাবে মসজিদে হেরেম শরীফেও জমজম কুপের পানি পান করা, ইফতার করা ও শোয়ার জন্য ইতিকাহফের নিয়্যত থাকা চাই। মসজিদে নবভী শরীফ عَلَى بَيْتِنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام এর মধ্যেও ইতিকাহফের নিয়্যত ছাড়া পানি ইত্যাদি পান করতে পারবেন না। এখানে একথাও স্মরণ রাখা জরুরী, ইতিকাহফের নিয়্যত শুধু পানাহার ও ঘুমানোর জন্য করা যাবে না, বরং সাওয়াব লাভের জন্য করবেন। রদুল মুহতার (শামী) এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে পানাহার ও ঘুমাতে চায়, তবে সে ইতিকাহফের নিয়্যত করে। কিছুক্ষণ আল্লাহ তাআলার যিকর করে নিবে, তারপর যা চায় করবে। (অর্থাৎ এখন চাইলে পানাহার করতে পারে।) (রদুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসার্বাত)

تَبَلَّغُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে “সম্মিলিত ইতিকাফ” এর ব্যবস্থা করা হয়। দা'ওয়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার পক্ষ থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী (জাদওয়াল) পেশ করা হয়। এই সমস্ত ইতিকাফকারীদের জন্য নিয়্যতের সূচী উপস্থাপন করা হয়েছে। যারা “সম্মিলিত ইতিকাফ” থেকে পৃথক তারাও প্রয়োজনমত নিয়্যত করে নিজ সাওয়াবের ভান্ডার বৃদ্ধি করুন।

ইজতিমায়ী ইতিকাফের ৪১টি নিয়্যত

ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ “মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম।” (তাবরানী মু'জাম কবীর, হাদীস নং- ৫৯৪২, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা) নিজের ইতিকাফের আজিমুশশান নেকীর সাথে সাথে অতিরিক্ত ভাল ভাল নিয়্যত সংযুক্ত করে সাওয়াব বৃদ্ধি করুন। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত কার্ডে উল্লেখিত আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বর্ণনাকৃত মসজিদে যাওয়ার ৪০টি নিয়্যতের সাথে অতিরিক্ত এই নিয়্যত করে ঘর থেকে বের হন। (মসজিদে এসে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যত করা যায়। যখনই ভাল ভাল নিয়্যত করবেন তখন সাওয়াবের নিয়্যতও সামনে রাখতে হবে।) (১) রমজানুল মোবারকের শেষ ১০ দিনের (বা সম্পূর্ণ মাস) সুন্নাত ইতিকাফ করার জন্য যাচ্ছি। (২) তাছাউফের ঐ সমস্ত মাদানী উসূল সমূহ যেমন (ক) কম খাওয়া, (খ) কম কথা বলা (গ) কম ঘুমানোর উপর আমল করব। (৩) দৈনন্দিন ৫ ওয়াক্ত নামায প্রথম কাতারে (৪) প্রথম তাকবীরের সাথে, (৫) জামাতাত সহকারে আদায় করব। (৬) প্রত্যেক আজান ও (৭) প্রত্যেক ইকামাতের উত্তর প্রদান করব। (৮) প্রত্যেকবার আগে ও পরে দরুদ সহ আজানের দোয়া পড়ব। (৯) প্রত্যেক দিন তাহাজ্জুদ নামায (১০) ইশরাকের নামায (১১) চাশতের নামায এবং (১২) আওয়াবীন নামায পড়ব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

- (১৩) কুরআন তিলাওয়াত ও (১৪) দরুদ শরীফ বেশি বেশি পাঠ করব।
 (১৫) প্রত্যেক রাতে সুরায়ে মূলক তিলাওয়াত করব বা শুনব।
 (১৬) কমপক্ষে বিজোড় রাতে সালাতুত তাছবীহ আদায় করব।
 (১৭) সুন্নাতে ভরা প্রত্যেক হালকা ও (১৮) প্রত্যেক বয়ানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করব। (১৯) আত্মীয় স্বজন ও মসজিদে সাক্ষাতের লোকদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহে বসাব। (২০) মুখে কুফলে মদীনা লাগিয়ে তথা অহেতুক কথা থেকে বেঁচে থাকব। আর যদি সম্ভব হয় তবে ভাল ভাল নিয়্যতের সাথে প্রয়োজনীয় কথাও যথাসাধ্য লিখে বা ইশারার মাধ্যমে করব। যাতে অতিরিক্ত শোর-চিৎকারের কারণ না হয়। (২১) মসজিদকে সব রকমের দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা করব। (২২) মসজিদ খড়কুটা ও চুল ইত্যাদি উঠিয়ে নেয়ার জন্য নিজ পকেটে থলে রাখব। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু উঠিয়ে নিবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন। (সুনানে ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, ৪১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৫৭) (২৩) ঘাম, মুখের লালা ইত্যাদি ময়লা থেকে মসজিদের ফ্লোর বা চাটাই ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য শুধুমাত্র নিজ চাঁদর বা চাটাই বা মাদুর এর উপর শয়ন করব। (২৪) লজ্জার নিয়্যতে ঘুমানোর সময় পর্দার উপর পর্দা করার প্রত্যেকটা দিকে খেয়াল রাখব। (ঘুমানোর সময় পায়জামার উপর লুঙ্গি, এর উপর চাঁদর ঢেকে দেয়া বেশ উপকারী। মাদানী কাফেলায়, ঘরে ও সর্বক্ষেত্রে এর খেয়াল রাখা উচিত। (২৫) অযুখানা যদি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয় সে অবস্থায় (যদি কেউ অজুর জন্য অপেক্ষা করে তাহলে অজুর স্থান থেকে সরে তেল দিব ও মাথা আঁচড়াব।) তেল ও চিরুনি সেখানেই করব আর যেই চুল ঝরে পড়বে তা উঠিয়ে নেব। (২৬) অনুমতি ছাড়া কারো কোন সামগ্রী যেমন-প্রস্রাব খানায় যাওয়ার জন্য অপরের সেভেল, ইত্যাদি ব্যবহার করব না বরং (২৭) সেভেল, চাঁদর বালিশ ইত্যাদি কোন সামগ্রী অন্য কারো কাছে চাইব না। (২৮) খাবার ফিনায়ে মসজিদ সংলগ্ন খাবারের নির্দিষ্ট স্থানে খাব। কোন অবস্থাতেই নামাযের স্থানে খাব না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দার’ইদীন)

(২৯) খাবার কম হওয়া অবস্থায় “ইছার” (নিজের পছন্দের প্রয়োজনীয় জিনিস অপরকে দান করা) এর নিয়তে ধীরে ধীরে খাব। যাতে অপর ইসলামী ভাই বেশি পরিমাণে খেতে পারে। “ইছার” এর অসংখ্য সাওয়াব রয়েছে। যেমন ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু অপরকে দিয়ে দেয় আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন।” (ইত্তেহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন, ৯ম খন্ড, ৭৭৯ পৃষ্ঠা) (৩০) পেটের কুফলে মদীনা লাগাব অর্থাৎ ক্ষুধা থেকে কম খাব। (৩১) যদি কেউ যবরদস্তী করে তবে ধৈর্য ধারণ করব এবং (৩২) আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য তাকে ক্ষমা করব। (৩৩) প্রতিবেশী ইতিকাফকারীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করব। (৩৪) নিজ ইতিকাহফের হালকার “নিগরান” যিম্মাদারের অনুকরণ করব, তার কথা মত চলব। (৩৫) ফিকরে মদীনা করতে করতে দৈনন্দিন মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করব। (৩৬) ইসলামী ভাইদের সামনে মুচকি হেসে সদকা করার সাওয়াব অর্জন করব। (৩৭) কেউ যদি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দেয় তখন এই দোয়া পাঠ করব أَشْرَكَ اللهُ سَيِّئًا অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাকে হাসি খুশীতে রাখুন। (৩৮) নিজের পরিবারের, সকল বন্ধু বান্ধব এবং সকল উম্মতের জন্য দোয়া করব। (৩৯) যদি কোন ইতিকাফকারী অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন যথা সম্ভব তার খেদমত করব। (৪০) বয়স্ক ইতিকাফকারীদের সাথে খুব বেশি ভাল আচরণ করব। (৪১) ইতিকাফকালে সামর্থ অনুযায়ী ফ্রি রিসালা বণ্টন করব। (প্রত্যেক ইতিকাফকারী ইসলামী ভাইদের প্রতি ভালবাসাপূর্ণ মাদানী অনুরোধ, কমপক্ষে ২৫ টাকার মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা বা সুন্নাতে ভরা মাদানী ফুলের মাদানী লিফলেট অবশ্যই বণ্টন করবেন। যদি সুযোগ হয় বেশি বণ্টন করবেন। সাক্ষাতের জন্য আগত ইসলামী ভাইদের সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট বা রিসালা বা মাদানী ফুলের একটি লিফলেট অবশ্যই তোহফা হিসেবে পেশ করবেন। যাতে রমযানুল মোবারকে বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। বণ্টনে যেন বিশৃংখলা না হয় তার দিকে খেয়াল রাখবেন।)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

ইতিকাফ কোন মসজিদে করবে?

ইতিকাফের জন্য সমস্ত মসজিদ থেকে মসজিদুল হেরেম শরীফ উত্তম। তারপর মসজিদে নববী শরীফ رَادِيَا اللهُ شَرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا তারপর মসজিদে আকসা শরীফ (বায়তুল মুকাদ্দাস) তারপর এমন জামে মসজিদে, যাতে পাঁচ ওয়াক্তের নামায জামাআত সহকারে হয়ে থাকে। যদি জামে মসজিদে জামাআত না হয়, তাহলে নিজ মহল্লার মসজিদে ইতিকাফ করা উত্তম। (ফতহুল কদীর, ২য় খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা) ইতিকাফের জন্য জামে মসজিদ হওয়া শর্ত নয় বরং ‘মসজিদে জামাআতেও’ ইতিকাফ হবে। মসজিদে জামাআত হচ্ছে ঐ মসজিদ, যাতে ইমাম ও মুআয্বিন নিয়োজিত আছেন। যদিও তাতে পঞ্জেশানা নামায হয়না। আর সহজ হচ্ছে, নিঃশর্তভাবে প্রতিটি মসজিদে ইতিকাফ বিশুদ্ধ, যদিও মসজিদে জামাআত না হয়। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা) সচরাচর বর্তমানে কিছু মসজিদ এমনও আছে যেখানে না ইমাম আছে না মুআয্বিন। (বাহারে শরীয়াত, ৫ম খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা)

ইতিকাফকারী ও মসজিদের প্রতি সম্মান

প্রিয় ইতিকাফকারী ইসলামী ভাইয়েরা! যেহেতু আপনাকে দশদিন মসজিদেই থাকতে হবে, সেহেতু মসজিদের সম্মান সম্পর্কিত কয়েকটা কথাও জেনে নেয়া দরকার। ইতিকাফ পালনকালে প্রয়োজনে পার্শ্ব কথার বলা অনুমতি আছে, কিন্তু যথাসম্ভব নিঃস্বরে ও মসজিদের সম্মানের প্রতি খেয়াল রেখে কথা বলুন। এমন যেন না হয়, আপনি চিৎকার করে কোন ইসলামী ভাইকে ডাকছেন, আর সেও চিৎকার করে আপনাকে জবাব দিচ্ছে, ‘তুই-তুকারি’ ও শোরগোলে মসজিদ গর্জে উঠছে। এমন আচরন নাজায়েয ও গুনাহ। মনে রাখবেন! বিনা প্রয়োজনে মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা ইতিকাফকারীর জন্যও অনুমিত নেই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের কোন কাজ নেই

হযরত সাযিয়দুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, নবীয়ে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: يَا أَيُّهَا عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ إرث: মানুষের উপর একটা যুগ আসবে, মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা হবে। তোমরা তাদের সাথে বসিওনা। কারণ, আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের কোন কাজ নেই।

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৯৬২)

আল্লাহ তোমার হারানো বস্তু মিলিয়ে না দিক

হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম مِنْ سَبْعِ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ إرث: যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে উচ্চস্বরে হারানো জিনিস খোঁজতে শুনে, তাহলে সে বলবে: “আল্লাহ তাআলা ঐ হারানো জিনিস তোমাকে যেনো মিলিয়ে না দেন, কেননা, মসজিদগুলো এ কাজের জন্য তৈরী করা হয়নি।”

(মুসলিম শরীফ, ২৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৫৬৮)

মসজিদে জুতা ত্যাগ করে বেড়ানো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারো জুতা কিংবা অন্য কোন কিছু হারিয়ে গেলে মসজিদে চিৎকার করে করে খোঁজে বেড়ায়, তাদের জন্য বর্ণিত হাদীস শরীফ থেকে শিক্ষা লাভ করা উচিত। জানা গেলো, ওই প্রতিটি কাজ থেকে মসজিদকে বাঁচানো জরুরী, যা দ্বারা মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হয়। দুনিয়াবী কথাবার্তা, হাসি ঠাট্টা, অনুরূপভাবে, অহেতুক কাজের জন্য মসজিদগুলোকে নির্মাণ করা হয়নি;

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

বরং মসজিদগুলোকে আল্লাহর ইবাদত, যিকির, তিলাওয়াতে কুরআন, ইলমে দ্বীন ও সুনাতগুলো শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলাকে সাহাবায়ে কেলামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ কিরূপ অপছন্দ করতেন, তার অনুমান এ বর্ণনা থেকে করুন।

তাহলে তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম

হযরত সাযিয়্যুনা সাইব বিন ইয়াযীদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “আমি মসজিদে দাঁড়ানো ছিলাম। আমাকে কেউ কঙ্কর মারলো। তাকিয়ে দেখলাম সে হযরত সাযিয়্যুনা আমীরুল মু’মিনীন ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ছিলেন। তিনি আমাকে (ইঙ্গিত করে) বললেন: “ওই দু’জন লোককে আমার নিকট নিয়ে এসো।” আমি ওই দু’জনকে নিয়ে এলাম। হযরত সাযিয়্যুনা ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাদেরকে বললেন: “তোমরা কোন্ জায়গার সাথে সম্পর্ক রাখো?” তারা বললো: “আমরা তায়েফের।” তিনি বললেন: “যদি তোমরা মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসী হতে, (কেননা, মদীনার অধিবাসীরা মসজিদের আদব ভালভাবে জানেন) তাহলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি দিতাম। (কেননা) তোমরা আল্লাহ তাআলার রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মসজিদে তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করেছ।” (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৪৭০)

মুবাহ কথা নেকী গুলোকে খেয়ে ফেলে

হযরত সাযিয়্যুনা মোল্লা আলী কারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ শায়খ ইবনে হুমাম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বরাতে উদ্ধৃত করছেন: **الْكَلَامُ الْمُبَاحُ فِي الْمَسْجِدِ** **أর্থ:** মসজিদে মুবাহ কথাবার্তা বলা মাকরুহ (তাহরীমা) এবং নেকীগুলোকে খেয়ে ফেলে। সাযিয়্যুনা আনাস ইবনে মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: **أَرْضُكَ فِي الْمَسْجِدِ ظُلْمَةٌ فِي الْقَبْرِ** **أর্থ:** মসজিদে হাসলে কবর অন্ধকার হবে।

(আল জামে’উস সগীর, ৩২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৫২৩১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

কবরে অন্ধকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোক্ত বর্ণনাগুলো বারবার পড়ুন! আর আল্লাহ তাআলার ভয়ে কেঁপে উঠুন! কখনো যাতে এমন না হয়, মসজিদে প্রবেশ করলেন, সাওয়াব অর্জনের জন্য; কিন্তু খুব হেসে সমস্ত নেকী বরবাদ করে বের হয়ে আসলেন। কারণ, মসজিদে দুনিয়াবী বৈধ কথাবার্তাও নেকীগুলোকে বিলীন করে দেয়। অতএব মসজিদে পুরোপুরিভাবে শান্ত ও নিশ্চুপ থাকুন। বয়ান করলে ও শুনলে তাও করবেন খুব গভীরভাবে এমন কোন কথা বলবেন না যাতে শ্রোতাদের হাসি আসে। না নিজে হাসবেন, না কাউকে হাসতে দিবেন। কারণ, মসজিদে হাসলে কবরে অন্ধকার হবে। অবশ্য, প্রয়োজনে মুচকি হাসি দেয়াতে নিষেধ নেই, মসজিদের সম্মানের মন-মানসিকতা তৈরীর জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফরের অভ্যাস গড়ুন। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি।

দা’ওয়াতে ইসলামীর মুফতীর ইতিকাফ

হাওয়াইলিয়ান কেঁট ছরহদ অধিবাসী ৫২ বছর বয়স্ক এক ইসলামী ভাই এর কিছু বর্ণনা এ রকম: আমি গুনাহের সাগরে ডুবে ছিলাম। আমার ছেলে যুবক হল এরপরও নিজের ফ্যাশনের ভুত মাথা থেকে নামেনি। রমযানুল মোবারকে বাবুল মদীনা করাচী থেকে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলদের ৩০ দিনের মাদানী কাফেলা হাওয়াইলয়া তাশরীফ আনেন। এই মাদানী কাফেলার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এতে দা’ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশের শূরার রুকন দা’ওয়াতে ইসলামীর মুফতি, আলহাজ্ব মুফতি মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী মাদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ও আমার বড় ছেলে আমাকে মাদানী কাফেলার আশিকানে রাসূলদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়ে গেলেন। মুফতীয়ে দা’ওয়াতে ইসলামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ইনফিরাদী কৌশিশের বদৌলতে আমি তার মাদানী কাফেলার সাথে শেষ ১০ দিনের ইতিকাফকারী হয়ে গেলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

দা'ওয়াতে ইসলামীর মুফতি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সুন্দর চরিত্র আমার হৃদয় জয় করে নিল। অন্যান্য আশিকানে রাসূলগণও আমার উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করেন। এমনকি আমার মত কঠিন হৃদয়ের মানুষ পর্যন্ত মোমের মত নরম হয়ে গেলাম এবং رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন আসল। আমি ফ্যাশন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সুন্নাতের সাথে সম্পর্ক করলাম। দাঁড়ি মুভানো ছেড়ে দিলাম, মন্দ কাজের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম এবং পরিপূর্ণভাবে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। মূলকথা আমি গুনাহ থেকে তাওবা করলাম। দাঁড়ি রেখে দিলাম, পাগড়ীর তাজ মাথার উপর সাজিয়ে নিলাম। এখন চেষ্টা হল, সমস্ত সুন্নাত সম্পর্কে অবগত হব এবং এর উপর আমল করব। এই বর্ণনা দেয়ার সময় আমি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের প্রসারের জন্য সাংগঠনিক দায়িত্ব হিসেবে হালকা সাতা এর যিম্মাদার হিসেবে মাদানী কাজ করে যাচ্ছি।

আয়েগী সুন্নাতে জায়েগী ফ্যাশনে, নেকীয়া ভী মিলে কিজিয়ে ইতিকাফ
বরকতে পায়েগে আও সুধর যায়েগে, মাদানী মাছল মে কিজিয়ে ইতিকাফ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী ইত্তিকালের পরও

মাদানী কাফেলার দাওয়াত দিয়েছেন

মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কি শান! মাদানী পরিবেশে থেকে তিনি মাদানী কাফেলার অনেক সফর করেছেন এবং অসংখ্য ইসলামী ভাইকে পরিশুদ্ধ করে নিজের জন্য সাওয়াবে জারিয়ার ভান্ডার তৈরী করে ১৮ই মুহাররমুল হারামের ১৪২৭ হিঃ ১৭/০২/২০০৬ ইং জুমার নামাযের পর এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। আর এখন দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরও স্বপ্নে এসে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে এক ইসলামী ভাইকে মাদানী কাফেলার মুসাফির বানিয়েছেন এবং এরপর মাদানী কাফেলায় পৌঁছেও তাকে জলওয়া দেখিয়েছেন ও আল্লাহ তাআলার হুকুমে মুত্রখলির রোগ হতে মুক্তি দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

যেমন- এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হচ্ছে: কিছুদিন থেকে আমি মূত্রথলির যন্ত্রণাদায়ক কষ্টে ভুগছিলাম আমি স্বপ্নে মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী মাওলানা মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী মাদানীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى যিয়ারত লাভ করলাম। তিনি আমাকে মাদানী কাফেলায় সফরের নির্দেশ দেন। আমিও সফরের নিয়ত করে নিই। কিন্তু ১৪২৭ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে সফর করতে পারিনি। ১৪২৭ হিজরীর ২৪ শে জমাদিউল আখির তারিখে আমি ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সূনাতে ভরা সফর করি। কাফেলার গন্তব্যস্থল মসজিদ শরীফে পৌঁছে যখন ঘুমালাম তখন দেখি মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى আমার স্বপ্নে আগমন করেন। তিনি পর্দার উপর পর্দা করে চার জানু হয়ে বসলেন এবং কিছু মূল্যবান বানী দ্বারা আমাকে ধন্য করছিলেন কিন্তু আমি সেগুলো বুঝতে পারিনি। মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে এসে এই বর্ণনা দেয়া পর্যন্ত আজ এক সপ্তাহ হয়ে গেল اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার মূত্রথলীর যন্ত্রণাদায়ক রোগ সম্পূর্ণরূপে ভাল হয়ে গেছে।

দরদ গর হে তোমহারে মাছানে মে হে,
নাফা' পর আখিরাত কে বানানে মে হে।
কেহতে ফারুক হে কাফিলে মে চলো,
সব মুবাল্লিগ কহে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মসজিদ সম্পর্কিত ১৯ টি মাদানী ফুল

- (১) বর্ণিত আছে, এক মসজিদ আল্লাহু তাআলার নিকট অভিযোগ করল, মানুষ আমার ভিতর বসে দুনিয়াবী কথা বলে, অভিযোগ করে ফেরার পথে তার সাথে পথিমধ্যে ফেরেশতার সাক্ষাত হল এবং বলেন: আমাদেরকে মসজিদে দুনিয়াবী আলোচনাকারীদের ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (ফতোওয়ানে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

- (২) বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি গীবত করে (যা কঠিন হারাম ও যিনা থেকেও নিকৃষ্ট) এবং যারা মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলে তাদের মুখ থেকে খুব মারাত্মক দুর্গন্ধ বের হয়, তাদের ব্যাপারে ফেরেশতার আল্লাহু তাআলার দরবারে অভিযোগ করে। আল্লাহু তাআলার পানাহ! যেখানে মুবাহ ও বৈধ কথা মসজিদে বসে শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া বলার ব্যাপারে এই বিপদ, সেখানে মসজিদের ভিতর বসে হারাম ও অবৈধ কাজ করলে কি অবস্থা হবে! (প্রশ্নক)
- (৩) দর্জির জন্য মসজিদে বসে কাপড় সেলাই করার অনুমতি নেই। অবশ্য, যদি শিশুদের বাধা প্রদান ও মসজিদের হিফায়তের জন্য বসে, তবে ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে লিখকের জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লিখার অনুমতি নেই। (আলমগীর, ১ম খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা)
- (৪) মসজিদের ভিতর কোন ধরনের খড়কুটা কখনো ফেলবেন না। সাযিয়দুনা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ‘জযবুল কুলুবে’ উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, “মসজিদে যদি সামান্য খড়কুটাও ফেলা হয়, তবে মসজিদের এতো বেশি কষ্ট অনুভূত হয়, যেমন কষ্ট মানুষ তার চোখে সামান্য কণা পড়লে অনুভব করে। (জযবুল কুলুব, ২৫৭ পৃষ্ঠা)
- (৫) মসজিদের দেয়াল, ফ্লোর, চাটাই কিংবা কার্পেটের মধ্যে কিংবা সেটার নিচে থুথু ফেলা, নাক সাফ করা, নাক কিংবা কান থেকে ময়লা আবর্জনা বের করে লাগানো, মসজিদের ফ্লোর বা চাটাই থেকে সূতা কিংবা কিছু ভগ্নাংশ বের করা-সবই নিষেধ।
- (৬) প্রয়োজনে রুমাল ইত্যাদি দিয়ে নাক মোছলে ক্ষতি নেই।
- (৭) মসজিদের ধূলা-বালি ঝেড়ে তা এমন জায়গায় ফেলবেন না, যেখানে ফেললে বেয়াদবী হয়।
- (৮) জুতা খুলে মসজিদের ভিতর সাথে নিয়ে যেতে চাইলে, ধুলিবালি ইত্যাদি বাইরে ঝেড়ে নিবেন। যদি পায়ের তালুতে ধূলাবালী ইত্যাদি লেগে থাকে, তবে নিজের রুমাল ইত্যাদি দিয়ে মুছে মসজিদে প্রবেশ করবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

- (৯) মসজিদের অযু খানায় অযু করার পর পা দু'টি অযুখানাতেই ভাল করে মুছে নিবেন। ভিজা পায়ে মসজিদে চলাফেরা করলে মসজিদের ফ্লোর ও কার্পেটগুলো অপরিষ্কার ও নোংরা হয়ে যায়। এখন আমার আকা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মলফূযাত শরীফ থেকে মসজিদের কিছু নিয়মাবলী পেশ করা হচ্ছে:
- (১০) মসজিদে দৌঁড়ানো কিংবা সজোরে চলাচল করা, যার ফলে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, তা নিষেধ।
- (১১) অযু করার পর অযুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে পানির এক ফোটাও যেন মসজিদের ফ্লোরের উপর না পড়ে (মনে রাখবেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে অযুর পানির ফোটা মসজিদের ফ্লোরের উপর ফেলা বৈধ নয়।)
- (১২) মসজিদের এক দরজা থেকে অন্য দরজায় প্রবেশের সময় (উদাহরণ স্বরূপ, বারান্দা থেকে ভিতরের অংশে প্রবেশের সময়) ডান পা বাড়ানো চাই। এমনকি যদি কার্পেট বিছানো হয় তাতেও ডান পা রাখবেন। আর যখন সেখান থেকে সরে আসবেন, তখনও ডান পা মসজিদের কার্পেটের উপর রাখবেন। (অর্থাৎ আসতে ও যেতে প্রতিটি বিছানো কার্পেটের উপর ডান পা রাখবেন।) অথবা খতীব যখন মিম্বরের উপর যাবার ইচ্ছা করবেন, তখন প্রথমে ডান পা রাখবেন, আর যখন নামবেন তখনও ডান পা আগে নামাবেন।
- (১৩) মসজিদে যদি হাঁচি আসে তবে চেষ্টি করবেন যেন আওয়াজ নিচু হয়। অনুরূপভাবে, কাঁশিও। ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মসজিদে সজোরে হাঁচি দেয়াকে অপছন্দ করতেন। অনুরূপভাবে, ঢেকুরও দমিয়ে রাখা চাই। সম্ভব না হলে আওয়াজকে চেপে রাখা চাই, যদিও মসজিদ ছাড়া অন্যত্রও হয়। বিশেষ করে মজলিস কিংবা কোন সম্মানিত ব্যক্তির সামনে তাতে অভদ্রতাই। হাদীসে শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

এক ব্যক্তি হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র দরবারে ঢেকুর ছাড়লো। হযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “আমাদের নিকট থেকে তোমার ঢেকুর দূরে রাখো। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বেশী সময় পেট ভরতে থাকে, সে কিয়ামতের দিন ততবেশী সময় ক্ষুধার্ত থাকবে। (শরহুস সুল্লাহ, ৭ম খন্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৯৪৪) আর হাই তোলার সময় আওয়াজকে উঁচু করে বের না করা চাই; যদি মসজিদের বাইরে ইশাকী অবস্থায় হোক না কেন, এটা হচ্ছে শয়তানের অট্ট হাসি। হাই আসলে যথাসম্ভব মুখ বন্ধ রাখবেন। মুখ খুললে শয়তান মুখে থুথু দেয়। যদি এভাবে না থামে তবে উপরে মাড়ির দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে ধরবেন। আর এভাবেও না থামলে যথাসম্ভব মুখ কম করে খুলবেন। আর বাম হাতকে উল্টো করে মুখের উপর ধরবেন। যেহেতু হাই শয়তানের পক্ষ থেকে আসে এবং সম্মানিত নবীগণ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَام তা থেকে পবিত্র, সেহেতু হাই আসলে এ কথা মনে মনে কল্পনা করবেন, সম্মানিত নবীগণের عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَام হাই আসতনা। إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ। তাৎক্ষণিকভাবে তা থেমে যাবে।” (রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা)

- (১৪) হাসি ঠাট্টা এমনিতেই নিষেধ। আর মসজিদেতো আরো কঠোরভাবে নিষেধ।
- (১৫) মসজিদে হাসা নিষেধ। কারণ, তা কবরে অন্ধকার আনে। স্থানও সময় ভেদে মুচকি হাসাতে ক্ষতি নেই।
- (১৬) মসজিদের ফ্লোরের উপর কোন জিনিস ছুঁড়ে মারা উচিত নয়, বরং আঙ্গুে রাখা চাই। গরমের মৌসুমে লোকেরা হাত পাখা ঘুরাতে ঘুরাতে এক পর্যায়ে ছুঁড়ে মারে। মসজিদে টুপি, চাঁদর ইত্যাদিও ছুঁড়ে মারা উচিত নয়। অনুরূপভাবে চাঁদর কিংবা রুমাল দ্বারা ফ্লোর এভাবে ঝাড়বেন না, যাতে আওয়াজ সৃষ্টি হয় কিংবা ছাতা ইত্যাদি রাখার সময় উপর থেকে ফেলে দেয়। এমন করা নিষেধ রয়েছে। মোটকথা, মসজিদের প্রতি সম্মান দেখানো প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

- (১৭) মসজিদের ভিতর ‘হাদস’ (অর্থাৎ বাতাস বের করা) নিষেধ। প্রয়োজন হলে (যারা ইতিকাফকারী নয়, তারা) বাইরে চলে যাবে। সুতরাং ইতিকাফকারীর উচিত হচ্ছে-ইতিকাফের দিনগুলোতে অল্প আহার করে, পেট হালকা রাখা যাতে হাজত পূরণ করার প্রয়োজন কম হয়। ইতিকাফকারী এজন্য (বায়ু বের করার জন্য) বাইরে যেতে পারবেনা। অবশ্য মসজিদের সীমানার ভিতর টয়লেট থাকলে তাতে বায়ু ছাড়ার জন্য যেতে পারবে।
- (১৮) কিবলার দিকে পা প্রসারিত করা সব জায়গাতে নিষেধ। মসজিদে কোন দিকেই প্রসারিত করবেন না। এটা দরবারের আদব বিরোধী কাজ। হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মসজিদে ইশাকী বসা ছিলেন। পা দু’টি প্রসারিত করলেন। মসজিদের এক কোণা থেকে অদৃশ্য আস্থানকারী আওয়াজ দিলো, “ইব্রাহীম! বাদশাহর দরবারে কি এভাবে বসে? তাৎক্ষণিকভাবে তিনি পা দু’টি গুটিয়ে নিলেন। আর এমনিভাবে গুটালেন, ইনতিকালের সময় সে পা দু’টি প্রসারিত হয়েছে। (ছোট শিশুদেরকে ও প্রস্রাব করাতে, শোয়াতে, উঠাতে ও আদর করতে গিয়ে তখন সতর্কতা অবলম্বন করবেন, যেন তাদের পা কিবলার দিকে না থাকে।)
- (১৯) ব্যবহৃত জুতা পরে মসজিদে যাওয়া বেয়াদবী ও আদব বহির্ভূত কাজ। (আল মালফূয, ২য় খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা হতে সংকলিত)

মসজিদকে সুগন্ধময় রাখুন

উম্মুল মু’মিনীন হযরত সাযিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বর্ণনা করেন: প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণের ও সেগুলো পরিষ্কার এবং সুগন্ধময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

(সুনানে আবি দাউদ, ১ম খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৫৫)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

এয়ার ফ্রেশনার থেকে ক্যান্সার হতে পারে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, মসজিদ তৈরি করা ও সেগুলো লুণ্ণ ও আগর বাতি ইত্যাদি দ্বারা সুগন্ধময় রাখা সাওয়াবের কাজ। কিন্তু মসজিদে দিয়াশলাই (তথা ম্যাচ) জ্বালাবেন না, যেহেতু তা থেকে বারুদের দুর্গন্ধ বের হবে আর মসজিদকে দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব। বারুদের গন্ধযুক্ত ঘোঁয়া যেন মসজিদের ভিতর আসতে না পারে এমন দূরে লুণ্ণ বাতি, আগরবাতি বা মোম ইত্যাদি জ্বালিয়ে মসজিদে আনবেন। আগরবাতীকে বড় কোন থালাতে রাখতে হবে। যাতে তার ছাই মসজিদের মাদুর, বিছানা ইত্যাদিতে না পড়ে। আগর বাতির প্যাকেটে যদি কোন প্রাণীর ছবি থাকে তবে তা ঘষে তুলে ফেলুন। মসজিদ (এমনকি ঘর এবং ব্যবসায়িক কেন্দ্র ইত্যাদিতে) এয়ার ফ্রেশনারের মাধ্যমে সুগন্ধ ছড়াবেন না। এতে রাসায়নিক পদার্থ শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে থাকে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে পৌঁছে ক্ষতি হয়। ডাক্তারের এক গবেষণা মতে, এয়ার ফ্রেশনারের ব্যবহারের কারণে স্কীন ক্যান্সার হতে পারে।

মুখে দুর্গন্ধ হলে মসজিদে যাওয়া হারাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ক্ষুধার চেয়ে কম খাওয়ার অভ্যাস গড়ুন। অর্থাৎ এখনো খাওয়ার চাহিদা আছে তবে হাত গুটিয়ে ফেলুন। যদি ইচ্ছামত পেট ভরে খেতে থাকেন এবং সময়ে অসময়ে শিখ, কাবাব, বার্গার, আলুর চপ, পিজা, আইসক্রিম, ঠান্ডা পানীয় ইত্যাদি পেটে দিতে থাকেন তবে পেট খারাপ হবে এবং আল্লাহ না করুন যদি “গান্ধা দেহনী” তথা মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসার রোগ সৃষ্টি হয় তবে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। কেননা মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হলে মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। এমনকি যে সময় থেকে মুখে দুর্গন্ধ আসতে শুরু করে তখন জামাআত সহকারে নামায আদায়ের জন্যও মসজিদে আসা গুনাহ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল্লা)

যেহেতু আখিরাতের চিন্তা কম হওয়ার কারণে মানুষের ভারী ও বেশি পরিমাণে খাবারের প্রতি লোভ বেড়ে যায় আর আজকাল চারিদিকে চলছে ফুড কালচারের যুগ। এজন্য কিছু মানুষ আছে যাদের মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে। আমার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে, যখন কিছু মানুষ মুখ কাছে এনে কথা বলে তখন তার মুখের দুর্গন্ধের কারণে নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে আসে। কোন কোন সময় ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের উক্ত রোগ হয়ে যায়। এরকম হলে তাকে দ্রুত ছুটি নিয়ে চিকিৎসা করানো দরকার। কেননা মুখে দুর্গন্ধ থাকা অবস্থায় মসজিদের ভিতর প্রবেশ করা হারাম। আফসোস! দুর্গন্ধযুক্ত মুখ নিয়ে কিছু লোক আল্লাহর পানাহ! মসজিদের ভিতর ইতিকারকারীও হয়ে যায়। রমযানুল মোবারক মাসে কাবাব, সমুচা ও অন্যান্য তৈলাক্ত খাদ্য দ্রব্য রকমারী খাবার সমূহ পেট ভরে খুব বেশি করে খাওয়ার কারণে মুখের দুর্গন্ধ জাতীয় রোগ বৃদ্ধি পায়। তার উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে, সাধারণ খাবার তাও চাহিদার চেয়ে কম খাওয়া এবং হজম শক্তি ঠিক রাখা। শুধু মুখের দুর্গন্ধ নয় বরং যাবতীয় দুর্গন্ধ থেকে মসজিদকে মুক্ত রাখা ওয়াজিব।

মুখে দুর্গন্ধ হলে নামায মাকরুহ হয়

ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৭ম খন্ডের ৩৮৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, মুখে দুর্গন্ধ থাকা অবস্থায় (ঘরে আদায়কৃত) নামাযও মাকরুহ। আর এমতাবস্থায় মসজিদে যাওয়া হারাম। যতক্ষণ না মুখের দুর্গন্ধ দূর না হয়। আর অপর নামাযীকেও কষ্ট দেয়া হারাম। আর অন্য নামাযী না থাকলে তখনও দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতাদের কষ্ট হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: যেই সব জিনিষ দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় এতে ফেরেশতারাও কষ্ট পায়। (সহীহ মুসলিম, ২৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৬৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

দুর্গন্ধ মুক্ত মলম লাগিয়ে মসজিদে আসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

আমার আক্কা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا বর্ণনা করেন: যার শরীরে দুর্গন্ধ হয় যাতে (অপরাপর) নামাযীদের কষ্ট হয় যেমন, “মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়া) বগল থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানো, ঘা, খশ পাচড়ার কারণে গন্ধক মালিশ করা বা অন্য কোন দুর্গন্ধ যুক্ত মলম বা লোশন লাগায় তাকেও মসজিদে আসতে নিষেধ করেছেন।

(সংশোধিত ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা)

কাঁচা পিয়াজ খাওয়াতেও মুখ দুর্গন্ধময় হয়ে যায়

কাঁচা মূলা, কাঁচা পিয়াজ, কাঁচা রসুন, ও ঐ সমস্ত জিনিষ যার গন্ধ অপছন্দ হয়, সেগুলো খেয়ে মসজিদে ততক্ষণ পর্যন্ত যাওয়া জায়েজ নেই যতক্ষণ পর্যন্ত হাত, মুখ ইত্যাদিতে গন্ধ থাকে। যাতে করে ফেরেশতাদের কষ্ট হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: ‘যে ব্যক্তি পিয়াজ, রসুন, গিনদানা নামক তরকারী খেয়েছে অবশ্যই সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তীও না আসে। আরো বলেছেন: যদি খেতেই চাও তবে রান্না করে তার গন্ধ দূর করে নাও।’ (সহীহ মুসলিম, ২৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৬৪, দারু ইবনে হাযাম, বৈরুত)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا বর্ণনা করেন: মসজিদে কাঁচা রসুন ও পিয়াজ খাওয়া বা খেয়ে যাওয়া জায়িজ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্গন্ধ অবশিষ্ট থাকে এবং এই একই হুকুম ঐ সমস্ত জিনিষের ব্যাপারে যেগুলোতে গন্ধ হয় যেমন- “গিনদানা” (এটা রসূনের তৈরী তরকারী), মূলা, কাঁচা মাংস, কেরোসিন। ঐ দিয়াশলাই যাতে ঘষা দিলে গন্ধ ছড়ায়, বায়ু বের করা ইত্যাদি। যার গান্ধা দেহনীর (তথা মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ার রোগ আছে বা দুর্গন্ধযুক্ত অন্য কোন আঘাত থেকে বা দুর্গন্ধযুক্ত কোন ঔষধ লাগালে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্গন্ধ চলে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তার মসজিদে আসা নিষেধ।) (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদর শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

কাঁচা পিয়াজ বিশিষ্ট আচার ও দধির তৈরী আচার থেকে বিরত থাকুন

কাঁচা পিয়াজ বিশিষ্ট বুট, আচার, কাঁচা রসুন, বিশেষ আচার, চাটনি নামাযের সময় খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। কোন কোন সময় কাবাব চমুচা ইত্যাদিতেও কাঁচা পিয়াজ ও কাঁচা রসুনের গন্ধ আসে, এজন্য নামাযের আগে এগুলোও খাবেন না। এমন গন্ধযুক্ত খাবার মসজিদে আনারও অনুমতি নেই।

দুর্গন্ধ যুক্ত মুখ নিয়ে মুসলমানের সমাবেশে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: মুসলমানদের সমাবেশে, দরসে কুরআনের মজলিশে, ওলামায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে ইজামের দরবারে দুর্গন্ধযুক্ত মুখ নিয়ে যাবেন না। (মিরাত ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা) তিনি আরো বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত মুখে দুর্গন্ধ থাকবে ততক্ষণ ঘরেই থাকুন। মুসলমানের সভা সমাবেশে যাবেন না। হুকা পানকারী, সাধা পাতা যুক্ত পান খেয়ে যারা কুলী করেন না এর থেকে তাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। ফকিহগণ رَحْمَتُهُمُ اللهُ تَعَالَى বর্ণনা করেন: যার মুখে দুর্গন্ধের রোগ আছে তার মসজিদের উপস্থিতি ক্ষমাযোগ্য। (মিরাত, ২য় খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)

নামাযের সময় কাঁচা পিয়াজ খাওয়া কেমন?

প্রশ্ন: মুখের দুর্গন্ধ বিশিষ্ট লোকের মসজিদে উপস্থিতি ক্ষমাযোগ্য। তাহলে কাঁচা পিয়াজ বিশিষ্ট আচার চাটনি ইত্যাদি বা এমন কাবাব সমুচা যাতে পিয়াজ রসুন ভালভাবে রান্না করে দেয়া হয় না যার কারণে ঐ গুলোর গন্ধ ছড়ায়, বা ঐ বাজারী রুটি যেখানে কাঁচা রসুন দেয়া হয় এই ধরণের খাবার জামাআতের কিছুক্ষণ পূর্বে এই নিয়তে খেল, যেন মুখে দুর্গন্ধ হবে যার কারণে মসজিদের জামাআত ওয়াজিব হবে না! তার হুকুম কি?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

উত্তর: এ রকম করা জায়েজ নেই। যেমন-মাগরিবের নামাযের পর এমন আচার বা সালাদ খাবেন না যাতে কাঁচা মূলা, বা কাঁচা পিয়াজ বা কাঁচা রসুন থাকে। কেননা ইশার নামাযের সময় কাছাকাছি এবং এত দ্রুত মুখ পরিস্কার করে মসজিদে যাওয়াও কষ্টকর। তবে হ্যাঁ দ্রুত মুখ পরিস্কার করা যদি সম্ভব হয় বা অন্য কোন কারণে মসজিদের উপস্থিতি মাফ হয় যেমন-মহিলা, বা নামাযের এখনো যথেষ্ট দেরী আছে, নামাযের সময় আসার পূর্বে গন্ধ চলে যাবে তাহলে খাওয়াতে কোন ক্ষতি নেই। আমার আকা আ'লা হযরত رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন: কাঁচা পিয়াজ রসুন খাওয়া নিঃসন্দেহে জায়েয (হালাল)। কিন্তু তা খেয়ে গন্ধ না যাওয়া পর্যন্ত মসজিদে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু যে সমস্ত হুক্ম এমন গাঢ় যে আল্লাহ তাআলার পানাহ! দুর্গন্ধ বেশীক্ষণ অবশিষ্ট থাকে, জামাআতের সময় কুলি করলেও পুরোপুরি দুর্গন্ধ যায় না। তাহলে জামাআতে পূর্বে তা পান করা শরীয়াত মতে জায়য নেই। যেহেতু তা জামাআত ছেড়ে দেয়া বা সিজদা তরক করা বা দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশের কারণ বলে পরিগণিত হচ্ছে। আর এই দুটি কাজই না- জায়য ও নিষিদ্ধ। আর (এটা শরয়ী উসূল) প্রত্যেক মুবাহ কাজ (তথা ঐ সমস্ত কাজ যা মূলত জায়েজ) যদি নিষিদ্ধ কাজের দিকে ধাবিত করে এমন কাজ করা নিষেধ ও অবৈধ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৫তম খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা)

(মুখের দুর্গন্ধ সম্পর্কে অবগত হওয়ার উপায়) যদি মুখে কোন দুর্গন্ধ হয় তাহলে যতবার মিসওয়াক ও কুলি দ্বারা সেই দুর্গন্ধ দূর করা সম্ভব ততবার কুলি ইত্যাদি করে তা দূর করা আবশ্যিক। এর জন্য কোন সীমা নির্ধারণ নেই। দুর্গন্ধযুক্ত গাঢ় হুক্ম পানকারীদের তা অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত। এর চেয়ে আরো বেশি স্মরণ রাখতে হবে তাদেরকে যারা সিগারেট পান করে যেহেতু তার দুর্গন্ধ তামাকের চেয়ে আরো অনেক বেশি ও দুর্গন্ধ বেশীক্ষণ স্থায়ী। আর এই সমস্ত কথা আরো বেশি মনে রাখতে হবে ঐ সমস্ত তামাক ভক্ষণকারীদেরকে যারা আমাদের ধোয়ার পরিবর্তে সাদা পাতা (তামাক পাতা) চিবিয়ে চিবিয়ে খায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

আর নিজের মুখ দুর্গন্ধে ভরে রেখেছে। এই সকল ব্যক্তির ততক্ষণ পর্যন্ত মিসওয়াক ও কুলি করবে যতক্ষণ না মুখ পরিপূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং গন্ধের নাম নিশানা থাকে না। আর (গন্ধ আছে কি না) তা পরীক্ষা এইভাবে করবে, হাত নিজ মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে মুখ খুলে গলা থেকে জোরে জোরে তিনবার শ্বাস হাতে নিবে সাথে সাথে শূকে নিবে। এটা ছাড়া ভিতরের দুর্গন্ধ নিজের খুব কমই অনুভূত হয়। আর যদি মুখে দুর্গন্ধ হয় তবে মসজিদে যাওয়া হারাম, নামাযে শরীক হওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহই হেদায়েতদানকারী। (সংশোধিত ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা)

মুখের দুর্গন্ধের চিকিৎসা

যদি কোন কিছু খাওয়ার কারণে মুখে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় তবে ধনে পাতা চিবিয়ে খেয়ে নিন। এছাড়া গোলাপের তাজা অথবা শুকনা পাপড়ি দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করুন। إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে। আর যদি পেট নষ্ট হওয়ার কারণে দুর্গন্ধ আসে, তাহলে কম খাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে ক্ষুধার বরকত অর্জনের মাধ্যমে إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ গিরা সহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যথা বা ব্যাধি, বুকের জ্বালা পোড়া, মুখের চামড়া, বার বার হওয়া সর্দি কাশি এবং গিরার ব্যথা, মাড়ীতে রক্ত আসা ইত্যাদি অনেক রোগের সাথে মুখের দুর্গন্ধও চলে যাবে। ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকে মত কম খাওয়াতে ৮০ রকমের রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। (বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে সুন্নাহের অধ্যায় পেটের কুফলে মদীনা পড়ুন। যদি নফসের লোভের চিকিৎসা হয়ে যায় তাহলে অনেক শারীরিক ও মানসিক রোগ এমনিতেই চলে যাবে।

রযা নফসো দুশমন হয় দমমে না আ-না,
কাহা তুমনে দেখে হে চান্দারানে ওয়ালে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

মুখের দুর্গন্ধের মাদানী চিকিৎসা

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ الطَّاهِرِ

উল্লেখিত দরুদ শরীফটি সময় সুযোগ মত এক নিশ্বাসে ১১ বার পড়ে নিন। ۱۱ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে। একই নিঃশ্বাসে পড়ার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, মুখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে শ্বাস নিতে আরম্ভ করুন। যথাসাধ্য ফুসফুসে বাতাস জমা করে নিন। এখন দরুদ শরীফ পড়তে আরম্ভ করুন। কয়েকবার এইভাবে চেষ্টা করলে পরে নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার পূর্বে পরিপূর্ণ ১১ বার দরুদ শরীফ পড়ার অভ্যাস হয়ে যাবে। উল্লেখিত পদ্ধতিতে নাক দিয়ে ভালভাবে শ্বাস নিয়ে যথাসাধ্য শ্বাস ধরে রেখে মুখ দিয়ে বের করা স্বাস্থ্যের জন্য বড়ই উপকারী। সারাদিন যখনই সুযোগ হয় বিশেষত: খোলা ময়দানে দৈনিক কয়েকবার এই রকম করা দরকার। আমাকে সঙ্গে মদীনা ۱۱ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এক বয়স্ক অভিজ্ঞ হাকিম সাহিব বলেছেন: আমি নিঃশ্বাস নেওয়ার পর আধঘন্টা পর্যন্ত (অথবা) ২ ঘন্টা পর্যন্ত নিঃশ্বাসকে ধরে রাখি এবং ঐ সময় নিজ অজিফা পাঠ করি। ঐ হাকিম সাহেবের কথা মতে শ্বাস বন্ধকারী এমন এমন অভিজ্ঞ পরীক্ষিত মানুষ আছে দুনিয়াতে যারা সকালে শ্বাস নিয়ে সন্ধ্যায় বের করেন!

ইস্তিন্জা খানা মসজিদ থেকে কতটুকু দূরে হওয়া উচিত

ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দরবারে প্রশ্ন করা হল: নামাযীদের জন্য টয়লেট মসজিদ থেকে কতটুকু দূরে তৈরী করা যাবে? এর উত্তরে আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: মসজিদকে দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব। এজন্য মসজিদে কেবোসিন তেল জ্বালানো হারাম। মসজিদে দিয়াশলাই (অর্থাৎ দুর্গন্ধযুক্ত বারুদ বিশিষ্ট ম্যাচের কাঠি) জ্বালানো হারাম। এমন কি হাদীস পাকে ইরশাদ হয়েছে: মসজিদে কাঁচা মাংস নিয়ে যাওয়া জায়েজ নেই।

(ইবনে মাজাহ্, ১ম খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৪৮, দারুল মারিফাত, বৈরুত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ يَعْلَمُ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দারইন্নি)

অথচ কাঁচা মাংসের দুর্গন্ধ অনেকটা হালকা। অতএব যেখান থেকে মসজিদে দুর্গন্ধ পৌঁছে সেখান পর্যন্ত টয়লেট, প্রস্রাবখানা তৈরী করাতে নিষেধ রয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬ খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা) কাঁচা মাংসের গন্ধ হালকা। এরপরও যেহেতু মসজিদে তা নিয়ে যাওয়া জায়েজ নেই সেহেতু কাঁচা মাছ নিয়ে যাওয়া আরো বেশি না জায়েজ হবে। কেননা তার গন্ধ মাংসের চেয়ে বেশি গাঢ়। কোন কোন সময় রান্নাকারীর অসতর্কতার কারণে মাছের তরকারী খাওয়ার পর হাত ও মুখে খুব খারাপ গন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় গন্ধ দূর না করে মসজিদে যাবেন না। যখন প্রস্রাব খাবার পরিস্কার করা হয় তখন যথেষ্ট দুর্গন্ধ ছড়ায় এজন্য (শৌচাগার ও মসজিদের মধ্যে) এতটুকু দূরত্বে রাখা দরকার। যাতে পরিস্কার করায় সময়ও মসজিদে দুর্গন্ধ প্রবেশ না করে। প্রস্রাবখানা মসজিদের বাউন্ডারীতে করতে হলে প্রয়োজনে দেয়াল ভেঙ্গে বাইরের দিকে দরজা করেও মসজিদকে দুর্গন্ধ মুক্ত রাখা যায়।

নিজ পোষাক পরিচ্ছদের উপর গর্ভীর দৃষ্টি রাখার অভ্যাস গড়ুন

মসজিদে দুর্গন্ধ নিয়ে যাওয়া হারাম। এমনকি দুর্গন্ধ বিশিষ্ট লোকের প্রবেশ করাও হারাম। মসজিদে কোন খড়-খুটা দিয়ে খিলাল করবেন না, কারণ, প্রত্যেকবার খাওয়ার পর নিয়মিত ভাবে খিলাল করায় অভ্যস্ত নয় তার দাঁত খিলাল করাতেও দুর্গন্ধ বের হয়। ইতিকাফকারী মসজিদের বারান্দায়ও এতটুকু দূরে গিয়ে খিলাল করবে যাতে মসজিদের মূল অংশে দুর্গন্ধ না পৌঁছে। দুর্গন্ধযুক্ত আহত ব্যক্তি অথবা রক্ত বা প্রস্রাবের শিশি, যবেহ করার সময় যবেহকৃত পণ্ডর বের হওয়া রক্তে রঞ্জিত পোষাক ইত্যাদিও কোন বস্ত্ত দ্বারা ঢেকে মসজিদের ভিতর নেয়া যাবে না। যেমন ফুকাহায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى বলেন: মসজিদে নাপাকী নিয়ে যাওয়া যদিও তা দ্বারা মসজিদ দূষিত না হয় অথবা যার শরীরে নাপাকী লেগেছে তার মসজিদে যাওয়া নিষেধ। (রদ্দে মুহতার, ১ম খন্ড, ৬১৪ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

মসজিদে কোন পাত্রে পেশাব করা অথবা শিঙ্গা লাগানো রক্ত নেওয়া জায়য নেই। (দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৬১৪ পৃষ্ঠা) দূর্গন্ধ যদি লুকায়িত থাকে যেমন অধিকাংশ লোকের শরীরে ঘামের দূর্গন্ধ হয়ে থাকে কিন্তু তা পোষাকের কারণে ঢেকে থাকে তাহলে এমতাবস্থায় মসজিদের ভিতর প্রবেশ করাতে কোন ক্ষতি নেই। একইভাবে যদি রুমালে ঘাম ইত্যাদির দূর্গন্ধ হয় তাহলে তা মসজিদে বের করবেন না, পকেটের মধ্যেই রাখবেন। যদি ইমামা (পাগড়ী) অথবা টুপি মাথা থেকে খুলে রাখার দ্বারা যদি ঘাম অথবা ময়লা, খুশকী ইত্যাদির দূর্গন্ধ আসে তবে তা মসজিদে খুলে রাখবে না। অনুরূপ ভাবে কাঁচা মাংস বা কাঁচা মাছ ইত্যাদি এমন ভাবে প্যাকেট করে রাখা হয়েছে, দূর্গন্ধ আসছে না তবে তা মসজিদে নেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন এই উদাহরণ দিতে দিতে বিখ্যাত মুফাসিসর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: হ্যাঁ তবে যদি কোন উপায়ে কেরোসিন তেলর দূর্গন্ধ দূর করা যায় অথবা এমন ভাবে ল্যাম্প, বাতি ইত্যাদিতে আবদ্ধ করা যায় যাতে এর দূর্গন্ধ প্রকাশ না পায়, তবে তা মসজিদে আনা জায়য। (ফতোওয়ারে নঈমীয়া, ৬৫ পৃষ্ঠা) প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজ মুখ, শরীর, পোষাক, রুমাল এবং জুতা ইত্যাদির প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা, যাতে এর কোন কিছু থেকে যেন দূর্গন্ধ না আসে। আর এমন ময়লা যুক্ত কাপড় পড়ে মসজিদে আসবে না যা দেখে লোকদের ঘৃণা আসে। আফসোস! আমরা দুনিয়ার বড়-বড় অফিসারদের সাথে দেখা করার সময় উন্নতমানের দামী পোষাক পরিধান করি কিন্তু আমাদের প্রিয় আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় পবিত্রতা, সৌন্দর্যতার প্রতি কোন গুরুত্ব দেয় না। মসজিদে আসার সময় ঐ পোষাক পরিধান করা উচিত যা কোন অনুষ্ঠানে পরিধান করে যাই, সর্বোপরি খুব বেশি খেয়াল রাখতে হবে, পোষাক যেন শরীয়াত ও সুন্নাত অনুযায়ী হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আন্দুর রাজ্জাক)

মসজিদে ছোট বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: ‘মসজিদকে বেচা-কেনা, বাগড়া-বিবাদ, উচ্চস্বরে আওয়াজ করা, শরয়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা ও তলোয়ারের আঘাত থেকে বাঁচাও।’ (ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৫০) এমন বাচ্চা যার নাপাকীর (অর্থাৎ প্রস্রাব ইত্যাদি করে দেয়ার) সম্ভবনা থাকে ও পাগলকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হারাম। যদি নাপাকীর সম্ভবনা না থাকে তাহলে মাকরুহ^১ ছোট বাচ্চা অথবা পাগলকে (অথবা বেঁহুশ বা যাকে জ্বিনে ধরেছে তাকে) বাড়-ফুক, তাবিজ নেওয়ার জন্যও মসজিদে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শরীয়াতের পক্ষ থেকে অনুমতি নেই। ছোট বাচ্চাকে ভালভাবে কাপড়ে পেঁচিয়ে এমনকি “প্যাকিং” করেও নেয়া যাবে না। যদি আপনি বাচ্চা ইত্যাদি মসজিদে নেয়ার মত ভুল করে থাকেন তবে দয়া করে দ্রুত তাওবা করে নিন, ভবিষ্যতে না নেওয়ার নিয়্যত করুন। হ্যাঁ, মসজিদের বারান্দা যেমন ইমাম সাহেবের হুজরায় বাচ্চাকে নিয়ে যেতে পারেন যখন মসজিদের ভিতর দিয়ে যাতায়াতের প্রয়োজন না হয়।

মাছ-মাংস বিক্রেতার

মাছ, মাংস বিক্রেতাদের পোষাকে খুবই দুর্গন্ধ হয়ে থাকে, তাই তাদের উচিত তাদের কাজ থেকে অবসর হয়ে ভালভাবে গোসল বা ধৌত করা, পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা, সুগন্ধি লাগানো, এসব কিছু পরেই মসজিদে আসা। গোসল করা ও সুগন্ধি লাগানো শর্ত নয়। এটা শুধু অনুরোধের সুরে পরামর্শ দিয়েছি মাত্র। সে এমন ব্যবস্থা নিবে যাতে দুর্গন্ধ একেবারে দূর হয়ে যায়।

^২ যে সকল লোক জুতা মসজিদের ভিতরে নিয়ে যায় তাদের এ বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত, যদি অপবিত্রতা লাগে তবে তা পরিষ্কার করে নিন এবং জুতা পরিধান করে মসজিদে চলে যাওয়া বেয়াদবী। (দুররে মুকতার, ২য় খন্ড, ৫১৮ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

কিছু খাদ্যের কারণে ঘামে দুর্গন্ধ

এমন কিছু খাদ্য আছে যা খাওয়ার ফলে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম বের হয়। এরকম খাদ্য পরিহার করা চাই।

মুখ পরিষ্কার করার উপায়

যারা মিসওয়াক ও খাওয়ার পর খিলাল করার সুন্নাত আদায় করে না এবং দাঁত পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে অলসতা করে তাদের অধিকাংশেরই মুখে দুর্গন্ধ থাকে। শুধু মাত্র নিয়ম আদায় করার জন্য মিসওয়াক ও খিলাল তথা দাঁতের উপর স্পর্শ করিয়ে নেয়াতে যথেষ্ট নয়। মাড়িতে যাতে আঘাত না হয় সে দিকে খেয়াল রেখে যথাসাধ্য খাদ্যের প্রতিটি কণা দাঁত থেকে বের করতে হবে। তা না হলে দাঁতের মধ্যে খাদ্যের কণা জমে প্রচুর দুর্গন্ধের সৃষ্টি হতে পারে। দাঁত পরিষ্কার রাখার একটি পদ্ধতি হল, কিছু খাবার ও চা ইত্যাদি পান করার পর সেগুলো ছাড়াও যখন যেখানে সুযোগ হয় যেমন বসে বসে কোন কাজ করছেন তখন অল্প পানি মুখে নিয়ে এদিক সেদিক নাড়তে থাকুন। এ ক্ষেত্রে সাদা পানি হলেও চলবে আর যদি লবণ সহ হালকা গরম পানি হয় তবে তা খুবই উত্তম হবে।

দাঁড়িকে দুর্গন্ধ থেকে বাঁচান

দাঁড়িতে অধিকাংশ সময় খাদ্যের কণা আটকে থাকে, ঘুমানোর সময় মুখের দুর্গন্ধ যুক্ত লালা অনেক সময় দাঁড়িতে গিয়ে পড়ে আর এই ভাবে দাঁড়ি দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। তাই পরামর্শ দিব, যদি সম্ভব হয় তবে প্রতিদিন একবার সাবান দিয়ে দাঁড়ি ধুয়ে নিন।

সুগন্ধিময় তেল তৈরীর সহজ উপায়

মাথায় সরিষার তেল ব্যবহারকারী যখন মাথা থেকে টুপি বা ইমামা শরীফ খুলে রাখে তখন অনেক সময় মারাত্মক দুর্গন্ধ বের হয়। তাই যার সম্ভব হয় উন্নত সুগন্ধি তেল ব্যবহার করবেন।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

খুশবুদার তেল তৈরী করার একটি সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, নারিকেল তেলের শিশির মধ্যে আপনার পছন্দের আতর থেকে কয়েক ফোঁটা আতর ঢেলে মিশিয়ে নিন। এখন সুগন্ধিময় তেল তৈরী হয়ে গেল। (সুগন্ধি তেল তৈরীর বিশেষ এসেন্সও সুগন্ধি দ্রব্যের দোকান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন) অথবা চুলকে মাঝে মাঝে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিন।

যদি সম্ভব হয় তবে প্রতিদিন গোসল করুন

যার সম্ভব প্রতিদিন গোসল করে নিন। এতে যথেষ্ট পরিমাণে শরীরের বাহ্যিক দুর্গন্ধ দূর হয় এবং স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। (তবে ইতিকাফকারীরা যেন মসজিদের গোসলখাবারয় ইশাস্ত প্রয়োজন ছাড়া গোসল না করেন। কারণ নামাযীদের জন্য অযুর পানির অভাব দেখা দিতে পারে এবং বার বার মোটর চালানোর কারণে মোটর নষ্ট হয়ে যেতে পারে।)

ইমামা ইত্যাদিকে দুর্গন্ধ থেকে বাঁচানোর উপায়

অনেক ইসলামী ভাই খুব বড় সাইজের পাগড়ী পড়ার আগ্রহতো রাখেন, কিন্তু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে অবহেলা করে থাকেন। আর এ কারণে অনেক সময় তারা অজ্ঞতাবশত মসজিদের ভিতর “দুর্গন্ধ” ছড়ানোর অপরাধে ফেঁসে যান। তাই মাদানী আবেদন হচ্ছে, পাগড়ী, সারবন্দ ও চাদর ব্যবহারকারী ইসলামী ভাইয়েরা যথা সম্ভব প্রতি সপ্তাহে আর মৌসুম অনুযায়ী বা প্রয়োজনবশত: আরো তাড়াতাড়ি এগুলো ধোয়ার ব্যবস্থা করবেন। অন্যথায় ময়লা, ঘাম ও তেল ইত্যাদির কারণে এসব কিছু দুর্গন্ধ হয়ে যায়। যদিও নিজের অনুভব না হয় কিন্তু দুর্গন্ধের কারণে অন্যদের প্রচণ্ড ঘৃণা হয়। নিজে বুঝতে না পারার কারণ হচ্ছে, যার কাছে সবসময় কোন বিশেষ ধরনের সুগন্ধি থাকে বা সর্বদা দুর্গন্ধ লেগেই থাকে তার নাক সেটা দ্বারা ভরে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

ইমামা কিরুপ হওয়া উচিত

শক্ত টুপির উপর বাধা ইমামা ব্যবহারেও এর ভিতর দুর্গন্ধ সৃষ্টি করতে পারে। যদি সম্ভব হয় তবে পাতলা মস্ন কাপড়ের ইমামা শরীফ ব্যবহার করুন আর এ জন্য কাপড়ের এমন টুপি পরিধান করুন যেটা মাথার সাথে সম্পূর্ণ লেগে থাকে। কেননা এ ধরনের টুপি পরিধান করা সুল্লাত। রেডিমেট ইমামা শরীফ মাথায় দেয়া ও নামিয়ে রাখার পরিবর্তে বাধার সময় সুল্লাত অনুযায়ী এক এক প্যাচ করে বাঁধুন এবং একই নিয়মে খোলার অভ্যাস করুন। এরকম করাতে হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেকবার বাধার সময় প্রতিটি প্যাচের জন্য একটি করে নেকী ও একটি করে নূর লাভ হবে আর প্রত্যেক বার খোলার সময় (যখন পূনরায় বাঁধার নিয়্যতও থাকে তখন) একটি করে গুনাহ্ বারে যাবে। (কানযুল উম্মাল, ১৫ খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা, ১৩৩ হাদীস নং-৪১১৩৮, ৪১১২৬ হতে সংকলিত, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত) আর বার বার বাতাস লাগার কারণে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দুর্গন্ধও দূর হবে। ইমামা, সারবন্দ, চাদর ও পোষাক ইত্যাদী খুলে রোদে শুকানোর মাধ্যমে ঘাম ইত্যাদির দুর্গন্ধ দূর হতে পারে। তাছাড়া এগুলোতে ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে উৎকৃষ্ট আতর লাগানোতেও দুর্গন্ধ দূর হতে পারে। প্রাসঙ্গিকভাবে আতর লাগানোর নিয়্যতগুলো লক্ষ্য করুন।

সুগন্ধি লাগানোর ৪৭টি নিয়্যত

প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “মুসলমানের নিয়্যত তার আঁমল থেকে উত্তম। (ভাবরানী ছুজাম কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৯৪২, দারুল ইহইয়াইত তারাসিল আঁরবী, বৈরুত)

- (১) সুল্লাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পালনের জন্য সুগন্ধি লাগাব।
- (২) লাগানোর পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ
- (৩) লাগানোর সময় দরুদ শরীফ ও
- (৪) লাগানোর পরে নেয়ামতের শোকর আদায়ার্থে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পাঠ করব
- (৫) ফেরেশতাগণ ও (৬) মুসলমানদের আনন্দ দান করব।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

(৭) জ্ঞান বৃদ্ধি পেলে শরীয়াতের নির্দেশনাবলী মুখস্ত করা ও সুন্নাত শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য শক্তি অর্জন করব (ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: উৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগানোতে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় (৮) পোষাক ইত্যাদি থেকে দূর্গন্ধ দূর করে মুসলমানদেরকে গীবতের গুনাহ থেকে রক্ষা করব। (কেননা শরয়ী অনুমোদন ছাড়া কোন মুসলমানের ব্যাপারে তার অনুপস্থিতিতে যেমন একরূপ বলা, “ তার পোষাক বা হাত অথবা মুখ থেকে দূর্গন্ধ আসছিল” এটা গীবত) (৯) অবস্থা অনুযায়ী এ নিয়্যতও করা যায়, যেমন- (১০) নামাযের জন্য সাজ-সজ্জা করব (১১) মসজিদ (১২) তাহাজ্জুদের নামায (১৩) জুমা (১৪) পবিত্র সোমবার (১৫) রমযানুল মোবারক (১৬) ঈদুল ফিতর (১৭) ঈদুল আযহা (১৮) মিলাদ শরীফের রাত (১৯) ঈদে মিলাদুলনবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (২০) মিলাদের জুলূস (২১) শবে মি'রাজ্জুলনবী (২২) শবে বারাত (২৩) গিয়ারভী শরীফ ২৪) ইয়াওমে রযা (আ'লা হযরতের পবিত্র ওরশের দিন) (২৫) দরসে কুরআন ও (২৬) হাদীস অধ্যয়ন (২৭) তিলাওয়াত (২৮) ওযীফা সমূহ (২৯) দরুদ শরীফ (৩০) দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন (৩১) ইলমে দ্বীন শিক্ষা প্রদান (৩২) ইলমে দ্বীন শিক্ষা অর্জন (৩৩) ফতোওয়া লিখা (৩৪) দ্বীনী পুস্তক প্রণয়ন ও সংকলন (৩৫) সুন্নাতে ভরা ইজতিমা (৩৬) যিকির ও না'তের ইজতিমা (৩৭) কুরআন খানী (৩৮) দরসে ফয়যানে সুন্নাত (৩৯) নেকীর দা'ওয়াত (৪০) সুন্নাতে ভরা বয়ান করার সময় (৪১) আলিম (৪২) মাতা (৪৩) পিতা (৪৪) নেককার মু'মিন (৪৫) পীর সাহেব (৪৬) পবিত্র দাঁড়ি মোবারক যিয়ারত (৪৭) মাযার শরীফে উপস্থিতির সময় ও সম্মান প্রদর্শনের নিয়্যতে সুগন্ধি লাগাতে পারেন। যত ভাল ভাল নিয়্যত করবেন তত ভাল। যদি বেশী মনে না থাকে কমপক্ষে দু'তিনটি নিয়্যত করে নেওয়া উচিত।

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আজ পর্যন্ত আমাদের যত বারই মসজিদে দূর্গন্ধ নিয়ে যাওয়ার গুনাহ হয়েছে, তা থেকে তাওবা করছি আর এটা নিয়্যত করছি, ভবিষ্যতে কখনো মসজিদে কোন রূপ দূর্গন্ধ নিয়ে যাব না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

হে রবের মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমাদেরকে মসজিদ সুবাসিত রাখার সৌভাগ্য দান কর। ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরকে সকল প্রকারের বাহ্যিক, আভ্যন্তরিন দুর্গন্ধ থেকে পবিত্র হয়ে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার তাওফীক দান কর। হে আল্লাহ্! আমাদের সুগন্ধিময় শ্রিয় নবী, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সদকায় আমাদেরকে গুনাহের দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি দাও আর সুগন্ধি ছড়ানো জান্নাতুল ফেরদৌসে তোমার সুবাসিত মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য প্রদান কর।

اٰمِيْنَ بِجَا ؤ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ওয়াল্লাহ জো মল জায়ে মেরে গুল কা পসীনা,
মাঙ্গে না কভী ইতর না ফির চাহে দুলহান ফুল। (হাদায়িখে বখশিশ)

ফিনায়ে মসজিদ ও ইতিকাফকারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফিনায়ে মসজিদে গেলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়না। ইতিকাফকারী কোন প্রয়োজন ছাড়াও ফিনায়ে মসজিদে যেতে পারবে। ফিনায়ে মসজিদ বলতে বোঝায় ওই সব জায়গা, যেগুলো মসজিদের সীমানা (সাধারণ পরিভাষায় যাকে মসজিদ বলা হয়) এর মধ্যে রয়েছে, আর মসজিদের প্রয়োজন হলে মসজিদের জন্যই ব্যবহৃত হয়। যেমন, মিনার, অযুখানা, শৌচাগার, গোসলখানা, মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসা ও ইমাম মুয়াজ্জিন প্রমুখের তুজরাগুলো, জুতা খুলে রাখার জায়গা ইত্যাদি। এ জায়গাগুলো কোন কোন বিষয়ে মসজিদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত আর কোন কোন বিষয়ে মসজিদ বহির্ভূত। যেমন, ওই সব জায়গায় জুনুবী (অর্থাৎ যার উপর গোসল ফরয হয়েছে) যেতে পারে। অনুরূপভাবে ইকতিদা ও ইতিকাফের বিষয়াদিতে ওইসব স্থান মসজিদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। ইতিকাফকারী বিনা প্রয়োজনেও এখানে যেতে পারে। সে যেন মসজিদেরই কোন অংশে গেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

ইতিকাফকারী ও ফিনায়ে মসজিদে যেতে পারে

বাহারে শরীয়াত এর প্রণেতা, সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা, হযরত মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “ফিনায়ে মসজিদ হচ্ছে- যে জায়গা মসজিদের প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে রয়েছে। যেমন, জুতা খুলার জায়গা এবং গোসলখাবার ইত্যাদি। তাতে গেলে ইতিকাফ ভঙ্গ হবেনা। তিনি আরো বলেন-এ বিষয়ে ‘ফিনায়ে মসজিদ’ মসজিদের বিধানভুক্ত। (ফতোওয়ায়ে আমজাদিয়া, ১ম খন্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা) অনুরূপভাবে, মিনারও ফিনায়ে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। যদি সেটার রাস্তা মসজিদের চার-দেয়ালের (সীমানা প্রাচীর) এর ভিতর হয় তবে ইতিকাফকারী অনায়াসে সেটার উপর যেতে পারে। আর যদি রাস্তা মসজিদের বাইরে দিয়ে হয়, তবে শুধু আযান দেয়ার জন্য যেতে পারে। কারণ, আযান দেয়া শরীয়াত সম্মত প্রয়োজন।

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ফতোয়া

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “বরং যখন ওই মাদ্রাসাগুলো মসজিদ সংলগ্ন ও মসজিদের ভিতর থাকে, সেগুলোর মধ্যে রাস্তা অন্তরাল না হয় (যা ওই মাদ্রাসাগুলোকে মসজিদের চার দেয়াল থেকে আলাদা করে দেয়) শুধু এক দেয়াল দ্বারা আঙ্গিনাগুলোকে পৃথক করে দিয়ে থাকে, তাহলে সেগুলোতে যাওয়া মসজিদের বাইরে যাওয়া নয়। এমনকি এমন জায়গায় ইতিকাফকারীর যাওয়া বৈধ; কারণ, সেটা যেনো মসজিদরই একটা অংশে গেছে। রদুল মুখতারে বাদাই‘উস সানা’ এর বরাতে বর্ণিত আছে: যদি ইতিকাফকারী মিনারের উপর আরোহণ করে, তবে তার ইতিকাফ ভঙ্গ হবেনা। এতে কারো দ্বিমত নেই। কেননা, মিনার ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদেরই অন্তর্ভুক্ত।

(ফতোওয়ায়ে রযাবিয়া জাদীদ, ৭ম খন্ড, ৪৫৩ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

আপনারা দেখলেন তো! আমার আক্কা আ'লা হযরত শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসাগুলোতেও ইতিকাফকারীদের জন্য শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া যাওয়াকে জায়য বলেছেন। আর ঐ সকল মাদ্রাসাগুলোকে এই বিষয়ে মসজিদেরই একটি অংশ সাব্যস্ত করেছেন।

মসজিদের ছাদে উঠা কেমন?

আঙ্গিনা মসজিদের অংশ। সুতরাং ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদের আঙ্গিনায় আসা-যাওয়া, বসে থাকা নিঃশর্তভাবে জায়েয। মসজিদের ছাদের উপরও আসা-যাওয়া করতে পারে। কিন্তু এটা তখনই, যখন ছাদের উপর যাওয়ার রাস্তা মসজিদের ভিতর থেকে হয়। যদি উপরে যাবার সিড়ি মসজিদের বাউন্ডারীর বাইরে হয় তবে ইতিকাফকারী যেতে পারবে না। যদি তবুও যায় তবে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। একথাও মনে রাখবেন, শুধু ইতিকাফকারী নয় এমনি সর্ব সাধারণের জন্যও বিনা প্রয়োজনে মসজিদের ছাদের উপর উঠা মাকরুহ। কারণ তা বেয়াদবী।

ইতিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হওয়ার অবস্থা

ইতিকাফ চলাকালীন সময় দু'টি কারণে মসজিদের সীমানা থেকে বাইরে যাবার অনুমতি আছে। (১) শরয়ী প্রয়োজন (২) স্বভাবগত প্রয়োজন।

(১) শরয়ী প্রয়োজন

শরয়ী প্রয়োজন অর্থাৎ যেসব বিধান ও বিষয় পালন করা শরীয়াতে জরুরী আর ইতিকাফকারী ইতিকাফের স্থানে সেগুলো পালন করতে পারেন না, সেগুলোকে শরয়ী প্রয়োজনাঙ্গ বলে। যেমন: জুমার নামায আদায়, আযান ইত্যাদি,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

শরয়ী প্রয়োজন সম্পর্কিত ৩টি নিয়মাবলী

- (১) যদি মিনারের রাস্তা মসজিদের বাইরে (অর্থাৎ মসজিদের গন্ডির বাইরে) হয়, তবুও আযানের জন্য ইতিকারফকারীও যেতে পারবে। কারণ, আজানের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া শরয়ী প্রয়োজন।
(রদ্দুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা)
- (২) যদি এমন মসজিদে ইতিকারফ করছে, যেখানে জুমার নামায হয়না। তাহলে ইতিকারফকারীর জন্য এ মসজিদ থেকে বের হয়ে জুমার নামাযের জন্য এমন মসজিদে যাওয়া জায়েয, যেখানে জুমার নামায হয়। আর ইতিকারফের স্থান থেকে অনুমান করে এতটুকু সময় আগে বের হবে যেন খোৎবা শুরু হবার আগে পৌঁছে চার রাকাত সুন্নাত নামায পড়তে পারে। জুমার নামাযের পরও এতটুকু দেরী করতে পারবে, চার কিংবা ছয় রাকাত নামায পড়ে নিবে। আর যদি তার চেয়ে বেশি দেরী করে, বরং অবশিষ্ট ইতিকারফ সেখানেই পুরো করে দেয়, তবুও ইতিকারফ ভঙ্গ হবেনা কিন্তু জুমার নামাযের পর ছয় রাকাতের বেশী সময় দেরী করা মাকরুহ।
(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৩৭ পৃষ্ঠা)
- (৩) যদি এক মহল্লায় এমন মসজিদে ইতিকারফ করলো, যাতে জামাআত হয়না, তবে এখন জামাআতের জন্য বের হবার অনুমতি নেই। কেননা, এখন উত্তম হচ্ছে জামাআত ছাড়া ওই মসজিদেই নামায পড়া। (জদ্দুল মুমতার, ২য় খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা)

(২) স্বভাবগত প্রয়োজন

ঐ প্রয়োজন যা পূরণ করা ছাড়া উপায় নেই। যেমন, প্রস্রাব কিংবা পায়খানা করা ইত্যাদি।

স্বভাবগত প্রয়োজন সম্পর্কিত ৬টি নিয়মাবলী

- (১) মসজিদের সীমানার ভিতর যদি প্রস্রাব ইত্যাদির জন্য কোন জায়গা নির্দিষ্ট না থাকে, তবে এসব কাজ করার জন্য মসজিদ থেকে বের হতে পারবে। (রদ্দুল মুখতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

- (২) যদি মসজিদে অযু খাবার কিংবা হাওয় ইত্যাদি না থাকে, তাহলে মসজিদ থেকে অযুর জন্য বাইরে যেতে পারে; কিন্তু এটা তখনই, যখন কোন বড় পাত্রে মধ্য এভাবে অযু করা সম্ভব না হয়, অযুর পানির কোন ছিটা (মূল) মসজিদে না পড়ে। (রুদুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা)
- (৩) স্বপ্নদোষ হলে যদি মসজিদের সীমানার ভিতর গোসলখানা না থাকে এবং কোন মতে মসজিদের অভ্যন্তরে গোসল করা সম্ভব না হয়, তবে পবিত্রতা অর্জনের গোসলের জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে পারবে। (রুদুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা)
- (৪) প্রস্রাব-পায়খানা করার জন্য যদি ঘরে যায় তবে পবিত্রতা অর্জন করে তাৎক্ষণিকভাবে চলে আসবে। অবস্থান করার অনুমতি নেই। যদি আপনার ঘর মসজিদ থেকে দূরে হয়, কিন্তু আপনার বন্ধুর বাড়ীর কাছে, তাহলে এটা জরুরী না, আপনার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে হাজত পূর্ণ করবেন; বরং নিজের বাড়িতেও যেতে পারবেন। আর যদি আপনার নিজের দুটি বাড়ী থাকে-একটা কাছে, অন্যটা দূরে; তাহলে কাছের বাড়ীতে যাবেন। কিছু সংখ্যক মাশাইখ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন: (এমতাবস্থায় দূরের বাড়িতে গেলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)
- (৫) সাধারণভাবে নামাযীদের সুবিধার্থে মসজিদের সীমানার ভিতরে শৌচাগার, গোসলখানা, প্রস্রাবখানা এবং অযুখানা থাকে। সুতরাং ইতিকাফকারী ওগুলোই ব্যবহার করবে।
- (৬) কোন কোন মসজিদে শৌচাগার ও গোসলখাবার ইত্যাদি মসজিদের সীমানার (অর্থাৎ ফিনায়ে মসজিদের) বাইরে থাকে। সেই শৌচাগার ও গোসলখানাগুলোতে স্বভাবগত প্রয়োজন ব্যতিত যেতে পারবেনা।

যেসব কারণে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়

এখন ওই সব কাজের বর্ণনা করা হচ্ছে যেগুলো করার কারণে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়। যে স্থানে মসজিদ থেকে বের হলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার বিধান রয়েছে, সেখানে মসজিদের সীমা, অর্থাৎ মূল মসজিদ ও ফিনায়ে মসজিদ থেকে বের হবার কথা বলা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

এ প্রসঙ্গে হযরত সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর একটি বর্ণনা পেশ করা হচ্ছে, যাতে ইতিকাফে কয়েকটা নিষিদ্ধ বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। যেমন- উম্মুল মু'মিনীন সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: “ইতিকাফকারীর জন্য বিশুদ্ধ পদ্ধতি হচ্ছে, সে কোন রোগীকে দেখতে যাবে না, কোন জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, কোন মহিলাকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে না, প্রয়োজন ব্যতিত অন্য কোন কারণে মসজিদ থেকে বের হবে না।”

(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৪৭৩)

ইতিকাফ ভঙ্গের ১৬টি বিধান

- (১) যে সব প্রয়োজনের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সে গুলো ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যেও আপনি যদি মসজিদের সীমানা থেকে বের হয়ে যান, চাই এ বের হওয়া একটা মাত্র মুহূর্তের জন্যও হয়, তবে তা দ্বারা ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। (মারাকীয়ুল ফালাহ, ২য় খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা)
- (২) প্রকাশ থাকে যে, মসজিদ থেকে বের হওয়া তখনই বলা যাবে, যখন পা গুলো মসজিদ থেকে এভাবে বের হয়ে যাবে, সেটাকে পারিভাষিকভাবে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া বলা যেতে পারে। যদি শুধু মাথা মসজিদ থেকে বের করে দেয়, তবে তা দ্বারা ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না। (আল বাহরুর রাইক, ২য় খন্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা)
- (৩) শরীয়াত সম্মত প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হলে, চাই জেনে শুনে হোক, কিংবা ভুলবশতঃ হোক, উভয় অবস্থাতেই ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য যদি অজানাবশতঃ কিংবা ভুল করে বাইরে যায়, তবে ইতিকাফ ভঙ্গ করার গুনাহ তার উপর প্রযোজ্য হবেনা।

(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা)

- (৪) অনুরূপভাবে আপনি শরীয়াতের বিধানগত প্রয়োজনে মসজিদের সীমানার বাইরে গেলেন। কিন্তু প্রয়োজন সেরে এক মুহূর্তের জন্য বাইরে রয়ে গেলেন। তাহলে এ কারণেও ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(তাহতাত্তীর পাদটিকা সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ৭০৩ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

- (৫) ইতিকারফের জন্য যেহেতু রোযা শর্ত, সেহেতু রোযা ভেঙ্গে ফেললে ইতিকারফ ভেঙ্গে যাবে চাই এ রোযা কোন সমস্যার কারণে হোক, কিংবা কোন সমস্যা ছাড়াই জেনে শুনে হোক, অথবা ভুলবশতঃ ভাঙ্গা হোক। প্রতিটি অবস্থায় ইতিকারফ ভেঙ্গে যাবে। ভুলবশতঃ রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার মানে হচ্ছে রোযার কথাতো মনে ছিলো, কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন কোন কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলো, যা রোযা ভঙ্গকারী। উদাহরণস্বরূপ, সুবহে সাদিক উদিত হবার পর পর্যন্ত আহার করতে থাকা। কিংবা সূর্যাস্তের আগে ভুলবশতঃ আযান শুরু হয়ে গেলে কিংবা সাইরেন দিলে আর তা শুনে ইফতার করে ফেলল। তারপর জানতে পারলো, আযান ও সাইরেন সময় হবার আগেই দিয়েছে। এভাবেও রোযা ভেঙ্গে যাবে। অথবা রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও কুলী করার সময় পানি কঠে চলে গেলো। এ সব কটি অবস্থায় রোযাও ভঙ্গ হয়ে গেলো এবং ইতিকারফও ভেঙ্গে যাবে।
- (৬) যদি রোযার কথাই স্মরণ না থাকে, ভুলবশতঃ কিছু পানাহার করে নিল। এমতাবস্থায় রোযাও ভাঙ্গবে না ইতিকারফও ভাঙ্গবে না।
- (৭) ইতিকারফকারী ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা! এ বিষয় মনে রাখবেন! যে কাজগুলো করলে রোযা ভেঙ্গে যায়, সেগুলো করলে ইতিকারফও ভেঙ্গে যায়।
- (৮) স্ত্রী-সহবাস করলে ইতিকারফ ভঙ্গ হয়ে যায় চাই এ সহবাস জেনে শুনে করুক কিংবা ভুলবশতঃ হোক, দিনের বেলায় করুক কিংবা রাতের বেলায়, মসজিদের ভিতর করুক কিংবা মসজিদের বাইরে করুক, তাতে বীর্যপাত হোক কিংবা নাই হোক, সর্বাবস্থায় ইতিকারফ ভেঙ্গে যাবে। (রব্দুল মুহতার সম্মিলিত দুরদে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা)
- (৯) স্ত্রীকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করা ইতিকারফ অবস্থায় না জায়িয। যদি এর ফলে বীর্যপাত হয়ে যায়, তবে ইতিকারফও ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু বীর্যপাত না হলে তা না-জায়েয হওয়া সত্ত্বেও ইতিকারফ ভাঙ্গবে না।

(রব্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

- (১০) প্রস্রাব করার জন্য মসজিদের সীমানার বাইরে গিয়েছিল ঋণদাতা সেখানে ধরে রাখলে ইতিকার্য ভেঙ্গে যাবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)
- (১১) ইতিকার্যকারী যদি বেহুঁশ কিংবা পাগল হয়ে যায়। এ অচেতনতা ও উন্মাদনা যদি এতক্ষণ যাবত স্থায়ী হয়, যে রোযা রাখা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় ইতিকার্য ভেঙ্গে যাবে। কাযা ওয়াজিব হবে, যদিও কয়েক বছর পর সুস্থ হয়। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা)
- (১২) ইতিকার্যকারী মসজিদের ভিতরেই পানাহার করবে। এ কাজগুলোর জন্য মসজিদের বাইরে চলে গেলে ইতিকার্য ভেঙ্গে যাবে। (তাবরীনুল হাকাইক, ২য় খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা) কিন্তু এটা মনে রাখবেন যেনো মসজিদ অপরিষ্কার না হয়।
- (১৩) যদি আপনার জন্য খাবার আনার মতো কেউ না থাকে, তবে আপনি খাবার আনার জন্য মসজিদের বাইরে যেতে পারেন, কিন্তু মসজিদে এনেই খাবেন। (আল বাহরুর রাইক, ২য় খন্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা)
- (১৪) রোগের চিকিৎসার জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলে ইতিকার্য ভেঙ্গে যাবে। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা)
- (১৫) যদি কোন ইতিকার্যকারীর ঘুমন্ত অবস্থায় হাঁটার রোগ থাকে, আর সে ঘুমন্ত অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল, তবে ইতিকার্য ভেঙ্গে যাবে।
- (১৬) কোন হতভাগা ইতিকার্য পালনকালে মুরতাদ হয়ে গেল। আল্লাহ পানাহ! তা হলে ইতিকার্য সমূলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারপর যদি আল্লাহ তাআলা ওই মুরতাদকে ঈমান আনার সামর্থ্য দান করেন, তবে ভেঙ্গে যাওয়া ইতিকার্যের কাযা নেই। কেননা, মুরতাদ হলে (অর্থাৎ ইসলাম ত্যাগ করলে) মুসলমান থাকাবস্থায় সমস্ত আমল বাতিল (সমূলে বিনষ্ট) হয়ে যায়। (রদুল মুহতার সম্বলিত রদুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৩৭ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

আমার কোমরের ব্যথা চলে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইতিকাহের ফযীলতের কথা কি বলব! যদি ইতিকাহে আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শে থাকার সুযোগ হয় তাহলে এর বরকতের কী অবস্থা হবে! এমনকি আন্তারাবাদ বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের এক ইসলামী ভাই এভাবে বর্ণনা দেন, আমি এক ভবঘুরে ও খারাপ প্রকৃতির লোক ছিলাম। বন্ধুদের আড্ডায় অশ্লীল কথাবার্তা বলা ও জোরে জোরে অটুহাসি দেয়া আমার নিয়মিত বদঅভ্যাস ছিল। একটি কুরুগচিপূর্ণ গুনাহের কু-প্রভাবে সর্বদা আমার কোমরে ব্যথা করত। কোন রকমের চিকিৎসায় এই ব্যথা যাচ্ছিল না। আমার ভাগ্যের তারা চমকে উঠল আর ২০০৫ সালের রমযানুল মোবারকে (১৪২৬ হি:) কিছু পরিচিত ইসলামী ভাই একেবারে আমার পিছনে লাগল, “তোমাকে অবশ্যই আমাদের সাথে সম্মিলিত ইতিকাহে অংশগ্রহণ করতে হবে।” আমি টালবাহানা করতে লাগলাম। কিন্তু তারা এতে থামল না। শেষ পর্যন্ত আমার অপারগ অবস্থায় হ্যাঁ বলতে হল। আমি ১৪২৬ হিঃ রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনে আশিকানে রাসূলদের সাথে মেমন মসজিদে (আন্তারাবাদে) ইতিকাহকারী হয়ে গেলাম। মনে হল যেন আমি কোন নতুন পৃথিবীতে আগমন করলাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বাহার, সুন্নাতে ভরা তেজস্বী বয়ান, হৃদয়গ্রাহী দোয়া, সুন্নাতে ভরা হালকা, আরোও আশিকানে রাসূলগণের ভালবাসা ও তাদের বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইতিকাহ কালে আমার কোমরের ব্যথা কোন ঔষধ ছাড়া এমনিতে ভাল হয়ে গেল। আর আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হল। আমি গুনাহ থেকে তাওবা করলাম। চেহারাকে প্রিয় আকৃা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মুহাব্বতের বরকতময় চিহ্ন দাঁড়ি দ্বারা সজ্জিত করলাম আর সবুজ পাগড়ী দ্বারা মাথাও সাজালাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ৪১ দিনের মাদানী কাফেলা কোর্স করার সৌভাগ্য অর্জন করি। আর এখন চারিদিকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের সুবাস ছড়াচ্ছি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ হো ঠিক দরদে কোমর, মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাফ ।
মরযে ইছইয়া ছে ছুটকারা চাহো আগর, মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাফ ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

নিশ্চুপ থাকার রোযা

তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সওমে বেসাল অর্থাৎ- সেহেরী ও ইফতার ছাড়াই
একাধারে রোযা রাখার এবং সওমে সুকুত (অর্থাৎ- নিশ্চুপ থাকার রোযা)
রাখতে নিষেধ করেছেন। (মুসনাদে ইমাম-ই আযম, ১১০ পৃষ্ঠা) সাধারণ লোকদের
মধ্যে এ ভুল ধারণা দেখা যায়, ইতিকাফকারী মসজিদে পর্দা টাঙ্গিয়ে
সেটোর ভিতর একেবারে চুপচাপ পড়ে থাকা চাই। অথচ, তেমন নয়। পর্দা
অবশ্যই টাঙ্গাবেন, কারণ ইতিকাফের জন্য তাঁরু টাঙ্গানো সুল্লাত। পর্দার
কারণে ইবাদতে একাগ্রতা অর্জিত হয়। পর্দা টাঙ্গানো ছাড়াও ইতিকাফ শুদ্ধ
হয়। ফোকাহায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى ‘ইতিকাফ অবস্থায় নিশ্চুপ থাকাকে
ইবাদত মনে করে তা-ই অবলম্বন করে থাকা মাকরুহে তাহরীমী
(নাজায়েয)। যদি চুপ থাকাকে সাওয়াবের কাজ মনে করা না হয় তবে
কোন ক্ষতি নেই। মন্দ কথা থেকে বাঁচার জন্য চুপ থাকাতো উচ্চ পর্যায়ের
ভালো কাজ। কেননা, মন্দ কথা মুখ থেকে বের না করা ওয়াজিব এবং
বের করা গুনাহ্। যে কথায় সাওয়াব নেই, গুনাহও নেই, অর্থাৎ মুবাহ কথা
বলাও ইতিকাফকারীর জন্য মাকরুহ কিন্তু প্রয়োজন হলে অনুমতি রয়েছে।
বিনা প্রয়োজনে মসজিদে মুবাহ কথা নেকীগুলোকে তেমনি ভাবে খেয়ে
ফেলে যেমন আগুন কাঠকে (পুড়িয়ে দেয়।) (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৪১ পৃষ্ঠা)

ইতিকাফকারী দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হওয়া

কুদৃষ্টি, কুধারণা ও শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত কারো মানহানি
করা, মিথ্যা, গীবত-চুগলখোরী, হিংসা-বিদ্বেষ, কারো বিরুদ্ধে অপবাদ
দেয়া, মিথ্যা দোষ রচনা করা, কাউকে নিয়ে ঠাট্টা-মসকরা করা, কারো
মনে কষ্ট দেয়া, অশ্লীল কথাবার্তা বলা, গান-বাদ্য শোনা, গালিগালাজ করা,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

অন্যায়ভাবে ঝগড়া-বিবাদ করা, দাঁড়ি মুন্ডানো, এক মুষ্টি অপেক্ষা কম করে ফেলা-এসবই গুনাহ। মসজিদে! তাও আবার ইতিকাফ অবস্থায়!! প্রকাশ থাকে যে, আরো বেশী জঘন্য গুনাহ। এসব গুনাহ থেকে তাওবা, সত্যিকারভাবে তাওবা, সব সময়ের জন্য তাওবা করা চাই। যদি কেউ ইতিকাফ অবস্থায় (আল্লাহর পানাহ!) কোন নেশার বস্তু রাতে সেবন করে থাকে, তবে এ কারণে তার ইতিকাফ ভঙ্গবে না। নেশা করা হারাম। আর ইতিকাফরত অবস্থায় আরো বেশী গুনাহ। তাওবা করে নেয়া চাই।

ইতিকাফ ভঙ্গ করার ৭টি জায়েয অবস্থা

এসব অবস্থায় ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এর কাযাও অপরিহার্য হবে; কিন্তু গুনাহ হবেনা।

- (১) ইতিকাফ পালনকালে এমন রোগ সৃষ্টি হয়ে গেলো, যার চিকিৎসা মসজিদের বাইরে যাওয়া ব্যতীত হতে পারেনা, তখন ইতিকাফ ভঙ্গ করা জায়েয। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা)
- (২) কোন মানুষ পানিতে ডুবে যাচ্ছে কিংবা আগুনে জ্বলছে, তখন ইতিকাফ ভেঙ্গে ডুবন্তকে উদ্ধার করবেন আর জ্বলন্ত লোকটির আগুন নিভাবেন। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা)
- (৩) জিহাদের জন্য সাধারণভাবে ঘোষণা দেয়া হলে (অর্থাৎ জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে) ইতিকাফ ভেঙ্গে জিহাদে শরীক হয়ে যাবেন।
(রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা)
- (৪) যদি জানাযা আসে, কেউ নামায আদায়কারীও নেই, তাহলে ইতিকাফ ভেঙ্গে (মসজিদের সীমানার বাইরে গিয়েও) জানাযার নামায পড়তে পারবে। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা)
- (৫) কেউ জোর করে মসজিদের বাইরে নিয়ে গেলে, যেমন সরকারের পক্ষ থেকে শ্রেফতারীর ওয়ারেন্ট এসে যায়, তাহলেও ইতিকাফ ভঙ্গা জায়েয, যদি তাৎক্ষণিকভাবে অন্য মসজিদে চলে যাওয়া সম্ভব না হয়। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দার’ইন)

- (৬) যদি নিজের মাহরাম কিংবা স্ত্রীর মৃত্যু হয়ে যায়, তবে নামাযে জানাযার জন্য ইতিকাফ ভঙ্গ করতে পারে। (কিন্তু কাযা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।) (তাহতাবীর পাদটীকা সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ৭০৩ পৃষ্ঠা)
- (৭) আপনি যদি কোন মামলার সাক্ষী হন, আর আপনার সাক্ষ্যের উপরই ফয়সালা নির্ভর করে থাকে, তখন ইতিকাফ ভেঙ্গে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যাওয়া বৈধ। প্রাপকের প্রাপ্য বিনষ্ট হওয়া থেকে বাঁচান।
(রদুল মুহতার, ৩য় খণ্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা)

প্রয়োজন মোটানো এবং এক দিন ইতিকাফের ফরযালত

সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ رَحْمَهُمُ اللهُ تَعَالَى খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জাহেরী হৃদয়বিদারক ইতিকালের কিছুকাল পরবর্তী এক হৃদয়গ্রাহী ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا মসজিদে নববী শরীফ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا এর নূরে পরিপূর্ণ ও রহমতসমৃদ্ধ পরিবেশে ইতিকাফরত ছিলেন। একজন অত্যন্ত দঃখী পীড়িত লোক তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বরকতময় দরবারে হাযির হলো। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا সমবেদনা প্রকাশ করে তার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে আরয করলো: হে প্রিয় রাসূলের صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ চাচাজানের কলিজার টুকরা, আমার দায়িত্বে অমুক লোকের কিছু হক রয়েছে।” তারপর তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রওয়ায়ে পুর আনওয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বলতে লাগলো, “এ রওয়ায়ে পুর আনওয়ারের ভিতর সদয় অবস্থানরত রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সম্মানের শপথ! আমি তার প্রাপ্য পরিশোধ করার সামর্থ্য রাখিনা।” হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বললেন: “আমি কি তোমার জন্য সুপারিশ করবো? লোকটি আরয করলো: “আপনি যা ভালো মনে করেন?”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

সুতরাং একথা শোনা মাত্র হযরত ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا মসজিদে নববী শরীফ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ থেকে বের হয়ে আসলেন। এটা দেখে ওই লোকটি আশ্চর্য হয়ে আরয় করলো: “হুযুর! আপনি কি ইতিকারফের কথা ভুলে গেছেন?” তদুত্তরে তিনি বললেন: না। আমি ইতিকারফের কথা ভুলিনি।” তারপর রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূর বিকিরণ কারী দরবারের দিকে ইঙ্গিত করে। (কাঁদতে লাগলেন।) কারণ, মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ জাহেরী হায়াতে মোবারক থেকে আলাদা হয়েছেন তখনো বেশি দিন হয়নি। হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর স্মরণ তাকে অস্থির করে দিয়েছে। চোখ দুটি থেকে টপটপ করে পানি পড়ছিলো।

আঁসোওকী ঝড়ী লাগ গেরী হ্যায়,
উস্ পেহ দেওয়ানগী ছা গেরী হ্যায়।
ইয়াদ আক্বা কী তড়পা রহী হ্যায়,
ইয়াদ আয়ে হ্যায় শাহে মদীনা।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রওযায়ে আনওয়ারের দিকে ইশারা করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, বেশী দিন হয়নি, আমি এ রওযা শরীফে সদয় অবস্থানকারী প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ইরশাদ করতে নিজ কানে শুনেছি, “যে ব্যক্তি আপন কোন ভাইয়ের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যাত্রা করে এবং তা পূরণ করে দেয় তা এ ধরণের দশ বছরের ইতিকারফ অপেক্ষা উত্তম। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একদিন ইতিকারফ করে আল্লাহ তাআলা তার ও জাহান্নামের মধ্যে তিন খন্দকের অন্তরাল করে দিবেন, যেগুলোর দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যবর্তী দূরত্ব অপেক্ষাও বেশী।

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খণ্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৯৬৫)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ যখন একদিনের ইতিকাকফের এত ফযীলত, তখন আবার দশ বছরে ইতিকাকফ অপেক্ষা উত্তম কাজের ফযীলতসমূহের অনুমান কে করতে পারে? এ বর্ণনা থেকে আপন ইসলামী ভাইদের অভাব পূরণ করা ও সমস্যার সমাধান করে দেয়ার ফযীলতও জানা গেল। হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে: ফরযের পর সকল আমলের মধ্যে আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে প্রিয় মুসলমানদের মন খুশি করা। (আল মুজাম্মল কাবীর, ১১তম খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ১১০৭৯) বাস্তবিকপক্ষে, যদি ওই যুগের মত আমরা সবাই একে অপরের দৃষ্টি দৃষ্টিত হয়ে তার দৃষ্টি দূর করার কাজে লেগে যেতাম। তাহলে আস্তে আস্তে দুনিয়ার চিত্র পালটে যেত। কিন্তু আহ! এখনতো ভাই ভাইয়ের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে। আজ মুসলমানের মান সম্মান এবং তার জান ও মাল মুসলমানেরই হাতে নষ্ট হতে দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পারস্পরিক ঘৃণা দূর করার ও ভালবাসা বৃদ্ধির শক্তি ও সামর্থ্য দান করুন।

اٰمِيْنَ بِجَاذِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

ইতিকাকফে বৈধ কাজের বিবরণ সম্বলিত ৮টি মাদানী ফুল

- (১) খাবার খাওয়া ও ঘুমানো (কিন্তু মসজিদের ফ্লোরের উপর পানাহার করার পরিবর্তে নিজের চাঁদর কিংবা চাটাইর উপর খাবার খান ও শয়ন করুন।)
- (২) প্রয়োজনে পার্শ্বিক কথাবার্তা বলা। (কিন্তু নীচু আওয়াজে এবং অপ্রয়োজনীয় কথা মোটেই বলবেন না।)
- (৩) মসজিদে কাপড় পাঁটানো, আতর লাগানো, মাথা কিংবা দাঁড়িতে তেল লাগানো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইব্রশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

- (৪) দাঁড়ির ‘খত’ বানানো, যুলফী ছাঁটা, চিরুণী ব্যবহার করা। কিন্তু এ কাজগুলোতে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই যেন কোন চুল মসজিদে না পড়ে, তেল কিংবা খাদ্যবস্তু ইত্যাদি দ্বারা যেন মসজিদের কার্পেট ও দেয়াল ময়লাযুক্ত না হয়। এর সহজ পন্থা হচ্ছে এসব করার সময় নিজের চাঁদর বিছিয়ে নিবেন।
- (৫) মসজিদে পারিশ্রমিক না নিয়ে কোন রোগী দেখা, ঔষধ বলে দেয়া বরং ব্যবহার বিধি লিখে দেয়া যায়।
- (৬) কুরআন মজীদ কিংবা ইলমে দ্বীন পড়া ও পড়ানো কিংবা সুন্নাতসমূহ ও দোয়াসমূহ শিখা করা ও শেখানো।
- (৭) নিজের কিংবা পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনে মসজিদে বেচাকেনা করা ইতিকাফকারীর জন্য জায়েয। কিন্তু ব্যবসার কোন জিনিষ মসজিদে আনতে পারবেনা। অবশ্য যদি অল্প জিনিষ হয়, যা মসজিদের জায়গা জুড়ে থাকেনা, তাহলে আনতে পারে। বেচাকেনাও শুধু প্রয়োজনের তাগিদে হওয়া চাই। সম্পদ উপার্জন করার উদ্দেশ্যে হলে জায়েয নেই, চাই ঐ মাল মসজিদের বাইরে থাকুক।
- (৮) কাপড় ও খালা ইত্যাদি মসজিদের ভিতর ধোয়া জায়েয এ শর্তে, যদি মসজিদের ফ্লোর ও কার্পেটের উপর সেটার কোন ছিটকা না পড়ে। এর পদ্ধতি হচ্ছে কোন বড় পাত্র ইত্যাদিতে ধোয়া। এ সব কাজ ব্যতীত ওই সব কাজ, যেগুলো ইতিকাফের জন্য নিষিদ্ধ কিংবা ইতিকাফ ভঙ্গকারী নয়, আর মূলতঃ জায়েযও ওই সব কাজই ইতিকাফকারীর জন্য জায়েয। কিন্তু অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত থাকবেন।

(দূররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা)

এখন ইতিকাফকারীর জন্য কিছু কাজ করার অনুমতি সম্বলিত বরকতময় হাদীস পেশ করা হচ্ছে:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

ইতিকাহকারী মসজিদ থেকে মাথা বের করতে পারবে

- (১) উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদাতুনা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইতিকাহে থাকতেন, (তখন মসজিদের ভিতর থেকেই) আপন পবিত্রতম মাথা আমার (হুজুরার) দিকে বের করে দিতেন। আর আমি হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মাথা মোবারকের চুল মোবারক আঁচড়িয়ে দিতাম। আর হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঘরে শৌচকর্মের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য তাশরীফ আনতেন না।

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২০২৯)

বের হলে চলন্ত অবস্থায় রোগীর অবস্থা জানতে পারে

- (২) উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাতুনা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ “ইতিকাহরত অবস্থায় রোগীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে কিংবা পথ থেকে না সরে বরং চলতে চলতে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করে নিতেন।”

(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৯২, হাদীস নং ২৪৭২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ বরকতময় হাদীস থেকে একথা প্রতীয়মান হয়, তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ শরীয়াতগত কিংবা স্বভাবগত প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। আর আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কোন রোগীর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করলে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তার অবস্থা জানার জন্য পথ থেকে সরতেন না, রোগীর নিকট থামতেন না, বরং পথ চলতে চলতে তার শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করে নিতেন। কোন ইতিকাহকারী ইসলামী ভাই যখন কোন শরীয়াতসম্মত ওযরের কারণে মসজিদের সীমানা থেকে বের হয় তখন অতিরিক্ত এক মুহূর্তও দেরী করা উচিত হবেনা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

অবশ্য, পথ চলতে চলতে কোন কথা বলে ফেললে কিংবা হাঁটতে হাঁটতে কোন রোগীর অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করে নিলে, তবে তা জায়েয। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে যদি রাস্তায় থেমে যায়, কিংবা রাস্তা পরিবর্তন করে তবে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

ইসলামী বোনদের ইতিকাফ

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়িদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনের ইতিকাফ করতেন এ পর্যন্ত, আল্লাহ তাআলা হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে প্রকাশ্য ওফাত দান করেছেন। হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পর হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র বিবিগণ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ ইতিকাফ করতেন।”

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৬৪, হাদীস নং ২০২৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইসলামী বোনেরাও ইতিকাফ করবেন

আমাদের ইসলামী বোনদেরও ইতিকাফের সৌভাগ্য লাভ করা চাই। অনুরূপভাবে, যেসব লজ্জাশীল ইসলামী বোনেরা রয়েছেন, তাঁরাতো তাঁদের ঘরেও পর্দানশীন হয়ে থাকেন। কেননা, অলি গলি ও বাজারগুলোতে বেপর্দা ঘোরাফেরা করা বেহায়া নারীদের কাজ। সুতরাং লজ্জাশীল ইসলামী বোনদের জন্য ইতিকাফ করা হয়তো বেশী মুশকিলের ব্যাপারই না; যদিও সামান্য কষ্ট হয়, তবে ক্ষতি কি? রমযানুল মোবারকের মাস প্রতিদিন কোথায় আসে? তারপর মাত্র দশটি দিনের কথা। ইসলামী বোনদের যেহেতু মসজিদে বায়ত (বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে) এর মধ্যেই যা খুবই সংকীর্ণ জায়গা, ইতিকাফ করতে হয়, সুতরাং এভাবে কবরের স্মরণও উজ্জীবিত হয়ে যায়। কারণ, বউ, মেয়ে ও ছোট ছোট শিশুদের কোলাহল ব্যতীত দশদিন কোণায় অবস্থান করা কষ্টকর অনুভূত হলে, কবরে জানিনা হাজার হাজার বছর কিভাবে অতিবাহিত হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

যদি আপনি দশদিন রমযানুল মোবারকে আপন ঘরে ইতিকারফরত অবস্থায় অতিবাহিত করেন, তবে আশ্চর্যের কি আছে যদি আল্লাহ তাআলার দয়া ও আপন রহমতে আপনার কবর ও মাদীনা মুনাওয়ারার মধ্যবর্তী সমস্ত পর্দা তুলে দেন। প্রত্যেক ইসলামী বোনের নিজ জীবনে কমপক্ষে একবার হলেও ইতিকারফের সৌভাগ্য অর্জন করা চাই।

ইসলামী বোনদের ১২ টি মাদানী ফুল

- (১) ইসলামী বোনেরা মসজিদে ইতিকারফ করবেন না। মসজিদে বায়তের মধ্যে করবেন। মসজিদে বায়ত ওই স্থানকে বলে, যেখানে মহিলা আপন ঘরে নামাযের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে নেয়। ইসলামী বোনদের জন্য এটা মুস্তাহাবও, ঘরে নামায পড়ার জন্য জায়গা নির্ধারণ করে নিবেন। আর ওই জায়গা পবিত্র রাখবেন। উত্তম হচ্ছে, ওই জায়গাকে উঁচু করে নিবেন। বরং ইসলামী ভাইদেরও উচিত হচ্ছে নফলসমূহ পড়ার জন্য ঘরে কোন জায়গা নির্ধারণ করে নেয়া। নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম। (দুররে মুখতার, রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৯)
- (২) যদি ইসলামী বোনেরা নামাযের জন্য কোন জায়গা নির্ধারিত করে না রাখে, তবে ঘরে ইতিকারফ করতে পারবেনা। অবশ্য, যদি তখন, অর্থাৎ যখন ইতিকারফের ইচ্ছা করছে, কোন স্থানকে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়, তবে ওই জায়গায় ইতিকারফ করতে পারে। (দুররে মুখতার, রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৯)
- (৩) অন্য কারো ঘরে গিয়ে ইসলামী বোন ইতিকারফ করতে পারবে না।
- (৪) স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য ইতিকারফ করা জায়য নেই। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৯)
- (৫) যদি স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিয়ে ইতিকারফ শুরু করে। পরক্ষণে স্বামী নিষেধ করতে চায়। তখন আর নিষেধ করতে পারবেনা। যদি তবুও নিষেধ করে, তবে স্ত্রীর জন্য তা পালন করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য নয়। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

- (৬) ইসলামী বোনদের ইতিকাহের জন্য এটাও জরুরী, সে হয়েছে (মাসিক ঋতুস্রাব) ও নিফাস (সন্তান প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ)^২ থেকে পবিত্র হবে। কারণ ওই দিনগুলোতে নামায, রোযা ও তিলাওয়াত করা হারাম। (ফিকহের কিতাবাদি)
- (৭) স্নানাত ইতিকাহ শুরু করার আগে এটা দেখে নেয়া উচিত, ওই দিনগুলোতে মাসিক ঋতুস্রাবের দিনগুলো আসছে কিনা যদি তারিখগুলো রমযানের শেষ দশ দিনের মধ্যে হয়, তবে ইতিকাহ শুরুই করবেন না। অবশ্য, তারিখগুলো আসার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নফল ইতিকাহ করে নিতে পারেন।
- (৮) স্নানাত ইতিকাহের মধ্যভাগে মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে ইতিকাহ ভেঙ্গে যাবে। (বাদইউস সানা-ই, ২য় খন্ড, পৃ: ২৮৭, দারুল ইহইয়াউত তারাসিল, করাচী, বৈরুত) এমতাবস্থায় যেদিন ইতিকাহ ছেড়ে দিয়েছে, শুধু ওই দিনের কাযা তার উপর ওয়াজিব হবে। (রব্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৫০০ পৃষ্ঠা দারুল মা'রিফাত, বৈরুত) মাসিক ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হবার পর যে কোনদিন রোযা রেখে ইতিকাহ করে নিবেন। যদি রমযান শরীফের দিন বাকী থাকে, তবে রমযানুল মোবারকেও কাযা করতে পারেন। এমতাবস্থায় রমযানুল মোবারকের রোযা যথেষ্ট হবে।

^২ প্রসূতী নারীর সন্তান প্রসবের পর যেই রক্তক্ষরণ হয়ে সেটাকে নিফাস বলে। এর সর্বোচ্চ সময়সীমা ৪০ দিন, ৪০ রাত। ৪০ দিন-রাতের পরও যদি রক্ত বন্ধ না হয়, তাহলে তা স্ত্রীরোগ। গোসল করে নামায, রোযা শুরু করে দিবেন। ইসলামী বোনদের মধ্যে এটা ভুল ধারণা, সে ৪০ দিন পর্যন্ত গোসল করেইনা। এমনও না করা চাই যদি এক দিনে বন্ধ হয়ে যায়, বরং বাচ্চা হবার পর তাৎক্ষণিকভাবে বা এক দিনে বন্ধ হয়ে যায়, তবে গোসল করে নামায রোযা শুরু করে দিবেন। আর হায়েযের সময়সীমা কমপক্ষে ৩দিন -রাত, সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ দিন-রাত। তিন দিন-রাতের পর যখনই রক্ত বন্ধ হয়, তখন তাৎক্ষণিকভাবে গোসল করে নিবেন ও নামায ইত্যাদি শুরু করে দিবেন। (এখানে স্বামীসম্পন্ন নারীদের জন্য কিছু বিস্তারিত বিররণ রয়েছে। তারা তা বাহারে শরীয়াতের ২য় খন্ড থেকে অবশ্যই পড়ে নিবেন।) আর ১০ দিন-রাতের পরও যদি রক্তক্ষরণ অব্যাহত থাকে, তবে তা স্ত্রীরোগ। দশ দিন রাত পূর্ণ হতেই নামায রোযা শুরু করে দিবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

কিন্তু যদি পাক হওয়ার আগেই রমযানুল মোবারক শেষ হয়ে যায়, তবে রমযানুল মোবারকের পর অন্য যে কোন দিন কাযা করে নিবেন। কিন্তু ঈদুল ফিতর ও জিলহজ্জের ১০, ১১, ১২, ১৩, তারিখ ছাড়া। কারণ এই হেদিন রোজা রাখা মাকরুহ তাহরিমী। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯১) কাযা করার পদ্ধতি হল, সূর্য ডুবার সময় (বরং সতর্কতার জন্য কয়েক মিনিট পূর্বে) কাযা ইতিকাহফের নিয়্যতে ইতিকাহফের স্থানে বসবে এবং এখন যে দিন আসবে তার সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইতিকাহফ করবে, এতে রোযা শর্ত।

- (৯) শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া ইতিকাহফের স্থান থেকে বের হওয়া জায়য নেই। ঐ স্থান থেকে উঠে ঘরের অন্য স্থানেও যেতে পারবে না। যদি যায় তবে ইতিকাহফ ভেঙ্গে যাবে।
- (১০) ইসলামী বোনদের জন্যও ইতিকাহফের জায়গা থেকে সবার ওইসব বিধানই প্রযোজ্য, যেগুলো ইসলামী ভাইদের জন্য প্রযোজ্য, অর্থাৎ যেসব প্রয়োজনে ইসলামী ভাইদের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়য, ওই সব প্রয়োজনেই ইসলামী বোনেরাও আপন জায়গা থেকে বের হওয়া জায়য।
- (১১) ইসলামী বোনেরা ইতিকাহফ পালনকালে আপন জায়গায় বসে সেলাই ইত্যাদির কাজও করতে পারবেন, ঘরের কাজের জন্য অন্য কাউকেও বলতে পারবেন; কিন্তু নিজে উঠে যাবেন না।
- (১২) উত্তম হচ্ছে, ইতিকাহফের সময় পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তিলাওয়াত, যিকির, দরুদ, তাসবীহ, দ্বীনী কিতাবাদির পর্যালোচনা, সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনা এবং অন্যান্য ইবাদতে ব্যস্ত থাকা। অন্য কোন কাজে বেশী সময় ব্যয় না করা।

ইতিকাহফ কাযা করার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনের ইতিকাহফ করবেন। আর কোন কারণে ভেঙ্গে গেলে দশ দিনের কাযা করা জরুরী নয়; বরং আপনার দায়িত্বে শুধু ওই এক দিনের কাযা বর্তাবে, যেদিন আপনার ইতিকাহফ ভেঙ্গে গেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

যদি মাহে রমযান শরীফের দিন তখনো বাকী থাকে, তবে রমযান শরীফের রোযা এ কাযা ইতিকাহের জন্যও যথেষ্ট। যদি রমযান শরীফ অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে এর পরে কোন একদিন ইতিকাহ করে নিন তাতে রোযাও রাখতে হবে। কিন্তু ঈদুল ফিতর ও যিলহজ্জের ১০ম থেকে ১৩ তম তারিখ পর্যন্ত দিনগুলো ব্যতীত। কেননা এ পাঁচ দিনের রোযা রাখা মাকরুহে তাহরীমী। কাযা করার পদ্ধতি হল, কোন দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় (বরং এতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন এভাবে করা যায় যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছু সময় আগে) কাযা ইতিকাহের নিয়ত সহকারে মসজিদে প্রবেশ করবে। এখন সামনে যেদিন আসবে তার সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইতিকাহরত থাকবে। এতে রোযা রাখা শর্ত।

ইতিকাহের ফিদিয়া

যদি কাযা করার সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও কাযা না করে, আর মৃত্যুর সময় এসে পড়ে, তবে ওয়ারিশদেরকে ওসীয়ত করা ওয়াজিব, যাতে তারা ইতিকাহের পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় করে। যদি ওসীয়ত না করে এবং ওয়ারিশের ফিদিয়ার আদায়ের অনুমতি দেয় তখনও ফিদিয়া আদায় করা জায়েয। (আল ফতোওয়ায়ে হিন্দীয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৩, কোয়েটা) ফিদিয়া আদায় করা বেশী কঠিন না। ইতিকাহের ফিদিয়ার নিয়তে কোন যাকাতের উপযোগীকে সদকা-ই-ফিতরের পরিমাণে (অর্থাৎ প্রায় দুই কিলোগ্রাম থেকে ৮০ গ্রাম কম) গম কিংবা এর মূল্য পরিশোধ করবে।

ইতিকাহ ডঙ্গ করার তাওবা

যদি ইতিকাহ কোন বাধ্যবাধকতার কারণে ভেঙ্গে থাকে, কিংবা ভুল করে ভাঙ্গে, তবে গুনাহ নেই। আর যদি জেনে বুঝে কোন বিশুদ্ধ কারণ ছাড়াই ভেঙ্গে ছিলো, তাহলে সেটা গুনাহ। তাই কাযার সাথে সাথে তাওবাও করে নিবেন। আর তবুও যদি কোন গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়, সেটার তাওবা করা ওয়াজিব। তাওবা দ্রুত করা চাই। কেননা, জীবনের কোন ভরসা নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

উভয় গালের উপর কয়েকবার চড় মেরে নেয়ার নাম তাওবা নয়, বরং ওই বিশেষ গুনাহের নাম নিয়ে তার জন্য লজ্জিত হয়ে কান্নাকাটি করে আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে ক্ষমা চাইবেন। আগামীতে ওই গুনাহ না করার প্রতিজ্ঞা করে নিবেন। তাওবার জন্য এ শর্তও রয়েছে, ওই গুনাহের প্রতি অন্তরে ঘৃণাও থাকবে।

প্রসিদ্ধ ব্যান্ড পার্টির মালিকের তাওবা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে এসে অসংখ্য বিপথগামী মানুষ সঠিক পথে এসে নামায ও সুন্নাহের অনুসারী হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে একটি অত্যন্ত সুগন্ধিময় মাদানী বাহার শুনুন- মনসুর শহর ইউ পি ভারতের এক যুবক নিজ শহরের সবচেয়ে বড় ব্যান্ড পার্টির ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিল। দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাঞ্জিগের ইনফিরাদী কৌশিশে সে রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিন (১৪২৬ হিঃ) আশিকানে রাসূলদের সাথে ইতিকাফ করল। তরবিয়্যাতি হালকা সমূহে গুনাহের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে বয়ান শুনে তার অন্তরে খুব প্রভাব পড়ল। আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শের মাধ্যমে পরিবর্তন আসল; তিনি আগের গুনাহ থেকে তাওবা করলেন, দাঁড়ি রেখে দিলেন, আশিকানে রাসূলদের সাথে ৩০ দিনের মাদানী কাফেলায় সফরে যাওয়ার নিয়ত করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তিনি ব্যান্ড বাজনার মত হারাম রোজগার করা থেকে বিরত রইলেন।

চোট খা যায়েগা ইক না ইক রোজ দিল,
মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাফ।
ফযলে রব ছে হেদায়ত ভী যায়েগী মিল,
মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাফ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

ইতিকাহফকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র

(১) একাত্ততা লাভ ও মাল সামগ্রীর হিফায়তের জন্য যদি পর্দা টাঙ্গানোর দরকার হয় তবে প্রয়োজনীয় কাপড় (সবুজ হলে উত্তম) বাক্স কিংবা পেটি, (২) কানযুল ঈমান শরীফ, (৩) সুঁই সূতা, (৪) কাঁচি, (৫) তাসবীহ, (৬) মিসওয়াক, (৭) সুরমা ও শলা, (৮) তেলের শিশি, (৯) চিরুনী, (১০) আয়না, (১১) আতর, (১২) দুজোড়া কাপড়, (১৩) লুঙ্গি, (১৪) ইমামা শরীফ, (১৫) গ্লাস, (১৬) প্লেট, (১৭) পেয়লা (মাটির হলে ভালো), (১৮) কাপ, (১৯) ফ্লাস্ক, (২০) দস্তুরখাবার, (২১) দাঁতের খিলাল, (২২) তোয়ালে, (২৩) (গোসল করার জন্য সতর্কতা স্বরূপ) বালতি ও মগ, (২৪) হাত রুমাল, (২৫) চাকু, (২৬) কলম, (২৭) অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলার বদ অভ্যাস ত্যাগ করার জন্য লিখে কথাবার্তা বলার কুফলে মদীনার প্যাড, (২৮) অধ্যয়নের জন্য ফয়যানে সূনাত। আর প্রয়োজনানুসারে দ্বীনী কিতাবাদি, (২৯) মাদানী ইনআমাত এর রিসালা, (৩০) ডায়েরী, (৩১) ইস্তিজ্ঞামুল শূকানোর জন্য প্রয়োজন হলে দর্জির মূল্যহীন কাপড়ের টুকরো, (৩২) ঘুমানোর জন্য চাটাই, (৩৩) প্রয়োজন হলে বালিশ, (৩৪) ব্যবহারের জন্য চাঁদর কিংবা কম্বল, (৩৫) পর্দার মধ্যে পর্দা করার জন্য চাঁদর, (৩৬) মাথা ব্যথা, সর্দি ও জ্বর ইত্যাদির জন্য ট্যাবলেট।

মাদানী পরামর্শ

নিজের জিনিষের উপর কোন চিহ্ন (যেমন- ☪ ☆ ইত্যাদি) লাগিয়ে দিবেন, যাতে অন্যদের সাথে মিশে গেলে খোজ করতে সহজ হয়। চাদর ইত্যাদির উপর নাম, বরং কোন অক্ষরও লিখবেন না, বেয়াদবী হতে পারে।

ইতিকাহফের ৫০ টি মাদানী ফুল

(১) রমযানুল মোবারকের বিশ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বেই ইতিকাহফের নিয়তে মসজিদে প্রবেশ করবেন। যদি সূর্যাস্তের পর এক মুহূর্তও দেরীতে মসজিদে প্রবেশ করে তবে রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনের ইতিকাহফের সূনাত আদায় হবে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

- (২) যদি সূর্যাস্তের আগেই মসজিদে ইতিকাহের নিয়তে প্রবেশ করলো, তারপর ফিনায়ে মসজিদে, যেমন মসজিদের সীমানার অভ্যন্তরে অবস্থিত অযু খাবার কিংবা ইস্তিঞ্জাখানায় চলে গেলো, এমন সময় ২০ ই রমযানের সূর্য অস্তমিত হয়ে গেলো। এমতাবস্থায় সমস্যা নেই। এ কারণে ইতিকাহ ভাঙ্গবে না।
- (৩) ইস্তিঞ্জাখানায় যাবার সময় হাঁটতে হাঁটতে সালাম ও জবাব, কথাবার্তা বলার অনুমতি আছে, কিন্তু এ জন্য যদি এক মুহূর্ত থেমে যায়, তাহলে ইতিকাহ ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য, ইস্তিঞ্জাখানা যদি মসজিদের সীমানার ভিতর হয়, তবে থামলে ক্ষতি নেই।
- (৪) যদি ইস্তিঞ্জাখানায় (শৌচাগার) যায়, কিন্তু কেউ প্রথম থেকে ভিতর গিয়ে থাকে, তবে মসজিদে ফিরে এসে অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, বরং সেখানেই অপেক্ষা করতে পারবে।
- (৫) প্রস্রাব করার পর মসজিদের বাইরেই প্রয়োজন হলে ‘ইস্তিবরা’^২ করতে পারে।

^২ প্রস্রাব করার পর যার এ সন্দেহ হয় যে, দু/এক ফোঁটা অবশিষ্ট রয়ে গেছে, কিংবা পুনরায় বের হবে, তার জন্য ‘ইস্তিবরা’ অর্থাৎ: প্রস্রাব করার পর এমন কাজ করা, যাতে কোন ফোঁটা সজোরে পা নাড়লে, ডান পা বাম পায়ের উপর কিংবা বাম পা ডান পায়ের উপর রেখে চাপ দিলে, উপর থেকে নিচের দিকে নামলে এবং নিচের দিক থেকে উপরের দিকে উঠলে, কাঁশি দিলে কিংবা বাম করটের উপর শয়ন করলেও ‘ইস্তিবরা’ হয়ে থাকে, ইস্তিবরা ঐ সময় পর্যন্ত, যতক্ষন মন শান্ত না হয়, কিছু ওলামায়ে কিরাম টহল দেওয়ার পরিমাণ ৪০ কদম বলেছেন। কিন্তু শুদ্ধ হল, যতক্ষন মন প্রশান্ত না হয় আর ইস্তিবরার হুকুম পুরুষের জন্য, মহিলাদের যদি ফোটা রয়ে যাওয়ার সন্দেহ হয় তবে অবসর হওয়ার কিছুক্ষন পর পবিত্রতা অর্জন করুন। (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা) ইস্তিবরা করার সময় প্রয়োজনানুসারে টিলা বাম হাতে নিয়ে পুরুষদের ছিদ্রের মুখে রাখবে। ইস্তিবরাকারী প্রস্রাবকারীর মতই। সুতরাং তখন সালাম-কালাম ইত্যাদি করবে না। ইস্তিবরা করার সময় কিবলার দিকে মুখ করা কিংবা পিঠ ফেরানো তেমনি হারাম, যেমন প্রস্রাব কিংবা পায়খানা করার সময় হারাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

- (৬) যদি মসজিদের বাইরে নির্মিত শৌচাগার অপরিচ্ছন্ন হবার কারণে তা ব্যবহার করতে ইচ্ছা না হয়, তাহলে শৌচকর্ম সম্পাদনের জন্য নিজ ঘরে গেলে কোন ক্ষতি নেই। (রুদুল মুহতার, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৫)
- (৭) মসজিদের চার দেয়াল থেকে বাইরে গেলো। সেখানে যদি কোন ঋণদাতা দেরি করায়, তবে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।
- (৮) খাবার খাওয়ার সময় নিজের দস্তুরখাবার অবশ্যই বিছাবে। মসজিদের ফ্লোর বা কার্পেট যেন অপরিচ্ছন্ন না হয়।
- (৯) মসজিদের দেয়ালগুলো কিংবা ফ্লোর ইত্যাদির উপর কখনো অপরিচ্ছন্ন কিংবা চর্বি ময়লা ইত্যাদি লাগাবে না। থুথু ফেলবে না। অনুরূপভাবে, কান কিংবা নাক থেকে ময়লা-আবর্জনা বের করে সেগুলোতে লাগাবে না। বরং ফিনায়ে মসজিদের দেওয়ালে বা বিছানায় পানের পিক ইত্যাদি ফেলবেন না। মসজিদ পরিস্কারে অংশগ্রহণ করুন। ইতিকাফকারী হলে একটি থলে বা প্যাকেটে রেখে দিন এবং চুলের গোছা, ময়লা ইত্যাদি খুঁজে নিয়ে তাতে রেখে দিন। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি হাদীসে পাক পেশ করছি। হরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু বের করে ফেলবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন।”

(সুনানে ইবনে মাজা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৯, হাদীস নং-৭০৭, দারুল মারিফাত বৈরুত হতে প্রকাশিত)

- (১০) মসজিদের কার্পেটের সুতা ও চাটাইয়ের ছোট ছোট অংশ বের করা থেকে বিরত থাকবেন। (সর্বত্র এ কথার প্রতি খেয়াল রাখবেন।)
- (১১) মসজিদে ভিক্ষাকারীকে টাকা পয়সা ইত্যাদি কখনো দিবেন না। কারণ, মসজিদে ভিক্ষা করা হারাম। তাকে দেয়ারও অনুমতি নেই। মুজাদ্দিদে আযম আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “মসজিদে ভিক্ষুককে যদি কেউ এক পয়সাও দেয়, তবে তার উচিত হবে এর কাফফারা হিসেবে সত্তর পয়সা অতিরিক্ত সদকা করা। (এ সদকা মসজিদের ভিক্ষুককে দিবেন না।) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড-১৬, পৃষ্ঠা ৪১৮)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

- (১২) শুধু এক পা মসজিদ থেকে বের করলে কোন ক্ষতি নেই।
- (১৩) উভয় হাত মাথা সহকারেও যদি মসজিদ থেকে বের করে দেয় তবে কোন ক্ষতি নেই।
- (১৪) খামখেয়ালীবশতঃ মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো। আর স্মরণ আসতেই তাৎক্ষণিকভাবে মসজিদের ভিতর চলে আসলেও ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।
- (১৫) এমন কোন রোগ হয়ে গেলো, যার চিকিৎসা মসজিদ থেকে বের হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়, তাহলে চিকিৎসার জন্য তো বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য ইতিকাফ ভঙ্গার জন্য গুনাহ হবে না, কিন্তু একদিনের কাযা দায়িত্বে থেকে যাবে।
- (১৬) পানাহারের কাজ সমাধার জন্য পানি আনার কেউ নেই। এমতাবস্থায় পানি আনার জন্য বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু পানাহার করবে মসজিদের ভিতর।
- (১৭) আল্লাহর পানাহ! কোন হতভাগা যদি কুফরী বাক্য বলার কারণে মুরতাদ হয়ে যায়, তবে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে। এখন নতুনভাবে ঈমান এনে, অর্থাৎ কুফরী উক্তি থেকে তাওবা করবে, কলেমা পড়বে, নতুনভাবে বাইয়াত ও বিবাহ করবে। ওই ইতিকাফের কাযা নেই। কেননা, মুরতাদ হয়ে গেলে পূর্ববর্তী সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যায়।
- (১৮) ইতিকাফকারী, আল্লাহ তাআলার পানাহ! কোন নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু আহার করলো, অথবা দাঁড়ির মতো পবিত্র ও সম্মানিত সুন্নাত মুন্ডন করে ফেললো, যদিও এ দুটি কাজই বাস্তবিকপক্ষে হারাম, মসজিদে আরো জঘন্য গুনাহ, তবে ইতিকাফ ভাঙ্গবে না।
- (১৯) ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদের ভিতর দাঁড়ির খত বানানো, কিংবা যুলফী ছাটা, অথবা মাথা ও দাঁড়িতে তেল লাগানোর মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। তখন কাপড় ইত্যাদি বিছিয়ে পূর্ণ সতর্কতার সাথে এ কাজগুলো করতে হবে। মসজিদের ফ্লোরগুলো যেন তৈলাক্ত না হয় এবং চুল ইত্যাদিও তাতে না পড়ে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

- (২০) ইতিকাফকারী দ্বীনি মাসআলা কিতাবাদি পড়তে পারে।
- (২১) রাতের বেলায় যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে বাতি জ্বালানোর প্রচলিত নিয়ম আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অনায়াসে দ্বীনি কিতাবাদির পাঠ-পর্যালোচনা করতে পারবে। অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করার জন্য পরিচালনা কমিটির সাথে কথা বলে নিবেন।
- (২২) পত্র-পত্রিকাগুলো যেহেতু প্রাণীর ফটো ও ফিল্ম-সিনেমার বিজ্ঞাপনে সাধারণতঃ ভরা থাকে, সেহেতু মসজিদে ওগুলো পাঠ-পর্যালোচনা করা থেকে বিরত থাকুন।
- (২৩) কোন ব্যক্তি এসে নিজের কিংবা অন্য কোন ইসলামী ভাইয়ের জুতো চুরি করে পালাতে লাগলো। তখন তাকে ধরার জন্য মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না। বাইরে গেলে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।
- (২৪) মসজিদ যদি কয়েক তলাবিশিষ্ট হয়, আর সিঁড়িগুলোও মসজিদের সীমানার ভিতর থেকে নির্মিত হয়ে থাকে, তবে নির্দিধায় উপরের সব তলা, বরং ছাদের উপরও যেতে পারে। অবশ্য, বিনা প্রয়োজনে মসজিদের ছাদের উপর উঠা মাকরুহ ও বেয়াদবী।
- (২৫) মসজিদে টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে বয়ান কিংবা নাত শরীফ ইত্যাদি শুনতে চাইলে নিজের টেপরেকর্ডারে নিজের ব্যাটারী লাগিয়ে নিন। যদি মসজিদের বিদ্যুৎ দিয়ে চালাতে চান তবে ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে কথা বলে নিবেন। (সহজ পস্থা হলো- যতটুকু বিদ্যুৎ আপনি ব্যবহার করেছেন সেটার অনুমান করে অতিরিক্ত কিছু টাকা ব্যবস্থাপনা কমিটিকে দিয়ে দিবেন।) আর এ সতর্কতাও অবলম্বন করবেন যেন অন্য কারো ইবাদত কিংবা বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়।
- (২৬) যদি মসজিদের ছাদ ইত্যাদি পড়ে যায়, কিংবা কেউ জোর-জবরদস্তি করে মসজিদ থেকে বের করে দেয়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে অন্য মসজিদে ইতিকাফকারী চলে যাবে। এতে ইতিকাফ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

- (২৭) ইতিকাফ পালনকালে যথাসম্ভব সময়কে নফলসমূহ, তিলাওয়াতে কুরআন, যিকর ও দরুদ, ইসলামী কিতাবাদির পর্যালোচনা, সুন্নাত সমূহ ও দোয়া ইত্যাদি শিক্ষার মধ্যে অতিবাহিত করবেন।
- (২৮) ইতিকাফের জন্য মসজিদে পর্দা লাগালে একেবারে কম জায়গা ঘিরে লাগাবেন, যাতে নামাযীদের জন্য বিরক্তির কারণ না হয়। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: যদি মসজিদে এমন জিনিস রাখা হয় যাতে নামাযীর জায়গার প্রতিবন্ধক হয় তাহলে কঠোরভাবে নিষেধ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা)
- (২৯) মসজিদকে প্রত্যেক ধরণের ময়লা ও আবর্জনা ইত্যাদি থেকে রক্ষা করবেন।
- (৩০) মসজিদে শোরগোল, হাসি-তামাশা ইত্যাদি কখনো করবেন না।
- (৩১) আপনি ঘর থেকে মসজিদে গেলেন নেকীসমূহ অর্জন করার জন্য; কিন্তু কখনো যেন এমন না হয়, গুনাহের বোঝা নিয়ে ফিরছেন। অতএব খবরদার! মসজিদে কখনোই বিনা প্রয়োজনে কোন শব্দ মুখ থেকে যেনো বের না হয়। মুখে কুফলে মদীনা (অহেতুক কথা-বার্তা বলা থেকে মুখকে বাঁচিয়ে রাখাকে কুফলে মদীনা বলে) লাগিয়ে নিন।
- (৩২) ইতিকাফকারী ইসলামী ভাইদের মসজিদের মধ্যে জরুরী জিনিসপত্র আগেভাগেই জোগাড় করে নেয়া চাই, যাতে পরে কারো নিকট থেকে চাওয়ার প্রয়োজন না হয়। অন্য লোকের নিকট থেকে জিনিসপত্র চাইতে থাকার অভ্যাসও ভালো না। কোন কোন সম্মানিত সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তো কারো নিকট থেকে চাওয়া থেকে ‘এতো বেশি বিরত থাকতেন, যদি তাঁদের চাবুক হাত থেকে পড়ে যেতো, তবে তাঁরা ঘোড়ার উপর বসা থাকা সত্ত্বেও কাউকে একথা বলতেন না, “ভাই! আমার চাবুকটা একটু তুলে দিন!” বরং ঘোড়া থেকে নিজে নেমেই তা তুলে নিতেন।
- (৩৩) লোকজন উপস্থিত থাকলে তিলাওয়াতের আওয়াজ এতো নিচু রাখবেন যেন তার কান পর্যন্ত আওয়াজ না পৌঁছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দারুইন)

- (৩৪) আপনার সাথে ইতিকারকারী ইসলামী ভাইদের সঙ্গ সম্পর্কিত হকের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হবেন। অন্যান্য ইতিকারকারীদের সেবাকে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করবেন। তাঁদের প্রয়োজন মিটানোর যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন। নিষ্ঠা ও ত্যাগ প্রদর্শন করবেন। অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়ার সাওয়াব অগণিত। যেমনভাবে তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত
- صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় জিনিস অন্যকে দিয়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন।”
(ইত্তেহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, ৯ম খন্ড, ৭৭৯ পৃষ্ঠা)
- (৩৫) আপনি যতো দোয়া ও সুন্নাত জানেন, সেগুলো অন্যান্য ইতিকারকারীকে শিখাতে চেষ্টা করবেন। সাওয়াব লুফে নেয়া এমন সোনালী সুযোগ বারবার পাওয়া যাবে না।
- (৩৬) ইতিকারফের সময় বেশি করে সুন্নাত পালন করার চেষ্টা করবেন। যেমন পানাহারের সময় চাটাই ও মাটির থালা ব্যবহার করা ইত্যাদি।
- (৩৭) মাদানী ইনআমাত অনুসারে কাজ করে রিসালা পূরণ করুন এবং এর সার্বক্ষণিক অভ্যাস করে ফেলুন।
- (৩৮) মসজিদের ফ্লোর, কার্পেট ও চাটাইর উপর কখনো ঘুমাবেন না; এতে ঘামের দুর্গন্ধ, মাথার তেল লেগে ময়লা, এমনকি স্বপ্নদোষ হয়ে নাপাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
তাই নিজের চাটাই অবশ্যই সাথে আনবেন। এতে চাটাইর উপর শোয়ার সুন্নাত পালনের সুযোগ পাওয়া যাবে, অপরদিকে মসজিদের কার্পেট ও চাটাই অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।
- (৩৯) যদি নিজের চাটাই আনা সম্ভব না হয়, তবে কমপক্ষে নিজের চাঁদর বিছিয়ে নিন।
- (৪০) ঘর হোক কিংবা মসজিদ, যেখানেই ঘুমান, পর্দার প্রতি খেয়াল রাখবেন। সম্ভব হলে পায়জামার উপর একটা চাদর লুঙ্গির মতো জড়ানোর এবং অপরটা মাথার দিকে মুড়ে নেয়ার অভ্যাস গড়ে নিন। কারণ, ঘুমের ঘোরে কখনো কখনো কাপড় পরা সত্ত্বেও জঘন্য বে-পর্দা হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

- (৪১) কখনো দুজন ইসলামী ভাই এক বালিশে কিংবা এক চাদরের নিচে ঘুমাবেন না।
- (৪২) অনুরূপভাবে, ফিৎনার জায়গায়, কারো রান কিংবা কোলে মাথা রেখে শোয়া থেকেও বিরত থাকবেন।
- (৪৩) যখন ২৯শে রমযানুল মোবারকে ঈদুল ফিতরের চাঁদ উদিত হবার খবর শুনেন, কিংবা ৩০ শে রমযান শরীফের সূর্য অস্ত যায়, তখন মসজিদ থেকে এমনভাবে দৌড়ে যাবেন না, যেন জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েছেন; বরং এমনি হওয়া চাই যে, রমযানুল মোবারক বিদায় হয়ে যাবার খবর পেয়ে মনের দুঃখে হৃদয় নিমজ্জিত হতে চলেছে; আহ! সম্মানিত মাস আমাদের ছেড়ে চলে গেলো। খুব কেঁদে কেঁদে রমযানুল মোবারককে বিদায় জানাবেন।

তুম ঘরকো না খিচো নেহী যাতা নেহী যাতা,
মে ছোড়কে মসজিদকো নেহী আব কাহী যাতা।

- (৪৪) ইতিকাফ শেষ হয়ে যাবার সময় খুব কেঁদে কেঁদে নিজের ভুল-ত্রুটি ও অক্ষমতাগুলো এবং মসজিদের প্রতি বেয়াদবী সম্পন্ন হয়ে যাবার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা চাইবেন। খুব কেঁদে কেঁদে নিজের ও সমগ্র বিশ্বের ইসলামী ভাইবোনদের ইতিকাফ কবুল হবার ও সমস্ত উম্মতের মাগফিরাতের দোয়া চাইবেন।
- (৪৫) পরস্পর পরস্পরের হকগুলো ক্ষমা করাবেন।
- (৪৬) মসজিদের খাদেমদেরকেও খুশি করবেন।
- (৪৭) মসজিদের ব্যবস্থাপনা কমিটিকে উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করবেন।
- (৪৮) যতটুকু সম্ভব ঈদুল ফিতরের রাত ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করবেন। অন্যথায় কমপক্ষে ইশা ও ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করবেন। তাহলে, হাদীস শরীফের ইরশাদ অনুসারে, পূর্ণ রাতের ইবাদতের সাওয়াব পাওয়া যাবে।
- (৪৯) চেষ্টা করে চাঁদ-রাত ওই মসজিদে অতিবাহিত করবেন, যেখানে ইতিকাফ করেছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

যেমন- ইমাম সায্যিদুনা জালাল উদ্দীন সুযুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন: সায্যিদুনা ইব্রাহীম ইবনে আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى لَهُمُ একথা পছন্দ করতেন, ঈদুল ফিতরের রাত মসজিদেই অতিবাহিত হয়, যাতে সেখান থেকেই তাঁদের দিন (অর্থাৎ ঈদের দিন) শুরু হয়। ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى لَهُمُ এর এ আমল উদ্ধৃত করেন, লোকদের সাথে ঈদের নামায় আদায় না করা পর্যন্ত, চাঁদ রাতে নিজেদের ঘরে ফিরে আসতেন না।” (দুররে মনসুর, ১ম খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা)

(৫০) ঈদের পবিত্র মুহূর্তগুলো বাজারে বাজারে কেনাকাটার মধ্যে অতিবাহিত করা থেকে বিরত থাকুন। অনুরূপভাবে ঈদের সৌভাগ্যময় দিনকেও আল্লাহর পানাহ! নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার বিনোদন কেন্দ্র, সিনেমা হল ও নাট্যমঞ্চগুলোর স্থানে অতিবাহিত করে আযাবেরও শাস্তির হুমকির দিনে পরিণত করবেন না।

আশিকানে রাসুলদের সঙ্গ আমাকে কি থেকে কি বানিয়ে দিল!

যেখানে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ইজতিমায়ী (সম্মিলিত) ইতিকাহের আয়োজন করা হয়। সেখানে চাঁদ রাতে মসজিদে অবস্থান করে ঈদের দিন সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলদের সাথে সফরের ব্যবস্থা করুন। إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকত নিজেই দেখতে পাবেন। যদি মডার্ন বন্ধু বান্ধবের সাথে পাপে ভরা পরিবেশে ঈদ উদযাপন করেন তাহলে ইতিকাহের সকল অর্জন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আপনাদের উৎসাহের জন্য ঈদের মাদানী কাফেলার একটি অত্যন্ত বরকতময় মাদানী বাহার আপনাদের সামনে পেশ করছি: বাবুল মদীনা করাচীর লোয়েজ এলাকায় এক যুবক ইসলামী ভাইয়ের কিছু এই রকম বর্ণনা, প্রথমে আমিও একজন মডার্ন ও বেনামাযী ছেলে ছিলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

জীবনের দিন রাতগুলো অলসতা ও গুনাহের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছিল। ১৪২৩ হিজরীর রমযানুল মোবারক মাসে এক ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে আমাদের এলাকার ফয়যানে রযা মসজিদে (লায়েজ এলাকা) অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়ী ইতিকাহে বসার জন্য বললেন। আমি রাজী হয়ে গেলাম এবং পরিবারের সকলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রমযানুল মোবারকের শেষ ১০ দিনে ইতিকাহকারী হয়ে গেলাম। ইতিকাহে ১০দিন পর্যন্ত আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শের বরকতে খুবই সিক্ত হলাম এবং ইতিকাহে থাকা অবস্থায় সারা জীবন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার জন্য দৃঢ় নিয়ত করে নিলাম। অন্যান্য গুনাহের সাথে সাথে দাঁড়ি মুভানো থেকেও তাওবা করলাম। সাথে সাথে পাগড়ী শরীফও মাথায় সাজিয়ে নিলাম। ঈদের ২য় দিন আশিকানে রাসূলগণের সাথে ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করলাম এবং সুন্নাতে প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীরই একজন হয়ে গেলাম। আল্লাহ তাআলার কাছে এটাই প্রার্থনা, মৃত্যু পর্যন্ত দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ থেকে আমি যেন দূরে সরে না পড়ি। এখন আমি ফ্যাশন পাগল নই, মডার্ন যুবকও নই। ইতিকাহের সাথে সাথে মাদানী কাফেলার সফরের সময় আশিকানে রাসূলদের নৈকট্য الْحَدِيثُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ আমাকে কি থেকে কি বানিয়ে দিল! আমার উপর আল্লাহ তাআলার দয়ার উপর দয়া ছিল, আমি যখন এই ঘটনা বর্ণনা করছি তখন আমার নিজ এলাকায় মাদানী ইনআমাতের যিম্মাদার হিসেবে সুন্নাতের খিদমত করে যাচ্ছি।

ফয়লে রব ছে গুনাহু কি আদত ছুটে,
মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাহ।
নেকিয়ু কা তুমে খুব জযবা মিলে,
মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাহ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

নিজের জিনিসপত্র সামলানোর পদ্ধতি

التَّحَدُّثُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতেবিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হাজারো ইসলামী ভাই দুনিয়ার বিভিন্ন মসজিদে সম্মিলিত ইতিকাফ করে থাকেন। শরীয়াতেবিশ্বব্যাপী মাসআলা হচ্ছে, যদি অন্য কারো কোন জিনিস ভুলবশতঃ বদলী হয়ে এসে যায়, চাই নিজের জিনিসের সাথে সামঞ্জস্য রাখে এমনও হয়, তবুও সেটা ব্যবহার করা না জায়েজ ও গুনাহ। তাই ইতিকাফকারীগণ (এবং মাদরাসার ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী ছাত্রগণ, বরং প্রত্যেকের উচিত) নিজ নিজ জিনিসপত্রের উপর কোন না কোন চিহ্ন লাগিয়ে নেয়া, যাতে মিশ্রিত হয়ে গেলে, খুঁজে পাওয়া যায়। পথ-নির্দেশনার জন্য কিছু চিহ্ন পরবর্তী পৃষ্ঠায় পেশ করা হলো। (সেভেল ও চাঁদর ইত্যাদির উপর নাম অথবা যে কোন ভাষার বর্ণ, যেমন- **A.B** ইত্যাদি লিখবেন না; বরং সম্ভব হলে কোম্পানীর নামও মুছে দিন; যাতে পায়ের নিচে আসার কারণে বেআদবী না হয়। প্রত্যেক ভাষার বর্ণমালার আদব করুন) (এই মাসআলার বিস্তারিত ফয়যানে সুন্নাতেবিশ্বব্যাপী বিছমিল্লাহর অধ্যায়ে দেখুন)

ইতিকাফ অবস্থায় অসুস্থ হওয়ার কারণ

التَّحَدُّثُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ সাগে মদীনা غُفَى عَزَّوَجَلَّ (লিখক) বছরের পর বছর ইতিকাফকারীদের খিদমতে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। ইতিকাফ অবস্থায় কিছু ভাইদেরকে অসুস্থ হতে দেখেছি। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, পানাহারের প্রতি অসতর্কতা থাকা। ঘর থেকে বন্ধু বান্ধবের পক্ষ থেকে ভাল ভাল সুস্বাদু খাবার, সুগন্ধি যুক্ত সুমিষ্ট খাদ্য, বেকারী সামগ্রী কাবাব-সমুচা, পিজা, বেসনের তৈরী পিঠা, টক চাটনি, খিচুড়ী, চটপটি, আলু চপ এবং সেহেরীতে তৈরী পরাটা, ফিরনি ইত্যাদি নিয়ে আসে, কিছু কিছু ইতিকাফকারী লোভে পড়ে পরিণাম চিন্তা না করে সামনে যা আসে সেগুলো ভালভাবে না চিবিয়ে দ্রুত গিলে ফেলে। যার ফলে আক্রান্ত হয় গ্যাস, পেটব্যথা, বদহজম, দস্তা, বমি, শরীরের অলসতা, সর্দি-কাশি, জ্বর, মাথা ও

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

শরীরের ব্যথা সহ বিভিন্ন প্রকারের রোগে আক্রান্ত হয়। অথচ বেচারী অনেক আক্কা নিয়ে ইবাদত করার মনমানসিকতার সাথে ইতিকাহফের জন্য ঘর থেকে বের হয়েছে কিন্তু অসতর্কভাবে পানাহার করে অসুস্থ হয়ে গেল। আর মাঝে মধ্যে ঘটনা এতদুর পর্যন্ত গড়ায় যে, নামাযের জামাআত শুরু হয়ে গেছে অথচ এই বেচারী মাথা ব্যথা ও জ্বরের কারণে মসজিদে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে।

না ছম্ব বীমার কো আমরাত ভী যাহর আমীয হে,
ছচ ইয়েহি হে ছো দাওয়া কি এক দাওয়া পরহীয হে।

থাবারে সতর্কতার উপকারিতা

التَّحَنُّنُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে রমযানুল মোবারকের শেষ ১০ দিনে শত শত নয় বরং হাজার হাজার আশিকানে রাসূলগণ ইতিকাহফকারী হয়ে থাকেন। তাদেরকে দেয়া খাবারে অতিরিক্ত ঘি ব্যবহার বন্ধ করা, তেল মসলা জাতীয় দ্রব্য ও অর্ধেক কমিয়ে ফেলা, কাবাব, চমুচা ও বেসনের তৈরী পিঠা নিয়মিত না খাওয়ার আবেদন করায় কিছু না কিছু উপকার হয়েছে এবং এভাবে ইতিকাহফ থাকাকালীন সময় রোগ অনেকাংশে কমে যেতে দেখা গেছে। হায়! এভাবে ইতিকাহফকারী সহ যদি মুসলমানদের প্রতিটি ঘরে উল্লেখিত সতর্কতা মেনে চলত!

আমি মুসলমানদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি

মুসলমানদের রুহানী শুদ্ধতার সাথে সাথে শারীরিক সুস্থতা ও সফলতার আক্কা করছি। আহ! আহ! আমার আবেদন মত যদি ইচ্ছার চেয়ে কম খেয়ে এবং অসময়ে এটা ওটা খাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে, তাহলে সকল ইতিকাহফকারী সুস্বাস্থ্যের মাধ্যমে ইবাদত বন্দেগী ও ইজতিমায়ী ইতিকাহফ শেষে চাঁদ রাতে সাথে সাথে মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করবে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

যদি আমার আবেদনকৃত খাবার সতর্কতার সাথে সারা জীবন খেতে থাকেন তাহলে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ আপনার জীবন অত্যন্ত সুন্দর হবে এবং ডাক্তার ও ঔষধ পত্রের খরচ থেকে মুক্তি পাবেন। দয়া করে ফয়যানে সুন্নাতের খাবারের নিয়মাবলী সংক্রান্ত অধ্যায় উল্লেখিত খাবারের রুটিন ও ডাক্তারী পরামর্শে ভরা আত্তারের চিঠি পড়ে নিন। আপনাদের সুস্থতার মধ্যে আমার এই আশা, এইভাবে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ইবাদতের অগ্রহ ও স্বাদ বাড়বে এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করার অগ্রহও বৃদ্ধি পাবে। আপনি সুস্থ হলে সহজেই নামায, সুন্নাত, পিতামাতা, ছেলে-সন্তানের খিদমতের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে পারবেন। যদি আমার আবেদনের কারণে এই সমস্ত নেক আমলগুলো হয়ে যায় إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ তাহলে আমারও অনেক সাওয়াব মিলবে।

অত্যাচারীর জন্য আয়ু বৃদ্ধির দোয়া করা কেমন?

নামায ও ফরজ ইবাদত সমূহ থেকে দূরে অবস্থানকারী মুসলমানরা, নিজ মুসলমান ভাইয়ের উপর অত্যাচারের স্তিম রোলার চালনাকারী এবং গুনাহের বাজার গরহিশারীদেরকে আল্লাহ তাআলা হিদায়াত নসীব করুন। আহ! এদের সুস্থতাও অনেক সময় গুনাহের মাত্রা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: “যে ব্যক্তি জালিম ও ফাসিকদের জন্য দীর্ঘ হায়াতের দোয়া করবে, সে যেন এই কথাকে পছন্দ করছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার তাআলার নাফরমানী আরো বৃদ্ধি হোক।” (ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ রচিত আইয়্যুহাল ওয়ালাদু, ২৬৬, দারুল ফিকর, বৈরুত) তবে হ্যাঁ জালিম ও ফাসিকদের জন্য অত্যাচার ও গুনাহ থেকে মুক্ত থেকে ইবাদত করার জন্য সুস্বাস্থ্য চেয়ে দোয়া করা যাবে। পানাহারের সতর্কতার অন্যান্য বিষয়াদী জানার জন্য ফয়যানে সুন্নাতের ক্ষুধার ফযীলত অবশ্যই পড়ে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

মুসলমানদের মঙ্গল কামনা করা উত্তম কাজ

হযরত সাযিদুনা জারীর বিন আব্দুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন: “আমি নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হযুর পুরনূর مُحَمَّدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ এর নিকট এই কথার উপর বায়আত গ্রহণ করেছি, নামায প্রতিষ্ঠা করব, যাকাত আদায় করব, সাধারণভাবে সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা করব।” (সহীহ মুসলিম, ৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯৭) اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ নিজেকে মুসলমানদের মঙ্গলকামনায় অন্তর্ভুক্ত করা ও সাওয়াব অর্জনের পবিত্র আত্মহের জন্য দোয়ার সাথে সাথে সুস্থ থাকার জন্য কিছু মাদানী ফুল উপস্থাপন করছি। যদি শুধু দুনিয়ার রং তামাশার স্বাদ গ্রহণের জন্য সুস্থ থাকার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আবেদন হচ্ছে পড়া এখানেই বন্ধ করে দিন। আর যদি সু-স্বাস্থ্য অর্জন করে ইবাদত ও সুন্নাতের খিদমত করার নিয়ত থাকে, তবে সাওয়াব অর্জনের জন্য ভাল ভাল নিয়ত করে দরুদ শরীফ পড়ে সামনে অগ্রসর হোন এবং আত্মহ নিয়ে পাঠ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ

আল্লাহ তাআলা আমার, আপনার সমস্ত উম্মতের মাগফিরাত দান করো! আমাদেরকে সুস্থতা ও ক্ষমার সাথে সাথে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে থেকে ইসলামের খিদমতের উপর অটল থাকার সুযোগ দান করো! আল্লাহ তাআলা আমাদের শারীরিক রোগ দূর করে আমাদেরকে মদীনার প্রেমের রোগী বানিয়ে দিক!

اٰمِيْنَ بِجَاٰئِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ

কাবাব ও চমুচা ডঙ্কনকারীরা দৃষ্টিপাত করো!

বাজার ও দাওয়াতে চটপটি কাবাব, চমুচা আহারকারীরা একটু খেয়াল করুন। কাবাব চমুচা বিক্রেতারা অধিকাংশ সময় কিমা (নাড়িভুড়ি) ধৌত করে না। তাদের কথা হল কিমা ধুয়ে দিলে তার স্বাদ কিছুটা পরিবর্তন হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

বাজারের কিমাতে অধিকাংশ সময় কি কি দেয়া হয়ে থাকে তাও একটু শূনে নিন। গরুর নাড়ীভূড়ির উপরের অংশ নিয়ে তার ভিতরের তিলি আল্লাহ্ তাআলার পানাহ! মাঝে মাঝে জমাট রক্ত ঢেলে মেশিনে পিশে ফেলা হয়। কোন কোন সময় কাবাব চমুচা ওয়ালারা প্রয়োজন মত আদা রসুন ইত্যাদিও কিমার সাথে পিশে গুড়া বানিয়ে নেয়। এখন সেই কিমা ধোয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। ঐ কিমাতে মসলা ঢেলে ভুনে তা কাবাব, চমুচা, বানিয়ে বিক্রি করে। হোটেলগুলোতেও এই ধরনের কিমার তরকারী থাকার সম্ভাবনা থাকে। বাজে কাবাব চমুচা বিক্রেতাদের কাছ থেকে পিঠা ইত্যাদি কিনবেন না। কড়াইও একটা, আর তেলও হয় সেই দুর্গন্ধযুক্ত কিমার। আমি আবার একথা বলছি, আল্লাহ্ তাআলার পানাহ! প্রত্যেক মাংস বিক্রেতা এই রকম করে থাকে। অথবা আল্লাহ্ না করুন, প্রত্যেক কাবাব চমুচা ওয়ালারা নাপাক কিমাই শুধু ব্যবহার করে থাকে। অবশ্যই নির্ভেজাল মাংসের কিমাও পাওয়া যায়। আরজ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ যে, কিমা বা কাবাব চমুচা নির্ভরযোগ্য মুসলমানের কাছ থেকে কিনতে হবে। আর যে সমস্ত মুসলমান আল্লাহ্ তাআলার পানাহ! এরকম ভেজাল করে তাদের তাওবা করে নেয়া উচিত।

ডাজারের দৃষ্টিতে কাবাব চমুচা

কাবাব, চমুচা, বেসনের নাস্তা, শামী কাবাব, মাছ ও মুরগী ইত্যাদির ভাজা, পুরী খিচুড়ি, পিজ্জা পরটা আমলেট ইত্যাদি আমরা খুব মজা করে খেয়ে থাকি কিন্তু এগুলো আমাদের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর নয় মনে হলেও এই নাস্তা, খাবার আমাদের ভিতর কি রকম ধ্বংসাত্মক রোগ সৃষ্টি করে তার সম্পর্কে খুব কম মানুষেরই জানা আছে। ভাজার জন্য যখন তেলকে খুব বেশি গরম করা হয় তখন ডাজারী গবেষণা মতে তার ভিতর কিছু ক্ষতিকারক শক্তি সঞ্চার হয়। ভাজার জন্য ফুটন্ত তেলের ভিতর ঢেলে দেয়া জিনিসকেও ছাড়ে না। যার ফলে তেল গরম হয়ে ঠাস ঠাস আওয়াজ তুলে। যা এই কিমা ভাজার একেজো হওয়ার চিহ্ন। আর এই কারণে খাবারের গুণাগুণ ও ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

তৈলাক্ত কাবাবে সৃষ্টি ১৯টি রোগের পরিচয়

(১) শরীরের ওজন বেড়ে যায়, (২) নাড়ীভূড়ির ক্ষতি হয়। (৩) পেট পরিষ্কারের (পায়খাবার) সমস্যা হয়। (৪) পেট ব্যথা (৫) বমি বমি ভাব (৬) বমি (৭) পানির মত দস্তা রোগ সৃষ্টি হয় (৮) চর্বিবির বিপরীতে তৈলাক্ত খাবার গ্রহণ করা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে রক্তের ক্ষতিকর কোলেস্টেরল LDL তৈরী করে। (৯) আর উপকারী কোলেস্টেরল তথা HDL কমিয়ে ফেলে (১০) রক্তে কনার সৃষ্টি হয় (১১) হজম শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, (১২) গ্যাস সৃষ্টি হয় (১৩) বেশি গরম তেলে এক ধরনের ‘আইট্রুনিল’ নামে বিষাক্ত জীবাণু তৈরী হয়। যেগুলো নাড়ীভূড়িতে জীবাণু সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাআলার পানাহ! (১৪) তা ক্যান্সারের কারণও হতে পারে। (১৫) তেলকে বেশিক্ষণ দেরী করে গরম করলে ও এতে খাবার ভুলে আরো একটি ক্ষতিকর ও বিষাক্ত “ফ্রি রেডিক্লজ” নামের জীবাণু সৃষ্টি হয় যা হৃৎপিণ্ডের ভিতরের রোগ ব্যাধি (১৬) ক্যান্সার (১৭) জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা, (১৮) ব্রেনের রোগ ও (১৯) দ্রুত বৃদ্ধ হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। “ফ্রি রেডিক্লজ” নামের ক্ষতিকর ও বিষাক্ত রোগ সৃষ্টিকারী আরো কিছু কারণ আছে; যেমন- তামাক বা বিড়ি সিগারেট পান করা, বাতাসের স্বল্পতা (যেমন আজকাল ঘরে সব সময় রুম বন্ধ রাখা হয়, এতে রোদও আসে না তাজা বাতাসও আসে না।) * গাড়ীর ধোঁয়া *এক্স-রে, * মাইক্রোফোন * টিভি * কম্পিউটারের আলো রশ্মির তেজস্ক্রীয়তা * আকাশ ভ্রমণের উড়ো জাহাজের ধোঁয়া।

ক্ষতিকর বিষের প্রতিষেধক

আল্লাহ তাআলা এই ক্ষতিকর বিষ তথা ফ্রি রেডিক্লজ এর প্রতিষেধক বা ধ্বংসকারীও সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে সবজি বা ফলের রং, সবুজ, হলুদ বা কমলা রং হয় তা এই ক্ষতিকর বিষকে ধ্বংস করে দেয়। এইভাবে ফল ও সবজীর রং যেই পরিমাণ ঘন হবে তার মধ্যে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের পরিমাণও বেশি পরিমাণে হয় এবং সে বিষকে বেশি শক্তি দিয়ে ধ্বংস করে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনানী)

তেলে ভাজা জিনিস দ্বারা ক্ষতি কম হওয়ার পদ্ধতি

দুটি কথার উপর আমল করলে তৈলাক্ত খাবারের ক্ষতি কম হয়।

(১) কাবাব, সমুচা, বেশনের নাস্তা, ডিম, আমলেট, মাছ ইত্যাদি ভাজার জন্য যে কড়াই বা ফ্রাই পেন ব্যবহার করা হয় তা যেন ননস্টিক (NON S:ICK) হয়। (২) তেলে ভাজার পর প্রত্যেকটি তেলে ভাজা জিনিসকে সুগন্ধ বিহিন টিস্যু দিয়ে ভালভাবে জড়িয়ে ফেলুন যাতে কিছু তেল চুষে নেয়।

বেঁচে যাওয়া তেল দ্বিতীয়বার ব্যবহারের পদ্ধতি

অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কথা হল, ভাজার জন্য একবার ব্যবহার করার পর তেল ২য়বার গরম করা যাবে না। যদি ২য়বার ব্যবহার করতে হয় তাহলে তার নিয়ম এই যে, তা ছেকে ফ্রিজে রেখে দিবে, ছাঁকা ব্যতীত ফ্রিজে রাখা যাবে না।

ডাক্তারী শাস্ত্র নির্ভুল নয়

তেলে ভাজা খাবারের ক্ষতি সম্পর্কে আমি যা কিছু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি তা আমার নিজস্ব মনগড়া মতামত নয় বরং এটা ডাক্তারী গবেষণা। আর এই সূত্রটি মনে রাখা দরকার যে সম্পূর্ণ ডাক্তারী শাস্ত্রটা ধারণা ভিত্তিক, তা নির্ভুল নয়।

মডেলিং যুবক সূনাতের মুবািল্লিগ হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ক্ষতিকারক বস্তু পানাহারের লোভ সামলানো, পশ্চিমা ফ্যাশন থেকে জান বাঁচানো, সূনাতকে নিজের করে নেয়া, নিজের হৃদয়কে রাসূল ﷺ এর মুহাব্বতের শহর বানানোর জন্য তবলীগে কুরআন ও সূনাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি সুন্দর মাদানী বাহার আপনাদের সামনে পেশ করছি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

যেমন- ইত্তাওয়ার শহর M.P আল ভারতের এক মডার্ন যুবকের ১৪২৬ হিজরীর রমযানুল মোবারকের শেষ ১০ দিন তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আয়োজিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে আশিকানে রাসুলদের সাথে ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হয়। তার বর্ণনা হল: দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ ও আশিকানে রাসুলদের সংস্পর্শের বরকতে আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়। মুখে দাঁড়ির বাহরের উজ্জলতার চমক এনে দিল এবং সবুজ পাগড়ীতে মাথা সবুজ হয়ে গেল। সেই সাথে ১২ দিনের জন্য সুন্নাতের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে মাদানী কাফেলার মুসাফিরও হয়ে গেলাম। একেবারে মাদানী রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমানে দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ হয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর হালকা মুশাওয়ারাতের নিগরান হয়ে মাদানী কাজের সাড়া জাগাচ্ছি।

গরছে দিল মে হে ফ্যাশন উলফত ভরি,
মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাফ।
উমর আইন্দা গুজরেগি সুন্নাত ভরি,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ

ইয়া রবে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও বোনদের ইতিকাফ কবুল করণ এবং এর বরকত দ্বারা সকলকে ধন্য করো! ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরকেও ইতিকাফ করার সৌভাগ্য দান করো!

اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

মসজিদকে ভালবাসার ফযীলত

হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন: খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি মসজিদের সাথে ভালবাসা রাখবে, আল্লাহ তাআলাও তার সাথে ভালবাসা রাখবেন।” (ভাবরানী আউসত, হাদীস নং-২৩৭৯, বৈরুত) হযরতুল আল্লামা আব্দুর রউফ মানাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: “মসজিদের সাথে ভালবাসা রাখার ব্যাপারটা এইভাবে-

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল্লা)

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এতে ইতিকাফ, নামায, আল্লাহ তাআলার জিকির এবং শরয়ী মাসআলা মাসায়েল শিক্ষা নেয়া ও দেয়ার জন্য বসে থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা। আর আল্লাহ কর্তৃক ঐ বান্দাকে ভালবাসার অর্থ হচ্ছে এই, আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করেন এবং তাঁকে তার নিজের হিফাজতে নিয়ে নেন।”

(ফয়জুল কদীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

মসজিদের যিয়ারতের ফযীলত

হযরত সাযিয়্যুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে দুনিয়াতে মসজিদ সমূহ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ঘর এবং আল্লাহ তাআলার বদান্যতায় হক হচ্ছে (স্বীয় ঘরের) যিয়ারতকারীদের প্রতি দয়া করা।”

(ভাবরানী কবির, ১০ম খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০৩২৪, বৈরুত)

হযরত আল্লামা আব্দুর রাউফ মানাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেছেন: “অর্থাৎ মসজিদ হচ্ছে সেই সমস্ত স্থান যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা নিজ রহমত বর্ষণের জন্য বাঁছাই করেছেন।

(ফয়জুল কবীর, ২য় খন্ড, ৫৫২ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

মসজিদে হাসাহাসির শাস্তি

হযরত সাযিয়্যুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বয়ত, মাহরুবে রব্বুল ইয্যত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে:

اَرْتَابُكَ فِي الْمَسْجِدِ طَلْمَةٌ فِي الْقَدْرِ অর্থাৎ মসজিদে হাসাহাসি করা কবরে অন্ধকার নিয়ে আসে। (আল ফিরদাউস বিমাসুরীল খাতাব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৩১, হাদীস নং-৩৮৯১, দারুল ফিকির, বৈরুত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

জাহান্নামের দরজায় নাম

হযরত সাযিয়্যদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَدِّدًا كُتِبَ اسْمُهُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَيَبْتِغِي يَدَ خُلْفَهَا اَرْتَابًا- “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াজ্ত নামাযও কাযা করবে, তার নাম জাহান্নামের সেই দরজায় লিখে দেয়া হবে যেই দরজা দিয়ে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস-১০৫৯০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত)

জান্নাত থেকে বঞ্চিত

হযরত সাযিয়্যদুনা হুযাইফা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ تَبَّاتٌ اَرْتَابًا- “চোগল খোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (সহীহ বুখারী, ৫১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬০৫৬)

তাওবার ফযীলত

হযরত সাযিয়্যদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: هُوَ الَّذِي لَا دُونََ لَهُ اَرْتَابًا- “গুনাহ থেকে তাওবাকারী এমন, যেমন সে কোন গুনাহই করেনি।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৭৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪২৫০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আজ তারগীব ওয়াহ তাহব)

মিসওয়াকের ফযীলত

হযরত সাযিদুনা আবু উমামা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, শিয়্য রাসুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: اَرْثَا۟-السَّوَاكُ مُطَهَّرٌ لِنَفْسٍ مَرْصَأٍ رَبِّ-মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির কারণ। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৪৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-২৮৯)

চারজন মিথ্যা দাবীদার

১. আল্লাহ তাআলার ভালবাসার দাবীদার, কিন্তু আল্লাহ তাআলার হারামকৃত কাজগুলো থেকে বিরত থাকে না।
২. রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ভালবাসার দাবীদার, কিন্তু গরীবদেরকে মূল্যায়ন করে না।
৩. জান্নাতের প্রার্থী হবার দাবীদার, কিন্তু আল্লাহ তাআলার রাস্তায় খরচ করতে কার্পন্য করে।
৪. জাহান্নামকে ভয় করার দাবীদার, কিন্তু গুনাহের কাজগুলো থেকে বিরত থাকে না।

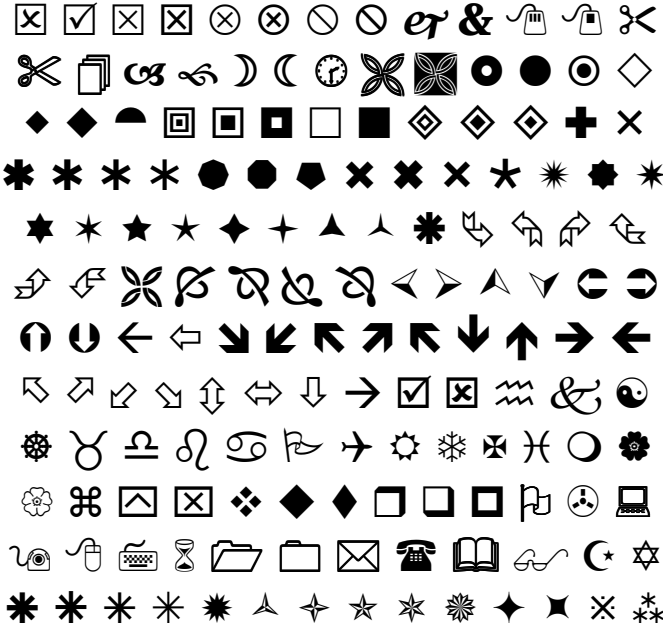
(হাতিম আহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

ছয় জন ব্যক্তির জন্য কল্যাণের দরজা বন্ধ

১. নিজের ইলম বা জ্ঞানানুসারে যে আমল করে না।
২. নেয়ামতরাজি পেয়ে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।
৩. নেককারদের সঙ্গে বসা সত্ত্বেও যে তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে না।
৪. মৃতলোকদের কাফন-দাফনে শরীক হওয়া সত্ত্বেও যে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।
৫. যে সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আখিরাতের জন্য পাথেয় জোগাড় করে না।
৬. অনেক গুনাহ করা সত্ত্বেও যে তাওবা করে না।

(ইয়াহুইয়া বিন মুয়াজ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ)



রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসার্বাত)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ফয়যানে ঈদুল ফিতর

দরুদ শরীফের ফযীলত

একদা কোন এক ভিখারী কাফিরদের নিকট ভিক্ষা চাইলো। তারা ঠাট্টা স্বরূপ হযরত মাওলা আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর নিকট পাঠিয়ে দিলো, তিনি সামনে উপস্থিত ছিলেন। ভিক্ষুক হাযির হয়ে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করলো। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে তার হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে দিলেন। আর বললেন : “মুষ্টি বন্ধ করে নাও আর যারা তোমাকে পাঠিয়েছে, তাদের সামনে গিয়ে খুলে নাও।” (কাফিরগণ হাসছিলো। কারণ, খালি ফুঁক মারলে কি হয়?) কিন্তু যখন ভিখারী তাদের সামনে গিয়ে মুষ্টি খুললো : তখন দেখা গেলো তা স্বর্ণের দীনারে ভর্তি ছিলো। এ কারামত দেখে কয়েকজন কাফির মুসলমান হয়ে গেলো।

(রাহাতুল কুলুব, ৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ রমযান শরীফের মোবারক মাস সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন: “এ মাসের প্রথম দশদিন রহমত, দ্বিতীয় দশদিন মাগফিরাত ও তৃতীয় দশদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি”। (সহীহ ইবনে খুজায়মা, ৩য় খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৮৭) বুঝা গেল, রমযান মোবারক রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

সুতরাং এ রহমত, মাগফিরাত ও দোযখ থেকে মুক্তির পুরস্কারাদির খুশীতে সৌভাগ্যের ঈদের খুশী উদযাপনের সুযোগ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। ঈদুল ফিতরের দিনে খুশী প্রকাশ করা মুস্তাহাব। তাই সুন্নাত পালনের নিয়তে আমাদেরও আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও বদান্যতার উপর অবশ্যই খুশী প্রকাশ করা চাই। কারণ, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও দয়ার উপর খুশী প্রকাশ করার উৎসাহতো আমাদেরকে খোদ আল্লাহ তাআলার সত্য বাণীই দিচ্ছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

“আপনি বলুন, “আল্লাহ এরই অনুগ্রহ ও তাঁরই রহমত, এর উপর তারা খুশী উদযাপন করুক।”

(পারা-১১, সূরা-ইউনুস, আয়াত-৫৮)

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

আমরা ঈদ কেন উদযাপন করবো না?

দেখুন না! কোন ছাত্র পরীক্ষায় যখন পাস করে, তখন সে কতোই খুশী হয়? মাহে রমযানুল মোবারকের বরকত ও রহমতসমূহের কথা কিইবা বলবো! এটাতো ওই মহান মাস, যাতে মানব জাতির সফলতা, সংস্কার, উন্নতি ও পরকালীন মুক্তির জন্য একটি ‘খোদা প্রদত্ত কানুন’ অর্থাৎ কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে। এটা হচ্ছে, ওই মাস, যাতে প্রতিটি মুসলমানের ঈমানের কঠিন পরীক্ষা নেয়া হয়। সুতরাং এক সর্বোত্তম ‘জীবন-বিধান’ পেয়ে এবং দীর্ঘ এক মাসের কঠিন পরীক্ষায় সফলকাম হয়ে একজন মুসলমানের খুশী হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার।

সাধারণ ঝুমা হোষণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার দয়ার উপর দয়া হচ্ছে, তিনি মাহে রমযানের সমাপ্তির পরেই ঈদুল ফিতরের মহান নেয়ামত দ্বারা আমাদেরকে ধন্য করেছেন। এ মহত্বপূর্ণ ঈদের অশেষ ফযীলত রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দারইন্নি)

এক দীর্ঘ হাদীস শরীফ, যা হযরত সাযিয়ুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বর্ণনা করেছেন: যখন ঈদুল ফিতরের মোবারক রাত আসে, তখন সেটাকে ‘লায়লাতুল জায়েযা অর্থাৎ ‘পুরস্কারের রাত’ বলে আহ্বান করা হয়। যখন ঈদের দিন ভোর হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা আপন মাসুম (নিষ্পাপ) ফেরেশতাদেরকে সব শহরে প্রেরণ করেন। ওই ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে শুভাগমন করে সব গলি ও রাস্তাগুলোর মাথায় মাথায় গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আর এ বলে আহ্বান করে, ‘হে উম্মতে মুহাম্মদী عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! ওই দয়াবান প্রতিপালক এর মহান দরবারের দিকে চলো, যিনি খুবই বেশি পরিমাণে দাতা এবং বড় থেকে বড় গুনাহ ক্ষমাকারী।” তারপর আল্লাহ তাআলা আপন বান্দাদেরকে এভাবে সম্বোধন করেন, “হে আমার বান্দারা! চাও, কি চাইতে ইচ্ছা হয়! আমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ! আজকের দিনে এ জমায়েতে (ঈদের নামায) তোমাদের আখিরাতে সম্পর্কে যা কিছু চাইবে তা পূরণ করবো। আর যা কিছু দুনিয়া সম্পর্কে চাইবে তাতে তোমাদের মঙ্গলের দিক দেখবো। (অর্থাৎ ওই জিনিষ দেব যাতে তোমাদের মঙ্গল রয়েছে।) আমার সম্মানের শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার (বিধানাবলীর) প্রতি যত্নবান থাকবে, আমিও তোমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো গোপন রাখবো। আমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ! আমি তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারীদের (অর্থাৎ পাপীদের) সাথে অপমানিত করবো না। ব্যাস! তোমাদের ঘরের দিকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হিসেবে ফিরে যাও! তোমরা আমাকে সন্তুষ্ট করেছো, আমিও তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছি।” (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩)

পুরস্কার পাবার রাত

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা আমরা গুনাহগারদের উপর কতোই দয়াবান! একেতো রমযানুল মোবারকের গোটা মাসই আমাদের উপর আপন রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকেন, তারপর যখনই এ মোবারক মাস আমাদের থেকে বিদায় নেয় এর পরপরই আমাদেরকে ঈদ-মোবারকের খুশী দান করছেন!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

উপরোল্লিখিত হাদীস মোবারক শাওয়ালের চাঁদ-রাত অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের রাতকে ‘লাইলাতুল জায়েযা’ অর্থাৎ ‘পুরস্কারের রাত’ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ রাত নেককার লোকদের পুরস্কার পাবার তথা ঈদের বখশিশ পাওয়ার রাত। এ মোবারক রাতের অশেষ ফযীলত রয়েছে।

অন্তর জীবিত থাকবে

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হযুর পূরনূর ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি দু’ ঈদের রাতে (অর্থাৎ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাব রাত দুটিতে) সাওয়াব লাভের জন্য জাগ্রত থেকে ইবাদত করেছে, ওই দিন তার হৃদয় মরবে না, যেদিন মানুষের অন্তর মরে যাবে।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৮২)

জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়

অন্যত্র হযরত সাযিয়দুনা মুআয ইবনে জাবাল رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি পাঁচটি রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (সে রাতগুলো হচ্ছে) যিলহজ্জের ৮, ৯ ও ১০ তারিখের রাতে (তিন রাত) আর ৪র্থ ঈদুল ফিতরের রাত এবং ৫ম ১৫ ই শাবানুল মুয়াজ্জমের রাত (অর্থাৎ শবে বরাত।)

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-০২)

সায়িয়দুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا এর বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে পাক (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) এর মধ্যে এ বিষয়বস্তুও রয়েছে, ঈদের দিন মাসুম ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার দান সমূহ এবং ক্ষমার ঘোষণা দেন। আর আল্লাহ তাআলা নিজেও অশেষ দান করেন যেনো সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয়। নিজের দয়া ও বদান্যতায় ঈদের নামায়ে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের মাগফিরাত দান করে। তাছাড়া, আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে এটাও বলা হয় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলসমূহ থেকে যার যা কিছু দরকার হয়, তা যেনো চেয়ে নেয়। তাকে অবশ্যই দয়া করা হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

আহা! এমন সব স্থানে যদি আমরা চাইতে জানতাম! কেননা, সাধারণতঃ লোকেরা এসব সুযোগে শুধু দুনিয়ার মঙ্গল, রুজিতে বরকত, আরো জানি না কি কি দুনিয়াবী বিষয়াদি চেয়ে বসে। দুনিয়ার মঙ্গলের সাথে সাথে আখিরাতের কল্যাণ বেশি চাওয়া উচিত। দ্বীনের উপর অটলতা, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ঈমানের উপর হওয়া, তাও মদীনায়ে মুনাওয়ারায় হুযর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র কদমযুগলে, দাফনের স্থান জান্নাতুল বকীতে এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশীও চেয়ে নেয়া চাই।

ফোন ভিখারী নিরাশ হয়ে ফিরে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু মনযোগ দিন! ঈদুল ফিতরের দিন কেমনই গুরুত্বপূর্ণ দিন! এ দিনে আল্লাহ তাআলার রহমত অতিমাত্রায় ঢেউ খেলে। আল্লাহ তাআলার দরবার থেকে কোন ভিখারী খালি হাতে ফিরে না। একদিকে আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাগণ আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমত ও ক্ষমার উপর খুশী উদযাপন করে, অন্যদিকে মুমিনের উপর আল্লাহ তাআলার এতো বেশী দয়া ও করুণা দেখে মানুষের কঠিন দুশমন শয়তান পেরেশান হয়ে যায়।

শয়তান অস্থির হয়ে যায়

হযরত সাযিয়্যুনা ওয়াহাব ইবনে মুনাবিহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “যখনই ঈদ আসে, তখন শয়তান চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। তার অস্থিরতা দেখে সমস্ত শয়তান তার চতুর্পাশে জড়ো হয়ে জিজ্ঞাসা করে, ওহে আমাদের নেতা! আপনি কেন রাগান্বিত ও অস্থির হয়ে পড়েছেন?” সে বলে, “হায় আফসোস! আল্লাহ তাআলা আজকের দিনে উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাই তোমরা তাদেরকে প্রবৃতির কামনা ও তৃপ্তিতে বিভোর করে দাও।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

রাসুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

শয়তান কি সফলকাম ?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ঈদের দিনটি শয়তানের জন্য কতোই কঠিন হয়ে অতিবাহিত হয়? তাই সে তার সন্তানদের হুকুম দিয়ে দেয় যেন তারা মুসলমানদেরকে প্রবৃত্তিগত তৃপ্তি লাভে মশগুল করে দেয়। আফসোস! শত আফসোস! বর্তমান যুগে তো শয়তান তার এ আক্রমণে সফলকাম হতে দেখা যাচ্ছে! আফসোস! শত আফসোস! ঈদের আগমনে উচিততো এটাই ছিলো যে, ইবাদত সমূহ ও নেক কাজগুলো বেশি পরিমাণে করতে থাকবে, আল্লাহ তাআলার শোকর অধিক পরিমাণে করবে। কিন্তু আফসোস! শত আফসোস! এখন মুসলমান সৌভাগ্যময় ঈদের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ভুলে বসেছে! হায় আফসোস! এখন তো ঈদ উদযাপনের এই আন্দাজ হয়ে গেলো যে, অনর্থক ধরণের ডিজাইন সম্পন্ন বরং আল্লাহ তাআলার পানাহ! প্রাণীগুলোর ফটো সম্বলিত অদ্ভূত ধরণের পোশাকও পরা হচ্ছে^২ (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ১৪১-১৪২ পৃষ্ঠা) নাচ-গান ও চিত্র বিনোদনের মঞ্চগুলো গরম করা হচ্ছে, ঢংয়ের মেলা, নাপাক খেলাধুলা, নাচ-গান ও ফিল্ম-নাটকের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আর মন খুলে সময় ও সম্পদ উভয়কে সুল্লাত ও শরীয়াতের পরিপন্থী কাজের মধ্যে বরবাদ করা হচ্ছে। আফসোস! শত হাজার আফসোস! আমরা এখন এ মোবারক দিনকে কি পরিমাণ ভুল কাজ সমূহে অতিবাহিত করতে থাকি।

আমার ইসলামী ভাইয়েরা! এসব শরীয়াত- বিরোধী কাজগুলোর কারণে হতে পারে- এ সৌভাগ্যের ঈদ আমাদের জন্য কঠিন শাস্তির হুমকি হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে নিজেদের অবস্থার প্রতি দয়াবান হোন! ফ্যাশন-পূজা ও অপচয় থেকে বিরত হোন!

^২ (বাহারে শরীয়াত এ আছে: প্রাণী ও মানুষের ফটো সম্বলিত পোশাক পরে নামায পরা ‘মাকরুহ-ই-তাহরীমী’। (অর্থাৎ হারামের কাছাকাছি।) এমন পোশাক কিংবা উপরে অন্য কোন কাপড় পরে নামায পুনরায় পড়া ওয়াযিব। নামায ছাড়াও অন্যান্য সময়ে প্রাণীর ফটো সম্বলিত কাপড় পরা না জায়িব।

(বাহারে শরীয়াত থেকে সংক্ষেপিত, ৩য় খন্ড, ১৩১-১৩২ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

একটু দেখুন না! আল্লাহ তাআলা অপব্যয়কারীদেরকে কুরআনে পাকে শয়তানের ভাই সাব্যস্ত করেছেন।

কানযুল ইম্যান থেকে অনুবাদ:

এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয়
অপব্যয়কারী শয়তানদের ভাই,
শয়তান আপন রবের বড়
অকৃতজ্ঞ।

(পারা-১৫, সূরা-বনী ইসরাঈল, আয়াত-২৬-২৭)

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا ۙ

إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا

إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ

الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۙ

মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! অপব্যয়কারীদেরকে কুরআনে পাকে কতো খারাপ বলা হয়েছে? মনে রাখবেন! এসব অপব্যয়কারীদের প্রতি আল্লাহ তাআলা কখনোই খুশী হন না। (কাজেই, আমরা কেন এসব কাজ করে আল্লাহকে নারায ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মনে দুঃখ দেবো?) মনে রাখবেন! মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য করার যেই বস্তুটি রয়েছে, তা হচ্ছে বিবেক, ব্যবস্থাপনা ও দূরদর্শিতা। সাধারণত: পশুর মধ্যে আগামী কালের চিন্তা থাকে না। মানুষ কোন কাজ কার্যকরী কৌশলের আলোকে করে। কিন্তু আফসোস! আজকাল কৌশলের তো নাম-গন্ধও নেই, তদুপরি, এ নশ্বর জগতকে গনীমত মনে করে আখিরাতের জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হয় না। আহা! এখনতো মানুষ আপন জীবনের উদ্দেশ্য মনে করছে, সম্পদ উপার্জন করা, খুব মজা করে খাওয়া, তারপর খুব অলসতার নিদ্রায় বিভোর থাকা।

কিয়া কেহো আহবাব কিয়া কারে নুমায়্য কর গিয়ে,
বি.এ কিয়া, নওকর হোয়ে, পেনশন মিলী ফির মরগিয়ে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

জীবনের উদ্দেশ্য কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনের উদ্দেশ্য শুধু বড় বড় ডিগ্রী হাসিল করা, পানাহার করা এবং বিলাসিতা করা নয়। আল্লাহ তাআলা শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে জীবন কেন দান করলেন? আসুন, কুরআন পাকের খিদমতে আরম্ভ করি, ইয়া আল্লাহ তাআলার সত্য কিতাব! তুমিই আমাদেরকে বলে দাও, আমাদের জীবন ও মরণের উদ্দেশ্য কি? কুরআনে আযীম থেকে জবাব পাওয়া যাচ্ছে আল্লাহ তাআলার মহান বাণী:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এই মৃত্যু ও জীবনকে এই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে এটা পরীক্ষা করা যায় যে কে বেশি অনুগত ও নিষ্ঠাবান। (পারা-২৯, সূরা-মুলক, আয়াত-২)

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ
أَحْسَنُ عَمَلًا ط

জন্ম হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা হিসেবে ঈদের সুন্দরতম সময়গুলো আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলায় অতিবাহিত করুন। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি সত্য ঘটনা উপস্থাপন করছি। জাহলাম পাঞ্জাম প্রদেশের এর এক ইসলামী ভাই কিছু এরকম বর্ণনা দিয়েছেন, বিয়ের প্রায় ৬ মাস পর ঘরে সকলের আক্বার আলো প্রকাশ পেল। (তথা স্ত্রী গর্ভবতী হল)। ডাক্তার বললেন, আপনার স্ত্রীর বিষয়টি খুবই জটিল। রক্তেরও যথেষ্ট স্বল্পতা রয়েছে। সম্ভবত অপারেশন করা প্রয়োজন হতে পারে। আমি ঐ সময় ৩০ দিনের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হওয়ার নিয়ত করে নিলাম এবং কিছুদিন পর আশিকানে রাসূলদের সাথে সফরে রওয়ানা হয়ে গেলাম। الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলার বরকতে এমন দয়া আর মেহেরবানী হয়ে গেল, হাসপাতালে যেতেই হয়নি বা কোন ডাক্তারকে দেখাতে হয়নি, ঘরেই সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে আমার মাদানী মুন্নার (ছেলের) জন্ম হল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

ঘরমে ‘উম্মীদ’ হো, উছকি তামহীদ হো,
জলদী চল পড়ে, কাফিলে মে চলো।
বাচ্চা কি খায়র হো, বাচ্চা কি খায়র হো,
উঠে হিম্মত করে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

গর্ভ হিফাজতের ২টি রুহানী চিকিৎসা

(১) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ১১ বার কোন প্লেট বা কাগজে লিখে ধুয়ে (গর্ভবর্তী) মহিলাকে পান করান। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ গর্ভ নিরাপদে থাকবে। আর যে সমস্ত মহিলার বুকে দুধ নেই বা কম আছে তার জন্যও এই আমল উপকারী। চাইলে একদিনেও পান করাতে পারেন অথবা কয়েকদিন লিখে লিখে পান করান, উভয়টির অনুমতি রয়েছে।

(২) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ১১১ বার কোন কাগজে লিখে গর্ভবর্তী মহিলার পেটে বেঁধে দিন এবং সন্তান জন্ম হওয়া পর্যন্ত বেঁধে রাখবেন। (প্রয়োজনে কিছুক্ষণের জন্য খুলে লাগালে কোন সমস্যা নেই) إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ গর্ভও ঠিক থাকবে এবং বাচ্চাও সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদে জন্ম গ্রহণ করবে।

ঈদ, নাকি শাস্তি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনর্থক কাজ সম্পাদন করে ‘ঈদের দিনকে’ নিজের জন্য কঠিন শাস্তির দিন বানাবেন না। আর স্মরণ রাখুন!

لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَيْسَ الْجَدِيدِ

إِنَّهَا الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيدِ

অনুবাদ: তার জন্য ঈদ নয়, যে নতুন কাপড় পরেছে,

ঈদতো তার জন্য যে আল্লাহ তাআলার শাস্তিকে ভয় করেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

আউলিয়ায়ে কেলামও তো ঈদ উদযাপন করেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরাতো শুধু নতুন নতুন কাপড় পরে ও উন্নত মানের খাবার খাওয়াকেই ঈদ মনে করি। একটু খেয়াল করো! আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى ওতো ঈদ পালন করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের ঈদ পালনের ধরণই অনন্য। তাঁরা দুনিয়াবী মজা গ্রহণ করা থেকে অনেক দূরে থাকেন। সব সময় নফসে আশ্মাবার বিরোধীতা করতে থাকেন।

ঈদের আশ্চর্য খাবার

হযরত সাযিয়্যুনা যুন্নুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দীর্ঘ দশ বছর যাবত কোন মজাদার খাদ্য খান নি। নফস চাচ্ছিলো আর তিনি নফসের বিরোধীতাই করছিলেন। একবার ঈদের পবিত্র রাতে নফস প্রস্তাব দিলো, ‘আগামী কাল পবিত্র ঈদের দিন। যদি কোন মজাদার খাবার খেয়ে নেয়া হয় তবে তাতে ক্ষতি কি?’ এ প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ও নফসকে পরীক্ষায় ফেলার উদ্দেশ্য বললেন, ‘আমি প্রথমে দুই রাকাত নফল নামাযের মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ খতম করবো। হে আমার নফস! তুমি যদি আমার এ প্রস্তাবে একমত হও, তবে আগামী কাল মজাদার খাবার পাওয়া যাবে।’ তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। ওই দু’ রাকাআতে পুরো কুরআন মজীদ খতম করলেন। তাঁর নফস এ ব্যাপারে তার সাথে একমত হয়ে কাজ করলো। (অর্থাৎ দুই রাকাত একত্রিচিহ্নে আদায় করা হলো।) তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ঈদের দিন মজাদার খাবার আনালেন। লোকমা তুলে মুখে দিতে চাইলেন। অমনি অস্থির হয়ে তা পুনরায় রেখে দিলেন, খাবার খেলেন না। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তদুত্তরে, তিনি বললেন, ‘যখন আমি লোকমা তুলে মুখের নিকট নিলাম, তখন আমার নফস বললো: ‘দেখলে! আমি শেষে দীর্ঘ দশ বছর যাবত লালিত ইচ্ছায় কামিয়াব হয়ে গেলাম।’

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিভাবে আমার উপর দরদর শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

আমি তখন বললাম: ‘যদি তাই হয়, তবে আমি তোমাকে কখনোই সফলকাম হতে দিবো না। আর নিশ্চয় মজাদার খাবার খাব না।’ সুতরাং তিনি মজাদার খাবার খাওয়ার ইচ্ছা বাদ দিলেন। ইতিমধ্যে, এক ব্যক্তি মজাদার খাবারের বড় থালা এনে হাযির করলো। আর আরয করলো, ‘এ খাবার আমি নিজের জন্য রাতে তৈরী করেছি। রাতে ঘুমালে আমার সৌভাগ্যের তারকা চমকে উঠলো। রাতে আমার স্বপ্নে তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয়যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাক্ষাত পেয়ে ধন্য হলাম। আমার রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকে ইরশাদ করলেন: ‘যদি তুমি কাল কিয়ামতের দিনও আমাকে দেখতে চাও, তবে এ খাদ্য যুন্নন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিকট নিয়ে যাও! আর তাকে গিয়ে বলো, খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: ‘কিছুক্ষণের জন্য নফসের সাথে সন্ধি করে নিতে! আর কয়েকটা লোকমা এ মজাদার খাবার থেকে খেয়ে নিতে!’ হযরত সাযিয়্যদুনা যুন্নন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর এ সংবাদ শুনে খুশী হন। আর বলতে লাগলেন, ‘আমি অনুগত, আমি নির্দেশ পালনকারী।’ আর মজাদার খাবার খেতে লাগলেন। (তায়কিরাতুল আউলিয়া, ১১৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

রব হে মু'তী ইয়ে হে কাসিম, রিয্ক উছ কা হে খিলাতে ইয়ে হে।

ঠান্ডা ঠান্ডা মিঠা মিঠা, পীতে হাম হে পিলাতে ইয়ে হে।

নবী করীম ﷺ খাওয়ান, নবী করীম ﷺ পান করান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ তাআলার নেক বান্দারা পবিত্র ঈদের দিনেও নফসের আনুগত্য করা থেকে কি পরিমাণ দূরে থাকেন? নিশ্চয় নিশ্চয় তারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও বন্দেগীর মধ্যেই খুশী থাকেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

তাঁদের শান হয় যে, আল্লাহ তাআলা ও রাসুল ﷺ এর সন্তুষ্টির খাতিরে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থাকেন। এমন সৌভাগ্যবান লোকদেরকে বিশেষভাবে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ আহ্বার করান। আর একথাও জানা গেলো, খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ আপন মাহবুব গোলাম হযরত সাযিদ্‌দুনা যুন্নুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه এর অবস্থাদি দেখছিলেন। তবেই তো তিনি একজন গোলামকে নির্দেশ দিয়ে হযরতকে বার্তা পাঠালেন। আর নিজ দয়ায় খাবার খাওয়ালেন।

ছরকার খিলাতে হে ছরকার পিলাতে হে
সুলতান ও গদা ছবকো ছরকার নিবাতে হে।

আত্মাকেও সাজান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই, ঈদের দিন গোসল করা, নতুন কিংবা পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা এবং পাক-সাফ আতর লাগানো সুন্নাত। এসব সুন্নাত আমাদের জাহেরী শরীরের পরিচ্ছন্নতার জন্যই। কিন্তু আমাদের এসব পরিস্কার, চমকিত ও নতুন কাপড়গুলো আর গোসলকৃত ও খুশবু লাগানো শরীরের সাথে সাথে আমাদের রুহও, আমাদের উপর আমাদের মাতা-পিতার চেয়েও বেশি মেহেরবান খোদায়ে রহমানের ভালবাসা ও আনুগত্য এবং তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত ﷺ এর ভালবাসা এবং সুন্নাত দ্বারাও খুব ভালভাবে সাজানো চাই।

অপবিত্র বস্তুর উপর রূপার পাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুনতো! রোযা একটাও রাখেনি; পুরো রমযান মাস আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার মধ্যে অতিবাহিত করেছে; মসজিদ ও ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করার পরিবর্তে সারা রাত হৈ-ছল্লোড়, ক্রিকেট খেলা কিংবা সেটার তামাশা দেখা, টেবিল-টেনিস, ফুটবল খেলা,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারানী)

ভিডিও গেমস খেলা কিংবা নিরুদ্দেশভাবে ঘুরাফেরা করার মধ্যে অতিবাহিত করেছে; নাত শরীফ শোনার পরিবর্তে টেপ রেকর্ডারে ফিলোর গান শুনছে; এমনিতেতো নিজের দেহ ও আত্মাকে ইংলিশ ফ্যাশনের অনুসারী বানিয়েছে। সুতরাং এগুলোকে এমন মনে করুন যেন এক খন্ড অপবিত্র বস্তু ছিলো, যার উপর রূপার পাত জড়িয়ে দিয়ে প্রদর্শন করা হয়েছে!

ঈদ ক্বার জন্ম?

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ভালবাসায় বিভোর আশিকগণ! সত্য কথাতো এটাই, ঈদ ওই সৌভাগ্যবান মুসলমানদের জন্মই, যারা সম্মানিত মাস রমযানকে রোযা, নামায ও অন্যান্য ইবাদত দ্বারা অতিবাহিত করেছে। এ ঈদ তাদের জন্ম আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে পারিশ্রমিক (প্রতিদান) পাওয়ার দিন। আমাদেরতো আল্লাহকে ভয় করা চাই। আহা! সম্মানিত মাসটির প্রতি কর্তব্য যথাযথ আমরা পালন করতে পারলাম না।

সায়িদুনা উমর ফারুক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ঈদ

ঈদের দিন লোকেরা খলীফার ঘরে হাযির হলেন। কী দেখলেন? তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ দরজা বন্ধ করে অব্যাহত নয়নে কাঁদছেন। লোকেরা হতভম্ব হয়ে আরয় করলেন: ওহে আমীরুল মুমিনীন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ! আজতো ঈদ, যা খুশী উদযাপনের দিন। খুশীর স্থলে এ কান্নাকাটি কেন করছেন? তিনি চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন: هَذَا يَوْمُ الْعَيْدِ وَهَذَا يَوْمُ الْوَعِيدِ অর্থাৎ- “হে লোকেরা! এটা ঈদের দিনও, আবার আযাবের হুমকির দিনও।” আজ যার রোযা-নামায কবুল হয়েছে, নিঃসন্দেহে আজ তার জন্ম ঈদের দিন। কিন্তু যার নামায রোযা কবুল না করে তার মুখে ছুঁড়ে মারা হয়েছে, তার জন্ম আজ আযাবের হুমকির দিন। আর আমি এ ভয়ে কাঁদছি যে, আহা! اَنَا لَا أَدْرِي أَمِنَ الْمُقْبُولِينَ أَمْ مِنَ الْمَطْرُودِينَ- আমি জানিনা আমি কি গ্রহণযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত, না প্রত্যাখ্যাতদের অন্তর্ভুক্ত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

ঈদকে দিন উমর ইয়ে রোরো কার, বোলে নেকো কি ঈদ হোতি হে।

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

আমাদের সঠিক উপলব্ধি

আল্লাহ্ আকবার! ভালবাসার ধারকগণ! খেয়াল করো! খুব খেয়াল করো! ওই ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ যাকে হরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিজের জাহেরী হায়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ভয় তাঁর উপর কিভাবে চেঁপে বসেছিল, শুধু একথা চিন্তা করতে করতে তিনি থরথর করে কাঁপছিলেন, ‘জানিনা আমার রমযানুল মোবারকের ইবাদতগুলো কবুল হলো কিনা? سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! ঈদুল ফিতরের খুশী উদযাপন করা যাঁদের জন্য প্রকৃতপক্ষে শোভা পেতো, যাঁদের বাস্তবিকই অধিকার ছিলো, তাঁদের ভয় ও আতঙ্কের এ অবস্থা! আর আমাদের মতো অকর্মা ও বাচাল লোকদের এ অবস্থা যে, আমরা নেকীর ن (নূন) এর নোকতাহ বা বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনা, কিন্তু আত্মতৃপ্তির অবস্থা এমনি যে, ‘আমাদের মতো নেককার ও পবিত্র লোক হয়তো আজকাল আর নেই।’ এ হৃদয়গ্রাহী ঘটনা থেকে ওই অজ্ঞ লোকদের বিশেষভাবে শিক্ষা অর্জন করা চাই, যারা ইবাদতগুলোর উপর গর্ব করে নিজেদেরকে সামাল দিতে পারে না। আর নিজের নেক আমলগুলো, যেমন-নামায, রোযা, হজ্জ, মসজিদে খিদমত, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির সাহায্য এবং সামাজিক কাজে সফলতা ইত্যাদি ইত্যাদি কার্যাদিকে নিজের ধারণায় ‘কীর্তি’ মনে করে সর্বত্র বলে ও ঘোষণা দিয়ে বেড়ায়। ঢাকঢোল পেটাতে গিয়ে ক্লান্ত হয় না, বরং নিজেদের নেক কাজগুলোর, আল্লাহ তাআলার পানাহ! পত্র-পত্রিকায়, বই ম্যাগাজিনে ফটো ছাপাতেও চিন্তা করে না! আহ! তাদের মন-মানসিকতাকে কীভাবে ঠিক করা যাবে! তাদের মধ্যে গঠনমূলক ও চারিত্রিক চিন্তা কীভাবে তৈরী করা হবে? তাদেরকে এ কথা কীভাবে বুঝানো যাবে,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল্লা)

এভাবে শরীয়াত-সমর্থিত প্রয়োজন ব্যতীত নিজেদের নেকীগুলোর ঘোষণা রিয়াকারী (লোক-দেখানো) এর शामिल। রিয়াকারী হচ্ছে সরাসরি ধ্বংস। এমন করলে কখনও কখনও শুধু আমলই বরবাদ হয় না, বরং রিয়াকারীর গুনাহও আমলনামায় লিখা হয়। বাকী রইলো নিজের ফটো ছাপানো। তাওবা! তাওবা! তাতো রিয়াকারীর উপর বুক ফুলিয়ে চলার মতোই। কৃতকর্মগুলোর দেখানোর এতো আগ্রহ, ফটোর মতো হারাম মাধ্যমকেও বাদ দেয়া হয়নি! ইয়া আল্লাহ! রিয়াকারীর ধ্বংস, ‘আমি, আমি’ করার মুসীবত তথা আমিত্বের বিপদ থেকে আমাদের মুসলমানদেরকে রক্ষা করো! **اٰمِيْنَ بِجَاۗءِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ**

শাহজাদার ঈদ

হযরত সাযিয়দুনা ওমর ফারুককে আযম **رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ** একদা ঈদের দিন তাঁর শাহজাদাকে (ছেলেদেরকে) পুরাতন জামা পরতে দেখে কেঁদে ফেললেন। শাহজাদা আরয করলেন: ‘প্রিয় আব্বাজান! আপনি কাঁদছেন কেন?’ বললেন: ‘ওহে আমার প্রিয় সন্তান! আমার আশংকা হচ্ছে, আজ ঈদের দিনে অন্যান্য ছেলেরা তোমাকে এ পোশাকে দেখতে পাবে, তখন তোমার মন ভেঙ্গে যাবে।’ পুত্র তার উত্তরে আরয করলেন: ‘মনতো তারই ভাগবে, যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি, মাতা কিংবা পিতার অবাধ্য হয়েছে। আর আমি আশা করি, আপনার সন্তুষ্টির বদৌলতে আল্লাহ তাআলা আমার উপর সন্তুষ্টি হয়ে যাবেন।’ একথা শুনে হযরত ওমর ফারুক **رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ** শাহজাদাকে গলায় লাগালেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

শাহজাদীদের ঈদ

আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দুনা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয **رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ** এর দরবারে ঈদের একদিন আগে তাঁর শাহজাদীগণ (মেয়েরা) উপস্থিত হয়ে বললেন: ‘বাবাজান! আগামীকাল ঈদের দিন আমরা কোন কাপড় পরবো?’

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

তিনি বললেন: ‘এ কাপড়গুলোই, যেগুলো তোমরা পরে আছো! সেগুলো ধুয়ে নাও! কাল পরে নিও! তারা আরয করল: ‘না, আব্বাজান! আমাদেরকে আপনি নতুন পোশাক বানিয়ে দিন।’ মেয়েরা জেদ ধরে বসলো। তিনি বললেন: ‘আমার স্নেহের মেয়েরা! ঈদের দিন হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দিন। নতুন কাপড় পরা জরুরী না!’ তারা আরয করল: ‘আব্বাজান! আপনার কথা ঠিক কিন্তু আমাদের বান্ধবীরা বলবে, ‘তোমরা আমীরুল মু‘মিনীনের কন্যা অথচ পুরাতন কাপড় পরে আছো!’ একথা বলতে বলতে মেয়েদের চোখ ভরে পানি চলে আসলো। মেয়েদের কথা শুনে আমীরুল মু‘মিনীনের হৃদয়ও গলে গেলো। তিনি অর্থমন্ত্রীকে ডেকে বললেন: ‘আমাকে আমার এক মাসের বেতন অগ্রিম এনে দাও!’ অর্থ সচিব জবাবে বললো: ‘হয়র! আপনি কি নিশ্চিত, আপনি আগামী এক মাস জীবিত থাকবেন?’ আমীরুল মু‘মিনীন জবাবে বললেন: “তোমাকে আল্লাহ তাআলা এর প্রতিদান দিক। তুমি নিঃসন্দেহে উত্তম ও সঠিক কথাই বলেছো।’ অর্থ সচিব চলে গেলেন। তিনি মেয়েদেরকে বললেন: ‘প্রিয় মেয়েরা! আল্লাহ তাআলা ও তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সন্তুষ্টির উপর নিজেদের মনের প্রবৃত্তিগুলোকে উৎসর্গ করে দাও।’ (মোদ্দীনে আখলাক, ১ম খন্ড, ২৫৭, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

ঈদ শুধু চমৎকার পোশাক পরার নাম নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! উপরোল্লিখিত দুটি ঘটনা থেকে আমরা এ শিক্ষা পেলাম। চমৎকার পোশাক পরে নেয়ার নাম ঈদ নয়, তা ছাড়াও ঈদ উদযাপন করা যায়। আল্লাহ আকবার! হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইবনে আবদুল আযীয رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কী পরিমাণ গরীব ও মিসকিন খলীফা ছিলেন! এতো বড় রাজ্যের শাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোন টাকা-পয়সা জমা করেননি। তাঁর অর্থমন্ত্রীও কী পরিমাণ ধর্মপরায়ণ ছিলেন? তিনি কতোই সুন্দরভাবে অগ্রিম বেতন দিতে অস্বীকার করলেন!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

এ ঘটনা থেকে আমাদের সকলকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আর অগ্রিম বেতন কিংবা পারিশ্রমিক নেয়ার পূর্বে খুব ভালোভাবে চিন্তা করে নেয়া উচিত, কখনো আবার এমন হবে কিনা, অগ্রিম বেতন কিংবা পারিশ্রমিকরূপী হক পরিশোধ করার পূর্বেই মৃত্যু এসে যাবে কিনা। আর আমাদের মাথার উপর পার্থিব অর্থের অশুভ পরিণতি থেকে যাবে এবং (আল্লাহ না করুন) আমরা আখিরাতে আটকা পড়ে যাবো আর জীবিতও যদি থাকি তাহলে কাজকর্মের যোগ্যতা থাকবে কিনা? প্রকাশ থাকে, মানুষ কোন ঘটনা বা রোগের কারণে অকেজো হয়ে যেতে পারে। সতর্কতায় ভরা মাদানী চিন্তাধারা তৈরীর জন্য মাদানী কাফেলার সফরের সৌভাগ্য অর্জন করুন। মাদানী কাফেলার বরকতের কথা কি বলব? আপনাদের ঈমান তাজা করার জন্য মাদানী কাফেলার একটি সুন্দর বাহার উপস্থাপন করছি।

মরহুম পিতার উপর দয়া

নিস্তার এলাকা বাবুল মদীনা, করাচীর এক ইসলামী ভাই যা কিছু বর্ণনা করেছেন আমি তা নিজের ভাষায় উপস্থাপন করছি। ‘আমি আমার মরহুম পিতাকে স্বপ্নে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় খালি পায়ে কারো সাহায্য নিয়ে চলতে দেখলাম। আমার অত্যন্ত আফসোস হল। আমি ইছালে সাওয়াবের নিয়্যতে প্রতিমাসে ৩ দিন মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করে নিলাম এবং সফর আরম্ভ করে দিলাম। তৃতীয় মাসে সফর থেকে ফিরে আসার পর যখন ঘরে ঘুমালাম তখন আমি স্বপ্নে এই সুন্দর দৃশ্য দেখলাম, মরহুম পিতা সবুজ পোশাক পরিধান করে বসে বসে মুচকি হাসছেন। আর তার উপর বৃষ্টির ঝিরি ঝিরি ফোঁটা পড়ছে। الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় সফরের গুরুত্ব আমার কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে গেল এবং এখন আমার দৃঢ় নিয়্যত যে, إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ প্রত্যেক মাসে ৩ দিনের জন্য আশিকানে রাসূলগণের সাথে সফর জারী রাখব।

মাগোঁ আ-কর দোয়া কাফিলে মে চলো, পাওগে মুন্নাআ কাফিলে মে চলো।
খৌব হোগা ছাওয়াব আওর টলে গা আযাব, আয পায়ে মুস্তফা কাফিলে মে চলো।
ফওতগী হোগীয়ি গুম গিয়া হে কোয়ী, মাঙ্গ নে কো দোয়া কাফিলে মে চলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন! নেককার সন্তানেরা মরহুম পিতার সমবেদনায় মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়ত করার কি সুন্দর সমাধান হল! এবং তাকে মাদানী কাফেলায় সফরের কি মজবুত, বরকতময় ফলাফল দেখেছেন। স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারী ওলামায়ে কিরাম رَحْمَتُهُمُ اللهُ تَعَالَى ইরশাদ করেন : আলমে বরযখে বা কবর জগতে কোন মিথ্যা নেই। মুর্দাগণ স্বপ্নে উপস্থিত হয়ে কখনো মিথ্যা সংবাদ শুনায় না। তারা আরো বলেন: মৃত ব্যক্তিকে অসুস্থ, দুর্বল বা রাগান্বিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখা এটা কবরে তার শাস্তি ভোগ করার নিদর্শন। আর সাদা বা সবুজ পোশাকে দেখা শান্তিতে থাকার নিদর্শন।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

স্বপ্ন থেকে কি অকাট্য জ্ঞান অর্জন হয়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাল স্বপ্ন নিঃসন্দেহে ভাল হয়ে থাকে। মনে রাখবেন! নবীগণের স্বপ্ন ওহী হিসাবে গণ্য হয়। নবী ব্যতীত অন্য কারো স্বপ্নের এই অবস্থান নেই, আর অন্যান্যদের স্বপ্ন দলীল নয়। যেমন- আপনি স্বপ্নে দেখলেন, নবী করীম, রউফুর রহীম, ছয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পক্ষ থেকে এই সুসংবাদ শুনলেন যে, ‘আপনি জান্নাতী’ এর দ্বারা অবশ্যই জান্নাতী হওয়ার উদ্দেশ্য নেয়া যাবে না। কেননা এটা স্বপ্নের ব্যাপার। নিঃসন্দেহে হরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছেন সে সত্যিই দেখেছেন, যেহেতু প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আকৃতিতে শয়তান আসতে পারে না। আর যেই কথাগুলো বলেন না কেন, সেগুলো সব সত্য। তাই আমাদের স্বপ্ন যেহেতু দুর্বল হয় সেজন্য এটা অকাট্যভাবে বলা যাবে না, যাই বলা হয়েছে তা স্বপ্নদৃষ্টা ছবছ ঠিকমত শুনেছেন কিনা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

শুনা ও বুঝার ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির যথেষ্ট সুযোগ আছে। এজন্য স্বপ্নে দেয়া নির্দেশ মত কাজ করার ক্ষেত্রে প্রথমে শরীয়াতের বিধি বিধান দেখতে হবে। যদি স্বপ্নের কথা শরীয়াতের বিপরীত না হয় তবে নিঃসন্দেহে তার উপর আমল করা যাবে। আর যদি স্বপ্নে প্রাপ্ত নির্দেশ মোতাবেক আমল করা শরীয়াতের বিরোধী হয় তখন তার উপর আমল করা যাবে না। একথাটি নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা বুঝে নিন।

স্বপ্নে শরাব পানের নির্দেশ দিলে বা নিষেধ করলে

আমার আকা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলিয়ে নেয়ামত, আজিমুল বরকত, মাহীয়ে বিদআত, আলিম শরীয়াত, পীরে তারিকত, হযরতুল আল্লামা মাওলানা, আলহাজ্জ আল হাফিজ আল ক্বারী, আশ শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ! তাকে আল্লাহ তাআলার পানাহ! মদ পান করার নির্দেশ দিচ্ছেন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর নিকট এই ব্যাপারটি উপস্থাপন করা হলে। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ইরশাদ করলেন: ‘রাসুলুল্লাহ ﷺ তোমাকে মদ পান করতে নিষেধ করেছেন, তুমি উল্টা শুনছ।’ আর এটাও মনে রাখুন যে, এ ব্যাপারে ফাসিক ও মুভাকি উভয়ের একই হুকুম। তাই আপনি মুভাকীর স্বপ্ন বলে কারো নির্দেশ যেমন শুনতে পারবেন না, তেমনি ফাসিক হওয়ার কারণে কারো স্বপ্নের কথাকে নিঃসন্দেহে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবেন না। বরং নিয়ম হলো উপরে যা বলা হয়েছে তাই।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, নতুন সংস্করণ হতে সংকলিত, ৫ম খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা)

হযুর গাউসে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর সৈদ

আল্লাহ তাআলার মকবুল বান্দাদের একেকটি কাজ আমাদের জন্য শত শত শিক্ষার মাধ্যম। দেখুন, আমাদের হযুর সায়্যিদুনা গাউসে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর শান কতোই উচু পর্যায়ের! কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আমাদের জন্য কোন জিনিষটি পেশ করছেন? শুনুন আর শিক্ষা গ্রহণ করো! তিনি বলেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

খালক গোইয়াদ কে ফরদা রৌজে ঈদ আস্ত,
দারা রৌজে কে বা ইমা বেমীরম।
খোশি দর রুহে হার মুমীন পদীদ আস্ত,
মেরা আওর মুলক খোদ আরৌজে ঈদ আস্ত।

অর্থাৎ- লোকেরা বলছে, ‘কাল ঈদ, কাল ঈদ। আর সবাই আনন্দিত, কিন্তু আমি যেদিন এ দুনিয়া থেকে নিরাপদ ঈমান সহকারে যেতে পারি, সেদিনই আমার ঈদ হবে।

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! তাকওয়ার কী শান! এতো বড় মর্যাদা, সম্মানিত ওলীগণ এর সরদার! আর এ পরিমাণ বিনয়! এসব কিছু বাস্তবিক পক্ষে আমাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যই। আমাদেরকে একথা বলার উদ্দেশ্য, ‘সাবধান! সাবধান! ঈমানের বেলায় অলসতা করবে না। সব সময় ঈমানের হিফাযাতের চিন্তায় লেগে থাকবে। কখনো যেনো এমন না হয়, আমাদের অলসতা ও নির্দেশ অমান্যের কারণে ঈমানের মতো মহা মূল্যবান সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যায়।

রযা কা খাতিমা বিলখাইর হোগা,
আগর রহমত তেরি শামিল হে ইয়া গাউস। (হাদায়িকে বখশিশ)

একজন ওলীর ঈদ

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ নজীব উদ্দিন মুতাওয়াক্কিল رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ هযরত শায়খ বাবা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জ শকর رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ভাই ও খলীফা। তাঁর উপাধি হচ্ছে ‘মুতাওয়াক্কিল’। তিনি সত্তর বছর যাবত শহরে থাকেন; কিন্তু উপার্জনের কোন প্রকাশ্য উপায় না থাকা সত্ত্বেও তাঁর পরিবার-পরিজন অত্যন্ত শান্তিতে ও নিশ্চিন্তে জীবন-যাপন করতে থাকেন। তিনি আপন মাওলার স্মরণে এতো বেশি বিভোর থাকতেন, এটাও জানতেন না যে, আজ কোন দিন? এটা কোন মাস? আর কোন মুদ্রার মান কত? একবার ঈদের দিন তাঁর ঘরে অনেক মেহমান আসল। ঘটনাক্রমে ওই দিন তাঁর ঘরে পানাহারের কোন জিনিষ ছিলো না। তিনি ঘরের ছাদের উপর গিয়ে আল্লাহ তাআলার স্মরণে মগ্ন হয়ে গেলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দারাইন)

আর মনে মনে একথা বলছিলেন : “হে আল্লাহ! আজ ঈদের দিন। আমার ঘরে মেহমান এসেছে।” হঠাৎ এক ব্যক্তি ছাদের উপর আত্মপ্রকাশ করলো। লোকটি খাদ্যভর্তি একটা টুকরি পেশ করল। আর বললো: “ওহে নজীব উদ্দীন! তোমার তাওয়াক্কুলের অনেক আলোচনা ফেরেশতাগণের মধ্যে চলছে। আর তোমার এ অবস্থা, তুমি খাদ্য প্রার্থনার মধ্যে মশগুল রয়েছে?” তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন, “আল্লাহ তাআলা খুব ভালভাবে জানেন, আমি নিজের জন্য এটা চাইনি, বরং আমার মেহমানদের খাতিরে সেদিকে মনোযোগ দিয়েছিলাম। হযরত সায়্যিদুনা নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কারামত সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত বিনয়ী স্বভাবের ছিলেন। তাঁর বিনয়ের অবস্থা এ ছিলো যে, একদিন এক ফকীর অনেক দূর থেকে তাঁর সাক্ষাতের জন্য আসলো। আর তাঁকে বললো: “আপনি কি নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (তাওয়াক্কুলকারী)?” তখন তিনি বিনয়ের সুরে বললেন: “ভাই, আমি হলাম নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (অর্থাৎ বেশি আহারকারী)।” (আখবারুল আখইয়ার, ৬০ পৃষ্ঠা)

তাদের উপর আল্লাহ তাআলার রহমতরাজি বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

কারামতের এক শাখা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ তাআলার নেক বান্দা ও ওলীগণের ঈদ কি ধরণের সাদাসিধে হয়ে থাকে। এ ঘটনা থেকে এ কথাও জানা গেল, আল্লাহ তাআলা আপন বন্ধুদের প্রয়োজন অদৃশ্য ব্যবস্থাপনায় মাধ্যমে মিটিয়ে দেন। এসবই তার দয়ার কারিশমা। প্রয়োজনের সময় খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি জীবনের চাহিদাসমূহ হঠাৎ করে হাযির হয়ে যাওয়া বুয়ুর্গদের কারামত হিসেবে সংগঠিত হয়ে থাকে। ‘শরহে আক্বাইদে নাসাবিয়্যা’র মধ্যে যেখানে কারামতের কয়েকটা উদাহরণের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, প্রয়োজনের সময় খাদ্য ও পানীয় হাযির হয়ে যাওয়া কারামতের একটা শাখা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى এর খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা ও অলৌকিক ঘটনাবলীর কথা কি বলবো? এরা আল্লাহ তাআলার দরবারের এমনসব মকবুল বান্দা যে, তাঁদের মুখ থেকে উচ্চারিত কথা এবং অন্তরে সৃষ্ট ইচ্ছাগুলো পূর্ণ হয়ে যায়।

একজন দানশীলের ঈদ

সায়্যিদুনা আবদুর রহমান ইবনে আমর আল আওয়ায়ী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى বর্ণনা করেন: ঈদুল ফিতরের রাত। দরজায় আওয়াজ দেয়া হলো। দেখলাম, আমার প্রতিবেশী দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম: “বলো ভাই, কি ভেবে আসলে? সে বললো “আগামী কাল ঈদ। কিন্তু খরচের জন্য কিছুই নেই। যদি আপনি কিছু দান করেন, তবে সসম্মানে আমরা ঈদের দিনটি অতিবাহিত করতে পারতাম।” আমি আমার স্ত্রীকে বললাম: “আমাদের অমুক প্রতিবেশী এসেছে। তার নিকট ঈদের জন্য একটি পয়সাও নেই। যদি তোমার মত পাই, তবে যে ২৫ দিরহাম আমরা রেখে দিয়েছি, তা প্রতিবেশীকে দিয়ে দিবো। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা আরো দিবেন।” নেক স্ত্রী বললো: “খুব ভাল।” তাই আমি ওই সব দিরহাম আমার প্রতিবেশীকে দিয়ে দিলাম। সে দোয়া করতে করতে চলে গেলো। অল্পক্ষণ পর আবার কেউ দরজার কড়ায় নাড়া দিলো। আমি যখনই দরজা খুললাম, তখন এক যুবক আমার পায়ে উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, “আমি আপনার পিতার পলাতক ক্রীতদাস। আমি যা করেছি, তার জন্য খুব অনুতপ্ত হচ্ছি। এ ২৫ দীনার আমার রোজগারের। আপনার খিদমতে পেশ করছি, কবুল করে নিন! আপনি আমার মালিক আর আমি আপনার গোলাম।” আমি ওই দীনার নিয়ে নিলাম আর তাকে আযাদ করে দিলাম। তারপর আমার স্ত্রীকে বললাম: “আল্লাহ তাআলার শান দেখো! তিনি আমাদেরকে ২৫ দিরহামের পরিবর্তে ২৫ দীনার দান করেছেন। (পূর্বেকার যুগে দিরহাম রূপার ও দীনার স্বর্ণের মুদ্রা হত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

আল্লাহ তাআলা তাঁদের উপর দয়া করুন তাদের সদকায় আমাদের ক্ষমা করুন।

সালাম তারই উপর, যিনি অসহায়দের সহায়তা করেছেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ তাআলার শান কতো অনন্য? তিনি ২৫ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দাতাকে মুহর্তের মধ্যে ২৫ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দান করেছেন। বুয়ুর্গানে দ্বীনের ত্যাগও অতি সুন্দর ছিলো। তাঁরা তাদের এই সমস্ত ভোগ-বিলাসের সুযোগকে অন্য মুসলমানদের খাতিরে উৎসর্গ করে দিতেন। তাঁদের, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ছিলো। তাঁরা জানতেন যে, ইসলাম বিশ্বব্যাপী সমবেদনার পয়গাম নিয়ে এসেছে। প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল, হযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হলেন, বিশ্বের জন্য রহমত। নবীকুল সুলতান, সরদারে দোঁজাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রহমত থেকে কেউ বঞ্চিত থাকেনি। নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দরিদ্র, মিসকিন ও এতিমদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। আর সকল অবস্থায় তাদের মন রক্ষা করতেন।

সালাম উস পার কে জিস নে বে কাছো কি দাসতাগীরী কি,

সালাম উস পার কে জিস নে বাদশাহী মে ফকিরী কি।

بعد از خُدا بُرُزْگِ تُوْهِ قِصَّهٔ مُخْتَصِرٌ এতো মহান শান, “سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

(সার কথা হচ্ছে-আল্লাহ তাআলার পর বুয়ুর্গ হলেন আপনি হে আল্লাহ তাআলার রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আর বিনয় দেখুন! ‘যার কেউ নেই, তার জন্য হযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ। আমার আক্বা আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কতই সুন্দর বলেছেন:

কান্বে হার বে-কস ও বে-নাওয়া পর দরুদ,

হিরয়ে হার রফতয়ে তাকত পেহ্ লাখো সালাম।

মুঝ্ ছে বে-কাছ কী দওলত পেহ্ লাখোঁ দরুদ,

মুঝ্ছে বে-বছ কী কুওয়াত পেহ্ লাখোঁ সালাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

খালক কে দাদ রাহ ছবকে ফরইয়াদ রাসু,
কাহ্ফে রোযে মুসীবত প্হে লাখোঁ সালাম।

শ্রবণশক্তি পুনরায় ফিরে দেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের অন্তরে নবীর শান-মান বৃদ্ধি, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রেমের আলোতে উজ্জ্বল করা এবং সৌভাগ্যপূর্ণ ঈদের প্রকৃত আনন্দ উপলব্ধি করার জন্য আপনি যদি পারেন চাঁদ রাতে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর এর সৌভাগ্য অর্জন করুন। বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে; কুয়েটায় অনুষ্ঠিত তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তিন দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা থেকে এক বধির ইসলামী ভাই সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলদের সাথে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সফর চলাকালীন অবস্থাতেই তার শ্রবণশক্তি একজন সুস্থ মানুষের মত হয়ে যায় এবং সাধারণ সুস্থ মানুষের ন্যায় কথাবর্তা শুনতে লাগল।

কান বহরে হে, রাখখো রব পর নজর,
হোগা লুতফে খোদা, কাফিলে মে চলো।
দুনিয়াবী আ-ফতে, উখরাবী শামাতে,
দূর হোগী জরা, কাফিলে মে চলো।

সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসূলে আমীন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যেন মক্কায় মুআযযমার অলিগলিতে এ ঘোষণা দেয়, “সদকাই ফিতর ওয়াজিব।”

(তিরমযী, ২য় খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৬৭৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

সদকায়ে ফিতর বাজে কথাবার্তাগুলোর কাফফারা

হযরত সায্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ‘সদকায়ে ফিতর’ নির্ধারণ করেছেন, যাতে অনর্থক কথাবার্তা থেকে রোযাগুলোর পবিত্রতা অর্জিত হয়, অনুরূপভাবে মিসকিনদের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, পৃ: ১৫৮, হাদীস নং-১৬০৯)

রোযা ঝুলন্ত থাকে

হযরত সায্যিদুনা আনাস ইবনে মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, ছয়ুয়ে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বলেন: “যতক্ষণ পর্যন্ত সদকায়ে ফিতর আদায় করা হয় না, ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার রোযা যমীন ও আসমানের মাঝখানে ঝুলতে থাকে।”

(কানযুল ওম্মাল, ৮ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪১২৪)

“ফিতরার” ১৬টি মাদানী ফুল

(১) ‘সদকায়ে ফিতর’ ওইসব মুসলমান, পুরুষ ও নারীর উপর ওয়াজিব, যারা নিসাবের অধিকারী হয়। আর তাদের নিসাবও ‘হাজতে আসলিয়া’ (জীবনের মৌলিক প্রয়োজন) এর অতিরিক্ত হয়।

(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

(২) যার নিকট সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৫২ তোলা রূপার মূল্য পরিমাণ টাকা থাকে, (আর এ সবই জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়) তাকে ‘নিসাবের অধিকারী বলা হয়।’^২

^২ ‘নিসাবের অধিকারী,’ ধনী, ফকির ও হাজতে আসলিয়ায়, ইত্যাদি পরিভাষার বিস্তারিত বিবরণ ‘হানাফী ফিকুহ’ এর প্রসিদ্ধ কিতাব ‘বাহারে শরীয়াত’ ৫ম খন্ডে দেখুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

- (৩) ‘সদকায়ে ফিতর’ ওয়াজিব হবার জন্য ‘আকেল (বিবেক সম্পন্ন) ও ‘বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক)’ পূর্বশর্ত নয়; বরং শিশু কিংবা উন্মাদও যদি নিসাবের মালিক হয়, তবে তাদের সম্পদ থেকে তাদের অভিভাবক পরিশোধ করবেন। (রদ্বুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা) সদকায়ে ফিতরের জন্য নিসাব হচ্ছে যাকাতের নিসাবের সমপরিমাণ যেমনিভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে— সদকায়ে ফিতরের জন্য সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া ও বছর ঘুরে আসা শর্ত নয়। এমনিভাবে যে সমস্ত বস্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকবে (যেমন-ঘরের যে সমস্ত বস্তু দৈনন্দিন কাজে আসেনা) এবং তার মূল্য নিসাব পরিমাণ পৌঁছবে তখন সে সমস্ত বস্তুর কারণে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে। যাকাত ও সদকায়ে ফিতর এর মধ্যকার এই পার্থক্য “কাইফিয়ত” তথা ধরণগত পার্থক্য এর দিক দিয়ে।

(ওয়াকারুল ফাতাওয়ান, ২য় খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

- (৪) নিসাবের মালিক পুরুষের উপর নিজের পক্ষ থেকে, নিজের ছোট শিশুদের তরফ থেকে, আর যদি কোন উন্মাদ (পাগল) সন্তান থাকে (ওই পাগল সন্তানটি বালেগই হোক না কেন) তার পক্ষ থেকেও ‘সদকায়ে ফিতর’ ওয়াজিব। অবশ্য, ওই শিশু কিংবা পাগল যদি নিজেই নিসাবের মালিক হয়, তবে তার সম্পদ থেকে ফিতরা পরিশোধ করবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা)

- (৫) পুরুষ নিসাবের মালিকের উপর তার স্ত্রী কিংবা মাতাপিতা অথবা ছোট ভাইবোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের ফিতরা ওয়াজিব নয়।

(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

- (৬) পিতা মহোদয় না থাকলে দাদাজান পিতা মহোদয়ের স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ আপন গরীব ও এতিম পৌত্র-পৌত্রীদের পক্ষ থেকে তাঁর দায়িত্বে ‘সদকায়ে ফিতর’ দেয়া ওয়াজিব।

(দুররে মুখতার, রদ্বুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

- (৭) মায়ের দায়িত্বে তার ছোট শিশুর পক্ষ থেকে ‘সদকায়ে ফিতর’ দেয়া ওয়াজিব নয়। (রদ্বুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরদুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরদুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

- (৮) পিতার দায়িত্বে তার বিবেকবান ও বালেগ সন্তানের সদকায়ে ফিতর দেয়া ওয়াজিব নয়। (রদুদ মুহতার সম্বলিত দুৱরে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা)
- (৯) কোন বিশুদ্ধ শরীয়াত সমর্থিত বাধ্যবাধকতার আলোকে রোযা রাখতে পারলোনা কিংবা আল্লাহু তাআলার পানাহ! কোন হতভাগা কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়া রমযানুল মোবারকের রোযা রাখলো না। তার উপরও নিসাবেৱ মালিক হওয়ার অবস্থায় সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব।
(রদুদ মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)
- (১০) স্ত্রী কিংবা প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান, যাদের খোরপোষ ইত্যাদি যে ব্যক্তির দায়িত্বে রয়েছে, সে যদি তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের ফিতরা পরিশোধ করে তবে ফিতরা আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য ভরণপোষণ যদি তার দায়িত্বে না থাকে, উদাহরণ স্বরূপ: প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান বিয়ে করে আলাদা ঘরে বসবাস করে, আর নিজের ব্যয় নিজেই বহন করে, তাহলে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব তার নিজের উপরই হয়ে গেলো। সুতরাং এমন সন্তানের পক্ষ থেকে তার অনুমতি ছাড়া ফিতরা দিলে তা আদায় হবে না।
- (১১) স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া ফিতরা পরিশোধ করে দিল, তাহলে তা আদায় হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৫ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)
- (১২) ঈদুল ফিতরের সুবহে সাদিক উদয় হবার সময় যে নিসাবেৱ মালিক ছিলো, তার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। যদি সুবহে সাদিকের পর নিসাবেৱ মালিক হয়, তাহলে এখন ওয়াজিব নয়।
(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা)
- (১৩) সদকায়ে ফিতর আদায় করার উত্তম সময় হচ্ছে-ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পর থেকে ঈদের নামায় আদায় করার পূর্বেই। যদি চাঁদ রাত কিংবা রমযানুল মোবারকের কোন একদিনে, বরং রমযান শরীফের পূর্বেও যদি কেউ আদায় করে দেয়, তবুও ফিতরা আদায় হয়ে যাবে। আর এমন করা একেবারে জায়য।
(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

- (১৪) যদি ঈদের দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু ফিতরা আদায় করেনি, তবুও ফিতরা থেকে দায়িত্ব মুক্ত হয়নি; বরং সারা জীবনে যখনই পরিশোধ করে, তা আদায় হবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা)
- (১৫) সদকায়ে ফিতর তাকেই দিতে পারবে যাকে যাকাত দেয়া যায়। যাকে যাকাত দেয়া যায় না তাকে ফিতরাও দেয়া যাবে না। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা)
- (১৬) “সায়িয়দ” বংশীয়দেরকে সদকায়ে ফিতর দেয়া যাবে না।

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ সহজ ভাষায়

একটি সদকায়ে ফিতর এর পরিমাণ দুসের, তিন ছটাক, আধা তোলা অথবা (দুই কিলোগ্রাম থেকে ৮০ গ্রাম কম) ওজনের গম কিংবা সেটার আটা কিংবা সে পরিমাণ মূল্যের সমপরিমাণ যা বাজারের মূল্যের উপর নির্ভর করে।

কবরে এক হাজার নূর প্রবেশ করবে

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ঈদের দিন তিনশ বার سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ পড়ে এবং মৃত মুসলমানদের রুহে ইছালে সাওয়াব হিসেবে পেশ করে, তবে প্রত্যেক মুসলমানের কবরে একহাজার নূর প্রবেশ করে। আর যখন ওই পাঠকারী নিজে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তার কবরেও এক হাজার নূর প্রবেশ করাবেন। (এ আমলটা উভয় ঈদে করা যেতে পারে।) (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

ঈদের নামাযের পূর্বেকার সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন ওই সব বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যেগুলো উভয় ঈদে (অর্থাৎ: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) সুন্নাত। হযরত সায়িয়্যুনা বুরাইদাহ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেয়ে নামাযের জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন। আর ঈদুল আযহার দিন ঐ সময় পর্যন্ত খেতেন না যতক্ষণ না নামায পড়ে নিতেন। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা হাদীস নং- ৫৪২)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

আর বুখারী শরীফের বর্ণনায় হযরত সাযিয়্যুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; “নবীকুল সুলতান, সরদারে দোঁজাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটা খেজুর না খেয়ে তাশরীফ নিয়ে যেতেন না আর খেজুরের সংখ্যা বিজোড় হতো।” (সহীহ বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯৫৩) হযরত সাযিয়্যুনা আবু হোরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; “নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঈদের দিন নামাযের জন্য এক রাস্তা দিয়ে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন।”

(জামে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৪১)

ঈদের নামাযের পদ্ধতি (খনাফী)

প্রথমে এভাবে নিয়ত করে নিন, আমি আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে কিবলামুখী হয়ে এই ইমামের পিছনে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সাথে ঈদুল ফিতরের অথবা ঈদুল আযহার দুই রাকাত নামাযের নিয়ত করছি।” অতঃপর কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে اللهُ اَللَّهُ بَلِّغْهُ বলে স্বাভাবিকভাবে নাভির নিচে হাত বেঁধে নিবেন এবং ছানা পড়বেন। এরপর কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন এবং اللهُ اَللَّهُ বলে হাত না বেঁধে ঝুলিয়ে রাখবেন। অতঃপর কান পর্যন্ত পুনরায় হাত উঠাবেন এবং اللهُ اَللَّهُ বলে ঝুলিয়ে রাখবেন। অতঃপর আবার কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন এবং اللهُ اَللَّهُ বলে হাত বেঁধে নিবেন। অর্থাৎ- ১ম তাকবীরের পর হাত বাঁধবেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীরে হাত (না বেঁধে) ঝুলিয়ে রাখবেন এবং ৪র্থ তাকবীরে হাত বেঁধে নিবেন। এটাকে এভাবে স্মরণ রাখবেন, দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে পর যেখানে কিছু পড়তে হবে সেখানে হাত বাঁধতে হবে আর যেখানে পড়তে হবে না সেখানে হাত ঝুলিয়ে রাখতে হবে। (দুররে মুখতার, রদে মুহতার, ৩য় খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা হতে সংগৃহীত) অতঃপর ইমাম সাহেব তাআউযুজ ও তাসমিয়াহ (اَسْمِ اللّٰهِ وَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ) ও তাসমিয়াহ (اَسْمِ اللّٰهِ وَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ) নিলস্বরে পড়বেন এবং সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরাকে (উচ্চ স্বরে) পড়বেন, এরপর রুকু করবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

দ্বিতীয় রাকাতে প্রথমে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সুরাকে উচ্চস্বরে পড়বেন। অতঃপর তিনবার কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন এবং প্রতিবারে “اللَّهُ أَكْبَرُ” বলবেন। এ সময় হাত বাঁধবেন না বরং ঝুলিয়ে রাখবেন। এরপর ৪র্থ তাকবীরে হাত উঠানো ছাড়াই اللَّهُ أَكْبَرُ বলে রুকুতে চলে যাবেন এবং নিয়মানুযায়ী নামাযের বাকী অংশটুকু সম্পন্ন করবেন। প্রত্যেক দুই তাকবীরের মাঝখানে তিনবার “سُبْحَانَ اللَّهِ” বলার পরিমাণ সময় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা)

ঈদের জামাতাত কিছু অংশ পাওয়া না গেলে তবে...?

ইমামের প্রথম রাকাতের তাকবীর সমূহের পর যদি মুজাদ্দী (নামাযে) শরিক হয় তখন ঐ সময়ই (তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অতিরিক্ত) তিনটি তাকবীর বলবে যদিও ইমাম কিরাআত পড়া শুরু করে দেয়। ইমাম যদিও তিনটির চেয়ে অতিরিক্ত বলে থাকেন তবুও মুজাদ্দী তিনটিই বলবে এবং যদি তার তাকবীর বলার পূর্বেই ইমাম রুকুতে চলে যায় তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর না বলে ইমামের সাথে রুকুতে চলে যাবে এবং সেখানেই তাকবীর গুলো বলবে। যদি ইমামকে রুকুতে পাওয়া যায় এবং মুজাদ্দীর এই প্রবল ধারণা জন্মে যে, তাকবীরগুলো বলার পরও ইমামকে রুকুতে পাওয়া যাবে তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে এবং তারপর রুকুতে যাবে আর যদি তা না হয় তবে (আল্লাহ আকবর) বলে রুকুতে চলে যাবে এবং সেখানে তাকবীরগুলো পড়বে। যদি রুকুতে তাকবীরগুলো শেষ করার পূর্বেই ইমাম রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে নেন তখন বাকী তাকবীর সমূহ রহিত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ অবশিষ্ট তাকবীর সমূহ এখন আর বলবে না)। আর যদি ইমাম রুকু থেকে উঠার পর মুজাদ্দী জামাতাতে শরিক হয় তবে এখন আর তাকবীর বলবে না বরং (ইমাম সালাম ফেরানোর পর) যখন অবশিষ্ট নামায পড়বে তখন তা বলবেন। রুকুতে তাকবীর বলার কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানে হাত উঠাবে না,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (ভাবারানী)

আর যদি মুজাদী দ্বিতীয় রাকাতে জামাআতে শরিক হয় তাহলে প্রথম রাকাতের তাকবীরগুলো এখন বলবে না বরং যখন তার না পাওয়া রাকাতটি (ইমাম সাহেব সালাম ফেরানোর পর) আদায় করার জন্যে দাঁড়াবে তখন তাকবীরগুলো বলবে। দ্বিতীয় রাকাতের তাকবীরগুলো যদি ইমামের সাথে পাওয়া যায় তবে ভাল আর তা না হলে এক্ষেত্রে তা-ই প্রযোজ্য হবে যা প্রথম রাকাতের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৫৫, ৫৬, ৫৭ পৃষ্ঠা হতে সংকলিত)

ঈদের জামাআত পাওয়া না গেলে তখন.....?

ইমাম নামায় পড়ে নিল আর এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি বাকী রয়ে গেল। চাই সে শুরু থেকেই জামাআতে শরিক হতে না পারুক অথবা অংশগ্রহণ করল কিন্তু কোন কারণে নামায় ভেঙ্গে গেল, তাহলে সে অন্য কোন জায়গায় নামায় পাওয়া গেলে নামায় পড়ে নিবে, অন্যথায় জামাআত ছাড়া নামায় পড়া যাবে না। তবে উত্তম এটাই যে, সে চার রাকাত চাশ্তের নামায় আদায় করে নিবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৫৮, ৫৯ পৃষ্ঠা)

ঈদের খুতবার আহকাম

নামায়ের পর ইমাম সাহেব দুইটি খুতবা পড়বেন এবং জুমার খুতবায় যে সমস্ত কাজ সুন্নাত, ঈদের খুতবায়ও তা সুন্নাত। আর যেগুলো মাকরুহ ঈদের খুতবায়ও সেগুলো মাকরুহ। শুধু দুইটি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে; জুমার খুতবা দেয়ার পূর্বে খতিবের (মিম্বরে) বসা সুন্নাত আর ঈদের নামায়ে না বসাটা সুন্নাত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে; ঈদের প্রথম খুতবার পূর্বে ৯ বার এবং দ্বিতীয় খুতবার পূর্বে ৭ বার এবং মিম্বর থেকে অবতরণের পূর্বে ১৪ বার (আল্লাহ আকবর) বলা সুন্নাত আর জুমার খুতবাতে এরকম বিধান নেই।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৭, বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা, মদীনাভুল মুর্শিদ বেরেলী শরীফ)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

ঈদের ২১টি মুস্তাহাব

(১) ক্ষৌরকর্ম (চুল ও শরীরের প্রয়োজনীয় লোম কাটা) সম্পাদন করা (তবে বাবরী কাট সম্পন্ন করবেন, ইংলিশ কাট নয়), (২) নখ কাটা, (৩) গোসল করা, (৪) মিসওয়াক করা, (এটা অযুর জন্য যে মিসওয়াক করা হয়, তা ব্যতীত) (৫) ভালো কাপড় পরিধান করা, নতুন থাকলে নতুন, নতুবা ধোলাই করা, (৬) খুশবু লাগানো, (৭) আংটি পরা, (যখনই আংটি পরবেন, তখন এ কথার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবেন যে, শুধু সাড়ে চার মাশাহ্ (রত্তি) থেকে কম ওজন রূপার একটি আংটি যেন হয়। একটির চেয়ে বেশি যেন না হয় এবং আংটিতে রিংও যেন একটি হয়। ইশাধিক রিং যাতে না হয়। রিং ছাড়াও যেনো পরা না হয়। রিং এর ওজনের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। রূপা কিংবা অন্য কোন ধাতব পদার্থ অথবা বর্ণিত পরিমাণ ওজনের রূপা ইত্যাদি ব্যতীত অন্য কোন ধাতব পদার্থের আংটি কিংবা রিং পুরুষ পরতে পারবে না), (৮) ফজরের নামায মহল্লার মসজিদে পড়া, (৯) ঈদুল ফিতরের নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বে কয়েকটা খেজুর খেয়ে নেয়া, তিন, পাঁচ, সাত কিংবা কম বেশি, কিন্তু বিজোড় হওয়া চাই; খেজুর না থাকলে কোন মিষ্টি জাতীয় জিনিস খেয়ে নিবেন। যদি নামাযের পূর্বে কিছুই না খায়, তবে গুনাহ হবে না; কিন্তু ইশা (রাত) পর্যন্ত না খেলে (তিরস্কার) করা যাবে, (১০) ঈদের নামায ঈদগাহে আদায় করা, (১১) ঈদগাহে পায়ে হেটে যাওয়া, (১২) যানবাহনে করে গেলেও ক্ষতি নেই; কিন্তু যে পায়ে হেটে যাবার ক্ষমতা রাখে, তার জন্য পায়ে হেটে যাওয়া উত্তম। আর ফেরার পথে যানবাহনে করে ফিরলেও ক্ষতি নেই, (১৩) ঈদের নামাযের জন্য এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা, (১৪) ঈদের নামাযের পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করা। (এটাই উত্তম, তবে ঈদের নামাযের পূর্বে দিতে না পারলে পরে দিবেন।) (১৫) আনন্দ প্রকাশ করা, (১৬) বেশি পরিমাণে সদকা দেয়া, (১৭) ঈদগাহে প্রশান্ত মনে, গম্ভীরভাবে ও দৃষ্টিকে নিচু করে যাওয়া, (১৮) ফিরার সময় পরস্পর পরস্পরকে মোবারকবাদ দেয়া,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

(১৯) ঈদের নামাযের পর করমর্দন ও আলিঙ্গন করা, যেমন-সাধারণত: মুসলমানদের মধ্যে এটার প্রচলন রয়েছে, এরূপ করাটা উত্তম কাজ, কারণ এতে খুশী প্রকাশ পায়। (বাহারে শরীয়াত, অংশ-৪, ৭১ পৃষ্ঠা) কিন্তু ‘আমরাদ’ বা সুশী বালকের সাথে গলা মিলানো ফিতনার উৎসস্থল। (২০) ঈদুল আযহার সকল আহকাম ঈদুল ফিতরের মতই। শুধুমাত্র কিছু বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। যেমন ঈদুল আযহাতে মুস্তাহাব হচ্ছে নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া এবং যদি খেয়েও নেই তবে কোন অসুবিধা নেই। (২১) ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য যাওয়ার সময় পথে নিশ্বরে তাকবীর বলবে আর ঈদুল আযহার নামাযের জন্য যাওয়ার পথে উচ্চশ্বরে তাকবীর বলবে। তাকবীর হচ্ছে নিম্নরূপ:

اللَّهُ أَكْبَرُ ط اللَّهُ أَكْبَرُ ط لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ ط اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ

অর্থ: আল্লাহ তাআলা সর্বাপেক্ষা মহান, আল্লাহ তাআলা সর্বাপেক্ষা মহান, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ তাআলা সর্বাপেক্ষা মহান, আল্লাহ তাআলারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই।

আমি ঈদের নামাযও পড়তাম না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতি বৎসর রমজানুল মোবারক মাসে ইতিকাহের সৌভাগ্য ও রমযানুল মোবারকের বরকত সমূহ অর্জন করুন। ঈদের আনন্দ করার জন্য এবং ঈদের দিনে (আল্লাহ তাআলার পানাহ আজকালের সংঘটিত বিভিন্ন প্রকারের গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য) ঈদের দিন সমূহে আশিকানে রাসূলগণের সাথে মাদানী কাফিলা সমূহে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি। বাবুল মদীনা করাচীর মাইনকৌ হঙ্গী রোডের পার্শ্বে স্থায়ী বাসিন্দা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারমর্ম: “আমি একটি গ্যারেজে কাজ করতাম। যদিওবা মূলত গ্যারেজের কাজ পেশা হিসেবে খারাপ নয়। কিন্তু মানুষ আজকাল গুনাহে ভরা অবস্থায় রয়েছে। নোংরা পরিবেশ ও অপবিত্র রোজগার এর কু-প্রভাবের ব্যাপারটা আপনারা দেখুন যে, আমার মত দুর্ভাগা ব্যক্তির পাঁচ ওয়াক্ত নামাযতো অনেক দূরের কথা জুমার নামায ও নয় বরং দুই ঈদের নামায পর্যন্তপড়ারও তাওফিক হত না। সম্পূর্ণ রাত ভর টিভিতে বিভিন্ন রকমের সিনেমা নাটক দেখতে থাকতাম। এমন কি সব রকমের ছোট বড় মন্দ স্বভাব আমার ভিতর ছিল। আমার সংশোধনের উচ্ছ্বাস ছিল এই যে, মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ান “আল্লাহ কা খুফইয়া তদবীর” নামের ক্যাসেটটি শুন। যা আমার আপাদমস্তক নাড়া দিল। এরপর রমযানুল মোবারকে ইতিকারফের সৌভাগ্য হল এবং আশিকানে রাসূলগণের সাথে তিন দিনের মাদানী কাফেলার সফরের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। **দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম।** পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ধারাবাহিকতা ঠিক রেখেছি। **আল্লাহ তাআলার কোটি কোটি দয়া আর মেহেরবানী** যে আমার মত বেনামাযী পাপী লোক যে ঈদের নামাযেও মসজিদ মুখী হতাম না এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করছি। সেখানে তবলীগে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা’ওয়াতে ইসলামীর তানজিমী তারকিব** অনুযায়ী একটি মসজিদের যেলী মুশাওয়ারাতের নিগরান হয়ে বে নামাযী লোকদেরকে নামাযী বানানোর চিন্তায় লিপ্ত রয়েছে।

ভাই গর চাহতে হো নামাযে পড়ে, মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকারফ
নেকিও মে তামান্না হে আগে বড়ো, মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকারফ

ইয়া রব্বের মুস্তফা صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমাদেরকে সৌভাগ্যপূর্ণ ঈদের আনন্দ সুন্নাত মত উদযাপনের তাওফিক দাও। আমাদেরকে হজ্জ ও দরবারে হুযুর صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দীদার দান করে মাদানী ঈদ বারবার নসীব কর।
أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

তেরী জাবকে দীদ হোগী , জভী মেরী ঈদ হোগী
মেরে খাবমে তুম আ-না, মাদানী মাদীনে ওয়ালে

আমি গুনাহগারের উপরও দয়ার ছিটাফোটা পড়েছে

কৌরঙ্গী বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ হচ্ছে এই, “আফসোস! আমি একজন বেনামাযী ও সিনেমা নাটকের আসক্ত পথভ্রষ্ট যুবক ছিলাম। অসৎ বন্ধু বান্ধবের সাথে ফ্যাশন জগতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম। অসৎ সঙ্গের কারণে জীবনের রাত আর দিনগুলো পাপে লিপ্ত অবস্থায় অতিবাহিত হচ্ছিল। রমজানুল মোবারক মাসের চাঁদ দুনিয়ার আকাশে দেখা গেল। আর আল্লাহ তাআলার রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। আমি গুনাহগার পাপীর উপরও সেই রহমতের বৃষ্টির ফোটা পড়ল এবং আমি আড়াই নম্বর কৌরঙ্গী করিমিয়া কাদেরীয়া মসজিদ, বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিতব্য ইতিকাহে রমযানুল মোবারকের শেষ ১০ দিন ইতিকাহ করলাম। আমার দুর্শ্চিন্তাময় জীবনের সন্ধ্যাকাশে বসন্তের প্রভাতের মাদানী ফুল ফুটতে লাগল। আমি গুনাহগারের তাওবা করার সৌভাগ্য হল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি নামাযী হয়ে গেলাম। দাঁড়ি রাখার ও পাগড়ী শরীফ মাথায় সাজানোর সৌভাগ্য হল। তবলীগে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামী কর্তৃক আয়োজিত সুন্নাতের প্রশিক্ষণের ৩০ দিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলগণের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরের সৌভাগ্য হল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় আমি এক মসজিদের যেলী কাফেলা যিম্মাদার হিসেবে দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে খুব খুব বরকত নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করছি। ইয়া আল্লাহ! আমাকে আমার প্রিয় সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীতে মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকার সৌভাগ্য দান কর। আমীন

মরজে ইছইয়া ছে ছুটকার আগর চাহিয়ে, মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাহ।
বন্দেগী কি ভী লাঞ্জত আগর চাহিয়ে, মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাহ।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যায়

হযরত সাযিদ্‌দুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “আমি বললাম: ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ! যখন আমি আপনাকে দেখি তখন আমার অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যায় এবং আমার চোখ জুড়িয়ে যায়। হযুর আমাকে প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান দিন। তখন রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন: প্রতিটি বস্তু পানি থেকে উৎপত্তি। আমি আরয় করলাম, হে আল্লাহ তাআলার রাসূল ﷺ! আমাকে সে বিষয় জানিয়ে দিন যা আমি আপন করে নিলে জান্নাত পেয়ে যাব। তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত ﷺ ইরশাদ করলেন: (মানুষদের) খাবার খাওয়াও এবং সালামের প্রচলন কর, আর আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর, রাতে নফল নামায পড় যখন মানুষ ঘুমায়, তাহলে তুমি নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মসনদে ইমাম আহমদ, ৩য় খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৯১৯)

লোকদের থেকে না চাওয়ার ফরযানত

হযরত সাযিদ্‌দুনা সাওবান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমাকে এই কথার নিশ্চয়তা দিবে যে, মানুষের কাছ থেকে কিছু চাইবে না, তবে আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।” হযরত সাযিদ্‌দুনা সাওবান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আরয় করলেন: আমি এই কথার নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে (আমি কারো কাছ থেকে কিছু চাইব না)। এমনকি তিনি কখনো কারো কাছ থেকে কোন কিছু চাননি। (সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৬৪৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

রোযার মাধ্যমে পেট ঠিক রাখে এবং অনেক ধরনের রোগব্যাদি থেকে বেঁচে থাকে। বস্তুতঃ সমস্ত সাওয়াবের মূলে রয়েছে- তা দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি।

রোযাদারদের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারীগণ, স্বীয় লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফায়তকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফায়তকারী নারীগণ এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারীগণ এর জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন। (পারা-২২, সূরা-আহযাব, আয়াত-৩৫)

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ
الْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ
كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ
اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আরও ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আহার করো, পান করো তৃপ্তি সহকারে পুরস্কার সেটারই, যা তোমরা পরের দিনগুলোতে প্রেরণ করেছো।

(পারা-২৯, সূরা-আল হাক্বা, আয়াত-২৪)

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا
بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ
الْخَالِيَةِ

হযরত সাযিয়্যদুনা ওয়াকে' رضي الله تعالى عنه বর্ণনা করেন: এই আয়াতে কারীমায় পরের দিন বলতে রোযার দিনগুলোকে বুঝায় যেখানে লোকেরা পানাহার বাদ দিয়ে দেন। (আল মুতাহারা রাবা ফি সাওয়াবীল ইলমিস সালেহ, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, দারুল খাদর, বৈরুত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ مَعْرُوفٌ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দা'রাইন)

রোযার ১৮টি ফরীলত

জান্নাতের আশ্চর্য গাছ

- (১) হযরত সাযিয়দুনা কায়েস বিন যায়েদ জুহান্নী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি একটি নফল রোযা রাখে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটা গাছ লাগাবেন, যার ফল আনারের চেয়ে ছোট এবং আপেল অপেক্ষা বড় হবে। সেটা (মোম থেকে পৃথক না করা) মধুর মত মিষ্টি, আর স্বাদ হবে (মোম থেকে পৃথককারী) খাঁটি মধুর মতো তৃপ্তিদায়ক। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন রোযাদারকে ওই গাছের ফল খাওয়াবেন।”

(তাবারানী কবীর, ১৮তম খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯৩৫)

দোযখ থেকে ৪০ বছরের দূরত্বে রাখবেন

- (২) আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন- “যে ব্যক্তি সাওয়াবের আকুয় একটা নফল রোযা রাখলো, আল্লাহ তাআলা তাকে দোযখ থেকে ৪০ বছরের দূরত্বে রাখবেন।” (কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪১৪৮)

জাহান্নাম থেকে ৫০ বছরের দূরত্বে রাখবেন

- (৩) মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য একটি নফল রোযা রাখে, আল্লাহ তাআলা তার ও দোযখের মধ্যে (একটি দ্রুত গতি সম্পন্ন যানের) পঞ্চাশ বছরের দূরত্বের পার্থক্য রাখবেন।”

(কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৫, হাদীস নং-২৪১৪৯)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণের চেয়েও বেশি সাওয়াব

- (৪) প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর হৃদয়গ্রাহী ইরশাদ হচ্ছে: “যদি কেউ একদিন নফল রোযা রাখে, আর পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ তাকে দেয়া হয়, তবুও এর সাওয়াব পরিপূর্ণ হবে না। তার সাওয়াবতো কিয়ামতের দিন পাওয়া যাবে।” (আবু ইয়াল্লা, ৫ম খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬১০৪)

জাহান্নাম থেকে অনেক অনেক দূরে

- (৫) হযরত সাযিয়্যুনা উতবাহ ইবনে আবদে সুলামী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় (অর্থাৎ সন্তুষ্টির জন্য) একদিনের ফরয রোযা রাখলো, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে রাখবেন, যতো দূরত্ব সাত জমীন ও আসমানের মধ্যবর্তীতে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি একটি নফল রোযা রাখলো তাকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে এত দূরে রাখবেন যতটুকু দূরত্ব জমীন ও আসমানের মধ্যবর্তীতে রয়েছে।”

(তাবারানী মু'জমে কবীর, ১৭তম খন্ড, ১২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৯৫)

একটি রোযা রাখার ফযীলত

- (৬) হযরত সাযিয়্যুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দয়াময় ইরশাদ হচ্ছে, “যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য একটি রোযা রাখে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে এতটুকু দূরে সরিয়ে রাখেন যে, একটি কাক শিশুকাল থেকে বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা উড়তে উড়তে যতদূর যেতে পারবে, ততদূরে।”

(মসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খন্ড, ৬১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০৮১০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

উত্তম আমল

- (৭) হযরত সাযিয়্যুনা আবু উমামা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, “আমি একদিন আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমাকে কোন একটি আমল সম্পর্কে বলুন। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, “রোযা রাখো, কেননা এর মত অন্য কোন উত্তম আমল নেই।” আমি পুনরায় আরজ করলাম, আমাকে অন্য আর একটি আমলের কথা বলুন। তখন হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পুনরায় ইরশাদ করলেন: “রোযা রাখো, কেননা এর মত উত্তম অন্য কোন আমল নেই।” আমি আবার আরজ করলাম, আমাকে অপর একটি আমলের কথা বলুন। আবারও হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: রোযা রাখো, কেননা এর মত উত্তম অন্য কোন আমল নেই। (নাসায়ী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা)
- (৮) একটি বর্ণনায় আছে যে, “আমি (আবু উমামা) প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমাকে এমন কোন কাজের নির্দেশ দিন যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি দয়া করবে। তিনি ইরশাদ করলেন: রোযাকে নিজের উপর অপরিহার্য করে নাও, কেননা এর কোন দৃষ্টান্ত নেই।” (প্রাগুক্ত)
- (৯) অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি (আবু উমামা) আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমাকে এমন আমল বলে দিন যা আমল করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “নিজের উপর রোজাকে অত্যাৱশ্যক করে নাও, কেননা এর সমতুল্য কোন আমল নেই।” (আল ইহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাব্বান, খন্ড-৫ম, ১৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪১৬) রাবী বলেন: “হযরত সাযিয়্যুনা আবু উমামা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ঘরে মেহমান না আসলে কোন দিন ধোঁয়া (রান্নার আগুন) দেখা যেত না।” (অর্থাৎ তিনি দিনে খেতেন না, রোযা রাখতেন)

(আল মুতাহররুর রাৱে ফি সাওয়ালি আমলি সালেহ, ৩৩৮ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

সফর করো, সম্পদশালী হয়ে যাবে

- (১০) হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, ছয়ুয়ে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “জিহাদ করো, তবে নিজেই যিম্মাদার হয়ে যাবে রোজা রাখ, তবে সুস্থ হয়ে যাবে, সফর কর, তবে সম্পদশালী হয়ে যাবে।” (আল মুজামুল আউসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৪৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮৩১২)

হাশরের ময়দানে রোযাদারদের আনন্দ

- (১১) হযরত সাযিয়দুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ইরশাদ করেন যে, “কিয়ামতের দিন রোযাদারকে কবর থেকে বের হওয়ার সময় তাদের মুখের গন্ধের কারণে চেনা যাবে। আর (সেখানে) মেশক যুক্ত পানির পাত্র থাকবে, তাদের বলা হবে, খাও, তোমরা কাল ক্ষুধার্ত ছিলে (এখন) পান কর, কাল তোমরা তৃষ্ণার্ত ছিলে। তোমরা এখন আরাম কর, কাল তোমরা ক্লান্ত ছিলে। এরপর ওরা পানাহার ও আরাম করতে থাকবে, অথচ তখন লোকেরা কঠিন হিসাবে ও পিপাসায় ব্যস্ত থাকবে।” (কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৬৩৯, আত তাদবীন ফি আখবারে কাযবিন, ২য় খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

স্বর্গের দস্তুরখাবার

- (১২) হযরত সাযিয়দুনা আবু দারদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “রোযাদারদের প্রত্যেকটি চুল তার জন্য তাসবিহ পড়ে। কিয়ামতের দিন আরশের নিচে রোযাদারদের জন্য মোতি ও অতি মূল্যবান পাথরের খচিত স্বর্গের এমন দস্তুরখাবার বিছানো হবে যার পরিধি দুনিয়ার সমতুল্য। এর উপর বিভিন্ন প্রকারের জান্নাতি খাবার, পানীয় ও ফল মূল থাকবে, তারা পানাহার করতে থাকবে, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে অথচ তখন বাকী লোকেরা কঠিন হিসাবের মুখোমুখি হবে।

(আল ফিরদৌস বিমাসুরীল খাণ্ডাব, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা৪৯০, হাদীস নং-৮৮৩৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

কিয়ামতের দিন রোযাদারেরা খাবার খাবে

(১৩) হযরত সাযিয়্যদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে রাবাহ رضي الله تعالى عنه ইরশাদ করেন যে, (কিয়ামতের দিন) দস্তুরখাবার বিছিয়ে দেয়া হবে, সর্বপ্রথম সেখান থেকে রোযাদারেরা খাওয়া শুরু করবে।

(মুসল্লিফে ইবনে আবি শায়বা, ২য় খন্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০)

রোযা রাখলে জান্নাতী

(১৪) হযরত সাযিয়্যদুনা হুযাইফা رضي الله تعالى عنه থেকে বর্ণিত; প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কালেমা পড়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার শেষ নিঃশ্বাসও কালেমার উপর হবে। যে ব্যক্তি কোন দিন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখলো, তার শেষ নিঃশ্বাসও সেটার উপর হবে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য সদকা করেছে, তার শেষ নিঃশ্বাসও সেটার উপর হবে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৩৮৫)

প্রচন্ড গরমে রোযার ফযীলত

(১৫) হযরত সাযিয়্যদুনা ইবনে আব্বাস رضي الله تعالى عنه বর্ণনা করেন: নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صلى الله تعالى عليه وآله وسلم হযরত সাযিয়্যদুনা আবু মুসা رضي الله تعالى عنه কে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় যুদ্ধে প্রেরণ করেন। এক অন্ধকার রাতে যখন নৌকার পাল উঠিয়ে দেয়া হল তখন এক আহ্বানকারীর অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ আসল, “হে নৌকা ওয়ালারা! আল্লাহ নিজ জিম্মায় কি কি দয়া করেছেন? তখন হযরত সাযিয়্যদুনা আবু মুসা رضي الله تعالى عنه বলেন: “যদি আপনি বলতে পারেন, তবে অবশ্যই বলে দিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

তখন তিনি বললেন: “আল্লাহ্ নিজ দয়াপূর্ণ দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি প্রচন্ড গরমের দিনে নিজেকে আল্লাহ্ তাআলার জন্য তৃষ্ণার্ত রেখেছে আল্লাহ্ তাআলা কঠিন গরমের দিনে কিয়ামতের দিনে তাকে পানি পানে সিজ্জ করাবেন।” ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ আল মারুফ তথা যিনি ইবনে আবি দুনিয়া হিসেবে প্রসিদ্ধ তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ‘কিতাবুল জু’ এ বর্ণনা করেন যে, ঐ দিনের পর থেকে হযরত সাযিয়দুনা আবু মুসা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বিশেষ করে ঐ সমস্ত দিনেই (নফল) রোযা রাখতেন, যে দিন এতই গরম থাকত যে মানুষ নিজের অতিরিক্ত কাপড়ও খুলতে বাধ্য হয়ে যেতেন।”

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮)

অপরকে খাওয়া অবস্থায় দেখে ধৈর্যশীল রোযাদারের সাওয়াব

(১৬) হযরত সাযিয়দাতুনা উম্মে আনছারীয়া رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! যখন আমার নিকট তাশরীফ আনলেন, তখন আমি তাঁর খিদমতে খাবার উপস্থাপন করলাম। তখন তিনি صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “তুমিও খাও।” আমি আরয় করলাম, “আমি রোযা রেখেছি।” তখন প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “যতক্ষণ পর্যন্ত রোজাদারের সামনে খাবার খাওয়া হয় ততক্ষণ ফেরেশতাগণ ঐ রোযাদারের গুনাহ ক্ষমার জন্য দোয়া করতে থাকে।” অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, “যতক্ষণ পর্যন্ত খাবার ভক্ষণকারী পেট ভরে খেয়ে নিবে।” (ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করতে থাকে।)

(আল ইহসান বিভারতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ৫ম খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪২১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

(১৭) হযরত সাযিয়্যুনা বুয়ায়দা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হযরত সাযিয়্যুনা বিলাল رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: “হে বিলাল! আস, নাস্তা করি।” তখন (হযরত সাযিয়্যুনা) বিলাল رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আরজ করলেন, “আমি রোজাদার! তখন নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “আমরা নিজেদের রিযিক খাচ্ছি আর বিলাল رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর রিযিক জান্নাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।” অতঃপর তিনি আরো বললেন, “হে বিলাল ! তুমি কি জান যতক্ষণ পর্যন্ত রোযাদারের সামনে খাবার খাওয়া হয় ততক্ষণ ঐ রোযাদারদের হাড্ডিগুলো তাসবীহ পাঠ করে এবং ফেরেশতারা তার জন্য গুনাহ মাফ চাইতে থাকে।”

(ইবনে মাযাহ, ২য় খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৪৯)

রোযাদার অবস্থায় মৃত্যুবরণের ফরীলত

(১৮) হযরত সাযিয়্যুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত; তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি রোযারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় রোযার সাওয়াব লিখে দেন।”

(আল ফেরদৌস বিমাসুরিল খাতাব, ৩য় খন্ড, ৫০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৫৫৭)

সৎকাজের সময় মৃত্যুর সৌভাগ্য

سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! সৌভাগ্যবান হচ্ছে ওই মুসলমান, যার মৃত্যু রোযারত অবস্থায় হয়েছে; বরং যে কোন সৎ কাজরত অবস্থায় মৃত্যু আসা অত্যন্ত ভাল লক্ষণ। যেমন, অযু সহকারে অথবা নামাযরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা, মদীনার দিকে সফরকালে, বরং মদীনায়ে মুনাওয়ারায় রুহ কজ হওয়া, হজ্জ পালনকালে মক্কায়ে মুকাররমা, মিনা, মুযদালিফা কিংবা আরাফাত শরীফে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

দা'ওয়াতে ইসলামীর 'সুন্নাতে সমূহের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফরের মধ্যভাগে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া-এ সবই এমন এমন মহা সৌভাগ্য যে, যোগুলো শুধু সৌভাগ্যবান লোকেরাই লাভ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে সাহাবা-ই-কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সায্যিদুনা খায়সুমা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “সাহাবা-ই-কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ এ কথাই পছন্দ করতেন যে, কোন লোকের ইন্তিকাল কোন ভালো কাজ, যেমন-হজ্জ, ওমরা, জিহাদ ও রমযানের রোযা ইত্যাদির অবস্থায় হোক।” (হিলয়াতুল আউলিয়া, ২৩ পৃষ্ঠা, ৪র্থ খন্ড)

কালু চাচার ঈমান আলোকিত মুতু

ভাল ও উত্তম কাজ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য ভাগ্যবানদেরই হয়ে থাকে। এই বিষয়ের ধারাবাহিকতায় তবলীগে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সম্মিলিত ইতিকাহের একটি মাদানী বাহার শুনুন এবং সারা জীবন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকার দৃঢ় নিয়ত করে নিন। যেমন- মদীনাতে আউলিয়া আহমদাবাদ গুজরাট, ভারত এর কালু চাচা (প্রায় ৬০ বছর বয়স্ক) ১৪২৫ হিজরী মোতাবেক ২০০৪ সালের রমজানুল মোবারকের শেষ ১০ দিনে শাহী মসজিদে (শাহআলম আহমদাবাদ শরীফ) অনুষ্ঠিত তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর ইজতিমায়ী ইতিকাহে ইতিকাহকারী হয়ে গেলেন। তিনি আগে থেকেই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কিন্তু আশিকানে রাসূলগণের সাথে ইতিকাহে এই প্রথমবারই অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। ইতিকাহে অনেক কিছু শিখার সুযোগ হলো এবং সাথে সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর ৭২ মাদানী ইনআমাত থেকে প্রথম কাতারে নামায পড়ার উৎসাহ বৃদ্ধিকারী ২য় মাদানী ইনআম এর উপর আমল করার যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করল। তাই তিনি প্রথম কাতারে নামায পড়ার অভ্যাস করে নিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

২রা শাওয়াল তথা ঈদুল ফিতরের ২য় দিন ৩ দিন দিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করলেন। মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে আসার ৫/৬ দিন পর তথা ২০০৪ সাল মোতাবেক ১৪২৫ হিজরীর ১১ই শাওয়াল তারিখে কোন কাজে বাজারে গেলেন। ব্যস্ততাও ছিল। কিন্তু (বাজার থেকে ফিরতে) দেৱী হয়ে গেলে প্রথম কাতার না পাওয়ার সম্ভাবনায় চিন্তিত ছিলেন। এজন্য সব কাজ ছেড়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা দিল এবং আযানের পূর্বেই মসজিদে পৌঁছে গেলেন। অজু করে যখনই নামাযে দাঁড়ালেন সাথে সাথে পড়ে গেলেন। কালেমা শরীফ ও দরুদ শরীফ পড়তে তার রুহ দেহ থেকে উড়ে গেল।

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

إِنَّمَا لِلَّهِ شُكْرٌ! ইজতিমায়ী ইতিকারফের বরকতে মাদানী ইনআমাতের ২য় মাদানী ইনআম “প্রথম কাতারে নামায পড়ার” আগ্রহ চাচাকে ইন্তিকালের সময় বাজারের অলসতায় ভরা আঙ্গিনা থেকে উঠিয়ে মসজিদের রহমতে ভরা আঙ্গিনায় পৌঁছে দিল। আর কি সৌভাগ্য যে, শেষ সময়ে কালেমা শরীফ ও দরুদে পাক পড়ার সুযোগ হল। إِنَّمَا لِلَّهِ شُكْرٌ! ইন্তিকালের সময় যে ব্যক্তির কালেমা শরীফ পড়ার সৌভাগ্য হবে কবর ও হাশরে তার তরী পার হয়ে যাবে।

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির শেষ বাক্য اللهُ أَكْبَرُ! হ'বে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩২, হাদীস নং-৩১১৬)

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের আরো কিছু বরকতের কথা শুনুন। যেমন কালু চাচার ইন্তিকালের কিছুদিন পর তার সন্তানদের কেউ স্বপ্নে দেখল যে, মরহুম কালু চাচা সাদা পোশাক ও মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের তাজ পরে মুচকি হেসে হেসে বলছেন, “বেটা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ-কর্মে লেগে থাক, যেহেতু এই মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার উপর মেহেরবানী হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

মওত ফজলে খোদা ছে হো ঈমান পর,
মাদানী মাছল মে করলো তুম ইতিকাফ ।
রব্ব কি রহমত ছে পাওগে জান্নাত মে ঘর,
মাদানী মাছল মে করলো তুম ইতিকাফ ।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

আশুরার রোযার ফরযীলত আশুরার ২০টি বৈশিষ্ট্য

- (১) ১০ই মুহররামুল হারাম আশুরার দিন হযরত সাযিয়দুনা আদম সফিয়ুল্লাহ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام এর তাওবা কবুল করা হয়েছে।
- (২) এই দিন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, (৩) এই দিন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিল (৪) এই দিন আরশ, (৫) কুরছী (৬) আসমান, (৭) জমিন, (৮) সূর্য (৯) চন্দ্র (১০) তারকা সমূহ এবং (১১) জান্নাত সৃষ্টি করা হয়েছে, (১২) এই দিন হযরত সাযিয়দুনা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام কে সৃষ্টি করা হয়েছে, (১৩) এই দিন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام আগুন থেকে মুক্তি পেয়েছেন (১৪) এই দিন হযরত সাযিয়দুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام ও তার উম্মতগণ মুক্তি পায় আর ফিরআউন নিজ গোত্রসহ নীলনদে ডুবে যায় (১৫) এই দিন হযরত সাযিয়দুনা ঈসা রুছুল্লাহ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام কে সৃষ্টি করা হয়।
- (১৬) এই দিনই ঈসা عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام কে আসমানের দিকে উঠিয়ে নেয়া হয়। (১৭) এই দিন হযরত নুহ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام এর কিশতি জুখী পাহাড়ে গিয়ে ভিড়ে। (১৮) এই দিন হযরত সাযিয়দুনা সোলাইমান عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام কে বিশাল রাজত্ব দান করা হল। (১৯) এই দিন হযরত ইউনুছ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام কে মাছের পেট থেকে বের করা হয়।
- (২০) এই দিন হযরত সাযিয়দুনা ইয়াকুব عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَام এর চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেয়া হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (ভাবারানী)

(২১) এই দিন সাযিয়দুনা ইউছুফ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ কে কূপ থেকে বের করা হল। (২২) এই দিন হযরত সাযিয়দুনা আইয়ুব عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ এর রোগ থেকে মুক্তি দেয়া হয়, (২৩) এই দিনই সর্বপ্রথম আসমান থেকে জমিনে বৃষ্টি হয়। (২৪) এই দিনের রোজা উম্মতগণের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল এমনকি এই কথাও বলা হয়েছে যে, এই দিনের রোজা রমযানের রোযার পূর্বে ফরয ছিল পরে তা রহিত করা হয়েছে। (মুকাশফাতুল কুলুব, ৩১১ পৃষ্ঠা, বৃশতানুল ওয়ায়েজিন লিল জাওজি, ২২৮ পৃষ্ঠা) (২৫) ইমামে আলী ইশাম, ইমামে আরশে ইশাম, ইমামে তিশনা কাম, ইমাম হুসাইন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তার আত্মীয় স্বজন সহ ৩ দিন ক্ষুধার্ত রাখার পর এই আশুরার দিনে কারবালার জমিনে অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে শহীদ করা হয়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মুহররমুল হারাম ও আশুরার রোযার ৬টি ফযীলত

(১) হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “রমযানের রোযার পর মুহররমের রোযা উত্তম। আর ফরয নামাযের পর ‘সালাতুল লায়ল’ উত্তম নামায (অর্থাৎ রাতের নফল নামাযসমূহ)”

(মুসলিম শরীফ, ৮৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৬৩)

(২) প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “মুহররমের প্রতিদিনের রোযা এক মাসের রোযার সমান।” (ভাবারানী ফিস সগীর, ২য় খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৫৮০)

মুসা عَلَيْهِ السَّلَامُ এর দিবস

(৩) হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বলেন: “মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যখন মদীনা মুনাওয়ারায় তশরীফ আনলেন, তখন ইহুদীদেরকে আশুরার দিন রোযা পালন করতে দেখে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হুযুর পুরনূর
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “এটা কোন দিনের তোমরা
 রোযা রাখছো?” আরয করলো, “এ একটি মহান দিন, যাতে হযরত
 মূসা عَلَيْهِ السَّلَامُ ও তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা মুক্তি
 দিয়েছেন আর ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মেরেছেন।
 হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَامُ এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ দিনের রোযা
 রেখেছেন। তাই আমরা রোযা রাখছি।” ইরশাদ করলেন: “মূসা
 عَلَيْهِ السَّلَامُ এর সাথে ইশাতূতা ঘোষণা করার ক্ষেত্রে
 তোমাদের তুলনায় আমরা বেশী হকদার ও নিকটতর।” তখন
 নবীকুল সুলতান, সরদারে দোঁজাহান, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 নিজেও রোযা রাখলেন, আর মুসলমানকেও রোযা রাখার নির্দেশ
 দিলেন। (রখারী, ১ম খন্ড, ৬৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০০৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ হাদীসে পাক থেকে জানা যায় যে,
 যেদিন আল্লাহ তাআলা কোন বিশেষ নেয়ামাত দান করেন, সেটার স্মৃতি
 বহন বৈধ ও পছন্দনীয়; কারণ এর মাধ্যমে ওই মহান নেয়ামতের স্মরণ
 তাজা হবে। আর সেটার শোকর আদায় করার জন্য কুরআনে আযীমে
 আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং
 তাদেরকে আল্লাহ তাআলার দিনগুলোকে
 স্মরণ করিয়ে দাও! (পারা-১৩, সূরা-ইব্রাহীম, আয়াত-৫)

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ط

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ নঈম উদ্দীন
 মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ‘খায়ানুল ইরফান’ শরীফে এ আয়াতের ব্যাখ্যায়
 লিখেছেন, “আল্লাহ তাআলার দিনসমূহ বলতে ওই সব দিন বুঝায়,
 যেগুলোতে আল্লাহ তাআলা আপন বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন; যেমন-
 বনী ইস্রাইলের জন্য ‘মান্না ও সালওয়া’ অবতারণার দিন, হযরত মূসা
 عَلَيْهِ السَّلَامُ এর জন্য নীল নদের মধ্য দিয়ে রাস্তা বানানোর দিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

এসব দিনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় নে'মতের দিন হচ্ছে, প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বেলাদত শরীফ (পৃথিবীতে শুভাগমনের দিন), মে'রাজ শরীফের দিন। এগুলোর স্মৃতি ধারণ করাও এ আয়াতের বিধানভুক্ত।

(খাযায়েনুল ইরফান থেকে সংক্ষেপিত, পৃষ্ঠা৪০৯)

ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ ও দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা মুসলমানদের জন্য মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, ছয়ুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বেলাদত শরীফের (শুভাগমনের) দিন অপেক্ষা কোনটি বড় পুরস্কারের দিন হবে? সমস্ত নেয়ামত তাঁরই কারণেই তো পাওয়া যায়। বস্তুত: এ দিন ঈদের দিনের চেয়েও উত্তম। তাঁরই মাধ্যমে 'ঈদ' হয়েছে। এ কারণেই তা পবিত্র সোমবার রোযা রাখার কারণ ইরশাদ করেছেন: فِيهِ وَرِدْتُ (অর্থাৎ: ওই দিনেই আমি আগমন করেছি।) (সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬২)

তবলীগে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে পৃথিবীর অসংখ্য দেশের অগণিত স্থানে প্রতি বছর ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ জাকজমকের সাথে উদযাপন করা হয়। রবিউন নূর শরীফের ১২ তারিখের রাতে আজিমুশশান মিলাদুন্নবীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আর বিশেষত: আমার সং ধারণা মতে ঐ রাতে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মিলাদুন্নবীর মাহফিল বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত হয় এবং ঈদে মিলাদুন্নবীর দিন “মারহাবা ইয়া মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ” শ্লোগান দিয়ে অসংখ্য মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জুলুছ বের করা হয়, যেগুলোতে লক্ষ লক্ষ আশিকানে রাসূল অংশগ্রহণ করে।

ঈদে মিলাদুন্নবী তো ঈদ কি ভি ঈদ হে
বিল ইয়াকি হে ঈদে ঈদা ঈদে মিলাদুন্নবী

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আশুরার রোযা

- (৪) হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বলেন: আমি আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে কোন রোযাকে অন্য কোন দিনের রোযার উপর প্রাধান্য দিতে দেখিনি; আশুরার দিনের ও রমযান মাসের রোযা ব্যতীত।”

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৫৭, হাদীস নং-২০০৬)

ইহুদীদের বিরোধীতা করো

- (৫) রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হযরত পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আশুরার দিনের রোযা রাখো, আর তাতে ইহুদীদের বিরোধীতা করো, এর আগে পরেও এক দিনের রোযা রাখো।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১ম খন্ড, ৫১৮ পৃষ্ঠা) যখন আশুরার রোযা রাখবেন তখন সাথে সাথে নবম কিংবা ১১ মুহাররমের রোযাও রেখে নেয়া উত্তম।
- (৬) হযরত সাযিয়দুনা আবু কাতাদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আল্লাহ তাআলার প্রতি আমার ধারণা রয়েছে যে, আশুরার রোযা এক বছর পূর্বের গুনাহকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে।”

(সহীহ মুসলিম, ৫৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৬২)

সারা বছর চোখের যন্ত্রণা ও রোগ থেকে মুক্তি

প্রসিদ্ধ মুফাসিসর হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: “মহরম মাসের ৯ ও ১০ তারিখ রোযা রাখলে অনেক বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। সন্তান সন্তুতির জন্য ১০ই মহররম যদি ভাল খাবার রান্না করা হয় তাহলে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ সারা বছর ঘরে বরকত থাকবে। উত্তম হচ্ছে এই যে, খিচুড়ী রান্না করে হযরত সাযিয়দুনা শহীদে কারবালা ইমাম হুসাইন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ নামে যদি ফাতিহা পাঠ করা হয় তবে তা উত্তম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদর শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

ঐ তারিখে অর্থাৎ ১০ই মহররমে যদি গোসল করা হয় তবে সম্পূর্ণ বছর রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। কেননা এইদিন সমস্ত পানির সাথে জমজমের পানি মিশে থাকে।” (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৪র্থ খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা, কোয়েটা ইসলামী জিদেগী, ৯৩ পৃষ্ঠা) রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আশুরার দিন, “ইছমাদ সুরমা” চোখে লাগাবে তবে তার চোখ কখনো রোগাক্রান্ত হবে না।” (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৭, হাদীস নং-৩৭৯৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রজবুল মুরাজ্জবের রোযা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার নিকট চারটি মাস বিশেষভাবে সম্মানিত। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

নিশ্চয় মাসগুলোর সংখ্যা আল্লাহ তাআলার নিকট বার মাস, আল্লাহ তাআলার কিতাবের মধ্যে, যখন থেকে তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটাই সহজ সরল দ্বীন। তাই এ মাসগুলোর মধ্যে নিজেদের আত্মাগুলোর উপর যুলুম করো না এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করো, যেমনিভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করে এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ খোদাভীরুদের সাথে রয়েছেন।

(পারা-১০, সূরা-তাওবা, আয়াত-৩৬)

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا
عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا
أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
فَلَا تظَلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا
يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢١٦﴾

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে করিমায় চন্দ্র মাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যার হিসাব চাঁদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আহকামে শরীয়াতের ভিত্তিও চন্দ্র মাসের উপর। যেমন-রমযানুল মোবারকের রোযা, হজ্জের বিধান সমূহ ইত্যাদি সাথে সাথে ইসলামী আচার অনুষ্ঠান, কৃষ্টি কালচার যেমন ঈদে মিলাদুল্লাহী صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, শবে মেরাজ, শবে বরাত, গিয়ারভী শরীফ, বুযুর্গানে দ্বীনের ওরশ সমূহ ইত্যাদিও চন্দ্র মাসের হিসাব অনুযায়ী উদযাপন করা হয়ে থাকে। আফসোস! আজকাল যেখানে মুসলমানগণ অসংখ্য সুল্লাত থেকে দূরে ছিটকে পড়ছে সেখানে ইসলামী ইতিহাস ঐতিহ্যের ব্যাপারে অজ্ঞ ও অসচেতন হয়ে যাচ্ছে। এক লক্ষ মুসলমানের মধ্যে যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে “বলুন, আজ কোন হিজরীর কোন মাসের কত তারিখ?” হয়ত তখন সর্বোচ্চ একশত মুসলমান হবে যারা কষ্ট করে সঠিক উত্তর দিতে পারবে। পূর্বে উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সায়্যিদুনা সদরুল আফাযিল মাওলানা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খাযাইনুল ইরফানে বর্ণনা করেন: (চার পবিত্র মাস দ্বারা উদ্দেশ্য) তিনটি লাগাতার জিলকুদ, জিলহজ্জ, মুহাররাম, আর একটি পৃথক রজব। আরবের লোকেরা জাহেলী যুগেও এই মাস গুলোতে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম হিসেবে জানত। ইসলামেও এই মাসগুলোর শান মান ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(খাযাইনুল ইরফান, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

ঈমান তাজাকারী ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রহুল্লাহ عَلَيَّهِ السَّلَامُ এর সময়ের ঘটনা, এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন থেকে কোন এক মহিলার প্রেমে আসক্ত ছিল। একদা তিনি তার প্রেহিশাকে নাগালে পেয়ে গেলেন। তখন মানুষের কথাবার্তা থেকে তিনি অনুমান করতে পারলেন যে, মানুষেরা চাঁদ দেখছে। তখন ঐ ব্যক্তি সে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল, মানুষেরা কোন মাসের চাঁদ দেখছে? ঐ মহিলা উত্তর দিল “রজবের চাঁদ।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

ঐ ব্যক্তি কাফির হওয়া সত্ত্বেও যখনই রজব মাসের নাম শুনল সাথে সাথে (রজবের) সম্মানার্থে ঐ মহিলা থেকে পৃথক হয়ে গেলেন ও যিনা থেকে বিরত রইলেন। হযরত সাযিয়দুনা ঈসা রহুল্লাহ ﷺ এর প্রতি নির্দেশ আসল যে আমার অমুক বান্দার সাক্ষাৎ করতে যান। তখন তিনি তার কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ও নিজের আগমনের কথা বর্ণনা করলেন। এই কথা শুনতেই তার অন্তর ইসলামের নূরে আলোকিত হয়ে গেল এবং দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করল।

(আনিসুল ওয়ায়েজীন, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা রজবের বাহার দেখলেন তো! রজবুল মুরাজ্জবের সম্মান করে এক কাফিরের ঈমানের দৌলত নসীব হয়েছে। তাহলে যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে রজবুল মুরাজ্জবের সম্মান করবে জানিনা তার পুরস্কার কি হতে পারে! মুসলমানদের উচিত রজব মাসকে অত্যন্ত সম্মান করা। কুরআনে পাকেও হারাম মাস সমূহে স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করতে নিষেধ করেছেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

(তোমরা) এ মাসগুলোর মধ্যে নিজেদের

আত্মাগুলোর উপর জুলুম করো না।”

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
أَنْفُسَكُمْ

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রয়েছে-“অর্থাৎ বিশেষ করে ঐ চার মাস সমূহে গুনাহ করবে না যেহেতু এতে গুনাহ করা মানে নিজের উপর জুলুম করা অথবা পরস্পরে একে অপরের উপর জুলুম করো না। (নুরুল ইরফান, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

দুই বছরের (ইবাদতের) সাওয়াব

হযরত সাযিয়দুনা আনাস رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে; খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, ছয়র صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুগন্ধময় বাণী হচ্ছে, “যে ব্যক্তি হারাম মাসে তিন দিন বৃহস্পতিবার শুক্রবার এবং শনিবার সাপ্তাহিক রোযা রাখবে, তার জন্য ২ বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দেওয়া হবে। (মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ৩য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫১৫১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

তেরে করম সে আয় করিম,
মুঝে কোন ছি শায়ে মিলি নেহী।
ঝুলি হী মেরী তঙ্গ হে,
তেরে ইহা কমি নেহী।

রজবের বাহার সমূহ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী রَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ‘মুকাশাফাতুল কুলুব’ কিতাবে লিখেছেন, রজব رَجَب শব্দটি মূলত تَزْجِيبُ (তারজীব) থেকে উৎপত্তি তার অর্থ “সম্মান” করা। উহাকে الْأَصِيبُ (আল আছাব) সবচেয়ে গতিময় বন্যা বলা হয়। এই জন্য যে এই মোবারক মাসে তাওবাকারীদের উপর রহমতের বন্যা বয়ে যায়। আর ইবাদতকারীদের উপর কবুলিয়তের ফয়েয বর্ষণ হয়। আবার এই মাসকে الْأَصَمُّ (আল আছম) তথা বধিরও বলা হয় কেননা এই মাসে যুদ্ধ বিধ্বের আওয়াজ মোটেই শূন্য যায় না। আবার একে রজবও বলা হয়, যেহেতু জান্নাতের একটি নদীর নাম রজব রয়েছে যার পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং বরফের চাইতে ঠান্ডা। এই নদী থেকে সে-ই পান করতে পারবে যে রজব মাসে রোজা রাখবে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০১ পৃষ্ঠা, দারুল ক্বত্বিল ইলমিয়াহ, বেরুত) গুনিয়াতুত তালেবীন এ উল্লেখ আছে যে, এই মাসকে شَهْرُ رَجْمٍ (শাহরো রজম) তথা পাথরের মাসও বলা হয়। কেননা এ মাসে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। যাতে শয়তান মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতে না পারে। এই মাসকে الْأَصَمُّ (আসম) তথা বধিরও বলা হয় কেননা এ মাসে কোন জাতীর উপর আল্লাহ তাআলার শাস্তি অবতীর্ণ হতে শূন্য যায়নি। আল্লাহ তাআলা আগের উম্মতগণকে এ মাস ছাড়া অন্য সব মাসে শাস্তি দিয়েছেন। (গুনিয়াতুত তালেবীন, ২২৯ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দা'রাইন)

রজব শব্দের ৩টি হরফ

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজব মাসের বাহারের কথা কি বলব! মুকাশাফাতুল কুলুবে আছে, বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى বর্ণনা করেন: رَجَبٌ (রজব) শব্দে তিনটি বর্ণ রয়েছে। ر দ্বারা উদ্দেশ্য رَحْمَتِ الْإِلَهِيِّ তথা আল্লাহু তাআলার রহমত ر দ্বারা, ج তথা বান্দাদের অপরাধ ب দ্বারা ب ভাল কাজ। যেন আল্লাহু তাআলা ইরশাদ করছেন, আমার বান্দাদের অপরাধকে আমার রহমত ও মঙ্গলের মধ্যখানে রেখে দাও।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০১ পৃষ্ঠা)

ইছইয়া ছে কভী হামনে কানারা না কিয়া,
পর তু নে দিল আ-জুরদা হামারা না কিয়া।
হামনে তো জাহান্নামকি বহত কি তাজবীজ,
লেকিন তেরি রহমত নে গাওয়ারা না কিয়া।

বীজ বপনের মাস

হযরত সাযিয়্যুনা আল্লামা ছাফ্ফরি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ইরশাদ করেন, রজব মাস বীজ বপনের, শাবান পানি দ্বারা সেচ দেয়ার ও রমযান ফসল কাটার মাস। এজন্য যে ব্যক্তি রজব মাসে ইবাদতের বীজ বপন করবে না, আর শাবান মাসে চোখের পানি দ্বারা সেচ দিবেনা, সে রমযান মাসে রহমতের ফসল কিভাবে কাটবে? তিনি আরো বলেন: রজব মাস শরীরকে, শাবান মাস হৃদয়কে এবং রমযান মাস আত্মাকে পবিত্র করে দেয়।

(নুহাতুল মাযালিস, ১ম খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

যা সারা জীবনে শিখতে পারেনি তা ১০ দিনে শিখে নিয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজবুল মুরাজ্জবে ইবাদত ও রোযা রাখার মন মানসিকতা তৈরী করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

সুন্নাতে প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলার মুসাফির হোন। আর দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আয়োজিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে অংশ নিন।

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ আপনার জীবনে মাদানী পরিবর্তন আসবে। উৎসাহের জন্য একটি সুগন্ধময় মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। সাঈদাবাদ বলদিয়া টাউন, বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের কিছু লিখা এই রকম ছিল যে, “আমি সে সময় মেট্রিকের (S.S.C) ছাত্র ছিলাম। আমাদের ঘরের মালিক যিনি দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে প্রচারের পরিবেশে ছিল। তার ইনফিরাদী কৌশিশে তার সাথে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর উদ্যোগে গাউছিয়া মসজিদ নয়া সাঈদাবাদ মেমন কলুনীতে অনুষ্ঠিত রমযানুল মোবারকের শেষ ১০ দিনের ইতিকাফে অংশগ্রহণ করলাম। আশিকানে রাসূলদের সাথে ইতিকাফের বরকতের কথা বর্ণনার বাইরে। সংক্ষেপে আমি সেই দশ দিনে সে সব বিষয় জেনেছি, শিখেছি যা আমি অতীতের জীবনে শিখতে পারিনি। আমি ইতিকাফেই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশকে দৃঢ় করে আকড়ে ধরলাম। সেখানে থেকে পাগড়ী বাঁধা শুরু করলাম। ঈদের ২য় দিন আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলাতে সুন্নাতে ভরা সফর করলাম। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ! আমার উপর মাদানী রং এর বাহার ছড়িয়ে পড়ল। আর আমি এই বর্ণনা দেয়ার সময় তানযীমী নিয়মে মাদানী ইনআমাতের জিম্মাদার হিসেবে মাদানী কাজের সুবাস ছড়াচ্ছি।

রহমতে লুটনে কেলিয়ে আ-ও তুম, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ ॥

সুন্নাতে শিখনে কেলিয়ে আ-ও তুম, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ ॥

পাঁচটি বরকতময় রাত

হযরত সাযিদ্দুনা আবু উমামা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হযরত পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “পাঁচটি এমন রাত রয়েছে যেগুলোতে দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয়না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

(১) রজবের প্রথম রাত, (২) শাবানের ১৫ তারিখের রাত, (৩) বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাত, (৪) ঈদুল ফিতরের রাত, (৫) ঈদুল আযহার রাত।” (আল জামেউস সগীর, ২৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯৫২) হযরত সাযিয়দুনা খালিদ বিন মাদান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন: বছরে ৫টি রাত এমন রয়েছে যে, যে ব্যক্তি এগুলোকে বিশ্বাস করে, সাওয়াবের নিয়তে ঐ রাতগুলোকে ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করে তবে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (১) রজবের ১ম রাত। এই রাতে ইবাদত করবে ও দিনে রোজা রাখবে। (২), (৩) দুই ঈদের (তথা ঈদুল ফিতর ও আযহার) রাত। এই দুই রাতে ইবাদত বন্দেগী করবে কিন্তু দিনে রোজা রাখবে না। (দুই ঈদের দিন রোজা রাখা জায়েয নেই।) (৪) ১৫ই শাবানের রাত। এই রাতে ইবাদত করবে ও দিনে রোজা রাখবে। (৫) আশুরার রাত (তথা মুহাররামুল হারামের ১০ তারিখ রাত)। ঐ রাতে ইবাদত করবে ও দিনে রোজা রাখবে।

(গুনিয়াতুত তালেবীন, ২৩৬ পৃষ্ঠা, দারু ইহইয়াউত তুরাসিল, আরবী বৈরুত)

প্রথম রোযা ও বছরের গুনাহের কাফ্ফারা

হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দয়াময় বাণী হচ্ছে, “রজবের ১ম দিনের রোজা তিন বছরের গুনাহের কাফ্ফারা। ২য় দিনের রোজা দুই বছরের এবং ৩য় দিনের রোজা ১ বছরের গুনাহের কাফ্ফারা। এরপর প্রতিদিনের ১টি রোজা ১ মাসের গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ।” (আল জামেউস সগীর, ৩৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫০৫১)

একটি জান্নাতী নহরের নাম রজব

হযরত সাযিয়দুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “জান্নাতে একটা নদী রয়েছে, যাকে ‘রজব’ বলে, যা দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। তাই যে ব্যক্তি রজব মাসের একটি রোযা রাখবে, আল্লাহ তাকে ওই নদী থেকে পান করিয়ে তৃপ্ত করবেন।”

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৮০০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

নুরানী পাহাড়

একদা হযরত ঈসা عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ আলোক বলমল এক পাহাড় দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করলেন, “ইয়া আল্লাহ! এই পাহাড়কে কথা বলার শক্তি দান করুন।” তখন ঐ পাহাড় কথা বলতে লাগল। “ইয়া রুহুল্লাহ! আপনি কি চান?” ঈসা রুহুল্লাহ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ বললেন, তোমার অবস্থা বর্ণনা কর।” পাহাড় বলল “আমার ভিতর একজন মানুষ আছে।” তখন হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করলেন, ইয়া আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে আমার নিকট প্রকাশ করে দিন। (এই কথা বলার সাথে) সেই পাহাড় এমনিতে ফেটে গেল এবং এর ভিতর থেকে চাঁদের মত উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট একজন মানুষ দেখা গেল। তিনি আরয করলেন, “আমি হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এর উম্মত। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে এই দোয়া করেছিলাম যেন তিনি আমাকে তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আগমনের সময় পর্যন্ত জীবিত রাখেন যাতে আমি তার যিয়ারত করতে পারি এবং তাঁর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করতে পারি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই পাহাড়ে আমি ছয়শত (৬০০) বছর ধরে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল রয়েছি। হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করলেন, “ইয়া আল্লাহ! যমিনের উপরে এই বান্দার চেয়েও তোমার দরবারে অধিক সম্মানিত কোন বান্দা আছে কি? (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) ইরশাদ হল: “হে ঈসা عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ! উম্মতে মুহাম্মদী এর মধ্যে যারা রজব মাসে একটি রোযা রাখবে সে আমার নিকট এর চাইতেও সম্মানিত।” (নূহহাতুল মাজলিশ, ১ম খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

একটি রোযার ফযীলত

সর্বজন গ্রহণযোগ্য আলিমে দ্বীন, হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী হচ্ছে: “রজব মাস হারাম তথা পবিত্র মাস সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর ৬ষ্ঠ আসমানের দরজায় এই মাসের দিনগুলি লিখা রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি এই মাসের একটি রোযা রাখে আর তা তাকওয়া-পরহিয়গারীর মাধ্যমে পূর্ণ করে, তখন সেই দরজা ও রোযা ঐ বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং আরজ করবে, “ইয়া আল্লাহ! এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও।” আর সেই বান্দা যদি তাকওয়া পরহিয়গারীতা ছাড়া রোজা অতিবাহিত করে তাহলে সেই দরজা ও দিন তার গুনাহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন করে না। আর রোযাদারকে বলবে, ইয়া আল্লাহ তাআলার বান্দা! তোমার নফস তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে। (মাসাবাতা বিসসুন্নাহ, ৩৪২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, রোযার উদ্দেশ্য শুধু ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত থাকা নয় বরং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। যদি রোজা রেখেও গুনাহের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, তবে সে কঠিনভাবে বঞ্চিত হবে।

হযরত নূহ ﷺ এর কিম্পতিতে রজবের রোযার বাখার

হযরত সায়িয়্যুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম, রউফুর রহীম, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি রজব মাসের একটি রোযা রাখল তবে তা পরিপূর্ণ এক বছর রোযা রাখার মত হবে। যে সাতটি রোযা রাখবে, তার জন্য জাহান্নামের সাতটি দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি আটটি রোজা রাখবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি ১০টি রোজা রাখবে সে আল্লাহ তাআলার কাছে যাই চাইবে তা আল্লাহ তাকে দান করবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

যে ব্যক্তি পনেরটি রোজা রাখবে, তখন আসমান থেকে এক আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবে যে, তোমার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। তুমি আজ থেকে নতুন করে আমল শুরু কর। তোমার গুনাহ সমূহ নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। আর যারা এর চেয়ে বেশি করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে বেশি পরিমাণে দান করবেন। আর রজব মাসেই হযরত নুহ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَام কিশতিতে আরোহন করেছিলেন, তখন তিনি নিজেও রোজা রেখেছেন, সাথে সাথে সাথীদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার কিশতি ১০ই মহরম পর্যন্ত ছয় মাস সফর অবস্থায় ছিল। (শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮০১)

জান্নাতী মহল

হযরত সাযিয়্যদুনা আবু কিলাবা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “রজব মাসের রোযাদারদের জন্য জান্নাতে একটি মহল রয়েছে।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৮০২)

দেরেশানী দূর করার ফযীলত

হযরত সাযিয়্যদুনা ইবনে যুবাইর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি রজব মাসে কোন মুসলমানের চিন্তা দূর করবে, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে এমন একটি মহল দান করবেন যার প্রশস্ত হবে দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত। তোমরা রজব মাসের সম্মান কর, আল্লাহ তোমাদেরকে হাজার কারামতের সাথে সম্মানিত করবেন। (গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃষ্ঠা ২৩৪)

একশত (১০০) বছরের রোযার সাওয়াব

২৭ শে রজবের গুরুত্বের কথা কি বলব! ঐ তারিখে তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর ১ম বার ওহী নাযিল হয়েছে এবং এই তারিখেই মেরাজের সেই আজিমুশশান মুজিজা প্রকাশ পেয়েছিল। ২৭শে রজব শরীফের রোযার অনেক ফযীলত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

যেমন- হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হতে বর্ণিত; আছে যে, খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “রজবে একটি দিন ও রাত এমন রয়েছে, যে ব্যক্তি সে দিনে রোযা রাখবে ও রাতে নফল ইবাদতে অতিবাহিত করবে, তা শত বছরের রোযার সমান। আর তা হল ২৭ শে রজব। ঐ তারিখেই আল্লাহ তাআলা রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন।” (শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৮১১)

একটি নেকী শত বছরের নেকীর সমান

রজব মাসে এমন একটি রাত রয়েছে ঐ রাতে নেক আমলকারীদেরকে একশত বছরের নেকীর সাওয়াব দান করা হয়। আর তা রজবের ২৭ তারিখের রাত। যে ব্যক্তি ঐ রাতে (বার) ১২ রাকাত নামায এইভাবে আদায় করবে যে, প্রতি রাকাতাতে সুরায়ে ফাতিহা ও অন্য যে কোন একটি সুরা পাঠ করবে আর প্রতি দুরাকাত পর পর আভাহিয়াতু পড়বে এভাবে ১২ রাকাত পূর্ণ হলে সালাম ফিরাবে এরপর ১০০ বার বর্ণিত দোয়া পড়বে سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ১০০ বার ইস্তিগফার, ১০০ বার দরুদ শরীফ আর নিজ দুনিয়া ও আখিরাতের যা ইচ্ছা তা চেয়ে দোয়া করবে, আর সকালে রোযা রাখবে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত বৈধ দোয়া কবুল করবেন।

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮১২)

২৭ তারিখের রোজা ১০ বছরের গুনাহের কাফফারা

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলিয়ে নেয়ামত, আজিমুল বরকত, আজিমুল মারতাবাত পরওয়ানায়ে শাময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরিকুত, বায়েছে খায়রু বরকত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্জ আল হাফিয আল ক্বারী আশ শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

“ফাওয়াদি়ে হানাদে” হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হতে বর্ণিত আছে; হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “২৭ শে রজবে আমার নবুওয়্যত প্রকাশ হয়েছে। যে ব্যক্তি এই দিন রোজা রাখবে আর ইফতারের সময় দোয়া করবে, (তাহলে তা) ১০ বছরের গুনাহের কাফফারা হবে।” (সংশোধিত ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

৬০ মাসের রোযার সাওয়াব

হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ২৭ শে রজবের রোযা রাখবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য ষাট (৬০) মাসের রোজার সাওয়াব লিখে দিবেন। আর তা সেই দিন, যেই দিনে হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জন্য প্রথম অহী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। (তানযিহশ শরীয়াহ, ২য় খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪১)

শত বছরের রোজার সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী হচ্ছে, রজবে এমন একটি দিন ও রাত রয়েছে যে, সেই দিনে যে রোযা রাখবে ও রাতে কিয়াম তথা ইবাদত বন্দেগী করবে সে যেন একশত বছর রোযা রাখল। আর সেই দিন হল ২৭ শে রজব। এই দিন মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে আল্লাহ তাআলার প্রতি প্রেরণ করেছেন। (জুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৮১১)

দা'ওয়াতে ইসলামী ও জশনে মিরাজুন্নবী ﷺ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজবুল মুরাজ্জাবের (রজব মাসের) আর একটি বৈশিষ্ট্য এটাও রয়েছে যে, এ মাসের ২৭ তারিখ রাতে প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মিরাজের মত মহান মুজিয়া দান করেছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ২৭ তারিখের রাতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদ আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) এবং সেখান থেকে আসমান সমূহে ভ্রমণ করেছেন। জান্নাত ও জাহান্নামের আশ্চর্য বিষয় সমূহ দেখেছেন। নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর কদমবুচি করার সৌভাগ্য হয়েছে আরশ আজিমের এবং জাখ্রত অবস্থায় খোলা চোখে নিজ পরওয়ারদিগারের দিদার করেছেন। এই সম্পূর্ণ সফর এক এক করে শেষ করে পুনরায় দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন। রজবুল মুরাজ্জাবের ২৭ তারিখের রাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

تَبَلَّغُوا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ! তবলীগে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে প্রতি বছর ২৭ তারিখের রাতে জশনে মিরাজ্জুনবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ উদযাপন উপলক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, অসংখ্য স্থানে “ইজতিমায়ী যিকর ও নাত”র আয়োজন করা হয়। যার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ আশিকানে রাসূল আল্লাহ তাআলার দয়া লাভে ধন্য হয়ে থাকেন। আমার সু-ধারণা মতে, জশনে মিরাজ্জুনবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ উপলক্ষ্যে পৃথিবীর সবচাইতে বড় ইজতিমা বছর বছর ধরে اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে যা প্রায় সারারাত ব্যাপী হয়ে থাকে।

খোদা কি কুদরতছে চান্দ হক কে, করোডো মনজিল মে জলওয়া করকে।
আভী না তারো কি ছায়ো বদলী, কেহ নূর কে তড়কে আ-লিয়েথে।

কাফন ফেরত

বসরা নগরীর এক নেককার মহিলা ইস্তেকালের সময় আপন ছেলেকে ওসীয়ত করলেন, ওই কাপড়কেই আমার কাফন করবে, যা পরে আমি রজবুল মুরাজ্জবে ইবাদত করতাম। ওফাতের পর তার ছেলে অন্য কাপড়ের কাফন পরিয়ে দাফন করে ফেললো। যখন কবরস্থান থেকে ঘরে ফিরে আসলো, তখন এ দৃশ্য দেখে কেঁপে ওঠলো যে কাফন পরিয়ে তার মাকে দাফন করেছে সেটা ঘরেই মঞ্জুদ!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

যখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় মায়ের ওসীয়তকৃত কাপড় খোজ করল, তখন দেখলো তা সেখান থেকে উধাও। এমন সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল, ‘তোমার দেয়া কাফন ফেরত নাও, আমি তাকে ঐ কাপড় দ্বারা কাফন পড়িয়েছি (যার ব্যাপারে সে ওসীয়ত করেছিল)। যে ব্যক্তি রজবে রোযা রাখে, তাকে আমি কবরে পেরেশানীতে রাখিনা।

(নূযহাতুল মাজালিস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা২০৮)

আল্লাহ তাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, তাদের সদকায়

আমাদের ক্ষমা করুন। اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

অতি আদর আমাকে অবাধ্য বানিয়ে দিয়েছিল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজবুল মুরাজ্জবের রোযার জন্য মাদানী মন-মানসিকতার তৈরী, গুনাহের বদ অভ্যাস ছেড়ে দেওয়ার এবং ইবাদতের স্বাদ পাওয়ার জন্য তবলীগে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলগণের সাথে সফর করাকে নিজ অভ্যাসে পরিণত করুন। আপনাদের আগ্রহের জন্য মাদানী কাফেলার একটি মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যেমন শাহদারাহ (মারকাযুল আউলিয়া লাহোর) এর এক ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে, “আমি আমার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলাম। অতিরিক্ত আদর ভালবাসা আমাকে শেষ পর্যায়ের পিতামাতার অবাধ্য বানিয়ে দিয়েছিল। রাতভর বেহায়াপনা করতাম। সকালে দেরী পর্যন্ত ঘুমাতাম। মা-বাবা বুঝাতে চাইলে তাদেরকে ধমক দিতাম। তারা মাঝে মধ্যে কেঁদে দিতেন। দোয়া করতে করতে আমার মার চোখ ভিজে যেত। সেই মহা মূল্যবান মুহূর্তকে জানাই লাখো সালাম যেই মুহূর্তে দা’ওয়াতে ইসলামীর এক আশিকে রাসূলের সাথে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

আর তিনি অতি আদর আর ভালবাসা দিয়ে “ইনফিরাদী কৌশিশের” মাধ্যমে আমি গুনাহগারকে মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য প্রস্তুত করলেন। তাই আমি আশিকানে রাসূলদের সাথে তিনদিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। জানিনা ঐ আশিকানে রাসূলগণ তিনদিনের ভিতর আমাকে কি খাইয়ে দিল যার কারণে আমার মত অবাধ্য মানুষের পাথরের অন্তর (যা মাতাপিতার চোখের পানিতে ভিজেনি তা) মোমের মত গলে গেল। আমার অন্তরে মাদানী বিপ্লব শুরু হল এবং আমি মাদানী কাফেলা থেকে নামাযী হয়ে ফিরে আসলাম। ঘরে এসে আমি সালাম করলাম, বাবার হাত চুমু দিলাম এবং আম্মাজানের কদমে চুমু খেলাম। ঘরের সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল যে, তার কি হল যে, কাল পর্যন্ত যে কোন কথাই শুনত না। আজ সে এতই ভদ্র নম্র ও বিনয়ী হয়ে গেল!

اللَّحْمَدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ! মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলদের সঙ্গ আমাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছে। এই ঘটনাটি বর্ণনা করার সময় দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আমার মত একজন অতীতের বে-নামাযীর ভাগ্যে মুসলমানদেরকে ফয়যের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়ার যিম্মাদারী লাভ হয়েছে। (দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে মুসলমানদেরকে ফয়যের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়াকে ‘সাদায়ে মদীনা’ বলা হয়।)

গরচে আমলে বদ আওর আফআলে বদ, নে হে রুসওয়া কিয়া, কাফিলে মে চলোএ
কর সফর আ-ওগে তুম ছুধার যা-ওগে, মাঙ্গো চল কর দোয়া, কাফিলে মে চলে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

সঙ্গ সম্পর্কিত ৩টি বর্ণনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আশিকানে রাসূলদের সঙ্গ কিভাবে একজন বেনামাযী যুবককে অপরের নামাযের আস্থানকারী বানিয়ে দিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সঙ্গ অবশ্যই রং ছড়ায়। সৎ সঙ্গ মানুষকে সৎ ও খারাপ সঙ্গ খারাপ বানায়। এজন্য সর্বদা আশিকানে রাসূলদের সঙ্গ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

এই বিষয়ে ৩টি হাদিসে মোবারক উল্লেখ করছি। (১) ‘উত্তম বন্ধু সে-ই যখন তুমি আল্লাহকে স্মরণ করবে, সে তোমাকে সহযোগীতা করবে। আর যখন তুমি ভুলে যাবে আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে সে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে।’ (জালালুদ্দীন সুয়ুতী প্রণীত জামেউস সগীর, ২৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৯৯৯) (২) উত্তম সাথী সে, যাকে দেখলে তোমার আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ হয়। আর তার আমল তোমাকে আখিরাতের স্মরণ করিয়ে দেয়। (শাশুজ, ২৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪০৬৩) (৩) আমিরুল মু’মিনীন হযরত সায্যিদুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ইরশাদ করেন, এমন কোন কাজে জড়াইওনা যা তোমাদের জন্য উপকারী নয়। শত্রু থেকে দূরে থাক, বন্ধু থেকে বেঁচে থাক কিন্তু যখন বন্ধু আমানতদার হয় (তখন মিশতে পার) কেননা আমানতদারীর মত আর কিছু নাই। আর আমানতদার সেই যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। আর ফায়ির তথা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যদের সাথে থেকে না। কেননা তারা তোমাদের নাফরমানী, শিক্ষা দিবে এবং তাদের সাথে গোপন রহস্যের কথা বলিওনা। আর নিজের কাজের মধ্যে তাদের পরামর্শ নিবে যারা আল্লাহকে ভয় করে। (কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৫৬৫)

মন্দ সঙ্গের নিষেধাজ্ঞা

বেনামাযী, গালি গালাজকারী, নাটক সিনেমা দর্শনকারী, গান বাজনা শ্রবণকারী, মিথ্যা, গীবত, পরনিন্দাকারী, চোগলখোর, ওয়াদাখেলাপী, চোর, ঘুষখোর, মদ্যপায়ী, ফাসিক ও ফায়ির, গুনাহগার, বদ মায়হাবী এবং কাফিরের সঙ্গে বসলে বাচা চাই কারণ শরীয়াতে মানা আছে ও তাদের সঙ্গে বসলে নিজে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। ফতোয়ায়ে রযবীয়াহ, ২২ তম খন্ড ২৩৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, আ’লা হযরত رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর নিকট প্রশ্ন করা হল: যিনাকারী ও দাযুস (তথা যে নিজ স্ত্রী বা কোন মুহরিমা মহিলার বেপর্দার ব্যাপারে বাধা দেয়না এবং যথাসাধ্য নিষেধ করে না।) থেকে কতটুকু বেঁচে থাকতে হবে?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

উত্তরে তিনি বলেন: যিনাকারী ও দায়্যুস হচ্ছে ফাসিক তাদের সাথে উঠা, বসা, মিলামিশা করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত।” এই উত্তর দেয়ার পর তিনি কুরআনে এ আয়াত শরীফটি লিখেন, যেখানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

এবং যখনই তোমাকে শয়তান
ভুলিয়ে দিবে অতঃপর স্মরণে
আসতেই জালিমদের নিকটে
বসবে না।

(পারা-৭, সূরা-আনআম, আয়াত-৬৮)

وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ
الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ
بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ



প্রসিদ্ধ মুফাস্সির হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ এই আয়াতে মোবারাকার ব্যাখ্যায় বলেন: “এর দ্বারা বুঝা
গেল অসৎ সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকাটাই অত্যন্ত প্রয়োজন। মন্দ আমল বা
মন্দ কাজ বিষাক্ত সাপের চাইতে খারাপ। কারণ খারাপ সাপ বা বিষাক্ত
সাপ প্রাণ বের করে নেয় কিন্তু খারাপ বা মন্দ সঙ্গ ঈমান নষ্ট করে দেয়।”

(মুকুল ইরফান, ২১৫ পৃষ্ঠা)

রযব কা ওয়াসেতা হাম ছব কি মাগফিরাত ফরমা,
ইলাহী জান্নাতে ফিরদাউস মারহামাত ফরমা।

শাবানুল মুআয্যম রোযা

আব্বা ﷺ এর মাস

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শাবানুল মুআয্যাম সম্পর্কে সম্মানিত বাণী হচ্ছে,
“শাবান আমার মাস, আর রমযানুল মোবারক আল্লাহ তাআলার মাস।”

(আল জামিউস সগীর, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৭৭৯)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

শাবানের আজান্নী ও বরকত

শাবান শব্দের মধ্যে ৫টি বর্ণ রয়েছে। ش. ع. ب. ا. ن. দ্বারা উদ্দেশ্য شَرَفٌ তথা (বুয়ুগী) ع দ্বারা উদ্দেশ্য عُوٌّ তথা উচ্চ মর্যাদা। ب দ্বারা উদ্দেশ্য بَرٌّ তথা মঙ্গল ও দয়া। ا দ্বারা উদ্দেশ্য اُفٌّ তথা ভালবাসা। এবং ن দ্বারা উদ্দেশ্য نُورٌ তথা আলো। এই সমস্ত বস্তু সমূহ আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাদের এই মাসে দান করে থাকেন। এই সেই মাস যে মাসে নেকীর দরজা খুলে দেয়া হয়, বরকত অবতীর্ণ হয় এবং গুনাহের কাফ্ফারা আদায় করা হয় আর রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুয়নিবীন, রাসুলে আমীন, হুযর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর দরুদ শরীফ বেশী পরিমাণে পাঠ করা হয় এবং এই মাস আল্লাহর প্রিয় হাবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর দরুদ পাঠের মাস। (গনিয়াতুত তালাবীন, ১ম খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

সাহাবায়ে কিরামের আগ্রহ

হযরত সাযিয়দুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: শাবানুল মুআয্যামে চাঁদ দেখার সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ কুরআন তিলাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে যেতেন, নিজ ধন সম্পদের যাকাত হিসাব করে দিয়ে দিতেন। যাতে দরিদ্র ও মিসকিন লোকেরা রমযানুল মোবারকের রোযার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। বিচারকগণ বন্দীদের ডেকে যার উপর শাস্তি প্রযোজ্য তাকে শাস্তি দিতেন আর বাকীদের মুক্তি দিয়ে দিতেন। ব্যবসায়ীরা তাদের ঋণ শোধ করে দিতেন। অন্যদের থেকেও নিজ পাপ্য নিয়ে নিতেন। (তারা রমযান মাসের চাঁদ দেখার পূর্বেই নিজেদেরকে ঝামেলা থেকে মুক্ত করে নিতেন) আর রমযানের চাঁদ দেখার সাথে সাথে গোসল করে (কোন কোন সাহাবা সম্পূর্ণ মাসের জন্য) ইতিকাফে বসে যেতেন। (গনিয়াতুত তালাবীন, ১ম খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

বর্তমান মুসলমানদের জযবা

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! আগেকার মুসলমানদের ইবাদতের জন্য কি পরিমাণ আগ্রহ ছিল। কিন্তু আফসোস! আজকালের মুসলমানদের বেশি পরিমাণে ধন-সম্পদ অর্জনের আকর্ষণটাই প্রবল। পূর্বে মাদানী ভাবধারার মুসলমানগণ বরকতময় দিনসমূহে আল্লাহু তাআলার বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগী করে তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতেন। অথচ আজকালের বরকতময় দিন সমূহে বিশেষত: রোযার মাসে দুনিয়ার সামান্য ধন সম্পদ অর্জনের নতুন নতুন কৌশল বের করা হচ্ছে। আল্লাহু তাআলা নিজ বান্দাদের উপর দয়াবান হয়ে নেক আমলের প্রতিদান ও সাওয়াব বৃদ্ধি করে দিয়ে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগা লোকেরা রমযানুল মোবারক মাসে নিজ সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি করে নিজেরাই মুসলমান ভাইদের মধ্যে লুটতরাজ চালায়। আহ! আহ! আহ!

আয় খাছায়ে খাছানে রসুল ওয়াক্তে দোয়া হে,
উম্মত পে তেরি আ-কে আজব ওয়াক্ত পড়া হে।
ফরিয়াদ হায় আয় কিশতিয়ে উম্মতকে নিগাহবান,
বে-ড়া ইয়ে তাবাহীকে করীব আ-ন লাগা হে।

রমযানের সম্মানার্থে শাবানের রোযা

مَدِينَانَ تَاجِدَارِ، نَبِيْكَوْل سَرْدَارِ، حُيُور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
ইরশাদ করেছেন: “রমযানের পর সর্বাপেক্ষা উত্তম হচ্ছে, শা'বানের রোযা তা রমযানের সম্মানের জন্য।” (শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩৮১৯)

শাবানের অধিকাংশ রোযা রাখা সুন্নাত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: শ্রিয় রাসুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে আমি শা'বান অপেক্ষা অন্য কোন মাসে বেশী রোযা রাখতে দেখিনি। নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহরুবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মাত্র কয়েকটি দিন ছাড়া পুরো মাসই রোযা রাখতেন।”

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৩৬)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

মৃত্যুবরণকারীদের তালিকা তৈরী করা হয়

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাযিদ্দাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: “নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পূর্ণ শা'বানের রোযা রাখতেন।” তিনি আরো বলেন: “আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ তাআলার রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! সমস্ত মাসের মধ্যে কি আপনার নিকট শা'বানের রোযা রাখা বেশি পছন্দনীয়?” তদুত্তরে, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “আল্লাহ তাআলা এ বছর মৃত্যুবরণকারী প্রতিটি ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ করেন। আর আমার নিকট এটাই পছন্দনীয় যে, আমার বিদায়ের সময় যখন আসবে তখন আমি যেন রোযাদার অবস্থায় থাকি।”

(মুসনাদে আবু ইয়লা, ৪র্থ খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৮৯০)

পছন্দনীয় মাস

হযরত সাযিদ্দুনা আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরতে সাযিদ্দাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا কে বলতে শুনেছেন, “আল্লাহ তাআলার রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পছন্দনীয় মাস ছিল শা'বানুল মুআয্যম। সুতরাং তিনি তাতে রোযা রাখতেন আর তা রমযানের সাথে মিলিয়ে দিতেন।”

(আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৪৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪৩১)

মানুষ শা'বানের গুরুত্বের ব্যাপারে উদাসীন

হযরত সাযিদ্দুনা উসামা ইবনে যায়দ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “আমি আরয করলাম, “হে আল্লাহ তাআলার রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমি আপনাকে শা'বানের রোযা যেভাবে রাখতে দেখছি অন্য কোন মাসে এভাবে রোযা রাখতে দেখিনি।” হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “রজব ও রমযানের মধ্যভাগে এ মাস রয়েছে। সেটার প্রতি লোকেরা উদাসীন রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

এতে মানুষের আমল আল্লাহ তাআলার দরবারে ওঠানো হয়। তাই আমি এটাই পছন্দ করি যে, আমার আমলগুলো এমতাবস্থায় ওঠানো হোক, যখন আমি রোযাদার থাকি।” (সুনানে নাসায়ী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা)

সামর্থ অনুযায়ী আমল করণ

হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: “আল্লাহ তাআলার রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ শাবান অপেক্ষা বেশি রোযা কোন মাসে রাখতেন না। পূর্ণ শাবানই রোযা রাখতেন। আর ইরশাদ ফরমাতেন, “নিজের সাধ্যনুসারে আমল করো। আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত আপন অনুগ্রহকে থামিয়ে রাখেন না, (যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ক্লাস্ত হওনা)। নিশ্চয় তাঁর নিকট পছন্দনীয় (নফল) নামায হচ্ছে যা সব সময় (নিয়মিতভাবে) পড়া হয়, যদিও তা কম হয়। সুতরাং তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যখন কোন (নফল) নামায পড়তেন তখন তা নিয়মিতই পড়তেন।” (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৭০) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেনছেন: উল্লেখিত হাদীসে পাকে সম্পূর্ণ শাবানের রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য শাবানের অধিকাংশ রোযা। (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃষ্ঠা৩০৩) আর যদি কেউ সম্পূর্ণ শাবান মাসও রোযা রাখতে চায় তাতে কোন সমস্যা নেই। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর কিছু ইসলামী ভাই ও বোন রজব ও শাবান দুই মাস ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখে যা রমযানুল মোবারকে মিশে যায়। আপনিও রোযা ও সুন্নাতের উপর স্থায়িত্ব পাওয়ার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য একটি সুগন্ধময় মাদানী বাহার আপনাদের সামনে পেশ করছি। যেমন-

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

আমি ঘুড়ি উড়ানোতে অভ্যস্ত ছিলাম

বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই এর লিখা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। আফসোস! আমার অতীত জীবন কঠিন পাপে অতিবাহিত হয়েছে। আমি ঘুড়ি উড়ানোর নেশায় অভ্যস্ত ছিলাম। ভিডিও গেমস খেলা ইত্যাদিতেও আমি ব্যস্ত থাকতাম। প্রত্যেকের কাজে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা, শুধু শুধু মানুষের সাথে ঝগড়া করা, কথায় কথায় মারামারি ইত্যাদি ছিল আমার কাজ। সৌভাগ্যবশতঃ এক ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশে আমি রমযানুল মোবারকের শেষ ১০ দিনের (আমার) এলাকার মসজিদে ইতিকাহে বসে গেলাম। আমি খুব ভাল ভাল স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম ও খুব শান্তি পেলাম। আমি আরো দুই বছর ইতিকাহের সুযোগ পেলাম। একবার আমাদের মসজিদের মুআযিযন সাহেব ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকয ফয়যানে মদীনায় অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়ে যান। তখন একজন মুবাল্লিগ বয়ান করছিলেন। সাদা পোশাক, খয়েরী চাদরে আবৃত মুখে এক মুষ্টি দাঁড়ি, আর মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের তাজ বিশিষ্ট এমন উজ্জ্বল চেহারা আমি জীবনে প্রথমবারই দেখলাম। মুবাল্লিগের চেহারার আকর্ষণ ও উজ্জ্বলতা আমার হৃদয় কেড়ে নিল। আর দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ আমার অন্তরে গেথে গেল এবং আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে চলে এলাম। এখন আমি ২ বছর থেকে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকয ফয়যানে মদীনাতেই (বাবুল মদীনা) ইতিকাহ করে আসছি। اَمِيْنُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ আমি এক মুষ্টি দাঁড়িও সাজিয়ে নিয়েছি।

মাস্ত হারদম রাহো মে,
দেদে উলফত কা জাম ইয়া আল্লাহ্।
ভিক দেদে গমে মদীনা কি,
বাহরে শাহে আনাম ইয়া আল্লাহ্।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো! إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দারঈন)

রমযানের পর কোন মাস উত্তম

হযরত সাযিয়্যদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: নবী করীম, রউফুর রহীম, ছয়র পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্রতম দরবারে আরয করা হলো, “রমযানের পর কোন রোযা উত্তম?” ইরশাদ করলেন: “রমযানের সম্মানের জন্য শাবানের রোযা।” তারপর আরয করা হলো, “কোন সদকা উত্তম?” ইরশাদ করলেন: “রমযান মাসে সদকা করা।”

(জামে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৬৩০)

১৫ তম রাতে তাজান্নী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাযিয়্যদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত, ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আল্লাহু শাবানের ১৫ তম রাতে রহমতের দৃষ্টি দেন, তাওবাকারীদেরকে ক্ষমা করে দেন, রহমতপ্রার্থীদের প্রতি দয়াবান হন আর শত্রুতা পোষণকারীদেরকে, তারা যে অবস্থায় থাকে, ওই অবস্থায় ছেড়ে দেন।” (শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৮৩৫)

শত্রুতা পোষণকারীর দুর্ভাগ্য

হযরত সাযিয়্যদুনা মু'আয ইবনে জাবাল رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “১৫ই শাবানের রাতে আল্লাহু তাআলা সমস্ত সৃষ্টির প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন এবং সবাইকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু কাফির ও শত্রুতাপোষণকারীদের ছাড়া।” (সহীহ ইবনে হাব্বান, ৭ম খন্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৬৩৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে দু'জন লোকের মধ্যে দুনিয়াবী কারণে শত্রুতায় রয়েছে, তাদের উচিত, শবে বরাত আসার পূর্বে পরস্পর একে অপরের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া, যাতে আল্লাহু তাআলার রহমত তাদেরকেও ঘিরে নেয়। বরকতময় হাদীস শরীফের আলোকে আল্লাহু তাআলার প্রশংসাক্রমে, মুর্শিদের শহর বেবেরলী শরীফের অধিবাসীদেরকে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই নিয়ম শিখিয়ে ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

১৪ই শাবানুল মুআযযমের রাত আসার পূর্বেই মুসলমান পরস্পর মিলিত হতেন এবং একে অপরের কাছে ক্ষমা চাইতেন। সুতরাং সকল ইসলামী ভাইয়েরা যেনো এ কাজ করেন। আর ইসলামী বোনেরাও যেনো ফোন ইত্যাদির মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ক্ষমা ইত্যাদি করিয়ে নেন।

ইমামে আহলে সুন্নাতের পয়গাম

শবে বরাত নিকটবর্তী। এই রাতে সমস্ত বান্দার আমল সমূহ আল্লাহ তাআলার দরবারে পেশ করা হয়। নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সদকায় মুসলমানদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে করে দেন, তবে ঐ দুই মুসলমান ব্যতীত যারা পরস্পর দুনিয়াবী কারণে একে অপরের উপর অসন্তুষ্ট থাকে। (তাদের ব্যাপারে) ঘোষণা করা হয়, তাদেরকে থাকতে দাও যতক্ষণ না তারা পরস্পর ঝগড়া মীমাংসা করে না নেয়, হয়ত একে অপরের হক আদায় করে দিবে কিংবা একে অপরকে ক্ষমা করে দিবে বা ক্ষমা চেয়ে নিবে। যাতে আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে হাক্কুল ইবাদ (বান্দার হক) থেকে আমলনামা মুক্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থাপন করা হয়। আর আল্লাহ তাআলার হকের জন্য সত্যিকারের তাওবাই যথেষ্ট। اَلْتَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ رَأَى ذَنْبَهُ (অর্থাৎ গুনাহ থেকে তাওবাকারী এমন যে যেন সে কোন গুনাহই করেনি।) এমন অবস্থায় আল্লাহ তাআলার দয়ায় অবশ্যই এই রাতে পরিপূর্ণ ক্ষমার আকৃষ্ণা করা যায় তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে আকিদা শুদ্ধ হতে হবে। ইসলামী ভাইদের মধ্যে সুন্নাত মোতাবেক পরস্পর হক মাফ করে দেয়ার ধারাটি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও রহমতে আমাদের এখানেও বছরের পর বছর ধরে চালু রয়েছে। আকৃষ্ণা করি আপনারাও যেখানে থাকেন সেখানকার মুসলমানদের মাঝে এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করবেন। مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ (অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম পস্থা আবিষ্কার করবে তার জন্য এর প্রতিদান রয়েছে আর কিয়ামত পর্যন্ত যারা এর উপর আমল করবে, তাদের সকলের সাওয়াব সর্বদা তার আমলনামায় লিখা হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

আর এক্ষেত্রে আমলকারীদের সাওয়াবে কোন প্রকার কমতি হবে না।) এই হাদীসে পাকের আলোকে আমল করে মীমাংসা ও ক্ষমা করানোর মত উত্তম ধারাটি চালু করবেন এবং এই ফকীরের জন্য ক্ষমা ও নিরাপত্তার দোয়া করবেন। আর এই ফকীর আপনাদের জন্য দোয়া করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ। সকল মুসলমানদেরকে যেন একথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, সেখানে যেন কাউকে চুপচাপ দেখা না যায় আর যেন সেখানে শত্রুতামী পছন্দনীয় না হয়। বরং সকলেরই ক্ষমা সহ সকল কিছু যেন সত্যিকার অন্তরে করা হয়। ওয়াস সালাম

বেরেনী থেকে
ফকীর আহমদ রযা কাদেবী।

শবে বরাতে বর্ণিত ব্যক্তির

সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত, নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আমার নিকট জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام আসলো। আর বললো: এটা শা'বানুল মুআযযমের ১৫ তম রাত। এ রাতে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে ততগুলো লোককে মুক্তি দেন, যত লোম বনী কালবের ছাগলগুলোর গায়ে রয়েছে। কিন্তু কাফির, শত্রুতা পোষণকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, গোড়ালীর নিচে (অহংকারবশত) কাপড় পরিধানকারী, মাতাপিতার অবাধ্য এবং মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকান না।

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা৩৮৩, হাদীস নং-৩৮৩৭)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে যয়েদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে যে বর্ণনা করেছেন, তাতে হত্যাকারীর কথাও উল্লেখ রয়েছে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২য় খন্ড, ৫৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৬৫৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

সবার জন্য ক্ষমা, তারা ব্যতীত

হযরত সাযিয়্যুনা কাছীর ইবনে মুররাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, “আল্লাহ তাআলা ১৫ই শা’বানের রাতে সমগ্র বিশ্ববাসীকে ক্ষমা করে দেন, শুধুমাত্র কাফির ও পরস্পর শত্রুতা পোষণকারী ব্যতীত।” (আল মুত্তাজারর রাবিহ, ৩৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৬৯)

শবে বরাতে যা খুশি চেয়ে নাও

শেরে খোদা মাওলা আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, ছয়ুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, “যখন ১৫ই শা’বানের রাত আসে, তখন এ রাত জেগে ইবাদত কর এবং দিনের বেলায় রোযা রাখ। কারণ, মহান রব তাবারাকা ওয়া তাআলা সূর্যাস্ত থেকে প্রথম আসমানের উপর বিশেষ তাজাল্লী দেন। আর ইরশাদ করেন, “আছো কেউ ক্ষমা প্রার্থী, তাকে ক্ষমা করে দিবো! আছো কেউ জীবিকা তালাশকারী, তাকে জীবিকা দিবো। আছো কেউ বিপদগ্রস্থ, তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করবো। আছো কেউ এমন! আছো কেউ এমন!” আর এটা ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকেন, যতক্ষণ না ফজর উদয় হয়।

(সুনানে ইবনে মাযা, ২য় খণ্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৩৮৮)

হযরত দাউদ ؑ এর দোয়া

আমিরুল মু’মিনীন হযরত শেরে খোদা আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ শাবানুল মুআজ্জমের ১৫ তারিখের রাতে অধিকাংশ সময় বাইরে বের হতেন। একদা এভাবে শবে বরাতে রাতে বের হলেন এবং আসমানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন: “একবার আল্লাহ তাআলার নবী হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام ১৫ই শাবানের রাতে আসমানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন: “এটা সেই সময়, যে ব্যক্তি এ সময়ে আল্লাহ তাআলার কাছে যে দোয়া করবে তা-ই আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

আর যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন, এই শর্তে যে দোয়াকারী (অত্যাচারী) জাদুকর, ভবিষ্যদ্বক্তা, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, অত্যাচারী পুলিশ, বিচারকদের সামনে চোগলখোর, গায়ক, বাজনা বাদক না হয়। অতঃপর এই দোয়া করলেন: اللَّهُمَّ رَبِّ دَاوُدَ اغْفِرْ لِمَن دَعَاكَ فِي هَذِهِ عَلَى نَبِيَّتَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ - ইয়া আল্লাহ! হে দাউদ এল প্রতিপালক! যে কেউ এই রাতে তোমার নিকট ক্ষমা চাইবে তবে তাকে ক্ষমা করে দাও। (মাসাবাত বিস সুন্নাহ, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)

শবে বরাতের সম্মান

সিরিয়ার তাবেয়ীন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ শবে বরাতের যথেষ্ট সম্মান করতেন এবং এই রাতে অনেক ইবাদত বন্দেগী করতেন। তাদের কাছ থেকেই অন্যান্য মুসলমানগণ ঐ রাতের সম্মানের শিক্ষা লাভ করে। সিরিয়ার কিছু কিছু ওলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন : শবে বরাতে মসজিদের ভিতর ইজতিমায়ী তথা সম্মিলিতভাবে ইবাদত করা মুস্তাহাব। হযরত সায়্যিদুনা খালিদ ও লোকমান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ও অন্যান্য সম্মানিত তাবেয়ীনগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ এই রাতে (এর সম্মানার্থে) ভাল কাপড় পরতেন, সুরমা ও সুগন্ধি লাগাতেন, মসজিদে (নফল) নামায আদায় করতেন। (লতায়েফুল মারুফ, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

কল্যাণময় রাত সমূহ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বর্ণনা করেন; “আমি আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ ﷺ কে ইরশাদ করতে শুনেছি: “আল্লাহ তাআলা (বিশেষভাবে) চার রাতে কল্যাণের দরজা খুলে দেন (১) কুরবানীর ঈদের রাত, (২) ঈদুল ফিতরের রাত (৩) ১৫ই শাবানের রাত। এই রাতে মৃত্যুবরণকারীদের নাম, মানুষের রিযিক এবং (সেই বছর) হজ্জ পালনকারীদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়, (৪) আরাফার (৯ই যিলহজ্জ) রাত এসব রাতের ফযীলত ফজরের (আযান) পর্যন্ত। (দুররে মনছুর, ৭ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

বরের নাম মৃত ব্যক্তিদের তালিকায়

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী হচ্ছে, “(মানুষের) জীবন এক শাবান থেকে অপর শাবানে শেষ হয়ে যায়। এমনকি মানুষ বিয়ে করে, তার সন্তান-সন্ততি হয় অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায় লিখা হয়ে যায়।

(কানযুল উম্মাল, ১৫ খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪২৭৭৩)

ঘর প্রস্তুতকারীর নাম মৃত ব্যক্তিদের তালিকায়

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম ইবনে আবিদ্ দুনিয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হযরত সাযিয়দুনা আতা বিন ইয়াসার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন অর্ধ শাবানের (তথা শবে বরাতের) রাত আগমণ করে, তখন মালাকুল মাউতকে একটি ছোট বই প্রদান করা হয় এবং বলা হয় এই বই নাও। এক বান্দা বিছানায় শুবে, মহিলাকে বিবাহ করবে, ঘর তৈরী করবে অথচ তখন এমন হবে তার নাম মৃত ব্যক্তিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

(দুররে মনছুর, ৭ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَيِّبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

সারা বছরের কার্যক্রম বণ্টন

হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ইরশাদ করেন, “এক ব্যক্তি মানুষদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল অথচ তাকে মৃতদের (তালিকার) মধ্যে উঠানো হয়েছে।” অতঃপর তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ২৫ পারার সুরায়ে দুখান এর ৩ ও ৪ নং আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করলেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

নিশ্চয় আমি সেটাকে বরকতময় রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী ও তাতে বণ্টন করে দেয়া হয় প্রত্যেক হিকমতময় কাজ। (পারা- ২৫, সূরা- দুখান, আয়াত- ৩-৪)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ

إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٣﴾

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

অতঃপর ইরশাদ করেন, এই রাতে এ বছর থেকে পরবর্তী বছর পর্যন্ত দুনিয়ার যাবতীয় কার্যক্রম বণ্টন করা হয়। (ভাফসীরে তাবরী, ১১তম খণ্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: “এই রাত দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ত শবে কুদরের ২৭ তারিখ রাত, বা শবে মেরাজ অথবা ১৫ই শাবান শবে বরাত। এই রাতে সম্পূর্ণ কুরআন লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর সেখান থেকে ২৩ বছরের নবুওয়াতের জিন্দেগীতে প্রয়োজন অনুযায়ী তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রক্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর অবতীর্ণ হয়।” এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, যেই রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয় তা বরকতময়। আর যেই রাতে রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন তাও কতই মোবারক রাত। এই রাতে (১৫ই শাবানে) গোটা বছরের রিযিক, মৃত্যু, জীবন, ইজ্জত, দৌলত মোটকথা সমস্ত ব্যবস্থাপনার বিষয়াদী লাওহে মাহফুজ থেকে ফেরেশতাদের বই আক্বারে হস্তান্তর করে প্রত্যেক বই সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের দিয়ে দেওয়া হয়। যেমনভাবে মালাকুল মাউতকে সমস্ত মৃত্যুবরণকারীদের তালিকা দেয়া হয়। (নুরুল ইরফান, ৭৯০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

নাজুক ফয়সালা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শাবানুল মুআজ্জমের ১৫ তারিখ রাত কতই না নাজুক। জানিনা ভাগ্যে কি লিখে দেয়া হয়। আহা! কোন কোন সময় বান্দা অলসতায় পড়ে থাকে আর এদিকে তার ব্যাপারে কত কিছু ফয়সালা হয়ে যাচ্ছে। যেমন গুনিয়াতুত তালেবীন কিতাবে বর্ণিত আছে, “অনেকের কাফন ধুয়ে তৈরী হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কাফন পরিধানকারী বাজারে বাজারে ঘুরছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

কিছু সংখ্যক মানুষ এমন আছে যাদের কবর খনন করে তৈরী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেই কবরে দাফনকৃত ব্যক্তি খুশী আনন্দে মাতোয়ারা। কিছু মানুষ আছে যারা হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, অথচ তার ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে আসছে। জানিনা কত ঘরবাড়ীর নির্মাণ কাজ শেষ হতে চলেছে কিন্তু বাড়ীর মালিকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে।

(গুনিয়াতুত তালেবীন, ১ম খন্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা)

আ-গা আপনি মওত হে কুয়ি বশর নেহী,
ছা-মান ছো বরছ কা পলকি খবর নেহী।

উপকারী কথা

‘শবে বরাতে’ আমলনামা তুলে নেয়া হয়। তাই সম্ভব হলে ১৪ই শাবানুল মুআয্যামাও রোযা রেখে নিবেন, যাতে আমলনামার শেষ দিনেও রোযা হয়। ১৪ই শা’বানের আসরের নামায পড়ে মসজিদে নফল ইতিকাকফের নিয়তে অবস্থান করা যেতে পারে, যাতে আমলনামা তুলে নেয়ার রাত আমার আগের সময়গুলোতে রোযা, মসজিদে উপস্থিতি ও ইতিকাকফ ইত্যাদি লিখা হয়। আর শবে বরাতে শুরুটা মসজিদের রহমতপূর্ণ পরিবেশে হয়।

মাগরিবের পর ছয় রাকআত নফল নামায

আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى এর আমলগুলোর মধ্যে অন্যতম আমল হচ্ছে, মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত ইত্যাদির পর ছয় রাকআত নফল দু’ দু’ রাকআত করে আদায় করা। প্রথম দুই রাকআতের পূর্বে দীর্ঘায়ুর নিয়ত করবে, এর বরকতে আল্লাহ তাআলা কল্যাণ সহকারে দীর্ঘায়ু দান করবেন! এর পর দুই রাকআত বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য। এর পরবর্তী দুই রাকআতে নিয়ত করবেন, আল্লাহ তাআলা যেনো তিনি ব্যতীত অন্য কারো মুখাপেক্ষী না করেন। প্রতি দুই রাকআতের পর একুশবার (২১) সূরা ইখলাস অথবা একবার ‘সূরা ইয়াসিন’ পড়বেন। বরং সম্ভব হলে উভয়টি পড়বেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

আর এমনও হতে পারে, একজন ইসলামী ভাই ‘সুরা ইয়াসিন’ শরীফ উচ্চ আওয়াজে পড়বেন অন্যান্যরা চুপ হয়ে শুনবেন। এ ক্ষেত্রে একথা খেয়াল রাখবেন যে, কোন শ্রবণকারী নিজ মুখে ‘ইয়াসীন শরীফ’ না পড়ে। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ**। রাতের শুরু থেকেই সাওয়াবের ভান্ডার তৈরী হয়ে যাবে। প্রত্যেকবার ‘ইয়াসীন শরীফ’ এর পর ‘অর্থ শা’বান’ এর দোয়া পড়বেন।

অর্থ শাবানের দোয়া

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يَبْنُ عَلَيْهِ - يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - يَا ذَا الطُّوْلِ
وَالْإِنْعَامِ - لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - ظَهَرَ اللَّاحِظِينَ - وَجَارُ الْمُسْتَجِيرِينَ - وَآمَانَ
الْخَائِفِينَ - اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا
مَّا أَوْ مَطْرُومًا أَوْ مُقْتَرًّا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فَا مَحْ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي حَرِّ
مَائِي وَطَرْدِي وَاقْتِنَا رِزْقِي - وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ سَعِيدًا
مَرْرُومًا مُوقِفًا لِلْخَيْرَاتِ - فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ -
عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ - (يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۗ وَعِنْدَهُ
أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٦﴾) إلهي بالتَّجَلِّيِ الْأَعْظَمِ - فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ
شَعْبَانَ الْبَكْرَمِ - الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ - أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا
مِنَ الْبَلَاءِ وَالْبَلَوَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ - وَأَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ - إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ
عَزُّ الْأَكْرَمِ - وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَ
سَلَّمَ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

অনুবাদ:- হে আল্লাহ ﷻ! হে ইহুসানকারী! যাঁর উপর ইহুসান করা যায়না। হে মহান শান ও মহত্ত্বের অধিকারী! হে অনুগ্রহ ও পুরস্কার প্রদানকারী! আশ্রয় প্রার্থনা কারীদের আশ্রয় ও ভীত গ্রন্থদের নিরাপত্তা দাতা। হে আল্লাহ ﷻ! যদি তুমি আমাকে তোমার নিকট লওহে মাহফুযে হতভাগ্য, বঞ্চিত, বিতাড়িত ও জীবিকার মধ্যে সংকীর্ণতা অবস্থা লিখে থাকো, তবে হে আল্লাহ ﷻ! আপন অনুগ্রহে আমার হতভাগ্যতা, বঞ্চিত, অপদস্ততা ও জীবিকার সংকীর্ণতা দূর করে দাও এবং আপনার নিকট লওহে মাহফুযে আমাকে সৌভাগ্যবান, জীবিকা প্রাপ্ত ও সৎকর্মের তাওফীক প্রাপ্ত হিসাবে লিখে দাও। কারণ তুমিই তোমার নাযিলকৃত কিতাবে তোমারই প্রেরিত নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র মুখে বলেছে আর তোমার এই বলাটা সত্য। “**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আল্লাহ যা চায় নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং প্রতিষ্ঠিত করে এবং মূল লেখা তাঁরই নিকট রয়েছে।” (পারা- ১৩, সূরা- রাদ, আয়াত- ৩৯) হে আল্লাহ ﷻ! তাজ্জল্লিয়ে আযমের ওয়াসীলায় যা অর্ধ শাবানুল মুয়াযযমের (১৫তম) রাতে রয়েছে, যাতে বন্টন করে দেয়া হয় প্রত্যেক হিকমতপূর্ণ কর্ম ও স্থির করে দেয়া হয়। (হে আল্লাহ ﷻ!) মুসীবত সমূহ আমাদের কাছ থেকে দূর করে দাও, যেগুলো সম্পর্কে আমরা জানি কিংবা জানিনা, অথচ তুমি এগুলো সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞানী। নিঃসন্দেহে তুমি সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী ও সম্মানের অধিকারী। আল্লাহ তাআলা আমাদের সরদার মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর ও তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বংশধর, সাহাবাগণ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ এর উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ কর। সকল প্রশংসা সমগ্র জাহানের পালন কর্তা আল্লাহর জন্য।

সগে মদীনার মাদানী আকাংখা

سَغَى مَدِينَةَ اللَّهِ ﷻ (লিখক) নিয়মিতভাবে বছরের পর বছর ধরে শবে বরাতে ছয় রাকাত নফল পড়ে আসছি। মাগরিবের নামাযের পর আদায় করা হয় এমন ইবাদতটি নফলই, ফরয কিংবা ওয়াজিব নয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

মাগরিবের পর শরীয়াতে সকল নামায ও তিলাওয়াত ইত্যাদি নিষেধ নেই। তাই সম্ভব হলে সকল ইসলামী ভাই নিজ নিজ মসজিদে লোকজনকে উৎসাহ দিয়ে এ নফলগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করো! ইসলামী বোনেরা নিজ নিজ ঘরে এ নফল ইবাদতগুলো সম্পাদন করুন।

সারা বছর জাদুর প্রভাব থেকে নিরাপত্তা

শা'বানুল মুআয্যাম ১৫ তারিখের রাতে ৭টি ‘কুল পাতা’ (বরই পাতা) পানিতে সিদ্ধ করে যখন গোসল করার উপযুক্ত হয়ে যাবে তা দিয়ে গোসল করবেন। **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ!** সারা বছরই জাদুর প্রভাব থেকে নিরাপদে থাকবেন। (ইসলামী ষিদ্দেগী, ১১৩ পৃষ্ঠা)

শবে বরাতে ও কবর যিয়ারত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বর্ণনা করেন: “আমি একরাতে ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে দেখতে পেলাম না। তখন তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে খুঁজে পেলাম। তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকে ইরশাদ করলেন: “তোমার কি ভয় ছিল যে, আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তোমার হক নষ্ট করবে? আমি আরয করলাম হে আল্লাহ তাআলার রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমি মনে করেছিলাম যে, আপনি হয়ত অন্য কোন পবিত্র বিবির ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেছেন। তখন খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা শাবানের ১৫ তারিখের রাতে দুনিয়ার ১ম আসমানে নূর বর্ষণ করেন। অতঃপর বনী কালবের ছাগলের লোমের চাইতেও বেশি সংখ্যক গুনাহগারদেরকে ক্ষমা করে দেন।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৩, হাদীস নং-৭৩৯)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

কবরের উপর মোমবাতি জ্বালানো

শবে বরাতে ইসলামী ভাইদের কবরস্থানে যাওয়া সুন্নাত। (ইসলামী বোনদের শরীয়তে অনুমতি নেই। কবরগুলোর উপর মোমবাতি জ্বালানো যাবে না। অবশ্য, যদি তিলাওয়াত ইত্যাদি করতে হয়, তবে প্রয়োজনানুসারে আলোর জন্য কবর থেকে একটু দূরে মোমবাতি জ্বালাতে পারেন। অনুরূপভাবে উপস্থিতদের নিকট সুগন্ধ পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কবর থেকে কিছু দূরে আগর বাতি জ্বালালে ক্ষতি নেই। অবশ্য, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى গণের মাযারগুলোর উপর চাঁদর চড়ানো ও সেটার পাশে বাতি জ্বালানো জায়িজ। কারণ, এর দ্বারা মানুষ সেদিকে ধাবিত হয় এবং তাঁদের প্রতি মানুষের মধ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। আর সর্ব সাধারণ হাযির হয়ে তাঁদের ফয়েয ও বরকত লাভ করেন। যদি আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى এর মাজার ও সাধারণ লোকদের কবরগুলো এক সমান রাখা হয়, তবে ধর্মীয় অনেক উপকার দূর হয়ে যাবে।

সবুজ কাগজের টুকরা

শবে বরাত অর্থাৎ আযাব ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাবার রাত। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা শুনুন আর আনন্দিত হোন! তা হচ্ছে-আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইবনে আবদুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ একদা ১৫ই শা'বানের রাতে নফল ইবাদতে মশগুল ছিলেন। যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা তুললেন তখন একটা সবুজ কাগজের টুকরা পেলেন, যার নূর আসমান পর্যন্ত প্রসারিত ছিলো। তাতে লিখা ছিলো: هَذَا بَرَاءَةٌ مِنَ الْمَلِكِ (অর্থাৎ- মালিক ও মহা পরাক্রমশালী মহামহিম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এটা 'মুক্তিনামা', যা তাঁর বান্দা ওমর ইবনে আবদুল আযীযকে দান করা হয়েছে।)

(তাহসীরে রুহুল বয়ান, ৮ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

আতশবাজির আবিষ্কারক কে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! শবে বরাত জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবার রাত; কিন্তু বর্তমানের মুসলমানদের জানিনা কি হয়েছে? তারা আগুন থেকে মুক্তি লাভের পরিবর্তে টাকা-পয়সা খরচ করে নিজেরা নিজেদের জন্য আগুন অর্থাৎ আতশবাজির সামগ্রী কিনে নেয় আর এভাবে খুব বেশি পরিমাণে আতশবাজি করে এ পবিত্র রাতে পবিত্রতাকে নষ্ট করে। ‘ইসলামী যিন্দেগীতে হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ লিখেছেন, ‘আতশবাজি নমরুদ বাদশাহ আবিষ্কার করেছে, যখন সে হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام وَالصَّلَامُ কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছে। আল্লাহ তাআলার দয়ায় (আগুন বাগানে পরিণত হয়ে গেল) নমরুদের লোকেরা আতশ বাজির সামগ্রীতে আগুন লাগিয়ে হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام وَالصَّلَامُ এর দিকে নিক্ষেপ করেছিলো।’

(ইসলামী যিন্দেগী, ৬৩ পৃষ্ঠা)

আতশবাজি হারাম

আফসোস! আতশবাজির নাপাক প্রথা এখন মুসলমানদের মধ্যে খুব প্রচলিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের কোটি কোটি টাকা প্রতি বছর আতশবাজিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে এ খবরও পাওয়া গেছে যে, আতশবাজির কারণে অমুক জায়গায় এতটি ঘর জ্বলে গেছে, এতজন মানুষ আগুনে পুড়ে মারা গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে প্রাণনাশের ভয়, সম্পদ বিনষ্ট এবং ঘর-বাড়িতে আগুন লাগার আশঙ্কা থাকে। সর্বোপরি, এ কাজটি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অমান্যকারী। হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: ‘আতশবাজি বানানো, বিক্রি করা, ক্রয় করা ও ক্রয় করানো ও করাতে উৎসাহিত করা সবই হারাম।’

(ইসলামী যিন্দেগী, ৬৩ পৃষ্ঠা)

তুবাকো শা'বানে মুআজ্জম কা খোদায়া ওয়াসেতা
বখশদে রবে মুহাম্মদ তু মেরি হার ইক খাতা।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

হযরত সবুজ পাগড়ী মোবারকের মুকুট সাজিয়ে রাখলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শাবানুল মুআজ্জমে ইবাদত বন্দেগী করা আর রোযা রাখা এবং আতশবাজী ইত্যাদি পাপ থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা তৈরীর জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলা সমূহে আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করণ এবং রমযানুল মোবারকে দা'ওয়াতে ইসলামীর ইজতিমায়ী ইতিকাহফের বরকত সমূহ অর্জন করণ। আপনাদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য এমন একটি সুগন্ধীময় মাদানী বাহার পেশ করছি যাতে আপনাদের অন্তর আনন্দে মদীনার আলিতে গলিতে ঘুরাফেরা করবে এবং সবুজ গম্বুজকে চুমতে থাকবে। যেমন- ওয়াকেস্ট পাঞ্জাব এর এক ইসলামী ভাই তার ঘটনা এইভাবে বর্ণনা করেন যে, ‘আমি কলেজে পড়তাম। অন্যান্য ছাত্রদের মত ফ্যাশনে ডুবে ছিলাম। ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে ও খেলতে প্রায় পাগলের শেষ পর্যায়ের পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং রাত ভর বেহায়াপনার অভ্যাস ছিল। মসজিদে দুই ঙ্গদের নামায ছাড়া অন্য কোন নামাজের সাথে সম্পর্ক ছিল না। ২০০১ সাল মোতাবেক ১৪২২ হিজরীর রমযানুল মোবারক মাসে মা বাবার জ্বরদস্তিতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে গেলাম। আসরের নামাযের পর সাদা পোশাক পরিহিত মাথায় সবুজ পাগড়ী বিশিষ্ট দাঁড়িওয়ালা এক ইসলামী ভাই নামায শেষ হওয়ার পর ফয়যানে সুন্নাতের দরস দিলেন। আমি দূরে বসে দরস শুনতে লাগলাম। দরস শেষ হওয়ার পর দ্রুত মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলাম। দু' তিন দিন পর্যন্ত এই অবস্থা চলছিল। একদিন সাক্ষাতের জন্য আমি মসজিদে অপেক্ষা করছিলাম। এক ইসলামী ভাই সাক্ষাৎ করে নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করার পর তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ইতিকাহফে, ইতিকাহফ করার জন্য উৎসাহ দিয়ে ইতিকাহফের ফযীলত বর্ণনা করছিল। প্রথমদিকে (ইতিকাহফের জন্য) আমার মন মানসিকতা তৈরী হয়নি। কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সেই ইসলামী ভাই অনেক জযবা ওয়ালা ছিলেন। তিনি নিরাশ হলেননা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

বরং আমার ঘরে এসে পৌঁছলেন এবং বারংবার অনুরোধ করতে লাগলেন, তার ধারাবাহিক ইনফিরাদী কৌশিাশ এর ফলে ইতিকাহফের এক দিন পূর্বে ইতিকাহফের জন্য নাম লিখিয়ে সেহেরী ও ইফতারের খরচের টাকা জমা দিয়ে দিলাম। ১৪২২ হিজরীর রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিন নঈমীয়া জামে মসজিদে (লালা রুখ ওয়াকেন্ট) এ আশিকানে রাসূলদের সাথে ইতিকাহফকারী হয়ে গেলাম। সম্মিলিত ইতিকাহফের পরিবেশ ও আশিকানে রাসূলদের সান্নিধ্য আমার অন্তরের অবস্থাকে পরিবর্তন করে দিল। যেখানে তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত ও আওয়াবিনের নামায়ের ধারাবাহিকতা আমার পূর্বের ফরয নামায় না পড়ার ব্যাপারে লজ্জিত করল। লজ্জায় চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। আর আমি মনে মনে নিয়মিত নামায় পড়ার নিয়ত করে নিলাম। ২৫ শে রমযানের রাতের দোয়াতে আমার অন্তর এতই নরম হয়ে গেল যে, আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমার তন্দ্রাভাব আসল, আমি স্বপ্নের জগতে চলে গেলাম। দেখতে লাগলাম যে, একজন সম্মানিত নূরানী চেহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হল, তাঁর চারপাশে ছিল প্রচন্ড ভীড়। আমি কোন একজনকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, ইনি হচ্ছেন রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ। আমি দেখলাম যে, তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয়্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মাথা মোবারকে সবুজ পাগড়ী শরীফ সাজানো। অনেক্ষণ পর্যন্ত আমি হুজুরের দিদারে চোখ জুড়াতে লাগলাম। যখন আমি জাহ্রত হলাম তখন সালাত ও সালাম পড়া হচ্ছিল। আমার অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেল। আমার শরীর কাপতে শুরু করল। আমি কাঁদতে শুরু করলাম। চোখের পানি ঝড়তে লাগল যা বন্ধই হচ্ছিল না। সালাত ও সালামের পর ইতিকাহফ মজলিশের নিগরানের সামনে মাথায় পাগড়ীর তাজ পরিধানকারী কাতার বন্দী হয়ে ইসলামী ভাইয়েরা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর লিখিত নিম্নলিখিত নাত শরীফ বারবার পড়তে লাগল:

তাজওয়ালে দেখ কর তেরা ইমামা নূর কা,
ছর ঝুঁকাতে হে ইলাহী বোল বালা নূর কা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

আমি আমার পাশের ইসলামী ভাইদের কোন মতে কষ্ট করে এটুকু বললাম “আমিও পাগড়ী বাঁধব। কিছুক্ষণ পরেই কেঁদে কেঁদে আমি পাগড়ীর তাজ মাথায় বেঁধে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইতিকাফ অবস্থাতেই আমি ৩০ দিনের মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়তও করে ফেললাম। এবং মাদানী কাফেলায় সফরও করলাম। সফরের সময় অনেককিছু শিখার সাথে সাথে দরস ও বয়ানও শিখে তা করতে শুরু করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ নামাযের ধারাবাহিকতার সাথে সাথে দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করতে লাগলাম। এই বর্ণনা দেওয়ার সময় আমি যেলী মুশাওয়ারাত এর নিগরান হিসেবে মাদানী কাজকে সামনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছি।

গর তামান্না হে আক্বাকে দীদার কি, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।
হোগী মীঠি নজর তুম পে সারকার কি, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

ঈদের পর ৬টি রোযার ৩টি ফরীলত

নবজাত শিশুর মত পাপমুক্ত

- (১) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হযরত পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো, তারপর শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোযা রাখলো, তবে সে গুনাহ সমূহ থেকে এমনিভাবে মুক্ত হয়ে যাবে, যেন সে আজই মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হলো।” (মাজমাউয যাওয়াইদ, ৩য় খন্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫১০২)

যেন সারা জীবন রোযা রাখল

- (২) হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুগন্ধময় বাণী হচ্ছে, “যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো, তারপর আরো ছয়টি রোযা শাওয়াল মাসে রাখলো, সে যেনো সারা জীবনই রোযা রাখলো।” (সহীহ মুসলিম, ৫৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৬৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ খলিল খান কাদেরী বারাকাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: এই রোযা ঈদের পর লাগাতার রাখা যাবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর উত্তম হচ্ছে এই যে পৃথক পৃথক রাখা অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে ২টি করে রোযা রাখা। আর ঈদুল ফিতরের দ্বিতীয় দিন একটি রাখা আর সম্পূর্ণ মাসে মিলিয়ে রাখলে আরো ভালো হয়। (সুল্লা বেহেশতী মেওর, ৩৪৭ পৃষ্ঠা) মূলকথা হল, ঈদুল ফিতরের দিন ছাড়া পুরা মাসে যখন ইচ্ছা শাওয়াল মাসের ছয় রোযা রাখা যাবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

জিলহজ্জের প্রথম ১০ দিনের ফযীলত

বরকতময় হাদীসে পাকের বর্ণনানুসারে জিলহজ্জ মাসের ১ম ১০ দিনের রোযা রমযানুল মোবারকের পরে সকল দিনগুলো রোযা থেকে উত্তম।

জিলহজ্জের ১০ দিনের ব্যাপারে ৪টি বর্ণনা নেক কাজ করার পছন্দনীয় দিন

- (১) মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, ছয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “এ দশদিন অপেক্ষা বেশি কোন দিনের নেক আমল আল্লাহ তাআলার নিকট প্রিয় নয়।” সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আরয করলেন, “হে আল্লাহ তাআলার রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদও নয় কি?” ইরশাদ করলেন: “আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদও নয়” কিন্তু সে-ই, যে আপন জান ও মাল নিয়ে বের হয়ে পড়ে, তারপর তা থেকে কিছু ফেরত আনে না। (অর্থাৎ- শুধু ওই মুজাহিদই উত্তম যে জান ও মাল কুরবান করতে সফলকাম হয়েছে।) (সহীহ বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯৬৯)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দারুইন)

শবে কদরের সমান ফরীলত

- (২) হাদীসে পাকে রয়েছে, আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন ইবাদত অন্য দিনের তুলনায় অধিক পছন্দনীয়। সেগুলোর মধ্যে প্রতিদিনের রোযা এক বছরের রোযা এবং প্রতি রাতে জাগ্রত রয়ে ইবাদত করা শবে কদরের সমান।”

(জামে ভিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৫৮)

আরাফা দিবসের রোযা

- (৩) হযরত সাযিয়দুনা আবু ক্বাতাদা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান বাণী, “আল্লাহ তাআলার প্রতি আমার ধারণা হচ্ছে, আরাফার দিনে যে রোযা রাখে তার এক বছর পূর্বের এবং এক বছর পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (সহীহ মুসলিম, ৫৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৬)

এক রোযা হাজার রোযার সমান

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত; নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হযুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আরাফার রোযা হাজার রোযার সমান। (শুয়ারুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩৭৬৪) কিন্তু হজ্জ সম্পন্নকারীর জন্য, যে আরাফাতে অবস্থান করছে, আরাফার দিন রোযা রাখা মাকরুহ। কারণ, হযরত সাযিয়দুনা ইবনে খুযাইমা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন: প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আরাফার দিন (৯ই যিলহজ্জ হাজীকে) আরাফাতে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।”

(সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২১০১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

‘আইয়্যামে বীয’ এর রোযা

প্রত্যেক মাদানী মাসে (আরবী মাসে) কমপক্ষে তিনটি রোযা প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের রাখা উচিত। এর অগণিত ইহ ও পরকালীন কল্যাণ রয়েছে। উত্তম হচ্ছে এ’ যে, এই রোযাগুলো ‘আইয়্যামে বীয’ অর্থাৎ প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাখা।

আইয়্যামে বীযের রোযা সম্পর্কিত ৮টি বর্ণনা

- (১) উম্মুল মু’মিনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত, ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ চারটা জিনিস ছাড়তেন না: (১) আশুরা, (২) যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন, (৩) প্রতি মাসে তিনদিনের রোযা এবং (৪) ফযরের ফরয নামাযের পূর্বে দু’রাকআত সুন্নাত নামায”। (সুনানে নাসায়ী, ৪র্থ খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা)
- (২) হযরত সাযিয়দুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম, রউফুর রহীম, ছযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ‘আইয়্যামে বীয’-এর রোযা সফর অবস্থায় হোক বা সফর ছাড়া হোক তা বাদ দিতেন না।” (সুনানে নাসায়ী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

তিন রোযার দিন

- (৩) উম্মুল মু’মিনীন হযরত সাযিয়দুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বর্ণনা করেন: তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এক মাসে শনি, রবি, সোমবার অন্য মাসে মঙ্গল বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।”

(জামে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৪৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল

- (৪) হযরত সায্যিদুনা ওসমান বিন আবু আস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে বলতে শুনেছি: “যেমনিভাবে যুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তোমাদের নিকট ঢাল থাকে তেমনিভাবে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য রোযা হচ্ছে তোমাদের জন্য ঢাল। আর প্রতি মাসে ৩দিন রোযা রাখা উত্তম।”

(ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১২৫)

- (৫) “প্রত্যেক মাসে তিন দিনের রোযা এমন, সারা বছর বা গোটা যুগ (অর্থাৎ সর্বদা) এর রোযা।” (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৭৫)
- (৬) রমযানের রোযাগুলো এবং প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা বুকের সমস্যা দূর করে দেয়। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩১৩২)
- (৭) যার দ্বারা সম্ভব হয় প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা পালন করবেন। কারণ, প্রতিটি রোযা দশটি গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর গুনাহ থেকে তেমনভাবে পবিত্র করে দেয়, যেমন পানি কাপড়কে পবিত্র করে। (তাবারানী ফিল মু'জামিল কবীর, ২৫তম খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬০)
- (৮) যখন মাসে তিনটি রোযা রাখবে, তখন ১৩, ১৪ ১৫ তারিখে রাখবে। (সুনানে নাসায়ী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ২২১ পৃষ্ঠা)

আমার মৃত্যুর জন্য দোয়া করতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আইয়ামে বীদ্ব এর রোযা, নেকী ও সুন্নাতের মনমানসিকতা তৈরীর জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশকে আপন করে নিন। শুধু দূর থেকে দেখে কথা বললে হবে না, সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলা সমূহে আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। রমযানুল মোবারকের সম্মিলিত ইতিকাফও করে নিন।

إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ আপনার সেই রুহানী শান্তি অর্জিত হবে, যা দেখে আপনি আশ্চর্য হবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে এসে কেমন কেমন পথ ভ্রষ্ট ও বিকৃত মানুষ সঠিক পথে এসে যায় তার একটি ঘটনা শুনুন। টুল তেহসীল বাবুল ইসলাম, সিন্ধ মাদানী এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হচ্ছে এই যে, “আমি শীর্ষ পর্যায়ের সন্ত্রাসী ও খারাপ লোক ছিলাম। মারামারি ও ঝগড়া ছিল আমার পছন্দনীয় কাজ। আমার অত্যাচারে সম্পূর্ণ মহল্লাবাসী অতিষ্ঠ ছিল। পরিবারের সকলেই এতই অসন্তুষ্ট ছিল যে, সবাই “আমি মৃত্যুর জন্য দোয়া করতেন। সৌভাগ্যক্রমে কিছু ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশ এর মাধ্যমে আমাকে রমযানুল মোবারকের সম্মিলিত ইতিকাহফের দা'ওয়াত দিলেন। আমি ভদ্রতার খাতিরে হ্যাঁ, বলে দিলাম। এর প্রতি কোন আকর্ষণ বা মন মানসিকতা ছিল না। শুধুমাত্র সময় অতিবাহিত করার জন্য ১৪২০ হিজরীর (১৯৯৯ ইং) রমযানুল মোবারকে আমি আন্তারাবাদের মেমন মসজিদে আশিকানে রাসূলদের সাথে ইতিকাহফকারী হয়ে গেলাম। ইতিকাহফের সময়ে অযু, গোসল, নামাযের পদ্ধতির সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার হক, বান্দার হক, মুসমানের সম্মান সম্পর্কে বিভিন্ন বিধি বিধান শিখতে পারলাম। সুন্নাতে ভরা বয়ান সমূহ ও হৃদয় গলানো দোয়া আমাকে জাগিয়ে তুলল। শত লজ্জায় আমি অতীত পাপ থেকে তাওবা করলাম। নেক কাজ করার ইচ্ছা অন্তরে জেগে উঠল। آمِنُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ আমি নবীপ্রেমের প্রতীক দাঁড়ি রেখে দিলাম। মাথায় সবুজ পাগড়ী সাজিয়ে নিলাম। সন্ত্রাসী ও মারামারির স্থলে নেকীর দা'ওয়াত দেয়ার জন্য দিওয়ানা হয়ে গেলাম।

আ-ও আ-কর গুনাহো ছে তাওবা করো,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাহফ
রহমতে হক ছে দামন তুম আ-কর ভরো,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাহফ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা সম্পর্কিত ৫টি বরকতময় হাদীস

- (১) হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন, “সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল সমূহ পেশ করা হয়, তাই আমি পছন্দ করি যে আমার আমলগুলো তখনই পেশ করা হোক, যখন আমি রোযাদার অবস্থায় থাকি।”
(সুনানে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৭৪৭ পৃষ্ঠা)
- (২) রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পবিত্র সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তদুত্তরে, তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রক্বুল ইয্যত, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “ঐ উভয় দিনে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মুসলমানের মাগফিরাত করেন; কিন্তু ওই দু’ ব্যক্তি ব্যতিত যারা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদেরকে বলেন: তাদেরকে ছেড়ে দাও-যে পর্যন্ত তারা পরস্পর মীমাংসা না করে।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৪০)
- (৩) উম্মুল মু’মিনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: আল্লাহর প্রিয় হাবীব, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সোমবার ও বৃহস্পতিবার মনে করে রোযা রাখতেন।”
(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৪৫)
- (৪) হযরত সাযিয়দুনা আবু কাতাদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে সোমবার রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে ইরশাদ করেন, “এদিনে আমার আবির্ভাব (বেলাদত শরীফ) হয়েছে, এদিনে আমার প্রতি (সর্বপ্রথম) ওহী নাযিল হয়েছে।” (সহীহ মুসলিম শরীফ, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৬২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা

(৫) হযরত সাযিয়দুনা উসামা ইবনে যায়দ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ক্রীতদাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “হযরত সাযিয়দুনা উসামা ইবনে যায়দ সফররত অবস্থায় ও সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা বাদ দিতেন না। আমি তাঁর দরবারে আরয করলাম, “কি ব্যাপার, আপনি এ বৃদ্ধ অবস্থায়ও সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখছেন?” তিনি বললেন, “প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্ তাআলার রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! এর কারণ কি আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখছেন?” ইরশাদ করলেন: “মানুষের কৃতকর্মগুলো সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ্ তাআলার নিকট পেশ করা হয়।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৫৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ বরকতময় হাদীসগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ্ তাআলার মহান দরবারে বান্দার আমল সমূহ পেশ করা হয় আর ঐ উভয় দিনে আল্লাহ্ তাআলা আপন দয়ায় মুসলমানদের ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কোন দুনিয়াবী কারণে সম্পর্ক ছিন্নকারীদের ক্ষমা করেন না। বাস্তবে এটা খুবই দুর্শ্চিন্তার কথা। বর্তমানে খুবই কম সংখ্যক মানুষ “কীনা” পরস্পরের মধ্যে (শক্রতা পোষণ করা) থেকে পবিত্র। অন্তরের লুকানো শক্রতাকে কীনা বলে। তাই আমাদের উচিত ভালো করে চিন্তাভাবনা করে যার যার অন্তরে “কীনা” স্থান পেয়েছে, তা অন্তর থেকে দূর করে দেয়া। বিশেষ করে যদি বংশীয়, গোত্রীয় ঝগড়া-বিবাদ থাকে নিজেই এগিয়ে গিয়ে সমাধানের পথ বের করা। নিষ্ঠার সাথে পূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি কেউ অকৃতকার্য হয়, তবে অগ্রণী ভূঁহীশা পালনকারী, إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

মোটকথা, যে কোন অবস্থাতেই পবিত্র সোমবার ও বৃহস্পতিবার নবীকুল সুলতান, সরদারে দোঁজাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ রোযা রাখতেন। পবিত্র সোমবার রোযা রাখার একটা কারণ নিজের বেলাদত শরীফ ও বলেছেন। আমাদের প্রিয় আক্কা যেনো প্রতি সোমবার শরীফ রোযা রেখে নিজের ‘জন্মদিন’ উদযাপন করতেন!

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

বুধবার ও বৃহস্পতিবার এর রোযার ৩টি ফরীলত

- (১) হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার প্রিয় রাসূল, হযরত আমিনা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর বাগানের সুবাসিত ফুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুসংবাদরূপী বাণী, “যে ব্যক্তি বুধবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখে, তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়। (আবু ইয়লা, ৫ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৬১০)
- (২) হযরত সাযিয়দুনা মুসলিম ইবনে ওবায়দুল্লাহ কারাশী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাঁর সম্মানিত পিতা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান দরবারে হয়তো নিজে আরয করেছেন, নতুবা অন্য কেউ আরয করতে শুনেন, “ইয়া রাসুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমি কি সব সময় রোযা রাখবো?” নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কোন জবাব দিলেন না। পুনরায় আরয করলেন। এবারও কোন জবাব দিলেন না। তৃতীয়বার আরয করল: তখন ইরশাদ করলেন: “রোযা সম্পর্কে কে প্রশ্ন করেছে?” আরয করলেন: “আমি, ইয়া রাসুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তার উত্তরে ইরশাদ করলেন: “নিশ্চয় তোমার উপর তোমার পরিবারের প্রতি কর্তব্য (হক) রয়েছে। তুমি রমযান ও এর পরবর্তী মাসে (শাওয়াল) এবং প্রত্যেক বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখো! যদি তুমি এভাবে রোযা রাখ, তাহলে তুমি যেনো সব সময় রোযা রেখেছো।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৮৬৮)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

- (৩) যে ব্যক্তি রমযান, শাওয়াল, বুধ ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ী, ২য় খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৭৭৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

বৃহস্পতিবার ও জুমাবারের রোযার ৩টি ফযীলত

- (১) হযরত সায্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, হুযর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি বুধ, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোযা পালন করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে এমন একটি ঘর তৈরী করবেন, যার বাইরের অংশ ভিতর থেকে দেখা যাবে আর ভিতরের অংশ বাইরে থেকে দেখা যাবে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩য় খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫২০৪)

- (২) হযরত সায্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা তার জন্য (অর্থাৎ: বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার রোযা পালনকারীর জন্য) জান্নাতে মণি-মুক্তা, পদ্মরাগ ও পান্না দ্বারা মহল তৈরী করবেন। আর তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হবে।”

(শুয়ারুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৮৭৩)

- (৩) হযরত সায্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, “যে ব্যক্তি এ তিন দিনের রোযা পালন করে, তারপর শুক্রবার দিনে কম অথবা বেশি সদকা করে, তাহলে সে যে গুনাহ করেছে, তা ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর এমন (পবিত্র) হয়ে যাবে, যেন ওই দিন সে মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। অর্থাৎ নিষ্পাপ হয়ে যাবে।”

(তাবরানী কবীর, খন্ড-১২, পৃষ্ঠা২৬৬, হাদীস নং-১৩৩০৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদর শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

জুমার রোযা সম্পর্কিত ৫টি ফরযালত

(১) প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন রোযা রেখেছে, আল্লাহ তাআলা তাকে আখিরাতের দশ দিনের সমান সাওয়াব দান করবেন। আর সেগুলোর সংখ্যা দুনিয়ার দিনগুলোর মতো নয়। (শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৮৬২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আখিরাতের একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান। অর্থাৎ জুমার দিনের রোযা পালনকারী দশ হাজার বছরের রোযার সাওয়াব পায়; কিন্তু শুক্রবারের একটি মাত্র রোযা রাখবেন না। এর সাথে বৃহস্পতিবার কিংবা শনিবারকে মিলিয়ে নিবেন। (শুধু জুমার দিনের রোযা পালন করার নিষেধ সম্বলিত হাদীস সামনে আসছে।)

(২) হযরত সায্যিদুনা আবু উমামাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী হচ্ছে, “যে ব্যক্তি জুমুআহ আদায় করলো (অর্থাৎ জুমুআর নামায সম্পন্ন করলো) এবং এদিনের রোযা রাখলো, রোগীর দেখাশুনা করলো ও জানায়ার সাথে চললো এবং বিবাহের সাক্ষ্য দিলো, তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।” (তবারানী কবীর, ৮ম খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৪৮৪)

(৩) হযরত সায্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে রোযা অবস্থায় শুক্রবার দিনের ভোর করলো, রোগীর সেবা করলো, জানায়ার সাথে চললো (জানাযা পড়লো) এবং সদকা করলো, সে নিজের জন্য জান্নাতকে ওয়াজীব করে নিল।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৮৬৪)

(৪) হযরত সায্যিদুনা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

“যে ব্যক্তি জুমার দিন রোযা রেখেছে, রোগীর দেখাশুনা করেছে ও সেবা করেছে, মিসকীনকে আহার করিয়েছে এবং জানাযার সাথে চলেছে, তাকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত গুনাহ স্পর্শ করবে না।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৮৬৫)

(৫) হযরত সাযিয়্যুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত জুমার রোযা খুব কমই ছেড়ে দিতেন।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৮৬৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে আশুরার রোযার পূর্বে কিংবা পরে আরো একটা রোযা রাখতে হয়, অনুরূপভাবে জুমাতেও রাখতে হয়। কেননা, বিশেষভাবে জুমা একটি মাত্র রোযা, কিংবা শুধু শনিবারের রোযা রাখা ‘মাকরুহে তানযিহী’। অবশ্য, যদি কোন বিশেষ তারিখে জুমা কিংবা শনিবার এসে যায়, তাহলে মাকরুহ নয়। উদাহরণস্বরূপ ১৫ই শা’বানুল মুআযযম, (শবে বরাত), ২৭শে রজবুল মুরাজ্জাব (শবে মেরাজ) ইত্যাদি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রোযার নিষেধাজ্ঞার ৩টি বর্ণনা

(১) হযরত সাযিয়্যুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ইরশাদ করতে শুনেছি:

“তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো কখনো শুধু জুমার রোযা না রাখে, বরং এর আগে কিংবা পরে একদিনের রোযা মিলিয়ে নেয়।”

(সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৮৫)

(২) হযরত সাযিয়্যুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

“রাত গুলো থেকে জুমার রাতকে জাখত থেকে ইবাদত করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিওনা, আর দিনগুলোর মধ্যে শুধু জুমার দিনকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করে নাও। কিন্তু তোমরা (ওই দিনে) এমন রোযা পালনরত থাকো, যা তোমাদের পালনই করতে হবে, (তাহলে কোন ক্ষতি নেই।) (সহীহ মুসলিম, ৫৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং - ১১৪৪)

(৩) হযরত সাযিয়দুনা আমের ইবনে লুদায়ন আশআরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আমি নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ইরশাদ করতে শুনেছি: “জুমার দিন তোমাদের জন্য ঈদ। শুধু এ দিনে রোযা রেখো না। বরং আগে কিংবা পরের দিন মিলিয়ে রোযা রাখবে।” (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১)

উপরোক্ত তিনটি হাদীস শরীফ থেকে জানা গেল যে, শুধু জুমার (একদিন) রোযা রাখা উচিত নয়। অবশ্য, যদি কোন বিশেষ কারণ হয় যেমন ২৭শে রজবুল মুরাজ্জাব (শবে মেরাজ শরীফ) জুমার দিনে হয়ে গেছে, তাহলে রোযা রাখলে ক্ষতি নেই।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

শনি ও রবিবারের রোযা

হযরত সাযিয়দাতুনা উম্মে সালামা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত, ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাভার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ শনি ও রবিবার রোযা রাখতেন। আর বলতেন, “এ দু’টি দিন (শনি ও রবিবার) মুশরিকদের ঈদের দিন। আর আমি চাচ্ছি তাদের বিরোধীতা করতে।” (ইবনে খুযাইমা, খন্ড-৩য়, ৩১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২১৬৭) শুধু শনিবার (একদিন) রোযা রাখা নিষেধ। যেমন হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে বুসর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আপন বোন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণনা করেছেন, প্রিয় আকা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: শুধুমাত্র শনিবারের রোযা, ফরয রোযা ব্যতীত রেখো না।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম আবু ইসা তিরমিযী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “এ হাদীস ‘হাসান’। আর এখানে নিষেধ মানে ‘কারো শনিবারের রোযাকে নির্দিষ্ট করে নেয়াই নিষিদ্ধ। কারণ ইহুদীরা ওই দিনের প্রতি সম্মান দেখায়। (জামে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৪৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ

নফল রোযার ১২টি মাদানী ফুল

- (১) মা-বাবা যদি সন্তানকে নফল রোযা রাখতে এজন্য নিষেধ করে যে, রোগাক্রান্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তবে মা-বাবার কথা মানবে।
(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা)
- (২) স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারবে না।
(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা)
- (৩) নফল রোযা স্বেচ্ছায় শুরু করলে তা পরিপূর্ণ করা ওয়াজিব। যদি ভাঙ্গে তবে কাযা ওয়াজিব হবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪১১ পৃষ্ঠা)
- (৪) নফল রোযা ইচ্ছাকৃত ভাঙ্গে নি, বরং অনিচ্ছা সত্ত্বে ভেঙ্গে গেছে; যেমন মহিলাদের রোযা পালনরত অবস্থায় ‘হায়েয’ (ঋতুস্রাব) এসে গেলে। তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে; কিন্তু কাযা ওয়াজিব।
(দুররে মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা)
- (৫) নফল রোযা বিনা কারণে (ওযর ব্যতীত) ভাঙ্গা নাজায়য। মেহমানের সাথে যদি মেযবান আহার না করে তবে মেহমান নারায় হয়ে যায়, অথবা মেহমান যদি খাবার না খায় তবে মেযবানকে কষ্ট হবে, তাহলে নফল রোযা ভাঙ্গার জন্য ওই অবস্থাগুলোকে ওযর হিসেবে গণ্য করা যাবে; তবে এ শর্তে যে, তার এ নিশ্চিত বিশ্বাস আছে, সে তা কাযা আদায় করে নিবে। এতে এ শর্তও আছে যে, তা ‘দ্বাহওয়ালে কুবরা’- (দ্বীপ্রহর) এর পূর্বে ভাঙ্গতে পারবে; পরে ভাঙ্গা যাবে না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা)
- (৬) পিতামাতার অসন্তুষ্টির কারণে আসরের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত রোযা ভাঙ্গতে পারবে; আসরের পরে পারবে না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

- (৭) যদি কোন ইসলামী ভাই দা'ওয়াত করলো, তাহলে 'দ্বাহওয়ায়ে কুবরা' এর পূর্ব পর্যন্ত নফল রোযা ভাঙ্গতে পারবে; কিন্তু কাযা করা ওয়াজিব। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা)
- (৮) এভাবে নিয়ত করেছে যে, 'কোথাও দা'ওয়াত হলে রোযা রাখবোনা, আর দা'ওয়াত না হলে রোযা।' এ ধরনের নিয়ত শুদ্ধ নয়। এ অবস্থায় সে রোযাদার না। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা)
- (৯) চাকর কিংবা মজদুর নফল রোযা রেখে যদি কাজ পুরোপুরি করতে না পারেন, তাহলে যে তাকে চাকুরী কিংবা মজদুর হিসেবে রেখেছে তার অনুমতি জরুরী। আর যদি কাজ পূর্ণভাবে করতে পারে, তবে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা)
- (১০) হযরত সাযিয়দুনা দাউদ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। এ ধরনের রোযা রাখাকে 'সাওমে দাউদী' বলে। আমাদের জন্যও এটা উত্তম। যেমন- নবী করীম, রউফুর রহীম, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “উত্তম রোযা হচ্ছে- আমার ভাই দাউদ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ এর রোযা; তিনি একদিন রোযা রাখতেন, একদিন ছেড়ে দিতেন এবং শক্রর মোকাবেলা থেকে পলায়ন করতেন না।” (জামে তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৭০)
- (১১) হযরত সাযিয়দুনা সোলাইমান عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ মাসের শুরুতে তিনদিন, মধ্যভাগে তিনদিন, শেষভাগে তিনদিন রোযা রাখতেন। আর এভাবে মাসের শুরু, মধ্যবর্তী ও শেষ দিকের দিন গুলোতে রোযাদার থাকতেন। (কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং - ২৪৬২৪)
- (১২) গোটা বছর রোযা রাখা 'মাকরুহে তানযিহী'। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৩৭ পৃষ্ঠা)

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের জীবদ্দশায়, সুস্বাস্থ্য ও সময় সুযোগে অতিরিক্ত সুযোগ হিসেবে খুব বেশি পরিমাণ নফল রোযা রাখার সৌভাগ্য দান কর! তা কবুল করে নাও! আর আমাদের এবং হুরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সমস্ত উম্মতের ক্ষমা কর। اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

জীবিকার একটি কারণ

প্রিয় আকা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র জীবদ্দশায় সেসময় দুইজন ভাই ছিল। যাদের মধ্যে একজন নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত ﷺ এর পবিত্র খিদমতে (ইলমে দ্বীন শিখার জন্য) উপস্থিত থাকতেন। একদা কারীগর ভাই এসে নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান ﷺ কে নিজ ভাই এর ব্যাপারে অভিযোগ করল। (সে তার বোঝা আমার উপর তুলে দিয়েছে সেও যেন আমার কাজকর্মে সহযোগীতা করে)। তখন প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল ﷺ ইরশাদ করলেন: “لَكَذَلِكَ تُرَىٰ بِهِ” অর্থাৎ হয়ত তুমি তার বরকতে রিযিক পাচ্ছ।

(সুনানে তিরমিযী, ১৮৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং -২৩৪৫। আশিয়াতুল লোমআত, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা২৬২)

জান্নাতেও ওলামায়ে কিরামের প্রয়োজন হবে

নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান ﷺ ইরশাদ করেছেন: জান্নাতীরা জান্নাতে ওলামায়ে কিরামের মুখাপেক্ষী হবে, তারা প্রতি জুমাতে আল্লাহ তাআলার দিদার দ্বারা সম্মানিত হবেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: اَرْثَا۟ۤ-“যা খুশি আমার নিকট চাও।” তখন তারা জান্নাতী ওলামায়ে কেলামের দিকে ফিরে বলবেন: আমরা প্রভুর নিকট কি চাইব? তারা বলবেন: এটা চাও, ওটা চাও। যেমনিভাবে ঐ সমস্ত লোকেরা দুনিয়াতে ওলামায়ে কেলামের মুখাপেক্ষী ছিল, জান্নাতেও তাদের মুখাপেক্ষী হবে। (আল ফিরদৌস বেমাসুরীল খাতাব, ১ম খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮৮০, আল্লামা সুয়ুতীর জামেউস সগীর, ১৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২২৩৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আজ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

রোযাদারদের ১২টি ঘটনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয়

তাদের খবরগুলো (ঘটনাবলী) দ্বারা

বিবেকবানদের চক্ষু খোলে।

(পারা-১৩, সূরা-ইউসুফ, আয়াত-১১১)

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ

عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ ط

মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার, নবী করীম
ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভালবাসা ও
ভক্তির কারণে আমার উপর প্রত্যেক দিন ও রাতে তিন বার করে দরুদ
শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলার বদন্যতায় আছে যে, আবশ্যিক, তার
ওই দিন ও ওই রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া।”

(আল মুজাম্মুল কবীর, ১৮তম খন্ড, ৩৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯২৮)

(১) গ্রীষ্মের রোযা

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ একবার হজ্জের সফরে মক্কায়ে মুকাররমা
ও মদীনায়ে মুনাওয়ারার মধ্যবর্তী এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করল এবং
দুপুরের খাবার তৈরী করাল। তখন তার চৌকিদারকে বলল: “কোন
অতিথিকে নিয়ে এসো।” চৌকিদার তাঁবু থেকে বের হয়ে দেখতে পেলো
এক গ্রাম্য লোক শূয়ে আছে। সে তাকে জাগালো আর বললো: “চলো,
তোমাকে ‘আমীরুল হাজ্জাজ’ ডাকছেন।” গ্রাম্য লোকটি আসলে হাজ্জাজ
বলল: “আমার দাওয়াত কবুল করো এবং হাত ধুয়ে আমার সাথে খেতে
বসো!”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

গ্রাম্য লোকটি বললো: “ক্ষমা করো! আপনার দাওয়াত পাবার পূর্বে আপনার চেয়ে উত্তম এক দাতার দাওয়াত কবুল করে ফেলেছি।” হাজ্জাজ বলল: “সেটা কার?” সে বললো: “আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাকে রোযা রাখার দাওয়াত দিয়েছেন। আর আমি রোযা রেখেছি।” হাজ্জাজ বলল: “এতো তীব্র গরমে রোযা!” গ্রাম্য লোকটি বললো: “কিয়ামতের সর্বাপেক্ষা বেশি তাপ থেকে বাঁচার জন্যই।” হাজ্জাজ বলল: “আজ খাবার খেয়ে নাও, আর এ রোযাটি কাল রেখে নিও।” গ্রাম্য লোকটি বললো: “আপনি কি আমাকে এর নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, আমি আগামীকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবো?” হাজ্জাজ বলল: “এটা তো সম্ভব নয়।” গ্রাম্য লোকটি বললো: “তাহলে আপনার প্রস্তাবও গ্রহণ করতে পারছিনা।” এটা বলে চলে গেলো। (রওযুর রিয়াহীন, ২১২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক, তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।
 اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাদের মধ্যে দুনিয়াবী শাসকের ভয় বা আতঙ্ক স্থান পায় না। আর এ কথাও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি এখানকার তাপ সহ্য করে, রোযা রাখে, সে কাল কিয়ামতের ভয়ানক তাপ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(২) শয়তানের অনুশোচনা

এক বুয়ুর্গা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মসজিদের দরজায় শয়তানকে অবাক ও দুঃখিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: “কি ব্যাপার?” শয়তান বললো: “ভিতরে দেখুন! তিনি ভিতরের দিকে তাকালে দেখলেন, এক ব্যক্তি নামায পড়ছে, আর এক ব্যক্তি মসজিদের দরজার পাশে শুয়ে আছে। শয়তান বললো: “ওই যে লোকটা ভিতরে নামায পড়ছে তার মনে ধোকা দেয়ার জন্য আমি ভিতরে যেতে চাচ্ছি; কিন্তু যে লোকটা দরজার পাশে শুয়ে আছে, সে রোযাদার।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

এ শয়নকারী রোযাদার যখন নিঃশ্বাস ফেলে তখন তার ওই নিঃশ্বাস আগুনের লেলিহান শিখা হয়ে আমাকে ভিতরে যেতে দিচ্ছে না।”

(রউয়ুল ফায়েক মিশরী, ৩৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তানের হামলা থেকে বাঁচার জন্য রোযা হচ্ছে একটি মজবুত ঢাল। রোযাদার যদিও ঘুমাচ্ছে, কিন্তু তার নিঃশ্বাস শয়তানের জন্য তীরের মত। জানা গেলো যে, রোযাদারকে শয়তান খুব ভয় করে। শয়তানকে যেহেতু রমযানুল মোবারকের মাসে বন্দী করা হয়, সেহেতু সে যেখানে ও যখনই রোযাদারকে দেখে, খুব পেরেশান হয়ে যায়।

(৩) অনন্য কাফ্ফারা

একজন সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মহান দরবারে হাবির হয়ে আরয করলেন: “ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমি রমযানের রোযা পালনকালে (স্বেচ্ছায়) আমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছি। আমিতো ধ্বংস হয়ে গেলাম। ইরশাদ করোন, “এখন আমি কি করবো?” রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “ক্রীতদাশ আযাদ করতে পারবে কি?” আরয করলো: “না, ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! ইরশাদ করলেন: “তুমি কি দুই মাস ধারাবাহিকভাবে (মাঝখানে না ছেড়ে) রোযা রাখতে পারবে?” আরয করলো: “না, ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ!” ইরশাদ করলেন: “ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে পারবে তো?” আরয করলো: “হে আল্লাহ তাআলার রাসূল ﷺ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এটাও-তো পারবোনা।” এমন সময়, একজন লোক তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে কিছু খেজুর হাদিয়া হিসেবে নিয়ে আসল। তখন হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ওই সব খেজুরই ওই সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে দান করে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদর শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

আর ইরশাদ করলেন: “এগুলো খয়রাত করে দাও! তোমার কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে।” তিনি বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! মদীনায় আমার চেয়ে বেশি অভাবী আর কেউ নেই।” তাঁর এ কথা হুযর ﷺ এভাবে হাসলেন যে, দান্দান মোবারক থেকে চমক বের হচ্ছিলো, রহমতের ফুল ঝরতে লাগলো। আর মহান বাণীর শব্দগুলো এভাবে বিন্যস্ত হয়েছিলো। فَأَطَعْتُهُ أَهْلَكَ (অর্থাতঃ যাও! তোমার পরিবারের লোকদেরকেই সেগুলো আহার করিয়ে দাও! তোমার কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে।) (সহীহ বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৮২২)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন সাহাবী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে যদি মানুষ হিসেবে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পন্ন হয়ে যেতো, তবে সাথে সাথে সেটার প্রতিকার করে নিতেন। আর ক্ষমা করানোর জন্য খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান দরবারে হাযির হয়ে যেতেন। কারণ, তাঁদের ঈমান ছিলো- আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এ পবিত্র দরবার থেকেই হাসিল হতে পারে। এ কথাও জানা গেলো যে, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, হুযর ﷺ মালিক ও ইখতিয়ারপ্রাপ্ত, শরীয়াত হচ্ছে, তাঁরই বাণীগুলোর নাম। এ কারণেইতো হুযর ﷺ জিজ্ঞাসা করছিলেন: “তুমি কি ক্রীতদাস আযাদ করতে পারবে? ষাটদিন লাগাতার রোযা রাখতে পারবে? ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে পারবে?” আর ওই সাহাবী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলে যাচ্ছিলেন: ‘না, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! তঁর যেনো এ ঈমান ছিলো যে, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসূলে আমীন, হুযর ﷺ কাফ্ফারার এ তিনটি পদ্ধতি ছাড়াও ইচ্ছা করলে তাঁর জন্য কাফ্ফারার চতুর্থ কোন পদ্ধতিও ইরশাদ করতে পারেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দার’ইন্দি)

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ও নিজে মুখতার (মকবুল) হওয়ার উপর এ প্রমাণই নিশ্চিত করে দিলেন যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যেনো একথাই ইরশাদ করলেন: “যাও! তোমার জন্য আমি কাফ্‌ফারা এটাই সাব্যস্ত করলাম যে, তুমি কিছু দেয়ার পরিবর্তে নিয়েই যাও!” অতঃপর ওই সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আরয করলো: “মদীনায় আমার চেয়ে বড় অভাবী কেউ নেই।” তখন ইরশাদ করলেন: “আচ্ছা যাও, তোমার পরিবারের সদস্যদেরকেই সেগুলো আহার করিয়ে দাও! তোমার কাফ্‌ফারা আদায় হয়ে যাবে।” যেখানে সমস্ত মুসলমানের জন্য জেনে বুঝে রমযানুল মোবারকের রোযা ভাঙ্গার কাফ্‌ফারা (যখন শর্তাবলী পাওয়া যায়) হচ্ছে, গোলাম আযাদ করা, তা সম্ভব না হলে লাগাতার ষাটটা রোযা পালন করা, আর এটাও সম্ভব না হলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করানো; সেখানে শুধু ওই সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর জন্য খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কাফ্‌ফারা এটাই সাব্যস্ত করেছেন, “কিছু দেয়ার পরিবর্তে তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান দরবার থেকে নিয়ে যাওয়া। আর কারো জন্য কিছু খরচ করার পরিবর্তে ওই সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্যই খরচ করে দেয়া।” এটাই হচ্ছে নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অসহায়ের আশ্রয়রূপী দরবার। কবি বলেন:

ইয়ে ওহী হে জু বখশ দেতে হে,
কওন ইন জুরমো পর ছ্যা না করে। (হাদয়িকে বখশিশ শরীফ)

(৪) সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর দান

উম্মুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা উরওয়াহ ইবনে যুবাইর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

আমি দেখেছি উম্মুল মু'মিনীন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا সত্তর হাজার দিরহাম আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বণ্টন করে দিয়েছেন, অথচ তাঁর কামীজ মোবারকে তালি লাগানো ছিল। আর একবার হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাঁর দরবারে একলক্ষ দিরহাম পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ওই সব দিরহাম একই দিনে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বণ্টন করে দিয়েছিলেন। আর ওই দিন তিনি নিজে রোযাদার ছিলেন। সন্ধ্যায় তাঁর দাসী বলল, “কতোই ভালো হতো যদি একটা মাত্র দিরহাম রুটির জন্য রেখে দিতেন!” তিনি বললেন, “আমার মনে ছিলোনা, মনে থাকলে রেখে দিতাম।” (মাদারিজ্জুবুরুওয়াত, ২য় খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।
اٰوِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَكْمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মুল মু'মিনীন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا আর্থিক সাচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও আপন জীবন যাপনকে অত্যন্ত সাদাসিধে ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হিসেবে অতিবাহিত করেছেন। আর যেই অর্থকড়িই হাতে এসেছে, তা আল্লাহ তাআলার পথে খরচ করে ফেলেছেন। এমনকি লক্ষ দিরহাম এসেছে, তাও তিনি দান করে দিয়েছেন, রোযার ইফতার করার জন্যও কোন ব্যবস্থা রাখেন নি। পক্ষান্তরে, আমাদের অবস্থা দেখুন! যদি কখনো নফল রোযা রেখে ফেলি তখন আমাদের ইফতারের সময় সব ধরণের ফলমূল, কাবাব, চমুচা, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা শরবত, আরো জানিনা কি কি দরকার হয়? মোটকথা, যেকোন অবস্থাতেই আমাদেরকে উম্মুল মু'মিনীন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর অনুকরণ করতে হবে। ধন-সম্পদের প্রতি এতো বেশি ভালবাসা না রাখা চাই যেন আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় করতে মন ছোট হয়ে না যায়। দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করার ও আখিরাতকে উত্তম করে তোলার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকা খুবই উপকারী।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

যখন আপনার এলাকাতে দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলার তাশরীফ আনবেন তখন তাদের খিদমতে উপস্থিত হয়ে অবশ্যই ফয়েজ অর্জন করুন যে, ভাল নিয়্যতের সাথে আল্লাহ তাআলার রাস্তার মুসাফিরদের যিয়ারতের অসংখ্য সাওয়াব রয়েছে এবং তাদের সঙ্গে বিনিময়ে জান্নাত রয়েছে। আপনাদেরকে একজন বিকৃত যুবকের ঘটনা শূনাচ্ছি যা মাদানী কাফেলার আশিকানে রাসূলের সাক্ষাতের জন্য গিয়ে তার জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হল। যেমন-

আশিকানে রাসুলগণের সাক্ষাতের বরকত

পাঞ্জাব শহর কুচুব এর এক যুবক ইসলামী ভাই এর লিখা সামান্য পরিবর্তন করে পেশ করছি। আমি তখন মেট্রিক এর ছাত্র ছিলাম। খারাপ সঙ্গে কারণে গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করছিলাম। মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে ছিল। বেয়াদবির অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, মাতাপিতা দূরে থাক, দাদা দাদীর সামনে পর্যন্ত বাড়াবাড়ি করতাম। একদিন তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি মাদানী কাফেলা আমাদের মহল্লার মসজিদে উপস্থিত হলো। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা এটাই হলো যে, আমি আশিকানে রাসূলের সাথে সাক্ষাতের জন্য পৌঁছে গেলাম। পাগড়ী পরিহিত একজন ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে দরসে অংশগ্রহণের দাওয়াত দিলেন। আমি তাদের সাথে বসে গেলাম। তারা দরসের পর আমাকে বললেন যে কয়েকদিন পরেই মদীনা তুল আউলিয়া মূলতান শরীফে দা'ওয়াতে ইসলামীর তিনদিনের আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হবে। আপনিও অংশ নিবেন। তাদের দরস আমাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করল, তাই আমি অস্বীকার করতে পারিনি। এমনকি আমি (মূলতানে) ইজতিমায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানকার আখিরী বয়ান “গান বাজনার ধ্বংসলীলা” শুনে খরখর করে কেঁপে উঠলাম। চোখ থেকে অশ্রু ঝড়তে লাগল। আমি গুনাহ থেকে তাওবা করলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত দেখে পরিবারের সকলেই শান্তির নিঃশ্বাস নিল। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার মত বিকৃত, চরিত্রহীন যুবকের মধ্যে মাদানী পরিবর্তন হল। পরিবর্তনের কারণে প্রভাবিত হয়ে আমার বড় ভাইও দাঁড়ি রাখার সাথে সাথে পাগড়ী শরীফ মাথায় সাজিয়ে নিল। আমার একটি মাত্র বোন ছিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সেও মাদানী বোরকা পরিধান করে নিল। পরিবারের সকলেই সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া, রযবীয়াতে অন্তভুক্ত হয়ে সরকারে গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মুরীদও হয়ে গেলাম। আর আমার উপর আল্লাহ তাআলা এমন দয়া করল যে আমি কুরআন মজিদ হেফজ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম এবং দরসে নিজামী (আলিম কোর্সে) ভর্তি হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের একটি এলাকার যিম্মাদার হয়ে গেলাম। আমার নিয়ত হচ্ছে যে ১৪২৭ হিজরীর শাবানুল মুআজ্জাম মাসে ইশাধারে ১২ মাসের জন্য মাদানী কাফেলাতে সফর করব।

দিল পে গর যনগ হো ছারা ঘর তনগ হো, হোগা ছবকা ভালা কাফেলে মে চলো।
এয়ছা ফয়যান হো হিফয কুরান হো, করকে হিম্মত যরা কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(৫) ঠান্ডা পানি

হযরত সাযিয়ুনা সারিউস সাকাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ রোযা রেখেছিলেন। পানি ঠান্ডা করার জন্য কলসী তাকের উপর রাখলেন। আসরের নামাযের পর মোরাকাবায় রত হলেন। বেহেশতী ছুরেরা একের পর এক সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে আরম্ভ করলো। যে সামনে আসতো তাকে বলতেন, “তুই কার জন্য?” সে আল্লাহ তাআলার কোন বান্দার নাম উল্লেখ করতো। অন্য একজন আসলো। তাকেও একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললো: “আমি তারই জন্য, যে পানি ঠান্ডা করার জন্য রাখে না।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

তিনি বললেন: “যদি তুই সত্য বলে থাকিস তাহলে এ কলসীটা ফেলে দে!” সে তা ফেলে দিলো। সেটার আওয়াজে চোখ খুলে গেলো। দেখলেন, ওই কলসীটা ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে। (আল-মলফুয, ১ম খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।
 اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, আখিরাতের স্থায়ী শান্তি ও নেয়ামত রাজি পাওয়ার জন্য আপন নফসকে আয়ত্বে রেখে দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে ত্যাগ করতে হয়। মহামহিম আল্লাহ-ওয়ালাগণ নিজেদের নফসকে খুবই নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। এক বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তীব্র গরমের মৌসুমে দুপুর বেলায় এক ব্যক্তিকে দেখলেন, বরফ নিয়ে যাচ্ছে। অন্তরে দুঃখ বোধ করে মনে মনে বললেন, “আহা! আমার নিকটও যদি পয়সা থাকতো তাহলে আমিও বরফ কিনে ঠান্ডা পানি পান করতাম!” তার পরক্ষণেই লজ্জিত হয়ে বললেন, “আমি কেন নফসের আক্বার শিকার হয়ে গেলাম?” তিনি শপথ করলেন যে, তিনি কখনো ঠান্ডা পানি পান করবেন না। তাই তীব্র গরমের মৌসুমেও পানিকে গরম করে পান করতেন।

নিহাঙ্গ ও আব্দাছা ও শায়রে নর মারা তু কিয়া মারা,
 বড়ে মুজিকো মারা নফসে আন্মারা কো গর মারা।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(৬) হযুর মুস্তফা ﷺ এর পুরস্কার

রমযানুল মোবারকের শুভাগমনের সাড়া পড়েছিলো। প্রসিদ্ধ আল্লাহ তাআলার ওলী হযরত ওয়াকেরদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিকট কিছুই ছিলো না। তিনি তাঁর এক আলাভী অধিবাসী, বন্ধুর প্রতি এ চিঠি লিখলেন, “রমযান শরীফের মাস আসছে, আমার নিকট খরচের জন্য কোন কিছুই নেই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

আমাকে ‘করযে হাসান’ হিসেবে এক হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দাও! তাই ঐ আলাভী এক হাজার দিরহামের খলে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর এক বন্ধুর চিঠি হযরত ওয়াকেদীর নিকট এসে পৌঁছলো। তাতে এ মর্মে লিখা ছিল, “রমযান শরীফের মাসে খরচের জন্য আমার এক হাজার দিরহামের দরকার।” হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ওই খলে সেখানেই পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন ওই আলাভী বন্ধু, যাঁর নিকট থেকে হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ঋণ নিয়েছিলেন এবং ওই দ্বিতীয় বন্ধু, যিনি হযরত ওয়াকেদী থেকে ঋণ নিয়েছেন, উভয়ে হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ঘরে আসলেন। আলাভী বললেন, “রমযান মোবারকের মাস আসছে, আর আমার নিকট এ এক হাজার দিরহাম ব্যতীত অন্য কোন কিছু ছিলো না। কিন্তু যখন আপনার চিঠি আসলো, তখন আমি এক হাজার দিরহাম আপনার নিকট পাঠিয়ে দিলাম। আর আমার প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমার এ বন্ধুর নিকট চিঠি লিখলাম যেনো ঋণ হিসেবে আমার নিকট এক হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দেয়। তিনিতো ওই খলে, যা আমি আপনাকে দিয়েছিলাম, আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সুতরাং বুঝা গেলো যে, আপনি আমার নিকট ঋণ চেয়েছেন, আমি আমার এ বন্ধুর নিকট ঋণ চাইলাম, তিনি আপনার নিকট চেয়েছেন। আর যে খলেটা আমি আপনার নিকট পাঠিয়েছিলাম, সেটা আপনি তার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি আমার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারপর ওই তিন হযরত একমত হয়ে এ এক হাজার দিরহামকে তিনভাগ করে পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করে নিলেন। ওই রাতে হযরত সায়িদুনা ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ স্বপ্নে প্রিয় আকা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দিদার লাভে ধন্য হলেন। আর হরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভাণ্ডার, রাসুলদের সরদার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ইরশাদ করলেন: “إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ আগামী কাল তোমরা অনেক কিছু পেয়ে যাবে।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

পরদিন আমীর ইয়াহইয়া বরমকী সায়িয়্যুনা ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে ডেকে বললো: “আমি গতরাতে স্বপ্নে আপনাকে চিন্তিত দেখলাম। কারণ কি?” হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তখন ইয়াহইয়া বরমকী বললো: “আমি একথা বলতে পারি না যে, আপনারা তিনজনের মধ্যে কে বেশি দানশীল। আপনারা তিনজনই দানশীল ও আপনাদের সম্মান করা অপরিহার্য। তারপর সে ত্রিশ হাজার দিরহাম হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে, আর বিশ হাজার দিরহাম করে অবশিষ্ট দুজনকে প্রদান করলো। হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে ক্বাযী (বিচারপতি) হিসেবেও নিয়োগ দান করলো। (হুজ্বাতুল্লাহি আলাল আলামীন, ৫৭৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিকারের মুসলমান দানশীল ও অন্যকে প্রাধান্য দিতে সচেষ্ট থাকেন। আর আপন ইসলামী ভাইয়ের কষ্ট দূর করার জন্য নিজের সমস্যাটির বিন্দু বরাবর পরোয়াও করেন না। একথাও জানা গেলো যে, দানশীলতা দ্বারা সব সময় উপকারই হয়ে থাকে। সম্পদ কমে না, বরং বৃদ্ধি পায়। একথাও বুঝা গেলো যে, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। আর দাতাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ত্যাগ স্বীকার করা ও অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার বহু ফযীলত রয়েছে। যেমন নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ক্ষমারূপী বাণী হচ্ছে, “যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী অপরকে দিয়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন। (ইন্ডিহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৭৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(৭) রোযার খুশবু

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম কাতাদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ইলমে হাদীসের ওস্তাদ হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে গালিব হাদ্দানী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে শহীদ করে দেয়া হয়। দাফনের পর তাঁর কবর শরীফের মাটি থেকে মুশকের খুশবু আসছিলো। কেউ স্বপ্নে দেখে বললো: “আল্লাহ আপনার সাথে কি আচরণ করেছেন?” বললো: খুব ভাল আচরণ করা হয়েছে “আপনাকে কোথায় নেয়া হলো?” বললেন, “জান্নাতে।” বললো: “কোন আমলের কারণে।” বললেন, “ঈমানে কামিল, তাহাজ্জুদ ও গরমের মৌসুমের রোযাগুলোর কারণে” তারপর বলা হলো, “আপনার কবর থেকে মুশকে আশ্বরের খুশবু কেন প্রবাহিত হচ্ছে?” তখন জবাব দিলেন, “এটা আমার তিলাওয়াত ও রোযাগুলোর পিপাসার খুশবু।”

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮৫৫৩)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনুরূপভাবে হযরত সাযিয়দুনা ইমাম বুখারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর কবরে আনওয়ারের মাটি থেকেও মুশকের খুশবু আসছিলো। বারবার কবরের উপর মাটি দেয়া হচ্ছিলো, কিন্তু লোকেরা তাবাররূক হিসেবে মাটি নিয়ে যেত। (মুকাদ্দমায়ে সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা)

‘দালাইলুল খায়রাত’ প্রণেতা হযরত শায়খ মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান জায়ুলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর নূরানী কবরেও আতরের খুশবু ছিলো এবং কস্তুরীর খুশবু ব্যাপকভাবে প্রবাহিত হচ্ছিলো। কারণ, তিনি তাঁর জীবনে বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়তেন। ইনতিকালের ৭৭ বছর পর কোন কারণে ‘সুস’ থেকে ‘মরক্কোতে’ (মারকুশ) -এ স্থানান্তরিত করার জন্য যখন কবর খোলা হলো, তখন তাঁর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ শরীর মোবারক একেবারে সুঠাম ও অক্ষত ছিলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

এমনকি তাঁর কাফন পর্যন্ত পুরানো হয়নি। ওফাতের পূর্বে তিনি দাঁড়ি মোবারকের খত বানিয়েছিলেন। তাও তেমনি ছিলো, যেনো আজই বানিয়েছেন। একজন লোক পরীক্ষা করার জন্য তাঁর চেহারা মোবারকের উপর আঙ্গুল রেখে মৃদু চাপ দিলো। তখন ওই জায়গা থেকে রক্ত সরে গেলো। আর যেখানে চাপ দিয়েছিলেন সেখানে সাদা হয়ে গিয়েছিলো। অর্থাৎ জীবিত মানুষের মতো রক্তও সঞ্চারিত ছিলো। (মাতলিউল মাসাররাত, পৃষ্ঠা৪)

(৮) রমযান ও ঈদের ছয় রোযার বরকত

হযরত সাযিয়্যুনা সুফিয়ান সওরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “একবার আমি তিন বছর যাবত মক্কায়ে মুকাররমায় অবস্থান করছিলাম। এক মক্কাবাসী প্রতিদিন দুপুরের সময় কাবা শরীফ তাওয়াফ করতো, দু’রাকআত নামায আদায় করতো। তারপর আমাকে সালাম করতো এবং নিজ ঘরে চলে যেতো। ওই নেক বান্দার সাথে আমার ভালবাসা হয়ে গেলো। সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো। আমি তাকে দেখার জন্য গেলাম। তখন সে আমাকে ওসীয়াত করলো, “আমি যখন মরে যাবো, তখন আপনি নিজ হাতে আমাকে গোসল দিবেন এবং আমার জানাযার নামায পড়াবেন। আমাকে ইশাকী ছেড়ে দিবেন না, বরং সারা রাত আমার কবরের পাশে থাকবেন, বরং মুনকার-নকীর আসলে আমার তালকীন করাবেন (তাদের প্রশ্নের জবাব বলে দিবেন)।” আমিও তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলাম। সুতরাং তার ইনতিকালের পর আমি তার ওসীয়াত অনুযায়ী কাজ করলাম তার কবরের পাশে হাযির ছিলাম এমন সময় আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। আমি অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনলাম, “হে সুফিয়ান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ! তার জন্য তোমার তালকীন ও কাছে থাকার প্রয়োজন নেই। কারণ, আমি নিজেই তাকে ভরসা দিয়েছি ও তালকীন করেছি।” আমি বললাম, “তাকে কোন আমলের কারণে এ মর্যাদা দেয়া হয়েছে?” আওয়াজ আসলো, “রমযানুল মোবারক এবং এর পর শাওয়ালে মুকাররমায় ছয় রোযা রাখার বরকতে।” হযরত সাযিয়্যুনা সুফিয়ান সওরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “এই এক রাতে এই স্বপ্ন আমি তিনবার দেখেছি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

আমি আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে আরয করলাম: “ইয়া আল্লাহ! আমাকেও তোমার দয়া ও বদান্যতায় ওই রোযাগুলো পালনের তওফীক দান কর!” (কালযুবী, পৃষ্ঠা ১৪) اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

(৯) রমযানের চাঁদ

একবার রমযান শরীফের চাঁদ সম্পর্কে কিছু মতভেদ দেখা দিল। কেউ কেউ বলছিলো, “সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা গেছে।” কেউ কেউ বলছিলো, “চাঁদ দেখা যায়নি।” হুযুর গাউসে আযমের সম্মানিতা আশ্মাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا বললেন: “আমার এ সন্তান (অর্থাৎ গাউছে আজম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তার জন্মের সময় থেকে রমযান শরীফের দিনগুলোতে সারা দিন দুধ পান করেনি। যেহেতু আজও দুধ পান করেনি, সেহেতু খুব বেশি সম্ভব গত রাতে চাঁদ উদিত হয়েছে।” সুতরাং পরবর্তীতে অনুসন্ধান করে জানা গেলো যে, চাঁদ উদিত হয়েছিলো। (বাহজাতুল আসরার, ১৭২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

গউছে আজম মুত্তাকী হার আ-ন মে, ছোড়া মা-কা দুধভী রমযান মে।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

কলিজার ক্যাম্বার ভাল হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ভালবাসা ও আউলিয়ায়ে কিরামের প্রেম অন্তরে বৃদ্ধি করার জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন ও বেশি বেশি রহমত আর বরকত অর্জন করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

আসুন আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য একটি ঈমান তাজাকারী সুগন্ধময় মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যেমন- গুলিস্তানে মুস্তফার (বাবুল মদীনা করাচীর) এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারমর্ম হচ্ছে: “আমি এমন এক ইসলামী ভাইকে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মদীনাতুল আউলিয়া মূলতান শরীফে অনুষ্ঠিত তিন দিনের আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দা’ওয়াত করেছি যার মেয়ের কলিজায় ক্যাসার ছিল। সে তার মেয়ের রোগ মুক্তির মানসিকতা নিয়ে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলেন। তিনি বলেন: “আমি ইজতিমায় খুব দোয়া করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ফেরার পর যখন নিজ মেয়ের চেকআপ করলাম তখন ডাক্তার হতবাক হয়ে গেলেন, কারণ তার কলিজার ক্যাসার ভাল হয়ে গেছে। ডাক্তারদের পুরো টিম আশ্চর্য হল যে, শেষ পর্যন্ত ক্যাসার কোথায় গেল! যখন অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে, ইজতিমায় যাওয়ার পূর্বে ঐ মেয়ের কলিজা থেকে দৈনিক এক সিরিঞ্জ পুঁজ বের করে নেয়া হত। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! এই ঘটনা বর্ণনার সময় সেই মেয়ে শুধু সুস্থ নয় বরং এখন তার বিয়েও হয়ে গেছে।

আগর দরদে ছর হো, কে ইয়া ক্যাসার হো,
 দিলায়েগা তুম কো শিফা মাদানী মাছল
 শিফায়ে মিলেগী, বালায়ে টলেগী,
 ইয়াকীনান হে বরকত ভরা মাদানী মাছল

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(১০) আহলে বায়তের তিনটি রোযা

হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا শৈশবে একবার অসুস্থ হয়ে যান। তখন হযরত মাওলা আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ও হযরত সায়্যিদাতুনা বিবি ফাতিমা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا আর ঘরের সেবিকা হযরত সায়্যিদাতুনা ফিদ্বাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ওই শাহজাদাদ্বয়ের সুস্থতা লাভের জন্য তিনটি রোযার মান্নত করেন। আল্লাহ তাআলা উভয় শাহযাদাকে সুস্থতা দান করেন। সুতরাং রোযা তিনটিও রাখা হলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

হযরত মাওলা আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তিন সা' যব আনলেন। (অর্থাৎ প্রতি সা' এর ওজন প্রায় চার কিলো ১০০ গ্রাম)। তিনদিনই তা রান্না করা হলো। যখনই ইফতারের সময় আসতো, তিনজন রোযাদারের সামনে রুটি রাখা হতো, তখনই প্রথম দিন মিসকীন, দ্বিতীয় দিন এতিম এবং তৃতীয় দিন কয়েদী দরজায় এসে হাযির হল এবং রুটি চাইল তখন তারা তিন দিনই রুটিগুলো ভিক্ষুকদেরকে দিয়ে দিলেন এবং শুধু পানি দিয়ে ইফতার করে পরবর্তী রোযা পালন করেন। (খাযাইনুল ইরফান, ৯২৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

ভূকে রোহ কে খুদ আ-ওরো কো খিলাদেতে থে,
কেইছে সাবির থে মুহাম্মদ কে ঘরানে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রিয় কন্যার পরিবারের সদস্যদের এ ঈমান তাজাকারী ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

আহার করায় তার ভালবাসার উপর মিসকিন, এতিম ও বন্দীকে। তাদেরকে বলে আমরা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই (সন্তুষ্টির) জন্য তোমাদেরকে আহাৰ্য প্রদান করছি। তোমাদের নিকট থেকে কোন বিনিময় কিংবা কৃতজ্ঞতা চাই না।

(পারা-২৯, সূরা-দাহর, আয়াত-৮, ৯)

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَيَّ
حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيْمًا
وَأَسِيْرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ
لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ
جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿٩﴾

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

এ ঈমান সজীবকারী ঘটনায় পবিত্র আত্মা আহলে বয়াত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর ত্যাগ ও অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়ার প্রেরণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তিনদিন যাবত শুধু পানি পান করে রোযা রেখে নেয়া কোন মা'মুলী কথা নয়। আমরা যদি একটি রোযা রাখি তাহলে ইফতারে ঠান্ডা ঠান্ডা শরবত, কাবাব, সমুচা, মিষ্টি ফলমূল, গরম গরম বিরানী আরো জানিনা কি কি প্রয়োজন হয়। এমনি অর্থ সঙ্কটের সময় এতোই মহান ত্যাগ শুধু তাঁদেরই জন্য শোভা পায়। ত্যাগ এবং অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার ফযীলত বা রোযাদারদের ১২টি ঘটনার ৬ নং ঘটনা গত হয়েছে, পুনরায় পেশ করা হচ্ছে। তা হচ্ছে- মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস অন্যকে দিয়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন।” (ইত্তিহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, ০৯ খন্ড, ৭৭৯ পৃষ্ঠা) পবিত্রাত্মা আহলে বয়াত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মহান শানে নাযিল হওয়া আয়াতে কারীমার ওই অংশের প্রতিও মনযোগ দিন, যাতে তাঁদের উজ্জিকে উল্লেখ করা হয়েছে- “আমরা তোমাদেরকে বিশেষ করে আল্লাহ তাআলার জন্য খাবার দিচ্ছি, তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না।” এ উজ্জিতে নিষ্ঠার এক সমুচ্চ পর্যায়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আহা! আমরাও যদি আমাদের প্রতিটি কাজ শুধু আল্লাহ তাআলার জন্যই করতে শিখতাম! কারো উপর ইহসান করে সেটার বদলা চাওয়া কিংবা তার দিক থেকে কৃতজ্ঞতার দাবী রাখা, এ সব আক্বাজ্জা যদি শেষ হয়ে যেতো! উত্তম তো হচ্ছে এটাই যে, কারো উপর দয়া করে কিংবা ফকীরকে খাদ্য কিংবা খায়রাত দিয়ে এ কথাও বলা, ‘দোয়ার সময় স্মরণ রাখবে’, আবার এমনতো নয় যে, আমরা তাদের নিকট থেকে বদলা চেয়ে নিলাম! এখন সে দোয়া করুক আর না-ই করুক! আমাদের পক্ষে কবুল হোক কিংবা নাই হোক! সেটা আমাদের নসীব! আমাদের ভাগ্য!

মেরা হার আমল বাছ তেরি ওয়াসতে হো,
কর ইখলাস এসা আতা ইয়া ইলাহী।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(১১) লাগাতার চল্লিশ বছর রোযা

হযরত সাযিয়দুনা দাউদ তাঈ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ লাগাতার ৪০ বছর যাবত রোযা পালন করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠার অবস্থা এ ছিলো যে, সে কথা নিজের পরিবার-পরিজনকেও জানতে দেননি। কাজে যাবার সময় দুপুরের খাবার সাথে নিয়ে যেতেন, আর পথে কাউকে দিয়ে দিতেন। মাগরিবের পর ঘরে এসে খাবার খেয়ে নিতেন। (মাদানে আখলাক, ১ম খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা)

হযরত দাউদ তাঈ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর নফসকে দমন করার ঘটনাবলী

سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ নিষ্ঠা হলে এমন হওয়া চাই! হযরত সাযিয়দুনা দাউদ তাঈ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ নিজের নফসকে কঠোরভাবে নিজের আয়ত্বে রেখেছিলেন। ‘তায়কিরাতুল আউলিয়ার কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে: একবার তিনি গরমের মৌসুমে রোদের মধ্যে বসে ইবাদতে মশগুল ছিলেন। তাঁর সম্মানিতা মা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا তাঁকে বললেন, “পুত্র, ছায়ার মধ্যে এসে গেলে ভালো হতো।” তিনি তদুত্তরে আরয করলেন, “আম্মাজান, আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে, নিজের নফসের প্রবৃত্তি অনুসারে কাজ করতে।” একবার তাঁর পানির কলসি রোদের মধ্যে দেখে কেউ আরয করলো, “হে আমার সরদার! সেটা ছায়ায় রাখলে ভালো হতো!” তিনি বললেন, “আমি যখন রেখেছিলাম তখন এখানে ছায়া ছিলো; কিন্তু এখন রোদ থেকে তা উঠিয়ে নিতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে—“আমি শুধু নিজের নফসের আরামের জন্য কলসি সরাতে গিয়ে সময় ব্যয় করবো! ততক্ষণ তো আল্লাহু তাআলার যিকর থেকে উদাসীন হয়ে যাব!” একবার তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ রোদে বসে কুরআন পাকের তিলাওয়াত করছিলেন। কেউ তাঁকে ছায়ায় আসতে অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, “নফসের অনুসরণ করা আমার নিকট অপছন্দনীয়।” অর্থাৎ নফসও এ পরামর্শ দিচ্ছিলো যেন ছায়ায় এসে যাই; কিন্তু আমি সেটার অনুসরণ করতে পারি না। ওই রাতে তাঁর ওফাত শরীফ (ইত্তিকাল) হলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

তাঁর ইনতিকালের পর অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো, “দাউদ তাঁর সফলকাম হয়েছে। কেননা, তার মহান প্রতিপালক তার প্রতি সন্তুষ্ট।” (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ২০১-২০২ পৃষ্ঠা) আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

আপন নেকীগুলোর ঘোষণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১১ নং ঘটনা থেকে ওইসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা চাই, যারা সময়ে অসময়ে শরীয়াত সম্মত প্রয়োজন ছাড়াই নিজের কৃত নেকীগুলোর ঘোষণা করে রিয়াকারীর ধ্বংসযজ্ঞে পতিত হয়। যেমন- কেউ বললো: “আমি প্রতি বছর রজব, শা’বান ও রমযানের রোযা রাখি।” অথচ মাহে রমযানুল মোবারকের রোযাতো ফরয। তবুও ওই রিয়াকার, যে দু’মাসের নফল রোযা রাখে, নিজের রিয়াকারীর ওজন বাড়ানোর জন্য বলে, “আমি প্রতি বছর তিন মাসের, অর্থাৎ: রজব, শা’বান ও রমযানের রোযা রাখি।” কেউ বলে, “আমি এতো বছর যাবত ‘আইয়ামে বীদ্ব’ (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) এর রোযা রেখে আসছি।” কেউ নিজের হজ্জের সংখ্যা, কেউ আবার ওমরার সংখ্যার ঘোষণা দেয়। কেউ বলে, “আমি প্রতিদিন এতো এতোবার দরুদ শরীফ পড়ি, এতো দীর্ঘ সময় যাবত ‘দালাইলুল খায়রাত শরীফ’ ওযীফা হিসেবে পাঠ করে আসছি, এতোটুকু তিলাওয়াত করি, প্রতি মাসে অমুক মাদ্রাসায় এতো চাঁদা দেই।” মোটকথা, বিনা প্রয়োজনে, নিজের নফল ইবাদতসমূহ, তাহাজ্জুদ, নফলী রোযা এবং ইবাদতের খুব চর্চা করা হয়। আহা! ইখলাস বা নিষ্ঠার সাথে সম্পর্কও নেই। মনে রাখবেন, রিয়াকারীর শাস্তি সহ্য করা যাবে না। আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, হুযর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “জুব্বুল হুয্ন” থেকে আল্লাহ্ তাআলার পানাহ চাও!” সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আরয করলেন: “জাব্বুল হুয্ন কী?” হুযর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “দোযখের একটা কুপ, যার কঠোরতা থেকে দোযখও প্রতিদিন চারশবার পানাহ চায়।” তাতে রিয়াকার (লোক দেখানো) কুরআন তিলাওয়াতকারীকে নিক্ষেপ করা হবে।”

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৬)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

হেফয করার খুশী উদযাপন

যদি আজকাল ছেলে বা মেয়ে পূর্ণ কুরআন করীম হিফয করে নেয়, তবে তার জন্য শানদার আয়োজন করা হয়ে থাকে, যাতে তাকে মালা পরানো হয়, ফুল ছিটানো হয়, উপহার-উপটোকন দেয়া হয়, প্রশংসাবাক্য দ্বারা খুব অভিনন্দিত করা হয়। পরিবারের লোকেরা মনে করে-তারা তাকে উৎসাহিত করছে। কিন্তু আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আরয করছি, “ছেলে খুব সাহসী ও উদ্যোগী ছিলো বলেই তো হেফয করেছে আর হাফেয হয়েছে। অবশ্য, হেফয শুরু করানোর সময় তাকে সাহস যোগানোর বাস্তবিকই প্রয়োজন ছিলো, যাতে কোন প্রকারে সে পড়া শেষ করে নেয়। মোটকথা, এসব অবস্থায়, হাফেয মাদানী মুন্না/মুন্নী (ছেলে/মেয়ের) হেফয উদযাপনের মধ্যে কি সে উৎসাহিত হচ্ছে, না নিজে নিজে ফুলে-ফেঁপে ইশাকার হয়ে এমনতো হচ্ছে না যে, আমাদের এ অনুষ্ঠান ইত্যাদির শুভ আয়োজন ওই বোচারা সাদাসিধে সরলমনা হাফিয মাদানী মুন্নার (ছেলের) রিয়াকারী প্রতিপালনের মাধ্যম হচ্ছে কিনা।

আমি ইখলাস অনেক খুঁজেছি

আমি এ ধরণের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে ইখলাসকে খুব খুজ করেছি। কিন্তু পাইনি। ব্যস! শুধ লোক-দেখানোই নজরে পড়েছে। এমনকি কখনো কখনো, আল্লাহ তাআলার পানাহ! ফটোও তোলা হয়। এভাবে বেশিরভাগ স্বল্পবয়স্ক মাদানী মুন্না-মুন্নীর ‘রোযা খোলানো’ (ইফতার করানোর) এর উৎসবের ফটো তোলানোর মত গুনাহের কাজ চালু হয়ে যায়। অন্যথায়, সাদাসিধেভাবে ইফতারের আয়োজন করার প্রথা পালন করা যেতে পারে কিংবা হাফেয মাদানী মুন্নার দ্বিনি উন্নতির জন্য সবাইকে একত্রিত করার পরিবর্তে বুয়ুর্গ ব্যক্তির দরবারে পেশ করে সারা জীবন কুরআন পাক স্মরণ থাকার ও তদনুযায়ী আমল করার দোয়া নেয়া যেতে পারে। তাহলে, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** তাতে বরকত বেশি হবে। (আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ই ভাল জানেন।)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

ভালভাবে চিন্তা করুন

মোটকথা, ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যে, আমরা যেই উৎসব পালন করছি তাতে আমাদের আখিরাতের উপকার কতটুকু হচ্ছে। যদি আপনার অন্তর সত্যই এ মর্মে শান্তনা দেয় যে, হিফযে কুরআনের খুশী উদযাপনের উদ্দেশ্যে নিছক প্রদর্শনী নয়, আর একথাও দৃঢ় হয় যে, মাদানী মুন্নার মধ্যে রিয়াকারী সৃষ্টি হবার কোন আশঙ্কা নেই, অর্থাৎ আপনি তাকে ইখলাস (নিষ্ঠা) এর উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা দিয়ে রেখেছেন, তাহলে অবশ্যই উৎসব করো! আল্লাহ তাআলা কবুল করো!'

হেফজ করা সহজ কিন্তু হাফিজ থাকা কঠিন

একথাও চিন্তা করার উপযোগী বরং অত্যন্ত দুশ্চিন্তারই কারণ যে, যেসব হাফেয ও হাফেযার শানদার উৎসব হয়ে থাকে, তাদের একটা বিশেষ সংখ্যা অদূর ভবিষ্যতে কুরআনে পাক ভুলে যায়। এমনই মনে হয় যে, কোন কোন বংশের এটা প্রথাই হয়ে গেছে যে, ছেলে বা মেয়েকে কুরআন করীম হেফয করিয়ে নেয়া হয়। এটা খুব ভাল কাজ। কিন্তু একথাও মনে রাখবেন যে, হেফয করা সহজ, কিন্তু সারা জীবন হেফজ রাখা কঠিন। সুতরাং যে-ই আপন সন্তানকে কুরআন হেফয করান, তাঁর খিদমতে আকুল আবেদন, যেন সারা জীবনই আপন হাফেয সন্তানদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখেন যে সে বেশী না হলেও যেন প্রতিদিন কমপক্ষে একপারা কুরআন অবশ্যই পড়ে নেয়, যাতে ভুলে না যায়। রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযর ﷺ এর বরকতময় বাণী হচ্ছে- “কুরআন সর্বদা পড়তে থাক, সেই জাতে পাকের শত কসম! যার কজায় আমার জান, অবশ্যই কুরআন ঐ উট গুলোর চেয়েও বেশি পরিমাণে ছুটে যেতে চায় যেই উট রশিদ্ধারা বাঁধা অবস্থায় থাকে। (সহীহ বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা, ৫০৩৩ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ- যেমনি ভাবে বাঁধা উট রশি থেকে মুক্তি পেতে চায় ঠিক তেমনিভাবে যদি ওগুলোর ব্যাপারে যথায়ত হিফায়ত ও সতর্কতা অবলম্বন করা না যায় তাহলে উহাও খুলে যাবে। কুরআনের অবস্থা এর চেয়েও বেশি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

যদি তুমি তা নিয়মিত না পড়, মুখস্ত না কর তবে তা তোমার সিনা থেকে বের হয়ে যাবে। তাই তোমাদের উচিত সর্বদা তা স্মরণ রাখা ও মুখস্ত করতে থাকা। এই মহা মূল্যবান নেয়ামত হাত ছাড়া হতে দিওনা।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়াহ, ২৩তম খন্ড, ৭৪৫ পৃষ্ঠা)

হেফজ ভুলে যাওয়ার শাস্তি

যেই সমস্ত হাফিযগণ রমযানুল মোবারকের আগমণের সামান্য আগে থেকে শুধুমাত্র মুসল্লীদেরকে শোনানোর জন্য মনজিল পাকা পোক্ত করে এছাড়া আল্লাহ তাআলারই পানাহ সারা বছর অলসতার কারণে কিছু কিছু আয়াত ভুলে যায় এবং সেটা বারবার পাঠ করে, আল্লাহ তাআলার ভয়ে সে যেন কেঁপে উঠে। এছাড়া যে ব্যক্তি একটি আয়াতও ভুলে গেল, সে যেন তা দ্বিতীয়বার মুখস্ত করে নেয় এবং ভুলে যাওয়ার যেই পাপ হয়েছে, তা থেকে একনিষ্ঠ তাওবা করে নেয়। “যে ব্যক্তি কুরআনের আয়াত মুখস্ত করার পর ভুলে যাবে সে কিয়ামতের দিন অন্ধ হয়ে উঠবে।”

(পারা: ১৬, সূরা- তোয়া-হা, আয়াত-১২৫, ১২৬ হতে সংগৃহিত) (১৬-পারা, সূলা-তহা, আয়াত-১২৫ ও ১২৬)

তিনটি ফরমানে মুস্তফা ﷺ

- (১) আমার উম্মতের সাওয়াব আমার সামনে পেশ করা হয় এমনকি আমি সেখানের সেই খড়কুটা পর্যন্ত দেখেছি যা মানুষ মসজিদ থেকে বের করে। আর আমার উম্মতের গুনাহও আমার সামনে পেশ করা হয় এতে আমি এর চেয়ে বড় কোন গুনাহ দেখিনি যে, কোন লোক কুরআনের কোন একটি সূরা বা আয়াত মুখস্ত করল অতঃপর তা ভুলে গেল। (জামে ভিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯২৫)
- (২) যে ব্যক্তি কুরআন শিখে অতঃপর তা ভুলে যায় তবে সে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলার সাথে কুষ্ঠ রোগী হিসেবে সাক্ষাৎ করবে।
(আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪৭৪)
- (৩) কিয়ামতের দিনে আমার উম্মতকে আল্লাহ তাআলা যে গুনাহটির শাস্তি পরিপূর্ণভাবে দিবেন তা হচ্ছে এই যে, তাদের মধ্য কারো কুরআন পাকের কোন সূরা মুখস্ত ছিল অতঃপর সে তা ভুলে গেছে।

(কানযুল উম্মাল, ১ম খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৪৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বাণী

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সূনাত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: এর চেয়ে বেশি মুর্থ কে যাকে আল্লাহ তাআলা এমন সাহস দিয়েছেন এবং সে তা নিজ হাতে নির্মূল করে দিল! যদি সে এর (হেফজে কুরআন) সম্মান সম্পর্কে অবগত হত এবং যে সাওয়াব ও মর্যাদার অঙ্গিকার এর জন্য রয়েছে সে সম্পর্কে যদি জানত, তাহলে সে হেফজকে মন প্রাণের চাইতেও বেশি প্রিয় জানত। তিনি আরো বলেন: “যতটুকু সম্ভব অপরকে কুরআন, পড়ানো, হেফজ করানো ও নিজেও মুখস্ত রাখার চেষ্টা করবেন যাতে সেই সাওয়াব যা সেটার ব্যাপারে অঙ্গিকার রয়েছে তা অর্জন হয় এবং কিয়ামত দিবসে অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগী হিসেবে উঠা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৬৪৫, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

নেকী প্রকাশ করার কখন অনুমতি রয়েছে?

নেয়ামতের চর্চার খাতিরে কখনো কখনো সৎ কর্ম করে তা প্রকাশ করার অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভাবে, কোন পেশওয়া, তিনি নিজের আমলকে এজন্যই প্রকাশ করছেন যে, যেন তাঁর অধিনস্থ লোকেরা তাঁকে দেখে আমল করার উৎসাহ পায়। এটা রিয়াকারী নয়। তবে প্রত্যেককে নিজের আমল প্রকাশ করার সময় নিজের অন্তরের অবস্থা একশ' একবার যাচাই করে নেয়া চাই। কেননা, শয়তান খুব বড় ধোঁকাবাজ। হতে পারে সে এভাবে উস্কানী দিয়েও তাঁকে রিয়াকারীতে লিপ্ত করে দেয়। যেমন, অন্তরে প্ররোচনা দিচ্ছে যে, লোকজনকে বলে দাও, “আমি তো শুধু নেয়ামতের চর্চার খাতিরে নিজের আমলগুলো প্রকাশ করছি।” অথচ অন্তরে এ আত্মতৃপ্তিই লালিত হচ্ছে যে, এভাবে বললে মানুষের অন্তরে আমার সম্মান বেড়ে যাবে।” এটা নিশ্চিতভাবে রিয়াকারী। আর সাথে নেয়ামতের চর্চার কথা বলা রিয়াকারীর উপর রিয়াকারীই। এর সাথে, মিথ্যার মতো কবীরা গুনাহের ধ্বংসতো আছেই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দার’ইলিন)

বিস্তারিত জ্ঞানার্জনের জন্য সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর তাসাওফের কিতাব “ইহইয়াউল উলুম” ও ‘কীমিয়ায়ে সাআদাত’ থেকে নিয়ত, নিষ্ঠা ও রিয়াকারীর অধ্যায় গুলো পড়ুন! আহা! যদি শয়তান সেগুলো পড়া থেকে বঞ্চিত না করত! কেননা, এ অভিশপ্ত শয়তান কখনো এটা চাইবে না যে, মুসলমানের আমল নিষ্ঠাপূর্ণ হয়ে মকবুল হয়ে যাক!

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ্! আমাদেরকে নিষ্ঠার সাথে তোমার ইবাদত করার ও নফল রোযা বেশি পরিমাণে রাখার সৌভাগ্য দান কর! আমাদেরকে শয়তানের ওই বাহানা-অজুহাত ও চক্রান্তগুলোর পরিচয় দান কর, যেগুলো দ্বারা সে আমাদের আমলগুলো বরবাদ করে দেয়।

اٰمِيْنَ بِجَاذِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

রিয়াকারীয়ো ছে বাচা ইয়া ইলাহী,
মুঝে আবদে মুখলিছ বানা ইয়া ইলাহী।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَيِّبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(১২) রোযাদারদের এলাকা

হযরত সাযিয়দুনা মালিক ইবনে দীনার رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ চল্লিশ বছরের মধ্যে কখনো খেজুর খাননি। চল্লিশ বছর পর যখন তাঁর মনে খেজুর খাওয়ার আকাংখা জন্মালো তখন নফসকে দমন করার জন্য তিনি পরপর আটদিন রোযা রাখলেন। তারপর খেজুর কিনে নিয়ে দিনের বেলায় বসরার একটি এলাকার মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন খাওয়ার জন্য তা বের করতেই একটা ছোট ছেলে চিৎকার করে বলতে লাগলো, “আব্বাজান! মসজিদে ইহুদী এসেছে।” ইহুদীর নাম শুনতেই তার পিতা হাতে ডান্ডা নিয়ে দৌড়ে আসলো। কিন্তু আসতেই তাঁকে চিনে ফেললো। আর ক্ষমা চেয়ে আরম্ভ করলো, হুযুর! মূলতঃ কথা হচ্ছে-আমাদের এলাকার সমস্ত মুসলমানই (প্রায় সারা বছর) রোযা রাখে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

এখানে ইহুদীগণ ছাড়া দিনের বেলায় আর কেউ খাবার খায়না। এ কারণে এ ছেলোট আপনাকে ইহুদী মনে করেছে। অনুগ্রহ করে আপনি তার ভুলটুকু ক্ষমা করে দিন! তিনি খুব আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন, “ছোট ছেলেদের জিহ্বা (মুখ) অদৃশ্যের ভাষা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে থাকে।” তারপর কসম করে বললেন, “আমি বাকী জীবনে খেজুর খাওয়ার নামও নিবো না।” (তাজকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)

মাংসের খুশবু দিয়েই জীবনধারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুয়ুর্গানে বীন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى নিজেদের নফসকে কিভাবে মারতেন? সায়্যিদুনা মালিক ইবনে দীনার رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নফস দমনের কথা কি বলবো? তিনি বছরের পর বছর ধরে কোন সুস্বাদু খাবার খেতেন না। সাধারণতঃ দিনের বেলায় রোযা রাখতেন, আর শুকনো রুটি দিয়ে ইফতার করার তার পবিত্র নিয়ম ছিলো। একদিন নফসের ইচ্ছানুসারে মাংস কিনলেন এবং তা নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে পাকানো মাংসের খুশবু নাক মোবারকে আসলো। আর বললেন, “হে নফস! মাংসের আঁণ পেলেও তো তৃপ্তি পাওয়া যায়। ব্যাস! এর চেয়ে বেশি তোমার অংশ নেই। এ কথা বলে তিনি ওই গোশত এক ফকীরকে দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন: “ওহে নফস! কোন শত্রুতার কারণে আমি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি না। আমি তো শুধু এজন্য তোমাকে ধৈর্যে অভ্যস্থ করে তুলছি যেন আল্লাহ তাআলা র চিরস্থায়ী সম্পদ ভাগ্যে জুটে যায়। (তাজকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত ঘটনায় একথাও জানা গেল যে, পূর্ববর্তী মুসলমানগণ নফল রোযাকে খুব ভালবাসতেন। বসরা শরীফের পুরো একটি এলাকার প্রতিটি মুসলমান প্রতিদিন রোযা রাখতেন!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

অবুঝ শিশুর পক্ষ থেকে নেকীর দা'ওয়াত

হযরত সাযিয়্যুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বাণী যে, শিশুদের জবান (জিহ্বা) “গায়েবী জবান” হয়ে থাকে। এটি খুবই জ্ঞানসমৃদ্ধ, বিবেকসম্পন্ন, চিন্তামূলক বানী। বাস্তবেই বাচ্চাদের কথাবার্তা ও প্রতিটি কর্মকাণ্ডে অধিকাংশই মাদানী ফুল পাওয়া যায়। সংগত কারণে বর্ণনা করা ১২ নং ঘটনাটি সগে মদীনা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (অর্থাৎ লিখক) বাবুল মদীনা করাচীতে এক ইসলামী ভাইয়ের ঘরে ৯ই শাওয়ালুল মুকাররম ১৪২২ হিজরী লিখার সুযোগ হয়। খাবার খাওয়ার সময় মেযবানের (তথা খাবারর আয়োজনকারীর) ছোট ছেলে ও ছোট মেয়েও খেতে বসল। তারা উভয়ে খাবার খাওয়ার মাঝখানে আমাকে লোভ, অতি আকা, অথবা ঝগড়া ঝাটি, মানহানি, অধৈর্য, চোগলী, হিংসা, আত্মসম্মানবোধ, রিয়াকারী, বিপদের অহেতুক আলোচনা ও অতিরিক্ত কথাবার্তা ইত্যাদি বিষয়ের উপর খুব শিক্ষা দেন!! এখন আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম যে, এই সামান্য বয়সের বাচ্চার কিভাবে এতগুলো বিষয়ের দরস দিতে পারে! ঐ দরসগুলোর মূল রহস্য এটাই ছিল যে, তারা এভাবে নড়াচড়া করছিল এবং শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ পতঙ্গ নাড়ছিল যা থেকে একজন মাদানী যেহেন (মন-মানসিকতা) সম্পন্ন মানুষ অনেক কিছু শিখে নিতে পারে। যেমন: তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার নিল। কিছু খেলো কিছু নিচে ফেলল আর কিছু বরতনে রেখে দিল। তাদের এই আচরণ থেকে এই শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায় যে, নিজ বাসনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার চেলে নেওয়াটা লোভ ও অতিআকারই আলামত। আর এটা অবুঝ শিশুদেরই কাজ। জ্ঞানবান লোকেরা এসব কাজ করতে পারে না। পতিত খাবার তা এইভাবে রেখে দেয় যে ফেলে দেয়া হবে, তাহলে এটা অপচয়। খাওয়ার পর প্লেট চেটে খাওয়া সূনাত। অপরের কাজে জড়িত হওয়া ও সূনাতের পরিপন্থী কাজ করা বিবেকবানদের কাজ নয় বরং বিবেকহীনতারই লক্ষণ। কেননা বাচ্চার অবুঝই হয়ে থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

ছেলে বাচ্চাটি বোতল নিয়ে নিজের জন্য পুরো ১ গ্লাস ঢেলে ভর্তি করে নিল এতে মেয়ে বাচ্চাটি খুবই ঝগড়া করল। শেষ পর্যন্ত বোতলটি তুলে প্রথমে আমার পাশে রাখল। কিন্তু এতেও যখন তার হৃদয়ে প্রশান্তি আসল না তখন সে বোতলটি সেখান থেকে তুলে নিয়ে কক্ষের বাইরে অন্য কোন স্থানে রেখে দিয়ে আসল। এই মীমাংসার মাধ্যমে ছেলেটি লোভের ও মেয়েটি হিংসার শিক্ষাই দিল। যেহেতু তারা উভয়ের মাঝে ঝগড়া লেগে গিয়েছিল। তাই একে অপরের “দোষ” বের করতে লাগল। আর এটাই বুঝাতে চাচ্ছিল যে, দেখুন! আমরা অবুঝ, তাই অতিরিক্ত কথাবার্তা, হিংসা, মানহানি অবস্থা ঝগড়াঝাটি ও অধৈর্যের নমুনা দেখাচ্ছি আর একে অপরের দোষ বের করছি। যদি জ্ঞানীর বেশ ধারণকারী ব্যক্তি যদি এসব আচরণ করে বসে তাহলে সে বোকা নয় তো আর কি? সত্যিই আমরা নিজ প্রশংসায় বিভোর হয়ে আছি। আমরা নিজ মুখে নিজের প্রশংসার বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছি, একে অপরের ছোট ছোট বিষয়গুলোকে দেখিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তারাতো ছোট হওয়ার কারণে ছাড় পেয়ে যাবে। ঐ বিষয়গুলোর জন্য কিয়ামতের দিন তাদের কোন জবাব দিহিতা করতে হবে না, কেননা তারা এখনো নাবালিগ। আর যদি আপনারাও তাদের মত ভুল করে বসেন এবং মানহানি, রিয়াকারী, মিথ্যা ও হিংসা ইত্যাদি ইত্যাদি গুনাহ করে ফেলেন তাহলে হতে পারে কিয়ামতের দিন আপনাকে গুনাহগার হিসেবে জাহান্নামে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। (আর যদি এরকম হয়েই যায় তবে আপনার ঐ ধরনের অনুশোচনা হবে, দুনিয়ায় স্বয়ং অনুশোচনাও কখনো এ ধরনের অনুশোচনা দেখেনি)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তব কথা এটাই যে, ঐ সকল মাদানী মুন্না-মুনী আওয়াজবিহীন মুবাঞ্জিগদের আচরণগুলো থেকে আমি মাত্র দু’একটা বর্ণনা দিয়েছি, যদি বাচ্চাদের সারাদিনের প্রতিটি আচরণের হিসাব নেয়া হয় তবে এরকম মনে হবে যে, তাদের প্রতিটি আচরণ নড়াচড়া করা ও চুপচাপ থাকার মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষা অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

একবার ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মাহফিলের এক ইসলামী ভাই তার খুবই আদরের মাদানী মুন্নীকে নিয়ে আসল। সে তার মেহেদী রঞ্জিত হাত দেখিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কোন কিছুর মাধ্যমে সৌন্দর্যকে প্রকাশ করাকে “হুবেযাহ” তথা বাহ্ বাহ্ প্রত্যশরই নিদর্শণ। যা অবুঝদেরই কাজ। প্রকৃতপক্ষে বাচ্চারা নিজের মেহেদী রঞ্জিত হাত দেখিয়ে অথবা বাচ্চা নিজের নতুন কাপড় ইত্যাদির দিকে ইশারা করে বাহ্ বাহ্ ও সৌন্দর্যের প্রকাশটাই আকৃ করে। কিন্তু এতে প্রাসঙ্গিকভাবে বড়দের জন্য শিখার অনেক কিছু রয়েছে। আজকাল লোক সমাজে অধিকাংশই ‘হুবেযাহ্’ এর রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যাচ্ছে। নিজ সম্মান বাড়ানো, প্রসিদ্ধি বাড়ানো ও বাহ্ বাহ্ পাওয়ার রোগ সর্বত্রই বিরাজমান। এটার মাত্রা এমন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, মসজিদ, মাদরাসার নির্মাণ কাজে এবং অন্যান্য নেক কাজেও নিজ নামের প্রসিদ্ধি তালাশ করা হয়ে থাকে। এটা খুবই মারাত্মক রোগ। কিন্তু এখন এদিকে লোকদের কোন খেয়াল নেই। **হযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “দু’টি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে ভেড়ার পালের মধ্যে ছেড়ে দিলে তারা এত টুকু ক্ষতিসাধন করবে না যতটুকু ধন সম্পদ ও মান সম্মানের লোভ মানুষের দ্বীনের ক্ষেত্রে ক্ষতি সাধন করে।”

(জামে তিরমিযী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৮৩)

আমি জুমার নামায পড়া থেকে বঞ্চিত ছিলাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজ মর্যাদা ও সম্পদের লোভ অন্তর থেকে ধুয়ে মুছে সাফ করার জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপি অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করুন। দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বাহারের কথা কি বলব! যেমন- গোজারা নাওয়াল পাঞ্জাব এর স্থায়ী বাসিন্দা এক ইসলামী ভাই কিছুটা এরকম বর্ণনা দেন যে, আমি ফ্যাশন মগ্ন গুনাহে পরিপূর্ণ জীবন কাটাচ্ছিলাম। খুব খারাপ সঙ্গের কারণে আল্লাহ্র পানাহ! মদ পান করায় অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে গেল যে, জুমার নামায পর্যন্ত পড়তাম না, আমি কুরআনে পাকের হাফিজ ছিলাম, কিন্তু কমবেশী ১২ বছর পর্যন্ত কুরআন শরীফ খুলেও দেখিনি, যার কারণে আমি কুরআন শরীফ প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। সর্বোপরি আমার জীবন খুব অলসতায় কাটছিল। এ অবস্থায় আমার নসীব এভাবে জাগল যে, পাগড়ি পড়া একজন ইসলামী ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাত হল। তার সুন্দর চরিত্র এবং দয়াপূর্ণ কথাবার্তা আমাকে খুবই প্রভাবিত করল। তিনি আমাকে মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফে অনুষ্ঠিত তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক ও দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহন করার দাওয়াত দিল। আমি অপারগতা পেশ করে বললাম যে, আমি বেকার, আর সামাজিক অবস্থা এমন যে, যা আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছে না। তিনি খুবই বিনয় সহকারে আমাকে খুব আপন করে নিয়ে উৎসাহ দিলেন এবং আমার যাওয়ার টিকেটের ব্যবস্থা করে দিলেন। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ!** এভাবে আমার সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহনের সৌভাগ্য নসিব হল। সেখানকার মনোরম দৃশ্য এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান ও হৃদয় গলানো দোয়া **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** আমার জীবনকে একেবারে পাল্টে দিল। যখন আমি ইজতিমা থেকে বাড়ি আসলাম। আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হল। আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কফিলায় সফরের সৌভাগ্য হয় যা আমার বাহ্যিক অস্তিত্বকে সুন্নাতের রঙ্গ সাজিয়ে দিল। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ!** মাদানী মহলে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে আমার ভুলে যাওয়া কুরআনে পাক মুখস্ত করার সৌভাগ্য হল এবং ৭ বছর পর্যন্ত ইমামতি করার সৌভাগ্য নসিব হল। এই বর্ণনা দেওয়ার সময় দা'ওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক নিয়মানুসারে আমি “পাঞ্জাব মক্কী” এর মজলিশের একজন জিম্মাদার হিসাবে খিদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

গুনাহগারো আও, সিয়াকারো আ-ও,

পিলাকার মু-য়ে ইশক দেগা বানায়ে

গুনাহো কো দেগা ছুড়া মাদানী মাহোল।

তুমহে আশিকে মুস্তফা মাদানী মাহোল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

ইয়া রাবে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলে স্থায়িত্ব দান করুন। ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরকে মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ দান কর। ইয়া ইলাহী! আমাদেরকে ইখলাসের অমূল্য দৌলত দ্বারা ধন্য কর, আত্মসম্মান ও সম্পদের লোভ করা এবং রিয়াকারীর ধ্বংস থেকে আমাদেরকে হিফাজত কর। আমাদেরকে ফরয রোযার সাথে সাথে খুব বেশি নফল রোযা রাখার সৌভাগ্য দান করুন এবং তা কবুল কর। হে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এবং সকল উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ক্ষমা করে দাও।

أَمِينِ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

অযুর মাধ্যমে গুনাহ ঝড়ে যায়

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:

“যখন মানুষ অযু করে, তখন হাত ধোয়ার মাধ্যমে হাতের, মুখ ধোয়ার মাধ্যমে মুখের, মাথা মাসেহ করার মাধ্যমে মাথার এবং পা ধোয়ার মাধ্যমে পায়ের গুনাহ ঝড়ে যায়।”

(আল মুনাদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১৫)

শুকরিয়া

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করল না, সে আল্লাহ্ তাআলার শোকর আদায় করল না।” (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিরুরে ওয়াছ ছিল্লা, বাবু মা-জাআ ফিশশোকর..... ৩য় খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯৬২)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

ইতিকাকারীদের ৪১টি মাদানী বাহার

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরে কুরআন সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় ইজতিমায়ী (সম্মিলিত) ইতিকাকে আগত ইতিকাকারীদের মধ্যে প্রতি বছর এই সমাজের অসংখ্য পথভ্রষ্ট মানুষ গুনাহ থেকে তাওবা করে মাদানী জযবা এই শ্লোগাণ “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।” إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ তারা এই জযবা নিয়ে উঠতে বসতে সর্বদা নিজেকে ও অন্যদের সংশোধনের জন্য মশগুল হয়ে যায়। ঐ সমস্ত তাওবাকারীদের মাদানী জযবা সমূহ আপনাদের সামনে পেশ করছি। ইসলামী ভাইয়েরা এগুলো নিজেদের মত করে লিখেছেন। সাগে মদীনা عَفِيَ عَنَّا (লেখক) প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন করে পাঠকদের সমীপে পেশ করার চেষ্টা করেছেন।

প্রশংসা এবং সৌভাগ্য

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল্লাহ বিন ওমর বায়যাবী
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (ওফাত: ৬৮৫ হিঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ
তাআলা এবং তাঁর রাসুল صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আনুগত্য
করে, দুনিয়াতে তার প্রশংসা হয় এবং আখিরাতে (সে) সৌভাগ্য
দ্বারা ধন্য হবে। (তাকসীরে বায়যাবী, পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত নং:
৭১ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

দরুদ শরীফের ফরযীলত

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুবাসিত বাণী হচ্ছে, “যে ব্যক্তি আমার উপর একশতবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন, এই ব্যক্তি মুনাফিকী ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত। আর তাকে কিয়ামতের দিন শহীদগণের সাথে রাখা হবে।”

(মাযমাউয যাওয়ালেদ, ১০ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭২৯৯৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(১) শিকারী নিজেই শিকার হয়ে গেল

আত্তারাবাদ বাবুল ইসলাম সিন্ধ এর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারমর্ম এই যে, আমি যে ঘরে জন্ম নিয়েছি, লালিত পালিত হয়েছি সে ঘর অজ্ঞতার ঘরে আবদ্ধ ছিল। আল্লাহ তাআলার পানাহ! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দেবকে খারাপ বলাটা সাওয়াবের কাজ মনে করা হত। আমিও এই ভ্রান্ততার মধ্যে ফেঁসে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার ভাগ্যে অন্য কিছু মঞ্জুর ছিল। তা ছিল এই; ২০০৫ সালের ১৪২৬ হিজরীর রমজানুল মোবারকের শেষ ১০ দিনে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (আত্তারাবাদে) খুব ধুম ধামের সাথে ইজতিমায়ী ইতিকাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের এলাকার কিছু ছেলেও ফয়যানে মদীনায় ইতিকাহ করছিল। তাদেরকে হয়ে প্রতিপন্ন করার জন্য আমি মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় গেলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

সেখানে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন হালকার ব্যবস্থা ছিল। ঘটনাক্রমে আমি তাতে বসে গেলাম। উদ্দেশ্য ছিল সুযোগ হলে নিন্দা শুরু করব। ইতিমধ্যে এক আশিকে রাসূল আমাকে অত্যন্ত ভালবাসার মাধ্যমে হৃদয় আকর্ষণীয় পন্থায় হালকায় বসার জন্য অনুরোধ করেন এবং আমি মুবাল্লিগের বয়ান অত্যন্ত আগ্রহ ও মনযোগ দিয়ে শুনতে লাগলাম। তাঁর বয়ানে আশ্চর্য রকমের আকর্ষণ ছিল। যার ফলে আমি ধীরে ধীরে বয়ানের মাদানী ফুলের যাদুতে মুগ্ধ হতে শুরু করলাম। আশিকানে রাসূলগণ আমাকে বাকী দিনগুলোর ইতিকাফে থাকার জন্য দা'ওয়াত দিলে আমি কবুল করলাম এবং ইতিকাফের ফয়েজ অর্জনের জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলাম “নিজে নিজের শিকারে ধরা পড়ল” এর নিরিখে নিজেই শিকার হয়ে গেলাম। আমার জন্য ইতিকাফে সবকিছুই নতুন ছিল। ইতিকাফের সময় আমার বুঝে আসল যে আমিতো ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি বাতিল আকিদা সমূহ থেকে তাওবা করলাম। কালিমায়ে তৈয়্যবা পাঠ করলাম এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাধ্যমে আক্বায়েদে আহলে সুন্নাতের নৌকায় আরোহণ করে মদীনার পানে রওয়ানা হয়ে গেলাম। আমি মুখে মাদানী চিহ্ন তথা দাঁড়ি ও মাথায় সবুজ পাগড়ী দ্বারা সজ্জিত হলাম। ৬৩ দিনের মাদানী তারবীয়্যাতি কোর্স এ অংশ গ্রহণ করে দা'ওয়াতে ইসলামীর তানযীমি তারকীব মত হালকার যিম্মাদারীর স্তরে উপনীত হলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! এখন নতুন আক্বায় নিজেকে সংশোধনের সাথে সাথে অন্য লোকদেরকেও সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে মাদানী পরিবেশে যেন স্থায়িত্ব দান করেন এবং ভ্রান্তপথের পথিকদের সঠিক ও সত্য পথ দেখান।

اٰمِيْنَ بِجَاوَابِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

খতম হোগী শারারত কি আদত চলো, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

দুর হোগী গুনাহো কি শামেত চলো, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

(২) আমি কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম

শুজাবাদ তেহসীল, জিলা মুলতান বর্তমান বাবুল মদীনা করাচীর এর এক ইসলামী ভাইয়ের বয়ানের সারাংশ এই যে, “আমি আল্লাহ তাআলারই পানাহ মা-বাবার সাথে প্রচণ্ড বিয়াদবী করতাম। ক্রিকেট ও ব্যাডমিন্টন খেলায় দিন নষ্ট করতাম ও রাতে ভিডিও সেন্টারে যেতাম। রমযান মাসে আমি মাতাপিতার সাথে অনেক ঝগড়া বিবাদ করলাম এমনকি ঘরে ভাংচুর করলাম। নিজের পাপ পঞ্জিলতায় ভরা জীবনের উপর নিজেই অসন্তুষ্ট ছিলাম। রাগের কারণে আল্লাহ তাআলার পানাহ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করলাম। কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এতে আমি ব্যর্থ হলাম। আল্লাহ তাআলার দয়া আর মেহেরবানীতে রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিন আমি গুনাহগারের ইতিকাফ করার শখ হল। নিজ ঘরের পাশের মসজিদে ইতিকাফ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এমন সময় এক ইসলামী ভাই এর সাথে সাক্ষাৎ হল। তার ইনফিরাদী কৌশিশ এর ফলে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামী আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে আশিকানে রাসূলগণের সাথে ইতিকাফকারী হয়ে গেলাম। ইজতিমায়ী ইতিকাফের বরকতের কথা কি বলব। আমি গুনাহগার ক্রিন-শেভ, পেন্ট শার্টে অভ্যস্থ ছিলাম। কিন্তু প্রশিক্ষণের হালকাগুলো, সুন্নাতে ভরা বয়ান ও আশিকানে রাসূলগণের সঙ্গ আমাকে মাদানী রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দিল। সাথে সাথে দাঁড়ি লম্বা করতে লাগলাম। সবুজ পাগড়ী শরীফ মাথায় সাজলাম এবং চাঁদ রাতে খুব কান্নাকাটি করে গুনাহ থেকে তাওবা করে ঘরে না গিয়ে সুন্নাতের প্রশিক্ষণে ৩ দিনের মাদানী কাফেলাতে আশিকানে রাসূলের সাথে সফরে রওয়ানা হয়ে গেলাম। আমি ঈদের তিন দিন আল্লাহ তাআলার রাস্তায় আশিকানে রাসূলগণের সাথে অতিবাহিত করলাম। আল্লাহ তাআলার কসম! এটাই আমার জীবনের সর্বপ্রথম ঈদ যা খুব ভালভাবেই কেটেছে। ঘরে ফিরে আম্মাজানের পায়ে পড়ে গেলাম এবং এমনভাবে কান্নাকাটি করলাম যে আমার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

আমি বেহুঁশ হয়ে গেলাম। প্রায় আধঘন্টা পর আমার যখন জ্ঞান ফিরে আসল তখন দেখলাম ঘরের সবাই আমার চারিদিকে ঘিরে আছে। তারা আশ্চর্য হয়ে একে অপরের দিকে দেখতে লাগল যে তার কি হয়ে গেল? اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ঘরে সুন্দর মাদানী ব্যবস্থা হয়ে গেল। এই বর্ণনা দেয়ার সময় দা'ওয়াতে ইসলামীর তারকিব অনুযায়ী এলাকা মুশাওয়ারাতের দায়িত্বে আছি এবং আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় তরবিয়্যাতি কোর্সের সৌভাগ্য অর্জন করে আরো অতিরিক্ত ১২৬ দিনের ইমামত কোর্সে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। দা'ওয়াতে ইসলামীতে অটল থাকার জন্য দোয়া প্রার্থী।

বিগড়ে আখলাক ছারে সানুর যায়েঙ্গে, মাদানী মাহোল মে করলো ইতিকাফ।
বহু মাজা কিয়া মাজাকো মাজে আয়েগে, মাদানী মাহোল মে কারলো ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

(৩) আমি ঈদের নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়তাম না

ময়ানুয়ালী কালুনী মাহুপীর রোড বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ হল। আমার মত গুনাহগার মানুষ খুবই কম আছে। আমার কয়েকজন গার্লফ্রেন্ড (বান্ধবী) ছিল। নষ্ট মনের অবস্থা ছিল এই যে, দৈনিক উলঙ্গ ফিল্ম দেখার বদভ্যাস ছিল। আপনারা বিশ্বাস করুন আর না করুন আমি ঈদের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়তাম না। নামায কিভাবে পড়তে হয় তা আমি মোটেই জানতাম না। ইতোমধ্যে আমার ভাগ্যকাশের তারকা চমকে উঠল এবং তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনে ইজতিমায়ী ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হল। ফয়যানে মদীনার মাদানী পরিবেশের কথা কি বলব! আমার চোখ খুলে গেল, অলসতার পর্দা উঠে গেল এবং আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তনের সূচনা হল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! আমি নামায শিখে নিলাম এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করতে আরম্ভ করলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

আমি দু’টি মসজিদে ফয়যানে সুন্নাতের দরস দিতে আরম্ভ করলাম। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ!** ইসলামী ভাইগণ আমাকে একটি মসজিদের মুশাওয়ারাত নিগরান (যিম্মাদার) বানিয়ে দিলেন এবং নে’মতের শুকরিয়া ও সুসংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে আরজ করছি যে, স্বপ্নযোগে দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে আমি গুনাহগারের প্রতি দয়ার উপর দয়া হল যে, **هَيُّرُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর দীদার নসীব হয়ে গেল।

জিসে চাহা জালওয়া দিখা দিয়া, উছে জামে ইশক পিলা দিয়া,
জিসে চাহে নেক বানা দিয়া, ইয়ে মেরে হাবীব কি বাত হে।
জিসে চাহা আপনা বানা লিয়া, জিসে চাহা দারপে বুলা লিয়া,
ইয়ে বড়ে কারাম কে হে ফায়সালে, ইয়ে বাড়ে নাসিব কি বাত হে

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৪) ইতিকাহের বরকতে সম্পূর্ণ বংশ মুসলমান হয়ে গেল

এক ইসলামী ভাই এর বয়ানে সারমর্ম এই যে, গালিয়ান মহারাষ্ট্র ভারত এর মেমন মসজিদে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ২০০৫ সালের রমযানুল মোবারকে অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতিকাহে একজন নওমুসলিমের (যিনি কয়েকদিন আগে দা’ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগের মাধ্যমে মুসলমান হয়েছিল) ইতিকাহ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। সুন্নাতে ভরা বয়ান সমূহ, বিভিন্ন ইজতিমার ক্যাসেট এবং সুন্নাতে ভরা হালকা সমূহ তাকে মাদানী রঙ্গে রঙ্গিন করে দিল। ইতিকাহের বরকতে দ্বীনের তবলীগের মত মহান কাজের জযবা ও যোগ্যতা তার মধ্যে চলে আসল। যেহেতু তার পরিবারের বাকী সদস্যরা তখনো কুফরীর অন্ধকারে ছিল। তাই ইতিকাহ থেকে অবসর হয়েই তিনি তার পরিবারের সদস্যদেরকে (হিদায়াতের জন্য) প্রচেষ্টা শুরু করে দিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবািল্লিগীনদেরকে ঘরে নিয়ে তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তার মা-বাবা, দুই বোন ও এক ভাইয়ের পুরা পরিবার মুসলমান হয়ে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়াতে দাখিল হয়ে হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুরীদ হয়ে গেল।

ওয়াল ওয়ালাদী কি তবলীগ কা পাওগে,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ
ফাযলে রবছে জমানে পে ছা যাওগে,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

(৫) আমি একজন পাক্সা দুনিয়াদার ছিলাম

ছক্কর শহর বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের এক ইসলামী ভাই এর বর্ণনা কিছু এই রকম ছিল যে, আমি একজন পাক্সা দুনিয়াদার ছিলাম। সর্বদা দুনিয়াবী সম্পদ অর্জনের চিন্তায় ব্যস্ত থাকতাম। আমল থেকে অনেক দূরে ছিলাম এবং গুনাহের মধ্যে ডুবে ছিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! এমন সময় কোন একজন আশিকে রাসূলের শুভদৃষ্টি আমার প্রতি পড়ল। তিনি রমযানুল মোবারকে বারবার আমার কাছে আসতেন। ইজতিমায়ী ইতিকাফের দাওয়াত দিতেন। কিন্তু আমি বিভিন্ন তালবাহানা করতাম। তিনিও অনেক নাছোড় বান্দা ছিলেন। মনে হয় সে যেন নিরাশ হতে জানত না। তিনি আমাকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিতে অপছন্দ করল। তিনি আমাকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে নিজে সাওয়াব অর্জন করতে লাগল। তার অনবরত ইনফিরাদী কৌশিশের কারণে আমার মত পাপী দুষ্ট খারাপ পরিপক্ক দুনিয়াদারের অন্তর পর্যন্ত গলে নরম হয়ে গেল। সম্ভবত ১৪১০ হিজরী মোতাবেক ১৯৯০ ইং সালের মাহে রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিন তার সাথে ইতিকাফকারী হয়ে গেলাম। আমি দুনিয়াদার বুঝে গেলাম যে নবী প্রেমিকগণের জগত ভিন্ন। বাস্তবেই আশিকানে রাসূলের সঙ্গ আমাকে মাদানী রঙ্গে রঙ্গিন করে দিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! আমি নামাযী হয়ে গেলাম। দাঁড়ি রেখে দিলাম, পাগড়ী শরীফের তাজ মাথায় তুলে নিলাম। নেয়ামতের সুসংবাদ ও শুকরিয়া আদায়ের জন্য আরয করছি যে, সেখানে আমি এই মাসআলাটি শিখার সৌভাগ্য অর্জন করেছি যে কিবলামুখী হয়ে অথবা পিঠ দিয়ে প্রসাব পায়খাবার করা হারাম, দূর্ভাগ্যক্রমে আমাদের ইতিকাহফের মসজিদে প্রস্রাবখানার দিক ভুল ছিল। আমি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য সাথে সাথে কারিগর ডেকে নিজ পকেট থেকে খরচ দিয়ে প্রস্রাবখানার দিক ঠিক করে দিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! ইতিকাহফের পর থেকে এখনো পর্যন্ত অনেকবার আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নাতে ভরা সফরের সৌভাগ্য নসীব হয়েছে।

হুবে দুনিয়া ছে দিল পাক হো যায়েগা, মাদানী মাহুল মে কারলো তুম ইতিকাহফ
জামে ইশকে নবী হাত মে আয়েগা, মাদানী মাহুল মে কারলো তুম ইতিকাহফ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

(৬) আমাকেও আপনার মত গড়ে তুলুন

রাওয়াল পিন্ডি পাঞ্জাব এর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারমর্ম এই ছিল যে, সে সময় আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। নিজ মহল্লার বিলাল মসজিদে ১৪২১ হিজরী মোতাবেক ২০০০ সালের রমজানুল মোবারকের শেষ দশ দিনের ইতিকাহফ করল। সেখানে আমরা ১৪, ১৫ জন ইতিকাহফে ছিলাম। সম্ভবত ২৮ শে রমযানুল মোবারকের যোহরের নামাযের পর আমার বাল্যকালের এক সহপাঠি আমাদের কাছে আসল তার মাথায় সবুজ পাগড়ী সজ্জিত ছিল। সালাম দোয়ার পর তিনি আমাদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, দয়া করে আপনাদের মধ্যে কেউ ঈদের নামাযের পদ্ধতিটা একটু শুনিয়ে দিন। আমরা সকলে একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। এতে সে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, জানাযার নামাযের নিয়মটা বলে দিন। আফসোস! আমাদের মধ্যে কেউ বলতে পারলামনা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

অতপর তিনি আমাদের নামাযের অনুশীলন করালেন এতে আমাদের অনেক ভুল প্রকাশ পেল। এরপর অত্যন্ত সুন্দর ও মার্জিতভাবে আমাদের ঈদের ও জানাযার নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা দিল। আমরা খুব সন্তুষ্ট হলাম। সত্য কথা বলতে গেলে আমাদের জন্য ইতিকাহফের অর্জন ছিল এই যে, মুবািল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামীর বরকতে বিভিন্ন নামাযের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা মাসায়িল আমরা শিখতে পারলাম। ঈদের নামাযের স্থান আমি মসজিদের ছাদে পেলাম। যখন ইমাম সাহেব ২য় তাকবীর বললেন, তখন আমি ছাড়া মনে হয় বাকী সকলেই রুকুতে চলে গেল। অথচ তা রুকু করার তাকবীর ছিল না বরং এতে হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে বুলিয়ে দিতে হয়। এটা সত্য যে আমিও অন্য সাধারণ মানুষের সাথে রুকুতে চলে যেতাম কিন্তু দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবািল্লিগের প্রতি আমি কুরবান যে তিনি আমাকে ইতিকাহফে থাকাকালীন অবস্থায় ঈদের নামাযের নিয়ম শিক্ষা দিয়েছিল। এতে আমার হৃদয়ে দাগ কাটল এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর গুরুত্ব আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল। আমি ঐ মুবািল্লিগের সাথে ঈদের দিন দেখা করে আরয করলাম, আমাকেও আপনার মত গড়ে তুলুন। তিনি অত্যন্ত ভালবাসার ও স্নেহের সাথে তার কাছে নিলেন। তার ইনফিরাদী কৌশিশে ধীরে ধীরে আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে চলে আসলাম। যখন আমি এই ঘটনা বর্ণনা করছি তখন আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের সাংগঠনিক নিয়মানুসারে শুবায়ে তালিম (ছাত্র বিভাগ) এর এলাকার যিম্মাদার।

হা জানাযা ও ঈদ ইসকো সিখে মাযিদ,
আয়ে মসজিদ চলে কিজিয়ে ইতিকাহফ
কলব মে ইনকিলাব আয়েগা আ-জনাব,
আপ হিম্মত করে কিজিয়ে ইতিকাহফ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসার্বাত)

(৭) আমার চোখে পানি এসে গেল

জিনাহাবাদ বাবুল মদীনা, করাচী এর এক ইসলামী ভাইয়ের বয়ানের সারকথা এই যে, আমার ২০০৪ সালে ১৪২৫ হিজরীর রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায ইজতিমায়ী ইতিকাহফের বরকত অর্জনের সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার ভিতর অনেক ধরনের পাপ ছিল যেগুলো থেকে আমি তাওবা করলাম এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাপ কাজ কমে গেল। পূর্বে আমি সুন্নাত তরীকায় খাবার পর্যন্ত খেতে জানতাম না, ইতিকাহফের অন্যান্য সুন্নাত ছাড়াও খাবারের সুন্নাত সমূহও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে একজন মুবািল্লিগকে সাদাসিদেভাবে সুন্নাত মোতাবেক খাবার খেতে দেখে জানিনা কেন যেন আমার চোখে পানি এসে গেল। এটা প্রায় তিন বছর আগের কথা কিন্তু এখনো পর্যন্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی كُلِّ حَالٍ আমি সুন্নাত মোতাবেক খাবার খেয়ে আসছি। আল্লাহ তাআলার দয়াতে আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছি।

সুন্নাতে খাবার খানে কি তুম জান লো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ
মান লো বাত আব তো মেরী মান লো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّدٍ

(৮) আশিকানে রাসূলের ভালবাসা ও

দয়ায় আমার মান রক্ষা হল

ইন্দোর শহর এম পি ভারত এর এক ফ্যাশনেবল মডার্ন যুবক, বেহায়াপনা বন্ধুদের সঙ্গে থেকে গুনাহে ভরা জীবন যাপন করছিল। তার ভাষায়, ২০০৪ সাল মোতাবেক ১৪২৫ হিজরীর রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনে আশিকানে রাসূলের সাথে ইজতিমায়ী ইতিকাহফে অংশগ্রহণ করলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

আশিকানে রাসূলের দয়া, ভালবাসা, স্নেহ আমার সম্মান রক্ষা হল, লজ্জা চলে এল। গুনাহ থেকে তাওবা করার সৌভাগ্য হল। মুখে দাঁড়ি ও মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের বাহার চইশাতে লাগল। সুন্নাতের খিদমতে খুব আকর্ষণ ও আগ্রহ সৃষ্টি হল। এমনকি মুবাল্লিগ হয়ে গেলাম। এই বয়ান লিখার সময় এলাকার মুশাওয়ারার নিগরান হিসেবে সুন্নাতের বরকত নিজে লাভ করছি এবং অপরকে দান করছি।

লেনে খয়রাত তুম রহমাতো কী চলো,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ
লোটনে বরকতে সুন্নাতো কী চালো,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ

(৯) কমিউনিষ্টদের (নাস্তিকদের) তাওবা

সক্কর শহর বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের এক যিম্মাদার ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারমর্ম হল: সক্কর শহরের নিকটবর্তী শহর হল আত্তারাবাদ (জাকাবাদ)। এতে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ পৌঁছেছিল। কিন্তু মাদানী কাজ খুবই কম হচ্ছিল। আত্তারাবাদের ইসলামী ভাইয়েরা সাংগঠনিক পরিচালনায় অত্যন্ত দুর্বল ছিল। সক্কর থেকে মুবাল্লিগ খুঁজতে ছিল। তারই ফলে ১৯৯১ সাল মোতাবেক ১৪১০ হিজরীতে আত্তারাবাদে অনেক ইনফিরাদী কৌশিহ করে আমি সেখানকার ইসলামী ভাইদেরকে ইজতিমায়ী ইতিকাফে সক্কর আসার জন্য দাওয়াত দিলাম। যার বরকতে আত্তারাবাদের অধিকাংশ ইসলামী ভাইয়েরা “মুনাওয়ারা মসজিদ স্টেশন রোড, সক্করে” ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করল। ইতিপূর্বে আত্তারাবাদের কোন ইসলামী ভাই ফয়যানে সুন্নাতের দরস দেয় নি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই ইজতিমায়ী ইতিকাফে আশিকানে রাসূলের সঙ্গের কারণে ১৭ জন ইসলামী ভাই মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগ হয়েছে। মুখমন্ডলকে দাঁড়ি ও মাথা সবুজ পাগড়ী দ্বারা সজ্জিত করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহায্যদাতা দা'রাইন)

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের যিম্মাদার হয়েছে। কয়েকজন কমিউনিষ্টও কোথা থেকে এসেছিল। الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ তারা তাদের কুফুরী বিশ্বাস থেকে পাল্লা তাওবা করে নিল। কালিমা শরীফ পড়ে মুসলমান হয়ে গেল এবং বাকী জীবন তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে অতিবাহিত করার নিয়ত করল। الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ সেই সময় ঐ শহরের ইসলামী ভাইয়েরা যারা ১৪১০ হিজরীর রমযানুল মোবারকের ইজতিমায়ী ইতিকারফের বরকতে ধন্য হয়ে গেল, তারা বে আমল থেকে তাওবা করে এখন উত্তম মুবাল্লিগ হয়ে গেছে। এমনকি বড় বড় ইজতিমা সমূহে বরং আন্তর্জাতিক ইজতিমায় সুন্নাতে ভরা বয়ান করে থাকেন এবং বিভিন্ন বিভাগীয় মজলিসের গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদার হয়ে নিজের ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ও তাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে স্থায়িত্ব ও মজবুতী দান করুন।

أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

পিয়ারে ইসলামী ভাই চলে আও তুম, মাদানী মাহুল মে কারলো তুম ইতিকারফ
খালি দামান মুরাদোছে ভার যাও তুম, মাদানী মাহুল মে কারলো ইতিকারফ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(১০) এখন গর্দান কাটবে কিন্তু

৬ নং কৌরঙ্গী বাবুল মদীনা করাচীর একজন ইসলামী ভাই এর বর্ণনার সারমর্ম এই যে, আমি ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমার ২৬ বছরের ছোট ভাই যিনি বেনামাযী ও ক্লিন শেভকারী ছিল তাকে বিশ্বব্যাপী তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় ২০০০ সাল মোতাবেক ১৪২১ হিজরী সনের রমযানুল মোবারকের ইজতিমায়ী ইতিকারফে আশিকানে রাসূলদের সাথে বসিয়ে দিলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “এ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

বেনামাযী ও সুন্নাত থেকে বহু দূরে অবস্থানকারী আমার সেই ভাইয়ের উপর ইতিকাফে আশিকানে রাসূলদের বরকতময় সঙ্গের প্রভাবে মাদানী রং ধারণ করল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সে পাঁচ ওয়াজ নামাযী হয়ে গেল, দাঁড়ি রেখে দিল। এখন তার মাদানী যেহেন এমন ভাবে তৈরী হয়েছে যে, এখন সে প্রয়োজনে গর্দান কাটিয়ে দিবে তবুও দাঁড়ি কাটবেনা।

মিঠে আকা কি উলফাত কা জযবা মিলে, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ
দাঁড়ি রাখনে কি সুন্নাত কা যাজবা মিলে, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ

(১১) মৃগী রোগী ভাল হয়ে গেল

এক ইসলামী ভাই এর বর্ণনা এমন ছিল যে, বোম্বের তাহছিনা কোরেলা ভারত এ বিশ্বব্যাপী তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ১৪২৬ হিজরীর রমযানুল মোবারকে অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে এমন এক ইসলামী ভাই ইতিকাফ করল, যার দুইদিন পরপর মৃগী তথা খিচুনী উঠত। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইতিকাফকালে তার একবারও মৃগী উঠেনি বরং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজ পর্যন্ত তার মৃগী তথা খিচুনী রোগ উঠেনি। ইতিকাফের বরকতে ভাল হয়ে গেছে।

اِنَّ شَرَّ مَا لَكُمْ هَارُ كَامِ هَوَا بَالَا، মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।
দুরহোগী বাফজলে খুদা হার বালা, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আশিকানের রাসূলগণের সাথে ইতিকাফ করার বরকতে বিপদাপদ দূর হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মৃগী রোগ ভাল হয়ে গেল, তার আর মৃগী রোগ উঠেনি নিঃসন্দেহে এটা তার উপর আল্লাহ তাআলার দয়া। আমাদের এই মাসআলা জেনে রাখতে হবে যে মৃগী রোগী ও যে সমস্ত রোগী রোগের কারণে বেহুশ হয়ে যায় তাদের মসজিদে ইতিকাফ করা উচিত নয়। কেননা যে কোন সময় সে বেহুশ হয়ে যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আন্দুর রাজ্জাক)

যেমন- ধরুন, কেউ নামায পড়াবস্থায় বেহুশ হয়ে গেলে তা অপরের জন্য কঠিন পরীক্ষার কারণ হবে। বিশেষ করে জ্বিন, ভূত যাদের উপর প্রভাব ফেলেছে তাদেরও ইতিকাফে না আসা উচিত যেহেতু তাদের সময় অসময়ে লাফালাফি ও শোর গোলার কারণে নামাযীদের কষ্ট হবে।

(১২) আমি ক্বিন শেডকারী ছিলাম

নাছিরাবাদ বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ এই যে, আমি ক্বিন শেভ করতাম। জীবনের দিনগুলো অলসতায় কাটছিল। ইসলামী ভাইদের উৎসাহ দেয়া ও ইনফিরাদী কৌশল করার কারণে আমি ২০০৪ সাল মোতাবেক ১৪২৫ হিজরীর রমযানুল মোবারকে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে আশিকে রাসূলের সাথে ইজতিমায়ী ইতিকাফে বসার সৌভাগ্য হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইতিকাফ আমার অন্তরে দাগ কাটল। অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে অনেক কান্নাকাটি করলাম এবং আগামীতে গুনাহ থেকে বাঁচার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলাম। সবুজ পাগড়ীর তাজ মাথায় পরিধান করলাম। এই বর্ণনা দেওয়ার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর বিভাগীয় ডিভিশন নাছিরাবাদের তাহছীল মুশাওয়্যারাতের নিগরান হিসেবে খিদমত করছি।

ছিখনে কো মিলে গি তুমহে সুন্নাতে, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

লুট লো আক্বার আল্লাহ কি রহমতে, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(১৩) আমার গুনগুনিয়ে সিনেমার গান করার অভ্যাস ছিল

ডর্গ রোড, বাবুল মদীনা করাচী এর এক ইসলামী ভাই এর লিখার সারাংশ এই রকম। তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় আশিকানে রাসূলের সাথে রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিন ইতিকাফ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

ইতিকাহের অনেক বরকত আমার অর্জন হয়েছে। মূলকথা রাস্তায় চলতে চলতে গান করার যে অভ্যাস ছিল তা চলে গেল এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এর স্থলে এখন নাত শরীফ পড়ার অভ্যাস হয়ে গেছে। সাথে সাথে মুখের কুফলে মদীনা লাগানোর (খারাপ ও বেছাদা কথা থেকে বাঁচার) প্রেরণা পেয়েছি। এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, যখনই মুখ থেকে কোন অনর্থক কথা বের হয়, সাথে সাথে কাফফারা হিসেবে দরুদ শরীফ পড়ি।

গীত গানে কি আদাত নিকাল যায়েগী, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাহ।
বে-জা বক বক কি খাছলাত ভী টাল জায়েগী, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাহ।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(১৪) মদার্ন যুবক উন্নতি করতে করতে

বোঙ্গল বোম্বে ভারতে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহ প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ১৯৯৮ সাল মোতাবেক ১৪১৯ হিজরীর রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনে অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতিকাহে এক আধুনিক যুবক (যে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার) অংশগ্রহণ করেছিল। ১০ দিন আশিকানে রাসূলদের সাথে থেকে যথেষ্ট উপকার অর্জন হয়। খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মুহাব্বত এর নমুনা দাঁড়ি মোবারকের নুর মুখে সাজিয়ে নিল, মাথায় সবুজ পাগড়ী বাধল। ইতিকাহের বরকতে তাকে সুন্নাহের মহান মুবাল্লিগ বানিয়ে দিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! দ্বীনের খিদমতে উন্নতি করতে করতে সে বর্তমানে হিন্দ মক্কী কাবিনার রোকন হিসেবে সুন্নাহের বাহার সমূহ অর্জনে ব্যস্ত।

ছরি ফ্যাশন কি মাসতি উতার জায়েগী, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাহ।
জিন্দেগী সুন্নাহে সে নিখর যায়েগী, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাহ।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

(১৫) নেশা কিভাবে ছাড়লাম!

হায়দারাবাদ বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের এক ইসলামী ভাই এর বর্ণনার সারমর্ম এরকম ছিল যে, আমি বেনামাযী ও নেশাগ্রস্ত ছিলাম। আল্লাহ তাআলার দয়ায় ইজতিমায় (সাহারায় মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতানে) ২০০৫ সাল মোতাবেক ১৪২৬ হিজরীর অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হল। সেখানেই নিয়্যাত করলাম দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (বাবুল মদীনা করাচীতে) ইতিকাফ করব। তাই বাবুল মদীনা করাচী পৌঁছে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় ২০০৫ সাল মোতাবেক ১৪২৬ হিজরীর রমযানের শেষ ১০ দিন ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হল। ৩ দিনের ইজতিমায় (মুলতান শরীফে) যদিওবা যথেষ্ট মাদানী যেহেন (প্রেরণা) সৃষ্টি হয়েছিল, ইজতিমায়ী ইতিকাফের কথা আর কি বলব! সত্যি বলতে গেলে আমার মনের পৃথিবীটাই বদলে গেল। গুনাহ থেকে পাক্কা তাওবা করলাম। দাঁড়ি লম্বা করতে আরম্ভ করলাম। সাথে সাথে মাথায় সবুজ পাগড়ী সাজিয়ে নিলাম। ইতিকাফের পর যখন হায়দারাবাদে আসলাম, তখন আমাকে দাঁড়িসহ ও পাগড়ী পরা অবস্থায় দেখে পরিবারের সদস্য ও পাড়া প্রতিবেশীরা হতবাক হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِ! আমার নেশাকরার অভ্যাস একেবারেই চলে গেল। নিজের সামর্থ্য মোতাবেক দাওয়াতে ইসলামী মাদানী কাজ করে যাচ্ছি। আমার মেয়ে জামেয়াতুল মদীনায় শরীআত কোর্স করছে। আমার দুই মাদানী মুন্না (ছেলে) মাদ্রাসাতুল মদীনায় কুরআনে পাক হিফজ করছে।

গার মদীনেকা গাম চশমে নাম চাহিয়ে,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ
মাদানী আক্বা কি নযরে করম চাহিয়ে,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

(১৬) এই ইতিকাফে কি হয়?

ডায়রাব্লাহ ইয়ায় বেলুচিস্থান এর এক ইসলামী ভাইয়ের বয়ানের মূলকথা ছিল এই যে, আমার ভিতর আল্লাহ তাআলার ভয় ও নবী প্রেম ছিল না। ব্যাস, আমার জীবন গুনাহের মধ্যেই অতিবাহিত করছিলাম। আল্লাহ তাআলার কোটি কোটি দয়া আমাদের শহরে কুরআন ও সুন্নহ প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ শুরু হল আর দাওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে প্রথম বারের মত ১৯৯৫ হিজরীর মোতাবেক ১৪১৬ হিজরীর শবে বরাতে সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। আমিও সেখানে অংশগ্রহণ করি। ইজতিমায় আশিকানে রসূলদের দাঁড়ি ও পাগড়ী ওয়ালা নূরানী চেহারা ও তাদের মুহাব্বত পূর্ণ সাক্ষাৎ আমাকে দাওয়াতে ইসলামীর প্রতি আগ্রহী করে তুলল। তারপরও আমি দুরে ছিলাম। সাপ্তাহিক ইজতিমায়ও কোন সময় অংশগ্রহণের সুযোগ হলো না। শেষে ১৯৯৫ সাল মোতাবেক ১৪১৬ হিজরীর রমযান মোবারকের ২৭ তারিখ রাত (শবে কুদর) উপস্থিত হল। আমি ইজতিমার দোয়াতে অংশগ্রহণ করলাম। দোয়ার শেষে পর্যায় ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ হলে কোন একজন বললেন যে এখানে কিছু ইসলামী ভাই ইতিকাফ করছে। আমার কাছে এই শব্দটি নতুন ছিল। তাই আমি জানার জন্য বললাম, এই ইতিকাফে কি হয়? ইসলামী ভাইয়েরা অত্যন্ত ভালবাসার সাথে ইতিকাফ সম্পর্কে জানানোর জন্য ইতিকাফের কিছু মাদানী বাহার বর্ণনা করলেন। দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ইতিকাফের অবস্থা শুনে আমি মনে মনে দৃঢ় ইচ্ছা করলাম যে ان شاء الله عَزَّوَجَلَّ আগামী বছর আমি অবশ্যই ইতিকাফ করব। দিন অতিবাহিত হতে লাগল যখন ১৯৯৬ সাল মোতাবেক ১৪১৭ হিজরীর রমযান মোবারক আগমন করল তখন আশিকানে রাসূলদের সাথে শেষ ১০ দিনে ইতিকাফ করলাম। ১০ দিন লাগাতার আশিকানে রাসূলদের সঙ্গে আমি ঐ সমস্ত বিষয় শিখতে পারলাম যা বলার বাহিরে।

না পুছ হাম কাহা পৌছে অওর ইন আখো নে কিয়া দেখা
যাহা পৌছে ওয়াহা পৌছে যো দেখা দিল কে আন্দার হে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

কেউ কেউ ইতিকাফে দরসে নিজামী (আলিম কোর্স) করে নেয়ার পরামর্শ দিল। তা আমার বুঝে এসে গেল তাই আমি বাবুল মদীনা করাচী এসে জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হলাম। এমনকি দা'ওরায়ে হাদীস শেষে ২০০৪ সাল মোতাবেক ১৪২৫ হিজরীতে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (বাবুল মদীনায়) আমার দস্তারে ফযীলত প্রদান করা হল। যখন আমি এই বর্ণনা লিখছিলাম তখন আমি জামেয়াতুল মদীনায় খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! যে মানুষ গতকাল পর্যন্ত এটা জানেনা যে ইতিকাফ করলে কি হয় তিনি আজ আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাফ করার বরকতে শুধু সাধারণ আলিম নন বরং আলিমদের উস্তাদ হয়ে গেল। অর্থাৎ আলিম হওয়ার পর দাওয়াতে ইসলামীর জামেয়াতুল মদীনায় ওস্তাদ হিসেবে দরসে নিজামীর ছবক পড়াতে পড়াতে অন্যদের আলিম তৈরীকারী হয়ে গেলেন।

সুন্নাতে ছিখলো রহমতে লুট লো, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ
ইলম হাসিল কারো বারকাতে লুট লো, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(১৭) আমি কেন্ কেন্ গুনাহের আলোচনা করব?

বাবুল মদীনায় করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বয়ানের সারাংশ এই যে, কোন গুনাহের আলোচনা করব? আল্লাহ তাআলার পানাহ নামাযে অলসতা, ভিডিও গেমস এর প্রতি আসক্তি, টিভিতে নিয়মিত উল্টো পাল্টা প্রোগ্রাম দেখা, মিথ্যা অভ্যাস, এমনকি চুরির অভ্যাস পর্যন্ত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে ২০০০ সাল মোতাবেক ১৪২১ হিজরীর রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিন আমেনা জামে মসজিদ শাকিল গ্রাউন্ড, উখায়ী কমপ্লেক্স, বাবুল মদীনায় করাচীতে দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলদের সাথে আমার ইজতিমায়ী ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

আমি আমিনা মসজিদের ২য় তলায় দা'ওয়াতে ইসলামী কর্তৃক পরিচালিত মাদ্রাসাতুল মদীনায় ভর্তি হলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ধারাবাহিকভাবে অংশগ্রহণ করতে লাগলাম। আমার প্রচেষ্টায় আমাদের ঘরেও মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হল। আমি ঘরে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট সমূহ চালাতাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! কুরআনুল কারীম হেফজ করার পর বর্তমানে জামেয়াতুল মদীনায় দরসে নিজামীতে পড়ছি। নিজ যেলী মুশাওয়ারাত নিগরানের অধীনে থেকে কুরআন সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ ধুমধামের সাথে করার চেষ্টা করছি।

তুম গুনাহো সে আপনে জো বেজার হো,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ।
তুম পে ফযলে খোদা, লুতফে সরকার হো,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

(১৮) ইতিকাফের বরকতে শহরের জন্য মারকায মিলে গেল

ভারত এর এক যিম্মাদার ভাইয়ের বয়ানের সারমর্ম এই যে, চিতরা দুর্গার (কর্নাটক শোবা, ভারত) মসজিদে আজম এর মুতাওয়াল্লী ও স্থানীয় কিছু মুসলমানদের তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন এর ব্যাপারে ভুল ধারণা ছিল। অনেক কষ্টের বিনিময়ে সেখানে রমযানুল মোবারকে ইজতিমায়ী ইতিকাফ করার অনুমতি পেলাম। মুতাওয়াল্লীর দুই ছেলেও ইতিকাফে অংশ নিল। মাদানী মারকায কর্তৃক প্রদত্ত জাদওয়াল মোতাবেক সুন্নাতে ভরা হালকা, বয়ান, নাত শরীফ, হৃদয় গলানোকারী দোয়া ও ইতিকাফকারীদের অনেক সুন্দর ব্যবস্থাপনা দেখে তারা (ছেলেরা) আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা এতই প্রভাবিত হল যে শেষ দিন সমস্ত ইতিকাফকারীদেরকে হাদিয়া তোহফা ও ফুল দিয়ে সম্মানিত করল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদর শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

দা'ওয়াতে ইসলামী কি? তা তাদের বুঝে এসে গেল এবং তারা তাদের তত্ত্বাবধানে “মসজিদে আজম” কে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের জন্য পরিপূর্ণভাবে ছেড়ে দিল এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ “মসজিদে আজম” ঐ শহরের মাদানী মারকায হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! মুতাওয়াল্লীর ছেলেদের মুখমন্ডল দাঁড়ি দ্বারা সজ্জিত হয়ে গেল এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল।

যিকির করনা খুদা কা ইয়াহা ছুবহো শাম, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।
পা-ও গে না'ত মাহবুব কি ধুম ধাম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْ مُحَمَّدٍ

(১৯) ইতিকাফের ফয়েয ইংল্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছল

সাক্কর শহর বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের এক ইসলামী ভাইয়ের বয়ানের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ১৯৯০ সাল মোতাবেক ১৪১০ হিজরীর রমযান মাসে আমার বোনের স্বামী ইংল্যান্ড হতে সাক্করে (বাবুল ইসলাম সিদ্দে) আসল। ইসলামী ভাইদের সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে আমি ভগ্নিপতিকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে আশিকানে রাসূলের সাথে ইজতিমায়ী ইতিকাফ করে বরকত অর্জনের জন্য দাওয়াত দিই। তিনি সাথে সাথে তা গ্রহণ করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! তিনি ইতিকাফকারী হয়ে গেলেন। ইংরেজ পরিবেশে অবস্থানকারী যখন ইতিকাফে বসলেন তখন তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রিয় সুন্নাত, প্রয়োজনীয় বিধি বিধান শিখতে লাগলেন, কবর ও আখিরাতে ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে শুনে মুসলমান হওয়ার কারণে তার অন্তরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! ইজতিমায়ী ইতিকাফের বরকতে তার গুনাহু থেকে তাওবা করার মত নেয়ামত মিলল। আর তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে চলে আসলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

মুখে দাঁড়ি রাখলেন, পাগড়ী দ্বারা মাথা সবুজ করলেন, ফয়যানে সুন্নাতে র দরস ও বয়ান শিখে নিজেই ইতিকাহের সময় সুন্নাতে ভরা বয়ান আরম্ভ করে দিলেন। ইংল্যান্ডে গিয়েও কুরআন সুনুহ প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের ঙ্গতাকা(পতাকা) উড়ানোর নিয়ত করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! বর্তমানে তিনি ইংল্যান্ডের দা'ওয়াতে ইসলামীর ১২ মাদানী কাজের যিম্মাদার। আর তার বাচ্চাদের মা অর্থাৎ আমার বোন ও মাদানী পরিবেশে সংযুক্ত হয়ে ইংল্যান্ডের মত উলঙ্গ পরিবেশে থেকেও মাদানী বোরকা পরিধান করতে শুরু করেছেন। নিজে নিজে কুরআনুল করীম শিখে মেয়েদের মাদ্রাসাতুল মদীনাতে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং ইসলামী বোনদের মাদানী কাজের যিম্মাদার।

করুকে হিম্মত মুসলমানো আ-জাও তুম, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাহ।
উখরভী দৌলত আ-ও কামা যাও তুম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহ।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(২০) আমি ফয়যানে মদীনা ছেড়ে যাব না

তেহহীল কামালিয়া, জিলা দারুস সালাম, পাঞ্জাব এর এক ইসলামী ভাই লেখার সারবস্ত্ত এই যে, তখন আমি নবম শ্রেণীতে পড়তাম। ক্লাসে আমাদের একটা ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল। আমরা সবাই স্কুল থেকে পালিয়ে যেতাম। খুবই দুষ্টামী করতাম। রাত পর্যন্ত ক্রিকেট খেলতাম। ইন্টারনেটে ব্রাউজিং করে ক্লাসের সময় নষ্ট করতাম। সারাদিন সবাই মিলে ক্যাবল (ডিস) এ সিনেমা দেখতাম। গান শুনার অভ্যাস এতই বেশি ছিল যে রাত্রে গান শুনতে শুনতে ঘুমাতাম আর সকালে উঠেই প্রথম কাজ ছিল (আল্লাহ্ তাআলারই পানাহ) জঘন্য গান শুনা। আকর্ষণীয় পোশাক পরে আমরা সকলে মিলেমিশে (আল্লাহ্ তাআলার পানাহ) আবার (আল্লাহ্ তাআলার পানাহ) মেয়েদেরকে বিক্রপ করতাম ও কুনজরে দেখতাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারনী)

আমি কখনোই মায়ের কথা শুনতাম না বরং তাকে গালিগালাজ করতাম। বাবা নামায পড়ার নির্দেশ দিলে তার সাথেও প্রতারণা করতাম। আহ! কত গুনাহের কথা আর স্মরণ করব! সত্যি বলতে গেলে সংশোধনের সুদূর কোন পন্থা দৃষ্টিতে পড়েনি। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ**! আমার বড় ভাইকে আল্লাহ মঙ্গল করুক। তিনিই আমাকে পথ দেখিয়েছেন। তিনি আমাকে রমযানুল মোবারকে শেষ দশ দিনে ইতিকাফে বসার জন্য বললেন। বিশ্বাস করো! আমার মত দুষ্ট ও অকেজো ব্যক্তির নিকট ইতিকাফে কি হয় তাও জানা ছিল না। আমি পরিস্কার ভাষায় ইতিকাফে থাকার কথা অস্বীকার ও অসম্মতি প্রকাশ করলাম। কিন্তু তিনি কোন রকমে বুঝিয়ে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (সর্দারাবাদে) অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে বসিয়ে দিলেন। ৪/৫ দিন পর্যন্ত সেখানে মন বসেনি। আমি পালাতে চেষ্টা করেও পারলাম না। এরপর আস্তে আস্তে ভাল লাগতে শুরু করল। এরপর এতই রুহানী তৃপ্তি পেলাম যে, চাঁদ রাতে আমি বলতে লাগলাম যে, “আমি ঘরে যাবনা, আমি আজ রাতে (এখানে) ফয়যানে মদীনায় থেকে যাব।”

তুম ঘর কো না খেঁচো নেহী যাতা নেহী যাতা,
মে ছোড়কে ফয়যানে মদীনা নেহী যাতা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْ مُحَمَّدٍ

(২১) ইতিকাফের বরকতে পায়ের গিরার ব্যথা চলে গেল

জামেয়াতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই এর বর্ণনা কিছুটা এরকম ছিল যে, ২০০৫ সাল মোতাবেক ১৪২৬ হিজরীর রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় বাবুল মদীনা, করাচীতে ইতিকাফ করার। সেখানে এক বৃদ্ধ লোকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

সে আমাকে বললেন: “কয়েক বছর যাবত আমার গিরায় প্রচন্ড ব্যথা ছিল। যখন আমি আস্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় বাবুল মদীনা করাচীতে ইতিকাফ করতে আসলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! এর বরকতে আমার উপর দয়া হলো, আমার গীরার ব্যথা চলে গেছ।

দরদে টাঙ্গো মে হো, দরদে ঘাটনো মে হো, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।
পেট মে দারদ হো ইয়া কে টাখনো মে হো, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

(২২) দাঁড়ি রেখে দিল ও মাথা সবুজ পাগড়ী দ্বারা সবুজ হয়ে গেল

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এই রকম যে, “নাওসারী গুজরাট ডিভিশন, ভারত এর এক আধুনিক ইসলামী ভাই তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ২০০২ সাল মোতাবেক ১৪২৩ হিজরীর রমযান মাসের শেষ ১০ দিনে অনুষ্ঠিত সুরাত, গুজরাট ইজতিমায়ী ইতিকাফে ইতিকাফ করলেন। মাদানী মারকায কর্তৃক প্রদত্ত তারবীয়াতী জাদওয়াল (রুটিন) মোতাবেক অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা হালকা সমূহ, হৃদয় বিগলিত দোয়া সমূহ, যিকরে না’ত শরীফের আনন্দদায়ক আওয়াজ, তার অন্তরকে এমনভাবে নাড়া দিল যে, অন্তর পরিবর্তন হয়ে গেল। আশিকানে রাসূলের সঙ্গ পাওয়ার কারণে সে এতই ফয়েয প্রাপ্ত হল যে, যা বর্ণনার বাহিরে। মুখে দাঁড়ি মোবারক সাজিয়ে নিল, পাগড়ী শরীফ দ্বারা মাথা সবুজ করল এবং তিনি এক্ষেত্রে এতই উল্লতির সোপানে পৌঁছে গেলেন যে, এই বর্ণনা লিখার সময় তিনি তার নিজ শহরের মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসেবে মাদানী কাজের ব্যাপকতার জন্য চেষ্টা করছে।

সুন্নাতো কি তুম আ-করকে ছাওগাত লো, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।
আও বেটতি হে রহমত কি খায়রাত লো, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

(২৩) আমার হৃদয় ﷺ এর মত কেউ নেই

হায়দারাবাদ বাবুল ইসলাম সিন্দ, করাচীর এক ইসলামী ভাই আব্দুর রাজ্জাক আত্তার ঠান্ডুজাম এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি ল্যাভ এর ইনচার্জ (দায়িত্বে) ছিলেন। তার দুই ছেলে দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু তিনি নিজে নামায ও সুন্নাতে থেকে অনেক দূরে ছিলেন। মনমানসিকতায় একজন পরিপূর্ণ দুনিয়াদার ছিলেন। রমযানুল মোবারকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে ইজতিমায়ী ইতিকাহে অংশগ্রহণের দা’ওয়াত দেয়া হলে তিনি বলতে লাগলেন, আমার ছেলেদের মা অসন্তুষ্ট হয়ে তার বাবার বাড়ীতে চলে গেছে। যদি আমি ইতিকাহ করি সে কি চলে আসবে? তারা তাকে বললেন, হ্যাঁ! চলে আসবেন। অতঃপর ১৯৯৫ সাল মোতাবেক ১৪১৬ হিজরীর রমযান মাসের শেষ ১০ দিন তিনি ফয়যানে মদীনায় (হায়দারাবাদে) আশিকানে রাসূলদের সাথে ইতিকাহ করে নিলেন। শিক্ষা শেখানোর হালকাসমূহ, সুন্নাতে ভরা বয়ান সমূহ, হৃদয় গলানো দোয়া সমূহ ও আকর্ষণীয় না’ত সমূহ তার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন আসল। তিনি গুনাহ থেকে তাওবা করলেন। নামায নিয়মিত জামাআত সহকারে পড়ার অপীকার করলেন। দাঁড়ি মোবারক ও পাগড়ী দ্বারা সজ্জিত হয়ে গেলেন। আর নাত শরীফও পড়তে শুরু করলেন। ইতিকাহে থাকা অবস্থাতেই বাবার বাড়ী থেকে ছেলেদের মা (তার স্ত্রী) ফিরে এলেন এবং পারিবারিক কলহও মিটে গেল। ইতিকাহের বরকতে তিনি মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলেন। দাঁড়ি, যুলফী, পাগড়ী শরীফ ও মাদানী পোশাক দৃষ্টি গোচর হতে লাগল। মাদানী কাফেলায় সফর করলেন। মাদানী পরিবেশে থেকে সেই বছর বৃহস্পতিবার ২৭শে রবিউন নুর শরীফ সম্ভবত ১৯৯৫ সাল মোতাবেক ১৪১৬ হিজরীতে ইস্তিকাল করেছেন। (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) তার সৌভাগ্য দেখুন, ইস্তিকালের সময়কালে তার ঠোঁটে নাত শরীফের লাইন: “عِيسَىٰ مَرْءٌ سَرَّكَ اللَّهُ ﷺ هُنَّ أَيْمَانُنِي كَوْنِي” অর্থাৎ- আমার প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মত কেউ নেই” পড়ছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ্ তাআলা তাকে দয়া করুন। তাদের সদকায় আমাদের ক্ষমা করুন।
 اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ।

গোরে ভীরা কো তুম জাগমাগানে চলো,
 মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।
 রাহাতে রোজে মাহশার কি পানে চলো,
 মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

শিক্ষণীয় বর্ণনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বাস্তব ঘটনাটি নিজের মধ্যে শিক্ষার কিছু মাদানী ফুল নিয়ে এলো। মরহুম আব্দুর রাজ্জাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সৌভাগ্য ছিল যে, ইত্তিকালের অল্প সময় আগে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল। আর নিঃসন্দেহে সেই বান্দার তাকদীর ভাল যে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসে এবং সূন্নাতের মহান রাস্তায় চলে। আর সেই ব্যক্তির সবচেয়ে দূর্ভাগা যে সারাজীবন ভাল ও নেক আমলকারী, সূন্নাত মতে পথ চলে কিন্তু ইত্তিকালের পূর্বে (আল্লাহর পানাহ!) যদি আধুনিক হয়ে যায় ও গুনাহে লিপ্ত হয়ে মাদানী পরিবেশ থেকে দূর হয়ে যায়। যখন কোন সময় শয়তান আপনাকে কোন যিম্মাদার ব্যক্তির ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করে দেয় কিংবা এমনিতে অলসতার মাধ্যমে দুনিয়াবী কাজ করানোতে ব্যস্ত করে ফেলে, বা বিয়ে শাদী আনন্দে মাতোয়ারা করে মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেয়, তখন তার উচিত নিলিখিত হাদীসে পাকের উপর ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করা। কেননা বাস্তব ও পরীক্ষিত ঘটনা এই যে একবার মাদানী পরিবেশে থাকার পর পুনরায় দূরে সরে গিয়ে (আল্লাহর পানাহ!) সৎকাজে মজবুত ও প্রতিষ্ঠিত থাকা অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন কাজ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাযিয়দাতুনা মা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত; “যখন আল্লাহ তাআলা কোন বান্দার ভাল ও মঙ্গল, চান তখন তার মৃত্যুর একবছর পূর্বে থেকে তার জন্য একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করে দেন যিনি তাকে সর্বদা সঠিক পথে পরিচালিত করেন, এমনকি সে মঙ্গলের উপরই ইত্তিকাল করেন। আর লোকেরা বলতে থাকে, অমুক ভাল অবস্থায় ইত্তিকাল করেছেন। যদি এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ইত্তিকাল করতে থাকে তখন তার রুহ বের করার সময় তাড়াতাড়ি করা হয়, সে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করে থাকে। আর আল্লাহ তাআলা যখন কারো অমঙ্গল চান তখন তার মৃত্যুর এক বছর পূর্বে থেকে একজন শয়তান তার পিছে লাগিয়ে দেন যে তাকে পথ ভ্রষ্ট করে এমনকি সে খুব পাপী ও খারাপ অবস্থায় মারা যায়। তার নিকট যখন মৃত্যু আসে তখন তার রুহ আটকে যায়, আর সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করতে অপছন্দ করেন, আল্লাহ তাআলাও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।”

(সংক্ষেপিত শরহুস সুদুর, ২৭ পৃষ্ঠা, মারকাযে আহলে সুন্নাত, বরকাতে রযা হিন্দ)

(২৪) আমাকে ঘরের অভিবাবক ঘর থেকে বের করে দিত

মোজাকুরগড়, পাঞ্জাব এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এমন ছিল যে, আমি ভ্রাত্ত ও নষ্ট ছেলে ছিলাম। রাতে গানের তিন/চারটি ক্যাসেট না শুনলে ঘুম আসত না। সারারাত বেহায়াপনা ও গুনাহে কেটে যেত। কথায় কথায় ঘরে ঝগড়া হত। ঘরের অভিবাবকরা অসন্তুষ্ট হয়ে ঘর থেকে বের করে দিতেন। দুই একদিন এদিক সেদিক ঘুরে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতাম। মোটকথা হল: জীবনের দিনগুলো কঠিন পর্যায়ের ভুলের মধ্য দিয়ে নষ্ট হচ্ছিল। আমার চাচাত ভাই তখন তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর এলাকায়ী মুশাওয়ারাতে নিগরান ছিলেন। তিনিই আমার উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করলেন। যার ফলে ২০০৪ সাল মোতাবেক ১৪২৫ হিজরীর রমযান মাসের শেষ ১০ দিনে আডেডওয়ালী মসজিদে (মোজাফফরগাড়ে) আমাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর ইজতিমায়ী ইতিকাহে বসিয়ে দিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

বাবুল মদীনা করাচী থেকে আগত এক মুবাঞ্জিগের সুন্দর চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে আমি পূর্বের সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করি এবং তার হাতে সবুজ পাগড়ী দ্বারা নিজ মাথা সবুজ করি। ২৭ তারিখ রাতে সূন্নাতে ভরা বয়ানের পর অনুষ্ঠিত হৃদয় গলানো দোয়া আমার অন্তরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার ফেলে। আমার খুব কান্না পায়। আমি সকাল পর্যন্ত কান্নাকাটি করি। ঈদের ২য় দিন ফয়রের সময় এক বুয়ুর্গকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেন এবং বললেন, “ফয়রের নামাযের সময় হয়ে গেল, আর আপনি এখনো শুয়ে আছেন?” আমি দ্রুত ঘুমন্ত অবস্থায় দু’হাত কিয়ামের মত করে বেঁধে ফেললাম। যখন চোখ খুললাম তখনো হাত সেই রকম বাঁধা অবস্থায় ছিল। এতে মনে খুবই প্রভাব বিস্তার করল। আর আমি মসজিদে গিয়ে জামাআত সহকারে ফয়রের নামায আদায় করলাম। নিজ শহরের সাপ্তাহিক ইজতিমায় নিয়মিত উপস্থিত হতাম। আল্লাহ তাআলা এমন দয়া করলেন যে, আমি জামেয়াতুল মদীনার (বাবুল মদীনা, করাচীতে) দরসে নিজামী করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। এখন নিজ শ্রেণীর মাদানী ইনআমাতের যিস্মাদারের দায়িত্বে আছি এবং নেয়ামতের সংবাদ দান ও শুকরিয়াতে আরয করছি যে, আমার মত জঘন্য পাপীর উপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ দান বা অনুগ্রহ এই যে ছাত্রদের যেই ৯২ মাদানী ইনআমাতের রিসালা রয়েছে সেই সবগুলোর উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। সকল ইসলামী ভাইদের কাছে এতে স্থায়ীত্বের জন্য দোয়া কামনা করছি, এটাই মাদানী আক্বা।

ছুট জায়েগী ফিল্মো ড্রামো কি লাত,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।
খোশ খোদা হোগা বন জায়েগী আখিরাত,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্বাত)

(২৫) মসজিদের খতিব বানিয়ে দিল

সাইদাবাদ বলদীয়া টাউন, বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরকম “اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! আমি তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদ্রাসাতুল মদীনাতেই কুরআনে পাক শিক্ষা অর্জন করেছি। কিন্তু আফসোস! এরপরও পাক্কা ও পরিপূর্ণ নামাযী হতে পারলাম না। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! যখন দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের সাথে রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হল। এতে অন্তরে মাদানী দাগ লাগল। অলসতার ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাস্তবেই চোখ খুলে গেল। আমি নামাযের ক্ষেত্রে নিয়মিত হয়ে গেলাম। ইতিকাফের কারণে মাদানী কাফেলায় সফরের মন মানসিকতা সৃষ্টি হল। আমি বেকার ছিলাম, কোন রোযগার ছিল না। যেদিন মাদানী কাফেলার নিয়ন্ত্রণ করেছিলাম সেদিন আমাদের মুশাওয়্যারাতের যিনি নিগরান (দায়িত্ববান) তিনি বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনার কাজ হয়ে গেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! মাদানী কাফেলার বরকত এমনভাবে প্রকাশ পেল যে, যেই মসজিদে আমাদের মাদানী কাফেলা সফরে গেল সেই মসজিদের ইত্তিজামিয়া কমিটির নিকট আমি গুনাহগারের বয়ান, দোয়া করার পদ্ধতি ভাল লেগে গেল এবং তারা আমাকে সেই মসজিদের খতিব বানিয়ে দিলেন। এতে করে আমার রোজগারের রাস্তাও হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে আমাদের সকলকে মজবুতীর সাথে সম্পর্ক রাখার তাওফিক দান করো! আমিন!

ফাকা মাস্তি কা হাল ভি নিকল আয়ে গা,
মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাফ।
রোযগার ইনশাআল্লাহ মিল জায়েগা,
মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَي الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَي مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

(২৬) জীবন অলসতার ভিতর অতিবাহিত হচ্ছিল

মোডাসা গুজরাট, ভারত এর এক মর্ডান যুবক। তার জীবনটা অলসতার ভিতর কাটছিল। পাপাচারে লিপ্ত ছিল। ইতিমধ্যে আল্লাহ তাআলার দয়া হল, দয়ার উছিলা এই ছিল যে ২০০২ সাল মুতাবেক ১৪২৩ হিজরীর রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিন তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের সাথে ইজতিমায়ী ইতিকাফে বসার সৌভাগ্য হল। আশিকানে রাসূলের সঙ্গে বরকতের কথা কি বলব! সুন্নাতে ভরা বয়ান, হৃদয় বিগলিত দোয়া ও চিন্তাকর্ষক নাত শরীফের ফয়েযের কারণে তার চেহেরা পাল্টে গেল। তিনি মাদানী প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে ইতিকাফ থাকা অবস্থাতেই তার দরস দেয়ার সৌভাগ্য হয়ে গেল। দাঁড়ি মোবারক রাখার ও মাথায় পাগড়ী বাঁধার নিয়্যত করে ফেলল। আশিকানে রাসূলের সাথে ৩০ দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলেন। যেহেতু তার ভিতর যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল বিধায় ইসলামী ভাইয়েরা প্রভাবিত হয়ে তাকে কাফেলার আমীর বানিয়ে দিলেন।

আশিকানে রাসূল আ-ও দেগে বিয়া,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ।
দূর হোগী ইবাদত কি খামিয়া,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(২৭) আমি তাহাজ্জুদ গুজার হয়ে গেলাম

সক্কর (বাবুল ইসলাম সিদ্দ) এর এক বয়স্ক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ হচ্ছে, ২০০৪ সাল মোতাবেক ১৪২৫ হিজরীর রমযানুল মোবারকের শেষ ১০ দিনে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দা'রাইন)

শিক্ষা ও শেখানোর হালকা সমূহের রুটিন করা হয়েছিল। যেখানে নামাযের বিধি বিধান, দৈনন্দিন সুন্নাহ সমূহ শিখা যায়। মাত্র ১০ দিনে এমন এমন বিষয় শিখে নিলাম যা আমি সারা জীবনে শিখতে পারিনি। সুন্নাতে ভরা বয়ান শ্রবণ ও আশিকানের রাসূলের সঙ্গে বরকতে আখিরাতে চিন্তা করার সৌভাগ্য হল এবং অন্তরে মাদানী বিপ্লবের সূচনা হল। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার উৎসাহ পেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ দ্বিতীয় মাদানী ইনআম বিশেষ করে মজবুত সহকারে আকড়ে ধরলাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রথম কাতারে প্রথম তাকবীরের সাথে জামাআত সহকারে আদায় করার অভ্যাস গড়ে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ এখনো তাহাজ্জুদের নামায নিয়মিত আদায় করছি। মাদানী ইনআমাতের রিসালা প্রতি মাসে নিজ এলাকার যিম্মাদারকে জমা দিচ্ছি। সাপ্তাহিক ইজতিমাতেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণের ও সৌভাগ্য হচ্ছে।

বা জামায়াত নামাযো কা জযবা মিলে,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ
দিলকা পেছর মুর্দাগুনছে খুশী ছে খিলে,
মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাফ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

হৃষুর ﷺ দয়া করে আপনার দিদার নসীব করুন

মিঠিয়া খারিয়া, পাঞ্জাব এর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ এই যে, আমি সাধারণ যুবকদের মত আধুনিক ও নাটক সিনেমা দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে রমযান মাসের শেষ ১০দিন আশিকানে রাসূলদের সাথে ইজতিমায়ী ইতিকাফে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল। আশিকানে রাসূলের সঙ্গে কি মহিমা! আমি জীবনে প্রথমবারের মত এমন চমৎকার মাদানী পরিবেশ দেখলাম। মনে প্রাণে দা'ওয়াতে ইসলামীর জন্য পাগল ও ত্যাগী হয়ে গেলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুয়ুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দিদারের আমার বড়ই আক্বা ছিল। ইতিকাকফের সময় প্রতিদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দিদারের জন্য দোয়া করতাম। ২৭ তারিখের রাত উপস্থিত হলো। যিকির ও নাত শরীফের ইজতিমা হল। আল্লাহ তাআলার যিকির আমাকে খুবই প্রভাবিত করল। এরপর যখন হৃদয় বিগলিত দোয়া শুরু হল তখন আমি চোখ বন্ধ করে কেঁদে কেঁদে শুধু একটি কথাই বারবার বলতে লাগলাম। আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আপনার দিদার করিয়ে দিন।” হঠাৎ চোখে একটি উজ্জল আলো চমকে গেল এবং এক নুরানী চেহেরার সাক্ষাৎ হল এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল তিনিই হলেন ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসূলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আহ! আহ! অতঃপর চেহারা মোবারকটি দৃষ্টি থেকে সরে গেল।

শরবাতে দীদ নে এক আঁগ লাগায়ি দিলমে,
 তাবিশে দিলকো পা বাড়হায়াহে বুঝানে না দিয়া।
 আব কাহা জায়েগা নাকশা তেরা মেরে দিল ছে,
 ভিহ মে রাখা হে উছে দিলমে গুমানে না দিয়া।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন এল। আমি গুনাহ থেকে তাওবা করলাম। দাঁড়ি লম্বা করতে শুরু করলাম। পাগড়ী পরিধানেরও নিয়ত করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ঈদের দিন আশিকানে রাসূলদের সাথে তিন দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। বর্তমানে বাবুল মদীনা করাচীতে উপস্থিত হয়ে জামেয়াতুল মদীনায দরসে নিজামীতে ভর্তি হয়েছি। তাবীযাতে আত্তারীয়ার কোর্সও সম্পন্ন করেছি। মজলিসে মাকতুবাতে ও তাবীজাতে আত্তারীয়ার পক্ষ থেকে অর্পিত যিম্মাদারী মোতাবেক তাবীজাতের খিদমত করছি ও জামেয়াতুল মদীনায নিজ শোবাতে মাদানী কাফেলার যিম্মাদারীর দায়িত্বে আছি।

গার তামান্না হে আক্বা দিদার কি, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাকফ।
 হোগী মিঠি নাযার তুম পার সারকার কী, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাকফ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

(২৯) আশ্চর্য আমি শ্লোকের খেলা কিভাবে ছেড়ে দিলাম

লিয়াকতবাদ বাবুল মদীনা, করাচীর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারকথা এই যে, আমি অগনিত নাটক সিনেমা দেখতাম। শ্লোকের খেলার জন্য পাগলের মত আসক্ত ছিলাম। এমনকি কারো ডাক দোহাই নয় বরং আমাকে মারধরের পরও এই খেলার বদ অভ্যাস ছাড়তে পারিনি। আমার পাপে ভরা জীবনের অবস্থা এরকম ছিল যে, আল্লাহ তাআলার পানাহ নামায পড়তে মনে ভয় লাগত। আল্লাহ তাআলার দয়াতে আমাদের এলাকার ফোরকানীয়া মসজিদে (লিয়াকতবাদ বাবুল মদীনা, করাচীতে) তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিতব্য ২০০৪ সাল মোতাবেক ১৪২৫ হিজরীর রমযান মাসের শেষ ১০ দিন ইজতিমায়ী ইতিকাফে আমি গুনাহগারও আশিকানে রাসূলদের সাথে ইতিকাফকারী হয়ে গেলাম। ﷺ মাদানী ইনআমাতের বরকতে আখিরাতের প্রস্তুতি সম্পর্কে চিন্তাশীল হয়ে পড়লাম, গুনাহের আত্মহ কমে গেল। অতঃপর কাদেরীয়া রযবীয়া ছিলছিলার যখন মুরীদ হলাম তখন নামাযে নিয়মিত হওয়ার সুযোগ হলো। আমি শ্লোকের খেলা ছেড়ে দিলাম। আমার আশ্চর্য লাগছে যে, আমি এটা কিভাবে ছাড়লাম! এরপর দা'ওয়াতে ইসলামীর ৩ দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শেষ দিন সহরায়ে মদীনায় (বাবুল মদীনায়) উপস্থিত হলাম। সেখানে “টিভির ধ্বংসলীলা” বিষয়ের উপর বয়ান হল। তা শুনে আমি কবরের আযাব ও হাশরের ভয়ে কেপে উঠলাম। আর আমি অঙ্গিকার করলাম যে, কোন সময় আর টিভি দেখব না। আমি আমার প্রিয় আম্মাজানকে “টিভির ধ্বংসলীলা” ক্যাসেট টি শুনালে তিনিও টিভি দেখা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল এবং গাউচুল আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মুরীদ হওয়া প্রেরণা পেলেন। তাই তাকেও বায়আত করিয়ে দিলাম। এর বরকতে তিনি ফরয নামাযের সাথে সাথে তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশতের নামাযও নিয়মিত পড়তে শুরু করলেন। আল্লাহ তাআলার মহান শানের উপর আমার জান কোরবান।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

স্বল্প সময়ে আম্মাজানকে মদীনায়ে মনোয়ারা رَمَدَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ وَآلِيَّ جِيয়ারতের জন্য আহ্বান করা হল। এতে আম্মাজান নিজেই বললেন, এটা বায়আতের ফয়েজ। এই বর্ণনাটি দেয়ার সময় আমি নিজ এলাকায় কাফেলার যিম্মাদার হিসেবে আমার প্রিয় মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর খিদমত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

শিখনে জিন্দেগী কা করীনা চলো, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।
দেখনা হে জো মিঠা মদীনা চলো, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

(৩০) কৌতুককারী মুবাল্লিগ হয়ে গেল

বালা সিনুর গুজরাট, সিন্ধ এর এক যুবক কৌতুককারী (জোকার) ছিল। উল্টো পাল্টা চমকদার কথা শুনিয়ে মানুষদেরকে হাসানো ছিল তার কাজ। বিয়ে শাদীতে কৌতুক অনুষ্ঠানের জন্য তাকে ডাকা হত। রমযানের শেষ ১০ দিনে আশিকানে রাসূলের সাথে তার ইজতিমায়ী ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হল। তখনো ধন সম্পদ অর্জনের দিকে মনযোগ ছিল। ইতিকাফের মাদানী পরিবেশে আখিরাত অর্জনের মনোভাব সৃষ্টি হল। পূর্বের গুনাহ থেকে তাওবা করে সূন্নাতের মুবাল্লিগ হয়ে গেল। নিজেই নিজেকে দা'ওয়াতে ইসলামীর জন্য উৎসর্গ করে দিল। ইতিমধ্যে সাংগঠনিকভাবে তবলীগে কুরআন ও সূন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর “ডিভিশন মুশাওয়ায়াত এর নিগরান হিসেবে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের ব্যাপকতা চালাচ্ছেন। দ্বীনের জন্য তার ত্যাগের অবস্থা এরকম যে মাসে ২৫ দিন মাদানী কাজের জন্য ওয়াক্ফ করে দিলেন।

إِنَّ شَأْنَهُ اللهُ ভাই ছুধার যাওগে, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।
মারিয ইসইয়া ছে ছুটকারা তুম পাওগে, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

(৩১) আমি ‘হাজরে আসওয়াদ’ চুমু দিলাম

ঠাণ্ডাওয়াল্লা ইয়ার বাবুল ইসলাম, সিন্দ এর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ এই যে, খারাপ পরিবেশ ও বেহায়াপনা, বন্ধুদের সঙ্গ, আমাকে পাপকাজে ভয়হীন করে ফেলল। মদের আড্ডাখাবারয় যাওয়াটা আমার জন্য সাধারণ ব্যাপার ছিল। মানুষের সাথে এমনিতেই কোন কারণ ছাড়াই ঝগড়া বিবাদ, মারামারি, করাটা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আমার এ সমস্ত কাজের জন্য ঘরের সবাই আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। আমি পাপের মধ্যেই ছিলাম। এরই মধ্যে হঠাৎ আমার ভাগ্যকাশের তারকা চমকে উঠল। আমি এক আশিকে রাসূলের ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর অধীনে “ঠাণ্ডাওয়াল্লা ইয়ার” এর নূরানী মসজিদে অনুষ্ঠিত ২০০৫ সাল মোতাবেক ১৪২৬ হিজরীর রমযানুল মোবারকের শেষ ১০ দিনের ইজতিমায়ী ইতিকাহফের বরকত অর্জনের জন্য शामिल হয়ে গেলাম। ইতিকাহফ থাকা অবস্থায় আশিকানে রাসূলের দাঁড়ি ও পাগড়ী সম্বলিত নূরানী চেহেরা সমূহ এবং তাদের ভালবাসা আন্তরিকতা ও দয়া আমাকে দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রতি যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। ১০ দিন লাগাতার আশিকানে রাসূলের সঙ্গে থেকে এমন কিছু শিখতে পারলাম যা বর্ণনার বাহিরে। ২৫ তারিখের রাত আল্লাহ যিকিরে মশগুল ছিলাম। আমার হঠাৎ ঘুমের ভাব হল। আমি নিজেকে ‘কাবা শরীফের’ সামনা সামনি দেখতে পেলাম। আমি আচইশা ‘হাজরে আসওয়াদ চুম্বন’ করে ফেললাম। ২৭ তারিখের রাতে ও আমার উপর দয়া হল এবং ঘুমের জগতে মদীনায়ে মনোয়ারার নূরানী গলি ও রওজা শরীফের সুবজ গম্বুজের নূরানী দৃশ্য দেখার আমার সৌভাগ্য হল। এ সকল ঈমান তাজাকারী কাজ সমূহ আমার মনের জগতকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিল। আমি নিয়ত করলাম যে, এই মাদানী পরিবেশকে জীবনেও ছাড়বনা। **اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ** এই বর্ণনা লেখার সময় দয়াময় প্রভুর দয়া ও মেহেরবানীতে দা’ওয়াতে ইসলামীর জামেয়াতুল মদীনায়ে (হায়দারাবাদে) দরসে নিজামী করার সৌভাগ্য হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

দিল মে বছ যায়ে আকা কে জালওয়ে মুদাম,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ।
দেখো মক্কে মদীনে কে তুম সুবহো শাম,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৩২) অসৎ সঙ্গে থাকার পাপ বাড়ে গেল

আওরাঙ্গী টাউন বাবুল মদীনা করাচী এর এক ইসলামী ভাই এর এরকম কিছু বয়ান রয়েছে। আমি আধুনিক ও মন্দ সাথীদের সঙ্গে কারণে নিজেও আধুনিক ও মন্দ প্রকৃতির লোক ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আকসা মসজিদ আওরাঙ্গী টাউন আল ফাতাহ কলোনী (বাবুল মদীনা, করাচী) তে অনুষ্ঠিতব্য রমযানুল মোবারক মাসের শেষ ১০ দিনের ইজতিমায়ী ইতিকাফ করার বরকতে আমি তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নামায ও সুন্নাতের নিয়মিত অনুসারী হয়ে গেলাম। সাথে সাথে সাপ্তাহিক ইজতিমায় উপস্থিত হওয়ার অভ্যাস হয়ে গেল। সিনেমা নাটক দেখার বদ অভ্যাস চলে গেল। আরো একটি বড় উপকার হলো, এই যে অসৎ সঙ্গে থাকা যা অনেক বড় একটি পাপ শুধু তা নয় বরং اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ তা থেকে (গুনাহের শিকড়) থেকে মন একেবারে ফিরে গেল।

সুহবাতে বদ মে রেহনে কী আদত ছুটে,
মাদানী মাহোল মে তুম কারলো ইতিকাফ।
খাসলাতে জুরম ওয়া ইছইয়া তুমহারে মিটে,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

(৩৩) জযবায় মদীনার ১২ চাঁদের কিরণ লেগে গেল

মালাকা এলাহাবাদ, ইউপি, ভারত এর এক ইসলামী ভাই এর ঘটনা এরকম তিনি মদীনা তুল আউলিয়া আহমদাবাদ ভারতের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেছেন। দ্বীন ধর্মের খিদমত করার যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছে। সেই বছরই তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ১৯৯৬ সাল মোতাবেক ১৪১৮ হিজরীর রমযানুল মোবারকের নাগুরী ওয়ার্ড মসজিদে (আহমদাবাদ শরীফে) অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে ইতিকাফকারী হলেন। আশিকানে রাসূলের সঙ্গ তার খুবই পছন্দ হয়ে গেল। তার দ্বীনি প্রেরণায় প্রিয় মদীনা শরীফের ১২ চাঁদের কিরণ লেগে গেল। ইতিকাফের পর নিজ বাবার বাড়ী মালাকাতে (ইউপি) গিয়ে তিনি মাদানী কাজের স্রোত বইয়ে দিল। দ্বিতীয় বছর মাদানী মারকাযের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শহরে গিয়ে শত শত ইসলামী ভাইদেরকে ইতিকাফ করালেন। অদ্যবদী আহমদাবাদে তিনি স্থায়ীভাবে আছেন এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক নিয়মানুসারে ‘মালিয়াত তেহসীল’ এর একজন জিম্মাদার হিসেবে মাদানী কাজের সুবাস ছড়াচ্ছেন।

আ-ও ইশকে মুহাম্মাদ কে পিনে কো জাম,
মাদানী মাহেল মে কারলো তুম ইতিকাফ
মাস্ত হো কার কারো খোব তুম মাদানী কাম,
মাদানী মাহেল মে কারলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৩৪) ৭০ বছর বয়স্ক এক ইসলামী ভাইয়ের অনুভূতি

গার্ডেন ওয়েস্ট, বাবুল মদীনা, করাচীর ৭০ বছর বয়স্ক এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা এই যে, আমি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার পানাহ নামায নিয়মিত আদায় করতাম না। সিনেমা, নাটকের আসক্ত ছিলাম। দাঁড়ি মুন্ডিয়ে ফেলতাম। ইংরেজদের পোশাক পরতাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

প্রায় ১০ বছর পূর্বে অর্থাৎ ৬০ বছর বয়সে “কাউছার মসজিদ”, মুসা লেইন, লিয়ারী (বাবুল মদীনা) তে ১৯৯৬ সাল মোতাবেক ১৪১৭ হিজরীর রমযানুল মোবারকে আমার প্রথম বার ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হল। সেখানে দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানের রাসূল ভাইদের সঙ্গ পাওয়ার সুযোগ হল। গুজরাটি ভাষায় কুরআন শরীফ পড়তে দেখে এক ইসলামী ভাই আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে কুরআনে পাক আরবী ভাষায় পড়া আবশ্যিক। কেননা গুজরাটি ভাষায় আরবী বর্ণগুলোকে ছহি শুদ্ধ মাখরাজের মাধ্যমে আদায় করা সম্ভব নয়। একথা আমার বুঝে আসল। সর্বোপরী ইতিকাফে আমার অনেক ফয়য ও বরকত আশিকানে রাসূল থেকে অর্জন করার সৌভাগ্য হল। আমি তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদ্রাসাতুল মদীনায়া পড়া আরম্ভ করে দিলাম। দেড় বছরের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে আমার আরবী হরফগুলো উচ্চারণ কিছুটা শুদ্ধ হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! এখন আরবী কুরআন শরীফ দেখে দেখে শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য নসীব হচ্ছে। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সমগ্র রাত অতিবাহিত করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। সপ্তাহে একবার এলাকাযী দাওয়ায় নেকীর দাওয়াতে অংশগ্রহণের সুযোগও মিলে যাচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! আমি এক মুষ্টি দাঁড়িও রেখে দিয়েছি। প্রকাশ্য কারণ না থাকা সত্ত্বেও দয়ার উপর দয়া হয়ে গেল যে ওমরা করার ও প্রিয় মদীনার উপস্থিতির সৌভাগ্য হয়ে গেল। প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্যও অর্জন করছি। ৭২টি মাদানী ইনআমাতের ৪০টিরও বেশি ইনআমাতের উপর আমল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি এক প্রাইভেট ফার্মের ইশাউন্টেন্ড। সকাল সন্ধ্যা আসা যাওয়ার সময় বাসের ভিতর বছর ধরে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার সৌভাগ্য হচ্ছে। একদা স্বপ্নে বাসের ভিতর নেকীর দাওয়াত দিলাম, নেকীর দাওয়াত থেকে অবসর হওয়ার পর দেখলাম,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগ যাকে আমি খুব বেশি ভালবাসতাম, তিনি আমার সামনে নিজ চাঁদের মত সুন্দর মুখ মন্ডল নিয়ে মুচকি হেসে উপস্থিত। এই আত্মিক দৃশ্য দেখে আমি কেঁদে দিলাম এবং চোখ খুলে গেল, এই স্বপ্ন দেখার পর নেকীর দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে আমার প্রচেষ্টা আরো বেড়ে গেল।

ছিখলো আ-ও কুরআন পড়না ছতী,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ
তুম তরক্বী কে যিনোপে চাড়া ছতী,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

অনারবীতে (আরবী ভাষা ব্যতীত) কুরআনের আয়াত লিখা জায়েয নেই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! যতক্ষণ পর্যন্ত ভাল সঙ্গ পাওয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায় না। আজকাল অধিকাংশ বৃদ্ধ মানুষ বিভিন্ন রকমের পাপকার্যে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এমনকি বেচারাগণ হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হলেও দাঁড়ি রাখার সৌভাগ্য হয় না। আর ঐ অবস্থাতেও টিভিকে বালিশের পাশে রাখে, আর সুস্থ হলেও দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত থাকার উৎসাহ দেখা যায়। এই বয়স্ক ইসলামী ভাইটি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ছিল। যার ইতিকাফে মাদানী পরিবেশকে সহজে আয়ত্তে নিয়েছেন এবং অলসতায় ভরা জীবনকে পাক্কা এক মাদানী কাজের ঢল পড়ে গেল। আপনারা শুনেছেন যে, বেচারা কুরআন শরীফও পড়তে জানত না। এজন্য গুজরাটী ভাষায় কুরআন শরীফ পড়ত। যার কারণে এক আশিকে রাসূল তাকে বুঝাল। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদ্রাসাতুল মদীনায় (বয়স্কদের) শিখে, আরবী পড়ার তার কিছু অভ্যাস অর্জন হল।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

আশিকানে রাসূলের মাদানী পরিবেশ দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। দাঁড়ি রেখে দিলেন, মাথায় পাগড়ী শরীফ পরিধান করলেন, দরস ও বয়ানের ধারাবাহিকতা আরম্ভ করে দিলেন। নিজ ঘরেও মাদানী পরিবেশ গড়ে তুললেন। ঘরের ইসলামী বোনদের জন্য শরয়ী পর্দার বিধান চালু করলেন। আর বর্তমানে নিজ শহর রাজুরীর মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসেবে দায়িত্বরত রয়েছে।

জিন্দেগী কা কারিনা মিলেগা তুমহে,
মাদানী মাহুল মে কারলো তুম ইতিকাফ
আ-ও দরদে মাদীনা মিলেগা তুমহে,
মাদানী মাহুল মে তুম কারলো ইতিকাফ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

(৩৬) আমি কিভাবে নেককার হলাম?

তাহছীল ভালওয়াল, জিলা সংগোদা, গুলজারে তৈয়্যবা, পাঞ্জাব, এর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ এই যে, আমি বেনামাযী ও ফ্যাশন পাগল যুবক ছিলাম। সিনেমা, নাটক, দেখতে ও গান বাজনা শুনতে অভ্যস্ত ছিলাম। রমযানের রোযাও অনেক কমই রাখতাম। (আল্লাহ তাআলার পানাহ) কেউ যদি বুঝাতে চেষ্টা করত তাকে নিরাশ করে পাঠিয়ে দিতাম। একদিন কোন লেনদেনের কারণে আমি চিন্তায় বিভোর হয়ে হাটছিলাম, পথিমধ্যে পাগড়ী ওয়ালা এক বন্ধুর সাক্ষাৎ হলো। যিনি তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি আমাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়ে গেলেন। কিন্তু আমি শয়তানী ধোঁকার কারণে কিছুক্ষণ পর উঠে চলে গেলাম। ২ দিন পর আমার এক দুনিয়াদার বন্ধু সিনেমা দেখার জন্য নিয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

কিন্তু কোন এক ব্যাপারে তার সাথে তর্ক হওয়াতে আমি চলে আসলাম আর এভাবে আমার ভাগ্যের তারা চমকে গেল যে রমযানুল মোবারক মাসে দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে আমার বড় ভাইজান ইতিকাফকারী ছিল। আমি ভাইজানের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। সেখানে সবুজ সবুজ পাগড়ী বিশিষ্ট আশিকানে রাসূলদেরকে দেখে আমার খুবই ভাল লেগে গেল। চাঁদ রাতে এক ইসলামী ভাই বড় ভাইজানকে ফয়যানে সুন্নাত ও না'তের ক্যাসেট উপহার হিসেবে দিলেন। আমি ফয়যানে সুন্নাতের “বেনামায়ীর শান্তি” নামক অধ্যায়টি পাঠ করে ভয়ে কেপে উঠলাম এবং ক্যাসেটে এই মুনাযাত শুনতেই অন্তর ফিরে গেল।

গুনাহো কি আদত ছুড়া মেরে মাওলা, মুঝে নেক ইনসা বানা মেরে মাওলা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! আমি গান বাজনা শুনা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু নামাযে নিয়মিত হতে পারলাম না। এক আশিকে রাসূলের দা'ওয়াতের কারণে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা দ্বিতীয়বার গিয়ে উপস্থিত হলাম। এবং শেষ পর্যন্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ‘আশিকানে রাসূলদের সাক্ষাতের আকর্ষণীয় ভাব আমাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতি দিওয়ানা বানিয়ে দিল। আমি মুখমন্ডলকে মাদানী চিহ্ন তথা দাঁড়ি মোবারক দ্বারা ও মাথাকে সবুজ পাগড়ী দ্বারা সবুজ রঙ্গে সাজিয়ে নিলাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে পড়তে শুরু করলাম এবং সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে হুযুর গাউছে আজম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মুরীদ হয়ে গেলাম। এই বর্ণনা দেয়ার সময় যেলী মুশাওয়ারাতের যিম্মাদার এবং নিয়মিত দরস দেওয়ার সাথে সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদ্রাসাতুল মদীনায় হেফজ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

আ-ও ফয়যানে সুন্নাত কো পা-ওগে তুম, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।
ইনশা আল্লাহ জান্নাত মে যাওগে তুম, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

(৩৭) মেরুদন্ডের হাঁড়ের ব্যথা থেকে মুক্তি

দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগের বয়ান কিছু এমন যে, বাবুল মদীনা করাচির এলাকা ডিফেন্স ভিউ এর স্থায়ী বাসিন্দা আমার মামাত ভাই ছিলেন। ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে তিনি ১৪২৫ হিজরীর রমযানুল মোবারকে দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে অনুষ্ঠিত সূন্নাতে ভরা ইজতিমায়ী ইতিকাহে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তার বক্তব্য হল আমি দীর্ঘদিন যাবৎ মেরুদন্ডের হাঁড়ের প্রচণ্ড ব্যথায় অস্থির ছিলাম। কয়েকজন ডাক্তারকে দেখালাম। তাদের চিকিৎসামত ঔষধও সেবন করেছি। কিন্তু কোন আকানুরূপ উপকার হল না। আমি বড়ই চিন্তায় ছিলাম যে, ১০ দিন কিভাবে ইতিকাহে থাকব? ইতিকাহে থাকাকালীন সময়ে দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে বসব চিন্তা করলাম। ফোমের বিছানায় ঘুমানোর অভ্যাস ছিল। আর এখানে চাটাই বা মাদুর বিছিয়ে ফ্লোরে সূন্নাত মত শোয়ার তারকীব করা হয়। এটা ছিল আমার জন্য অত্যন্ত কষ্টের, কিন্তু তা ছাড়া অন্য কোন উপায়ও ছিল না। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ**! কিছু দিন সূন্নাত মত শয়ন করার কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে আমার কোমরের ব্যথা যথেষ্ট পরিমাণে কমে এসেছে। এই ব্যথা কিছুটা কমে আসতে থাকে। আমার মধ্যে প্রান ফিরে আসল। আমার মেরুদন্ডের হাঁড়ের ব্যথা যা বড় বড় ডাক্তারের চিকিৎসায় দূর হয়নি, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ**! দা'ওয়াতে ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সূন্নাতে ভরা ইজতিমায়ী ইতিকাহে শেষ পর্যন্ত থাকার কারণে আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম।

তুম কো ভারপা কে রাখ দে গো দারদে কামার,
মাদানী মাছল মে করলো তুম ইতিকাহ
পাঁওগে তুম ছুকু হোগা ঠাভা জিগর,
মাদানী মাছল মে করলো তুম ইতিকাহ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(৩৮) হ্যাপি নিউ ইয়ার

দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগের বর্ণনা কিছুটা এমন ছিল যে, জুদপুর রাজস্থান ভারত এর এক ফটোগ্রাফার (বয়স প্রায় ২৮) যে ৩১ শে ডিসেম্বর **HAPPY NEW YEAR** এর নিলজ্জতায় ভরা পার্টিতে অংশ গ্রহণের শেষ পর্যায়ে পাগল ছিল। আর তিনি এর জন্য বোম্বে চলে যেতেন। আল্লাহ তাআলার দয়া আর মেহেরবানী হল যে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বীচ ওয়ালী মসজিদের উদয়পুর রাজস্থান, ভারতে ২০০৫ সাল মোতাবেক ১৪২৬ হিজরীর রমযানুল মোবারকে অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে আশিকানে রাসূলদের সাথে ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হল। সেখানকার সুন্নাতে ভরা হালকা সমূহ, জ্বালাময়ী বয়ান ও হৃদয় গলানো দোয়া সমূহ তাকে বিস্ময় করে দেয়। নিজের আগেকার পাপ থেকে তাওবা করলেন। ফটোগ্রাফারের কাজ ছেড়ে দিল এবং নিয়মিত ‘সাদায়ে মদীনা’ লাগানোর তথা মুসলমানদেরকে ফয়রের নামাযের জন্য জাগাতে লাগল।

রাস্তা রিলিয়া মানানে কা চাসকা মিটে, মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ
রাকস কি মেহফিলো কি নাহসাত ছুটে, মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মুসলমানদের নতুন বছর “মাদানী বছর”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! ইংরেজদের নতুন বছরের অভ্যর্থনার পরিবর্তে মুসলমানদের মাদানী নতুন বছর তথা হিজরী সালকে নতুন বছর হিসেবে অভ্যর্থনা জানানোর প্রেরণা যেন নছীব হয়। ﷺ! মুসলমানদের নতুন সাল ১ম মুহা়ররাম থেকে আরম্ভ হয়। প্রতি বছর ১লা মুহররমকে পরস্পরের মধ্যে মাদানী বছরের মোবারকবাদ জানানোর প্রথা চালু করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

(৩৯) আশিকানে রাসূলের সপ্নের বরকত

তাহহীল ভালওয়াল জিলা, গুলজার তৈয়্যবা, ছরগোধা, পাঞ্জাব এর এক ইসলামী ভাই এর বর্ণনার সারাংশ হল, আমি ক্বীন শেভকারী ছিলাম। সুন্নাতে ভরা জীবন থেকে অলসতার কারণে অনেক দূরে ছিলাম। রমযানুল মোবারকের বরকতময় মাসে আমি একদিন আমার ঘরে বসা ছিলাম। তখন আমার পিতা আমার ছোটভাইকে বলতে লাগলেন যে “খাজাগান জামে মসজিদ” এ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর অধীনে রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনে ইজতিমায়ী ইতিকাহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এজন্য তাড়াতাড়ি চলো। না হলে প্রথম কাতারে জায়গা পাবে না। আমি চমকিত হলাম ও মনে আশিকে রাসূলের সাথে সাক্ষাতে যাওয়ার আশ্রয় সৃষ্টি হল। ঐদিন ইশার নামায তারাবীহ সহ ঐ মসজিদে আদায় করলাম। তারাবীর পর ক্যাসেটের মাধ্যমে হাজী মুশতাকের নিম্নলিখিত নাত শরীফটি বাজানো হল:

সানি নে কোয়ি মেরে ছোনে নবী লাজপাল দা।

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আমি যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দিত হলাম। আমি দ্বিতীয় দিনও গিয়ে পৌঁছলাম। যেহেতু বৃহস্পতিবার ছিল এজন্য সেখানে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা আরম্ভ হয়ে গেল। আমি প্রথম বারের মত অংশগ্রহণ করতে লাগলাম। অন্তরে আশ্চর্য রকমের শান্তি ও আরাম অনুভব করতে লাগলাম। দ্বিতীয়দিন যখন আমি দ্বিতীয়বার পৌঁছলাম, তখন ইজতিমায় মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট “গান বাজনার ধ্বংসলীলা” শুনানো হলো, বয়ান শুনে আমি কেঁপে উঠলাম। কেননা এই ক্যাসেটে সাধারণভাবে গাওয়া গান সমূহের মধ্যে কুফরীর বিভিন্ন নিদর্শন দেখিয়ে দেয়া হল। আমি সে সমস্ত কুফরী গান সমূহ গাওয়ার অপরাধে অপরাধী ছিলাম বিধায় আমি তাওবা করলাম এবং ঈমানও নবায়ন করলাম। যেহেতু অন্তর একেবারে মর্মাহত হল তাই বাকী দিনগুলোতে ইতিকাহে অংশগ্রহণ করলাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

ফয়যানে সুন্নাতের যুলফী রাখার সুন্নাত ও আদব পড়ার পর যুলফী রাখার নিয়ত করলাম ও ২৬ রমযান অনুষ্ঠিত যিকির ও নাতের ইজতিমায় দাঁড়ি রাখার নিয়তও করে ফেললাম এবং সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে হুযুর সরকারে গাউছে আজম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মুরীদ হয়ে গেলাম। সালাত ও সালামের শব্দ গুলোও আমি সেখানে শিখে ছিলাম এবং ইতিকাহ থেকে ঘরে ফিরে এসে গানের শতাধিক ক্যাসেট ও টিভি ঘর থেকে বের করে দিলাম। এই বর্ণনা দেওয়ার সময় الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আমি দাওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক নিয়ামানুসারে ডিভিশন কাফেলা যিম্মাদার।

গানে বাজো কো সুননে ছে তাওবা কারো, মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাহ।
অণ্ডর গীত তুম কাভী ভী না গায়া কারো, মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাহ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৪০) ডেজাল মিশ্রণকারী মসলার ব্যবসা বন্ধ করে দিল

রঞ্গেডপুরী রোড ভীমপুরা, মাদানী পুরা বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ এই যে, আমি এমন বে-নামাযী ছিলাম যে জুমার নামায পর্যন্ত পড়তাম না। সৌভাগ্যবশত: তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর আওতাধীন গুলজারে মদীনা মসজিদ আগরতাজে আশিকানে রাসুলের সাথে ২০০০ ইং সাল মোতাবেক ১৪২৫ হিজরীর রমযান মাসের শেষ ১০ দিন ইজতিমায়ী ইতিকাহে আমার অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হল। ১০ দিনের আশিকানে রাসুলের সঙ্গ আমার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে দিল। الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ! আমি কিছু কিছু নামায শিখে নিলাম এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে পড়তে শুরু করলাম। সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে হুযুর গাউছে আজম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মুরীদ হয়ে গেলাম। الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ! আল্লাহ তাআলার দয়াতে আমলের এমন মানসিকতা তৈরী হল যে কমবেশি ৬৩ এর অধিক মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসার্বাত)

মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত রিসালা সমূহ বেশি করে পড়ার অভ্যাস করে নিয়েছি। আর ইতিকাহের আরো একটি বড় অবদান এই যে, আমি যে ভেজাল মিশিয়ে মরিচ মসলার সাপ্লাই এর কাজ করতাম যা ছিল জঘন্যতম পাপ তা আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমার মসলা কারখাবারয় প্রায় ৪৪ জন শ্রমিক কাজ করত। আমি সেই কারখাবারও বন্ধ করেদিলাম। কেননা যুগ অত্যন্ত নাজুক। বিশুদ্ধ মসলার ব্যবসা করে বাজারে দাড়াতে পারাটা অত্যন্ত কঠিন। আজকাল মুসলমানদের স্বাস্থ্যের প্রতি কারো খেয়াল নেই? ব্যস! সকলের সম্পদ চাই, তা হালাল হোক কিংবা হারাম (আল্লাহ তাআলার পানাহ।) মোটকথা আশিকানে রাসূলের সপ্নের বরকতে আমি হালাল রিযিক অন্বেষণ করতে শুরু করলাম। **دَاوُودُ عَلَيْهِ السَّلَامُ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ** ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে ইশরাকু, চাশত ও আওয়াবীন ও তাহাজ্জুদের নফল নামাযসহ প্রথম কাতারে নামায পড়ারও অভ্যাস হয়ে গেল।

ছোড়দো ছোড়দো ভাই রিযকে হারাম, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাহ।
আও করনে লাগোগে বহত নেক কাম, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাহ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৪১) জিব্রাইল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর যিয়ারত

দা'ওয়াতে ইসলামীর তানযীমি তাহছীল জান্নাতুল বাকীর বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বয়ানের সারকথা এই যে, সাধারণ যুবকদের মত আমিও ফ্যাশন জগতের অন্ধকারে ছিলাম। জীবনের রাত ও দিনগুলো পাপের সাগরে অতিবাহিত হচ্ছিল। **دَاوُودُ عَلَيْهِ السَّلَامُ!** আমার ভাগ্যের তারকা একদিন চমকে উঠল এবং আমি ২০০৫ সাল মোতাবেক ১৪২৬ হিজরীর রমযান মাসে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতে বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে ইজতিমায়ী ইতিকাহে অংশগ্রহণের সুযোগ হল। আশিকানে রাসূলের সাথে ১০ দিন অবস্থান করে যা শিখেছি তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। আগামীতে সদা সর্বদা পাপ থেকে বেঁচে থাকার সংকল্প করেছি। মাথায় পাগড়ী শরীফ সাজিয়েছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

দাঁড়ি মোবারক দ্বারা নিজ চেহারাকে মাদানী রঞ্জে রঙ্গীন করে নিয়েছি। ২৯শে রমযানের রাতে ইতিকাফকারীরা সহ সকলে মিলে মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে পুনরায় ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হয়ে গেলাম। এই অবস্থায় আমি দেখলাম যে, এক আলোকোজ্জ্বল চেহারার বুয়ুর্গ ব্যক্তি আমার নিকটে আসলেন এবং তিনি সামনে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন। যার শীতল পরশ আমি অন্তরে অনুভব করলাম। আমার অন্তরে খেয়াল আসল ইনি হযরত সায়্যিদুনা জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام হবেন। আর এটাও হতে পারে আজ শবে ক্বদর। কেননা হাদীসে পাকে রয়েছে যে, শবে ক্বদরে জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام যমিনে আগমন করেন এবং ইবাদতকারীদের সাথে মুসাফাহা করেন।

ফযলে রব হে দীদারে রুহুল আমি মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।
রাহাত ও চাইন পায়েগা কলবে হাবীব, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

ইয়া রবে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ প্রতিটি মুসলমান ভাইয়ের ইতিকাফ কবুল করুন। ইয়া আল্লাহ্! একনিষ্ট তথা নিষ্ঠাবান ইতিকাফকারীদের সদকায় আমাদের ক্ষমা করুন। ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব দান করো! ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরকে সত্যিকারের আশিকে রাসূল বানিয়ে দিন। ইয়া আল্লাহ্! উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ক্ষমা করে দিন।

৫৮

এক চুপ শত সুখ

মদীনার জালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশা।



২৯ শাবানুল মুয়াজ্জম, ১৪২৭ হিঃ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ يُعْجَلُ! স্মরণে এসে যাবে।” (সাহায্যাতুল দা'রাইন)

গুনাহের পাঁচটি পার্থিব ক্ষতি

গুনাহের পার্থিব ক্ষতির বর্ণনা; **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত “**নেকীয়াঁ কি জযায়েঁ আওর গুনাহোঁ কি সাযায়েঁ**” কিতাবের ৫১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: **হযুর নবীয়ে পাক**, ছাহিবে লাওলাক, সাইয়াহে **আফলাক** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “হে লোক সকল! পাঁচটি বিষয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তোমরা পাঁচটি বিষয় থেকে বিরত থাকিও। (১) যে জাতি ওজনে কম দেয়, **আল্লাহ্ তাআলা** তাদেরকে উর্ধ্বমূল্য ও শস্যস্বল্পতায় ফেলেন। (২) যে জাতি ওয়াদা খেলাফ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের দুশমনদের তাদের উপর শাসক হিসাবে নিয়োজিত করে দেন। (৩) যে জাতি যাকাত আদায় করে না, **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের উপর থেকে বৃষ্টির পানি রুখে থাকেন। চতুস্পদ জন্তুরা যদি না থাকত, তাহলে তাদের ভাগ্যে এক ফোঁটা পানিও জুটত না। (৪) যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা বিস্তার পাবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাদেরকে প্লেগ রোগে আক্রান্ত করিয়ে থাকেন। (৫) যে জাতি কুরআন অনুসরণ না করে বিচার করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাদেরকে সীমালঙ্ঘন (অর্থাৎ ভুল বিচার) করার স্বাদ ভোগ করিয়ে থাকেন, আর তাদের এককে অন্যের আতঙ্কে রাখেন।”

(কুররাতুল উয়ূন, ৩৯৬ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

ফয়যানে সুন্নাত হতে দরসের ২২টি মাদানী ফুল

- (১) ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: “যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট কোনো ইসলামী কথা পৌঁছিয়ে দেয়, যাতে তার মাধ্যমে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা বদ-মাযহাবী দূর হয়ে যায় তাহলে সে জান্নাতী।”
(হিল্ইয়াতুল আউলিয়া, ১০ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৪৬৬)
- (২) তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আল্লাহ তা‘আলা ঐ ব্যক্তিকে তরতাজা রাখুক, যে আমার হাদীস শুনে, স্মরণ রাখে এবং অন্যদের নিকট পৌঁছায়।”
(সুনানে তিরমীযী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬৬৫)
- (৩) হযরত সায়্যিদুনা ইদ্রীস عَلِيٌّ بْنُ أَبِي رَافِعٍ এর মুবারক নাম এর একটি হিকমত এও যে আল্লাহ তা‘আলার প্রদানকৃত সহীফা সমূহ মানুষদেরকে অধিক হারে শুনাতেন অতঃপর তাঁর عَلِيٌّ بْنُ أَبِي رَافِعٍ এর নামই ইদ্রীস (অর্থাৎ দরস দাতা) হয়ে গেল।
(তফসীরে কাবীর, ৭ম খন্ড, ৫৫০ পৃষ্ঠা। তফসীরুল হাসানাতে, ৪র্থ খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)
- (৪) হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেছেন: دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرْتُ قُطْبًا بِاللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَرَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেছেন: অর্থাৎ আমি ইলমের দরস দিতে থাকলাম শেষ পর্যন্ত কুতুবিয়্যতের মর্যাদা অর্জন করলাম। (কসীদায়ে গাউছিয়া)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

- (৫) ফয়যানে সুন্নাত হতে দরস দেয়া দাঁওয়াতে ইসলামীর একটি মাদানী কাজ। ঘর, মসজিদ, দোকান, স্কুল, কলেজ, চৌক ইত্যাদিতে সময় নির্ধারন করে প্রতিদিন দরসের মাধ্যমে খুব বেশী পরিমাণে সুন্নাত সমূহের মাদানী ফুল বিতরণ করণ এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করণ।
- (৬) ফয়যানে সুন্নাত হতে প্রতিদিন কমপক্ষে দুটি দরস দেয়া বা গুনার সৌভাগ্য অর্জন করণ।
- (৭) ২৮ পারা সূরাতুত তাহরীমের ৬নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

“হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইফন মানুষ এবং পাথর।”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا
أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَأَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
قُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচানোর একটি মাধ্যম হল ফয়যানে সুন্নাতের দরস। (প্রতিদিন দরস ছাড়াও সুন্নাতে ভরা বয়ান অথবা মাদানী মুযাকারা এর ক্যাসেট বা V.C.D. পরিবারবর্গকে শুনিয়ে দিন)

- (৮) যিম্মাদার ঘড়ির সময় নির্ধারণ করে প্রতিদিন চৌক দরসের ব্যবস্থা করণ। উদাহরণ স্বরূপ- রাত ৯টা বাজে মদীনা চৌক সাড়ে ৯টা বাজে বাগদাদী চৌক ইত্যাদি, ছুটির দিন একের চেয়ে অধিক জায়গায় চৌক দরসের ব্যবস্থা করণ (কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন সর্বসাধারণের হক যেন নষ্ট না হয়। অন্যথায় গুনাহ্গার হবেন।)
- (৯) দরসের জন্য এমন সময় বেছে নিন, যাতে অধিক পরিমাণ ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করতে পারে।
- (১০) যে নামাযের পর দরস দিবেন ঐ নামায ঐ মসজিদের প্রথম সারিতে, প্রথম তকবিরের সাথে জামাতাত সহকারে আদায় করণ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

- (১১) মিহরাব থেকে দূরে (মসজিদের বারান্দা ইত্যাদিতে) এমন কোন জায়গা দরসের জন্য নির্ধারণ করে নিন। যেখানে অন্যান্য নামাযী ও তিলাওয়াত কারীদের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়।
- (১২) যেলী মুশাওয়ারাতের নিগরানের উচিত যে, নিজের মসজিদে ২ জন খের'খা নির্ধারণ করা। যারা দরস (বয়ান) এর সময় চলে যাওয়া লোকদের নশভাবে দরসে (বয়ানে) অংশগ্রহণ করতে বলেন এবং কাছাকাছি করে বসিয়ে দিবেন।
- (১৩) পর্দার উপর পর্দা করাবস্থায় দু'জানু হয়ে বসে দরস দিন। যদি শ্রবণকারী বেশী হয়, তখন দাঁড়িয়ে কিংবা মাইকে দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে যাতে অন্য নামাযীদের অসুবিধা না হয়।
- (১৪) আওয়াজ যেন বেশী বড় না হয় আবার একেবারে ছোটও যেন না হয়। যথাসম্ভব এতটুকু আওয়াজে দরস দিবেন যে, শুধুমাত্র যেন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ শুনতে পান। কোন অবস্থাতেই অন্যান্য নামাযীদের যেন কষ্ট না হয়।
- (১৫) দরস সর্বদা থেমে থেমে, ধীরগতিতে দিবেন।
- (১৬) যা কিছু দরস দিবেন, তা আগে কমপক্ষে একবার দেখে নিন, যাতে ভুলত্রুটি না হয়।
- (১৭) ফয়যানে সুন্নাতের ইরাব (অর্থাৎ যবর, যের, পেশ) দেয়া শব্দ সমূহ ইরাব অনুযায়ী পাঠ করুন। এভাবে করলে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى সঠিক উচ্চারণের অভ্যাস গড়ে উঠবে।
- (১৮) হামদ ও সালাত, দরুদ সালামের লিখিত বাক্য সমূহ, দরুদের আয়াত এবং সমাপনী আয়াত ইত্যাদি কোন সুন্নী আলিম বা ক্বারী সাহেবকে অবশ্যই শুনিয়ে নিবেন। যতক্ষণ না নিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত একাকীও পাঠ করবেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরস শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

- (১৯) ফয়যানে সুন্নাত ছাড়াও দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত রিসালাসমূহ থেকে দরস দিতে পারবেন।^১
- (২০) দরস এবং শেষের দোআ সহ ৭ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করুন।
- (২১) প্রত্যেক মুবািল্লিগের উচিত যে, দরসের নিয়ম, শেষের তারগীব ও শেষের দোআ মুখস্ত করে নেয়া।
- (২২) দরসের নিয়মের মধ্যে ইসলামী বোনেরা প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করে নিন।

ফয়যানে সুন্নাত হতে দরস দেয়ার পদ্ধতি

তিন বার এভাবে বলুন: “কাছাকাছি এসে বসুন।” পর্দার উপর পর্দা করে দু'জানু হয়ে বসে এভাবে শুরু করুন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

এরপর এভাবে দরস সালাম পড়ান:

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ إِلِكِ وَأَصْحِبِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ إِلِكِ وَأَصْحِبِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

যদি মসজিদে দরস দেন, তাহলে এভাবে ইতিকারফের নিয়ত করান:

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থ্যাৎ: আমি সুন্নাত ইতিকারফের নিয়ত করলাম।)

^২ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর রিসালা ছাড়া অন্য কোন কিতাব থেকে দরস দেওয়ার অনুমতি নেই।
- মারকাযী মজলিশে শুরা

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

আশিকানে রাসুলদের মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়তে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্কে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন'আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন, **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**! এর বরকতে সুন্নাতের অনুসরণ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফায়তের মনমানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন (মনমানসিকতা) গড়ে তুলুন যে, “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।” **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন'আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য^২ মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**

আল্লাহ করম এয়ায়ছা করে তুজপে জাহাঁ মে
আয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরি ধুম মাচি হেঁ।

পরিশেষে খুশু ও খুয়ু (দেহ ও অন্তরে বিনয়ভাব)র সাথে একাত্মচিত্তে দো'আতে হাত উত্তোলনের আদব সমূহের দিকে লক্ষ্য রেখে কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়া এভাবে দো'আ করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

ইয়া রবে মুস্তফা! বাতুফাইলে মুস্তফা **عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা এবং সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করে দাও। ইয়া আল্লাহ! দরসের ভুল-ত্রুটি এবং সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও। নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান কর। আমাদেরকে পরহেজগার ও পিতা-মাতার বাধ্য করে দাও।

^২ এখানে ইসলামী বোনেরা এভাবে বলুন: “পরিবারের পুরুষদের মাদানী কাফেলায় সফর করাতে হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরকে তোমার এবং তোমার মাদানী হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রকৃত আশিক বানিয়ে দাও। আমাদেরকে গুনাহের রোগ হতে মুক্তি দান কর। ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরকে মাদানী ইন্'আমাতের উপর আমল করা, মাদানী কাফেলায় সফর করা এবং ইনফিরাদী কৌশলের মাধ্যমে অন্যদেরকেও মাদানী কাজ সমূহের তারগীব দেয়ার উৎসাহ দান কর। ইয়া আল্লাহ্! মুসলমানদের রোগ সমূহ, ঋণগ্রস্ততা, রোজগারহীনতা, সম্ভানহীনতা, অহেতুক মামলা মুকাদ্দামা এবং বিভিন্ন পেরেশানি সমূহ থেকে মুক্তি দান কর। ইয়া আল্লাহ্! ইসলামের উন্নতি দান কর এবং ইসলামের শত্রুদের অপদস্থ কর। ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে আজীবন সম্পৃক্ততা দান কর। ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরকে সবুজ গুম্বদের নীচে তোমার প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জ্বলওয়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে তোমার মাদানী হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য নসিব কর। ইয়া আল্লাহ্! মদীনা শরীফের সুগন্ধিময় সুশীতল হাওয়ার উসিলায় আমাদের সকল জায়িয দো'আ সমূহ কবুল কর।

কেহুতে রেহুতে হে দোয়াকে ওয়াস্তে বান্দে তেরে,

কার্দে পু'রি আ'রজু হার বে'কসুর মজবুর কি।

اٰمِيْنَ بِجَاذِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

এর পর এই আয়াত পাঠ করুন:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى النَّبِيِّ يَآٰيُّهَا الَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

(পারা: ২২, সূরা: আহজাব, আয়াত: ৫৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

সবাই দরদ শরীফ পাঠ করার পর পড়ুন:

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾

وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّينَ ﴿١٨١﴾

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

(পারা: ২৩, সুরা: আস সাফাত)

দরসের উপকারীতা পাওয়ার জন্য সাওয়াবের নিয়তে (দাড়িয়ে দাড়িয়ে নয় বরং) বসে উৎফুল্লতার সহিত সবার সাথে সাক্ষাৎ করণ, কিছু নতুন ইসলামী ভাইকে আপনার কাছে বসিয়ে নিব এবং ইনফিরাদি কৌশল করে মুচকি হেসে তাদেরকে মাদানী ইন'আমাত ও মাদানী কাফেলার বরকত সমূহ বুঝান। (বসে সাক্ষাৎ করার হিকমত এটাই যে, কিছু না কিছু ইসলামী ভাই হয়তঃ আপনার সাথে বসে থাকবে নতুবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎকারী অধিকাংশ চলে যায়, আর এতে ইনফিরাদি কৌশলের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।)

তুমি এয় মুবাঙ্লিগ ইয়ে মেরী দো'আ হে,
কিয়ে জাও থে তুম ভরক্বি কা যিয়না।

আভারের দো'আ: ইয়া আল্লাহ! আমাকে এবং নিয়মিত ফয়যানে সুন্নাত হতে প্রতিদিন কমপক্ষে দুটি দরস একটি ঘরে আর একটি মসজিদে, চৌক অথবা স্কুল ইত্যাদিতে দাতা এবং শ্রোতার মাগফিরাত কর এবং আমাদের সুন্দর চরিত্রের অনুসারী বানাও।

اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

মুখে দরসে ফয়যানে সুন্নাত কি তৌফিক,
মিলে দিন মে দু মরতবা ইয়া ইলাহী!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

তথ্যসূত্র

| নং | কিতাব | লিখক | প্রকাশনা/প্রকাশকাল |
|----|------------------------------|---|--|
| ১ | কুরআন শরীফ | আল্লাহ তাআলার বাণী | মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩২হিঃ |
| ২ | কানযুল ঈমানের অনুবাদ | আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩২হিঃ |
| ৩ | তফসীরে আব্দুর রাজ্জাক | ইমাম আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হুমাম সুনানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ |
| ৪ | তফসীরে তাবরী | আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির তাবরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ |
| ৫ | আহকামুল কুরআন | আবু বকর আহমদ বিন আলী রাজী জাসাস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত |
| ৬ | তফসীরে বাগ'ভী | ইমাম আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ |
| ৭ | তফসীরে কবীর | ইমাম ফখরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন ওমর রাজী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২০হিঃ |
| ৮ | তফসীরে কুরতুবি | ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ |
| ৯ | তফসীরে খাযিন | আল্লামা আলাউদ্দিন আলী বিন মুহাম্মদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | আকোড়া খটক |
| ১০ | তফসীরে বায়জাতী | আল্লামা আব্দুল্লাহ আবু ওমর বিন মুহাম্মদ বায়জাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০হিঃ |
| ১১ | তফসীরে দুররে মুনসুর | ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪০৩হিঃ |
| ১২ | তফসীরাতে আহমদিয়া | আল্লামা আহমদ বিন আবু সায়িদ জুনপুরী ওরফে মাল্লা জীবন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | পেশাওয়ার |
| ১৩ | তফসীরে রুহুল বয়ান | শায়খ ইসমাঈল হক্কী বারোসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪০৫হিঃ |
| ১৪ | হাশিয়াতুস সাবী আলাল জালালিন | আহমদ বিন মুহাম্মদ সাবী মালকী হালুফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২১হিঃ |

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

| | | | |
|----|--------------------------|--|--|
| ১৫ | রুহুল মাআনী | আল্লামা শাহাবুদ্দিন সৈয়দ মুহাম্মদ আ'লুসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২০হিঃ |
| ১৬ | তাকসীরে খায়ারিনুল ইরফান | সায়িদ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩২হিঃ |
| ১৭ | তাকসীরে নাঈমী | মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | মাকতাবায়ে ইসলামীয়া, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর |
| ১৮ | তাকসীরে নুরুল ইরফান | মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | পীর ভাই এন্ড কোম্পানি |
| ১৯ | সহীহ বোখারী | ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বোখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ |
| ২০ | সহীহ মুসলিম | ইমাম মুসলিম বিন হিজাজ কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ইবনে হাজম, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ |
| ২১ | সুনানে তিরমিযী | ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ |
| ২২ | সুনানে নাসাঈ | ইমাম আহমদ বিন শায়িব নাসাঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ |
| ২৩ | সুনানে আবু দাউদ | ইমাম সুলাইমান বিন আশ'আশ সাজাস্তানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২১হিঃ |
| ২৪ | সুনানে ইবনে মাজাহ | ইমাম মুহাম্মদ বিন যায়িদ কযভিনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল মারুফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ |
| ২৫ | সুনানে কুবরা | ইমাম আবু বকর বিন হুসাইন বায়হাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২৪হিঃ |
| ২৬ | সুনানে দারামী | ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান দারামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল আরাবীয়া, বৈরুত, ১৪০৭হিঃ |
| ২৭ | মুয়াত্তা ইমাম মালিক | ইমাম মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল মারুফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ |
| ২৮ | নাওয়াদিরুল উছুল | আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাসান হাকীম তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | মাকতাবাতুল ইমামুল বোখারী আল কাহিরা, ১৪২৯হিঃ |
| ২৯ | মুসনাদিল বজার | ইমাম আবু বকর আহমদ বিন ওমর বিন আব্দুল খালিক বজার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হুকুম, মদীনা মনওয়ারা, ১৪২৪হিঃ |
| ৩০ | মুসনাদে আব্দ বিন হামিদ | আল্লামা আব্দ বিন হামিদ বিন নসর আবু মুহাম্মদ আল কাসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | মাকতাবাতুল সুনাতুল কাহেরা, ১৪০৮হিঃ |

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

| | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| ৩১ | শুয়াবুল ঈমান | ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১২হিঃ |
| ৩২ | মুসতাদরাক | ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | দারুল মারুফ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ |
| ৩৩ | আল মুসনাদ | ইমাম আহমদ বিন হাম্বল <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১১/১২হিঃ |
| ৩৪ | মুসনাদে আবি ইয়লা | ইমাম আহমদ বিন আলীম মুসলী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ |
| ৩৫ | আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব | আল্লামা শেরভিয়া বিন শেহেরদার দায়লামী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪০৬হিঃ |
| ৩৬ | মু'জাম কাবির | ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২২হিঃ |
| ৩৭ | মু'জামুল আওসাত | ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০হিঃ |
| ৩৮ | মু'জামুস সগীর | ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪০৩হিঃ |
| ৩৯ | মুসনাদুশ শামিইন | ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | মু'সাআতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪০৫হিঃ |
| ৪০ | মাকারিমুল আখলাক | ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১২হিঃ |
| ৪১ | আল কামিল ফি দা'আফাআর রিজাল | ইমাম আবু আহমদ আব্দুল্লাহ বিন আ'দী জারজানী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ |
| ৪২ | শরহুস সুন্নাহ্ | ইমাম আবু মুহাম্মদ আল হুসাইন বিন মাসউদ বাগভী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২৪হিঃ |
| ৪৩ | মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক | ইমাম আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হুমাম সানআয়ী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২১হিঃ |
| ৪৪ | মুসান্নিফ ইবনে আবু শায়বা | ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আবু শায়বা কুফী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১২হিঃ |
| ৪৫ | কিতাবু যিকিরুল মউত | ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবিদ্বুনিয়া <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ |
| ৪৬ | কিতাবুত তাওবা | ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবিদ্বুনিয়া <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ |

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

| | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|
| ৪৭ | কিতাবুস সম্ত | ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবদুনিয়া <small>رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ</small> | মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ |
| ৪৮ | কিতাবুল মানামাত | ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবদুনিয়া <small>رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ</small> | মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ |
| ৪৯ | কিতাবুল মুহতদরিন | ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবদুনিয়া <small>رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ</small> | মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ |
| ৫০ | কিতাবু জম্বুদুনিয়া | ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবদুনিয়া <small>رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ</small> | মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ |
| ৫১ | আযযুহুদ | ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক মারগযি <small>رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ</small> | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত |
| ৫২ | আযযুহুদ | ইমাম আহমদ বিন হাম্বল <small>رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ</small> | দারুল গদীল জাদীদ, মিশর, ১৪২৬হিঃ |
| ৫৩ | আযযুহুদ | আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআশ <small>رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ</small> | দারুল মিশকাতু বাহলুয়ান, মিশর, ১৪১৪হিঃ |
| ৫৪ | আযযুহুদুল কাবীর | ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী <small>رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ</small> | মওসাসাতুল কিতাবুস ছাকাফিয়া, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ |
| ৫৫ | আল ইহুসান বিতারতিবে ছহীহ ইবনে হাবান | হাফেজ মুহাম্মদ বিন হাবান বিন আহমদ <small>رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ</small> | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ |
| ৫৬ | জমউল জাওয়ামে | ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি <small>رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ</small> | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২১হিঃ |
| ৫৭ | জামেউছ ছসীর | ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি <small>رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ</small> | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২৫হিঃ |
| ৫৮ | মজমুয়াজ জাওয়ামেদ | ইমাম হাফেজ নূরুদ্দিন হাশেমী <small>رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ</small> | দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০হিঃ |
| ৫৯ | কানযুল উম্মাল | আল্লামা আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী <small>رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ</small> | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ |
| ৬০ | হিলিয়াতুল আউলিয়া | আল্লামা আবু নাসিম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসফাহানি <small>رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ</small> | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ |
| ৬১ | আল বদুরুস সাফিরাতু ফি উমুরিল আখিরাহ | ইমাম জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান সুয়ুতি <small>رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ</small> | মওসাসাতুল কিতাবুস ছাকাফিয়া, বৈরুত, ১৪২৫হিঃ |

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

| | | | |
|----|-----------------------|--|--|
| ৬২ | শরহে মা'আনিল আ'ছার | ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহাভি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২২হিঃ |
| ৬৩ | কাশফুল খাফা | শায়খ ইসমাইল বিন মুহাম্মদ আ'জলুনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২২হিঃ |
| ৬৪ | উমদাতুল কারী | আল্লামা আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ |
| ৬৫ | শরহে সহীহ মুসলিম | আল্লামা আবু যাকারিয়া বিন শরফ নববী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪০১হিঃ |
| ৬৬ | ইরশাদুস সারী | আল্লামা শাহাবুদ্দিন আহমদ মুহাম্মদ কুস্তলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২১হিঃ |
| ৬৭ | মিরকাতুল মাফাতিহ্ | আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ |
| ৬৮ | আত- তাইছির | আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল হাদীস, মিশর |
| ৬৯ | ফয়যুল কদির | আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২২হিঃ |
| ৭০ | আশ'আতুল লুম'আত | শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | কোয়েটা |
| ৭১ | মিরাতুল মানাজিহ | মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর |
| ৭২ | নুহাতুল কারী | মুফতি মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | ফরিদ বুক স্টল, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর |
| ৭৩ | মাবসূত | আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবী সাহাল সারখসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২১হিঃ |
| ৭৪ | হেদায়া | আল্লামা আলী বিন আবী বকর মারগীনানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত |
| ৭৫ | তাবিইনুল হাকায়িক | আল্লামা ওসমান বিন যিলঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ |
| ৭৬ | শরহুল বেকায়া | আল্লামা ছদরুশ শরীয়া আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | বাবুল মদীনা করাচী |
| ৭৭ | জুহারা নিরা | আল্লামা আবু বকর বিন আলী হাদাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | বাবুল মদীনা করাচী |

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরদর শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

| | | | |
|----|--|--|---|
| ৭৮ | গুনয়াতুল মুতামলি | আল্লামা মুহাম্মদ ইব্রাহিম বিন হাবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | সাহিল একাডেমি, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর |
| ৭৯ | আল মিজানুল কুবরা | আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শেরানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | মুস্তাফাল বাবি, মিশর |
| ৮০ | আল ফাতাওয়ালা হাদীসিয়্যা | আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজর হায়তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ |
| ৮১ | তানভিরুল আবছার | আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আহমদ তামারতামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল মারুফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ |
| ৮২ | মিরাকিল ফালাহ্ | আল্লামা হাছান বিন আম্মার বিন আলী শরনিবালালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | বাবুল মদীনা, করাচী |
| ৮৩ | দুররে মুখতার | আল্লামা আলাউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আলী হাচকাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল মারুফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ |
| ৮৪ | ফাতোওয়ায়ে আলমগীরী | শায়খ নিজাম ও জামাতে ওলামায়ে হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪০৩হিঃ |
| ৮৫ | হাশিয়াতুল তাহতাত্তি আলাল মিরাকী | আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহতাত্তি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | বাবুল মদীনা, করাচী |
| ৮৬ | হাশিয়াতুল তাহতাত্তি আলাদ দুররে মুখতার | আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহতাত্তি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | কোয়েটা |
| ৮৭ | রুদ্দুল মুহতার | আল্লামা ইবনে আবেদীন মুহাম্মদ আমীন শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল মারুফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ |
| ৮৮ | জদ্দুল মুমতার | আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী |
| ৮৯ | ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া | আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | রেযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর |
| ৯০ | আল মালফুয | মুফতি মুস্তাফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, ১৪২৯হিঃ |
| ৯১ | ফাতোওয়ায়ে আমজাদিয়া | মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, ১৪১৯হিঃ |
| ৯২ | বাহারে শরীয়ত | মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, ১৪২৯হিঃ |
| ৯৩ | ওয়াকারুল ফতোয়া | মুফতি ওয়াকারুদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | বযমে ওয়াকারুদ্দিন, বাবুল মদীনা, ২০০১খৃঃ |

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

| | | | |
|-----|--|--|---|
| ৯৪ | তারিখে বাগদাদ | হাফেজ আহমদ বিন আলী খতিবে বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ |
| ৯৫ | তারিখে দামেশক | আল্লামা আবুল কাহেম আলী বিন হাছান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৬হিঃ |
| ৯৬ | আত তাবকাতুল কুবরা | আল্লামা মুহাম্মদ বিন সা'আদুল মারুফ বাইবনে সা'আদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ |
| ৯৭ | আত তাবকাতুল কুবরা | আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ |
| ৯৮ | আল মুনতাজাম ফি তারিখুল মুলুকি ওয়াল ওমাম | আল্লামা ইবনে জাওয়াই رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৫হিঃ |
| ৯৯ | আল ইসতিয়াব ফি মারুফাতিল আসহাব | আল্লামা ইউছুফ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল বার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২২হিঃ |
| ১০০ | তারিখুল খোলাফা | ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | বাবুল মদীনা, করাচী |
| ১০১ | শামাঈলে মুহাম্মদীয়া | ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত |
| ১০২ | দালায়িলুন নবুয়ত | আল্লামা আবু নাসিম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আছফাহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২৩হিঃ |
| ১০৩ | মাদারিজুন নবুয়ত | শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | নূরীয়া রযবীয়া, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর, ১৯৯৭খৃঃ |
| ১০৪ | আল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া | আল্লামা শিহাবুদ্দিন আহমদ বিন মুহাম্মদ কস্তলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১২হিঃ |
| ১০৫ | শরহূয যারকানী আলাল মাওয়াহেব | আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী যারকানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ |
| ১০৬ | বাহজাতুল আসরার | আল্লামা নূরুদ্দিন আলী বিন ইউছুফ শতনূফি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২৩হিঃ |
| ১০৭ | আল হায়রাতুল হিসান | আল্লামা শিহাবুদ্দিন আহমদ বিন হাজর হায়তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪০৩হিঃ |

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

| | | | |
|-----|--------------------------------|---|---|
| ১০৮ | আল কওলুল বদী | ইমাম হাফেজ মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান সাখাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | মুসা সাতুর রিয়ান, বৈরুত, ১৪২২হিঃ |
| ১০৯ | রিসালায়ে কুশাইরিয়া | ইমাম আবুল কাছিম আব্দুল করিম বিন হাওয়াজেন কুশাইরি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ |
| ১১০ | কু'তুল কুলুব | শায়খ আবু তালিব মুহাম্মদ বিন আলী মক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ |
| ১১১ | তানবিয়্যাল মাগফিরিন | আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শারানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪২৫হিঃ |
| ১১২ | ইহইয়াউল উলুম | ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুলছাদির, বৈরুত, ১৪২১হিঃ |
| ১১৩ | মিনহাজুল আবেদীন | ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত |
| ১১৪ | কিমিয়ায়ে সা'আদাত | ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | ইনতিশারাতে গঞ্জিনা, তেহরান, ১৩৭৯হিঃ |
| ১১৫ | ইত্তিহাফুস সা'দা | আল্লামা সাযি়দ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হোসাইনি জুবাইদি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত |
| ১১৬ | হাদিকায়ে নাদিয়া | আল্লামা আব্দুল গণী নাবলসী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | পেশাওয়ার |
| ১১৭ | সবয়ে সানাবিল | আল্লামা মীর আব্দুল ওয়াহেদ বালগিরামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | মাকতাবায়ে কাদেরীয়া, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর, ১৪০২হিঃ |
| ১১৮ | তায়কিরাতুল আউলিয়া | শায়খ ফরিদুদ্দিন মুহাম্মদ আত্তার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | ইনতিশারাতে গঞ্জিনা, তেহরান |
| ১১৯ | আখবারুল আখইয়্যার | শায়খ আব্দুল হক মুহাম্মদিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | ফারুখ একাডেমী |
| ১২০ | আত তায়কিরা | ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আনছারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ইসলাম, মিশর, ১৪২৯হিঃ |
| ১২১ | কাশফুল গুম্মাহ আন জমিউল উম্মাহ | আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শারানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ |
| ১২২ | কিতাবুল আজমত | ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আবুল শায়খ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ |

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

| | | | |
|-----|---|--|---|
| ১২৩ | রওযুর রিয়াহীন | আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন আছআদ বিন আলী ইয়াফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২১হিঃ |
| ১২৪ | আর রওযুল ফায়েক | আল্লামা শা'য়িব বিন সা'দ আব্দুল কাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪১৬হিঃ |
| ১২৫ | বেহরুলদামাউ | আল্লামা ইবনে জওজী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | মাকতাবায়ে দারুল ফযর, দামেশক, ১৪২৪হিঃ |
| ১২৬ | উয়ুনুল হিকায়াত | আল্লামা ইবনে জওজী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২৪হিঃ |
| ১২৭ | যম্বুল হাভী | আল্লামা ইবনে জওজী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | মাকতাবাতুল কিতাব ওয়াল সানা, পেশাওয়ার |
| ১২৮ | কুরবাতুল উয়ুন | ফকিহ আবু লাইছ সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪১৬হিঃ |
| ১২৯ | আজ্জাওয়াজির আন ইক্ভিরাফিল কাবায়ির | আল্লামা আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাজর হাইতামি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ |
| ১৩০ | শরলুছ ছুদুর | ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | মারকাযে আহলে সুননত, বরকত রেযা, হিন্দ, ১৪২৩হিঃ |
| ১৩১ | নুফহাতুল ইনস্ | আল্লামা আব্দুর রহমান জামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | শাব্বির ব্রাদার্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর, ১৪২৩হিঃ |
| ১৩২ | তানবিছুল গাফিলিন | ফকিহ আবু লাইছ সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | পেশাওয়ার, ১৪২০হিঃ |
| ১৩৩ | মুকাশাফাতুল কুলুব | ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত |
| ১৩৪ | মুসাতাতরাফ | আল্লামা শাহাবুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবু আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ |
| ১৩৫ | হায়াতুল হায়ওয়ান আকবরী | আল্লামা কামালুদ্দিন মুহাম্মদ বিন মুসা দামিরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৫হিঃ |
| ১৩৬ | কিতাবুত তাওয়াবিন | শায়খ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪০৭হিঃ |
| ১৩৭ | গুনিয়াতুত তালিবিন | শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ |
| ১৩৮ | আনফাসুল আরেফিন | আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ | ফযল নুর একাডেমী, গুজরাট |

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَأْنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।” (সান্নাদাতুদ দারুইন)

| | | | |
|-----|----------------------|---|---|
| ১৩৯ | কাশফুল মাহযুব | হযরত আলী বিন ওসমান হাজভীরী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | মারকাযুল আউলিয়া লাহোর |
| ১৪০ | বারালুদ্দিন | আল্লামা আবু বকর মুহাম্মদ বিন ওয়ালিদ তারতুশি <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | মওসাসাল কিতাবিছ ছাকাফিয়্যা, বৈরুত, ১৪২৩হিঃ |
| ১৪১ | ইমালী ইবনে বশরান | আল্লামা আবুল কাসিম আব্দুল মালিক বিন বশরান <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | দারুল ওয়াতান, ১৪১৮হিঃ |
| ১৪২ | জজবুল কুলুব | শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | নুরী বুক ডিপো, লাহোর |
| ১৪৩ | আত তা'রিফাত | আল্লামা সায়্যিদ শরীফ আলী বিন মুহাম্মদ জুরজানী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | দারুল মানার, সুদান |
| ১৪৪ | মসনভী | মওলানা জালালুদ্দিন রুমী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর |
| ১৪৫ | ফযায়েলে দো'আ | আল্লামা মওলানা নবী আলী খান <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩০হিঃ |
| ১৪৬ | হায়াতে আ'লা হযরত | আল্লামা মওলানা জাফরুদ্দিন বাহারী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small> | মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী |

উত্তম মানুষের বৈশিষ্ট্য

ছাহেবে কুরআনে করীম, মাহবুবে রব্বুল আ'লামীন, জনাবে ছাদেকে আমীন, নবী করীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এক বার মিস্বর শরীফে তাশরীফ নেন। এমন সময় একজন সাহাবী আরজ করল: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? ইরশাদ করলেন: “সর্বোত্তম ব্যক্তি হল সে যে বেশি বেশি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে, অধিক খোদাভীরু, সব চেয়ে বেশি নেকীর আদেশ দেয় আর অসৎকাজে নিষেধ করে, সর্বাধিক আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।”

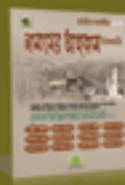
(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১০ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৫০৪)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূন্নাতের বাখর

العَدَدُ ١٥٥ جَد ١٥٥
তবলীগে কুরআন ও সূন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সূন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আব্বাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যাত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সাওয়াবের নিয়্যতে সূন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্কে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন'আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্বাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। **إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ** এর বরকতে ইমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সূন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **“আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।”** **إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ** নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন'আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। **إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ**



মাকতাবতুল মদীনার বিভিন্ন খাখা

ফরানে মদীনা ছানে মসজিদ, জনপথ মোড়, সাহাবাবাদ, চাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, বিতীয় তলা, ১১ আশরকিরা, ঈমাম। মোবাইল: ০১৮১০৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০০৫৮৯
ফরানে মদীনা ছানে মসজিদ, নিরামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net